বিচলনে

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

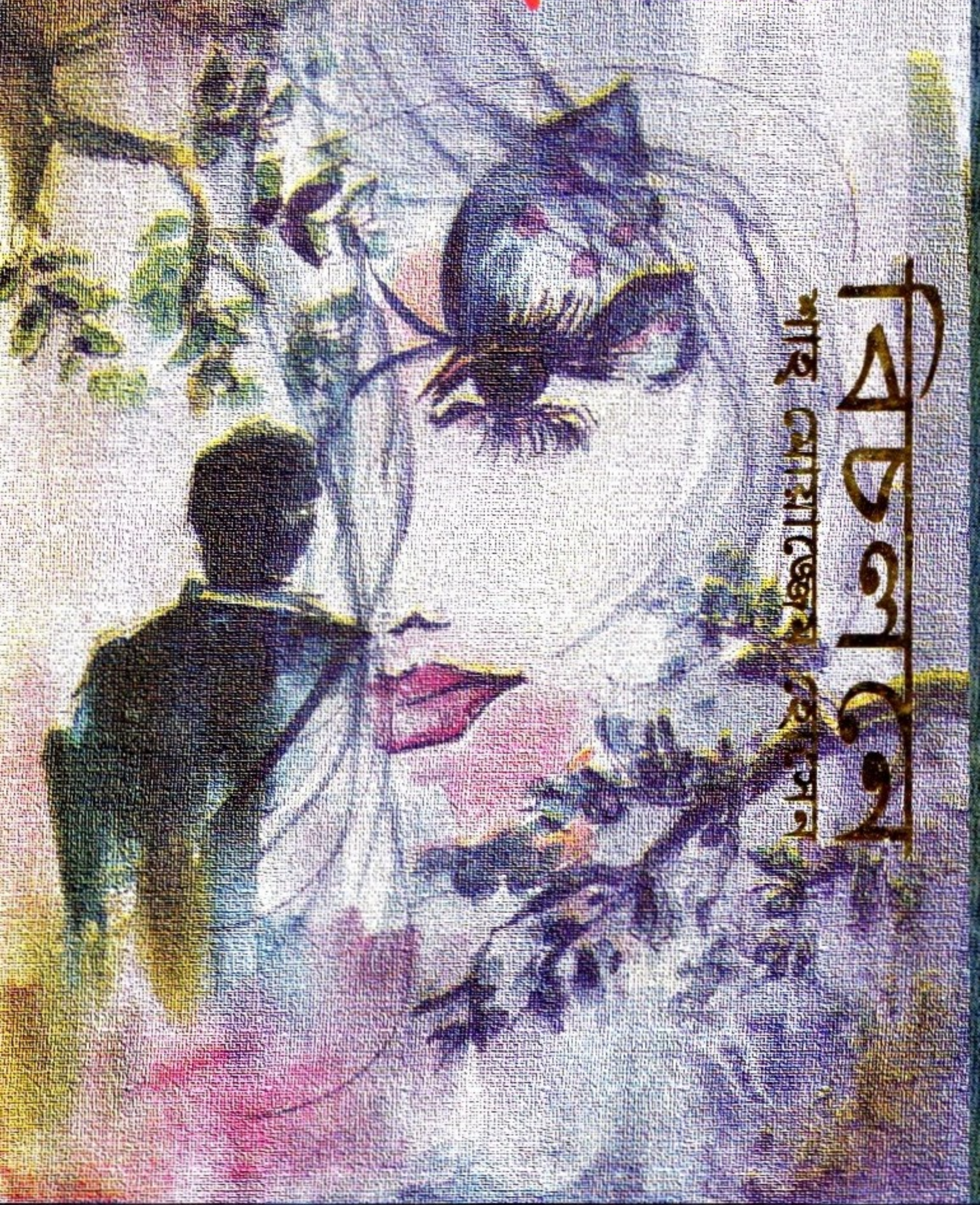

বিচলনে

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

DAFFODIL

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিচলনে

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

ডেফোডিল পাবলিকেশন্স লিঃ
৫৯/৩/১, পুরানাপল্টন, ঢাকা-১০০০

পরিবেশক
মেলা
৩৮/৩, কমপিউটার এন্ড বুকস মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৫৭৮০৩, ০১৭১-১৩২৭০৫৯

প্রথম প্রকাশ
৩০ জুন ২০০৭
প্রকাশক
এম. এস. দোহা
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
আশরাফ পিকো
শব্দ বিন্যাস
আবদুল্লাহ্ আল্ ফারুক
মুদ্রণে
ওএসিস প্রিন্টার্স
৬০/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্যঃ ৫০০ টাকা

US$ 30.00

ISBN : 984 - 4891 - 6- 5

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পৌত্র

শাহ্ ইরতিজা মোয়াজ্জেমকে

অনেক দোয়া ও প্রীতি সহ

– শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

কথাগুলো না বললেও চলে।

নিটোল একটি প্রেমের কাহিনী মনের মুকুরে দানা বেঁধেছিল। বাস্তবতার কাঠামোয় কল্পনা সংযোজিত হয়। নর-নারীর হৃদয় বৃত্তি বা কামনা বাসনা নতুন নয়। সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং বিধাতা পাজরের হাঁড় থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছিলেন সুখ ও শান্তির আশ্বাসে।

তারই পরম্পরায় দেশে দেশে যুগে যুগে ঘটনার সূত্রপাত।

পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ অনেকের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। অন্তরের নিভৃতে যা অহরহ লালিত, তার প্রকাশ কারো কাছে অশোভন ও হানিকারক।

বিশ্বের অন্যত্র কিন্তু ভিন্ন চিত্র। তাদের রচনার বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি এবং অকপটে খোলামেলা বক্তব্য প্রশংসায় প্রণিধানযোগ্য। সনাতন ধ্যান ধারণার অতিক্রান্ত হলেই সব রসাতলে যাবার অহেতুক উদ্বিগ্নতা সেখানে অনুপস্থিত। উৎসাহ পেয়ে এদেশেও সে ধারার কিঞ্চিত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

কেউ নাক সিঁটকাতে চাইলে করুক, কিছু আসে যায় না।

লিখতে বসে যে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করেছি, তার মূল্য কম নয়। অন্যের মাঝে তার কিছুটা সংক্রামিত হলেও স্বার্থকতা খুঁজে পাব।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাইয়া, আমাকে সে ঘটনাটা আর একবার বল।

কোন ঘটনা?

সেই যে তুমি আমাকে উদ্ধার করে আনলে!

সে ঘটনা আর কতবার শুনবি?

সে ঘটনা কোনদিন আমার কাছে পুরনো হবে না। বল না ভাইয়া!

রুবা অনেক আবদার নিয়ে রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রেজা রায়হান, অল্প বয়সে প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যবসায়ী। নিজের গুলশানস্থ বাড়ির দ্বিতলের লিভিং স্পেসে বসে কথা হচ্ছিল। পাশে টিপয়ে বৈকালিক কফি। রায়হান সোফায় বসে। উম্মে রুবাইয়া, ষোড়শী যুবতী। দেখতে অতিশয় সুন্দরী। রায়হানের হাঁটুর উপর হাত রেখে সে তার মুখপানে তাকিয়ে। আস্থা, বিশ্বাস এবং সবচাইতে বেশি ভালেবাসায় সে চাহনি ভরপুর।

রায়হান তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে তার মাথার সুবিন্যস্ত চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলে, সেদিন যদি তোকে না পেতাম তা হলে আমার কি হত?

কিছুই হত না। ভাত ফেললে কাকের অভাব হয় না।

রায়হান তার একটি হাত রুবার মাথায় ন্যস্ত করে বলে, না রুবা। তুই কাক নস্। ভাত ফেললেই রুবার মতো মানুষ ছুটে আসে না। অনেক তপস্যা করে তাকে পেতে হয়।

রুবা রায়হানের হাঁটুতে মুখ রেখে পুনরায় আবদার জানায়, তুমি কেবল অন্য কথা বলছ। বল না ভাইয়া!

কি বলব। কতবার বলব? এক কাহিনী শুনে শুনে তোর কি তৃষ্ণা মিটে না!

না, এ কাহিনী শোনার তৃষ্ণা কোনদিন মিটবে না। তুমি বল।

www.pathagar.com

সে প্রায় বছর চারেক আগের ঘটনা।

রায়হান যে ঘটনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনরায় ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়, সে ঘটনা সত্যিই নাটকীয়। কত শত কাহিনীর জন্মস্থান এই রাজধানীর বুকেও সেটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা।

নিত্যকার মতো রায়হান গাড়িতে করে মতিঝিলে তার অফিসে যাচ্ছিল। সে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। গুলশান থেকে বের হয়ে শিল্প এলাকা পার হয়ে সে মগবাজারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু সকাল বলে তখনও যথেষ্ট যানবাহনের প্রবাহ ছিল না। পান্থপথের পূর্বের সীমা যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার প্রবেশ পথে এসে মিশেছে সেখানে এসে সে ডান দিকে ছোট একটি জটলা দেখতে পায়। একজন বয়স্ক লোক, সম্ভবত মফস্বল থেকে এসছে। সঙ্গে একটি সুদর্শনা কিশোরী। ইজের ও ফ্রক পরিহিতা কিশোরীটি অসহায় ভঙ্গিতে লোকটির একটি হাত ধরে আছে। তাকে একবার দেখলেই বুঝা যায়, তার দেহে যৌবন সমাগমের বিলম্ব থাকলেও একটি সম্ভাবনায় ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই বহন করছে।

কয়েকজন শহুরে বখাটে লোক সেই বৃদ্ধ ও কিশোরীকে ঘিরে আছে। রায়হান গাড়ির গতি হ্রাস করে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করে। মনে হয়, লোকটি একটি কাগজ দেখিয়ে একজনের ঠিকানা খুঁজছে!

একজন সে কাগজটি হাতে নিয়ে অন্যদের উদ্দেশে চোখ টিপে বলে, আমি এই ঠিকানা চিনি। চলেন আমার সঙ্গে, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

অন্য একজন লোক এগিয়ে এসে বলে, বেটা বাটপার, তুই কিছুই চিনিস না। আমি চিনি। চলেন, আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আসেন।

বৃদ্ধ লোকটির খানিকটা সংশয় সৃষ্টি হয়। সে বলে, কিভাবে যেতে হবে একটু বলে দিন, আমরা যেতে পারব। আপনাদের কষ্ট করতে হবে না।

দ্বিতীয় লোকটি তার একটি হাত ধরে সামান্য আকর্ষণ করে বলে, আহা, বললেই কি চিনতে পারবেন? চলেন আমার সঙ্গে। আমি নিয়ে যাচ্ছি। চল খুকি।

মেয়েটি বৃদ্ধ লোকটিকে আরও আঁকড়ে ধরে। বখাটেদের একজন মেয়েটির একটি হাত ধরে টান দিতে রায়হান নষ্টামীর গন্ধ পায়। সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তার মোবাইল উঠিয়ে টেলিফোন করে, ওসি সাহেব আছেন?

বলছি, আপনি কে?

তোর ঠাকুরদা। মাজহার, রায়হান বলছি। এক সেকেন্ড দেরি না করে মগবাজার রোড হয়ে পান্থপথের সীমানায় চলে আয়।

www.pathagar.com

কেন? তোর কি কোন ঝামেলা হয়েছে?

কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করিস না। ঘটনা জরুরি।

এক্ষুণি আসছি, তুই সামাল দে।

ফোন হাতে নিয়ে রায়হান গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে রাস্তার এপারে এসে জিজ্ঞেস করে, এখানে কি হচ্ছে?

মেয়েটি কি মনে করে ছুটে এসে তার একটি হাত চেপে ধরে। রায়হান অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, মেয়েটি তার অতি আপন। সে তাকে নির্ভয় দিয়ে মাথায় হাত রাখে। আবার প্রশ্ন করে, এখানে কি হচ্ছে?

বৃদ্ধ লোকটি বলে, ঠিকানা জানতে চেয়েছি, এরা আমাদেরকে জোর করছে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না।

রায়হান দেখতে সুপুরুষ। লম্বা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। তার কণ্ঠস্বরেও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঝরে পড়ে।

সে জোরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, এই, কি চাই? এদের সঙ্গে ঝামেলা করছ কেন?

একজন বলে ওঠে, সাহেব, নিজের কাজে যান। কেন এসবের মধ্যে নাক গলাতে আসেন। এ দু'জন আমাদের মানুষ। আমরা নিয়ে যাচ্ছি।

মেয়েটির হাত রায়হানের হাত আরও দৃঢ়তায় আঁকড়ে ধরে। রায়হান মেয়েটির হাতে মৃদু কম্পন অনুভব করে।

সে ধমক দিয়ে বলে, খবরদার, কোন বাড়াবাড়ির চেষ্টা করবে না। তা হলে নিষ্কৃতি পাবে না। এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ বেল ওঠে, মেয়ে মানুষ দেখে সাহেবের লালা ঝরছে। আর সুবিধা হবে না রে। চল কেটে পড়ি।

রায়হান সেই লোকটিকে ধরার জন্য এগিয়ে যেতেই মেয়েটি তাকে বাধা দেয়, ভাইয়া, আপনি যাবেন না।

রায়হান ভাইয়া ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, তার ছোট বোন তাকে এভাবেই ডাকত।

তখনই দেখা যায় দূরে পুলিশের জীপ এদিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়

www.pathagar.com

পাতলা হয়ে যায়। যারা এতক্ষণ দরদী সেজে বৃদ্ধ এবং মেয়েটিকে নিজেদের আয়ত্বে নেবার চেষ্টা করছিল, তারা চোখের নিমেষে সরে পড়ে। পথচারী নিরীহ দর্শকরাও খানিকটা দূরে সরে যায়।

রমনা থানার বড় কর্তা মাজহার হোসেন লাফিয়ে জীপ থেকে নেমে এগিয়ে আসে। তার সঙ্গে জনাকয়েক সিপাইও নেমে আসে। তখন অকুস্থলে রায়হান, বৃদ্ধ এবং কিশোরটী ব্যাতিরেকে আর কেউ উপস্থিত নেই।

ওসি রায়হানকে জিজ্ঞেস করে, বিষয় কি গুরু?

এই মেয়েটি এবং এই ভদ্রলোককে কয়েকজন বখাটে মিলে জোর করে উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। আমার চোখে পড়ে যাওয়ায় আমি বাধা দিই! তোকে ডেকে পাঠাই। তোর গাড়ি দেখেই সবকটা সটকে পড়েছে।

এখন যারা দূরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কি কেউ আছে?

বৃদ্ধটি কথা বলে, না, ওরা আপনার গাড়ি দেখতে পেয়েই দৌড়ে ভেগেছে।

দারোগা সাহেব এতক্ষণে বৃদ্ধ এবং মেয়েটিকে ভালো করে লক্ষ করে, আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?

সে জানায়, তার নাম আবুল কাশেম, খুলনা থেকে আসছে। মেয়েসহ তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বাসায় যাবে। মগবাজারে তার বাসা। তার ভাই দীন মোহাম্মদের ঠিকানা লেখা কাগজটি ওরা নিয়ে গেছে।

মাজহার দারোগা হাসি-খুশি মানুষ। বয়সে রায়হানের চাইতে কিছু বেশি হলেও তারা বিশেষ বন্ধু। সে রায়হানের উদ্দেশে চোখ টিপে বলে, অফিসের পথে যাচ্ছিলে। নিশ্চয়ই ব্যবসা মন্দ হয়নি।

কি বলছিস গাধা!

পুলিশ অফিসারকে গাধা বলার অপরাধে তোর আপাতত সাজা হচ্ছে, এই ভদ্রলোক ও মেয়েটিকে তোর বাসায় নিয়ে যেতে হবে।

সেকী! তা হলে পুলিশ ডেকে লাভ কি? না, না, আমার বাসা হচ্ছে ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার। সেখানে মেয়েদের সুবিধা নেই। তুই যা হোক একটা ব্যবস্থা কর।

মাজহার বলে, আহা ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ভদ্রলোকের কাছ থেকে সব শুনে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আমি সাত তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। থানায় দারুণ ব্যস্ততা।

www.pathagar.com

বিকেলে তোর বাসায় এসে সব ব্যবস্থা করব। এখন এদেরকে তোর জিম্মায় দিচ্ছি। দেখিস আমানতের খেয়ানত করিস না।

সে বন্ধুর উদ্দেশে আবারও চোখ টিপে।

রায়হান অলক্ষ্যে তাকে চোখ রাঙায়, এই পুলিশগুলোর কোন নিত্যসত্য বোধ নেই। কোথায় কখন কি বলতে হবে সে সম্বন্ধে অসতর্ক। একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এ ধরনের ইঙ্গিতের মানে হয়!

কিন্তু রাস্তায়ও বেশিক্ষণ এইভাবে সিন ক্রিয়েট করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে মাজহারকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলে, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আমার বাসার খবর তোর অজানা?

সেইজন্যই বলছি। মেয়েটি এখনও ছোট হলেও প্রচুর সম্ভাবনাময়। এ ধরনের মেয়েদের নিয়ে নানা সমস্যা। এখন তোর বাসায় নিয়ে যা। পরে ধীরে সুস্থে সব বিবেচনা করা যাবে।

রায়হান অগত্যা বন্ধুর কথা মেনে নেয়। কাশেম সাহেব ও রুবাকে গাড়িতে উঠিয়ে সে পুনরায় বাসায় ফিরে আসে।

রুবার সেটাই প্রথম গাড়িতে চড়া। ঠাণ্ডা গাড়ির আরামের মধ্যে বসে সে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া, এই গাড়ি আপনার?

রায়হান তার দিকে সস্নেহে হেসে বলে, তোমার কি মনে হচ্ছে আমি এই গাড়ির ড্রাইভার?

না, না, তা মনে হচ্ছে না। আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন, তাই ভাবছিলাম।

ভাবছিলে, আমি একজন ড্রাইভার!

কাশেম সাহেব বলে, শহরে বড় সাহেবরা অনেকে নিজেরাই গাড়ি চালায়। রুবা তেমন কিছু দেখেনি। সাহেব, কিছু মনে করবেন না।

রায়হান হাসে, না, মনে করব কেন! তোমার নাম বুঝি রুবা? খুব সুন্দর নাম। তুমি কোন ক্লাশে পড়?

রুবার বাবা জবাব দেয় ওর ভালো নাম উম্মে রুবাইয়া। ও বাড়িতেই পড়ে। ক্লাশ এইটের ছাত্রী।

www.pathagar.com

বেশ, বেশ।

রায়হান তাদেরকে নিয়ে গুলশানে নিজের বাসায় উপস্থিত হয়।

দারোয়ান গেট খুলে সালাম দেয়, সাহেব এই গেল, আবার এখনই চলে এল! সঙ্গে মেহমান!

বাসার সকল কাজের কাজী এবং বলতে গেলে এই বাড়ির প্রধান ব্যবস্থাপক আবুল ছুটে আসে, স্যার, অফিসে যাননি? এরা কারা?

আবুলের এ প্রশ্ন করার অধিকার আছে। প্রায় দশ বছরের মতো সে রায়হানের সঙ্গে আছে। এত বড় বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং অনুগত মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়া দুরূহ। রায়হানই তার দুনিয়া। সে-ই তার ধ্যান জ্ঞান। তার কোন পারিবারিক বন্ধনের কথা কেউ জানে না। তার কোন চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা নেই। তার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা রেজা রায়হান। সে তাকে শ্রদ্ধা করে, ভয় করে। কিন্তু সবচাইতে বেশি যেটা সেটা হল নিগূঢ় ভালোবাসা। সে রায়হানের চাইতে সামান্য বড়ই হবে। যে ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে সে রায়হানকে জড়িয়ে আছে তার কোন তুলনা হয় না। তার হাতে লক্ষ টাকা দিয়েও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। রায়হানই তার জীবন। অন্য বিষয় নিয়ে সে মাথা ঘামাতে শিখেনি।

রায়হানের সকল কাজের সে একমাত্র নীরব স্বাক্ষী এবং সমর্থক। রায়হান যা বলবে বা করবে সেটাই তার জন্য শেষ কথা। রায়হানের কথার অন্যথা হবার কোন জো নেই।

সে বলে, আবুল, এরা আমার আত্মীয়। এদের যত্ন করিস।

আর কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। আর কোনদিন এদেরকে নিয়ে রায়হানকে একটি কথাও ব্যয় করতে হবে না। সে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে। আবুল ছাড়া রায়হান এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারে না।

সে তাদেরকে বসার ঘরে নিয়ে যায়। রায়হান কাশেম সাহেব ও রুবাকে বলে, আমি একটু অফিস থেকে ঘুরে আসব। আবুল সব ব্যবস্থা করবে। কোন অসুবিধা হবে না। এটাকে নিজের বাসা মনে করে স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমি শীঘ্রই চলে আসব।

রায়হান বের হবার উপক্রম করতেই সুন্দর দুটি চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে রুবা বলে ওঠে, ভাইয়া, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।

www.pathagar.com

আবার ভাইয়া? রায়হান এক মুহূর্ত মেয়েটির অনিন্দ্য সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দেয়, আচ্ছা তাড়াতাড়িই আসব। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আবুলকে বলো, কেমন?

ঠিক আছে ভাইয়া।

রায়হান বেরিয়ে যায়। তার জীবনে মেয়ে বন্ধুর অভাব কখনও ঘটেনি। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্তই যোগাড় হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে গাড়ি চালাতে চালাতে এই সরলমনা কিশোরীটির মুখ নিঃসৃত ভাইয়া সম্বোধন তার বারবার মনের গহীনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মেয়েটির চিন্তা সে মন থেকে দূর করতে পারে না।

রায়হান সাধারণত অফিসেই দুপুরের খাবার খায়। সামান্য ফল ও দু'-একটি স্যান্ডুইচ আনিয়ে খেয়ে নেয়। কফির সঙ্গে হালকা খাবার সে পছন্দ করে।

দুপুরে তখনও খাবার খায়নি। আজ এখানে না খেয়ে বাসায় ফেরাই বিধেয়। সেখানে দুটি অপরিচিত মানুষ রয়েছে। তার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। এসব যখন ভাবছে, তখনই বাড়ি থেকে টেলিফোন আসে। আবুল ফোন করেছে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সে কখনও ফোন করে না।

কি আবুল? কি হয়েছে? মেহমানদের খবর কি?

খবর ভালো। আপনি বাসায় আসেন। কাশেম সাহেব ভাত খেয়ে বিশ্রাম করছে। কিন্তু রুবা আপা কিছুতেই খাবে না। বলছে, ভাইয়া এলে তার সঙ্গে খাব।

তুই বলিসনি, আমি দুপুরে বাসায় খাই না।

বলেছি। সে বলে, ভাইয়া বলে গেছে সে তাড়াতাড়ি ফিরবে। আপনি এলে সে খাবে বলে বসে আছে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। আসছি।

এই প্রথম রায়হান বাড়ির প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে। সে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়।

এই মেয়ে, তুমি খাওনি কেন? সেই থেকে না খেয়ে আছ?

www.pathagar.com

না, আপনি চলে যাবার পর পরই আমরা চা-নাস্তা খাই। এখন অপেক্ষা করছি। আপনার সঙ্গে খাব।

আমার সঙ্গে খাওয়ার কথা ছিল?

না, তা ছিল না। আপনি বললেন তাড়াতাড়ি আসবেন, তাই অপেক্ষা করছিলাম।

রায়হান চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, সে এমন কোন ব্যবস্থা এখনও করেনি যে কেউ তার পথ চেয়ে না খেয়ে অপেক্ষা করে থাকবে। ভাবতে তার ভালোই লাগে, কেউ একজন খাবার নিয়ে বসে আছে।

সে আর কথা বাড়ায় না, এসো খেতে বসি।

তাদেরকে ডাইনিং রুমে খাবার দেওয়া হয়।

ভাইয়া, আজই প্রথম আমি টেবিল-চেয়ারে বসে ভাত খাব। এর পূর্বে পিঁড়ি বা চাটাইতে বসে খেয়েছি।

তাই?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, খাবার পর তোমার কথা শুনব। মনে হচ্ছে তুমি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার বাবা খেয়েছে?

হ্যাঁ, সে খেয়ে এখন বিছানায় গড়াচ্ছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারা খেতে বসে। রুবা খাওয়ার চাইতে খাওয়াতেই অধিকতর আগ্রহী। সে রায়হানের প্লেটে ভাত-তরকারি প্রভৃতি তুলে দেয়। রায়হান প্রফুল্ল চিত্তে মেয়েটির সপ্রতিভতা লক্ষ করে। তেমন কোন শঙ্কা বা জড়তা মেয়েটির মধ্যে দেখা যায় না। একটা স্বাভাবিক সহজতা তাকে বেষ্টন করে আছে।

তুমি নিজে খাচ্ছ না। মনে হচ্ছে আমিই মেহমান, তুমি এই বাড়ির কর্ত্রী।

এই তো খাচ্ছি।

রায়হান দুপুরে বিশেষ খায় না। আজ একটু বেশিই খাওয়া হয়ে যায়। কাজের ছেলে রহমানকে বলে, আমার জন্য কফি দে। রুবা তুমি কি চা বা কফি খাবে?

www.pathagar.com

না ভাইয়া, আমি কখনও কফি খাইনি। চা খাবারও বিশেষ অভ্যাস নেই। সকালে একবার খেয়েছি, ভালোই লেগেছে।

তা হলে আমার সঙ্গে আর এক কাপ খাও, ভালো লাগবে।

রুবা কোন কথা বলে না।

চা ও কফি এসে যায়। তারা বসার ঘরে চলে যায়। রায়হান বলে, চল উপরের বারান্দায় গিয়ে বসি।

তারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। রুবা এতক্ষণ নিচেই ছিল, উপরে উঠে তার খুব ভালো লাগে। এত সুন্দর বাড়ি-ঘর মানুষের হয়! কি সব দামী জিনিসপত্র। রুবা কোনদিন এসব কল্পনাও করতে পারেনি। ভাইয়া নিশ্চয়ই খুব বড়লোক।

ভাইয়া, আপনি খুব ধনী, তাই না?

কিসে বুঝলে?

এত বড় বাড়ি, এত কাজের লোকজন, এত সব সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র। আমি আগে এমন দেখিনি।

রায়হান তাকে ডেকে পার্শ্বে একটি সোফায় বসায়। বলে, এবার বল, তোমার কথা শুনি।

আমার তেমন কোন কথা নেই। বাবা গ্রামের স্কুলের শিক্ষক ছিল। প্রাইমারি স্কুল। এখন অবসর নিয়েছে। আমার মা নেই। আপন আত্মীয়-স্বজনও তেমন কেউ নেই। যারা আছে, তারা গরীব বলে আমাদের খোঁজখবর করে না। বাবা আমাকে বাড়িতেই পড়াত। গ্রামের কয়েকটি ছেলে উৎপাত শুরু করলে সে আমাকে ঢাকায় আমার এক দূর সম্পর্কের চাচার বাসায় রাখার জন্য নিয়ে আসে। তারপর আপনার সঙ্গে দেখা।

তোমার আর কোন বিষয় নেই? শুনেছি, গ্রামের দিকে আরও ছোট বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়।

রুবা এই প্রথম খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টি অবনত হয়ে পড়ে। স্বভাবজাত সারল্যের মাঝে একটি উদ্বিগ্নতার ছবি ফুটে ওঠে। সে বলে, দু'বছর পূর্বে বাবা আমার বিয়ে দেয়। আমি তখন কিছুই বুঝি না। সেই লোক বাবার

www.pathagar.com

নিকট থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে দুবাই না কোথায় যেন চলে গেছে। প্রথম কিছুদিন বাবাকে খোঁজখবর দিত। এখন আর তার কোন সংবাদ নেই। কোথায় আছে, কি করছে, বেঁচে আছে কিনা আমরা কিছুই জানি না। নিজেদের বাড়িতেও সে কোন সংবাদ দেয় না। আমি তার চেহারা ভুলে গেছি।

খুবই দুঃখের কথা। এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া অন্যায়।

ভাইয়া, আমার মা নেই। বাড়িতেও আর কেউ নেই। বৃদ্ধ পিতার পক্ষে অন্য চিন্তা করা কঠিন।

রায়হান বুঝতে পারে। সে চিন্তায় পড়ে যায়। মেয়েটিকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছিল। এর মধ্যে তার বিয়ের সংবাদটি তাকে কেন যেন অপ্রসন্ন করে তোলে। সে কোন চিন্তা না করেই জিজ্ঞেস করে ফেলে, স্বামীর সঙ্গে বসবাসের কোন অভিজ্ঞাতা তোমার হয়েছে? অবশ্য তখন তুমি আরও ছোট ছিলে। তুমি এখনও ছোট।

মেয়েটি চুপ করে থাকে। কোন কথা বলে না। একসময় তার চোখে পানি জমা হতে থাকে। রায়হান কি তার কোন দুর্বল স্থানে আঘাত করেছে! সে নিজের প্রশ্নের কারণে লজ্জাবোধ করে।

বলে, তুমি আমাকে ভাইয়া বলে ডেকেছ। প্রথম দর্শনেই নির্দ্বিধায় আমার হাত ধরেছ। আমার মনে হচ্ছিল তুমি যেন আমার কত দিনের পরিচিত আপনজন। তোমাকে দুঃখ দিয়ে থাকলে আমি লজ্জিত। কিছু মনে করো না।

মেয়েটি নীরবে চোখ মুছে ফেলে। বলে, আপনাকে সব বলব, কিছুই লুকাব না। কিন্তু আজ নয়।

কিন্তু আজ বিকেলেই যে মাজহার আসবে। দারোগা মাজহার। সে এসে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করবে। হয়ত তোমার চাচার বাসায় পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবে। আজকের পরে সময় সুযোগ না-ও পেতে পার।

মেয়েটি তার দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে পলক পড়ে না। এক সময় বলে, আমার মনে হচ্ছে অনেক সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে।

তুমি কি আর এক কাপ চা খাবে? আমি আর একটু কফি নেব।

আপনার ভাত খেয়ে পেট ভরেনি।

www.pathagar.com

রায়হান হেসে ওঠে, দুপুরে আমি আরও কম খেয়ে থাকি। তবে কফিটা একটু বেশি খাই। তোমার সঙ্গে কথা বলে কফির তৃষ্ণা বেড়ে গেল।

সে একটা বেল টিপতে রহমান এসে উপস্থিত হয়। রুবা আর চা খেতে চায় না। রায়হান আর এক চাপ কাপ কফির কথা বলে।

কফি পানের পর সে বলে, তুমি এই সামনের ঘরে একটু ঘুমিয়ে নিতে পার। রাতে লঞ্চে এসেছ, নিশ্চয়ই ঘুম পাচ্ছে। আমিও আজ অভ্যাস ভেঙে একটু ঘুমিয়ে নেব। বেটা মাজহার বিকেলেই এসে উপস্থিত হবে!

রুবার চেহারায় বিষাদের ছায়া পড়ে। সে উঠে দাঁড়ায়, তার সত্যিই কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন। গত রাত নির্ঘুমে কেটেছে।

ওটা কার ঘর ভাইয়া?

তোমার ঘর।

রুবা তবুও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে সে বলে, উপরে আমি একাই থাকি। কোন বিশেষ মেহমান এলে প্রয়োজনে ওই ঘর এবং আরও ঘর আছে সেগুলো ব্যবহার হয়। এসো, আমার সঙ্গে।

সে রুবাকে নিয়ে দক্ষিণের বারান্দা ঘেঁষে ঘরটিতে চলে যায়।

বলে, এই ঘরে সব আছে, সঙ্গে বাথরুম রয়েছে। টাওয়াল, সাবান সব পাবে। তুমি প্রয়োজনে মনে করলে তোমার সুটকেস খুলে কাপড় বদলাতে পার। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর। না ডাকলে কারো উপরে আসার নির্দেশ নেই। কেউ বিরক্ত করবে না।

সে বের হয়ে যায়। রহমান এসে রুবার ছোট সুটকেসটি তার ঘরের দরজার পাশে রেখে যায়।

রায়হান বিছানায় যাবার পূর্বে অফিসে টেলিফোন করে। আজ আর সে ফিরে যাচ্ছে না। জরুরি কোন বিষয় হলে তাকে বাসায় পাওয়া যাবে। সে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ঘুম আসে না। অনভ্যাসে দুপুরের শয্যা তার কাছে কণ্টকময় মনে হয়। ঘুরে ফিরেই রুবার সরল স্নিগ্ধ মুখটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মেয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা তার কম নয়। বয়স কম, তার উপর অর্থের কোন অভাব নেই, দেখতেও সে আর দশ জনের চাইতে আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্বময়। এহেন একজন যুবকের বান্ধবীর অভাব হবার কথা নয়।

www.pathagar.com

সেদিক থেকে তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। কিন্তু তারপরও ইজের ও ফ্রক পরা এই সরল গ্রাম্য মেয়েটি তাকে কেন যেন আকর্ষণ করছে। অন্য কোন অনুভূতি নয়। স্নেহের একটি মৃদু দোলা সে অন্তরে অনুভব করছে।

ভাবতে ভাবতে একসময় সে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। রুবা ঘুমাচ্ছে কিনা, তার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য সে দক্ষিণের ঘরটিতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

মেয়েটি কুণ্ডলী পাকিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রায়হান একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটি তৃপ্তির আভা রুবার চোখ-মুখে ফুটে আছে। রায়হান কিছুক্ষণ একভাবে তার নিদ্রিত দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ঘর থেকে নীরবে বের হয়ে আসে। ঘুমন্ত রুবা কিছুই জানতে পারে না।

বিকেলে কাশেম সাহেব রুবার খোঁজ করে জানতে পারে সে উপরে ঘুমাচ্ছে। রায়হান নিচে নেমে কাশেম সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে। রুবা তাকে যা যা জানিয়েছে সেসব সে যাচাই করে নেয়। কাশেম সাহেব বলে, বাবা, আমার নিজের মেয়ে। তাই কথাগুলো অহঙ্কারের মতো শোনাবে। এই মেয়ে যেমন মেধাবী, তেমনি সকল গুণে গুনান্বিতা। সে কখনও মিথ্যা বলে না। আমার কোন সম্বল নেই বলে এমন মেয়েকে আমি অপাত্রে প্রদান করে অপরাধ করেছি। মেয়ে দিনকে দিন বড় হয়ে উঠছে। জামাইয়ের খবর নেই। এদিকে আমারও দিন ঘনিয়ে এল, কি যে হবে ভাবতে পারছি না। আজই আপনি সময়মতো এসে না পড়লে এই সব বদ লোকদের হাত থেকে কি করে যে রক্ষা পেতাম জানি না। ভাবতেই আমার শরীর শিউরে উঠছে। আমার উঠতি বয়সের মেয়েটাকে ওরা টানা-হিঁড়া করে শেষ করে ফেলত।

রায়হান বলে, এত ছোট মেয়েকে বিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি।

কি করব বাবা! আমার কোন সহায়-সম্বল নেই। কোন প্রকারে বিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মুক্ত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হল না। এখন উল্টা মেয়ের চিন্তায় আমার ঘুম হারাম হবার উপক্রম। গ্রামের বাড়িতে দূর সম্পর্কের একটি বিধবা বোন ও তার নাবালক ছেলে থাকে। আর কেউ নেই।

রায়হান বলে, এখন কি করবেন? আপনার জ্ঞাতি ভাইয়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন। পুলিশ যদি তার সন্ধান দিতে না পারে তা হলে ঢাকায় এমন কেউ আছে যেখানে মেয়েকে নিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন?

না বাবা, এমন কেউ নেই।

www.pathagar.com

তা হলে কি আবার গ্রামে ফিরে যাবেন? ঠিকানা নিয়ে পুনরায় আসবেন?

তাই করতে হবে। কিন্তু মেয়েটাকে আর গ্রামে ফিরিয়ে নিতে চাই না। এবার ওরা জোর করেই ওর সর্বনাশ করে ছাড়বে।

বলেন কি? গ্রামের অবস্থা এরকম।

তারা দু'জনই নিশ্চুপ হয়ে যায়।

এক সময় রুবা নিচে এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। রহমান এসে চা ও খাবার দিয়ে যায়। রুবা নিজেই সেসব তার পিতা ও রায়হানকে এগিয়ে দেয়।

তুমি কিছু খাবে না রুবা?

না, আমার এ সময় খাবার অভ্যাস নেই। তাছাড়া দুপুরে বেশি খেয়েছি।

মোটেই তুমি বেশি খাওনি, বরং আমাকে বেশি খাইয়েছ।

রায়হান তার ঘড়ি দেখে। বিকেল হল, এখনও মাজহারের পাত্তা নেই। সে আবুলকে ডেকে বলে, ওসি মাজহার সাহেবকে দেখ তো ফোনে পাওয়া যায় কিনা।

আবুল কিছুক্ষণ পরে এসে জানায় সে থানায় নেই। কখন ফিরবে তারা বলতে পারে না।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে রায়হান বলে, আজ যদি মাজহার না আসে, আপনারা অগত্যা আমারই আতিথ্য গ্রহণ করুন। আশা করি কষ্ট হবে না। আপনি নিচে যে ঘরে ঘুমিয়েছেন সে ঘরেই থাকবেন। রুবা উপরে পৃথক ঘরে থাকবে। একা শুতে ভয় পাবে না তো রুবা?

না, আমি কতদিন এক একা থেকেছি?

বেশ, বেশ। তুমি খুব সাহসী মেয়ে। কোন চিন্তা নেই। এটা তোমার ভাইয়ার বাড়ি। ভাইয়ার হলে নিজেরই হয়, এটা বোঝ?

বুঝি ভাইয়া।

চমৎকার। এখন যাও আবুল তোমাকে সব দেখাবে। বাগান, লন, সুইমিংপুল, দোলনা সব আছে। তুমি ইচ্ছামতো সময় কাটাতে পার। অনেক বইও আছে। টেলিভিশন রয়েছে, যেটা তোমার ভালো লাগে।

www.pathagar.com

কাশেম সাহেব বলে, আমি আশেপাশে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আসতে চাই। অসুবিধা নেই তো?

না, না, কোন অসুবিধা নেই। বাসা চিনতে পারবেন তো? না পারলেও অসুবিধা নেই। এই কার্ডটা রাখুন প্রয়োজনে কাউকে দেখালেই হবে।

ঠিক আছে বাবা। মা রুবা, আমি একটু ঘুরে আসি।

সাবধানে হাঁটাহাঁটি করো বাবা। এটা তোমার গ্রাম নয়। ঢাকা শহর। গাড়ির নিচে পড়ো না।

না রে মা, না। অতটা অথর্ব এখনও হইনি। তুই তোর ভাইয়ার বাসা ঘুরে দেখ।

সে বের হয়ে যায়।

রায়হান আবুলকে ডেকে বলে, রুবাকে উপরে নিচে বাড়ির সর্বত্র ঘুরিয়ে দেখা। সে যা চায়, এনে দিবি। ঠিক আছে?

জী, ঠিক আছে।

রায়হান আজ আর কোথাও যায় না। এক ধরনের আলস্য তাকে পেয়ে বসে।

আবুল রুবাকে রায়হানের বাড়ি পরিদর্শনে নিয়ে যায়।

বাগান ও লন দেখে রুবা চমৎকৃত। কত রকমের ফুল ফুটে আছে। লনে কি সুন্দর সবুজ দূর্বা ঘাস। এত কোমল! শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, এসব আপনি দেখেন আবুল ভাই?

না, এর জন্য মালী রয়েছে। এসব তার কাজ। আমাকে তুমি বলে নাম ধরে ডাকবেন। আমি সাহেবের কর্মচারী।

না, আমি আবুল ভাই বলেই ডাকব। আমি কত ছোট, আমাকে আপনি করে ডাকবেন না। তুমি ডাকবেন।

অসম্ভব। সাহেবের বোন আপনি। আপনিও আমার মনিব। তুমি বলার প্রশ্নেই আসে না। আমি রুবা আপা বলে ডাকব।

রুবা গিয়ে দোলনায় বসে।

আবুল তাকে দোলা দিয়ে দেয়। সে জিজ্ঞেস করে, আবুল ভাই, বাড়িতে মেয়ে

www.pathagar.com

মানুষ সেই কেন?

আবুল সামান্য চিন্তা করে জবাব দেয়, কখনও মেয়ে মেহমান আসে বৈকি। কিন্তু সাহেবের পরিবার নেই।

ভাইয়ার স্ত্রী, মা, বোন এরা কোথায়?

সাহেব বিয়ে করেনি। বাবা-মা মারা গিয়েছে। এক বোন আছে, আমেরিকায় স্বামীর কাছে তাকে। সাহেবের নিকট আত্মীয় তেমন কেউ নেই।

রুবা বলে, ঠিক আমার মতো। আবুল ভাই আপনি বললেন আমি সাহেবের বোন। কি করে বুঝলেন?

রুবা আবুলকে চেনে না। সাহেব বলেছে, তার আত্মীয় এবং রুবা তাকে ডাকে ভাইয়া। কাজেই সে বোন বলেই ধরে নিয়েছে। এর আর ব্যত্যয় হবে না।

আবুল তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝায়। সে রুবাকে সমস্ত বাড়ি ঘুরিয়ে দেখায়। রান্না ঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর, অফিস ঘর, অভ্যর্থনা, গ্যারেজ সব দেখিয়ে উপরে নিয়ে যায়। রুবা দেখে ভাইয়ার দুটা গাড়ি। আবুল বলে, একটা টয়েটো কার ও অন্যটা পাজেরো জিপ। সাহেবই বেশির ভাগ সময় গাড়ি চালায়। একজন ড্রাইভারও রয়েছে।

উপরের অন্য ঘরগুলোতে রুবাকে নিয়ে যায়। ঘরগুলো এমনিই পড়ে আছে। সবগুলোই সুসজ্জিত। বড় ঘরটিতে সাহেব নিজে থাকে, তার শয়নকক্ষ। ঘরটি এত নিখুঁতভাবে সাজান যে শুধু চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। বড়লোকদের শোবার ঘর এমনই হয়! কি সুন্দর খাট, কি সুন্দর সব আসবাবাপত্র। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে ভয় করে যদি নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গে ড্রেসিং রুম। সাহেবের কত রকমের পোশাক। সব সেখানে সাজান।

বাথরুম দেখে রুবার মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। কত রকমের কলকব্জা। কি বিরাট আয়না। শুয়ে গোছল করার কি সুন্দর ব্যবস্থা। সে যতই দেখে কেবল অবাক হয়।

আবুল ভাই, এসব এত গোঝগাছ করে কে রাখে?

এসব দেখার জন্য লোক আছে। তার কাজ সবকিছু গুছিয়ে রাখা। সাহেব অগোছাল পছন্দ করে না।

www.pathagar.com

রুবার বিস্ময় কেবল বৃদ্ধিই পেতে তাকে।

আবুল তাকে ছাদে নিয়ে যায়। একদিকের ছাদের বাগান, অন্যদিকে একটি সুইমিং পুল।

আবুল ভাই, ছাদের উপরে পুকুর কেন?

পুকুর নয়। এটাকে বলে সুইমিং পুল। পুকুরও বলা চলতে পারে। এখানে সাহেব-মেমরা সাঁতার কাটে।

রুবা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, মেম কোথায় পাচ্ছেন আবুল ভাই?

প্রশ্নে আবুল সামান্য বিব্রত বোধ করে। তার জীবন চলে গেলেও রায়হান সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য তার মুখ থেকে নির্গত হবে না।

সে বলে, না, কেউ বেড়াতে এলে এখানে সাঁতার কাটতে পারে। আপনিও ইচ্ছা করলে এখানে সাঁতার কাটতে পারেন।

রুবা কোন কথা না বলে চুপ করে শুনে যায়। সুইমিং পুল জাতীয় কিছু সে জীবনে আর দেখেনি। তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

আবুল ভাই, ভাইয়ার অনেক টাকা, তাই না?

তা অবশ্য বলতে পারেন। দেশ-বিদেশে ব্যবসা।

বিয়ে করেনি কেন?

তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, আপনি জিজ্ঞেস করবেন।

ভাইয়া কি রাগী মানুষ?

সাহেবের মতো মানুষ হয় না। মানুষ নয়, যেন ফেরেশ্‌তা। তবে কোন কারণে রেগে গেলে তখন তাকে সামলান কঠিন।

কেন রেগে যায়?

আবুল এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। রুবাও দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করে না। তার বয়স যতই কম হোক, একে মেয়ে, তাতে পিতার সংসারে কর্তৃত্ব করে সে অনেক কিছু বুঝতে পারে। বোঝে, তার পক্ষে এত বেশি প্রশ্ন ঠিক নয়।

সে বলে, আবুল ভাই, চলেন নিচে যাই।

www.pathagar.com

তাই চলুন। সাহেব একা আছোঅন্যদিন এসময় বাড়িতে থাকে না।

তার নিচে নেমে আসে।

তিন দিন চেষ্টা করেও রমনা থানার ওসি মাজহার হোসেনকে ধরা যায় না। সে অত্যন্ত জরুরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাকেও দোষ দিয়ে লাভ নেই।

চতুর্থ দিন বিকেলে সে এসে উপস্থিত।

রায়হান রেগে মেগে মন্তব্য করে এই পুলিশগুলোর যদি কোন কাণ্ড-জ্ঞান থাকত, তা হলে সমাজে এত সমস্যার উদ্ভব হত না।

গুরু, টাকার বান্ডিলের উপর বসে আছ, দুনিয়ার বিষয় কিছুই টের পাও না। আমার হয়েছে মাথার গায়ে কুকুর পাগলের অবস্থা। তা গুরু, তোমার খুব একটা সমস্যা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

মাজহার হোসেন এসে জাঁকিয়ে বসেছে। তাকে চা এবং বৈকালিক খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। রায়হান ও কাশেম সাহেব সেখানে উপস্থিত। বাড়ির কন্যার মতো রুবা হাসিমুখে চা-খাবারদাবার এগিয়ে দিচ্ছে। মনে হয় এরা সকলেই একটি সুখী গৃহকোণের সদস্য।

অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝে নিয়েছে, রুবা এবং কাশেম সাহেব দিব্যি আরামে কাল কাটাচ্ছে। বিশেষ করে রুবার পরিবর্তন লক্ষণীয়। সেদিন মনে হয়েছিল একটি অসহায় কিশোরী নিদারুণ দুশ্চিন্তায় অকূলপাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে বাড়ির কর্তার একটি আদুরে কনিষ্ঠা বোন সংসারের দায়-দায়িত্ব আনন্দিত চিত্তে বহন করছে। মাজহার রুবার মধ্যে সে প্রসন্নতা লক্ষ করে তা তাকে স্বস্তি দেয়। তিন দিন পূর্বে সে এদেরকে এই বাড়িতে প্রেরণ করা অবধি আর খোঁজ নিতে না পারার যে অপরাধ বোধ তার কিছুক্ষণ পূর্বেও ছিল এখন রুবার স্নিগ্ধ ও সরল হাসিমাখা মুখের তৃপ্তি দেখে সেটার অবসান হয়।

দেখ গুরু, তোমার বাসায় যে জিনিসের অভাব ছিল, একজন বয়স্ক মুরব্বী এবং একটি স্নেহশীলা নারীর, তার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

www.pathagar.com

তুই নারী কোথায় পেলি? বল, একটি কিশোরী বালিকা।

আজ যে কিশোরী, কালই সে পূর্ণ নারী।

রায়হান বলে, তোর এইসব উচ্চমার্গের বোলচাল ছাড়। এখন বল এদের সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছিস?

ওসি বলে, আমি যেটুকু সম্ভব আমার লোকদের দিয়ে মগবাজার এলাকায় দীন মোহাম্মদ সাহেবের খোঁজ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা এই নামের কাউকে বের করতে সক্ষম হয়নি। মগবাজার একটা বিশাল এলাকা। ঠিকানা ছাড়া কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় কাশেম সাহেবের দেশে গিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে আনা প্রয়োজন।

রায়হান জবাব দেয়, এই পরামর্শের জন্য শার্লক হোম্‌সের প্রয়োজন হয় না। তোরা কেবল স্যুট-বুট লাগিয়ে ডাণ্ডা ঘুরাবি, একটা কাজের কাজ করবি না। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট রাখা কি জন্য!

মাজহার হাসে।

সে রুবার দিকে চায়ের কাপটি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, বোনটি, আমাকে আর একটু চা দাও। তোমার ভাইয়া অন্যদিকে প্রচণ্ড কৃপণতা করলেও ভালো চা কেনার দিকে তার নজর আছে।

ভাইয়া মোটেও কৃপণ নয়। কৃপন মানুষ এত লোকজন নিয়ে এত অর্থ ব্যয়ে এই রকম জাঁকজমকের জীবনযাপন করতে পারে না।

বেশ জবাব দিয়েছ রুবা। এই বেটা পুলিশ যখনই আসবে কাপের পর কাপ চা গলাধঃকরণ করবে আর বদনাম করবে।

মাজহার হেসেই চলেছে। সে বলে, গুরু, বদনামের উল্টা পিঠই সুনাম। এটা না বললে ওটা প্রকাশ পায় না। রুবার অকৃত্রিম মূল্যায়নের জন্য ধন্যবাদ পেতে পারি না!

রায়হান স্মিতমুখে চুপ করে থাকে।

কাশেম সাহেব নিবেদন করে, তা হলে আমি দেশ থেকে ঘুরেই আসি। ভাবছি, রুবা মাকে এখানে রেখে যাওয়া যায় কিনা। ওকে দেশে নিয়ে গেলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

www.pathagar.com

মাজহার জানতে চায়, কি সমস্যা?

রায়হান জবাব দেয়, পল্লীগ্রামে যে সব সমস্যা হয়ে থাকে। নিরীহ দরিদ্র স্কুল মাস্টারের অনূঢ়া কন্যার পক্ষে আজকাল আর গ্রাম নিরাপদ নয়। যেটুকু শুনেছি, আমার মনে হয় রুবার সেখানে প্রত্যাবর্তন সঠিক হবে না।

তা হলে তো সব মিটে গেল। রুবা এখানেই তার ভাইয়ার কাছে থাকছে। আপনি দেশ থেকে ঘুরে আসুন। আমার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। গুরু, এখন কি আর এক কাপ চা খেয়ে বিদায় হতে পারি?

চা না খেয়েও তুই বিদায় হতে পারিস। অকর্মের ঢেঁকি! কেবল চা পানে কোন অলসতা নেই!

রুবা হাসিমুখে আর এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলে, ভাইয়া, এভাবে বারবার চায়ের খোটা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

দেখ তো ভাই রুবা, তোমার ভাইয়ার এ কি রকম ব্যবহার! নেহাত বাল্য বন্ধু, ফেলতে পারি না। তা না হলে গোসা করে চা খাওয়া বন্ধ করে দিতাম!

সকলেই হাসতে থাকে। মাজহার চা পানান্তে তার টুপি এবং ব্যাটন উঠিয়ে রওয়ানা হয়।

রায়হান তার সঙ্গে আসে।

তোর মতলবটা কি? স্থায়ীভাবে গছাতে চাস নাকি?

যদি চাই, সেটা তোর মঙ্গল চিন্তা করেই চাই। একটি মেয়ে মানুষের অভাবে তোর সংসার মরুময় মনে হোত। তোর বাসা আজই ভিন্ন রকমের শ্রীময় হয়ে উঠেছে। গুরু, যদি খেলিয়ে ধরে রাখতে পারিস, একসময় দারুণ জিনিসে রূপান্তরিত হবে।

রায়হান তাকে একটা ধাক্কা দেয়, চুপ কর বেটা। তোর মুখে যে কিছুই আটকায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয়, এই তিন দিনেই আমার সংসারে একটা ভিন্নতর সুষমা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তবে?

দুই বন্ধু পরপস্পরের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসতে থাকে।

www.pathagar.com

ভিতরে পিতা-পুত্রিতে কথা হচ্ছিল।

তোর এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না তো?

না বাবা, কোন অসুবিধা হবে না। তবে, তুমি চলে গেলে, ভাইয়া অফিসে গেলে বড় একা লাগবে। অবশ্য টেলিভিশন দেখে, বই পড়ে সময় কাটান যাবে।

রায়হান ঘরে ঢোকে। সে বেল বাজালে রহমান তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হলে নির্দেশ দেন, আবুলকে ডাক।

মুহূর্তের মধ্যে আবুল এসে উপস্থিত হয়।

আবুল, চাচা দেশে যাবে। তার সাথে একজন বিশ্বস্ত লোক দিবি। সব ব্যবস্থা করে দিবি। আর রুবার পক্ষে এক থাকা সম্ভব নয়। তার বয়সী একটি কাজের মেয়ে যোগাড় কর। রুবার ফুট-ফরমাস পালন করবে এবং তাকে সর্বক্ষণ সঙ্গ দেবে। ঠিক আছে?

জী, ঠিক আছে। ব্যবস্থা হবে।

রায়হান কাশেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, চাচা আপনি কবে দেশে যেতে চান? আপনার দেখা শুনার জন্য সঙ্গে লোক যাবে।

তার প্রয়োজন হবে না বাবা। আপনি আমাকে চাচা বলে সম্বোধন করেছেন, আমি ধন্য হয়ে গিয়েছি।

এসব বলবেন না। রুবা আমাকে ভাইয়া ডেকে সম্পর্ক ইতোপূবেই তৈরি করে ফেলেছে। আজ থেকে আপনি অবশ্যই আমার চাচা। আপনার সাথে লোক যাবে। এখন থেকে আর কোন বিষয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। রুবার ভাইয়া সব দেখবে।

সে বের হয়ে যায়।

রুবা এবং কাশেম সাহেব সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুবার চোখে এক অপার্থিব আলো জ্বলে ওঠে।

আশ্চর্য মানুষ! ঢাকা শহরে এমন মানুষও আছে! চেনা নেই, জানা নেই আমাদের আশ্রয় দিল। এখন সব দায়-দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিচ্ছে।

শুধু তাই নয় বাবা, আমাকে ডেকে তার আলমিরার চাবি দিয়ে বলেছে, যা

www.pathagar.com

প্রয়োজন আমি যেন ক্রয় করে নিই। সকলকে বলে দিয়েছে, আমি যা বলব তাদেরকে তাই করতে হবে।

কাশেম সাহেব চোখ মুদিত করে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর গুজার করে মেয়েকে বলে, তাই বলে তুই টাকা-পয়সা বেহিসাব খরচপাতি করে বসিস না মা।

তুমি কি যে বল বাবা! আমার খরচ করার প্রয়োজন কি? মুখের কথা ফেললেই যা চাইব আবুল ভাই এনে দেবে। আমি কেন টাকা খরচ করব! যদি কিছু করি, ভাইয়ার জন্যই করব।

কাশেম সাহেব তার মেয়েকে চেনে। সে নীরবে উঠে এসে মেয়ের মাথাটি নিজের বক্ষে চেপে ধরে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ্ শেষ পর্যন্ত আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। তিনি আমাদের সঠিক আশ্রয়ে এনে তুলেছেন। আল্লাহ্‌র যদি ডাক এসে যায়, এবার হয়ত আমি নির্ভাবনায় যেতে পারব।

রুবা তার পিতার মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে দেয়, তুমি এসব কথা বলো না। আমাকে ফেলে কোথায় যাবে! তুমি দেশ থেকে ঘুরে আস, আমার মনে হয় আমাদেরকে দীন মোহাম্মদ চাচার বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

কাশেম সাহেব নীরবে মেয়ের আশান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আহা, মেয়েটাকে যদি অসময়ে বিয়ে না দিতাম!

পরদিনই কাশেম সাহেব খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সঙ্গে আবুলের লোক যায়। প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার এবং টাকা সে সাথে নেয়। একজন অবস্থাপন্ন পরিবারের মুরব্বী যেভাবে সাথে লোক নিয়ে চলাচল করে কাশেম সাহেব সেভাবেই সগৌরবে গ্রামে ফিরে যায়।

রুবা ঠিকই বলেছে, তার নিষ্পাপ মনে যে কথা উদিত হয়েছে তা যে কতটা বাস্তব তা সে নিজেও জানে না। এ কয়দিনেই রায়হানের মনে হচ্ছে, রুবা ছাড়া তার এ বাসা এতদিন চলছিল কী প্রকারে! মেয়েটার কয়েকটি বিশেষ গুণ রয়েছে। জিজ্ঞেস না করলে তেমন আগ বাড়িয়ে কথা বলে না, আবার প্রয়োজনে যে কোন কথা বলতে দ্বিধা করে না। নিজের দাবির প্রতিষ্ঠায় তাকে জোর খাটাতে হয় না। তার একটি সহজাত গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাকে অগ্রাহ্য বা অমর্যাদা করা যায় না।

www.pathagar.com

সে এরই মধ্যে নিঃশব্দে রায়হানের অধিকাংশ ব্যক্তিগত কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। রায়হানের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তার শোবার ঘর, বাথরুম, ড্রেসিংরুম এবং বসার ঘর বা এক কথায় সমস্ত দ্বিতলটিতে সে সর্বক্ষণ কিছু না কিছু কাজ করছে। কখনও ঘর গুছাচ্ছে, কখনও জামা-কাপড় সাজিয়ে রাখছে। পাতলা ন্যাকড়া যোগাড় করে সমস্ত আসবাব পত্রের আলগা ময়লা ঝেড়ে ফেলছে। বাথরুমে ঢুকে সেটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সব ফিটফাট করে রাখছে। আবুল তাকে এত কাজ করতে নিষেধ করেছিল। বলেছিল, স্যার রাগ করবে।

না আবুল ভাই, ভাইয়া রাগ করবে না। খুশিই হবে। আমার সময় কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে না!

আবুল আর কথা বাড়ায় না। সেও সন্তুষ্ট। একটি মেয়ে মানুষ না থাকলে সংসারে শ্রী আসে না।

সে রায়হানকে সব বলে, রুবা আপা উপরের সব কাজ নিজে করছে। আপনার খাস বেয়ারার এখন কোন কাজ নেই। তাকে নিচে অন্য কাজে লাগাচ্ছি।

রায়হান প্রসন্ন মুখে সব শোনে। কোন মন্তব্য করে না। তার মনের মাঝেও একটা নতুন বাতাস বইতে থাকে। একটি স্নেহশীল কোমল হৃদয় মেয়ের অন্তরের অনুক্ষণ শুভ কামনায় প্রতিফলন প্রতিটি মুহূর্তে সে উপলব্ধি করছে। তার কাছে যত মেয়ে এসেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আনন্দের অবসানে নিজেদের আখের গুছাবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়েছে। এই মেয়েটিকে তার আলমিরার চাবি দেওয়ার পরও একটি পয়সা খরচের দিকে তার মন নেই। সে অহর্নিশ সজাগ কিসে ভাইয়ার আরাম-আয়েসে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটে। রায়হান দেখে খুশি হয়। যারপরনাই খুশি হয়। কিন্তু নিজের থেকে তা প্রকাশ করে না।

একদিন দেখে, রুবা মেঝেতে বসে একটি কাপড়ের সাহায্যে তার জুতাগুলি পরিষ্কার করছে।

এই মেয়ে, এসব কি হচ্ছে? বাড়িতে আর লোক নেই? তুমি জুতা পরিষ্কার করছ কেন?

রুবা মুখ তুলে তাকায়। সুন্দর ডাগর চোখ দুটি তুলে ধরে বলে, ভাইয়া, আপনার কাজ করতে আমার ভালো লাগে।

অন্য কাজ কর। জুতা পরিষ্কার করছ কেন? ওরা তা হলে কি করবে?

www.pathagar.com

ভাইয়া, আপনার সব কাজ করতে আমার ভালো লাগে। এখন থেকে ওরা অন্য কাজ করবে। উপরে আর কাউকে কিছু করতে হবে না।

রায়হান নিশ্চুপ হয়ে যায়। হৃদয়ে একটি ভিন্ন আনন্দের ধারা বয়ে যায়। একসময় বলে, কিন্তু তুমি যখন থাকবে না, তখন কি হবে?

রুবা সে কথার জবাব দেয় না। তার নীরব ব্যথার দৃষ্টি রায়হানের চোখে প্রতিফলিত হয়। সে মাথা নত করে তার কাজে মনোনিবেশ করে।

রায়হান কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করে নিচে নেমে যায়। যেতে যেতে ডেকে বলে,

রুবা, কাপড় পাল্টে এসো। একটু বাইরে যেতে হবে।

কোথায় ভাইয়া?

বাইরে।

বাইরে কোথায়?

এই মেয়ে, এত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না। শীঘ্র কাপড় পাল্টে এসো। আলমারি থেকে আমার মানিব্যাগটাও নিয়ে এসো।

রুবা আর কথা বাড়ায় না। ড্রাইভার পাজেরো বের করেছে। রুবাকে নিয়ে রায়হান গাড়িতে চড়ে বসে।

মালেক, এলিফ্যান্ট রোডে গিয়ে কোন বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে গাড়ি দাঁড় করাবে।

জী স্যার।

রুবা রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, সেখানে কি হবে?

এখন প্রশ্ন করো না, দেখতেই পাবে।

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক তারা বিভিন্ন দোকানে ঘুরে অনেক জিনিসপত্র কিনে ফেলে। সবকিছুই রুবার জন্য। সে প্রথমটায় প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেছিল। কিন্তু রায়হানের ধমক খেয়ে চুপ হয়ে যায়। একসময় ভাইয়ার মন রক্ষার জন্য সে আনন্দিত চিত্তেই কেনাকাটায় অংশ নিতে থাকে। তার জন্য সবই নতুন। এত সব জিনিসের কি প্রয়োজন সে বুঝতে পারে না। কিছু একটা পছন্দ হলেই ভাইয়া

www.pathagar.com

বিভিন্ন রঙ ও ডিজাইনের কয়েকটি প্যাক করার নির্দেশ দেয়।

অনেক জোড়া পোশাক, জুতা সেন্ডেল, ওড়না, সাজার জিনিস আর কত কি তার জন্য কেনা হয়।

তারা দু'জন একগাদা প্যাকেট নিয়ে গাড়িতে ফিরে আসে। জিনিসপত্র ক্রয়ের একটা উন্মাদনা আছে। গ্রামের কিশোরীটি আজ প্রচুর উপহার সামগ্রী পেয়ে বিহ্বল।

সে শেষবারের মতো বলে, ভাইয়া এত কিছু কেনার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার সব ছিল।

না, তোমার যা ছিল সেটা গ্রামের মেয়ে রুবার জিনিসপত্র। ঢাকার রায়হান রেজার বোনের এসবের প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা উচ্চারণ করলে গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব।

রুবা সুন্দর করে হাসে। বলে, পারবেন ফেলে দিতে?

অবশ্যই পারব।

রায়হান রুবার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। সে-ও তার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে। হাতের প্যাকেটগুলো নামিয়ে রেখে সে দুই হাতে রায়হানের একটি হাত টেনে এনে সেখানে নিজের মুখটি রেখে নিঃশব্দে হৃদয়ের অনেক কৃতজ্ঞতা ঢেলে দেয়।

রায়হান অন্য হাত দিয়ে তার চুলগুলো নেড়ে দেয়।

ড্রাইভার বাসায় চল।

না ভাইয়া, একবার নেমে আসেন। আমার আর একটা জিনিস কিনতে হবে।

বেশ চল।

রায়হান আনন্দিত মুখে নেমে আসে। এতক্ষণে মেয়ে সহজ হয়েছে। তার খুবই ভালো বোধ হয়।

রুবা তাকে নিয়ে একটি দোকানে প্রবেশ করে একপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে একটি সুন্দর কাজ করা পাঞ্জাবি দেখিয়ে বলে, আমার ভাইয়ার জন্য এটা নিতে হবে।

রায়হানের মন খুশিতে ভরে ওঠে। রুবা নিজের জন্য একটা জিনিসও দেখিয়ে

www.pathagar.com

দেয়নি। রায়হানের জন্য ঠিকই নির্বাচন করে রেখেছে। পাঞ্জাবি বের করে সে পরে দেখে। তাকে ঠিকই ফিট করেছে। মূল্য পরিশোধ করে তারা বেরিয়ে আসে।

রুবা আর একবার বলে, ভাইয়া, আজই আমার জন্য এতকিছু কেনার প্রয়োজন ছিল না।

তার দিকে তাকিয়ে রায়হান বলে, মেয়েদের কত রকমের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়। সবকিছুর খবরও রাখি না।

আপনি দোকানীদের সঙ্গে কথা বলে সব কিনেছেন আমি দেখেছি।

এই মেয়ে চুপ। বড় ভাইয়ার সাথে এত তর্ক করতে নেই।

দু'জন একসঙ্গে হেসে ওঠে। তাদের মন আনন্দে ভরপুর।

আবুল কোন কাজে কখনও অপারগ হয় না। বারবার পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তাকে কোন আদেশ দিলে সেটা সঠিকভাবেই পালিত হয়। সময়েরও বিশেষ হেরফের হয় না। কখনও টাকা হয়ত বেশি ব্যয় হয়, তাতে রায়হানের কোন দিনই আপত্তি নেই।

পরদিন জমিলা এই বাড়িতে বহাল হয়। বাড্ডা অঞ্চলের মেয়ে। একসময় গার্মেন্টসে কাজ করত। এখন তার কাজ নেই। বিয়ে হয়েছিল, স্বামী পরিত্যাগ করেছে। এই কাজ পেয়ে সে বর্তে যায়। সামান্যই কাজ, সখির মতো রুবা আপার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে থাকা। রাতে তার ঘরে মেঝেতে শয়ন করা। গল্প করতে করতেই তাদের অনেক রাত পার হয়ে যায়। বয়সে সে রুবার চাইতে কয়েক বছরের বড়। তবুও মনিবকে আপা বলে ডাকাই যুক্তিসঙ্গত। আপা তার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করে। সেও তাকে কোন কথা ব্যক্ত করতে দ্বিধা করে না।

তার স্বামী ছিল সাংঘাতিক রকমের কামুক। বছরখানেকের বিবাহিত জীবনে সে তাকে রাতের বেলায় প্রায় ঘুমাতেই দিত না। অনেক সময় দিনের বেলাতেও তার চাহিদার অন্ত ছিল না। কত কি যে করত। কখনও তাকে ছেলেদের মতো ব্যবহার করত। ব্যথায় তার খুবই কষ্ট হত। কিন্তু উপায় কি! কথা না শুনলে মারধর করত। যখন তাদের স্বাভাবিক পথে মিলন হত, তার ভালো লাগত। কিন্তু তার স্বামীর মধ্যে কতকগুলো অস্বাভাবিকতা ছিল। প্রায়ই তাকে এমন সব আদেশ

www.pathagar.com

করত যা চিন্তা করলেও বমি আসে। প্রথম প্রথম খুবই ঘৃণা বোধ হত। কিন্তু কয়েকদিনের অভ্যাসে, একসময় তার মন্দ লাগত না। সে সর্বান্তকরণে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করত। যতবার চাইত ততবারই সে নিজেকে উজার করে দিত। কিন্তু তারপরও একদিন পাখি উড়ে যায়। আর এক ডালে বসে সে এখন পুচ্ছ নাড়াচ্ছে। জমিলা খবর পেয়েছে, তার চাইতে দেখতে ভালো অন্য একটি মেয়েকে বেছে নিয়ে সে এখন তার সাথে ঘর করছে। হয়ত বিয়েও করেছে। জমিলাকে অবশ্য ছাড়ান দেয়নি। তাদের মধ্যে হরহামেশাই এসব সংঘঠিত হচ্ছে।

রুবা সব মন দিয়ে শোনে। স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্য তার কাছে অজ্ঞাত। সে বেশ আগ্রহ নিয়েই সব শোনে। তার নিজেরও একেবারে অভিজ্ঞতা নেই বলা চলে না। তার যুবক স্বামী কয়েকদিন তার সাথে শুয়েছিল। রুবা তখন আরও ছোট। সে নানাভাবে তাকে জ্বলাতন করেছে। চেষ্টার ক্রুটি ছিল না। কিন্তু সফল কাম হয়নি। রুবাকে কম কষ্ট দেয়নি। সে তখন তেমন কিছুই বুঝতে পারেনি। এখন অনেকটা বোঝে, জমিলার কাছ থেকে এ বিষয়ে তার অনেক কিছু শেখার রয়েছে। প্রশ্ন করে সে সব জেনে নিতে চেষ্টা করে।

স্বামীর কথা এখন তার মনে পড়ে না। যে স্মৃতিটুকু রয়েছে তাও যন্ত্রণা ও তিক্ততায় ভরা। বাবার সাথে টাকা নিয়ে ঝগড়া করেছিল। রুবার স্পষ্ট মনে আছে। বাবা একসময় ধার কর্জ্জ করে জামাইকে সন্তুষ্ট করে। সে কোন পূর্ব সংবাদ না দিয়ে বিদেশে চলে যায়। অনেক দিন তার আর খোঁজ নেই। তার জানতেও ইচ্ছে করে না। এখন পুরুষ মানুষের কথা মনে উদয় হলেই ভাইয়ার দীর্ঘ সুন্দর দেহটি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাইয়ার চাইতে ভাল মানুষ, সুন্দর মানুষ সে আর দেখেনি। ভাইয়াই এখন তার স্বপ্নের মানুষ। ভাইয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় চোখে ঘুম নেমে আসে। জমিলা কথা বলতে বলতেই রুবার ঘুমিয়ে পড়া টের পায়। সেও স্মৃতির দরজা বন্ধ করে নিদ্রার আয়োজনে মন দেয়।

সকালে রায়হানের কফি পানের অভ্যাস দীর্ঘ দিনের। ঘুম ভেঙে মুখ না ধুয়েই সে কফি পান করে। এতদিন পর্যন্ত এই নিয়মই চলছিল। সকালেই তার খাস বেয়ারা রহমান এসে ধোঁয়া ওঠা কফির মগ তার সামনে রাখত। সামান্য দুধ ও চিনি মিশ্রিত কফির সে মগটিতে প্রথম চুমুক দিয়ে সে সিগারেট ধরাত। সেদিন সকালে কফির পরিবর্তে রুবা এসে উপস্থিত।

ভাইয়া, আজ থেকে কফি আমি দেব। আপনি মুখ ধুয়ে নিন।

www.pathagar.com

রায়হান আলস্যের ভঙ্গি করে বলে, কেন সকালবেলা জ্বালাতন করছ। রুবা, আমি বিছানায় বসেই প্রথমে কফি পান করি, প্রথমে সিগারেটটি ধরিয়ে থাকি। কফি আনতে বল।

না, মুখ ধুয়ে আসুন। আগে যা চলেছে এখন আর তা চলবে না। উঠুন। রায়হান বিরক্ত হবে না খুশি হবে বুঝে উঠতে পারে না। শেষে ঠিক করে সে খুশিই হবে। এক ফোটা এই মেয়েটির স্নেহসিক্ত শাসন তার ভালোই লাগে।

কিন্তু তবুও তার আলস্য কাটে না।

রুবা আবার তাগিদ দেয়, যাবেন? না পানি ও তোয়ালে এখানে নিয়ে আসব?

না, এখানে আনতে হবে না। তোমার যন্ত্রণায় আর পারি না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে উঠে যায়। মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে এসে সে দেখে রুবার হাতে ধূমায়ীত কফির মগ। সে এর মধ্যে সব শিখে নিয়েছে। মগ এগিয়ে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট খুলে ভাইয়ার মুখে দিয়ে লাইটার দিয়ে তা জ্বালিয়ে দেয়। রুবার এই কাজটিতে খুবই আনন্দ। রায়হানেরও মন্দ লাগে না।

রুবা, কাগজটা এনে পড় তো।

আমি ইংরেজি কাগজ পড়তে পারব না।

পারবে। তুমি খুবই মেধাবী মেয়ে। এটা কোন শক্ত কাজ নয়। নিয়ে এসো। আমি তোমার কথা শুনেছি, এবার তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে।

রুবা আর উচ্চবাচ্য করে না। ইংরেজি কাগজটি এনে ভাইয়ার হাতে দিতে যায়।

না, তুমি পড়।

আপনি হাসতে পারবেন না।

হাসি পেলেও হাসতে পারব না?

না।

বেশ হাসব না, তুমি পড়।

রুবা ঠেকে ঠেকে কাগজটি পড়ার চেষ্টা করে। যেখানে বুঝতে পারে না ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করে নেয়। অচিরেই তারও ভালো লাগতে থাকে।

www.pathagar.com

সেদিন থেকে এটা রুটিনে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে রুবা রায়হানের জীবন ও সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যায়।

বাবুর্চি দবিরকে দু'ধরনের রান্না করতে হয়। সাহেবের জন্য এক ধরনের এবং বাড়ির অন্য সকলের জন্য আর এক ধরনের। সাহেব কফি, ফলমূল, রুটি, স্যান্ডুইচ কেক এসবই বেশি খেয়ে থাকে। পূর্বে ছুটির দিন ছাড়া দুপুরে বাসায় খেত না। এখন রুবা আপার কল্যাণে তাকে দুপুরে বাসায় এসে ভাত খেতে হয়। রুবা আপা আসার পর থেকে এই বাসার রীতি-নীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখন সবকিছুতে তার কথাই শেষ কথা বলে বিবেচিত হয়। সাহেবও তার কোন কথা ফেলে না। এতটুকু মেয়ে, কিন্তু আশ্চর্য তার বিচার শক্তি ও বিবেচনা। সে আসার পর থেকে কাজের লোকজন খুশি। মরুভূমিতে যেন মরুদ্যানের সৃষ্টি হয়েছে। কোনকিছুর প্রয়োজন হলে আবুল মিয়াকে সম্মত না করাতে পারলে কাজ হত না। সাহেব আবুল মিয়ার সিদ্ধান্তের বাইরে যেত না। এখন আবুল মিয়া রাজি না হলেও রুবা আপাকে ধরলেই কাজ হয়ে যায়।

রুবা আপার মুখের কথা আবুল মিয়ার নিকট সাহেবেরই হুকুম। রুবা আপার মুখের কথাতেও কত মিষ্টি। এর আগেও কেউ কেউ আসত। দু'-একজন রাতও কাটাত। তারা কাজের লোকজনের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে যেন তারা মানুষই নয়। কিন্তু তারা সকলেই জানে সাহেবের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক। সেসব আনন্দ বিহারিনীদের সঙ্গে রুবা আপার তুলনা করাও অন্যায়। রুবা আপা সাহেবের বোন। সত্যিকার অর্থেই বোন। তাদের অভিজ্ঞ চোখে কোন বিসদৃশ্য ঘটনা ধরা পড়েনি। অবশ্য রুবা আপার বয়সও বেশি নয়।

কিন্তু তাতে কি হবে, এর চাইতে কম বয়সী মেয়েরাও এ কাজে অনেকটা এগিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। আসলে রুবা আপা খুবই ভালো মেয়ে। তার তুলনা হয় না। সে যদি স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করে তা হলে তাদের এই নির্ঝঞ্ঝাট চাকরি নিরুপদ্রপে কাটতে পারে। এ ধরনের দিলওয়ালা সাহেব পাওয়া ভাগ্যের কথা। তার বোনও তারই মতো। হয়ত তার চাইতেও ভালো। তাদের মতো গরিবদের ভাগ্যে এখন টিকলে হয়।

রুবা আপা কিচেনে আসা শুরু করেছে। এটা-সেটা জানতে চায়। রান্না শেখার

www.pathagar.com

খুব আগ্রহ।

দবির ভাই, তোমার এই সব ইংরেজি রান্না শিখে লাভ নেই। তোমার চেয়ে সেগুলো কেউ ভালো তৈরি করতে পারবে না। আমি দু'-একটা দেশি রান্না করতে চাই ভাইয়ার জন্য।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চে বসলে রুবা বলে, ভাইয়া, আমি একটা জিনিস তৈরি করেছি আপনার জন্য, খাবেন?

তুমি তৈরি করেছ মানে? তুমি কি রাঁধতে জানো?

টুকটাক জানি। ফুপু অসুস্থ থাকলে বাড়িতে আমি মাঝে মাঝে রাঁধতাম।

বাড়িতে যাই কর না কেন, এখানে তোমাকে রান্না ঘরে যেতে হবে না। দবির বাবুর্চি ভালো রাঁধে। সে একসময় বিদেশিদের রান্না করত।

শুনেছি। আমার শখ হয়, দু'-একটা জিনিস আপনার জন্য রান্না করতে।

কখনও শখ হলে করতে পার। তাই বলে নিয়মিত যেন রান্না ঘরে যেও না। আচ্ছা দেখি, আজ কি তৈরি করেছ।

রুবা ডাইনিং রুমের মিটসেফ থেকে একটা ঢাকনি দেওয়া কাঁচের বাটি এনে রায়হানের সম্মুখে রাখে।

জিনিসটা কি?

খেয়ে দেখেন, পছন্দ হলে বলব।

রায়হান মুখে দিয়েই বুঝতে পারে টাকি মাছের ভর্তা। মূলার সঙ্গে কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, পেঁয়াজ সহযোগে সরিষার তেলে চমৎকার একটি ভর্তা প্রস্তুত হয়েছে। স্বাদ-গন্ধ ভুলেই গিয়েছিল। আজ অনেকদিন পর সে জিনিস সামনে দেখে তার ভালো লাগে। গরম ভাতের সঙ্গে মেখে আয়েশ করে খেতে শুরু করে। মাছ, মাংস বা অন্যান্য তরকারি পড়ে থাকে। রায়হান শুধু ভর্তা দিয়েই তার খাওয়া শেষ করে। অনেকদিন পর সে অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে আহার করে।

এটা কি হল ভাইয়া, আপনি যে আজ কিছুই খেলেন না।

সম্পূর্ণ ভুল বললে। আজই বরং অনেক বেশি খেয়েছি। গরম ভাত এবং তোমার তৈরি ভর্তা দিয়ে আজ পরম তৃপ্তি করে পেট ভরে খেয়েছি। অনেক দিন এতটা

www.pathagar.com

খাইনি এবং এত সুস্বাদের খাবারও খাইনি।

রুবা খুবই খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে, আপনার কেবল বাড়িয়ে বলা! বাবুর্চি দুঃখ করবে। আপনি তার কোন রান্নাই স্পর্শ করেননি।

রায়হান বলে, বাবুর্চির রান্না রোজই খাচ্ছি। কিন্তু আমার রুবার তৈরি খাবার আজই প্রথম খেলাম। স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে।

রুবার চোখ-মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। রায়হান খেয়াল করেনি। সে কোন কিছু না ভেবেই 'আমার রুবা' বলেছে। শব্দ দুটি রুবার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে শিহরিত করে তোলে। সে চোখ তুলে রায়হানের দিকে তাকাতে পারে না। এক অজানা ভালো লাগায় তার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হৃদয়ের অনাবিল প্রশান্তি তার অনিন্দ সুন্দর মুখচ্ছবিতে ফুটে ওঠে।

রায়হান বলে, অনেকদিন পর একটা সুস্বাদু জিনিস খাওয়ালে। তোমার একটা পুরস্কার পাওনা হল। কি চাই বল?

রুবা আঙুলে ওড়না জড়াতে জড়াতে বলে, আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। না-চাইতেই সব কিনে দিয়েছেন। আপনার যে ভালো লেগেছে এতেই আমি দারুণ খুশি।

রায়হান তার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা সেটা আমি বিবেচনা করব। এখন বল, তোমার কাজের বুয়া কেমন হয়েছে? চলবে?

নিশ্চয়ই চলবে। জমিলা ভালো মেয়ে। ওর স্বামী ওকে ত্যাগ করেছে।

ওর যদি কিছু প্রয়োজন হয়, আবুলকে বলো সে কিনে দেবে। ওর নিজের কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র এখানে না আনাই ভালো। তুমি সব ব্যবস্থা করে দিও।

তাই দিয়েছি ভাইয়া, আমার কিছু পুরনো কাপড় দিয়েছি। আবুল ভাই বিছানার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে যে কাপড় পরে এসেছিল, সেটাকে গরম পানিতে ফুটিয়ে সাবান কেচে পরিষ্কার করে নিয়েছে। আমি এ বিষয়ে সজাগ।

রায়হান খুশি হয়, খুব ভালো করেছ। মেয়েটি কাজ জানে তো?

আমার সাথে থাকা ছাড়া ওর তেমন কাজও নেই। ভাইয়া, আপনি একা মানুষ। এত লোকের প্রয়োজন কিসের?

রায়হান হাসে। বলে, লোকজন ছাড়া এ ধরনের বাড়ি চলে না। তাছাড়া এখন

www.pathagar.com

আমি একা নই। আমার রুবা রয়েছে।

আবারও 'আমার রুবা'।

রুবা অপাঙ্গে রায়হানের দিকে তাকায়। কিন্তু তার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না।

রুবা, আমাকে কফি দিতে বল। কফি খেয়েই আমি অফিসে যাব।

কেন ভাইয়া? দুপুরে কিছুটা বিশ্রাম করা কি ভালো নয়?

আমার জন্য নয়। আমি হলাম দৌড়ের ঘোড়া। দিনের বিশ্রামে আমি অলস হয়ে পড়ি। কাজে থাকলেই ভালো থাকি।

সে কফি খেয়ে অফিসে চলে যায়।

ফেরার পথে আজ সে নিউ-বেইলী রোডের এক শাড়ির দোকানে ঢুকে দোকানীকে বলে, একটি কিশোরীর জন্য একটা ভালো শাড়ি নির্বাচন করে দিন। মেয়েটি সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

স্যার, ঘরে পরার আটপৌঢ়ে কাপড় দেব না অনুষ্ঠানদিতে পরার জন্য শাড়ি দেব?

এ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনি দু'পদেরই দুটি ভালো শাড়ি দিন। পছন্দ না-হলে ফেরত নেবেন তো?

নিশ্চয়ই, শাড়ি পাল্টে দেব। কিন্তু স্যার, যে শাড়ি দিচিচ্ছ পছন্দ না হবার কারণ নেই।

খুব ভালো কথা, তাই দিন।

দোকানী নিজে পছন্দ করে দুটি শাড়ি দিয়ে দেয়। বেশ দামি শাড়ি। বাসায় ফিরে সর্বাগ্রে সে রুবাকে ডেকে প্যাকেট দুটি হাতে দেয়।

রুবা, তুমি প্রথম এই শাড়িটা পরে আস। পরে এটা পরবে।

রুবা একসঙ্গে দুটি শাড়ি পেয়ে অবাক হয়ে যায়। কখনও শখ করে শাড়ি পরলেও এখনও সালোয়ার কামিজই তার নিয়মিত পোশাক। শাড়ি সে পরে না। আজ একসঙ্গে দুটি নতুন শাড়ি।

www.pathagar.com

ভাইয়া, আমি শাড়ি পরি না। ভালো করে পরতেও জানি না। আপনি শাড়ি আনলেন কেন?

একটি প্রায় ভুলে যাওয়া অপূর্ব স্বাদের রান্না খাওয়াবার জন্য এটা তোমার পুরস্কার। আর কথা বাড়িয়ো না। যাও, পর পর শাড়ি দুটা পরে আমাকে দেখাও। শাড়িতে তোমাকে কেমন লাগে আজ দেখব।

বুড়ি লাগবে।

বুড়ার পক্ষে বুড়িই ভালো। আমি বুড়ো হচ্ছি না!

রুবার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে শাড়ি দুটি নিয়ে ত্রস্তে সেখান থেকে উঠে পড়ে। যেতে যেতে বলে, বুড়ো হোক আপনার শত্রু।

কিছুকক্ষণ পর শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে রুবা সলজ্জ হাসিতে ভাইয়ার সামনে এসে আজ প্রথমবারের মতো তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। রায়হান অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, আরে এটা কে? এ যে একজন তরুণী মহিলা! কিন্তু ঘটা করে সালাম কেন?

রুবা প্রতিউত্তর করে, নতুন কাপড় পরলে মুরব্বীকে সালাম করতে হয়।

রায়হান একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুবা আরও লজ্জা পেয়ে জিজ্ঞেস করে, কি দেখেছেন এত করে?

তোমাকে। চেনাই যাচ্ছে না। শাড়িতে তোমাকে অনেক বড় মনে হচ্ছে। রীতিমতো মহিলা।

যান, আমি শাড়ি খুলে ফেলছি। আমি এখনই বড় হতে চাই না।

আমিও চাই না। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক। এখন একবার ওই শাড়িটা পড়ে আস। দেখি।

রুবা এবার অন্য শাড়িটা পরে আস। জমকালো শাড়িটিতে তাকে অপূর্ব সুন্দরী দেখায়। রায়হান তার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। তার মনের মধ্যে একটা বাসনা জেগে ওঠে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, দোকানী বলছিল, শাড়ি অবশ্যই পছন্দ হবে। দেখছি সে ঠিকই বলেছে। তোমাকে দুটো শাড়িতেই খুব মানিয়েছে।

www.pathagar.com

রুবা কোন কথা না বলে দ্বিতীয়বার সালাম করে।

বিষয় কি? বারবার সালাম করছ কেন?

দুটি শাড়ির জন্য দু'বার।

রায়হান হাসে। সে বলে, তা হলে সেদিন যে এত কিছু কিনে দিলাম তার জন্য কতবার সালাম পাওনা হয়েছে! কই সেদিন তো তুমি একবারও সালাম করনি?

ভুলে গিয়েছিলাম ভাইয়া। মাফ করে দিন।

রায়হান বলে, না, সেজন্য নয়। আজ শাড়ি পরে তুমি নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই কর্তব্য বোধ চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাই না?

রুবা কোন কথা বলে না। হাসিমুখে রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় বলে, ভাইয়া, শাড়ি খুলে রাখি? আমার অভ্যাস নেই তো অস্বস্তি লাগছে।

ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাবে, শাড়িতে তোমাকে চমৎকার লাগছে। আমার চোখের তৃপ্তির জন্য মাঝে মাঝে পরো।

আচ্ছা।

সে কাপড় পাল্টাতে ভিতরে চলে যায়।

অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি শিক্ষক আবুল কাশেম মিয়া তার নিজ গ্রাম খুলনার প্রত্যন্ত অঞ্চল দেবহাটার পাড়াগাঁও গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে রায়হানের কর্মচারী দেলোয়ার হোসেন রয়েছে। দেলোয়ারই তাকে সারাটি পথ আগলে নিয়ে এসেছে। কোন বিষয়েই তাকে মাথা ঘামাতে হয়নি। পকেট থেকে একটি পয়সাও ব্যয় করতে হয়নি। আবুল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

পল্লীগ্রামের দরিদ্র স্কুল শিকক্ষকের বাসগৃহ। দেলোয়ার জেনেছে, কাশেম সাহেবের বিধবা এক বোন তার বাড়িতে থাকে। এই বোনের তত্ত্বাবধানেই এতদিন রুবাকে রাখা হয়েছিল। সেই বোনও তার বছর দশেকের এক ছেলে ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই।

www.pathagar.com

কাশেম সাহেব বাড়িতে পা দিয়েই বোনকে ডাকে, নুরুন্নেছা, মনির কোথায়? একজন মেহমান নিয়ে এসেছি। যা হোক, ব্যবস্থা করতে হয়।

বয়স্কা মহিলা দেলোয়ারের মায়ের বয়সী। তবুও সে ঘোমটা টেনে সসঙ্কোচে এসে উপস্থিত হয়, মনির কোথায় যেন গিয়েছে দাদাভাই। আপনি ওনাকে ঘরে নিয়ে বসান। রুবা কোথায়? তাকে কোথায় রেখে এলেন?

ঢাকায়।

দীন মোহাম্মদ ভাইর বাসায়? তারা সব ভালো আছে?

অন্যমনস্ক কাশেম সাহেব প্রতিউত্তর করে, হ্যাঁ, সব ভালো আছে।

মনিরের মা মেহমানের আদর-আপ্যায়নের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ঘরে তেমন কিছু নেই। সামান্য চিনি ছিল, তাই গুলিয়ে একগ্লাস সরবত বানিয়ে কাশেম সাহেবের হাতে দিয়ে বলে, দাদাভাই, মেহমানকে দেন, চিনি বেশি ছিল না, আপনার জন্য করতে পারিনি।

আমার লাগবে না। এই মেহমানই সারাপথ আমাকে আদর-যত্ন করে নিয়ে এসেছে। তুমি যা হোক খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কর।

আপনি চিন্তা করবেন না-দাদাভাই, ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

কাশেম সাহেব চিন্তা না করে পারে না। তার এই বোনটি না থাকলে রুবাকে সে পালন করতে পারত না। সংসারও চালান যেত না। অভাব-অনটনের মাঝে শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এই বিধবা বোনটি তার সংসারের হাল ধরে রয়েছে। সহিষ্ণুতার এত বড় দৃষ্টান্ত সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন বিষয়েই তার বিরক্তি বা অপারগতার কথা শোনা যায় না। দুঃখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সংসার পরিচালনার এক বিরল দৃষ্টান্ত এই নুরুন্নেছা। স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে করে সে এসে ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় নেয়। সেদিন নুরুন্নেছাকে পেয়ে কাশেম মাস্টার নিজেই সংসারে পুনঃ আশ্রয় পেয়েছিল। তা না হলে স্ত্রী বিয়োগের ফলে একমাত্র কন্যাকে নিয়ে সে বিপাকে পড়ে যেত।

আল্লাহ্‌ই সব ব্যবস্থা করে দেয়। নুরুন্নেছার উপর ভরসা করেই ঘর-বাড়ি রেখে সে রুবাকে নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিল।

গ্রামের যে সব বখাটের উৎপাতে রুবাকে স্থানান্তর করতে হয়েছে, তারা কেউ

www.pathagar.com

কেউ এসে খোঁজ-খবর নেয়। গ্রামের ছেলেরা তাকে মাস্টার সাব বলেই ডাকে।

মফিজ মেম্বারের ছেলে রমিজউদ্দীন জিজ্ঞেস করে, মাস্টার সাব মেয়েকে কোথায় রেখে এলেন? সাথে কে এসেছে?

কাশেম সাহেবের তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। এরাই নানাভাবে তার মেয়েটাকে উত্যক্ত করত।

কি জবাব দিচ্ছেন না কেন? মেয়েকে কোথায় রেখে এলেন?

তা দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজন আছে? নিজের কাজে যাও।

রমিজউদ্দীন বেয়াড়া প্রকৃতির ছেলে। তেমন লেখাপড়া করেনি। স্বভাব বেয়াদব। রুবার দিকে তার কুনজর ছিল।

সে মাষ্টারের দিকে ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, আমাদের গ্রামের মেয়ে, তার কি ব্যবস্থা করে এলেন জানতে ইচ্ছা করে বলেই জিজ্ঞেস করছি। আমরা কি আপনাদের কেউ নই?

কাশেম সাহেব ম্লান হেসে জবাব দেয়, রমিজউদ্দীন তুমি ভালো করেই জানো, কেন, কি কারণে মেয়েকে গ্রাম থেকে সরাতে হয়েছে। তোমারা যদি কেউ হতে, বা মানুষ হতে তা হলে মাকে আমার অন্যত্র পাঠাতে হত না।

আমরা কী করেছিলাম? আপনি তো মেয়েকে বেঁচে দিয়ে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে।

রাগে কাশেম সাহেবের শরীর কাঁপতে থাকে। বেয়াদবটার এত বড় আস্পর্ধা!

সে বলে, তুমি আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও। আর কখনও এখানে আসবে না। তোমার মতো মানুষের চেহারা দেখলেও পাপ হয়।

রমিজউদ্দীন বলে, আচ্ছা, ঠিক আছে, সবই একসময় পাওয়া যাবে।

সে তার সঙ্গী-সাথীদেরসহ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে করতে বিদায় হয়।

দেলোয়ার মোটামুটি লেখাপড়া জানা এবং বুদ্ধিমান। তাকে কিছু না বললেও সে সব বুঝতে পারে। সে এটা পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করে যে গ্রামের এই সব উৎপাতের কারণেই কাশেম সাহেবের মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে নীরবে সব শুনে যায়। মন্তব্য করে না।

www.pathagar.com

বিকেলের দিকে আরও লোকজন আসে। একটি ছেলে এসে রীতিমতো হুমকি দেয়, ভাবীকে কোথায় রেখে এসেছেন? সে আপনার মেয়ে হলেও আমার ভাইর স্ত্রী। তার সংবাদ জানার অধিকার আমাদের আছে।

দেলোয়ার অবাক হয়। এতটুকু বয়সেই রুবা মেয়েটির বিয়ে হয়েছে! গ্রামে সবই সম্ভব।

কাশেম সাহেব ধৈর্য হারায় না। বলে, তোমরা কোনদিন খবর নাওনি। জামাইয়েরও কোন সংবাদ নেই। মেয়েকে এখানে রাখা দায় হয়ে পড়ায় তাকে ঢাকায় রেখে এসেছি।

তার ঠিকানা দিন। আমরা খোঁজ নেব।

কোন প্রয়োজন নেই। এতদিন তোমাদের খোঁজ ছাড়া চলেছে। ভবিষ্যতেও চলবে।

আমাদের বাড়ির বউকে লুকিয়ে রাখার অধিকার আপনার নেই। ঠিকানা দিন।

কাশেম সাহেব এই ছেলেকে ভালো করে চেনেও না। সে বলে, দেখ বাপু, আমার মেয়েকে আমি যেখানে খুশি রাখি সেটা তোমাদের কোন বিষয় নয়। জামাই দেশে ফিরে এসে স্ত্রীর খোঁজ করবে। তোমরা এতদিন যেমন চুপ করে ছিলে, এখনও সেভাবেই থাক। আমাকে বিরক্ত করো না।

রুবার দেবর বলে পরিচয়দানকারী যুবকটিও কাশেম সাহেবকে একপ্রস্থ শাসিয়ে বিদায় নেয়।

দেলোয়ার জিজ্ঞেস করে, চাচা মিয়া, ব্যাপার কি? এরা এ ধরনের ব্যবহার করছে কেন?

আর বলবেন না বাবা। এরা আমাকে অসহায় পেয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে অসৎ পরিকল্পনা এঁটেছিল। বুঝতে পেরে আমি তাকে নিয়ে ঢাকা চলে যাই। তাই এত রাগ।

খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। এমন পরিবেশে মেয়েকে রাখা সমীচীন নয়।

পরদিন সকালে মফিজ মেম্বার এবং কয়েকজন বয়স্ক লোক খোঁজখবর করার নাম করে কাশেম মাস্টারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। একথা সেকথার পর তারা তার মেয়ের সংবাদ জানতে চায়। কাশেম সাহেব কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সে বলে, কাল থেকে অনেকেই আমার মেয়ের খোঁজ করছে। কিন্তু কেন?

মেম্বর বলে, গ্রামের মেয়ে, সেই অর্থে আমাদেরই মেয়ে, আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে না?

মাস্টার উষ্মার সঙ্গে বলে, আপনাদের অতিরিক্ত দায়িত্ববোধের কারণেই আমার একমাত্র সন্তানকে কাছ ছাড়া করতে হয়েছে।

কথাটা একটু বুঝিয়ে বলেন তো মাস্টার। মনে হচ্ছে আপনার মনে কিছু কিন্তু আছে।

মফিজ মেম্বর, আপনি যদি মনে করেন আপনার কিছুই জানা নেই, এটা আমি মেনে নেব তা হলে ভুল করছেন। আপনি ভালো করেই জানেন, আপনার ছেলে রমিজউদ্দীন এবং গ্রামের আরও কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলের অসদাচরণের ফলেই মেয়েকে আমার স্থানান্তর করতে হয়েছে।

মফিজ মেম্বার এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা রাগান্বিত হয়ে ওঠে, এটা আপনি অহেতুক অভিযোগ করছেন। রমিজউদ্দীন বা গ্রামের কোন ছেলে এমন কিছু করে নাই, যার ফলে আপনার মেয়ের গায়ে বাস করা অসম্ভব হয়েছিল। তাকে কোন উদ্দেশে শহরে নিয়ে গিয়েছেন আপনিই ভালো জানেন। মেয়েটি তো আপনার সুন্দরী। শুনেছি ঢাকা শহরে সুন্দরীদের অনেক চাহিদা।

মুখ সামলে কথা বলবেন মেম্বার! আমার মেয়ের সম্বন্ধে একটাও বাজে কথা শুনতে চাই না।

কাশেম মাস্টার রাগান্বিত হয়ে উঠে পড়ে, আপনাদের খোঁজখবর নেওয়া শেষ হয়ে থাকলে এখন আসতে পারেন। বাড়িতে আমার মেহমান আছে। মেম্বার ও তার দলবল নিজেদেরকে অপমানিত মনে করে, কাজটা ভালো করেছেন না মাস্টার। গ্রামে বাস করে আমাদের সঙ্গে বিবাদ করা সুবিধার হবে না।

মাস্টার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। সৎ মানুষের পক্ষে কেউ নেই। ন্যায় কথা, সত্য কথা বলার একটি লোক নেই। যার ক্ষমতা আছে, অর্থ আছে সারা গ্রাম তার বশীভূত। মাস্টার শারীকিভাবে অসুস্থতা বোধ করে। সে উঠে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করে।

মনিরের মা এবং দেলোয়ার চিন্তিত হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

মনিরের মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, শুয়ে পড়লেন কেন দাদাভাই? শরীর কি

www.pathagar.com

খারাপ লাগছে?

দেলোয়ারও একই প্রশ্ন করে। মনির এসে মামার গায়ে হাত বুলাতে থাকে।

মেম্বার এবং গ্রামের লোকজন অবস্থাদৃষ্টে আর অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না।

শরীর ঠিকই আছে। এসব মাস্টারের ভেক। ঠিক আছে, আমরাও দেখব কত ধানে কত চাল! তারা অসন্তুষ্ট চিত্তেই বিদায় হয়।

চাচা, আপনার শরীরের অবস্থা কি? চেহারা দেখে ভালো মনে হচ্ছে না।

মাস্টার দেলোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা, মাথাটা ঘুরে উঠল। শরীরে জোরও পাচ্ছি না। সব যেন কেমন লাগছে। বেশি অসুস্থ হয়ে পরলে বিপদ হবে। তোমার কোন খাতির-যত্ন করতে পারলাম না।

এসব কি বলছেন! আমি কি খাতির-যত্নের প্রত্যাশায় এসেছি? আপনার দেখা-শুনার জন্যই আমার আসা।

সে মনিরের মাকে জিজ্ঞেস করে, গ্রামে কোন ডাক্তার আছে? খবর দেওয়া যাবে?

নুরুন্নেছা বলে, পাশের গ্রামে খলিল ডাক্তার আছে, পাস করা না। কিন্তু লোকে তাকেই ডাকে। মনির, বাবা, তাকে একবার ডেকে আনতে পারবি?

দেলোয়ার বলে, চল মনির, আমিও সঙ্গে যাই।

কাশেম মাস্টার নিষেধ করে, ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। খলিল তেমন কিছু জানেও না। তুমি অচেনা মানুষ। কোথাও যেও না। আমার কাছে থাক বাবা।

মনির উঠে দাঁড়ায়, আমি ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আসতে পারব, যাই?

তার মা এবং দেলোয়ার সম্মতি দেয়। মনির দ্রুত ঘরে থেকে বের হয়ে যায়। গ্রামের একটি ছোট ছেলেও অনেক কাজে লেগে থাকে।

খলিল ডাক্তার মাস্টার সাহেবকে যথেষ্ট সম্মান করে। সেও একসময় তার কাছে পড়েছে। স্যার বলে বলে ডাকে।

সে এসে পাকা ডাক্তারের মতো নল লাগিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করে। তার প্রেশার মাপার যন্ত্র আছে। রক্তচাপ পরীক্ষা করে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে, স্যার, আপনার শরীর ভালো নেই। বিশ্রামের প্রয়োজন। তার চাইতেও বেশি প্রয়োজন

www.pathagar.com

ভালো চিকিৎসার। আমি হাতুড়ে ডাক্তার, এটা আমার কর্ম নয়।

মাস্টার মনে মনে স্বীকার করে, খলিল অন্তত তার বিষয়ে সত্য কথা বলেছে। এক্ষেত্রে ডাক্তারি ফলাতে সে দ্বিধান্বিত।

দেলোয়ার তার সঙ্গে কথা বলে, সমস্যাটা কি?

ডাক্তার বলে, সমস্যা অনেক। বড় কথা স্যার বয়স্ক মানুষ। উত্তেজনা ও শঙ্কাজনিত কারনে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি তেমন কিছু জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সদরে নিয়ে গিয়ে স্যারের ভালো চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

আপনি কি অবস্থা গুরুতর মনে করেন?

না, ততটা নয়। তবে সদরে নিলেই ভালো হয়।

সদর কত দূর, কিভাবে যাওয়া যায়?

খলিল ডাক্তার লোক মন্দ নয়। সে বলে, আপনি স্যারকে সম্মত করান। আমি সব ব্যবস্থা করছি। সামান্য হেঁটে গিয়ে নৌকায় যেতে হবে। আপনি বাইরের লোক। বাড়িতেও আর তেমন কেউ নেই। ঠিক আছে, স্যারের সঙ্গে আমিও যাব। তিনি আমার শিক্ষাগুরু।

দেলোয়ার খলিলের কথায় বিস্মিত হয়। সে মুগ্ধ। গ্রামে এ ধরনের মানুষও আছে! একটু আগে যারা বিদায় নিয়েছে এবং যাদের কারণে মাস্টার সাহেব অসুস্থ হয়েছে তাদের বিপরীতে খলিলকে একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সে তার স্যারের চিকিৎসা করে কোন টাকাও নেয় না। সদরে যাবার সব ব্যবস্থাও সে-ই করে।

দেলোয়ার মনিরের মা ও মনিরকে যথাসম্ভব আশ্বস্ত করে মাস্টার সাহেবকে নিয়ে সদরে রওয়ানা হয়।

সদরের হাসপাতালে কাশেম মাস্টারকে ভর্তি করতে তেমন সমস্যা হয় না। শিক্ষক হিসেবে তার একটা পরিচিতি আছে। হাসপাতালের দু'-একজন কর্মীও একদা তার ছাত্র ছিল। তারা আগ্রহ সহকারেই কাশেম মাস্টারের চিকিৎসার যথাসম্ভব আয়োজন করে দেয়। এমনকি হাসপাতালেই দেলোয়ারেরও থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। সে অবশ্য মাস্টারের শয্যা ছেড়ে বিশেষ কোথাও যায় না।

তিনদিন তারা সেই পাসপাতালে কাটায়। ডাক্তার দেলোয়ারকে পরামর্শ দেয়,

www.pathagar.com

কাশেম সাহেবকে খুলনা বা ঢাকা নিয়ে গিয়ে আরও উন্নত চিকিৎসা প্রদান করাই যুক্তিসঙ্গত। থানা সদরে চিকিৎসা সুবিধা খুবই সীমিত।

দেলোয়ার সে যুক্তি গ্রহণ করে। কাশেম সাহেবের অবস্থার অবনতি না হলেও কোন উন্নতি নেই। তার ভালো মনে হচ্ছে না। সে তাকে ঢাকা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। কিছুটা বোটে গিয়ে পরে লঞ্চ ধরে তারা ঢাকায় রওয়ানা হয়। দেলোয়ার কাজের লোক। সে বেশ যত্ন করেই কাশেম সাহেবেকে ঢাকা নিয়ে আসে। সদরঘাটে পৌছে একটি অটো নিয়ে সে যখন গুলশানে পৌঁছে তখন রায়হান, রুবা প্রাতরাশে বসেছে। সংবাদ পেয়ে তারা দু'জনই খাবার ফেলে ছুটে আসে। রুবা দৌঁড়ে এসে তার পিতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে।

কাশেম সাহেব তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

রায়হান এগিয়ে এসে রুবাকে সস্নেহে তিরষ্কার করে, চাচা অসুস্থ হয়ে এসেছে। তুমি কোথায় তাকে শক্তি-সাহস যোগাবে তা না করে নিজেই কান্না জুড়ে দিয়েছ। তোমার এখন অনেক দায়িত্ব রুবা, কান্না থামাও।

বাবা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই ভাইয়া।

না রুবা। তোমার ভাইয়া আছে, এটা ভুলে যেও না।

রুবা তা জানে। সেই মুহূর্তে কোন মন্তব্য করে না। সে ভাইয়ার সাহায্যে তার পিতাকে নামিয়ে এনে ঘরে শুইয়ে দেয়। লোকজন সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও কাশেম সাহেবেকে তারা দু'জন মিলেই উঠিয়ে আনে। রায়হান এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। দেলোয়ারের কাছ থেকে যা শোনার শুনে আবুলকে নির্দেশ দেয়, এক্ষুণি ডাক্তার সেলিমকে খবর দে। সব কাজ ফেলে সে এসে প্রথমে দেখুক, তার পরামর্শ মতো সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডাক্তার সেলিমের আসতে বিলম্ব হয় না। এক ঘন্টার মধ্যে কাশেম সাহেবকে ডাক্তারের নিজস্ব ক্লিনিকের একটি কেবিনে স্থানান্তর করে যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রুবা, রায়হান, আবুল কেউ না-কেউ সর্বক্ষণই সেখানে উপস্থিত। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় না। ডা. সেলিম নিজে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। সে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও পরামর্শ করে। তাদেরকে এনে দেখায়। রায়হান তার বিশেষ বন্ধু। রায়হানের চাচা তারও চাচা। সে যথাসাধ্য করে। কিন্তু অবস্থার কোন তারতম্য লক্ষ করা যায় না।

এক সপ্তাহ ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, ঔষধ পরিবর্তন করে, ডাক্তারি মতে

www.pathagar.com

যা কিছু করা সম্ভব সবই কাশেম সাহেবের উপর প্রয়োগ করা হয়। ডা. সেলিম চিন্তিত হয়ে পড়ে।

রায়হানকে বলে, আমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছি। কিন্তু ভালো বুঝছি না। তোমাদের মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

রায়হান তাকে চোখের ইশারায় সে বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করে। কাছেই রুবা দাঁড়ান, সে যেন শুনতে না পায়। রায়হান অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছে। পানির মতো অর্থ ব্যয় করেছে। একজন মানুষের জন্য আর একজন নিঃস্বার্থভাবে যে এতটা করতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

কাশেম সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েকে বলে, মা, রায়হান যা করছে, আমার কোন পুত্র থাকলেও এতখানি করতে পারত না। সে যা করল, তার তুলনা হয় না। তার ঋণ একজনমে শোধের নয়। একথা কোন দিন ভুলিস না।

না বাবা, ভুলব না। ভাইয়া যা করলেন, কোন মানুষ তা করে না। সে মানুষ নয় বাবা, একজন ফেরেশ্‌তা।

ঠিক বলেছিস মা। আমি যখন থাকব না, তুই কিন্তু রায়হানকে ছেড়ে কোথাও যাস না। এত বড় বন্ধু আর খুঁজে পাবি না।

রুবা চোখ মুছে রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলে, তুমি এসব কথা বন্ধ কর বাবা। আমি সহ্য করতে পারি না।

কাশেম সাহেব তার মেয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় বলে, কিন্তু আমার যে আর সময় নেই মা। মনে হচ্ছে কখনও কোন পুণ্য করে থাকব, তাই জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে এমন মানুষের দেখা পেলাম। এবার হয়ত আমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারব। রায়হান তোকে ফেলবে না।

পরদিন একসময় রায়হান ও রুবাকে একত্রে কেবিনে পেয়ে কাশেম সাহেব বলে, বাবা রায়হান, আমার কাছে একটু আসো।

রায়হান তার চেয়ার এগিয়ে নিয়ে আসে। রুবা পূর্বে থেকেই কাশেম সাহেবের শিয়রে বসা। সে পিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

কাশেম সাহেব অনেকক্ষণ রায়হানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি দেখছেন চাচা? এখন কেমন বোধ করছেন?

www.pathagar.com

বাবা, তোমাকে দেখছি। তোমার পুণ্যভরা মুখটি মনে গেঁথে নিচ্ছি। অনেক পাপ জীবনে করেছি। তোমাকে দেখে তার কিছুটা খণ্ডন করছি।

চাচা, এভাবে বলবেনা। আপনাকে চাচা ডেকেছি, কর্তব্যই কেবল করছি। এটাকে এত বড় করে দেখার কিছু নেই।

কাশেম সাহেব রায়হানের একটি হাত আকর্ষণ করে বলে, বাবা, আর একটি আশ্বাস দাও, আমি নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুঝতে পারি।

আদেশ করেন চাচা।

তুমি কথা দাও, রুবাকে তুমি কোন দিন ফেলবে না। তাকে চিরদিন তুমি দেখবে এই আশ্বাস পেলে আমি পরম নির্ভরতায় পরলোকে পাড়ি দিতে পারি।

চাচা, আপনাকে কথা দিচ্ছি আমার দ্বারা কোন দিন রুবার অমর্যাদা হবে না। তাকে ফেলবার প্রশ্নই আসে না। তাকেই বরং বলুন সে যেন কোনদিন তার ভাইয়াকে পরিত্যাগ না করে।

কাশেম সাহেব মেয়ের একটি হাত টেনে রায়হানের হাতে স্থাপন করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, বাবা, তোমার হাতেই আমার একমাত্র সম্পদ রেখে গেলাম। তুমি ওকে দেখো।

রায়হান সস্নেহে রুবার হাতে সামান্য চাপ দেয়। রুবা চোখের পানি রোধ করতে পারে না। সে বাবার বুকে পড়ে শব্দ করে কাঁদতে থাকে।

রায়হান বলে, চাচা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার অবর্তমানে রুবার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার।

কাশেম সাহেবের মুখে প্রশান্তি ফুটে ওঠে, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন।

কাশেম সাহেব আরও তিন দিন বেঁচে ছিল। শেষ দু'দিন তার জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এই প্রবীণ পল্লী শিক্ষক জীবনের দেনা-পাওনা সাঙ্গ করে তার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে উপনীত হবার জন্য পরপাড়ে পাড়ি জমায়।

www.pathagar.com

তার মৃত্যুতে অনেক মানুষ কাঁদার ছিল না। শোক জ্ঞাপনের জন্য আত্মীয়-স্বজনের ভিড় ছিল না। কিন্তু রুবা একাই সব অভাব পূরণ করে। তার আকুল করা অবিশ্রান্ত কান্না আর আহাজারিতে পশু-পক্ষীর চোখেও বুঝি পানি এসে যায়। তার শোকে মনে হয় গাছের পাতা ঝরে পড়ে!

ডাক্তার যখন কাশেম সাহেবের মুখের উপর চাদর টেনে দেয় রুবা পাগলিনীর মতো সে চাদর ফেলে দিয়ে পিতার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে, না, না, বাবা! তুমি আমাকে ফেলে যেতে পার না। আমার বাবা মরেনি। আপনারা ভুল বলছেন। বাবা, বাবা গো।

ডাক্তার নার্সারী ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে আসে।

রায়হান, আবুল, দেলোয়ার, জমিলা সকলেই সেখানে উপস্থিত। জমিলা রুবাকে মৃতদেহ থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে। পারে না। রুবার সঙ্গে সেও নিঃশব্দে কাঁদছিল। রুবা আপার জন্য তার একটা মায়ার জন্ম হয়েছে। আপার পিতৃবিয়োগে তারও চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। রায়হান খাটের পাশে শুষ্ক মুখে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার চোখও ভিজা। বস্তুত, বয়স্ক মানুষটির মৃত্যুতে যতটা না হোক, রুবার অবিরাম বিলাপ আর কান্নার স্রোতে ঘরের আবহাওয়া অতিশয় বিষাদময় হয়ে ওঠে। কারো চোখই শুষ্ক থাকে না। কাশেম সাহেব তাদের কেউ না হয়েও আজ তারা একজন আপনজনের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করে।

রায়হান রুবাকে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদতে দেয়। একসময় জমিলার বারবার অনুরোধে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। তাকে দুই হাত ধরে জোর করে উঠিয়ে বসাতে যায়। রুবা একবার কান্নাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। রায়হানের বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে চিৎকার করে ওঠে, ভাইয়া, আমার যে আর কেউ রইল না। ভাইয়া, আমার মা নেই, ভাই-বোন নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। একজনই কেবল ছিল, আমার বাবা। আজ সেও চলে গেল। ভাইয়া, আমার আর কেউ রইল না। আমি কি নিয়ে বাঁচব ভাইয়া!

রায়হান কোন প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে না। গভীর মমতায় সে দুই হাতে তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে রাখে। তার অন্তরের অকথিত আশ্বাস অজস্র ধারায় রুবার উপরে বর্ষিত হতে তাকে। সে মনে মনে বলে, কেউ না থাক রুবা, আমি আছি। বাবা-মা'র অভাব কেউ মিটাতে পারে না জানি। কিন্তু আমি চেষ্টা করব সবকিছুর বিনিময়ে তোমার সব অভাব, সব দুঃখ আর শোক ভুলিয়ে দিতে। রুবা তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও। যার রায়হান আছে, তার সব আছে।

www.pathagar.com

মুখ ফুটে তার একটি কথাও প্রকাশ হয় না। একটি হাতে রুবার মাথার চুলগুলিতে সে স্নেহ পরশ বুলাতে থাকে। কাঁদুক, মেয়েটা কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে হাল্কা হোক।

কাশেম সাহেবকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। গুলশানের বাসা থেকে যখন তার মরদেহ ট্রাকে উঠাবার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখনও এক মর্মস্পর্শী শোকের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। কেঁদে কেঁদে রুবা কিছুটা শান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন পিতার দেহ তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সে উন্মাদিনীর মতো ছুটে এসে লাশ আঁকড়ে ধরে, আমার বাবাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? বাবাকে নিতে দেব না। বাবা, বাবাগো।

লোকজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রায়হানের অফিসের লোকজন তার পরিচিত মহল, বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই সংবাদ পেয়েছে তার এক চাচা তার বাসাতে পরলোকগমন করেছে। তারাও এই শোকাতুরা কিশোরীর কাছ থেকে জোর করে তার পিতৃদেহ উঠিয়ে আনতে বল পায় না।

অগত্যা একসময় রায়হানকেই আবার রুবাকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। তাকে বুকে করে উপরে ঘরে নিয়ে জমিলা এবং অন্যান্য সমাগত মহিলাদের তত্ত্বাবধানে রেখে দাফনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়।

রুবা সেই যে রায়হানের বিছানায় পড়ে থাকে, সেখান থেকে তাকে আর উঠান যায় না। কিছু খাওয়ান যায় না। বাইরের মহিলারা একসময় একে একে বিদায় নেয়। জমিলা চোখের পানি মুছতে মুছতে সর্বক্ষণ রুবা আপার পাশে অবস্থান করে। কি করলে আপা স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসবে সে বুঝতে পারে না। সে কেবল সযত্নে তার দেহে হাত বুলাতে থাকে।

অনেক রাতে রায়হান উপরে উঠে আসে।

রুবা, উঠে বসো। আমার কথা শোন। এমন করলে চলবে না। কিছু মুখে দিতে হবে। জমিলা, আমাদের দু'জনের জন্য কিছু খাবার এখানে নিয়ে আয়।

জমিলা ওঠার পূর্বেই রহমান দৌড়ে খাবার আনতে চলে যায়।

রুবা, উঠে বসো। তুমি না খেলে আমারও খাওয়া হবে না। সেই সকালে সামান্য খেয়েছিলাম, প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। রুবা, প্লিজ উঠে বসো। বাবা-মা কারোই চিরদিন থাকে না। এই দেখ, আমারও কেউ নেই। কবে বাবা-মা সবাই চলে গেছে মনেও পড়ে না। রুবা, আমার কথা শুনবে না? উঠে বসো, প্লিজ।

www.pathagar.com

রুবার দেহে সামান্য প্রাণ সঞ্চারের আভাস পাওয়া যায়। সে নিঃশব্দে উঠে বসে। একটিও কথা না বলে সে রায়হানের বাথরুমে ঢুকে পড়ে। জমিলাও তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ পর তারা বের হয়ে আসে। দেখা যায় রুবা চোখে-মুখে পানি দিয়েছে। রায়হান কিছুটা আশ্বস্ত হয়। রহমান খাবার নিয়ে উঠে এসেছে।

রায়হান নিজ হাতে দুটি প্লেটে খাবার তুলে একটি প্লেট রুবার হাতে তুলে দেয়। সে তা হাত পেতে নেয়। চুপ করে বসে তাকে। খাবার মুখে তোলে না।

একটু মুখে দাও রুবা। তুমি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না।

রুবা রায়হানের দিকে তাকিয়ে পুনরায় নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ে। রায়হান একহাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়।

তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। জানো না, কাঁদলে মৃতের আত্মা কষ্ট পায়। আমরা কি এখন এমন কিছু করব যাতে চাচার আত্মা কষ্ট পাবে?

রুবা চোখ মুখে কেবল বলে, ভাইয়া!

বল।

রুবা কোন কথা বলে না। রায়হান নিজের প্লেট থেকে খাবার উঠিয়ে রুবার মুখে তুলে ধরে। রুবা ধরা গলায় আবার ডেকে ওঠে, ভাইয়া!

এই তো আমি তোমার পাশেই আছি। এখন এটুকু মুখে দাও। আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি একটু কিছু খাও। রুবা, আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে। তোমার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। প্লিজ রুবা, একটু কিছু মুখে দাও।

রুবা চোখ মুছে রায়হানের হাতের খাবার মুখে নেয়।

রায়হান তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

তারা দু'জনই যৎসামান্য আহার করে। জমিলা সব নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়।

রুবা, এই ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও। ঘুমে সাহায্য করবে। তোমার এখন পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। তা না হলে শরীর খারাপ করবে।

রুবা কোন কথা না বলে রায়হানের দেওয়া ট্যাবলেট খেয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ে। রায়হান যত্ন করে তার মাথার নিচে বালিশ গুঁজে দেয়।

জমিলা, রহমান, তোরাও খেয়ে নে। সকলকে খেতে বল।

www.pathagar.com

ওরা নিচে নেমে যায়।

থেমে থেমে রুবার দেহ থেকে নীরব কান্নার ঢেউ বইতে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে রায়হানের মন প্রগাঢ় সহানুভূতিতে ছেয়ে যায়। এতটুকু একটি মেয়ে, এই পৃথিবীতে তার রক্তের সম্পর্কের কেউ রইল না। স্বামী আছে কি নেই কেউ জানে না। রায়হান মনের মাঝে শপথ আওড়ায়, যত বড় ঝড়-ঝঞ্ঝাট আসুক না-কেন, সারা পৃথিবীর মানুষ বিরুপতা করলেও সে এই মেয়েটিকে কোনদিন নিরাশ করবে না। ওর সবচাইতে বড় শোকের দিনে এই রইল ওর ভাইয়ার অঙ্গীকার।

আধ ঘণ্টা পরে জমিলা খেয়ে উপরে এসে দেখে রুবা ঘুমিয়ে পড়েছে। রায়হান তাকে জাগায় না। ঘুমই এখন তার সবচাইতে বড় সহায়ক।

জমিলা বুদ্ধি খাটিয়ে বলে, স্যার, বাবা বা মা মারা গেলে সে রাতে ছেলে-মেয়েদের একা শুতে নেই। কোন মুরব্বীর সাথে থাকতে হয়। আজ রুবা আপা আপনার কাছেই থাকুক।

রায়হান এক মিনিট চিন্তা করে। মেয়েটার মন ভালো। ঠিকই বলেছে। সে বলে, তুই গিয়ে শুয়ে পর। রুবার ঘুম ভাঙলে সে যদি ও ঘরে যেতে চায় আমি দিয়ে আসব।

জী স্যার।

সে নিজেদের ঘরে চলে যায়।

রায়হান অনেকক্ষণ একদৃষ্টে রুবার দিকে তাকিয়ে থাকে। ইতোপূর্বে রুবা কখনওই তার ঘরে ঘুমায়নি। পিতার মৃত্যুতে অবচেতন মনে আজ যে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছে, সে কারণেই সে রায়হানের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। অবশ্য তার শরীর এবং মনের যা অবস্থা তার পক্ষে কোন স্বাভাবিক চিন্তা করার অবকাশ নেই।

রায়হান আর চিন্তা করে না। দরজা ভেজিয়ে, পর্দা ফেলে, ঘুমাবার লাইট জ্বালিয়ে, বড় আলো নিভিয়ে সেও শুয়ে পড়ে। তার খাট একজনের হলেও বিশেষ অসুবিধা হয়না। ভাবতে ভাবতে একসময় সেও নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

অনেক পড়ে শরীরে কিছুটা চাপ অনুভব করে একসময় ঘুম ভেঙে যায়। সে দেখে রুবা তাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে ঘুমাচেছ। ঘুমের ঘোরেও মাঝে মাঝে সে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠছে। গভীর মমতায় রায়হানের মন ভরে যায়।

www.pathagar.com

সেও রুবাকে নিবিড়ভাবে নিজের দিকে টেনে নেয়। হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ ও নির্ভরতায় সে তাকে আগলে রাখে।

রায়হান ইতোপূর্বে অনেক মেয়ের সঙ্গেই রাত কাটিয়েছে। তখনকার পরিবেশ ও আবেদন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ এক চরম শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মেয়েটি তার বক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছে। রায়হানের একবারও মনে হয় না, রুবা একটি যৌবনোন্মুখ মেয়ে। তাকে একটি শোকাতুরা বালিকা বলেই তার মনে হয়। কিন্তু নারীদেহে অভিজ্ঞ রায়হান একসময় ঠিকই অনুভব করে, বাইরে থেকে বুঝা না-গেলেও রুবার দেহে যৌবন সমাগমের আর বিলম্ব নেই। বরং বলা চলে ইতোমধ্যেই তার দেহে সেটার উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এতদিন সে টের পায়নি। আজ ঘুমন্ত কিশোরী দেহ তার অতি নিকট সংস্পর্শে এসে সেই বার্তাই প্রদান করছে।

যতটা সম্ভব রায়হান রুবাকে সন্তর্পণে জড়িয়ে থাকে। পাছে তার ঘুম ভেঙে যায়!

পিতৃবিয়োগের শোক কাটিয়ে উঠতে রুবার দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তার সেই কিশোরীসুলভ চপলতা বিদায় নিয়েছে। হাসি-আনন্দের কোন রেশ এখন তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাকে সামান্য সক্রিয় দেখা যায় কেবল রায়হানের খাবারের সময়। সে সময় সে এসে পাশে বসে। ভাইয়ার প্লেটে এটা ওটা তুলে দেয়। পারতপক্ষে কোন কথা হয় না। রায়হানের সনির্বন্ধ অনুরোধে বা কখনও তার ধমক খেয়ে তাকেও সামান্য আহার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময়ই নির্জীব হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। পিতার মৃত্যুর শোক সে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। জমিলার সঙ্গেও এখন সে তেমন কথাবার্তা বলে না। তার সর্বঅবয়বে বিষাদের প্রতিচ্ছবি।

রায়হান নানাভাবে তাকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করে। বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করে, হাসাবার চেষ্টা করে। ভিসিআরে আনন্দের সব ছবি এনে দেখাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু কিছুতেই রুবার চিত্তবৈকল্য বিদূরীত হয় না।

মাঝে একদিন মাজহার দারোগা এসে হৈ চৈ করে যায়, বোনটি যদি নিজে চা বানিয়ে না দেয়, আমি খাব না।

রুবা নীরবে উঠে চা প্রস্তুত করে এনে দেয়।

www.pathagar.com

রুবা, তুমি যদি পূর্বের মতো প্রাণবন্ত হয়ে না ওঠ, তা হলে তোমার ভাইয়ার মানসিক বিপর্যয় ঘটবে। এই বাড়িতে তোমরা দুটি প্রাণী। যদি সর্বক্ষণ এভাবে মনমরা হয়ে থাক তা হলে রায়হানেরও কোন কঠিন অসুখ বেধে যাওয়া অসম্ভব নয়। তুমি কি বোঝ না তুমি তার প্রাণ-ভ্রমরা।!

রুবা তার চোখ দুটি তুলে একবার ভাইয়াকে দেখে আর একবার মাজহার হোসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথার তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করে।

রুবা, আজ শুধু চায়ে হবে না। আমার বেশ ক্ষিধা পেয়েছে। কিছু খেতে দেবে ভাই?

আপনি বসুন আমি আসছি। রুবা কিচেনে চলে যায়, দবির ভাই, ভাইয়ার বন্ধুর জন্য কিছু খাবার দিন। ফ্রিজে, মিটসেফে কি আছে বের করুন।

রুবা আপাকে কিচেনে আসতে দেখে দবির আনন্দিত। সে তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে দেয়।

রুবা নিজহাতে খাবারের ট্রে নিয়ে উপস্থিত হয়। দু'রকমের মিষ্টি, কেক, স্যান্ডুইচ, কলা, পেঁপে প্রভৃতি এনে উপস্থিত করে।

মাজহার এবং রায়হান খুশি হয়ে ওঠে। দুই বন্ধুতে কাড়াকাড়ি করে সেসব খেতে শুরু করে।

মাজহার বলে, রুবা, তুমিও একটু খাও, তা না হলে খাবারে নজর লেগে পেট খারাপ করবে।

রায়হান হাসিমুখে বলে, কারো নজরে তোর কোন দিন পেটে অসুখ হতে শুনিনি। খাবার দেখলে তোর জ্ঞান থাকে না। বেটা সব সাবাড় করার আগে রুবা তুমি কিছু উঠিয়ে নাও।

রুবা তাদের অনুরোধে সামান্য খাবার তুলে নেয়। দুই বন্ধুর কথাবার্তায় তার মধ্যে খানিকটা স্বাভাবিকতা ফিরে আসে।

মাজহার বলে, বেটা কিপ্টের হদ্দ! পেট্রোল খরচের ভয়ে বাড়ি থেকে বের হও না। যাও না, রুবাকে নিয়ে লং ড্রাইভে ঘুরে আস। দু'জনেরই ভালো লাগবে। ঠিক বলিনি রুবা?

রুবা কোন প্রতিউত্তর করে না, মুখে সামান্য হাসি টেনে নীরব থাকে।

www.pathagar.com

একসময় মাজহার উঠে দাঁড়ায়।

পুলিশে চাকরি করি। মৃত্যু আমাদেরকে অহরহ দেখতে হচ্ছে। তোমার পিতার অবশ্য অকাল মৃত্যু নয়। তার বয়স হয়েছিল। যদিও সন্তানের কাছে পিতার অভাব কোন যুক্তি দ্বারাই দূরীভূত হয় না। তবুও বলব, শেষ সময়ে রায়হানের ভরসা পেয়ে তোমার বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েই বিদায় নিয়েছে। আর বিষণ্ন হয়ে থেক না বোনটি। আমার বন্ধুর দিকে একটু দৃষ্টি দাও। বেচারা যে শুকিয়ে মরছে।

এই বেটা পুলিশ, আমাকে আবার শুকিয়ে মারছিস কেন! নিজে মর গিয়ে।

রুবা ফিক করে হেসে ফেলে।

মাজহার বলে, আমার কাজ সমাধা। রুবা হাসি উপহার দিয়েছে, এবার বিদায় হতে পারি।

সে গিয়ে জীপে ওঠে।

ভাইয়া যখন গাড়ি চালায় পাশে বসে থাকতে তার খুব ভালো লাগে। রায়হানকে একদিন সে বলেছিল, জানেন ভাইয়া, আমার সবচাইতে বেশি কি ভালো লাগে!

কী?

আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন এবং আমি আপনার পাশে বসে।

তারপর থেকে মাঝে মাঝে রুবাকে নিয়ে রায়হান ড্রাইভে বের হত। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয় না। আজ মাজহারের কথায় তার খেয়াল চাপে।

সে পাজেরো বের করে।

রুবা, কাপড় পাল্টে এসো। বেড়াতে যাব।

রুবা আপত্তি করে না। সে পোশাক পাল্টে আসে।

রায়হান গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট হয়ে জয়দেবপুরের দিকে চলে যায়। কিছুটা ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে সে রুবাকে বাম হাত দিয়ে নিজের দিকে আর্কষণ করে, এত দূরে বসে আছ কেন? মনে হচ্ছে আমি মাইনে করা ড্রাইভার, মালকিনকে নিয়ে যাচ্ছি।

রুবা হেসে রায়হানের পাশে খানিকটা সরে আসে। রায়হান বাম হাতে তাকে বেষ্টন করে।

www.pathagar.com

একহাতে গাড়ি চালাতে দেখলে আমার ভয় করে।

ভয়ের কিছু নেই। এই গাড়ি খুব নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া রাস্তা এখন ফাঁকা।

রায়হান তাকে আরও কাছে টানে। রুবা তার গা ঘেঁষে বসে তার কাঁধে মাথা এলিয়ে দেয়। ভাইয়ার আদর নিতে তার ভালো লাগে।

তার মনে পড়ে, যেদিন বাবা মারা যায়, সে রাতে সে ভাইয়ার বুকে সারারাত কাটিয়েছে। রাতের কথা তার বিশেষ মনে নেই কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙে দেখে সে ভাইয়ার দেহের সঙ্গে লেপ্টে আছে, তার বুকে পরম নির্ভয়ে মুখ গুঁজে রেখেছে। রায়হানও দুই বাহু দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এত দুঃখের মধ্যেও সেদিন মনের মাঝে এক নতুন সুখানুভূতির টের পেয়েছিল। সে উঠে বসতে চাইলেও ভাইয়ার সবল বাহুপাশ থেকে ছাড়া পেতে তাকে বেগ পেতে হয়। তারও উঠতে ইচ্ছা করছিল না। দুঃখ ও আনন্দের এক ব্যতিক্রমী মিশ্র অনুভূতি সেই মুহূর্তে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। শয্যা ত্যাগের সময় ভাইয়া তাকে একটি সস্নেহ চুম্বন দিয়েছিল।

সেই থেকে ভাইয়ার কাছে সে অনেক সহজ হয়ে গেছে। পরের রাতেও জমিলা তাকে ভাইয়ার ঘরে থাকার কথা বলেছিল। কিন্তু নিজের থেকে সে ঘরে গিয়ে শুতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। রায়হানও তাকে ডাকেনি। জমিলাকে নিয়ে সে নিজের ঘরেই সেই থেকে ঘুমাচ্ছে। নিদারুণ শোকের সেই রাতটির আর এক অভিজ্ঞতা তার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে।

আজ ড্রাইভে বেরিয়ে ভাইয়ার দেহলগ্ন হয়ে বসতে তার কোন দ্বিধা হয় না। বরং সে মনের মধ্যে সুখ ও আনন্দের কলধ্বনি শুনতে পায়।

কত দূর যাবেন ভাইয়া?

আজ তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

রুবা হেসে ওঠে। তার মনের গুমোট কেটে আনন্দের শিহরণ জেগে ওঠে, পালাবেন কি! আমি তো আপনার কাছেই থাকি।

না, তুমি দূরে দূরে কেবল নিজের কাছেই থাকছ। আমাকে কে দেখে?

আর এমন হবে না ভাইয়া। বাবার কথা মনে হলেই সবকিছু মিথ্যা মনে হত। এখন থেকে আর ভুল করব না।

www.pathagar.com

রায়হান স্নেহভরে তার কপালে চুমো খায়। বলে, তাই করো। বাবা চলে গেছে, ভাইয়াকে হারিয়ে ফেলো না।

রুবা হাত দিয়ে রায়হানের মুখ চেপে ধরে, কোনদিন এ ধরনের কথা বলবেন না।

বলব না, কিন্তু একটা শর্ত।

কি?

তুমি আমাকে একটু আদর করে দাও।

রুবা তাকে ধরেই ছিল। এবার অন্য হাতেও তাকে বেষ্টন করে তার গালে একটি চুমো খায়।

রায়হান উল্লাসিত। এবার সে দুই হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে বলে, আজ অনেক দূর যাব। টাঙ্গাইলের পথে গিয়ে সাভার হয়ে ঢাকা ফিরব।

অনেক দেরি হয়ে যাবে যে!

যাক। বাড়িতে আমাদের তেমন কোন কাজ নেই। তোমার আনন্দিত রূপের আজ অভিষেক। রাতে আমরা বাইরে ডিনার করব।

রুবারও মনে খুশির প্রস্রবন বইতে শুর করেছে। তার আপত্তি নেই। ভাইয়াকে আজ ভিন্নভাবে আবিষ্কার করছে।

সে রাতে তারা অনেক পরিভ্রমণ করে চীনা রেস্তোরাঁতে ডিনার সেরে বাড়ি ফিরে আসে।

সময়ের চাইতে বড় নিরাময়ক আর কিছু নেই। ধীরে ধীরে রুবা পিতৃশোক ভুলতে থাকে। বাড়ির প্রতিটি সদস্য চেষ্টা করে কি করে তার মুখে হাসি ফুটান যায়। সে খুশি থাকলে তাদের মনিব খুশি থাকে। তাদের প্রচেষ্টার ত্রুটি নেই।

রায়হান ইদানীং তাকে বেশি সময় দেয়। নানা ম্যাগাজিন ও বইপত্র এনে দেয়। পাশে বসিয়ে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। একসঙ্গে বসে টিবির প্রোগ্রাম দেখে, সিনেমা উপভোগ করে।

www.pathagar.com

রুবার এই এক স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ভাইয়ার পাশে বসে না। তার বসার স্থান ভাইয়ার পায়ের কাছে, নিচে কার্পেটে। তার হাঁটুতে হাত রেখে, মুখ রেখে এসব প্রোগ্রাম উপভোগ করতে সে ভালোবাসে। রায়হান কতবার তাকে হাত ধরে উঠিয়ে এনেছে। কিন্তু কোন ফাঁকে সে গলিয়ে নিচে নেমে যায়। এখন আর রায়হান কিছু বলে না। এই বিশেষ ভঙ্গিমাটিই তার এখন ভালো লাগে। এভাবে বসা একটা ছবিও তোলা হয়েছে। ছবিটি বড় করে রুবা তার নিজের ঘরে রেখেছে। সেটি তার অতি প্রিয় ছবি।

দিন, মাস গিয়ে বৎসর অতিক্রান্ত হয়। রুবার দেহ-মনে বিপুল রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। রায়হান নিজেও টের পায় না কখন তার ভুবন রুবাময় হয়ে উঠেছে।

রায়হান একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছে। এ বছর সে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। সে বরাবরই মেধাবী ছাত্রী। আশা করা যাচ্ছে পরীক্ষায় ভালো করবে। অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক অনেক যত্নে তাকে প্রস্তুত করছে।

রুবা আসা অবধি রায়হান তার কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করেছে। কোন বালিকা বন্ধুকে সে আর বাড়িতে ডাকে না। তাদেরকে একেবারে পরিত্যাগ করেছে বললে ভুল বলা হবে। নিজেই কখনও তাদের ওখানে চলে যায়। কেউ কেউ তার অফিসে চলে আসে। কিন্তু বাড়িতে কখনও নয়। তারা প্রশ্ন করলে বলে, বাড়িতে এখন আমার বোন রয়েছে।

তোমার আবার বোন এল কোথা থেকে?

তাদের প্রশ্নে তার গাত্রদাহ হয়। উত্তর করে, আমি কি মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছি? পরিবারের কেউ থাকতে নেই!

তার বিরক্তি অনুধাবন করে তারা আর প্রশ্ন করে না। বাসায়ও আসে না। কিন্তু শিরিন চৌধুরী হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সব গুবলেট করে দেয়।

সে লন্ডনে ছিল স্বামীর সঙ্গে। তার একটি পুত্র সন্তানও আছে। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো যৌবনবতী এই মহিলার সঙ্গে রায়হানের সবকিছুই চলত। দু'জনই দু'জনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত। সে বাইরে চলে যাওয়াতে রায়হান অনেকটা মৃয়মান হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সেদিন সে গুলশানের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। রায়হান তখন বাসায় ছিল না।

www.pathagar.com

শিরিনের শ্বশুর বাড়ি পুরনো পল্টনে। বছর কয়েক পূর্বে তার স্বামী লন্ডনে বদলি হয়ে যায়। সে এক ব্যাংকের কর্মকর্তা। একমাসের ছুটি নিয়ে দেশে আসার শিরিনের অভিসারের সুযোগ জুটে যায়। বিকেলের কিছু পরেই একটি বেবী এসে রায়হানের বাড়ির গেটে দাঁড়ায়। পুরাতন কর্মচারীরা শিরিনকে চেনে, তারা তাকে সাদরে ভেতরে এনে বসায়, সাহেব বাসায় নেই। এসে যাবে। আপনি বসুন।

তারা রুবাকে খবর দেয়।

সে নিচে নেমে আসে। বড় ফ্রেমের গগল্‌স পরিহিতা অতি আধুনিকা বব চুলের এই অসামান্য যৌবনবতী রূপসীকে দেখে রুবা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। পূর্বে কখনও একে দেখেনি।

সে সালাম জানায়। ৭০৫৭৪২১৪৩২

আপনাকে ঠিক চিনতে পালাম না। ভাইয়া বাসায় নেই। এক্ষুণি হয়ত চলে আসবে। আপনি একটু বসুন। চা দিতে বলি?

শিরিন তার কোন কথার জবাব না দিয়ে এক দৃষ্টে এই অনুপম রূপলাবণ্যের অধিকারিনী কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণীটিকে অবলোকন করে।

বয়সের প্রচুর ব্যবধান অনুধাবন করে সে সরাসরি প্রশ্ন করে, তুমি কে?

আমি রায়হান সাহেবের ছোট বোন। আমার নাম রুবা। আপনি কে বললেন না তো?

আমি শিরিন চৌধুরী। তুমি চিনবে না। রায়হান আমার বন্ধু। তার এক বোন আমেরিকায় থাকে জানতাম। আর যে কোন বোন আছে শুনিনি তো!

আমি তার এক চাচার মেয়ে।

তার চাচা আছে বলেও শুনিনি।

রুবা তার কথার ধরনে ক্ষুণ্ন হয়। বলে, এখন তো শুনলেন। আপনাকে চা দিতে বলব?

না, আমি চা খাই না। রায়হান আসুক, তখন দেখা যাবে কি খাওয়া যায়।

ভদ্রমহিলা অর্থপূর্ণ হাসি দেয়। জিজ্ঞেস করে, তুমি পড়? কি পড়ছ?

www.pathagar.com

আমি এ বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব।

ভালো। আমি অনেকদিন ছিলাম না। গতকালই লন্ডন থেকে এসেছি। সেজন্য দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। চল, উপরে গিয়ে বসি।

রুবার মতামতের ভ্রূক্ষেপ না করে মহিলা গটগট করে উপরে উঠে আসে। শুধু তাই নয়, সে সরাসরি রায়হানের ঘরে প্রবেশ করে তার বিছানাতে গা এলিয়ে দেয়। দেখে রুবার মোটেই ভালো লাগে না। এ কোন ধরনের ভদ্রমহিলা একজন পুরুষের বিছানায় শুয়ে পড়তে দ্বিধা করে না! ভাইয়ার সঙ্গে এই মহিলার কী সম্পর্ক!

রুবা বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। শিরিন নামের মহিলাটি কয়েক মিনিট পরই উঠে আসে। ঘুরে ঘুরে এদিক সেদিক দেখে মন্তব্য করে, রায়হানের অনেক রুচি পরিবর্তন হয়েছে বলতে হবে। আগে এত সব শৌখিন জিনিসপত্র ছিল না।

রুবা কোন উত্তর করে না।

সিঁড়িতে রায়হানের গলা শোনা যায়, রুবা, রুবা।

রুবা এগিয়ে যায়, এই যে ভাইয়া, আমি এখানে।

কে এসেছে রুবা? নিচে ওরা নাম বলতে পারেনি।

শিরিন একমুখ হাসি আর চোখে বিদ্যুতের ছটা ছড়িয়ে সামনে এসে উপস্থিত হয়, হ্যালো নটি বয়। শিরিন চৌধুরী হিয়ার!

রায়হান অবাক হয়ে যায়, শিরিন! তুমি কোথা থেকে? লন্ডন থেকে কবে আসলে? দারুণ সারপ্রাইজ দিলে!

খুশি হয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না।

কি যে বল! খুশি হব না কেন! কবে আসলে?

গতকাল। আজই অনেক কায়দা করে তোমার সন্দর্শনে চলে এলাম।

শিরিন, এটি আমার ছোট বোন রুবা। রুবা, তুমি শিরিন চৌধুরীকে পূর্বে দেখনি। আমার বিশেষ বন্ধু।

রুবা বলে, আমরা পরিচয় করে নিয়েছি। ভাইয়া, উনি এখনও চা পর্যন্ত খাননি। দিতে বলি?

www.pathagar.com

শিরিন আদুরে গলায় বলে, নো টি। এখন সেসব কিছুই নয়। এখন শুধু দুই বন্ধুর দীর্ঘ বিরহের অবসান পর্ব।

রায়হান তাকে ইশারায় কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রগলভা নারীর সেদিকে দৃষ্টি নেই। অর্থপূর্ণ হাসিতে দেহ হিল্লোলিত করে সে বলে, ঘরে আস রায়হান। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা হয় না! তোমার জন্য বিশেষ গিফ্‌ট নিয়ে এসেছি।

রুবা নিঃশব্দে তার ঘরে চলে যায়। সে বুঝতে পারে ওখানে তার উপস্থিতি অনাকাঙ্ক্ষিত। সে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

সেদিন ঘণ্টা তিনেক শিরিন চৌধুরী সে বাড়িতে ছিল। রায়হানের ঘরেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে। নিচে ডাইনিং রুমে নেমে একসময় কিছু স্ন্যাক্‌স্ খেয়েছে এবং কফিও পান করেছে। পরে আবার রায়হানের ঘরে আস্তানা গেঁড়েছে। এই সময়ের মধ্যে রুবা তার ঘর থেকে বের হয়নি। এমন কি শিরিন চলে যাবার সময়ও উপস্থিত হয়নি।

রায়হানের একটা অপরাধ বোধ কাজ করছিল। সে আর রুবাকে ডাকেনি। রুবাও তার ঘরে থকে বের হয়নি। রুবা এখানে আসার পর কখনও এমন হয়নি।

সে শিরিনকে বলেছে, বাসায় আর হবে না।

তার কণ্ঠলগ্না পরিতৃপ্তা শিরিন বলেছে, কেন নয়?

না, আগে কেউ ছিল না। এখন আমার ছোট বোন রয়েছে। তার সব বোঝার বয়স হয়েছে।

শিরিন চোখ-মুখে একরকম ভঙ্গি করে বলে ওঠে, চাচাত-মামাত বোনরা সহজ টার্গেট। মেয়েটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। সময়ে রূপ আরও বাড়বে। মেয়েটির দেহ-গড়নও পুরুষের জন্য লোভনীয়। অন্য মতলব নেই তো?

রায়হান বিব্রত বোধ করে, আহ্ শিরিন, এসব কি বলছ! তুমি এরপর আমার সঙ্গে অফিসে যোগাযোগ করো।

তোমার অফিসের সে ডিভানটি আছে?

আহ। এসব কথা রাখ। অফিসেই আবার দেখা হবে।

তাই হবে। আসি, নটি বয়। অনেকদিন পর আজ খুব ভালো লাগল। অপূর্ব। তুমি তো জানোই তোমাকে ছাড়া আমার পরিতৃপ্তি আসে না। তুমি এই সাবজেক্টে

www.pathagar.com

একজন এক্সপার্ট।

রায়হান তাকে বিদায় জানাতে নিচে নেমে আসে।

গেটে যেতে যেতে রায়হান জিজ্ঞেস করে, কই, তোমার গিফটের কি হল? বললে বিশেষ কি এনেছ!

শিরিন বিলোল কটাক্ষ হেনে বলে, এতক্ষণ যা নিলে সেটা কি বিশেষ উপহার নয়! কতদিন ধরে তোমার জন্য সযত্নে রক্ষা করে আসছি।

পরে সে মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে, আর যা এনেছি, সেটা এখনও সুটকেস থেকে বের করিনি। নতুন ধরনের একটা অটো সেভার। অফিসে যেদিন আসব নিয়ে আসব।

সে খুশি মনে বিদায় নেয়। পরদিন প্রাতঃকালীন কফি নিয়ে রুবা স্বাভাবিকভাবেই রায়হানের ঘরে উপস্থিত হয়। রায়হান তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারে না।

কফি খেতে খেতে বলে, রাগ করেছ রুবা?

রাগ করব কেন?

রাতে খেতে ডাকলে না, আমি যে না খেয়ে রইলাম সেটা খেয়াল করলে না!

রুবা অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে, আমিও না খেয়ে ছিলাম।

জানি। তোমাকে ডাকতে সাহস পাইনি।

রুবা একভাবে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের অভ্যন্তরে একটা রাগের আভাস টের পেলেও অন্তরের অন্তস্থলে তার জন্য অফুরন্ত মমতার অস্তিত্ব অনুভব করে। ভাইয়া কাল থেকে না খেয়ে আছে! সে হঠাৎ অভ্যাস মতো ভাইয়ার পায়ের কাছে বসে পড়ে তার কোলে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে।

একি, তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে রুবা?

সে কোন কথা না বলে তার কোলে মুখ রেখে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে চলে।

রায়হানের বোধোদয় ঘটে। সে রুবার মাথাটি টেনে নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে বলে, আমাকে মাফ করে দাও রুবা। আর এমন হবে না।

www.pathagar.com

রুবা এবার উঠে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, ভাইয়া, তুমি শুধু আমার। আমি তোমাকে আর কোন মেয়ের সাথে দেখলে সহ্য করতে পারি না।

রায়হান সব বুঝতে পারে। সে পুনরায় বলে, তোমাকে কথা দিচ্ছি আর এমনটা হবে না। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।

আমি এত কিছু বুঝি না। ভাইয়া, তুমি শুধু আমার। আজ থেকে আর কাউকে আমি ভাগ বসাতে দেব না।

তাই হবে রুবা।

রুবা নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ায়। চোখ-মুখ মুছে প্রস্তুত হয়।

চলেন নিচে যাই। নাস্তা দিতে বলেছি।

এতক্ষণ যা চলছিল তাই চলুক না কেন রুবা?

এতক্ষণ কি চলচিল?

আমাকে তুমি করে ডাকছিলে। আবার আপনিতে চলে এলে কেন?

রুবা লজ্জা পায়। আবেগের আতিশয্যে তার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। ভাইয়াকে সে তুমি বলে ডাকা শুরু করেছিল।

চলেন, খাবার দেওয়া হয়েছে।

রায়হান জোর পেয়ে যায়। সে হাসিমুখে বলে, তুমি করে না ডাকলে আর সাড়া দেব না। খেতেও যাব না। বুঝব ক্ষমা পাইনি।

লজ্জারক্ত মুখটি তুলে রুবা বিনম্র কণ্ঠে বলে ওঠে, বেশ চল। নিচে খাবার দেওয়া হয়েছে, বলেই সে মাথানত করে ফেলে।

রায়হানকে আর পায় কে! সে লাফ দিয়ে উঠে দুই হাত বাড়িয়ে রুবাকে বুকে টেনে নিয়ে তার অধরে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বলে, আজ থেকে তোমার নতুন অভিযাত্রা শুরু হল। চল।

সে অর্থে রুবাকে সেটাই রায়হানের প্রথম চুম্বন।

কয়েক বছর ধরে রুবা এ বাড়িতে আছে। তার সহৃদয়তা, কোমল স্বভাব এবং সর্বোপরি চারিত্রিক মাধুর্যের গুণে বাড়ির প্রতিটি মানুষের মন সে জয় করে

www.pathagar.com

নিয়েছে। সে কখনওই তেমনভাবে কোন অপ্রিয় কথা বলে না। কিন্তু সত্য স্পষ্ট বক্তব্যেও কখনও পিছিয়ে থাকে না। সকলের প্রতিই তার প্রীতি ও শুভেচ্ছার বহিঃপ্রকাশের অবধি নেই।

রায়হানের কথা ভিন্ন। তার জন্য রুবার আকুল করা প্রীতি, অন্তরে যে প্রাণের অফুরন্ত মাধুর্য ও অগাধ ভালোবাসা বিদ্যমান তার কোন তুলনা হয় না।

সেই কৈশোরে ভাইয়া তাকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে সহোদরার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে, সর্ব বিষয়ে তাকে বড় করে নিজে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো তার স্নেহের শাসন ও কৃতত্বে আত্মসমর্পণ করে হৃদয়ের যে মহত্ত এবং অচিন্তনীয় মানবিক গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছে তারও কোন দৃষ্টান্ত হয় না। ভাইয়ার কোন দোষ তার চোখে পড়ে না। সে বোঝে, এযাবৎ ভাইয়ার অনেক মেয়ে বন্ধু ছিল। তারপরও তার বিবেচনায় সারা জগৎ খুঁজেও ভাইয়ার মতো চরিত্রের কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হবে না। কৈশোরউত্তীর্ণ তার যুবতী হৃদয়ের বাধভাঙা ভালোবাসার সহস্র ফলধারা নিরন্তর আর একজনের মঙ্গল কামনায় ঝরে পড়ছে। রুবার মনে হয়, ভাইয়া হেঁটে গেলেও তার বুকে কাঁটা বিধে। একজন মানুষের শুভ কামনায় যে আর একটি হৃদয় এমনি করে সতত উন্মুখ থাকতে পারে, পূর্বে সেটা তার জানা ছিল না। ভাইয়াই তার সব।

সে তার জগৎ, সে তার স্বর্গ। সে তার জীবন। তার কল্যাণে প্রয়োজনে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। সে নিয়ম-নীতি বা শাস্ত্র জানে না, বোঝে না। বুঝতেও চায় না। বোঝে, তার ভাইয়া আছে, সে আছে। সারা বিশ্বের বিনিময়েও সে ভাইয়ার বিকল্প চিন্তা করতে পারে না।

রায়হানেরও চিন্তার স্রোত একই ধারায় প্রবাহিত হয়। সে যখনই একাকী বসে রুবার কথা ভাবে, তার মন এক অনির্বচনীয় সুধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। যেদিন থেকে রুবা এসেছে, তার বাড়ি তার কাছে প্রতিময় স্বর্গে রূপান্তরিত হয়েছে। তার সুখ, সুবিধা, তার সমস্ত দিনের আহার-বিহার, তার প্রতিটি প্রয়োজনীয়তার প্রতি রুবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রায়হানের কোন বিষয়ে পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। সদা সতর্ক তত্ত্বাবধানে তার প্রতিমুহূর্তের প্রয়োজন এবং আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থায় রুবা সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন রায়হান অফিসে চলে যাওয়ার ঠিক আধ ঘণ্টা পর সে অফিসে টেলিফোন করে খবর নিত ভাইয়া ঠিকমতো পৌঁছেছে কিনা। রায়হানের পিএ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত, ম্যাডাম, দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে কি?

www.pathagar.com

না, এমনিই জানতে চাচ্ছি। পথে-ঘাটে কত দুর্ঘটনা ঘটে। ভাইয়ার জন্য দুশ্চিন্তা হয়।

ম্যাডাম, এরপর থেকে স্যার অফিসে এসে পৌঁছলে আমি টেলিফোনে আপনাকে জানিয়ে দেব।

আপনাকে ধন্যবাদ।

জানতে পেরে রায়হান যারপরনাই খুশি হয়। কেউ একজন সর্বক্ষণ তার জন্য চিন্তা করছে এটা জানা শ্লাঘার বিষয় বৈকি!

বিকেলে রায়হানের গৃহে ফেরোর মুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে প্রচণ্ড শিলা বর্ষণ। রুবা টেলিফোনে খবর নিয়ে জানে ভাইয়া অফিস থেকে বের হয়ে পড়েছে। রুবা সেই ঝড়ের মধ্যে সারাকক্ষন দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ঝড়-বৃষ্টি ও শিলায় তার জামা-কাপড় ভিজে গেছে। সেদিকে তার হুঁশ নেই। তার দুই চোখ বেয়েও অনর্গল পানি ঝরে পড়ঝে। এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ভাইয়া কোথায় রইল! তার গাড়ির কি হল! সে ভালো আছো তো! একজনের অহর্নিশ মঙ্গল চিন্তায় আর একজন যে এভাবে বিভোর থাকতে পারে রুবাকে না দেখল তা বিশ্বাস করা কঠিন। রায়হানের গাড়ি যখন বাড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত হয় তখন সে সব ভুলে দৌড়ে নিচে নেমে আসে। রায়হান বাহির থেকে গাড়িতে বসেই রোরুদ্যমানা সিক্তবসনা রুবাকে দেখতে পেয়েছিল। সে বিস্মিত। রুবা নিচে ছুটে এসে কাজের লোকজন এবং ড্রাইভারের উপস্থিতিতেই রায়হানকে জড়িয়ে ধরে তার কাপড়-চোপড়ও ভিজিয়ে দেয়।

ঝড়ের সময় কোথায় ছিলেন ভাইয়া? কোন অসুবিধা হয়নি তো? আপনার কোন বিপদ হয়নি তো?

তার প্রশ্নের অন্ত ছিল না। তখনও তার চোখে পানি। কিন্তু মুখে হাসি ফিরে এসেছে। রায়হান অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি বাড়িতে থেকে এভাবে ভিজলে কি করে? আমাকেও যে ভিজিয়ে দিলে।

আবুল বলে, স্যার, আপনি অফিস থেকে বের হয়ে পড়েছেন শোনা অবধি ঝড়-জল উপেক্ষা করে আপা বারান্দায় শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

রায়হান শুধুই তাকে অবলোকন করে। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় তার মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। রুবাকে সঙ্গে করে সে উপরে উঠে আসে।

www.pathagar.com

আর একদিন, রুবা উপরে ছিল। রায়হান অফিস ঘরে। রাত হয়েছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গিয়ে সারা বাড়ি অন্ধকারে ছেয়ে যায়। চার্জ লাইট কাজ করছিল না। বাতি নিভে যেতেই রুবা তর তর করে নিচে নেমে আসে। অন্ধকারে হোঁচট খায়। তবুও অনুমান করে সে ভাইয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। তার একটি হাত রায়হানের কাঁধে রাখতেই সে চমকিত হয়ে ওঠে, একি রুবা, তুমি এই অন্ধকারে কি করে নেমে এলে?

অন্ধকারে আপনি একা রয়েছেন, আমার ভালো লাগছিল না।

রায়হান তার হাতটি নিজের করতলে নিয়ে সশব্দে হেসে ওঠে, সে জন্য পাহারা দিতে নিচে দৌড়ে এসেছ!

রায়হানের মন দারুণ ভালোলাগায় ভরে ওঠে।

এমনি কত ঘটনা তার মনের মুকুরে একর পর এক উদিত হয়। বস্তুত, রুবার হৃদয় মাধুর্য্যের যে পরিচয় সে এযাবৎ পেয়েছে, এই অশেষ গুণান্বিতা মেয়েটি অনেকের ভিড়ে একজন অনন্যাই কেবল নয়, অন্তরে বহুধা অনুপম বৃত্তির অধিকারিণী এই অসামান্য মেয়েটিকে তার অসাধরন গুণসম্পন্না বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রেম-ভালোবাসার উর্ধ্বে এই তরুণী হৃদয়ের অর্ঘ প্রতিনিয়ত তার উদ্দেশে অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে দেখে সে নিজেকে অপরিসীম ভাগ্যবান বলে বিবেচনা করে।

বাড়ির ম্যানেজার আবুলের কাজও অনেক কমে গেছে। রুবা এখন একাধারে কোষাধ্যক্ষা, পরিবারেরর পরিচালিকা এবং রায়হানের একান্ত সচিব। সংসার খরচের সমুদয় অর্থই রুবার আলমিরাতে। বাড়ির সকলের বেতন-বাতা, দান-ধ্যান, লোক-লৌকিকতা সবই তার হাতে। প্রয়োজনে আবুলকে চেক কেটে দেওয়া ছাড়া রায়হানের আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। নিজের পড়াশুনা, ভাইয়ার সেবা-যত্ন এবং সংসার পরিচালনার মধ্যেই রুবা মগ্ন। এতেই সে সুখী। নিরুদ্বিগ্ন রায়হান একমনে তার ব্যবসা করে যাচ্ছে। রুবা আসার পর থেকে, তার মঙ্গল স্পর্শেই কিনা সে জানে না, তার ব্যবসায়ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

বাড়ির সকলের জন্য সব কেনা-কাটা রুবাই করে থাকে। এমন কি রায়হানের পোশাক-পরিচ্ছদ পছন্দ করা, প্রস্তুত বা ক্রয়ও তার দায়িত্বভুক্ত। রায়হানকে কখনও বিদেশ থেকে বা দেশেও রুবার জন্য কোন উপহার কেনা-কাটা ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টি দিতে হয় না। সবকিছুই রুবার সুদক্ষ পরিচালনাধীন।

www.pathagar.com

রুবা যেমন রায়হানকে এখন তুমি ডাকে, রায়হানও এক ধাপ নেমে এসে কখনও তাকে তুই ডাকে।

এমনি এক পরিবেশে বসে রুবা তার ভাইয়ার হাঁটুতে মুখটি স্থাপন করে সেদিন আবদার করেছিল, ভাইয়া, আমাকে সে ঘটনা আবার একবার বল।

রায়হান বহুবার বলা কাহিনী আর একবার শোনায়। এই একটি বিষয় বারংবার শোনার আগ্রহ প্রত্যক্ষ করে সে আনন্দই পায়। প্রীতি ও প্রশ্রয়ের সংমিশ্রণে তার হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে। সেদিন এই মেয়েটি ছিল সদ্য গ্রাম থেকে আসা একটি কিশোরী, একান্ত অসহায়। আজ সে কৈশোর পার করে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এখন সে নিজেই অনেকের সহায়। আল্লাহ্ কার মাধ্যমে কোথায় কি করবেন তিনিই ভালো জানেন!

এতদিন পর্যন্ত এই দুটি নর-নারীর গভীর ভালোবাসাকে সর্ব অর্থেই অপার্থিব বলে বিবেচনা করা যেত। পরস্পরের জন্য একান্ত নিবেদিত দুটি প্রাণে অকৃত্রিম উষ্ণতার অভাব কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু দু'জনের একজনও তাকে শারীরিক পর্যায়ে কখনও নামিয়ে আনেনি। একের জন্য অন্যের অদেয় কিছু না থাকলেও দেহ-মিলনের আবিলতায় তাদের এই শুদ্ধ প্রেমের পথে কোন পঙ্কিলতা স্থান পায়নি। এ বিষয়ে তারা তেমনভাবে চিন্তাও করেনি।

রুবা যখন তখনই রায়হানকে জড়িয়ে ধরেছে। সেও তাকে অনেক আদরে, অনেক মমতায় অনেক সময়ই বুকে টেনে নিয়েছে। সস্নেহ চুম্বনে তাকে অভিসিক্ত করেছে। কিন্তু কোন পর্যায়েই সে স্নেহ-ভালোবাসা বা আদর সোহাগে কোন নোংরামির প্রভাব পড়েনি। কোন মলিনতা তাদেরকে স্পর্শ করেনি। তাদের সহজ মেলা-মেশায় নর-নারীর স্বভাবজাত যৌনতার কোন লক্ষণ কখনও ফুটে ওঠেনি।

পিতার মৃত্যুর রাতে রুবা ভাইযার বুকেই আশ্রয় নিয়েছিল। তখনও সে খুব ছোট নয়। এরপরও বহুবার বিভিন্ন সময়ে সে ভাইয়ার ঘরে তার শয্যার শুয়ে -বসে সময় কাটিয়েছে। কিন্তু সে অর্থে তারা কোন দিন অগ্রসর হয়নি।

তারপর কিভাবে কি হয়ে গেল। একদিন তারা বিছানায় গেল। অগ্রপ্রশ্চাৎ বিবেচনার পূর্বেই হঠাৎ নিজেদের অজ্ঞাতেই এ ঘটনা ঘটে গেল। তারপর থেকে এটা প্রায় নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একজন চাইলে অন্যজন সাগ্রহে এগিয়ে

www.pathagar.com

আসে। তাদের আর কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকে না।

রুবার খেয়াল আছে, দু'দিন ধরে ভাইয়ার শরীর ভালো যাচ্ছিল না। অফিসে যাওয়া বন্ধ হয়েছিল রুবারই শাসনে। ডাক্তার ডাকার অবশ্য প্রয়োজন পড়েনি। রুবা নিজেই ডাক্তারি করেছে। প্রয়োজনীয় অষুধ কিনে এনে সেবন করিয়েছে।

কোন বড় ধরনের অসুস্থতা না হলেও রায়হান ঘুমাতে পারছিল না। দু'রাত না ঘুমিয়ে তার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। তার কিছুই ভালো লাগছিল না।

রুবা সারাক্ষণই তার পাশে। ভালোবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে সে রায়হানের জন্য নিবেদিত। সে কেবলই ভাবছিল কী করলে ভাইয়া একটু আরাম পাবে, আরামে ঘুমাতে পারবে। সে কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

অনেক রাতেও সে ভাইয়ার পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বাড়ির সকলে শুয়ে পড়েছে। উপরের কোলাপসিবল গেটে তালা পড়েছে। তার ঘরে জমিলাও ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাইয়ার চোখে ঘুম নেই। ঘুমের ট্যাবলেটে ধরছে না। ভাইয়াকে ঘুম না পড়িয়ে সেও ঘুমাতে যেতে পারে না।

একসময় সে দেখতে পায় রায়হান বড় বড় চোখ করে একদৃষ্টে তার দেহের দিকে তাকিয়ে আছে।

কি দেখছ ভাইয়া?

তোকে।

রুবা মধুর করে হাসে, আমাকে তো প্রতি মুহূর্তই দেখছ! নতুন কি আছে!

আছে।

কি আছে?

রায়হান কথা বলে না। তার দেহের দিকেই তাকিয়ে থাকে। রুবা রায়হানের দৃষ্টিতে কোনদিনই কোন অস্বস্তি বোধ করে না। কখনওই সে ওড়না টেনে নিজের প্রস্ফুটিত যৌবনকে আড়াল করার চেষ্টা করে না।

হাসিমুখে বলে, দেখ, দেখে চোখ জুড়াও। তবুও যদি তোমার চোখে ঘুম নেমে আসে।

www.pathagar.com

রায়হান এক ভিন্ন কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে, ঘুমের অষুধ পেয়েছি।

কি ভাইয়া?

তুই নিজেই সেই অষুধ।

রুবা এখন সবই বুঝতে পারে। সে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রায়হান বলে, হ্যাঁ, এতদিন অহেতুক আমরা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছি। আর বঞ্চনা নয়। আমরা পরষ্পরের মাঝে শান্তি ও সুখ খুঁজে নেব। আয়।

রুবা চুপ করে ভাইয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সেই কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ কি সমাগত! সে চাইলে তাকে অদেয় কিছুই নেই। সবই যে তার! তবুও কুমারী দেহের জড়তা সহজে কাটতে চায় না।

রায়হান হাত ধরে তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। রুবার সব বাধ ভেঙে যায়, সব দুর্বলতা ভেসে যায়। রায়হানের দুর্বার আলিঙ্গনে সে ধরা পড়ে।

অনেক পরে সে যখন বেশবাশ ঠিক করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে, দেখতে পায় রায়হান ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেছে। দু'দিন পরে শ্রান্ত ও পরিতৃপ্ত রায়হান অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

রুবাও নিজের মনে অনেক শান্তি এবং তৃপ্তির আস্বাদ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তার কুমারী জীবনের প্রথম সফল অভিজ্ঞতা। তার দেহের মাঝে যদি তার আরাধ্য পুরুষ সুখ খুঁজে পায়, আরামে নিদ্রা যেতে পারে, তাতে রুবার কোনদিনই আপত্তি থাকবে না। অতি আগ্রহে সে বারংবার এই একই কাজের পুনরাবৃত্তিতে সম্মত থাকবে।

দেহ-মনের নিবিড় তৃপ্তিতে সেও নিচিন্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

রুবা ও রায়হানের প্রেম উপাখ্যানের সেই ছিল নবতর সূচনা।

আমি একটা পশু। মানুষ নামের কলঙ্ক। আমার মরে যাওয়া উচিত।

দুই হাতে মুখ ঢেকে অনুতপ্ত রায়হান অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে।

www.pathagar.com

রুবা ধূমায়ীত কফির মগ হাতে তার বিছানার পাশে দণ্ডায়মান। তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। ক্ষোভ বা অনুতাপের চিহ্ন নেই। কোন আবিলতার লেশ মাত্র তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সকালে উঠে সে গোসল সেরেছে। সদ্যস্নাতা রূপ-লাবণ্যে ঝলমল মোহময়ী রুবাকে আজ একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মনে হচ্ছে। রায়হান তার দিকে তাকাতে পারে না। এক তীব্র অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে আছে।

রুবা হাসিমুখে এগিয়ে এসে টিপয়ে কফির মগটি রেখে দুই হাতে রায়হানের হাত দুটি টেনে নেয়।

এমন করছ কেন? কি হয়েছে।

কি হয়েছে তুমি জানো না! আমি পশুরও অধম! লোকে বলে পাঠার মামা বাড়ি নেই। আমারও হয়েছে তাই। সারা জীবন অপকর্ম করেও আমার ক্ষুধা মিটল না। শেষ পর্যন্ত ফুলের মতো নিস্পাপ তোমাকেই নষ্ট করে ফেললাম।

রুবা তাকে একটি মধুর হাসি উপহার দিয়ে বলে, তুমি আমাকে নষ্ট করনি। অনেক পূর্বেই যা ঘটতে পারত সেটাই অনেক বিলম্বে ঘটেছে। অন্য কেউ হলে বহু পূর্বে আমাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেত। কিন্তু তুমি একজন অনন্য সাধারণ পুরুষ। তাই গত তিন বৎসরেও সেভাবে তুমি আমাকে স্পর্শ করনি। তোমার বুকে সারা রাত কাটাবার পরেও কোন অঘটন ঘটেনি। ভেবেছি, তুমি কি পাথরের তৈরি! আজ আমি খুশি, তুমি পাথরের দেবতা নও, রক্ত-মাংসেরই মানুষ। এতদিন ধরে মনে প্রাণে এই তো আমি চেয়েছিলাম।

রায়হান অবাক হয়ে রুবার কথা শুনছিল। এক ফোঁটা মেয়েটা বলে কি! সে যে রাতারাতি একজন পরিপূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে! দৈহিক মিলন বালিকাকে নারীতে পরিণত করে দেয় সে শুনেছিল। আজ তার প্রমাণ পায়।

রুবা, তুমি এসব কি বলছ! আমি দেবতা! তুমি কিছুই জানো না। আমার মতো দুষ্ট চরিত্রের মানুষ খুব কম আছে। তোমাকে যে নষ্ট করতে পারে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রুবা আর একবার তার মোহময় হাসি ছড়িয়ে রায়হানকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, কিন্তু তুমি তো আমাকে নষ্ট করনি। ভেবো না, রুবা এখনও কচি খুকি! আমি তোমার অনেক কিছুই জানি। কিন্তু তারপরও সারা দুনিয়ার বিনিময়েও আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারব না। তুমিই আমার সব। আজ নয়, প্রথম

www.pathagar.com

যেদিন পথের মাঝে দুর্বৃত্তের সামনে নিজের থেকে তোমার হাত ধরেছিলাম সেই দিন থেকেই তুমি আমার স্বপ্ন ও সাধনার মানুষ। আমি সেদিন থেকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তোমাকেই কামনা করছি। তুমি এক খেয়ালে ছিলে, হৃদয়ঙ্গম করনি। আজ অনেক বিলম্বে আমার আরাধ্য দেবতা আমার অর্ঘ গ্রহণ করেছে। আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি।

রায়হান তার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। বলে কি! এত কথা সে শিখল কোথায়! রায়হান আরও লক্ষ করে আজ সে একবারও ভাইয়া বলে সম্বোধন করেনি। এর আগে প্রতিমুহূর্তে কতবার ভাইয়া বলে ডাকত। বিষয় কি! সত্যি নারী চরিত্র বড়ই দুর্জ্ঞেয়।

রায়হানের বিস্ময় কাটে না। কিন্তু সে মুখ খোলে, তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার বয়স খুবই কম। আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি তা আমিই জানি।

রুবা এবারও তার সেই পাগল করা হাসি উপহার দেয়, না, তুমি আমার কোন ক্ষতিই করনি। বরং আজই আমাকে প্রকৃষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছ। প্রতি মুহূর্তে আমি যে দেহ-মনে তোমারই হতে চেয়েছিলাম।

বল কি রুবা!

ঠিকই বলছি।

আমি যে ভাবতেও পারছি না। নিজেই নিজেকে শুলে চড়াতে চাচ্ছিলাম!

সব পুরুষ মানুষই এক ধরনের বোকা। তা না হলে তোমার বহু পূর্বেই বোঝা উচিত ছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও মনে-প্রাণে আমি তোমাকে বরণ করে নিয়েছি। আমার প্রকৃত স্বামী আমাকে এত দিনে নিয়েছে।

রায়হান সাত হাত পানির তলে।

স্বামী! এতদিনে তাকে নিয়েছে! বহু পূর্বেই বরণ করেছি! এসব যে নাটকের ভাষা, বাস্তবেও এসব ঘটে! তার মুখে কথা সরে না।

রুবা বিলোল কটাক্ষ হেসে বলে, সাহেবের কি হল! মুখে যে বাক্য নেই!

রুবা, তুমি আমাকে সত্যিই অবাক করলে। তোমার মনে এত কথা লুকিয়ে ছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি। আমি একটা গর্দভ।

তুমি যা-ই হও, তুমি আমার।

www.pathagar.com

রুবা আমার মনে হয় আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেওয়াই ভালো।

এত তাড়া কিসের! আমি যার চিরদিনের, তার ঘরেই রয়েছি। সময় হলে আমি তোমাকে মনে করিয়ে দেব।

এবার রায়হানের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। রুবার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে এনে এবার রুবাকেই দুই হাতে বেঁধে ফেলে। সে খাটে বসা। রুবা দাঁড়িয়ে। রুবা এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করে না। প্রিয়তমের মাথাটি টেনে নিজের বক্ষে চেপে ধরে। গভীর ভালোবাসায় রায়হান সেখানে তার মুখ ঘসে।

টিপয়ে কফি ঠাণ্ডা হতে থাকে। রুবা বলে, কফিটা আগে খেয়ে নাও, ওটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কফি ঠাণ্ডা হোক, তুমি উষ্ণ থাকলেই চলবে।

রায়হান কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। সে তখন খুবই ব্যস্ত।

সাত সকালেই কী শুরু করলে! দরজা যে খোলা সে খেয়াল আছে!

রায়হান মুখ তুলে হাসে, তুমি ভালো করেই জানো বেল না বাজালে একটি প্রাণীও উপরে উঠে আসবে না। আমার ঘরে প্রবেশের প্রশ্নই আসে না। মোসাম্মৎ উন্মে রুবাইয়া ছাড়া এই ঘরে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

রুবা যা-ই হোক মেয়ে মানুষের জাত। কূট করে দংশন করতে চাড়ে না। শিরিন চৌধুরীর জন্যও নিষিদ্ধ? সে কিন্তু সেটা অমান্য করে।

রায়হান রুবাকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেয়।

রুবা, তোমার কাছে আমার বহু দোষ স্বীকার করার আছে। একদিন তোমাকে পুরো কনফেশন দেব।

তা নিশ্চই দেবে। আমি তোমার সব কথা অবশ্যই শুনব। এখন শুধু একটি কথা দাও, এতদিন যা হবার হয়েছে। এখন আমাকে নিয়েছ। আজ থেকে তুমি অন্য কোন মেয়ে মানুষ স্পর্শ করবে না। তুমি যদি এই শপথ কর আমি হাসিমুখে তোমার সমস্ত অতীত বিস্মৃত হব। তোমার রুবা তোমার সকল অভাব মিটিয়ে দেবে।

রায়হান তার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। তার বুক থেকে একটা বিরাট ভার নেমে যায়। সে প্রফুল্ল চিত্তে রুবার মাথায় হাত রেখে বলে, এই তোমাকে

www.pathagar.com

ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, অতীতে যাই করে থাকি না-কেন, আজ থেকে রুবা ব্যতীত আর কোন নারী স্পর্শ করব না।

রুবা তাকে বুকে টেনে নিয়ে নিজের থেকে সারা মুখে চুমো খেতে থাকে।

একসময় রায়হান তাকে বিছানায় নিয়ে আসে। কাল রাতে যেটা ঝোঁকের মাথায় ঘটেছিল, আজ প্রত্যূষে উভয়ের সজ্ঞান সম্মতিতে আরও ব্যাপক আনন্দঘন পরিবেশে সেটা পুনরায় সংঘটিত হয়।

রায়হান সেদিন অফিসে যায় না। অসুস্থতার অজুহাতে ঘরেই থাকে। সারাটা দিন তারা আজ এই নিষিদ্ধ আনন্দে মেতে থাকে। রায়হান অভিজ্ঞাতাসমৃদ্ধ। তা সেত্ত্বও এতদিন যেটাকে শারীরিক আনন্দ এবং উত্তেজনা প্রশমনের বিষয় মনে করে আসছে, সে জিনিস যে দেহ-মনের এত বড় তৃপ্তি ও আনন্দের বিষয় হতে পারে ইতোপূর্বে তারও সে উপলব্ধি কখনও আসেনি। শুধু দেহ নয় , তার মন, প্রাণ, আত্মা সব আজ পরম প্রাপ্তির সুখে উদ্বেলিত। এতে যে এত সুখ, এত শান্তি একথা বহু ভোগেও সে অনবহিত ছিল। অনাঘ্রাতা রুবার কল্যাণে আজ তার সব হৃদয়ঙ্গম হয়।

রুবার কাছেই সবই নতুন। দয়িতকে সুখী করেই তার সুখ। ভালোবাসার মানুষটি তার দেহে সুখ খুঁজে পেয়েছে, মনে তৃপ্তি ও শান্তি পেয়েছে। তার আনন্দের সীমা নেই। এ খেলায় সে নবাগতা। রায়হানের নির্দেশমতো সে নিজেকে সরর্বতভাবে মেলে ধরে।

দিয়েও এত তৃপ্তি! প্রিয়তমকে এতটা সুখী দেখে সে আনন্দে আত্মহারা। রায়হান তাকে জিজ্ঞেস করে,, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার অনেক অভিজ্ঞতা। কিন্তু তোমার জন্য এটি একেবারেই প্রথম। তোমার কেমন লাগছে?

রুবা তার বুকে মুখ লুকায়। রায়হান তার মুখটি নিজের মুখের কাছে এনে বলে, তোমার ক্ষমা পেয়ে আমি আজ নিরুদ্বিগ্ন। আজ সব জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। শুরুতে একদিন বলেছিলে, স্বামীর সঙ্গে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাকে বলবে বলেছিলে, আজ বল।

রুবা সে অবস্থাতেই রায়হানের বুকের লোমে আঁচড় কাটতে কাটতে বলে, সে বড় লজ্জার কথা।

তবুও বল।

www.pathagar.com

রুবা বলে, আমাকে যখন বিয়ে দেয় তখন আমি খুবই ছোট। কিছুই বুঝি না। কেউ বুঝিয়েও দেয়নি। দশ বৎসরের মেয়েকে জোয়ান স্বামীর সাথে শুতে পাঠান হয়। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন জানি নাবালিকা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করলেও বলৎকারের শাস্তি হয়। সেদিন সে আমাকে অনেক জ্বালাতন করে। আমার তখনও বুক ওঠেনি। কিন্তু সেকি খুবলানি! ওষ্ঠ দুটিতে উপর্যুপরি দংশন। কত রকমে যে কষ্ট দেয়! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সফলতা লাভ করতে না পেরে আমার দু'পায়ের সন্ধিস্থলে নিজেকে ভারমুক্ত করে। নীরব কান্নায় আমার সহ্য করা ছাড়া গতি ছিল না। মনে পড়লে ঘৃণায় এখনও আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তুমি এ সম্বন্ধে আমাকে আর প্রশ্ন করো না। পরম সুখের ক্ষণে আমি সে তিক্ত নোংরা স্মৃতি স্মরণ করতে চাই না।

রায়হান তাকে আদর-সোহাগে আপ্লুত করে জিজ্ঞেস করে, এখন এসব তোমার কেমন লাগছে? ভালো না লাগলে আমি ক্ষান্ত দেব।

রুবা পুনরায় তাকে দুই বাহুদ্বারা পরিবেষ্টন করে বলে, আমি তো স্বামীর দাবীদার একমাত্র সেই বর্বর লোকটাকেই দেখেছিলাম। কিন্তু তোমার তুলনায় সে কিছুই নয়। তোমার হৃদয়ের মতো তোমার সবকিছুই বড় এবং সবল।

তোমার কি কষ্ট হয়েছে?

রুবা লজ্জায় রায়হানের বুকেই মুখ লুকায়। তারপর নিম্নস্বরে বলে, কাল প্রথমবার কষ্ট হয়েছিলে। কিন্তু পরক্ষণেই ভালো লেগেছে। এখন আমার কাছে খুবই উপভোগ্য মনে হচ্ছে। তুমি এতও পার!

রায়হান বলে, বয়সের অনুপাতে তোমার শরীর-স্বাস্থ্য খুবই ভালো। আজ আমি যে তৃপ্তি পেয়েছি তার কোন তুলনা হয় না।

তারপর হাসিভরা কণ্ঠে বলে, ভালো লেগে থাকলে আস আবার করা যাক।

রুবা বলে, আমার মাথা ছুঁয়ে শপথ করেছ। শপথ ভঙ্গ করলেই আমার মৃত্যু ঘটবে। একথা ভুল করেও ভুলো না।

রায়হান তাকে পুনরায় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে কানের কাছে মুখ নিয়ে আশ্বস্ত করে, কোনদিন ভুলব না।

www.pathagar.com

রুবার প্রশ্ন, আচ্ছা, তুমি এত বোকা কেন? এতদিন ধরে এতভাবে আমাকে দেখছ, বুঝতে পারনি আমার মন কি চায়! আমি যে তোমাকে এত ভালোবাসতাম তা উপলব্ধি করনি?

বারান্দায় রায়হান সোফাতে বসে। যথারীতি রুবা তার হাঁটুতে মুখ স্থাপন করে আলোচনারত। রায়হান কয়েকবারই তাকে টেনে উঠিয়ে এনেছে। একটুক্ষণ অবস্থান করেই রুবা তার পূর্ব স্থানে ফিরে গিয়েছে। এভাবেই বসতে সে অভ্যস্ত। এটাই তার ভালো লাগে।

রায়হান জবাব দেয়, তুমি একাই ভালোবাসনি, আমিও অন্তর দিয়ে তোমাকে ভালোবাসতাম। ভালো না বাসলে তোমার নিত্যদিনের সেবা যত্ন এভাবে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারতাম না। কিন্তু সে ভালোবাসার রূপ রঙ ছিল ভিন্ন। আমি একটা গর্দভ। তোমার মতো অমূল্য রত্ন ফেলে এদিক সেদিক কাঁচ কুড়াবার চেষ্টা করেছি।

রুবা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, বারবার নিজেকে গর্দভ বলবে না তো! তুমি মোটেই তা নও। আমাকে বাড়িতে রিজার্ভ রেখে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছিলে। ভালো করেই জানতে রুবার সব কামনা বাসনা কেবল তোমাকেই ঘিরে বেড়ে উঠছে। তুমি ভিন্ন রুবার আর গতি নেই।

রায়হান আহত দৃষ্টিতে রুবার দিকে তাকায়, আমার কি মনে হচ্ছে জানো রুবা? আমার বোধ হচ্ছে তুমি আমার পূর্বকৃত অপরাধসমূহ অন্তর থেকে মার্জনা করতে পারনি। তাই ঘুরে ফিরে সে কথায় চলে আসছ।

রুবা লজ্জা পায়। উঠে নিজের পদ্মকোরকসদৃশ্য অধর যুগলের সাহায্য রায়হানের ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করে দেয়। বলে, আর কখনও ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করব না। তুমি আমাকে সুযোগ দিও না।

রায়হান অন্য প্রসঙ্গে আসে, রুবা আমার মনে হচ্ছে সময়টা আমরা ভুল নির্বাচন করেছি। সামনে তোমার পরীক্ষা, এসময় তোমার মন বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া উচিত হয়নি। সে সময় আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

রুবা তার মাথার চুলের রাশি সামলাতে সামলাতে বলে, না গো না। তোমার রুবার মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে না। পূর্বেই বরং উচাটন ছিল। এখন সবকিছুর প্রাপ্তি ঘটায় মনে স্থিতি লাভ হয়েছে। হৃদয়ের প্রশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

তারপর নিজেই খানিক হেসে বলে, তুমি যা ওস্তাদ লোক! দেহ মন দুটাই শীতল

www.pathagar.com

করেছ।

রায়হান তারপরও বলে, আমি আজ তোমার টিউটরের সঙ্গে কথা বলব। পরীক্ষায় রেজাল্ট মন্দ হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। তোমাকে দিয়ে যে আমার অনেক স্বপ্ন!

রুবা সোহাগে গলে গিয়ে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে আদুরে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কি স্বপ্ন বল না গো!

রায়হান বলে, আগে আমাকে একটা ভালো রেজাল্ট উপহার দাও, পরে বলব। শুধু জেনো, আমি বিএ ডিগ্রীর পর আর পড়াশোনা করিনি। ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ি। নিজেকে নিজেই গড়ে তুলেছি বলতে পার। তোমাকে মনের মতো করে গড়ে তোলার আমার অনেক অভিলাষ।

তুমি দোয়া করো আমি যেন তোমার স্বপ্ন সফল করতে পারি।

শুধু দোয়া নয়, দাওয়াও করব। আর তাই কিছুদিন এসবে ক্ষান্ত দিতে হবে।

রুবা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, না।

না কেন? মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে না!

তুমি মুখ ফিরিয়ে থাকলেই বরং আমার মনোযোগ বিনষ্ট হবে। পরীক্ষার প্রস্তুতি আমি প্রায় সম্পন্ন করে এনেছি।

তারপর রায়হানের কানের কাছে মুখ নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, ক্ষুধার সময় খাওয়াই নিয়ম। খাবার মজুত রয়েছে অথচ খেতে দেওয়া হচ্ছে না, এতে কারোই মঙ্গল হয় না। এ কয়েকদিনে তুমি আমাকে যে অমৃতের আস্বাদ দিয়েছ, এখন তা বন্ধ করা চলবে না।

রায়হানও হাসতে থাকে।

সে হঠাৎ উঠে ঘরে চলে যায়, সেখান থেকে ডাকে, রুবা।

রুবা বারান্দা থেকেই জবাব দেয়, বল।

একবারটি এখানে আস।

কেন?

www.pathagar.com

রায়হান দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ বার করে রহস্যময় কণ্ঠে বলে, অমৃতের সন্ধানে।

রুবা সেই মুহূর্তে এসবের জন্য তৈরি নয়। সে উঠে তার নিজের ঘরে পালাবার প্রস্তুতি নেয়। বুঝতে পেরে রায়হান এগিয়ে এসে তাকে পাঁজাকোলা করে নিজের ঘরে নিয়ে শয্যার উপর ফেলে দেয়, এখন অমৃতে অরুচি কেন?

অরুচি নয় সাহেব, সময় অসময় আছে না!

অমৃতে সময়ের বাছ বিচার কি! সব সময়ই প্রকৃষ্ট সময়।

রুবা হাসতে থাকে। সে ভালোই জানে রায়হান একবার সঙ্কল্প করলে তার আপত্তি ধোপে টিকবে না। সে সহযোগিতা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে।

সেদিনই রায়হান রুবার গৃহ-শিক্ষকের সঙ্গে নিচে অফিস ঘরে কথা বলে।

অনেক দিন আপনার সাথে কথা হয় না। ছাত্রীর খবর বলুন। আমি চিন্তায় রয়েছি। পরীক্ষা ঘনিয়ে এল।

শিক্ষকও সকলের মতো রায়হানকে স্যার বলে ডাকে। প্রথম দিনই স্যার বাড়ির লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছিল, টিচার আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে চা-নাস্তা দিবি। এতে যেন অন্যথা না হয়। সেই থেকে এই বাড়িতে তাকে প্রতিদিন জলযোগ করতে হয়। মাসোহারাও সন্তোষজনক।

সে বিনীত কণ্ঠে বলে, আপনার বোন খুবই মেধাবী। তাকে কিছুই একবারের বেশি দু'বার বুঝাতে হয় না। আশা করছি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে।

কিন্তু তার যতটা পরিশ্রম করা দরকার তা করছে না। জানেন তো বাড়ির সে-ই কর্ত্রী। ঘর গৃহস্থালির কাজ আর আমার সেবা যত্নেই সে অধিকতর ব্যস্ত। পড়ছে কখন?

শিক্ষক একগাল হাসে। সে বলে, রুবার মতো ছাত্রীর সারাক্ষণ পড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। সেটা মেধাহীনদের কাজ। আমি দু'ঘন্টার উপরে থাকি। এসময়টাতে সে মোটেও ফাঁকি দেয় না। আল্লাহ্ চাহে তো, সে খুব ভালো ফল করবে। আপনি চিন্তা করবেন না।

www.pathagar.com

রায়হান খুশি হয়, দেখা যাক। প্রয়োজন মনে করলে আপনি সময় বাড়িয়ে নেন, আমি পুষিয়ে দেব। রুবা ভালো ফল না করলে আমার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আপনি ভাববেন না, ইনশাআল্লাহ্ ভালো করবে।

সে রুবার উদ্দেশে উপরে উঠে যায়।

অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষকের ভবিষ্যতবাণী সঠিক প্রমাণিত করে রুবা পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করে। প্রথম গ্রেডের স্কলারশিপসহ তিন বিষয়ে লেটার নিয়ে সে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। দৈনিক পত্রিকায় ফল প্রকাশিত হবার পূর্বের দিন রায়হান খবর সংগ্রহ করে। সঙ্গে সঙ্গে আবুলকে নির্দেশ দেয় একদিনের মধ্যে রুবার পাসপোর্ট বানাতে। পরশু তারা সিঙ্গাপুরে যাবে। রুবাকে কিছু জানাতে নিষেধ করে দেয়।

অফিস থেকে ফেরার পথে সে বায়তুল মোকাররমের একটি জুয়েলারীর দোকানে ঢুকে পছন্দ করে পুরো এক সেট স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করে। দোকানি বলে, স্যার যে সেটটা নিচ্ছেন, এটা আমরা একজনের অর্ডারে প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু বেশ কিছু অগ্রীম সত্ত্বেও সে আসছে না। খুবই উত্তম জিনিস, নিয়ে যান। সে এলে তাকে নতুন করে গড়িয়ে দেব।

সেটটা রায়হানেরও খুবই পছন্দ হয়। স্বাস্থ্যবতী রুবাকে মানাবে। অলঙ্কারের বাক্সটি এটাচির মধ্যে ভরে সে গম্ভীরভাবে গাড়ি থেকে অবতরণ করে।

প্রতিদিনের অভ্যাস মতো রুবা ছুটে এসে তার হাত থেকে এটাচি নিয়ে নেয়।

প্রশ্ন করে, আমার রেজাল্টের বিষয়ে খোঁজ করেছিলে?

সে কোন কথার জবাব না দিয়ে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে উপরে উঠে আসে। রুবাও সঙ্গে সঙ্গে আসে। তার উৎকণ্ঠার সীমা নেই।

কি হল! কথা বলছ না কেন? কোন খবর পেলে?

রায়হান মলিন মুখে ছদ্মগাম্ভীর্যে তার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে, খুব তো তখন গর্ব করেছিলে রেজাল্ট হেন হবে, তেন হবে। এখন যে থার্ড ডিভিশনের তালিকায় নাম দেখা যাচ্ছে। এত প্রেম করলে কেউ ভালো রেজাল্ট করতে পারে!

রুবার হাত থেকে এটাচি পড়ে যায়। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মুখ দিয়ে কোন কথা বার হয় না। এক সময় বাচ্চাদের মতো ভ্যা করে কেঁদে ফেলে, ভাইয়া!

অনেকদিন পর কান্নার সঙ্গে তার মুখ দিয়ে সেই আদি ও অকৃত্রিম ভাইয়া ডাকটি নির্গত হয়। রায়হান বলে, কত আশা ছিল, ভালো রেজাল্ট হবে। ভালো কলেজে দেব। সেখান থেকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাব। থাক, এখন আর সে সব কল্পনা বিলাসে লাভ কি!

রুবা দুই হাতে মুখে ঢেকে মেঝেতে বসে পড়ে। কান্নায় তার শরীর দুলে দুলে উঠছে।

হঠাৎ রায়হান হা, হা করে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। কান্না ভুলে রুবা সেদিকে অবাক হয়ে তাকাতেই রায়হান এগিয়ে এসে তাকে দুই হাতে টেনে বুকে তুলে পাগলের মতো চুমো খেতে থাকে, রুবা, আমার রুবা। তুই দারুণ রেজাল্ট করেছিস। গর্বে-আনন্দে আমার বুক ভরে গেছে। তোকে মাথায় করে নাচতে ইচ্ছা করছে। এতক্ষণ মিথ্যা বলে তোকে ঘাবড়ে দিয়ে মজা করছিলাম। রুবা, রুবা। আজ আমার চাইতে খুশি কোন মানুষ নেই। আমার স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে।

সে রুবাকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তোলে।

এতক্ষণ রুবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সাহেব তা হলে তামাশা করে মজা দেখছিল! সে সত্যিই একটা বোকা। থার্ড ডিভিশন তার হতেই পারে না। সে খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল।

রুবা রায়হানের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে দুই হাত দিয়ে তার বুকে সমানে কিল মারতে থাকে, তুমি আমাকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। দেখ, আমার বুক কাঁপছে।

রায়হানের সেটা তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করে দেখতে কোন অলসতা দেখা যায় না। আনন্দিত রুবা আত্মরক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করে কি রেজাল্ট হয়েছে বললে না?

দারুণ রেজাল্ট করেছিস। ফাস্ট ডিভিশন, তিনটি লেটার। এ গ্রেড স্কলারশীপ। উহ! আমার যা আনন্দ হচ্ছে না! তোকে মাথায় করে নাচতে ইচ্ছা করছে।

সে সিত্য সত্যিই রুবাকে তুলে গিয়ে ঘরের মধ্যে এক পাক নেচে নেয়।

www.pathagar.com

আহ, করছ কি! ছাড়, ছাড়। আমাকে নামিয়ে দাও। আগে কর্তব্য করতে দাও।

কি কর্তব্য?

রুবা ছাড়া পেয়ে অসম্বৃত বেশবাস ঠিক করে নিচে বসে রায়হানের পা ছুঁয়ে সালাম করে। এখন আবার তার চোখে অশ্রু চলে আসে। এটা আনন্দাশ্রু। রায়হানের চোখেও তার রেশ দেখা যায়।

সে রুবাকে খাটে বসিয়ে দেয়, এখানে চুপটি করে বস। কোন কথা বলবে না।

ইচ্ছামতো সে রুবাকে তুই বা তুমি ডেকে থাকে। এটাচি খুলে সে অলঙ্কারের বাক্সটি বের করে রুবার হাতে দিয়ে বলে, সবকিছু পরে আমাকে একবার দেখাও। অসামান্য রেজাল্টের জন্য এই সামান্য উপহার।

রায়হানই বাক্সটি খুলে ধরে। রুবার দুই চোখে বিস্ময় আর ধরে না।

একি কাণ্ড! এ যে দেখছি এক বিয়ের অলঙ্কার! তুমি কি একবারেই দু'কাজ সারতে চাচ্ছ? এত গহনা কেউ একসঙ্গে উপহার দেয়! এটা সামান্য!

রায়হান ধমক দেয়, এই মেয়ে, চুপ। যাও সব পরে একটা সুন্দর শাড়ি পরিধান করে আস। এখনই একবার তোমার শুভ উদ্বোধন হবে।

রুবা অপাঙ্গে রায়হানকে দেখে। আর কথা না বাড়িয়ে গহনার বাক্স তুলে নিয়ে সে নিজের ঘরে চলে যায়। আধ ঘন্টার মধ্যেই সালঙ্করা রুবা একটি নতুন শাড়ি পরে রায়হানের ঘরে ঢুকে তাকে সেদিনের মতো দ্বিতীয়বার সালাম করে। রায়হান তার এই নতুন রূপের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে।

এতক্ষণে অলঙ্কার কেনার স্বার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি। তোমাকে অপূর্ব লাগছে।

আবেগ জড়িত কণ্ঠে সে ডাকে, রুবা!

বল।

রায়হান মুখে শব্দ না করে দুই হাত বাড়িয়ে দেয়। ধরা দিতে রুবার বিন্দুমাত্র দেরি হয় না।

নতুন সাজে সজ্জিতা গা ভর্তি গহনা পরিহিতা রুবা নিজেকে রায়হানের হাতে ছেড়ে দিয়ে অভুতপূর্ব আনন্দ লাভ করে।

তার মনে হয়, সে নব পরিণীতা। আজ তার বাসর হচ্ছে। সে কানে কানে তার

www.pathagar.com

প্রিয়তমকে সে কথা নিবেদন করে।

রায়হানেরও আজ আনন্দ ধরে না। তার প্রতিটি উদ্যমে একজন নব বিবাহিত যুবকের কর্মকাণ্ডই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

সেও প্রিয়ার কানে কানে বলে, আজ বাসর-পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুটা আস্বাদন কর। কালকের দিনটি বাদ দিয়ে পরশু তোমার বাসর বসবে সিঙ্গাপুরে। তোমার কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্টের উপহার কেবল এক সেট গহনাই নয়, জোড়ে সিঙ্গাপুর ভ্রমণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আনন্দে আমার যে কি করতে ইচ্ছা করছে বলতে পারি না।

যারপরনাই পুলকিতা রুবা সলজ্জ কণ্ঠে কানে কানে বলে, অন্য কিছু করতে হবে না। যা করছিলে তাই কর।

এই শুনছ. আমাদের সিঙ্গাপুর যাওয়া যখন আরও একদিন পিছিয়ে গেল তখন বাড়িতে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

রায়হান বুঝতে পারে না, বিয়ে! কার বিয়ে?

তোমার খাস সেবক আর আমার খাস সেবিকার বিয়ে।

মানে?

মানে রহমান ও জমিলার বিয়ে দিতে হয়।

মানে?

কি শুধু মানে মানে করছ! বিয়ে না দিলে ভুল হবে।

রায়হান তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে, একটু খুলে বল তো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রুবা সুন্দর করে হেসে বলে, তোমাকে অত শত বুঝতেও হবে না। সংসার আমার, আমিই সব বুঝব।

রায়হান হাল ছেড়ে দেয়, বেশ। আমাকে ছাড়াই যদি এ বাড়িতে বিবাহ পর্বও

www.pathagar.com

সমাধা হতে পারে তা হলে আশা করি আমার নিজের বিয়ের সময়ও আমাকে প্রয়োজন হবে না।

রুবা বলে, তোমার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। অপ্রাপ্তবয়স্ক কারো বিয়েতে আমরা উৎসাহী নই।

রায়হান খপ করে রুবার হাত চেপে ধরে, এখনই প্রমাণ দিচ্ছি আমি প্রাপ্তবয়স্ক কিনা। বুড়া দাদাকে 'হেই কাম' শিখাতে চাও?

রুবা হাসিতে ভেঙে পড়ে। অনেক কষ্টে তখনকার মতো নিষ্কৃতি লাভ করে।

শোন, সত্যিই ওদের বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কেন?

আহ, তোমাকে নিয়ে আর পানি না। কেন বিয়ে দিতে হবে মাথায় ঢুকছে না?

তারপর নিজের মনে হেসে সে বলে, তোমরা যে বল এ্যাডভান্স পার্টি! সেরকম এ্যাডভ্যান্স পার্টির বিয়ে।

মানে?

উহ, কেবল মানে আর মানে!

সে এসে রায়হানের হাত ধরে তাকে পাশে বসায়। বলে ঘৃতাহুতি বলে একটা কথা আছে না? আগুন আর ঘী এক সঙ্গে রাখলে যা হয় তা-ই হয়েছে। প্রেম। বুঝেছ? সাহেব নিজে করতে পারলে তার বেয়ারার অপরাধ কি?

রায়হান এবার ব্যাপারটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে, ও বুঝেছি। আমার শ্রীমান আর তোমার শ্রীমতি মিলে একটা ঘটনা ঘটিয়েছে, তাই না? কিন্তু রহমান জমিলার উপযুক্ত নয়।

রুবা মুখে আঁচল দিয়ে হাসে।

রায়হান বলে, এতে হাসার কি হল? আমার তো মনে হয়, রহমান বয়সের দিক থেকে জমিলার ছোটই হবে।

রুবা হাসতে হাসতেই বলে, তাতে কি হয়েছে? আমিও জমিলাকে সে কথা বলেছিলাম। সে কি বলেছে জানো? সে বলেছে, না আপা, আমরা এক বয়সী। তারপর বলে, আপা বয়সে ছোট হলেও তার সেটা ছোট নয়, - বলতে বলতে

www.pathagar.com

হাসিতে ভেঙে পড়ে।

রায়হান রুবার এই বিষম হাসি দেখে নিজেও হেসে ফেলে, কাজের মেয়ের সঙ্গে তোমার এ ধরনের চটুলতা চলে?

মেয়েদের মধ্যে অনেক কথা হয়ে তাকে। সে-ই আমাকে সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে পাকা করেছে। জানো, জমিলাই আমাকে ট্যাবলেট গ্রহণে উৎসাহ দেয়।

বল কি? সে আমাদের বিষয় জানল কি করে?

মেয়েদের জানতে অসুবিধা হয় না। তাদের পঞ্চ-ইন্দ্রীয় বড়ই সজাগ।

রায়হানকে চিন্তিত দেখায়, তুমি সঠিক বলছ? রহমান তো সে ধরনের ছেলে মনে হয় না। চুপচাপ প্রকৃতির। জমিলা কেমন মেয়ে?

সেও মন্দ নয়। তবে একসঙ্গে থাকলে যা হয় তাই হয়েছে। যুবক যুবতীর স্বাভাবিক আকর্ষণের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাসের সুযোগও কম কাজ করেনি।

রুবা আরও বলে, নিজেদের দিয়েও বিচার করে দেখ না। আমরাই যদি এক ছাদের নিচে না থাকতাম, তা হলে কি পরস্পরের এত কাছাকাছি আসতে পেতাম! তাছাড়া ভেবে দেখ, সেদিন তোমার অসুস্থতার মাঝে অত রাতে আমি যদি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে না থাকতাম তা হলে কি এত শীঘ্র এসব ঘটত?

রায়হান তার বাক্য বিন্যাসে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

আমার তা মনে হয় না রুবা। নির্ঘণ্ট বলে একটা কথা আছে। সবই নিয়তি। তাকে খন্ডান তোমার আমার সাধ্যে নেই। যা ঘটবার সেটা অবশ্যই ঘটবে, দু'দিন পূর্বে বা পরে।

রুবা বলে, এক্ষেত্রেও তাই মনে মনে কর না কেন। সাহেব যদি পারে, খেদমতগার পারবে না কেন?

যত দোষ সব নন্দ ঘোষ! সবই সাহেবের ঘাড়ে ফেলছ, নিজের কোন দায়-দায়িত্ব নেই?

কে বলে নেই। শঠে শ্যাঠাং। তোমার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তোমার রুবার ক্ষেত্রেও অন্যথা হয় কি করে! আমিই বরং উন্মুখ হয়ে ছিলাম। আমার কর্তা পথে অনেক দেরি করে ফেলল।

www.pathagar.com

রায়হান বলে, আচ্ছা ওদের ব্যাপার তুমি ধরলে কি করে? ওরা কি স্বর্তস্ফূর্তভাবে তোমাকে ওদের মনের বাসনা ব্যক্ত করেছে?

না, তা নয়। আমিও মেয়ে। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। তোমার কি অন্য্য কোন হুঁশ আছে! অফিসে গেলে ব্যবসা, বাড়ি ফিরলে রুবা। আর কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের ফুরসুৎ তোমার আছে!

তা যা বলেছ। তুমি কি করে টের পেলে একটু খুলে বল তো শুনি।

রুবা বলে, না তেমনভাবে ধরেছি বলা যাবে না। তবে যেটুকু অনুমান করেছি তাতে দুই আর দুই মিলে চার হয়। একদিন আমি অতর্কিতে ছাদে যাই। ছাদের দরজা আলগোছে ভেজান ছিল। আমার শব্দ শুনেই মনে হল এক জোড়া নর-নারী তড়িৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই বাড়ির ছাদের মস্ত সুবিধা বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। বান্ধবীদের নিয়ে তুমি অনায়াসে সুইমিং পুলে কেলি করতে পারতে।

রায়হান চোখ পাকায়, রুবা!

না, না, কি বলতে কি বলছি। তারপর শোন, দ্বিতীয় দিন অন্য একটা বিষয় আবিষ্কার করি। কাজের লোকদের মাঝে মাঝে সকালের নাস্তায় একটা করে ডিম দেওয়া হয়। সেদিন দেখি জমিলার পাতে ডিম নেই। জিজ্ঞাসা করতে সে সামান্য হেসে মাথা নত করে নেয়। জেরা করে বের করি, তার ডিম রহমানকে দিয়েছে। সে নাকি ডিম খুব ভালোবাসে। বোঝ একবার ব্যাপারখানা!

দারুণ প্রেম দেখছি। তুমি তো কখনও তোমার ডিম আমাকে দাও না! জানো তো, ডিমে শক্তি বৃদ্ধি পায়!

রুবা লজ্জা পেয়ে তাকে থামিয়ে দেয়, তোমার আর ডিম খেয়ে কাজ নেই। বিনা ডিমেই যা প্রতাপ!

রায়হান রুবাকে বিব্রত করার সুযোগ পেলে তা হেলায় নষ্ট করে না। সে বলে, ডিম সেভাবে না খাওয়ালেও প্রতিদিন তুমি আমাকে দুধ পানে বাধ্য করছ। নিশ্চয়ই জানো, মাংসে মাংস বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল, দুগ্ধে চন্দ্র বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল।

রুবা দারুণ লজ্জা পায়, আমি এসব জানি না। এত পরিশ্রম কর, দুধ, ঘী না খেলে চলে! বেশ এখন থেকে তোমার দুধ বন্ধ।

রায়হান হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, আমরা আসল কথা থেকে

www.pathagar.com

অনেক দূর সরে এসেছি। রহমান-জমিলার উপাখ্যান শেষ হয়নি।

রুবা বলে, মাত্র কাহিনী শুরু হতে যাচ্ছে। শেষ হবে কেন! এক রাতে জমিলার বিছানায় বালিশের নিচ থেকে বড়ি বের হয়ে আসে। তাকে চেপে ধরতেই আমার কাছে স্বীকার করে, কখনও সখনও সুযোগ হলে সে রহমানকে অনুগ্রহ করে থাকে। তারই সতর্কতা।

রায়হান টিপ্পনী কাটে, অনুগ্রহ! যার জন্য হেদিয়ে মরছে সেটাকে তুমি অনুগ্রহ বলে চালাচ্ছ! তুমিও বুঝি আমাকে তাই করছ।

আহা, কথা হচ্ছে রহমান ও জমিলার, এর মধ্যে রায়হান রুবার বিষয় আসছে কেন!

কথা ঘুরাবে না। ঠিক আছে, ওদের উপাখ্যান শেষ কর।

বললাম তো মাত্র শুরু। শেষ পাবে কি করে! তারপর শোন, জমিলাকে বেশ করে ধমক ধামক দিতেই সব কথা খুলে বলে। এও জানায়, তার পূর্বের স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এবার দ্বিতীয় বিয়েতে বাধা নেই। রহমানকে বিয়ে করতে চায়। বললাম, সে তোর ছোটই হবে। তখনই বলে, আপা দেখতে ছোট হলে কি হবে কি সে জিনিস ছোট না। শুনে লজ্জায় বাঁচি না। কষে ধমক দিতে গিয়েও নিজেদের আচরণ চিন্তা করে আর পারি না। আপনি আচরি পরকে বল – এটা গুণীদের কথা।

রায়হান তাকে কটাক্ষ করে, কাজের মেয়ের সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর যদি এ ধরনের আলোচনা চলে তা হলে অচিরেই তারা মাথায় উঠে নাচবে।

রুবা ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলে, তা অবশ্য বলতে পার। এই বাড়িতে আর কোন মহিলা নেই। তাকেও নিয়োগ করেছ আমাকে সর্বক্ষণ সঙ্গ দেওয়ার জন্য। কাজ তেমন নেই বললেই চলে। সমবয়সী বলে সখির মতো অনেক কথা হয়। স্বীকার করছি, হয়ত মাত্রা অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি ঘাট মানছি।

তার কণ্ঠস্বর ম্লান হয়ে আসে।

রায়হান তাকে কাছে টেনে নেয়, আরে পাগলি, সে জন্য নয়। তোর জন্যই তাকে কাজ দেওয়া। কিন্তু সে কি আমাদের বিষয় জানে! সব তাকে বলে দিসনি তো!

রুবা নতমুখে বলে, আমি না বললেও সে সবই বুঝতে পেরেছে। আমি

www.pathagar.com

অধিকাংশ সময়ই এই ঘরে থাকি। এখান থেকে বের হবার পর সে আমার চেহারায় অনেক কিছুই দেখতে পায়। সেদিন গোছলে সাহায্য করার সময় শরীরের চিহ্ন দেখে হাসে। তুমি মনে করেছ, ডুবে ডুবে জল খাবে, অমাবশ্যার বাবাও টের পাবে না। তাই কি হয়! মেয়ে মানুষের চোখ বড়ই তীক্ষ্ণ। তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রবল।

রুবা রায়হানের দিকে অপরাধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, সে-ই আমাকে মার্কেট থেকে ট্যাবলেট এনে দিয়েছে। আমি সেটাই সেবন করছি।

রায়হান নিজেই এবার অপরাধীর হাসি হাসে, আমার এসব চিন্তা করা উচিত ছিল। সত্যিই আমার মাথায় এসব কেন যে আসেনি! সাত খণ্ড রামায়ন পড়ে জিজ্ঞেস করছি সীতা কার পিতা?

রুবা তাকে থামিয়ে দেয়, আবার পূর্বের কথা টেনে আনছ?

না রুবা, নিজেকে বিচার করছি। আসলে ইতিপূর্বে কোন বিষয়েই আমাকে ভাবতে হত না। আমার বান্ধবী বা শয্যা সঙ্গিনীরা ছিল অভিজ্ঞতাসম্পন্না। তারাই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করত। তোমার মতো আনাড়ি বালিকার পাল্লায় পড়ে এখন নতুন করে সব শিখতে হচ্ছে।

রুবা ফোড়ন কাটতে ছারে না, আফসোস হচেচ্ছ?

রায়হান তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, তা হচ্ছে। এই আনাড়িটা এতদিন এখানে আছে, আরও আগে কেন তার দারোদঘাটন করলাম না - এই দুঃখ হচ্ছে বৈকি!

দু'জন একসঙ্গে শব্দ করে হেসে ওঠে।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, তারপর?

কি তারপর?

তোমার জমিলা আর আমার রহমান!

রুবা বলে, তুমি অনুমতি দাও, ওদের বিয়ে দিয়ে দিই। না দিলেই বরং মন্দ দেখাবে। তুমি দু'জনেরই অভিভাবক। অনুমতি দিলে এই মুহূর্তেই সব সাঙ্গ করা যায়। ওরা দু'জনই এক পায়ে খাড়া। জমিলার মা এসেছিল, সে সম্মত। সে বলে গেছে জমিলার স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর রহমানের তিন কুলে কেউ নেই। শুনেছি, ছোটবেলা থেকেই তুমি মানুষ করেছ।

www.pathagar.com

মানুষ আর করলাম কই। বেটা এখন শেয়ানা প্রেমিক বনেছে।

রুবা হাসিমুখে বলে, 'মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়। সেই পথ লক্ষ করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে, আমরাও হব বরণীয়' ওরা এখন এই আদর্শ বাস্তবায়ন করছে। অন্নদাতা যদি পারে, অন্নগ্রহীতারা পারবে না কেন?

ব্রাভো। বেশ বলেছ। এজন্য তোমার পুরস্কার প্রাপ্য হল। এখনই নেবে?

না বাবা, এই অসময়ে আমার পুরস্কারের প্রয়োজন নেই। ওটা তোলা থাক। সময়ে নেওয়া যাবে। তা হলে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করি? আবুলকে বলি?

রায়হান বলে, তোমার যে দেখছি তর সইছে না। বিষয় কি? নিজের বিয়ের খবর নেই, পাড়া পড়শীর জন্য ঘুম নেই। তোমার হয়েছে তাই।

রুবার চোখে মুখে সত্যিকারের ছায়া নেমে আসে। সে করুন চোখে রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার জীবনের একটাই এখন আরাধনা, আমি কখন কি করে মিসেস রেজা রায়হান হতে পারব।

এখনও হতে বাকি আছ?

না, সে বিবেচনায় মোটেই বাকি নেই। তুমি সকল অর্থেই আমার স্বামী। তাই তো আমাদের মিলনে আমার কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই। কিন্তু আমার জীবনে একটা জটিলতা আছে। তুমি তা জানো। সেটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি কোন পঙ্কিলতায় নিক্ষেপ করব না।

রায়হান প্রানখুলে হাসে, তোমার বয়স কম। অপেক্ষা করতে আমার ভালোই লাগবে। ইতোমধ্যে তোমার লেখাপড়া সাঙ্গ হবে। তাছাড়া বিয়ে করা বউ দু'দিনেই পানসে হয়ে যায়। নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণ অলংঘনীয়। বউর সাথে প্রেম হয় না, সেটা প্রেমিকার সাথেই করতে হয়।

রুবা তাকে শাসায়, তোমার মতলব ভালো না। আমি তোমাকে কোন সুযোগ দেব না। প্রণয়িনী বল বা স্ত্রী বল উভয় অবস্থান থেকেই আমি তোমাকে বেঁধে ফেলেছি। রুবার হাত তেকে আর তোমার নিষ্কৃতি নেই।

রায়হান বলে, আমিন, ছুম্মা আমিন!

দু'জন আবার কলহাস্যে ঘর ভরিয়ে তোলে।

www.pathagar.com

পরদিনই রহমান ও জমিলার আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়ে যায়। কাজী ডেকে আবুল মিয়া সব কাজ সমাধা করে। আপাতত তাদের দু'জনকে নিচের একটি ঘরে থাকতে দেওয়া হয়।

সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের উপরে ওদের জন্য একটা ঘর ও টয়লেট অবিলম্বে নির্মাণ করার কথা রুবা বলে দেয়।

একান্তে রায়হান পরিহাস করে, আজ থেকে তোমাকে একা ঘুমাতে হবে।

রুবা একটি মোহময় কটাক্ষ হেনে বলে, কেন! আমার উনি নেই! এখন থেকে পুরোদস্তুর সাহেবের ঘরে বহাল হলাম।

সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনসের প্রথম শ্রেণীর এক কোণে তাদের আসন পড়েছে। রায়হান অনেক দেশ ইতিমধ্যে ভ্রমণ করেছে। কিন্তু রুবার এটা প্রথম বিদেশ যাত্রা। শুধু তাই নয়, প্লেনে ওঠাও এটাই প্রথম। সে ভাগ্যবতী প্রথম যাত্রাতেই বিশালাকায় বোয়িং-এর প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছে। তার আনন্দ ধরে না।

একে তো জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ, তাও প্রিয়তম মানুষটির সাথী হয়ে। সে রায়হানের কানে মধু বর্ষণ করে, আজ তোমাকে আমি অনেক আদর করব, আমার কি যে ভালো লাগছে। তোমার সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি, এত বড় প্লেন, তাও প্রথম শ্রেণী। সবকিছু আমার স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

রায়হান পরিহাস করে, স্বপ্ন নয় বেগম সাহেবা। আপনি বাস্তবেই আপনার প্রণয়পিপাসু এই অধমের সঙ্গে আনন্দ ভ্রমণে সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন।

রুবা প্রসঙ্গান্তরে যায়। বলে, শুনেছিলাম, বিমানবন্দরে যাত্রীদের কত রকমের ঝামেলা পোহাতে হয়। আমাদের তো সেরকম কিছু হল না।

এবার রায়হান তার কানে কানে বলে, আপনি একজন সম্মানিতা যাত্রী। তাই ঝামেলা মুক্ত সুবিধা ভোগ করছেন। নিজেদের দেশে আমরা এক প্রকারের ভিআইপি।

ঢাকা বিমান বন্দরে আবুল আগে এসে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তারা গাড়ি

www.pathagar.com

থেকে অবতরণ করে তার কাছ থেকে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সরাসরি ইমিগ্রেশনে ঢুকে যায়। সঙ্গে কেবল দুটি হাত ব্যাগে সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়েছে। এটা রায়হানের পরামর্শ।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, তাদের সামান্যতম অসুবিধারও সৃষ্টি হয় না। রায়হান আরও বলে, দেশের বাইরে অবশ্য কোন বিশেষ খাতির পাবে না। সেখানে অন্য দশ জন যাত্রীর সঙ্গে সুবিধা-অসুবিধা একত্রে ভোগ করবে।

রুবা রায়হানের একটি হাত নিজের দুই হাতে নিয়ে সানন্দে বলে, তুমি সাথে রয়েছে, আমি কোন বিষয়েই চিন্তা করি না।

রায়হান বলে, প্রথম বিদেশ যাত্রাতেই তোমার পরীক্ষা শুরু হল। এরপর থেকে তোমাকে অনেক ভ্রমণ করতে হবে। এখন থেকে আমি কিছু করব না, চুপচাপ তোমার পাশটিতে থাকব। সব কিছু তোমাকেই সামাল দিতে হবে।

রুবা চিন্তিত হয়। ভয়ে ভয়ে বলে, আমি যে কিছুই জানি না।

চীন দেশে একটি প্রবাদ আছে, হাজার মাইলের যাত্রা প্রথম পদক্ষেপ থেকেই শুরু হয়। কেউ জন্মেই সবকিছু জেনে যায় না। ধীরে ধীরে সব আয়ত্বে আসে। আমি চাই আজই বহির্বিশ্বে তোমার হাতে খড়ি হোক।

রুবা তার হাতটি ছাড়ে না। বলে, তুমি পাশে থাকলে কিছুই আমার কাছে অসাধ্য লাগবে না। কোথাও ঠেকে গেলে দেখিয়ে দিও। বিপদে ফেলে হেসো না।

রায়হান তাকে আশ্বাস দেয়, তা কি করতে পারি! অনেক আদর করবে বলছিলে। এখন কিছু পেতে পারি না!

তাদের আসনটি এক কোণে হওয়াতে খুবই সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া তার দু'জন ছাড়া অন্য কোন বাংলাদেশী সেখানে ছিল না। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কেউ এগিয়ে না এলে সহজে কিছু দেখা যায় না। রুবা এদিক-সেদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে রায়হানকে একটি সংক্ষিপ্ত চুম্বন উপহার দেয়।

রায়হান তাতেই খুশি, হাত আসুক। গ্রাম থেকে আসা সেদিনের সহজ-সরল মেয়েটির আজ প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সে আর দেহাতি নেই। রুবার অপরিমিত দেহ সৌন্দর্যের সঙ্গে তার বুদ্ধিদীপ্ত বিনম্র আচার আচরণ ও সর্বোপরি তার স্বচ্ছ মানসিকতা তাকে সর্ব কাজে প্রভূত সহায়তা প্রদান করে।

সে বলে, সিঙ্গাপুরে ওরা ইংরেজিতে কথা বলে, তাই না?

www.pathagar.com

হ্যাঁ। বেশির ভাগ লোকই কাজ চালাবার মতো ইংরেজি বলতে পারে।

তা হলে তেমন অসুবিধা হবে না।

রায়হান বলে, প্রথম পাঠ হচ্ছে, এখন থেকে তুমি আমার পথ নির্দেশক, আমি এক অনুরাগী ভক্ত।

অনুরাগী বিতরাগী না হয়ে উঠলেই আমি সন্তুষ্ট। প্রাথমিক ভুল-ভ্রান্তি নিজগুণে মার্জনীয়।

দুটি নবীন হৃদয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশাল প্লেনটি নিঃসীম নীলিমায় উড়ে চলে।

এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, এয়ার হোস্টেজ হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতোপূর্বে প্লেনে ওঠার পরই তাদেরকে সুগন্ধি দেওয়া গরম ছোট তোয়ালে দেওয়া হয়েছিল। সেটা পরে তুলেও নিয়ে গিয়েছে। এক দফায় হেডফোন, খাবারের মেনু প্রভৃতি দিয়ে গিয়েছে। এখন স্ন্যাক্স নিয়ে উপস্থিত। সে নিজেই রুবা ও রায়হানের আসন সংলগ্ন ছোট টেবিল দুটি সন্নিবেশিত করে দেয়। স্ন্যাক্সের ছোট ট্রে তাতে স্থাপন করে জিজ্ঞেস করে, টি অর কফি ম্যাডাম?

রায়হান হাসিমুখে চুপ করে থাকে। সে দেখছে রুবা কিভাবে কথাবার্তা চালায়।

রায়হানকে অবাক করে রুবা সাবলীল কণ্ঠে উত্তর করে, কফি প্লিজ, ফর বোথ অব আস। ইয়েস প্লিজ, সুগার এন্ড ক্রিম।

মেয়েটি কফি পরিবেশন করলে বলে, থ্যাঙ্কস এ লট।

এনিথিং মোর ম্যাডাম?

নট এ্যাট দিস মোমেন্ট। থ্যাঙ্ক ইউ।

রায়হান তার আলাপ ও সৌজন্যবোধে চমৎকৃত হয়।

রুবা, তুমি চমৎকার কথা বলছ। এসব শিখলে কোথায়?

রুবা হাসতে থাকে, তোমার কাছে।

মানে?

তোমার উপযুক্ত হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি অনেক দিনের। আজ পরীক্ষা শুরু।

www.pathagar.com

রায়হান হাসিমুখে স্বীকার করে, তোমাকে আর নতুন করে কিছু শিখতে হবে না। প্রারম্ভেই যে সফলতা প্রদর্শন করছ, আমি অবাক হচ্ছি।

কফি পানের পর রুবা প্লেনের যাত্রী নির্দেশক কাগজপত্রাদি পড়তে শুরু করে।

এই যে ম্যাডাম, ওসব পড়েই সময় কাটাবেন? অধমের জন্য কি সামান্য সময় ক্ষেপণ করা যায় না!

রুবা সব কাগজপত্র সিটের পকেটে প্রেরণ করে বলে, অধীনা আপনার সেবায় উপস্থিত জাঁহাপনা! আদেশ করুন।

রায়হান তার বাকচাতুর্যে মুগ্ধ। রুবার ডান হাতটি টেনে বলে, দেখি তোমার হস্ত রেখা কি বলে। তোমার কয়টি বিয়ে হবে দেখা যাক।

তুমি কচু জানো। মেয়েদের বাম হাত দেখতে হয়। এটুকু যে জানে না তাকে হাত দেখিয়ে হস্তরেখা শাস্ত্রের অবমাননা করার কোন মানে হয় না।

শেষে বলে, ভাইজান, বিয়ে আমার একটিই। সেই স্বামীর সঙ্গেই হানিমুনে যাচ্ছি।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, দুবাইওয়ালা আরফানের সঙ্গে যেটা হয়েছিল সেটা কি বিয়ে নয়?

রুবা অবাক হয়, নাম ধাম সব জেনেছ দেখছি। গ্রামের দশ বছরের নাবালিকা মেয়েটিকে তার অনিচ্ছায় বিয়ে দিলে আইনত সেটাকে বিয়ে বলা চলে না।

রায়হান তার হাত ছাড়ে না। সেটি মুখের সামনে নিয়ে তাতে চুমো খায়। বিষয়ান্তরে যেতে অন্য কথা বলে, তোমার হাতটি মিষ্টি। চেখে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

শুধু হাতটি?

না, অন্য সব আরও সুস্বাদু। কিন্তু প্লেনের মধ্যে তার আস্বাদন সম্ভব নয়। সিঙ্গাপুরের জন্য তোলা রইল।

রুবা বলে, ওখানে আমরা কোথায় থাকব?

তার আমি কি জানি! তুমি যেখানে নিয়ে তুলবে সেখানেই থাকা যাবে।

ফাজলামি করো না। বল না গো, ওখানে কোথায় উঠব?

www.pathagar.com

রায়হান বলে, প্যারামাউন্ট হোটেলে রুম বুক করা আছে। তোমার পছন্দ না হলে আমরা অন্যত্র যাব। এই হোটেলে পূর্বেও থেকেছি। হোটেলটি সমুদ্র তীরে বলে নৈসর্গিক দৃশ্য সুন্দর উপভোগ করা যায়।

রুবা খুশি হয়ে ওঠে, তা হলে আমরা সেখানেই থাকব। কি মজা, সব সময় সমুদ্র দেখতে পাব! আমরা ক'দিন থাকব?

তোমার যে ক'দিন ভালো লাগে।

যদি অনন্তকাল ভালো লাগে!

অনন্তকাল থাকব। ব্যবসা বাণিজ্য এখানে স্থানান্তরিত করে স্থায়ীভাবে বসবাস করব।

রুবা হাসতে থাকে, বলে, ভেবেছ আমি কিছুই জানি না! আমি পড়েছি, ওখানে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ খুবই সীমিত। নেই বললেই চলে। ওরা নিজেদের বাইরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অনাগ্রহী।

কোথায় পড়েছ?

একটা ম্যাগাজিনে এ সম্বন্ধে লিখেছিল, আমি পড়েছি।

রায়হান সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি একজন অসামান্যা পড়ুয়া মহিলা।

মহিলা নই, তরুণী ছাত্রী।

সালোয়ার কামিজে এখনও তরুণী বলেই ধারণা হয়, কিন্তু ভেতরে পরিপূর্ণ মহিলা। একমাত্র আমিই হলপ করে সে কথা বলতে পারি।

রুবা তার মুখ চেপে ধরে, এই থামবে! এমন করলে এক তরফা ধর্মঘট ঘোষণা করে দেব।

ওরে বাপ রে। এই দুই হাতে নাক কান মলছি। ধর্মঘটের কথা বলো না বন্ধু। শুকিয়ে মরে যাব। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, তব সর্ব অঙ্গ লাগি কাঁদিছে সর্ব অঙ্গ মোর।

রুবা তাকে থামিয়ে দেয়। এয়ার হোস্টেজ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

ম্যাডাম, মে আই নো ইউর চয়েস ফর লাঞ্চ?

www.pathagar.com

জাস্ট এ মিনিট প্লিজ। তুমি কি খাবে? ওদেরকে বলে দিতে হবে।

রায়হান চোখ বুজে বলে, আমার কোন পছন্দ নেই। এতক্ষণ মেনু পড়েছ তুমি, যা দিতে বলবে তাই খাব।

রুবা হোস্টেজ মেয়েটির সাথে বেশ সহজেই আলাপ জমিয়ে নেয়, মিস্, হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট ফর আস?

মেয়েটি হাসিমুখে বলে, আই উড সাজেস্ট দি চিকেন। দ্যাট ইজ গুড টু ডে।

কথাবার্তা সব ইংরেজিতে হয়। রায়হান বিস্মিত, রুবা এত ভালো ইংরেজি কথাবার্তা শিখল কোথায়?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, তুমি এবং তোমার স্বামী কি একই খাবার নেবে? এমনও করতে পার, একজনকে চিকেন দিই, অন্যজনকে ফিস। তোমরা শেয়ার করতে পারবে। অথবা চাইলে দু'জনকেই চিকেন ও ফিস দুটাই দেওয়া যেতে পারে।

রুবা বলে, তুমি খুবই দয়ালু। তাই দাও। তবে তোমার একটা ভুল ভেঙে দিচ্ছি, ইনি এখনও আমার স্বামী নন, হবু। প্রাক-বিবাহ আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছি।

মেয়েটি কলকল করে হেসে ওঠে, হাউ নাইস। তুমি সত্যিই দারুণ ভাগ্যবতী। সকলেই বিয়ের পর হানিমুন করে, তুমি পূর্বেই তার সুযোগ পাচ্ছ। তোমাকে হিংসা হচ্ছে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি বিবাহিতা? যদি প্রশ্নে বিরক্ত না হও।

না, না, বিরক্ত হচ্ছি না। বিয়ে করার পর চাকরি থাকবে কিনা সন্দেহ। তাই করছি না। আমিও তোমার পথেরই পথিক।

দুই তরুণী স্বচ্ছন্দে মত বিনিময় করে। রায়হান তন্দ্রায় ভান করে সবই শ্রবণ করে। তার ভালো লাগে। রুবা মেয়েটা কিছুতেই সত্য ছাড়া মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। এটা তার চরিত্রের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য।

এনি ড্রিঙ্কস ম্যাডাম?

আমাদেরকে সফট ড্রিঙ্কস দিও প্লিজ। এ্যালকোহল আমাদের চলে না। ডায়েট হলে ভালো হয়।

ডায়েট কেন? কোন সমস্যা? প্রশ্নে যদি বিরক্ত না হও।

www.pathagar.com

না, বিরক্ত হচ্ছি না। কোন সমস্যা নেই। সতর্ক থাকা ভালো। লোকে বলে, আমাদের দু'জনের স্বাস্থ্যই মোটামুটি ভালো।

মেয়েটি বলে, মোটামুটি বলছ কেন, তোমাদের স্বাস্থ্য চমৎকার। তোমরা মেড ফর ইচ আদার। পরস্পরের জন্য সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে তোমাদের গড়েছেন।

থ্যাঙ্কস ফর দি কমপ্লিমেন্টস।

হোস্টেজ ধন্যবাদ জানিয়ে খাবার আনতে চলে যায়। রুবা পাশে হেলে রায়হানের একটি কান দুই ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে, ঘাপটি মেরে সব শুনছ। তোমার কর্ণচ্ছেদ করব।

এক্ষুণি খাবার আসছে ম্যাডাম, এটা খাবেন না। আমার মাত্র এক জোড়া কান!

পরে বলে, রুবা, এতদিন একসাথে ঘর করছি, কিছুই জানতাম না। তুমি এত সুন্দর ইংরেজি কোথায় শিখলে?

সব তোমার কাছে শিখেছি। মনে পড়ে, ক্লাশ এইটের মেয়েকে দিয়ে ইংরেজি কাগজ পড়াতে। তোমার আনা লাইফ, পোস্ট, টাইমস নিয়মিত পড়তাম। আর যাকে শিক্ষক রেখে দিয়েছ সে একসময় ইংরেজি মিডিয়ামে পড়েছে। ভালো ইংরেজি জানে। তার সাথে সবসময় ইংরেজিতে কথাবার্তা বলে রপ্ত করেছি। কাজ চালাবার মতো হচ্ছে?

কাজ চালাবার মতো বলছ কি! তোমর তুলনা নেই। মুখটা একটু এদিকে বাড়াও তো, সামান্য মিষ্টি মুখ করি।

এই খবরদার, এসব এখন না। মেয়েটি এসে যাবে।

সে দেখলে খুশিই হবে।

রুবা কিছুতেই তার প্রস্তাব মেনে নেয় না। বলে, আমি একটু টয়লেট থেকে আসছি।

সে দ্রুত উঠে পড়ে। রায়হান নিজের মনে হাসতে থাকে।

লাঞ্চের পরে তারা খুনসুটি করছে। হোস্টোজে মারিয়া হাসিমুখে এসে উপস্থিত হয়, তোমাদের প্রেম গুঞ্জনে বাধা সৃষ্টি করছি না তো?

এবার রায়হান উত্তর করে, মোটেই না, তোমার সহৃদয় উপস্থিতি আমাদেরকে

www.pathagar.com

উজ্জিবীত করছে।

তোমার বান্ধবী সত্যিকারের সুন্দরী এবং অতি চমৎকার একটি মেয়ে। তুমি লাকি ম্যান।

যদি কিছু মনে না কর তা হলে বলি, তোমার ছেলে বন্ধুও কম ভাগ্যবান নয়।

মেয়েটি লজ্জা পায় না। নির্মল আনন্দে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়।

তোমার হবু স্ত্রী বলেছে এটাই তার প্রথম প্লেন যাত্রা। তাকে কি ককপিট দেখাতে নিয়ে যেতে পারি?

নিশ্চয়ই পার। কেবল কথা দিতে হবে তাকে লোপাট করে দেবে না। ফিরিয়ে দেবে।

মারিয়া খুব হাসে। রুবাকে বলে, তুমিও খুব ভাগ্যবতী। তোমার ফিঁয়াসে খুবই প্রাণবন্ত পুরুষ। এসো তোমাকে একটা চমক দেব।

রুবা তার সঙ্গে ককপিটে যায়। যে মেয়ে কোনদিন প্লেনে চড়েনি তার পক্ষে প্রথম দিনই ককপিট পরিদর্শন একটা ঘটনার মতো ঘটনা। সব দেখে শুনে সে হকচকিয়ে যায়। পাইলট, কো-পাইলট দু'জনই সিঙ্গাপুরের অধিবাসী। তারা সৌজন্যের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানায়।

মারিয়া কো-পাইলটকে বলে, জিমি, তুমি একটু সময়ের জন্য তোমার আসনটিতে আমার বান্ধবীকে বসতে দেবে? সে তোমার চাকরি নিয়ে নেবে না।

জিমি নামের যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সে ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে রুবাকে তার আসন ছেড়ে দেয়। রুবা অস্বস্তিতে পড়ে। তার ভয় ভয় করে। কিন্তু সে সাহসী মেয়ে। এখন পিছিয়ে গেলে ওরা কি মনে করবে! সে সাহস করে সেখানে গিয়ে বসে। তাকে বেল্ট বেঁধে দেওয়া হয়। তার কাছে এটা একটা পরম আশ্চার্য্য অভিজ্ঞতা। সে নিজের মধ্যে একটা ভয় মিশ্রিত ভালো লাগার রোমাঞ্চকতা অনুভব করে। তাকে বহন করে প্লেনটি দূরে অনন্তে ছুটে চলেছে, এই অনুভুতি বড্ড বেশি উপলব্ধিতে আসছে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, রায়হানকে যদি সঙ্গে আনা যেত। দু'জনে একসঙ্গে উপভোগ না করলে ইদানীং তার কিছুই ভালো লাগে না।

সে তার নবলব্ধ বান্ধবীকে বলে, আমার সাহেবকে কি একবার আনা যায় না?

www.pathagar.com

মারিয়া ক্যাপ্টেনের কাছে তার বান্ধবীর বাসনা জানায়। সে হাসিমুখে অনুমতি দেয়। স্বল্প পরেই রায়হান সেখানে এসে উপস্থিত হয়। বুদ্ধি করে সে তার ক্যামেরাটি নিয়ে এসেছে। সকলের সঙ্গে তারও পরিচয় হয়। সে করমর্দন করে। রুবাকে ককপিটে কো-পাইলটের আসনে বসা দেখে তার ছবি তোলার খুবই ইচ্ছা জাগে।

সে ক্যাপ্টেনের অনুমতি প্রার্থনা করে।

ক্যাপ্টেন বলে, ফ্লাইটে ছবি তোলার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ককপিটে ছবি তোলার তো প্রশ্নই আসে না। তবে এই জাহাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে আমার এই মুহূর্তের সুন্দরী কো-পাইলটের সম্মানে তোমাকে বিশেষ অনুমতি প্রদান করা গেল। ছবি তুলতে পার।

রায়হান পটাপট রুবার কয়েকটি ছবি তুলে নেয়।

রুবা ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে আসে। রায়হানও ক্যাপ্টেনকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

ক্যাপ্টেন বেশ সুরসিক। সে বলে, সবই বুঝলাম। কিন্তু তুমি এসে আমার এমন সুন্দরী কো-পাইলটকে ইলোপ করে নিয়ে যাবে সেটা কি করে মেনে নেওয়া যায়! তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়।

রায়হান বলে, তোমার নবনিযুক্তা কো-পাইলটকে রেখে যদি মিস মারিয়ার মতো সুন্দরী কাউকে বদলে দাও তা হলে আমি ভেবে দেখতে পারি।

আমি তো এক পায়ে দণ্ডায়মান। কিন্তু বেচারী জিমি বোধহয় সম্মত হবে না। এতদিন ধরে খাটা খাটুনি করে সে সবেমাত্র মারিয়াকে পথে আনতে সক্ষম হয়েছে।

এতক্ষণে রুবা ও রায়হান বুঝতে পারে মারিয়া ও জিমি পরস্পরের ভালোবাসায় আবদ্ধ। আজ একসাথে ডিউটি পড়ায় তারা ভীষণ খুশি।

রায়হান তাদেরকে অভিনন্দন জানায়। তারা দু'জনও রুবা ও রায়হানকে অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে।

এসব ক্ষেত্রে মুহূর্তে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। রায়হান তাদের যুগল ছবি তুলে রাখে। মারিয়া রুবা ও রায়হানের ছবি তুলে দেয়। রায়হান আনন্দিত চিত্তে তাদেরকে হোটেলে আমন্ত্রণ জানায়।

www.pathagar.com

একটি দিন অবসর নিয়ে এসো, দুই জোড়ে তোমাদের শহর পরিভ্রমণ করব। আনন্দে সারাদিন একত্রে কাটান যাবে।

জিমি বলে, সেটা কি তোমাদের জন্য আনন্দদায়ক হবে? দু'জন দু'জনে বিলীন হবে এই সুযোগ ভিড় সৃষ্টি করে নষ্ট করো না।

রুবা বলে, তোমরা এলে আমাদের আনন্দের মাত্রা বাড়বে বৈ কমবে না। বিদেশ ভ্রমণে ভালো বন্ধু অতীব বাঞ্ছনীয়।

মারিয়া বলে, ঠিক আছে। হোটেল প্যারামাউন্ট মনে থাকবে। একবার ঢু মারার চেষ্টা করব। অবশ্য ফোন করেই আসব। ডার্লিং, তুমি কি বল?

জিমিও একমত। কিন্তু সে তাকে সংশোধন করে দেয়, মাঝে অনেকগুলো যদি আছে। যদি দু'জনের একসঙ্গে অফ ডিউটি থাকে, যদি দু'জনই তখন সিঙ্গাপুরে থাকি এবং যদি তখন পর্যন্ত আমাদের বন্ধুরা সিঙ্গাপুরে অবস্থান করে।

রুবা বলে, আরও একটি যদি আছে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় হয়।

তারা স্বীকার করে, অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা হলে সিঙ্গাপুরেই তাদের পুনরায় দেখা হবে।

অন্য একটি এয়ার হোস্টেস উপহার সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসে। মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ক্রয় করা যায়।

রায়হান বলে, রুবা, তুমি এক কাজ কর। তিনটি উপহার কিনে এদের তিন জনকে দিয়ে আস। বাংলাদেশীদের সম্বন্ধে ওদের ভালো ধারণা সৃষ্টি হবে।

রুবা খুশি হয়ে ওঠে, তা মন্দ নয়।

তারা তিন শিশি সুগন্ধি ক্রয় করে। মূল্যবান সেন্ট। দু'টি পুরুষের ব্যবহারের, একটি মেয়েদের।

রুবা সেন্টের প্যাকেটগুলো নিয়ে উঠে যায়। মারিয়া, জিমি ও ক্যাপ্টেনকে অনেক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদসহ সেগুলো প্রেজেন্ট করে। তারা তিন জনই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যায়। তারা এতটা আশা করতে পারেনি।

তিন জনই একে এক এসে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে যায়।

সিঙ্গাপুর ঘনিয়ে এলে মারিয়া দুটি ওভার নাইট ব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হয়। একটি

www.pathagar.com

রায়হানের জন্য। পুরুষদের যা যা প্রয়োজন সবই তাতে রয়েছে। অন্যটি রুবার, সেটিও মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রে ভরপুর। তাদের পক্ষ থেকে এই সামান্য উপঢৌকন রুবা ও রায়হানকে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করা হয়।

উপহার বিনিময়ে বন্ধুত্বের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। তারা কথা দেয়, চেষ্টা করবে সিঙ্গাপুরেই একটি দিন একত্রে কাটাতে। রুবা ও রায়হান তাদেরকে ঢাকায় তাদের বাড়িতে আসার জন্যও সাদর আমন্ত্রন জানিয়ে রাখে। সব শেষে সিটে প্রত্যাবর্তন করে হঠাৎ রুবা রায়হানের কাঁধে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

এত হাসি আনন্দের মাঝে এ কান্নার কারণ রায়হান বুঝে উঠতে না পেরে দারুণ উৎকণ্ঠায় পড়ে যায়। অনেক অনুরোধের পর রুবার ক্রন্দন স্তিমিত হলে জানা যায়, স্বর্গত পিতার কথা মনে পড়ে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে। মেয়ে আজ কত সুখী। তার পিতা যদি দেখে যেতে পারত! তার যে পিতা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছে। পিতাই তাকে একাধারে বাবা ও মায়ের স্নেহ ভালোবাসায় সব দায়িত্ব নিয়ে লালন পালন করে। আজ সে জীবিত নেই!

রায়হান সব উপলব্ধি করে। গভীর মমতা ও ভালোবাসায় সে কেবল রুবার পিঠে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। তার মুখ দিয়ে সান্ত্বনার কোন কথা সেই মুহূর্তে উচ্চারিত হয় না।

একসময় রুবা নিজেই শান্ত হয়। টয়লেটে গিয়ে মুখচোখ ধুয়ে এসে সিঙ্গাপুরে অবতরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্লেন চাঙ্গী এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলে তারা দু'জন পুনরায় নতুন বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টার্মিনালের দিকে পা বাড়ায়।

ইমিগ্রেশন লাইনে রুবাকে সম্মুখে দিয়ে রায়হান পশ্চাতে দাঁড়ায়। তার দেখার বাসনা রুবা কীভাবে সবকিছু সামাল দেয়।

চাঙ্গী এয়ারপোর্ট পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বিমানবন্দর। আয়তনে যেমন বিশাল, কর্ম-ব্যস্ততায় তেমনি মুখর। ছোট একটি দেশ। দেশ বললে বেশি বলা হয়। একটি শহরকে কেন্দ্র করেই দেশটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে কত তার নাম-ডাক। বিশ্বের এই অঞ্চলে সবচাইতে কর্মমুখর এই এয়ারপোর্টের চাকচিক্য ও সুচারু ব্যবস্থাপনা দেখে রুবা বিমোহিত। যা দেখে তাই তার কাছে

www.pathagar.com

অপরূপ মনে হয়। তার নবীন প্রাণ শত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

অনেকগুলো কাউন্টার। তাদের লাইন খুব বৃহৎ ছিল না। রুবার একেবারে নতুন পাসপোর্ট। অফিসার সেটি নেড়ে-চেড়ে দেখে।

সে জিজ্ঞেস করে, এই কি তোমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ?

হ্যাঁ।

ভ্রমণের উদ্দেশ্য?

রায়হান কান পেতে শোনে রুবা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর করে, প্লেজার ট্রিপ।

অফিসারটি হাসে। পুনরায় জিজ্ঞেস করে, একাকী ভ্রমণে এসেছ, না সঙ্গে কেউ আছে?

রুবা রায়হানকে দেখিয়ে বলে, আমার ভাবী স্বামী সঙ্গে রয়েছে।

অফিসারটি স্মিতমুখে রায়হানের দিকে একবার তাকিয়ে আর কোন প্রশ্ন করে না। এন্ট্রি ভিসা দিয়ে দেয়। রায়হানকে কোনই প্রশ্ন করে না। তার পাসপোর্টে বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণের প্রমাণ বিদ্যমান।

অফিসারটি হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ জানায়, হ্যালো লাকী ম্যান।

পাসপোর্টে সীল পরতে সময় লাগে না। তাদের লাগেজের ঝামেলা ছিল না। রায়হান রুবাকে এক হাজার ডলার দিয়ে বলে, এটা সামনের ওই ব্যাংকে থেকে ভাঙিয়ে নাও।

টাকা ভাঙাতে রুবাকে কোন বেগ পেতে হয় না। টাকাগুলো রায়হনাকে এনে দিলে সে বলে, অর্ধেক তোমার ব্যাগে রাখ। হঠাৎ মানিব্যাগ খোয়া গেলে বিপদে পড়ব না। টাকা ভাগাভাগি করে রাখা ভালো।

রুবা হাসিমুখে বলে, যদি আমার ব্যাগও হারিয়ে যায়!

দুটাই একসঙ্গে খোয়া গেলে বুঝতে হবে বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরকম।

রুবা এগিয়ে গিয়ে একটি ট্যাক্সিতে চড়ে বসে। রায়হান তাকে অনুসরণ করে।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে ড্রাইভার ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাব?

www.pathagar.com

রায়হান মুখে হাসি নিয়ে নীরবে বসে থাকে। রুবা বুঝতে পারে তাকেই সব করতে হবে। সে বলে, প্যারামাউন্ট হোটেল, প্লিজ।

ড্রাইভার মাথা নুইয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

রুবা রাস্তাঘাট দেখে উল্লসিত। চারদিক কি সুন্দর সবুজ। আর কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রায়হান বলে, সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম পরিচ্ছন্ন শহর। যত দেখবে ততই ভালো লাগবে।

রুবা বলে, এত সুন্দর পরিবেশে বাস করলে মানুষের আয়ু বেড়ে যাবার কথা।

সেটা জানি না, কিন্তু স্বাস্থ্য যে ভালো থাকে তাতে সন্দেহ নেই।

রুবার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে যা দেখে তাতেই বিস্মিত হয়। হৃদয়ের শত আনন্দ ধরা নিঃশব্দে বইতে থাকে। সুসজ্জিত রাস্তা ঘাট, পার্শ্বের সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত বিভিন্ন অজানা গাছপালা ও বাগানের সমারোহ তাকে বিমোহিত করে।

রায়হান তাকে বলে, বাম দিকে তাকাও, সমুদ্র দেখতে পাবে।

রুবা সমুদ্র দেখে আরও খুশি। সে রায়হানের একটি হাত ধরে বলে, তোমাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাই না। সত্যই এত সুন্দর দেশও হয়!

রায়হান হাসে। বলে, আরও অনেক কিছু তোমার দেখার বাকি রয়েছে। যত দেখবে কেবল অবাক হবে। দেখার কোন শেষ নেই।

পরে ভিন্ন কণ্ঠে বলে, শুকনো কথায় মন ভরছে না। অন্য কিছু চাই।

রুবা বলে, চালক রয়েছে না!

আহা, আমি তো বেশি কিছু চাচ্ছি না। অধরোষ্ঠের সামান্য মিলনও কি ঘটতে পারে না!

না, পারে না। চালকের চোখের সামনে এসব চলবে না।

ওর কি মাথার পেছনেও চোখ রয়েছে!

পেছনে দেখার আয়না রয়েছে। একটু ধৈর্য ধর না বাপু! সব কি ফুরিয়ে যাচ্ছে!

রায়হান বলে, হ্যাঁ ফুরিয়ে যাচ্ছে বৈকি! পথের আনন্দ পথে না কুড়ালে একসময়

www.pathagar.com

পথ শেষ আনন্দের উৎসও শেষ।

রুবা তার হাতটি নিজের কোলে টেনে নিয়ে বলে, না গো, শেষ নয়, মাত্র শুরু। আদর সোহাগের বান ডেকে যাবে তুমি দেখে নিও।

রায়হান পুলকিত চিত্তে রুবার উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করে।

প্যারামাউন্ট হোটেলে পৌঁছতে তাদের বেশ সময় লেগে যায়। সিঙ্গাপুরে তখন সূর্যাস্ত আসন্ন। সুবেশধারী নর-নারী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রায়হান বলে, অধিকাংশই দেশ ভ্রমণে এসেছে। এদেশে কত যে ট্যুরিস্ট আসে তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। এদের রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ট্যুরিজম।

রায়হান গাড়ি থেকে অবতরণ করে বলে, রুবা, তুমি রিসেপশনে গিয়ে হোটেলের ব্যবস্থা দেখ। আমি ভাড়া পরিশোধ করে আসছি। রুবা তাদের ব্যাগ দুটি নামিয়ে আনতেই হোটেলের এক কর্মী এগিয়ে এসে সে দুটি তুলে নেয়।

ভাড়া মিটিয়ে রায়হান রুবার সঙ্গেই উপরে উঠে যায়। রুবা দেখে সেটা বিশাল এক বিলাসবহুল হোটেল। লাউঞ্জের বিরাট স্যান্ডেলিয়ার দেখে সে অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কত রকমের আলো যে হোটেলে জ্বালে আছে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

লাউঞ্জে ঢুকে রায়হান একটি সোফায় বসে অনেকক্ষণ পর একটি সিগারেট ধরায়। রুবা তার দিকে তাকিয়ে হাসে। সে আজ কিছুই করবে না। সব রুবাকেই করতে হবে। সে একটি কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে তখন একটি মেয়ে টেলিফোনে কথা বলছিল।

টেলিফোন শেষ করে মেয়েটি সুন্দর করে হেসে বলে, গুড ইভিনিং ম্যাডাম। আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

রুবাও প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে বলে, অবশ্যই পার। মি. রেজা রায়হান নামে ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে একটি ঘর বুক করা আছে। আমরা এসে গেছি।

মেয়েটি হাসিমুখে বলে, অনুগ্রহ করে এক মিনিট অপেক্ষা কর। আমি একটু চেক করে নিই।

সে একটি কম্পিউটার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে হাসিমুখে এগিয়ে আসে, ইয়েস ম্যাডাম। তোমাদের রিজার্ভেশন রয়েছে। মি. রায়হান কি এসেছেন?

www.pathagar.com

রুবা রায়হানকে দেখিয়ে বলে, ওখানে বসে ধূমপান করছে।

যদি কিছু মনে না কর, তোমরা কি নব বিবাহিত? মধুচন্দ্রিমায় এসেছ?

রুবার চোখ-মুখ লজ্জারক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে উত্তর দিতে সঙ্কোচ করে না। বলে, না ঠিক মধুচন্দ্রিমা নয়। প্রাক বিবাহ আনন্দ ভ্রমণ বলতে পার।

ওহ, দারুণ ব্যাপার। তোমাদের দু'জনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোমাদের জন্য ডাবল রুম বুক করা আছে। প্রায় একই রেটে আমি তোমাদেরকে একটি স্যুইট দিচ্ছি। তোমাদের মতো রোমান্টিক যুগলদেরকে হোটেল কর্তৃপক্ষ স্পেশাল রিবেট দিয়ে থাকে। তোমাদের জন্য সে ব্যবস্থা করে দেব।

তুমি খুবই দয়াবতী। তাই দাও। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ইউ আর ওয়েলকাম।

মেয়েটি দুইটি প্লাস্টিকের চাবি রুবার হাতে দিয়ে বলে, মি. রায়হানকে একবার অনুগ্রহ করে ডাক। আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে।

আমি সই করলে চলে না?

নিশ্চয়ই চলে, অনুগ্রহ করে তোমার পাসপোর্টটা একবার দেখাবে?

রুবা পার্সপোর্ট বের করে দেয়। হোটেলের কাগজেও সই করে কিছু এ্যাডভান্সও করতে হয়। তার ব্যাগে সিঙ্গাপুর ডলার ছাড়াও টাকা রয়েছে। ঢাকাতেই রায়হান ডলার ভর্তি একটা এনভেলপ তার কাছে রেখে দিয়েছিল। দুই শত ডলার বের করে সে মেয়েটিকে দিয়ে বলে, আপাতত এতে চলবে?

অবশ্যই চলবে। ধন্যবাদ।

সে একটা রসিদ লিখে দেয়। সব কাজ সমাধা করে হোটেলের কর্মীটিকে সঙ্গে নিয়ে সে রায়হানের কাছে এসে হাসিমুখে বলে, এই যে অলস ছেলে, এবার ওঠ। সব কাজ শেষ, এবার রুমে যাওয়া যাক।

রায়হান হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, আর অলসতা দেখবে না। রুমে ঢুকেই আমার কাজ শুরু হবে।

রুবা চোখ পাকায়। হোটেল কর্মীটি তাদের ব্যাগ দুটি তুলে নেয়। লিফট ধরে সাত তালায় শেষ প্রান্তে এনে একটি স্যুইটের দরজা খুলে দেয়।

www.pathagar.com

পর্দা টেনে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে সে প্রস্থানোদ্যত হতেই রুবা পার্স খুলে তাকে টিপ্‌স প্রদান করে। সে অভিবাদন জানিয়ে দরজা বন্ধ করে বিদায় নেয়।

বসার ঘর এবং শোবার ঘরে বিভক্ত এই সুসজ্জিত স্যুইটটি দেখে তারা দু'জনই সন্তোষ প্রকাশ করে। বসার ঘরের টেবিলে একটি ফুলের ঝাড় শোভা পাচ্ছে। শোবার ঘরে রয়েছে এক ঝুড়ি টাটকা ফল।

রায়হান মুগ্ধ। সে মন্তব্য করে, অফিসকে আমি ডাবল রুমের কথা বলেছিলাম। স্যুইট হয়ে গেল কি প্রকারে!

রুবা হাসি মুখে উত্তর করে, তোমার রুবার যাদুর প্রভাবে। রিসেপশনের মেয়েটিকে পটিয়ে প্রায় একই খরচে এটি যোগাড় করে ফেললাম।

বল কি! আমি তো ভাবতাম, মেয়েদের পটাবার ব্যাপারে আমার বিকল্প নেই। মেয়ে হয়েও মেয়েকে পটিয়ে ফেললে! সত্যিই তুমি দারুণ কাজের মেয়ে।

রুবা তাকে কটাক্ষ করে, ভেবেছিলে বিদেশে এসে রুবা অকূল সমুদ্রে পড়ে যাবে। এখন দেখ, কি সুন্দর সমুদ্রমুখী স্যুইট তোমার জন্য ব্যবস্থা করেছি।

রায়হান আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করে না। জামা কাপড় ছুড়ে ফেলে সে এসে রুবাকে জড়িয়ে ধরে, প্রথম কাজ প্রথমেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ যাবত তোমার সব কৃতিত্বের পুরস্কার প্রদানে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

রুবা মাত্র পুবের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্র দেখতে তার ভালো লাগছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ সমুদ্রের অথৈ জলরাশি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। কত রকমের জাহাজ, বোট আনাগোনা করছে। রুবার সেসব দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু রায়হানকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই অবসরের জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিতে রুবার আপত্তি হয় না। তার দেহ মনও এজন্য কম উৎসুক ছিল না।

শোবার ঘরে দু'জনের উপযোগী একটিই বিছানা। ঢাকায় নিজেদের বাসভবনে তাদের অবারিত সুযোগ থাকলেও কিছুটা সঙ্কোচ ও সংস্কার ছিলই। আজকের মতো তারা এতটা খোলামেলা ও পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়নি। রুবা সে কথাই বলছিল, আজ আর আমার কোন লজ্জা নেই। আমি তোমার সব আবদার মেটাতে

www.pathagar.com

প্রস্তুত। বল, তোমার আর কি ইচ্ছা।

রায়হান তাকে দুই হাতে নিজের দিকে আরও টেনে নেয়। বলে, আমার আর নতুন কোন ইচ্ছা নেই। তোমার কাছে পূর্বেও স্বীকার করেছি, মেয়ে আমি কম ঘাঁটিনি। কিন্তু তোমার মতো এতটা তরতাজা, নিষ্পাপ, কুমারী এবং স্বল্প বয়স্কা এত সুন্দর দেহের মেয়ে আমি আর প্রত্যক্ষ করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কাছে আমি যে পরিতৃপ্তি লাভ করি তার তুলনা হয় না।

রুবা তার বুকের সঙ্গে মিশে থাকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে, আমার সব অভিজ্ঞতাই তুমি। অবাক লাগে, তোমার এতটুকু শ্রান্তি বা ক্লান্তি আসে না কেন! শুনেছি, পুরুষেরা এসবের পরে দীর্ঘক্ষণ অবসন্ন হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তোমার একি ভয়ঙ্কর দাপট! কিছুতেই নিবৃত্তি নেই!

সে বলে, বিশ্বাস কর রুবা, তোমাকে বারবার নিয়েও আমার শখ মিটে না। তোমার মাঝে আমি এক ধরনের সঞ্জিবনী খুঁজে পাই। তোমার ভালো না লাগলে আমাকে বলতে দ্বিধা করো না। এসব দু'জনের সানন্দ সম্মতিতে সংঘটিত হলেই পরিপূর্ণ সুখের হয়।

রুবা বলে, পূর্বেও বলেছি, তোমার কাছে আমার আর কোন দ্বিধা বা লজ্জার প্রশ্ন আসে না। তুমি যখন আমাকে গ্রহণ কর এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভূতিতে আমার সর্ব শরীর জেগে ওঠে। মন আনন্দে নেচে ওঠে।

সে রায়হানের কানে কানে আরও বলে, জানো, দেশে থাকতে মনের মধ্যে একটা চাপ অনুভব করতাম। ঠিক বিমুখতা নয়। একটা প্রচ্ছন্ন অপরাধ বোধের প্রভাব এড়াতে পারতাম না। এখানে এসে তা থেকে মুক্তি পেয়েছি। এখন তুমি যেভাবে বলবে, আমি প্রস্তুত।

রায়হান বলে, আর কি বলব, সবই তো পাচ্ছি। মনে রেখ, তোমার দেহটিই শুধু আমার কাম্য নয়, তোমাকে মনে প্রাণে ভালোবাসি। বাকি জীবন শুধু তোমাকেই ভালোবেসে যাব। তোমাকে আমি কোন কদর্য কামনার সামগ্রী বানাতে পারি না।

না, তা বলছি না। বলতে চাচ্ছি, এখানে এসে তোমার রুবার দেহ মনের সমস্ত পাপড়ি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। তুমি ভ্রমরের মতো যদেচ্ছা মধুপান করতে পার। কোন কিছুতেই তোমার রুবার আপত্তি হবে না।

রায়হান বাহুবনন্ধন দৃঢ় করে বলে, তাই তো করছি। রুবা, একটা কথা বলি?

www.pathagar.com

বল।

আজ একটা রেকর্ড স্থাপন করলে কেমন হয়! তোমার সহযোগিতা পেলে দেখতাম আমার দৌড় কতটা!

না, তোমাকে এসব পরীক্ষা নিরীক্ষায় যেতে হবে না। যা রয়, তা সয়। এটা একদিনের বিষয় নয়। তোমাকে আমি প্রতিদিন কামনা করব। এক চুমুকে ভাণ্ডের সমস্ত মধু পান করার বিষয় এটা নয়, বুঝলেন সাহেব!

রায়হান রুবার নাক টেনে দেয় এজন্যই তোমাকে এত ভালো লাগে। রুবার তুলনা শুধুই রুবা।

রুবা মনের প্রফুল্লতা আড়াল করে না। গর্ব ও আনন্দে তার বুক ভরে ওঠে। হাসিমুখে বলে, আচ্ছা হয়েছে, আর খোসামোদ করতে হবে না। তোমার ক্ষিধে পায়নি? পরিশ্রম তো কম করলে না!

রায়হান চাদর জড়িয়ে উঠে বসে, এক কাজ করলে কেমন হয় রুবা? আজ আমরা আর ঘর থেকে বেরুব না। রুম সার্ভিসকে অর্ডার দিয়ে খাবার এনে খেয়ে কেবল প্রেম করব। রাজী?

না সাহেব। তা চলবে না। যা করতে চাচ্ছ তাতে আপত্তি নেই, না হয় আজ হোটেল থেকে বের হব না। রাতেও ঘুমাব না। তোমার শখ মিটুক। কিন্তু একবার নিচে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে। তাতে আর কত সময় ব্যয় হবে! আমার খুব ইচ্ছা করছে। হোটেলটা এত সুন্দর। আমার সব দেখতে ইচ্ছা করছে।

সে উঠে বসে। ঘোষণা করে, এখন বিরতি। চল নিচে গিয়ে খেয়ে আসা যাক।

রায়হান বলে, কথাটা মন্দ বলনি। ডাইনিং হলে গিয়ে খাওয়াই উত্তম। কিন্তু উঠে আবার কাপড়-চোপড় পরতে মন চাচ্ছিল না।

চল চল, আলসেমি করো না। তোমার কাজের জন্য সারারাত পড়ে আছে।

রুবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তুমি বলেছিলে এখানকার ল্যাম্ব চাপ খুব নাম করা। আজ ওটা খেয়ে দেখব।

রায়হান চাদর ফেলে উঠে দাঁড়ায়। সেদিকে তাকিয়ে রুবা খিল খিল করে হেসে ওঠে। চাদরটা নিজের দিকে আরও টেনে নিতে চেষ্টা করে। রায়হান টান মেরে সেটা উঠিয়ে নেয়, আমাকে উদোম করে নিজে বস্ত্রাবৃতা লজ্জাবতী হয়ে থাকবে

www.pathagar.com

তা হবে না। বেরিয়ে আস। কাপড় পরে নাও। ডিনার সেরে আসি। সারা রাত্রির জন্য প্রস্তুতি!

রুবা বিছানা ছেড়ে এক দৌড়ে টয়লেট ঢুকে পড়ে। যেতে যেতে বলে, তুমি বসার ঘরের টয়লেট ব্যবহার কর।

হোটেলের বড় খানা কামরার জৌলুসই ভিন্ন। একদিকে একটি কাঠের মঞ্চে এক স্বল্পবসনা যুবতী গায়িকা শরীর দুলিয়ে ইংরেজি গান গাইছে। একগাদা বাদক নানা প্রকারের যন্ত্র সঙ্গীতে তাকে সঙ্গত দিচ্ছে। সমস্ত হলঘরটি মায়াময় আলোকসজ্জায় সজ্জিত। প্রতিটি টেবিলে ফুলের গুচ্ছ শোভা পাচ্ছে। শূন্য টেবিলে অতিথি এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটার ওয়েট্রেস এসে সেখানে রক্ষিত রঙিন মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

রুবা ইতোপূর্বে কখনও এ ধরনের হোটেলে ডিনার করেনি। ঢাকার বড় বড় হোটেলে সে কয়েকবারই রায়হানের সঙ্গে খেতে গিয়েছে। কিন্তু এখানকার পরিবেশের সঙ্গে সেসবের তুলনা হয় না। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার ব্যতিরেকে খুব একটা কলরব শ্রুত হয় না। কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দের সঙ্গে কখনও উল্লসিত নর-নারীর হাস্য ধ্বনি বা খেদমতগারদের বিনয়ী কণ্ঠস্বর ছাড়া তেমন কিছু শোনা যায় না। রায়হান রুবাকে নিয়ে জানালার পাশের একটি টেবিলে আসন গ্রহণ করে। খাবার ঘরের এ ধরনের মনোরম পরিবেশ সহজে দেখা যায় না।

একজন ওয়েটার দ্রুত এগিয়ে এসে রুবার চেয়ার টেনে তাকে বসতে সাহায্য করে। তার দিকে ঝুকে বাও করে বলে, গুড ইভিনিং ম্যাডাম, গুড ইভিনিং স্যার।

সে মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে যেতেই একটি মেয়ে এসে সম্ভাষণ জানিয়ে জানতে চায়, কোন পানীয় দেব কি?

রুবা বলে, শুধুই পানীয় জল। আমরা ডিনার করব। অর্ডার নিতে বল।

মেয়েটির ইশারায় এক বাটলার এসে তাদের অর্ডার গ্রহণ করে। রুবা রায়হানকে বলে, এখন তুমি হাল ধর। এখানকার খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই।

রায়হান মিটমিট করে হাসে, তা হবে না। তোমাকেই অর্ডার দিতে হবে। মেনু পড়, বাটলারের পরামর্শ নিতে পার। আমার কোন সাহায্য পাবে না। এ যাত্রায় একটি বিশেষ কাজ ছাড়া আমি আর কিছুই করছি না।

www.pathagar.com

রুবার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে, বেশ, তোমাকে কিছু করতে হবে না। দয়া করে কেবল মুখটি বন্ধ কর।

মুখ বন্ধ করে খাব কি করে!

খাবার আসুক, তখন খুলো।

রুবা বাটলারকে বলে, আমরা ডিনার করব। ভালোই ক্ষুধার্ত। তুমি আমাদের কি খেতে পরামর্শ দিচ্ছ?

এসব ক্ষেত্রে হোটেল কর্মীরা সাধারণত খুশি মনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

সে জিজ্ঞেস করে, এপিটাইজার বা স্যুপ নেবে কি?

স্যুপ দিতে পার। এপিটাইজার খেয়ে ক্ষুধা নষ্ট করতে চাই না। কি স্যুপ দেবে?

বাটলার তাকে মেনু থেকে স্যুপের তালিকাটি দেখায়, এ্যাসপারাগাস স্যুপ খেতে পার।

রুবা বলে, না আমাকে টমেটো ক্রিম দাও। সাহেবের জন্য ফ্রেঞ্চ ওনিয়ন। তোমাদের ল্যাম্ব চাপের খুব নাম শুনেছি। মেইন আইটেমে সেটা দিও দু'জনের জন্য।

সঙ্গে কি থাকবে? পটেটো না ভেজিটেবল?

পটেটো এবং ভেজিটেবল দুটাই থাকবে।

বাটলার হাসিমুখে বলে, ভেরি গুড ম্যাডাম, আর কি দেব?

তুমি কী সাজেস্ট করছ?

গ্রীল্ড প্রণ খেয়ে দেখতে পার, সেটাও প্রশংসিত।

রুবা বলে, বেশ তাই দু'জনের মতো দাও। আর কিছুর প্রয়োজন হবে?

বাটলার বলে, না ম্যাডাম। দুটোই মেইন আইটেমের অর্ন্তভুক্ত। পরে ডেজার্ট নিলেই হবে।

রুবা বলে, হ্যাঁ, খাবার শেষে আমাদেরকে চিজ কেক ও কফি দেবে। দ্যাট্‌স অল।

www.pathagar.com

বাটলার সব লিখে নিয়ে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

এই যে ম্যাডাম, এসব খাবার কেবল পানি সহযোগে জমে না। কিছু পানীয়ের অর্ডার দাও।

ঠিক আছে দুটো টনিক ওয়াটারের অর্ডার দিচ্ছি। তোমার কি অন্য কোন পানীয়ের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে?

রায়হান হাসে, আকাঙ্ক্ষা যে একেবারে না হচ্ছে তা নয়, আর তা যে কোনদিন পান করিনি এমনও নয়। এখন তোমার সান্নিধ্যই যথেষ্ট উত্তেজক। ওসবের প্রয়োজন নেই। তবে তুমি আমার জন্য যে স্যুপের অর্ডার দিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ। বিশেষ কাজে ওটা সহায়ক।

রুবা লাল হয়ে ওঠে।

সে ইশারায় একজন বাটলারকে ডেকে পানীয়ের কথা বলে দেয়। পরে রায়হানকে বলে, না অন্য পানীয় অনুমোদন করব না। মদে আমার খুব ভয়। মানুষ মদ খায় না, মদই মানুষকে খায়। তুমি ওসব কখনও খেতে পারবে না।

কখনওই না?

না, কখনওই না।

রায়হান বলে, শাসনের মাত্রা কিঞ্চিত বেশি হয়ে যাচ্ছে না ম্যাডাম! অতিরিক্ত টানলে রাবারটা ছিঁড়ে যেতে পারে।

রুবা তার দিকে বড় বড় চোখ দুটির পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, না, আমার এই শক্ত রাবারটির ছিঁড়ে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। মি. রেজা রায়হান কখনও তার রুবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অনিষ্টকর পদক্ষেপ উঠাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। রুবার মনে সে কষ্ট দিতে পারে না।

রায়হান বলে, আমিন, ছুম্মা আমিন।

তারা একসঙ্গে হেসে ওঠে। অন্য টেবিলের অতিথিরা অনেকেই তাদের দিকে উৎসুক চোখে তাকায়। তারা সেটা লক্ষ্য করে হাসিমুখে নীরব হয়ে যায়। তাদের স্যুপ এসে যায়।

রায়হান তাড়িয়ে তাড়িয়ে তার ফ্রেঞ্চ ওনিয়ন উপভোগ করে। স্যুপটা এরা ভালোই বানিয়েছে। সে মনে মনে আরও সন্তুষ্ট। রুবা তার এই পছন্দের কথা মনে

www.pathagar.com

রেখেছে।

আমার স্যুপ বেশ ভালো করেছে, তোমারটা কেমন?

ভালো। এক চামচ খেয়ে দেখবে?

রায়হান মুখ বাড়িয়ে দেয়। রুবা এক চামচ টমেটো ক্রিম তার মুখে দিয়ে দেয়।

মন্দ নয়। আমারটা একটু চেয়ে দেখবে?

রুবা সম্মত হয় না, না বাবা, তোমার এই পেঁয়াজের স্যুপ আমার মোটেই ভালো লাগে না। সঙ্গে আবার ডিম এবং পনির। পনির গলে আঠার মতো হয়ে যায়। তুমিই খাও।

রায়হান স্মিতমুখে তার স্যুপ শেষ করতেই ওয়েটার সে সব উঠিয়ে নিয়ে মেইন কোর্স পরিবেশন করে। ল্যাম্ব চাপ খুবই উপাদেয় হয়েছে। এত সুস্বাদু খাবার রুবা এর পূর্বে খুব একটা খায়নি। রায়হান তাকে জানায়, এই সিঙ্গাপুরে আরও কয়েকটি রেস্টুরেন্ট আমি চিনি। এক একটিতে এক এক রকম খাবার প্রসিদ্ধ। তোমাকে সব কয়টিতেই নিয়ে যাব। জানো রুবা, আমার যেখানে যা ভালো লাগে এখন তোমার সাথে ভাগ করে তার স্বাদ না নিলে শান্তি পাই না।

রুবা কথা বলে না। হাসিমুখে রায়হানের কথা শ্রবণ করে। একসময় বলে, গ্রীল্ড প্রণটাও ভালো করেছে। এত বড় আকারের চিংড়ি মাছ পূর্বে খাইনি।

তোমাকে সমুদ্রের পারে একটা সী ফুড রেস্ট্রুরেন্টে নিয়ে যাব। দেখবে বৃহৎ চিংড়ি কাকে বলে! ওরা সেটা নানা মশলা ও তেলে পুড়িয়ে তোমাকে খেতে দেবে। বিয়ারের সাথে ভালো জমে।

আবার বিয়ার?

রায়হান হাসে, ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক আছে কোকাকোলার সঙ্গেই চালান যাবে। দুধের সাধ ঘোলে মিটবে।

তারা দু'জনই তৃপ্তিসহকারে আহার করে। প্লেনে লাঞ্চ করেছিল, তারপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। পরিশ্রম যথেষ্ট হয়েছে।

ডেজার্ট খাবার সময়ই রুবা লক্ষ করে রায়হানের মধ্যে একটা ঘুমের ভাব দেখা যাচ্ছে। সে অবশ্য তা স্বীকার করে না। কফি খেতে খেতে বলে, জীবনে অনেক ঘুমিয়েছি, বেঁচে থাকলে আরও ঘুমান যাবে। আজকের মধুরাত হেলায় নষ্ট করব

www.pathagar.com

না।

বিলে স্বাক্ষর করে তারা উঠে আসে।

সাহেবের ঘুম না পেলে হোটেলের সামনের রাস্তায় এক চক্কর হেঁটে আসা যায়। কত লোক চলাফেরা করছে। চারদিকে যেন আনন্দের হাট বসেছে। যাবে?

রায়হান একটা হাই তুলে বলে, আজ থাক রুবা, আমরা তো ঘুরতেই এসেছি। কাল থেকে দেখব কত ঘুরতে পার। এখন চল স্যুইটে ঢুকে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

রায়হানের একটি হাত টেনে নিয়ে রুবা লিফটের দিকে অগ্রসর হয়। আজ সে তার সব ইচ্ছা পূরণ করবে।

কিন্তু ঘরে ঢুকে রায়হানের আর কোন কর্মস্পৃহা দেখা যায় না। জামা-কাপড়সহ সে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। রুবা টয়লেট থেকে ফিরে এসে দেখে রায়হানের সামান্য নাক ডাকছে। সে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে।

রুবার খুব মায়া হয়। সে নিজেকে যতই নবীন যুবক মনে করুক না কেন, তার বয়স রুবার বয়সের প্রায় দ্বিগুন।

রায়হানের জন্য সে অন্তরের অন্তঃস্থলে এক বিরল ভিন্নধর্মী মমতা অনুভব করে। তার মনে হয়, সে এক চিরন্তন নারী। শাশ্বত মাতৃকূলের প্রতিভূ। রায়হান একটি বয়স্ক শিশু। সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে অনেক স্নেহ-মমতায় তাকে লালন করতে হবে। তার হৃদয় মথিত হয়ে কেন যেন একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

রুবা দস্তরমতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে ডাইনিং রুমে গিয়েছিল। কিন্তু রায়হান গিয়েছিল শুধু একটা প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট গায়ে চড়িয়ে। সে জুতাও পরেনি। সেন্ডেল পরে ঘরোয়া পরিবেশে খেতে গিয়েছিল।

রুবা তাকে জাগাতে চেষ্টা করে, জামা কাপড় ছেড়ে শুতে হবে। কিন্তু সে ঘুমে অচেতন।

রুবা তার প্যান্ট ও শার্ট খুলে নেয়। সযত্ন প্রয়াসে ঘুম না ভাঙিয়ে সময় নিয়ে সে সেগুলো খুলে নিতে সক্ষম হয়। কি অকাতরে সে ঘুমোচ্ছে। রুবা এখন তার নিরাবরণ দেহ অবলোকন করে নিজে নিজেই লজ্জা পেয়ে হেসে ওঠে। লিটল ম্যান এখন কত শান্ত শিষ্ট নির্জীব হয়ে আছে। সময়ে তারই কত দুর্দান্ত প্রতাপ! সে সময়ের শৌর্য বীর্যের সাথে এখনকার ঘুমন্ত অসহায় অবস্থা দখে সে হাসি ধরে

www.pathagar.com

রাখতে পারে না। আর তাকিয়ে দেখতে পারে না। রায়হানের গায়ে চাদর টেনে দেয়। নিজে টয়লেট থেকে ঘুরে এসে জামা কাপড় ছেড়ে একটি নাইটি পরিধান করে গুটিশুটি রায়হানের পাশে চাদরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। সে নিশ্চিত, ঘুম ভেঙে এক সময় রায়হান অচিরেই তার ভাষায় বিশেষ কর্মকাণ্ডে ঝাপিয়ে পড়তে আলস্য করবে না। রুবা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই বিছানায় প্রবেশ করে। সম্ভব হলে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন্দ হবে না। কখন আবার ব্যস্ত হয়ে পড়বে! একথা অনস্বীকার্য, তার দেহমনও সদা আগ্রাসী রায়হানের দুরন্ত আলিঙ্গনের প্রতিক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। এটা উপলব্ধি করে সে নিজেই লজ্জা পেয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। এ লজ্জাও তার কাছে মধুরতম প্রতীয়মান হয়।

সে ঘুমন্ত রায়হানের বক্ষপুটে আশ্রয় খুঁজে নেয়। সে রাতে রায়হান তাকে আর ঘাঁটাবার সুযোগ পায় না। তার প্রচুর ঘুমের প্রয়োজন ছিল। সে হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি, দীর্ঘ প্লেন ভ্রমণের পর একাধিকবার খেলাধূলায় সে ক্লান্ত। একটি উৎকৃষ্ট ডিনারের পর স্বাভাবিকভাবেই তার শরীর বিশ্রাম চাইছিল। এক ঘুমে তার রাত কেটে যায়। পূবের জানালা ভেদ করে সূর্যের আলোয় ঘর উদ্ভাসিত হলে সে জেগে ওঠে। সাইড টেবিলে রক্ষিত হাত ঘড়িতে দেখে অনেক পূর্বেই প্রভাত হয়েছে।

রুবা তাকে ইচ্ছা করেই জাগায়নি। ঘুমাচ্ছে ঘুমোক। ঘুম বড়ই আরামদায়ক। মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ও বটে। তারও ভালো ঘুম হয়েছে। সে নিজেই রায়হানকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘণ্টাখানেক পূর্বে সূর্যের প্রথম আলোয় সে জেগে ওঠে এবং বাথরুম সেরে প্রস্তুত হয়ে বসার ঘরে রায়হানের জন্য অপেক্ষা করছে। তার হাতে সেদিনের একটি ইংরেজি দৈনিক।

রায়হান তাকে বিছানায় না দেখে চাদর জড়িয়ে উঠে আসে। এই ঘরে উঁকি মেরে রুবাকে আবিষ্কার করে বলে, আমার কফি কোথায়?

রুবা চোখ রাঙায়, সাত সকালে উঠেই কফির জন্য হম্বি তম্বি! তুমি ভেবেছ কি? মুখে একবার আল্লাহ্র নাম নেই, উঠেই খাই খাই?

তারপর হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, বিগত রাতে কর্তব্যে অবহেলার জন্য অদ্য প্রত্যুষে শাস্তি স্বরূপ নো কফি।

রায়হান এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। বাসী মুখেই সে রুবাকে চুমো খায়, সরি ম্যাডাম, খুবই দুঃখিত। গত রাতে আপনার প্রার্থিত সেবা প্রদানে অক্ষমতার ক্ষমা

www.pathagar.com

চাইছি। পাগলের মতো ঘুমিয়েছি। ভাববেন না, আজ সেটা সুদে আসলে পুষিয়ে দেব। এখন একটু কফি খাওয়ান প্লিজ।

রুবা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলে, আমার কোনই প্রার্থনা ছিল না। সাহেবেরই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে। এখন এসব কি হচ্ছে! মুখ না ধুয়েই শুরু করলে! আবার কফি চাই!

দেখ, যদি বেশি ঝামেলা কর, তা হলে রাতের অসমাপ্ত মিশন এখনই কিন্তু শুরু করে দেব।

রুবা তাকে খোঁটা দিতে ছাড়ে না, যাও যাও, তোমার দৌড় দেখা গেছে। প্যান্ট, শার্ট খুলে নিয়ে ন্যাংটো বাবাজী করে ফেলে রাখলাম, হুঁশ নেই। সে সকালে উঠেই হুঙ্কার ছাড়ছে!

রায়হান সারা রাত ঘুমিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সে রুবাকে এক হাত নিতে চায়। চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এসে তাকে জাপটে ধরে। রুবার কপট ওজর আপত্তিকে গ্রাহ্য করার কোন কারণ রায়হান খুঁজে পায় না। বিছানায় যাবার সময় নেই। রুবার কৃত্রিম রোষের সঙ্গে বিনম্র আচরণ রায়হানকে বরং অধিকতর উজ্জিবীত করে তোলে। বসার ঘরের সোফাতেই তাদের দিনের শুরু হয় এমন একটি কর্মে যার জন্য সেই মুহূর্তে তাদের দেহ মন প্রস্তুত না থাকলেও মুহূর্তের মধ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে অধিক সময় ব্যয় হয় না। ভালোবাসায় উন্মুখ দুটি নর-নারীর সদা প্রস্তুত দেহ পরস্পরে লীন হতে বিলম্ব হয় না।

তারা মাত্র অর্ধ পথে, টেলিফোন বেজে ওঠে। লজ্জা পেয়ে রুবা নিজ করতল দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলে। রায়হান মন্তব্য করে, টেলিফোনের শব্দে লজ্জা পাবার কি আছে। কেউ কি তোমাকে দেখছে, না কিছু শুনছে।

লজ্জারক্তা রুবা বলে, অসময়ে কে টেলিফোন করল?

রায়হান বলে, কিভাবে বলি। তোমার যেটা অসময়, কারো হয়ত সেটা সুসময়। এখন করি কি বল তো?

রুবা সে অবস্থাতেই বলে, তুমি উঠে টেলিফোন ধর। আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি!

না, যার প্রয়োজন সে আবার করবে। আমাকে আমার কাজ শেষ করতে দাও। ডিউটি ফার্স্ট।

রুবা হাসি দমন করতে পারে না। কি কর্তব্যপরায়ন মানুষ! তারও আন্তরিক

www.pathagar.com

ইচ্ছা নয় কাজ অসমাপ্ত রেখে রায়হান উঠে যাক।

রায়হান কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। গভীর মনোযোগে সে তার কার্য সমাধা করে। বিগত রজনীর ব্যর্থতার উদ্বোধন হয় প্রভাতের একটি স্বার্থক ভালোবাসায়।

তারা টয়লেট থেকে ফিরে আসতেই দ্বিতীয়বার টেলিফোন বেজে ওঠে। রুবা এবার তাগিদ দেয়, এখন ধরতে আর অসুবিধা কি! ধর।

না, বলেছি না একটি কাজ ছাড়া আমি আর কিছু করব না। এসব কিছু তোমার দায়িত্ব।

রুবা অগত্যা এগিয়ে যায়, হ্যালো, হু ইজ স্পিকিং? ওহ, মিস মারিয়া! কি আশ্চর্য, দারুণ সারপ্রাইজ দিলে! তারপর কি খবর? না, না, একটু ব্যস্ত ছিলাম। দু'জনই ব্যস্ত ছিলাম। তোমাকে বলব। টেলিফোনে নয়। অন্য সময়। অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছ। যাক ও প্রসঙ্গ, এখন বল তোমার ফিঁয়াসে মিস্টার জিমি কেমন আছে? তোমরা কি সময় করতে পারবে? কি বললে? পেরেছ! জিমি তোমার পাশেই আছে! আজই, বেশ বেশ। চলে এসো। আমরা এখনও ব্রেকফাস্ট করিনি। প্রাতরাশ দিয়েই শুরু করা যাবে। না, না তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। এ যাত্রায় আমিই সিদ্ধান্ত দেবার কর্ত্রী। আমাকে সে ট্রাভেল ম্যানেজার নিযুক্ত করেছে। তা হলে আসছ? কতক্ষণ? বেশি দূরে নও? আধ ঘণ্টা? বেশ বেশ, চলে এসো। আমরা এই হোটেলেই একসঙ্গে প্রাতঃরাশ করব। বাই মারিয়া। সি ইউ ইন হাফ এন আওয়ার।

দীর্ঘ আলাপ সেরে রুবা রায়হানের কাছে এগিয়ে আসে। সে খুবই উল্লসিত। রায়হানকে সব বলতে উদ্যত হতেই সে হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দেয়, তোমার এ প্রান্তের কথা শুনেই সব বুঝে নিয়েছি। ভালোই হল। তোমার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ শুরু হবে এখানকার দুটি লাভ বার্ডের সমভিব্যাহারে।

আমরাও কি তাই নই?

নিশ্চয়ই। সূচনাতেই বুঝেছি, আমাদের আজকের দিনটি ভালোই কাটবে। তুমি তো প্রায় প্রস্তুত। আমি দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। ওরা নিচে এসে নিশ্চয়ই ফোন করবে।

রায়হান বাথরুমে ঢুকে পড়ে। চল্লিশ মিনিটের মাথায় মারিয়ার ফোন আসে, আমরা নিচে অপেক্ষা করছি। সামান্য দেরি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

কোন দেরি হয়নি। আমরা এক্ষুনি নামছি। এখন আর তোমাদের রুমে ডাকছি না। পরে নিয়ে আসব। প্রাতরাশের সময় চলে যাচ্ছে।

তারা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসে।

রুবা মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে। রায়হান তাদের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করে, তোমরা ছুটি পাওয়ার দারুণ ভালো লাগছে। রুবার সিঙ্গাপুরে প্রথম সফর। তোমরা দু'জনই এখানকার অধিবাসী। অভিজ্ঞ স্থানীয় বন্ধু সঙ্গে থাকলে ভ্রমণ সবসময়ই সুখকর হয়।

জিমি বলে, এটা আমাদের জন্যও আনন্দময় ও গৌরবের। এমন একজন সুন্দরী তরুণীর গাইড হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।

রায়হান পরিহাসের সুযোগ ছাড়ে না, এসো আমরা বান্ধবী বিনিময় করি। তোমার ফিঁয়াসেকে দেখা অবধি অন্তরে ঈর্ষার উদয় হয়েছে।

রুবা ও মারিয়া খুব হাসে।

রুবা মন্তব্য করে, পুরুষগুলো সব পারে। মন্দ হবে না, আমরাও মুখ বদলাবার একটা সুযোগ পাব।

মারিয়া তাকে সমর্থন করে, বেশ বলেছ ভাই। সমুচিত জবাব দিয়েছে।

তারা হাসতে হাসতে রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটি টেবিলে আসন গ্রহণ করে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি ধরনের প্রাতরাশ খাবে?

মারিয়া জিজ্ঞাসা করে, মি. রেজা আপনি কি সাজেস্ট করছেন?

রায়হান রুবাকে দেখিয়ে বলে, হার হাইনেস অনুগ্রহ করে যা অনুমোদন করবেন আমাকে তা-ই সোনামুখ করে খেতে হবে। এ ধরনেরই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মারিয়া টিপ্পনী কাটে, তুমি যে বিয়ের পূর্বেই বশংবদ স্বামীতে রূপান্তরিত হয়েছ।

বিয়ের আগে হয়েছি বলে বিয়ের পরও এমনি অনুগত থাকব সেটা ভেবো না। পুরুষদের এটা একটা কৌশল মাত্র। কি বল মি. জিমি?

অফকোর্স। বিয়ের পূর্বে সবকিছু মেনে নেওয়াটা মহাজনী পন্থা। তারপর একবার ঘরে তুলে নিয়ে ফেলতে পারলে আর কে পরোয়া করছে!

www.pathagar.com

মারিয়া বলে, বটে, এই যদি তোমাদের মনস্কামনা হয়, তা হলে পুরুষদের বিয়ে করতে আমাদের বয়েই গেছে!

ইদানীং কি মেয়েরা মেয়েদেরকেই বিয়ে করতে শুরু করেছে!

হাসি-ঠাট্টায় তাদের আসর জমে উঠতে সময় লাগে না।

রুবা বাটলারকে ডেকে বলে, আমাদের চার জনকে ব্রেকফাস্ট দাও। সকালে আজ কি খাওয়াচ্ছ?

ওরিয়েন্টাল এবং কন্টিনেন্টাল দু'রকমই রয়েছে। আলাকার্টাও নিতে পার।

মারিয়া বলে, ওরিয়েন্টালের চাইতে ব্রেকফাস্ট কন্টিন্টোলই ভালো।

রুবা চার জনের জন্য এক রকমের প্রাতরাশেরই অর্ডার করে।

জিমি নিবেদন করে, বেশ কিছুদিন পর আমরাও আজ একত্রে ঘোরার সুযোগ নিচ্ছি। গতকাল প্লেন থেকে নেমেই যৌথ প্রচেষ্টায় ভাগ্যক্রমে সফল হই। তোমাদের ভালো লাগলে আজ সমস্ত দিন আমরা একত্রে সিঙ্গাপুর চষে ফেলতে পারি। আর যদি যুগলে নিরিবিলি কাটাতে চাও, সঙ্কোচ না করে তাও প্রকাশ করতে পার। আমরা একই পথের পথিক!

তার কথায় সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

রায়হান বলে, শুধুই প্রাইভেসি কাম্য হলে আমাদের এতদূর আসতে হত না। ঢাকাতে আমরা একত্রেই বসবাস করি। তোমাদের সান্নিধ্য আমাদের যে কতটা আনন্দদায়ক হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারব না। তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শুরুতেই জানিয়ে রাখছি।

জিমি মন্তব্য করে, এত বেশি ফর্মাল হলে আনন্দ জমবে না। একটু ইনফরমাল হওয়া যায় না?

রায়হান পরিহাস করে, সে কারণেই বান্ধবী বিনিময়ের পরমর্শ দিয়েছিলাম, তুমি শুনলে না।

তোমার বান্ধবীকে দেখে কাল থেকেই মাথা ঘুরে আছে। কিন্তু কি করি, দেশওয়ালী এই মেয়েটি এতদিন হাঁটাহাঁটি করে দেহ-মন কব্জা করে নিয়েছে। মন ফেরত না পেলে দানে লাগাব কি করে!

www.pathagar.com

মারিয়া তাকে ভেঙচি কাটে, সকলেই জানে কে তার জন্য জুতার সুকতলি ক্ষয় করে ফেলেছে। এখন এসব বোলচালে কাজ হবে না।

খানা এসে যায়।

মারিয়া এবার জিমিকে বলে, খেতে খেতে তুমি তোমার পরিকল্পনা খুলে বল। এদের যদি কোন অভিমত থাকে তাও সমন্বয় করে নেওয়া যাবে।

ঠিক বলেছ। মিস রুবা, মিস্টার রায়হান, আমাদের সঙ্গে গাড়ি রয়েছে। আজ সারাদিনের প্রোগ্রাম এরূপ, ব্রেকফাস্টের পর শহরটির চারদিক একবার ঢু মেরে আসা যাবে। আমাদের নবাগতা অতিথির সেটা ভালো লাগবে বলে আমার ধারণা। তারপর আমরা তোমাদের নিয়ে ন্যাশনাল পার্কে যেতে পারি। সেখানকার জু দেখার মতো। নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। সেখানে বেশ সময় লাগবে। লাঞ্চের সময় হয়ে যাবে, ঘুরে ঘুরে ক্ষিধাও পাবে। কোথাও গিয়ে লাঞ্চ সারা যাবে। লাঞ্চের পর ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম। সেটা তোমাদের হোটেলেও হতে পারে। বিকেলে পোর্ট এলাকা পরিদর্শনে নিয়ে যাব। জানো তো, সিঙ্গাপুর বিগত এক যুগ ধরে পৃথিবীর ব্যস্ততম নৌবন্দর। সন্ধ্যার পূর্বে তোমাদেরকে ওয়াটার শোতে নিয়ে যাব। সেটা মোহনার ওপারে। সেখান থেকে এসে নাইট সাফারি। মিস রুবার ভালো লাগবে। মি. রায়হান, তুমি বোধহয় পূর্বে সেটা দেখেছ?

না, আমারও দেখা হয়নি। রুবার সুবাদে এবার দেখব।

খুব ভালো, আমাদেরও ওটা দেখতে ভালো লাগে। একদিনের জন্য এর বেশি কর্মসূচী গ্রহণ করলে সব ম্যানেজ করা যাবে না।

রুবা মন্তব্য করে, এ সম্বন্ধে তোমাদের অভিমতের উপরই ভরসা করতে চাই। শুধু একটি কথা, ব্রেকফাস্ট হল, লাঞ্চের কথা অবশ্য বলেছ। কিন্তু বৈকালিক কফি এবং ডিনার সম্বন্ধে তুমি নীরব কেন? খাওয়া-দাওয়া কি তখন বন্ধ থাকবে?

তিন জন হেসে ওঠে।

জিমি বলে, পেটে ক্ষুধা নিয়ে কোন ভ্রমণই আনন্দের হয় না। সর্বত্রই খাবারের প্রচুর ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই সময় করে খেয়ে নেব।

মারিয়া বলে, তোমরা আজ সারাদিনের জন্য আমাদের অতিথি।

রায়হান রুবার কানে কানে কি বলে। রুবা বলে, না, তা হবে না। আমরাও ভ্রমণেই বের হয়েছি। সবকিছু ভাগাভাগি করে না নিলে আনন্দ নষ্ট হবে।

www.pathagar.com

মারিয়া বলে, তুমি আমাদেরকে অত্যন্ত উপাদেয় প্রাতঃরাশ খাইয়েছ, আমি লাঞ্চ খাওয়াব।

জিমি বলে, আমি বাদ পড়ি কেন, বিকেলের কফি আমার ভাগে ফেল। আর যেখানে যেখানে টিকেট কাটতে হবে সেটা আমার দায়িত্ব।

রুবা বলে, বেশ তাই হবে। রাতের ডিনার আমার সাহেবের পক্ষে আমিই থ্রো করব।

রায়হান বলে, সব সেটেল হয়ে গেল। তিন জন হোস্ট ও হোস্টেজের মাঝে আমি একমাত্র গেস্ট। খুবই সুব্যবস্থা।

মারিয়ার মনে পড়ে যায়, সে জিজ্ঞেস করে, ফোনে তখন বলেছিলে পরে বলবে, প্রথমবার টেলিফোন ওঠাওনি কেন?

রুবার চোখমুখ সিঁদূরের বর্ণ ধারণ করে। অভিজ্ঞতাসম্পন্না মারিয়া তা দেখে জিমিকে চোখ টিপে। মুখে নিরীহ কণ্ঠে বলে, বুঝেছি ব্যস্ত ছিলে। আমরাও সকালেই একবার সে ধরনের ব্যস্ততায় কাটিয়েছি।

রুবা জিজ্ঞেস না করে পারে না, কি ধরনের ব্যস্ততা?

তোমাদের যেটা ঘটেছিল! আমরা দু'জনই এয়ার লাইনে কাজ করি। যখন-তখন ঘুম থেকে ওঠার যেমন অভ্যাস, তেমনি সময়ে-অসময়ে একে অন্যের এপার্টমেন্টেও আসার অভ্যাস। আজ অতি প্রত্যুষে আমি জিমির ওখানটায় চলে আসি। ওখানে গেলে যা হবার তাই হয়েছে।

জিমি বলে, নিজেকে দিয়ে সব সময় বিচার করো না। ওদের অন্য কাজও থাকতে পারে।

দু'জনের একসঙ্গে আর কি কাজ থাকতে পারে যে টেলিফোন ধরা যায় না?

সে রুবাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের বিষয়ে সঠিক অনুমান করিনি?

রুবার পরিবর্তে রায়হান উত্তর করে, অভিজ্ঞজনের অনুমান ভ্রান্ত হতে পারে না। গত রাতে কিছুটা কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেছিলাম। সকালে উঠে তোমার বান্ধবীর প্রাণান্তকর গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে তার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কিঞ্চিত সাধন ভজনে লিপ্ত হই। বেরসিকের মতো সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই টেলিফোন এসে সব প্রায়

www.pathagar.com

ভেস্তে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

তার কথার ধরনে সকলে হেসে ওঠে। রুবা রাগ করতে গিয়েও না হেসে পারে না। বিলে স্বাক্ষর করে সে উঠে পড়ে, চল চল, গাল-গল্প করে সময় ক্ষেপণ করা সমীচীন নয়।

তারা হাসতে হাসতে বের হয়ে আসে।

গাড়িতে উঠে রুবা খুবই খুশি। লেটেস্ট মডেলের করোলা। ভিতরে প্রচুর স্থান। কাচ সামান্য টিন্টেড। চমৎকার গাড়ি।

রুবা ও রায়হান পিছনে বসে। চালকের আসনে জিমি, মারিয়া তার পাশে।

রুবা বলে, মি. জিমি, তোমার গাড়ি খুবই সুন্দর। তোমার বান্ধবীরই মতো।

ঠিক বলেছ। দুটোতেই চড়ে আরাম!

মারিয়া তাকে ধমক দেয়, এই এসব কি ধরনের কথা! এরা তোমার অসভ্যতায় অভ্যস্ত নয়। শালীনতার সঙ্গে কথা বল!

দুঃখিত মিস রুবা! শুরুতেই বকুনি খেতে হচ্ছে। সত্য কথার ভাত নেই।

দুঃখ করবেন না মি. জিমি। আনন্দে নিয়ম নাস্তি। আমার সাহেবকে দেখছেন না, আজ তার মুখে লাগাম নেই!

রায়হান বলে, সেই তখন থেকে চুপটি করে বসে আছি। তবুও সব মন্দের ভাগী আমি!

জিমি বলে, গাড়ি নিশ্চয়ই অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমার নয়, গাড়ির মালকিন আমার পাশেই বসে আছে। আমার চাচা আমাকে গাড়ি কিনতে দেবে না, পাছে দুর্ঘটনায় পড়ি। ভেবে দেখ, দুনিয়া জুড়ে এ্যারোপ্লেন চালিয়ে বেড়াচ্ছি। নিজ শহরে গাড়ি চালাতে পারব না। আমার চাচাকে বুঝাবার সাধ্য কারো নেই।

রুবা ও রায়হান তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। মারিয়া প্রথম থেকেই হাসছিল। সে বলে, তোমরা যদি জিমির আঙ্কলের সব কথা শোন তা হলে হেসে অস্থির হবে। কিন্তু তার মতো এত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকও জিমির আর নেই!

জিমি বলে, তার যন্ত্রণায় বহর কখনওই তোমার চোখে পড়বে না। তার কারণেই গাঁটের পয়সা খরচ করে তোমার নামে গাড়ি কিনতে হয়েছে। তার অগোচরে গাড়ি

www.pathagar.com

চালাতে হয়। জানতে পারলে আর রক্ষা নেই।

রুবাও রায়হান দু'জনই অবাক হয়, বিষয় কি?

হাসতে হাসতে মারিয়া তাদেরকে সংক্ষেপে জানায়, পিতৃমাতৃহীন জিমিকে তার চাচাই লালন পালন করে বড় করে। লেখাপড়া শিখায় এবং চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। তার তিন মেয়ে, পুত্র সন্তান নেই। জিমিকে পুত্রের অধিক জ্ঞান করে। স্নেহের কিছু কিছু অত্যাচার আছে। সে সব জিমির উপর অহরহ প্রয়োগ হচ্ছে। পূর্বে জিমি তার সঙ্গেই থাকত। কিন্তু এখন প্রচুর ঝামেলা করে, অনেক অজুহাত সৃষ্টি করে পৃথক এ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে।

জিমি ফোড়ন কাটে, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে!

মারিয়া সে কথায় কান দেয় না। বলতে থাকে, জিমির কাকা একজন প্রখ্যাত ধনী। সমস্ত সম্পদের মালিক হবে তার তিন কন্যা। অবশ্য তার কাকা তাকে যে পরিমাণ ভালোবাসে, জিমিও তার সম্পদের একটা বড় অংশ পাবে বলেই ধারণা।

জিমি আবার ফোড়ন কাটে, সব নষ্টের গোড়া তুমি। তা না হলে রীতি ভঙ্গ করে চাচার একটা মেয়ের সঙ্গে ঝুলে পড়লে অর্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা লাভ হত।

মারিয়া তার কোন কথাতেই কান দেয় না। সে দু'জনকে পূর্বের কথার জের ধরে বলতে তাকে, কাকা জিমিকে এত ভালোবাসে যে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করলে জিমিকে দিনের মধ্যে অন্তত একবার তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। এখনও সে কি করে, কি খায়, কি কাপড় পরে, কিভাবে চলে প্রতিটি খুঁটিনাটির খবর তাকে বিস্তারিত জানাতে হবে। সময়ে চুল ছেটেছে কিনা, প্রতিদিন দাড়ি কাটে কিনা সে খবরও কাকা নেবে। শুধু তাই নয়, ছোট ছেলের মতো এখনও জিমিকে যখন তখন ইচ্ছা মাফিক ভর্ৎসনা করার অভ্যাস কাকার বলবৎ রয়েছে। জিমি মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চায়। আমি তাকে বলি, অপত্য স্নেহের এত বড় দৃষ্টান্ত তুমি আর দেখতে পাবে না। তার সকল বকুনির পশ্চাতে তোমার জন্য তার অফুরন্ত স্নেহ-মমতাই কাজ করছে। কখনও অসহ্য মনে হলেও তার চাইতে আশীর্বাদক, মঙ্গলময় আর কি হতে পারে! তোমরাই বল!

রুবা ও রায়হান অবাক হয়ে শুনছিল। তাদের যদি এমন কেউ থাকত! দু'জনই মারিয়ার কথায় সমর্থন জানায়।

জিমি গাড়ি চালাতে চালতে বলে, তোমরা তিন জনই একমত হলে। এদিকে কাকার ভালোবাসার অত্যাচারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত!

www.pathagar.com

জিমির কথায় মারিয়ার মতো এই দু'জনও কর্ণপাত করে না। রুবা জিমিকে জিজ্ঞেস করে, কাকাকে লুকিয়ে কি তুমি বান্ধবীকে গাড়ি কিনে দিয়েছ?

মারিয়া বলে, আমাকে কিনে দেবে কি! ওরই গাড়ি, নামটা শুধু আমার ব্যবহার করছে।

জিমি বলে, কেন গাড়িটা তুমি চালাও না!

আহা, না চালালে এটা নষ্ট হয়ে যাবে না! চালিয়ে তোমার গাড়ি যে ফিট রাখছি তার জন্য তুমি কোন পারিশ্রমিক দিচ্ছ না। এমন কি পেট্রোলের পয়সাও দিচ্ছ না!

জিমি তাকে বুড়ো আঙুল প্রদর্শন করে।

রুবাও রায়হানের খুবই ভালো লাগে।

রুবা বলে, দেখেছ ভালবাসা কাকে বলে? গাড়ি কিনে দিয়েছে।

মারিয়া বলে, তোমাকে তোমার সাহেব গাড়ি কিনে দেয়নি?

রায়হান জবাব দেয়, তোমার বান্ধবী যেদিন চালাতে শিখবে সেই দিনই তাকে গাড়ি ক্রয় করে দেব। এখন আমাকেই তার ড্রাইভারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাও বিনা বেতনে।

শুধু ড্রাইভই কর?

না, সবই তো অনুধাবন করছ, বাকি সবও এই অধীনকেই করতে হয়।

সকলের হাসির মাঝে জিমি বলে, তোমরা কিন্তু শহরের দালান-কোঠা, দোকান-পাট এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদির দিকে দৃষ্টি দিচ্ছ না।

এ সবের চাইতে তোমার কাকার কাহিনী অনেক চমকপ্রদ। আমাদের খুবই ভালো লেগেছে।

তোমার কাকার কি কি ব্যবসা?

অনেক, অনেক। তার একগাদা কর্মচারী। রিয়েল এষ্টেটের দিয়ে শুরু। এখন জাহাজ কোম্পানীর মালিক। ব্যবসা কেবল বাড়িয়েই চলেছে। বয়স হয়ে গেছে। এখনও থামার নাম নেই। জামাইরা এসে সব ভোগ করবে!

মারিয়া বলে, মনে হচ্ছে তোমর হিংসা হচ্ছে। সিংহভাগ তুমিও ভোগ করবে,

www.pathagar.com

এটা অবধারিত।

সেই লোভেই যে তুমি আমার পেছনে লেগেছ সেটা সকলেই জানে।

কেবল আমিই জানি না। আমি না হলে আজও তুমি তোমার কাকার শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে না! সেটাই তোমার জন্য ভালো ছিল!

তা হলে তোমার কি হত? এই যে আজই সাত সকালে এত সুন্দর সার্ভিস দিলাম সে কথা স্মরণ করে একটু ধন্যবাদ দিও।

ধন্যবাদ।

চার জন একসঙ্গে হেসে ওঠে।

জিমি রুবাকে শহরের বড় বড় বিল্ডিংসমূহের পরিচয় প্রদান করে। সিঙ্গাপুর শহর প্রতিদিন বেড়ে উঠছে। একটা এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট এত উচ্চভবন নির্মিত হচ্ছে যে মনে হয় সেটা নিউইয়র্কের অংশ।

জিমি তাদের সব দেখায়। চারটি নবীন প্রান উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নেই। পরস্পরের সান্নিধ্যে তাদের হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। রুবা যা দেখছে তাই তার ভালো লাগছে। সে একহাতে রায়হানের একটি হাত ধরে আছে। কখনও কানে কানে কোন কথা বলতে এগিয়ে এলেই রায়হান চুমো খাবার চেষ্টা করছে। রুবা রাগ করে। পরক্ষণেই হেসে ফেলে। চোখ পাকিয়ে সম্মুখের প্রেমিক যুগলকে প্রদর্শন করে সংযত আচরণ প্রদর্শন করতে বলে। রায়হান তৎক্ষণাত সে কথা মেনে নেয়। কিন্তু রুবা কিছু বলতে এগিয়ে এলেই সে পূর্ববৎ আচরণ করে। রুবা তার হাতে চাপড় মেরে তাকে শাসন করতে চায়।

মারিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি রেখেই মন্তব্য করে, ভাই রুবা, তুমি বাধা দিয়ে আর কত ঠেকিয়ে রাখবে! যা ঘটার ঘটতে দাও।

জিমি সশব্দে হেসে ওঠে। লজ্জা পেয়ে রুবা রায়হানকে ঠেলে দেয়। নিজেও সরে বসে। কিন্তু কারো হাসিই বন্ধ হয় না।

শহর প্রদক্ষিণ শেষে তারা ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশ করে। বিরাট এলাকা জুড়ে এই পার্কে সর্বপ্রকারের উদ্ভিদাদি, ফুলের বাগান, কৃত্রিম ঝরনা, পাহাড় প্রভৃতি দেখার মতো। চিড়িয়াখানায় কত প্রকারের জীবজন্তু। রুবার অবশ্য সবচাইতে ভালে লাগে বরফের দেশের পাখি পেঙ্গুইনদের। তাদের আবাসস্থলটিও দেখার বস্তু। পুরো কাচের অভ্যন্তরে অতিশক্তিশালী শীতলীকরণ যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম

www.pathagar.com

মেরু অঞ্চল তৈরি করে অসংখ্য পেঙ্গুইন পাখি পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রুবা শরীরে শীত অনুভব করে। সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বরফের দেশের পাখিদের বিচিত্র সব কর্মকাণ্ড অবলোকন করে। রায়হান তাকে অনেকটা জোর করেই সরিয়ে আনে, কেবল পেঙ্গুইন দেখলেই হবে! আরও কত কি দেখার আছে!

রায়হানের এক পরিচিত লোকের সঙ্গে সেখানে দেখা হয়ে যায়। সে সকলকে আইসক্রিম পার্লারে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করে। লাঞ্চের সময় ঘনিয়ে এলে তারা পার্ক থেকে বের হয়ে আসে।

মারিয়া জিজ্ঞেস করে, লাঞ্চ কোথায় করা যাবে? কি ধরনের খাবার তোমাদের পছন্দ?

রায়হান রুবাকে দেখিয়ে বলে, তোমার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস কর।

রুবা বলে, তোমরা যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই খাব। দ্বিপ্রহরে গুরুভোজন ঠিক হবে না।

মারিয়া ও জিমি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে। পরে জিমি বলে, চল, তোমাদেরকে এক ইন্দোনেশীয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই। একটি হোটেলের উপরের তলায় অবস্থিত এই ঘূর্ণায়মান রেস্টুরেন্টে ইন্দোনেশীয়ান খাবার আস্বাদ করার পাশাপাশি সিঙ্গাপুরের অনেক দৃশ্যও দেখতে পাবে। তোমাদের ভালো লাগবে।

মিনিট পনেরো ড্রাইভ করে তারা শহরের অভিজাত অঞ্চলের একটি হোটেলে এসে উপস্থিত হয়। লিফটের সাহায্যে সর্বোচ্চ তলায় উঠে যায়। দেখেই বুঝা যায় অতিশয় ব্যয়সাধ্য এই রেস্টুরেন্টে কেবল বিশিষ্ট ভোজন রসিকরাই আগমন করে থাকে।

রুবা আবার বলে, বেশি খাবারের অর্ডার দিও না। আইসক্রিম খেয়ে এখন আর তেমন ক্ষুধা অনুভব করছি না।

মারিয়া বলে, ওটা কোন খাদ্য নয়। ঘণীভূত তরল পদার্থ। কিছু সলিড ফুড না খেলে ঘোরাঘুরি করতে পারবে না।

তারা একটি চিকেনের প্রিপারেশন ও ইন্দোনেশীয়ান স্টাইলের নুডুলসের অর্ডার দেয়। স্যুপ তো আছেই।

www.pathagar.com

জিমি বলে, মারি, একটা গাডো গাডোর কথা বল।

ঠিক মনে করেছ। আমাদের অতিথিদেরও সেটা ভালো লাগবে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, গাডো গাডো কি?

অনেকটা স্যালাডের মতো। কিন্তু স্যালাড নয়। তোমাদের ভালো লাগবে। মারিয়া তাকে আশ্বস্ত করে।

বাস্তবেও তা দেখা যায়। নুডুলস এবং চিকেনের চাইতে রুবার কাছে স্যুপ এবং গাডো গাডোই বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। রায়হান অবশ্য সব খাবারেরই ভূয়সী প্রশংসা করে।

সে বলে, ইন্দোনেশীয়ান খাবার যে এত চমৎকার সেটা জানা ছিল না। আসলে খাবার চিনে ঠিকমতো অর্ডার করতে না পারলে অসুবিধা হয়। তোমাদের কারণে আজ খুব সুস্বাদু খাবার খেলাম।

লাঞ্চ শেষে কিছুটা বিশ্রামের জন্য তারা প্যারামাউন্ট হোটেলে ফিরে আসে। মারিয়া ও জিমিকে তারা স্যুইটে নিয়ে আসে। তাদের অতিথিরা স্যুইটে অবস্থান করছে দেখে তারা খুশিই হয়।

জিমি বলে, এ ধরনের স্যুইট নব দম্পতিদের মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য উপযোগী। তোমাদের স্যুইট সমুদ্রের লাগোয়া বলে অধিকতর মনোরম।

রায়হান আমন্ত্রন জানায়, আজ তোমরাও আমাদের সাথে রাত্রি যাপন কর।

তোমাদের ঘর কয়টি?

ঘর দুইটি, কিন্তু শয়ন মন্দীর একটি।

তা হলে?

রায়হান বলে, কোন চিন্তা নেই এক্ষণে তোমরা আমাদের অতিথি। তোমাদেরকে শোবার ঘর ছেড়ে দিয়ে আমরা বসার ঘরে থাকব। আরও বিছানা আনিয়ে নিলেই হবে।

মারিয়া হাসতে হাসতে বলে, আমার বান্ধবী আমাকে অভিশাপ দিয়ে ভষ্মিভূত করে ফেলবে। তোমাদের মধুর নিশি যাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাই না।

রুবা বলে, তার চাইতে বল ছুটির দিনটি নষ্ট করছ, রাতটি আর বৃথা যেতে

www.pathagar.com

দিতে চাও না। আজ রাতের অভিসার কার এ্যাপার্টমেন্টে? দেবা না দেবীর?

জিমি কপাল চাপড়ে বলে, ব্যাড লাক। নো চান্স। সকালে কাকাকে টেলিফোন না করে ঘরের বার হওয়া চলবে না। সেটা করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়াছি। যত রাতই হোক আমাকে কাকার বাসায় যেতে হবে।

মারিয়া বলে, তোমার অসুবিধা কি! সেখানে তোমার জন্য পৃথক ঘর সজ্জিত রয়েছে। তোমার কয়েক প্রস্ত কাপড়-চোপড়ও সেখানে আছে।

সবচাইতে প্রয়োজনীয় জিনিসটিই সেখানে মিলবে না।

সেটা কি?

সুন্দরী এয়ারহোস্টেজ মিস মারিয়া।

সম্মিলিত হাসিতে ঘর গমগম করে ওঠে।

রায়হান প্রস্তাব করে, সেক্ষেত্রে এই বিশ্রামের সময়টি অবহেলার নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমরাও খানিকটা বিশ্রাম করে নিই। তোমরা দু'জনে এ ঘরে একটু নিরালা হও। এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা গেল।

সে রুবাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে আসে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

তুমি কী? ওরা কি মনে করছে বল তো?

মনে করতে দাও। সেই সকালের পরে আর সুযোগ হয় নি।

সে রুবাকে বুকে টেনে নেয়।

রুবা হাসফাস করে আলিঙ্গন মুক্ত হতে চায়, পারে না।

রায়হান বলে, তুমি অহেতুক কালক্ষেপণ করছ। আমাদের বন্ধুরা সময়টা ঠিকই কাজে লাগাচ্ছে।

তুমি দেখেছ?

সবকিছু দেখতে হয় না সখী, হৃদয়ঙ্গম করতে হয়।

রুবার কোন বাধাই ধোপে টিকে না। অনতিবিলম্বেই তাকে রায়হানের দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

www.pathagar.com

ঠিক এক ঘণ্টা পর অনেক সাড়াশব্দ করে রায়হান ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে আসে।

জিমি হাসিমুখে বলে, এত হৈচৈ করতে হবে না। এয়ারলাইন্সের লোকদের সময়ের হিসাব পাকা। আমরা সঠিক সময়েই রনে ভঙ্গ দিয়ে বিশ্রামে নিমগ্ন হয়েছি।

এক মিনিট পর রুবাও লজ্জিত মুখে বের হয়ে আসে। মারিয়া উঠে দুই হাতে রুবার দুই হাত গ্রহণ করতেই দুই সখী এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

জিমি বলে মি. রায়হান, ওরা যদি এমন মনের আনন্দে হাসতে পারে তা হলে আমাদের হাসতে বাধা কোথায়!

তার কথা শুনে দুই বান্ধবীর হাসি আরও বেড়ে যায়। পুরুষ দু'জন বোকার মতো তাদেরকে হাসতে দেখেই তখনকার মতো সন্তুষ্ট থাকে।

রায়হান সুবোধ বালকের মতো মেয়েদের তাগিদ দেয়, এবার হাসি ক্ষান্ত হোক। ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বের সময় অতিবাহিত হচ্ছে।

তারা একসঙ্গে বের হয়ে আসে। গাড়িতে চড়ে নৌবন্দর ভ্রমণ আকর্ষণীয় হয় না। রুবার অবশ্য আগ্রহের অন্ত নেই। জাহাজগুলোর মাল খালাসের প্রক্রিয়া সে নিকটে দাঁড়িয়ে দেখতে চায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্রেনগুলি জাহাজের পেটের মধ্যে থেকে কনটেনার উত্তোলন করছে। কোথাও জাহাজে পণ্য বোঝাই হচ্ছে। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কত প্রকারের যন্ত্রপাতি, কত লোকজন কর্মরত! কত রকমের সব বড় বড় জাহাজ! আরও কত প্রকারের লঞ্চ, বোট আনাগোনা করছে তার সংখ্যা নিরূপণ করা যাবে না। চারদিকে এক বিরাট কর্মপ্রবাহ বিরাজ করছে।

রুবা বলে, সামুদ্রিক বন্দর এই প্রথম দেখছি। কখনও সমুদ্র ভ্রমণ করিনি।

মারিয়া শুধায়, তুমি কি সমুদ্র ভ্রমণ করতে চাও?

চাইলে কি তা সম্ভব?

জিমির কাকা থাকতে সবই সম্ভব। তার পক্ষে এটা কিছুই না। তোমাদেরকে বলেছি কি জিমির কাকা জাহাজ কোম্পানীর মালিক? তার নিজস্ব প্রমোদতরী রয়েছে। ছোট হলেও সেটা খুবই আরামদায়ক। এখন সেটা জিমির বোনেরা তাদের বয় ফ্রেণ্ডদের নিয়ে চড়ে বেড়ায়।

www.pathagar.com

জিমি মন্তব্য করে, মনে হচ্ছে, তোমার মধ্যে হিংসার উদ্রেক হয়েছে। কেন জিমির বোনদের ভাইটির সঙ্গে তুমি সেই প্রমোদতরীতে ঘুরে বেড়াওনা?

সম্মিলিত হাসির মাঝে রায়হান জিজ্ঞেস করে, মি. জিমি, কাকার প্রমোদতরী কি ভাড়ায় দেওয়া হয়? আমরা কি কয়েক ঘণ্টার জন্য তা পেতে পারি?

জিমি উত্তর করে, ভাড়ায় দেওয়া হয় না। তবে চেষ্টা করলে সেটা পাওয়া যেতে পারে। তোমরা কি আগ্রহী?

মারিয়া বলে, এটা আবার কি ধরনের প্রশ্ন! নিশ্চয়ই ওরা আগ্রহী। মিস রুবা সমুদ্র দেখেনি। তুমি কাকাকে বলে ব্যবস্থা করে দাও।

রায়হান এবং রুবা দু'জনই দ্বিধায় পড়ে যায়, খুব বেশি সুযোগ নেওয়া হচ্ছে না কি!

রুবা বলে, সেভাবে বলিনি। এবার না হয় থাক, অন্যসময় দেখার সুযোগ পাব।

জিমি বলে, না সুন্দরী! তুমি একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, আর আমার সেটা ব্যবস্থা করার সুযোগ রয়েছে। তারপরও যদি তা না করি তোমার বান্ধবী আমাকে খাট থেকে ঠেলে ফেলে দেবে।

রায়হান কপট গাম্ভীর্যে বলে, সেক্ষেত্রে তোমার অন্যথা করার উপায় নেই। এত বড় দুর্ঘটনা কল্পনা করা যায় না!

জিমি বলে, মারি, গাড়ির পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করে কাকার নিজস্ব নাম্বারটা ডায়াল কর।

ওরে বাবা, তার নাম্বার লাগানের সাহস আমার নেই!

তুমি ডায়াল ঘুরিয়েই আমাকে দিয়ে দিও। ঝড় তুফান আমার উপর দিয়েই বয়ে যাক!

রায়হান জিজেজ্ঞস করে, সে কি খুবই বদরাগী?

না, না, তা নয়। তবে খামোখা চেঁচামেচি করে আর কি! বিশেষ করে আমার কণ্ঠ শুনতে পেলেই হাজারটা কৈফিয়ত তলব করবে। কোথায় গেলাম, কি করলাম, কি খেলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। হাড়-মাংস এক করে ফেলল!

সে হাসতে থাকে।

www.pathagar.com

মারিয়া একটা মোবাইল ফোন বের করে সাবধানে ডায়ালা করে কোন কথা না বলেই জিমিকে দিয়ে দেয়।

জিমি হ্যালো বলেই স্মিতমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। সে মন দিয়ে শুনে যায়। মাঝে মাঝে নিজেদের ভায়ায় কিছু কিছু প্রতিউত্তরও করে। মারিয়া সে দিকে তাকিয়ে একমনে হাসছে। মিনিট দুয়েক সেভাবে চলে। তারপর জিমি ফোনে কিসব বলে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর একসময় জিমি ফোন অফ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, বাঘের গুহা থেকে নির্বিঘ্নে বের হয়ে এলাম!

সে রুবার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে অবশ্য কাজ হয়েছে। তোমার সমুদ্র ভ্রমণ পাকা। কাকার প্রমোদতরী সিঙ্গা কাল সকাল দশটায় তোমাদের জন্য ঘাটে অপেক্ষা করবে। তোমাদের যতক্ষণ ভালো লাগে ঘুরে দেখতে পারবে। মি. রায়হানকে সব বুঝিয়ে দেব।

রুবা বলে, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!

দিও না। বন্ধুত্বের মাঝে এত ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার সুযোগ কম। যদি দিতেই চাও আর একবার তোমার মধুর হাসির কিছুটা উপহার দাও।

রুবা খুব হাসে। মারিয়া, রায়হানও হাসে।

রায়হান বলে, এ যাত্রা প্লেনে তোমাদের দেখা পেয়ে আমরা সবদিক থেকে উপকৃত। তোমাদের সহৃদয় বন্ধুত্বের তুলনা হয় না।

মারিয়া বলে, এবার তুমি ধানাই পানাই শুরু করলে। তার চাইতে জিমিকে জিজ্ঞেস কর, কাকার ধমক ধামক কেমন গলধকরণ করল।

তাকে জিজ্ঞেস করতে হয় না। সে নিজের থেকেই বলে, প্রথমেই কাকা জানতে চায়, এত দেরিতে টেলিফোন করলাম কেন। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কোথায় আছি, কি করছি, কি খেয়েছি, কখন ফিরছি, নচ্ছার মেয়েটা সঙ্গে আছে কিনা ইত্যাদি।

মারিয়া প্রতিবাদ করে, না, কাকা কখনওই আমাকে নচ্ছার মেয়ে বলবে না। সে আমাকে পছন্দ করে।

আহা, পছন্দ করে বলেই তো নচ্ছার বলেছে। তা না হলে তোমার নাম মুখে আনত না। প্রশ্নের শেষ নেই, যা-ই হোক, তাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে কাজ বাগিয়ে নিয়েছি।

www.pathagar.com

রায়হান জিজ্ঞেস করে, কাল কি তোমাদের ছুটি নেই? তোমরা সঙ্গে থাকবে না?

না, তার উপায় নেই। কাল আমাদের দু'জনেরই দু'দিকে ফ্লাইট রয়েছে। কোন অসুবিধা হবে না। সব বলা থাকবে। তোমরা রিজার্ভড চিহ্নিত জেটিতে চলে আসবে হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে। গেটে বলা থাকবে। নাম বললেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে। সোজা সিঙ্গাতে চলে যাবে। কুমো নামের একজন লোক রয়েছে সিঙ্গাতে। কাজ চালাবার মতো ইংরেজি জানে। সে তোমাদেরকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে। কোন অসুবিধা হবে না। তোমরা কিন্তু একটি পয়সাও কাউকে দেবে না।

কোন বকশিসও দেওয়া যাবে না?

না, কাকা শুনতে পেলে মাথা কেটে নেবে।

রুবা বলে, কাল তো সমুদ্র ভ্রমণে যাচ্ছিই। আজ অন্যত্র চল। তোমরা সাথে থাকবে না আনন্দে পূর্ণতা আসবে না।

মারিয়া রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে চোখ টিপে বলে, আসবে। পূর্ণতার চাইতে বেশি কিছু থাকলে তাও আসবে। সমুদ্রের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায়, প্রমোদতরীর মৃদুমন্দ দোলায় অন্য আনন্দ উপচে পড়বে। সিঙ্গাতে একটি সুসজ্জিত কেবিন রয়েছে। তার সদ্ব্যবহার করতে ভুলো না।

রায়হান বলে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছ?

জিমি, মারিয়া দু'জনই হেসে ফেলে। জিমি বলে, অবশ্যই। তারপর রুবার দিকে তাকিয়ে বলে, মিস রুবা ঠিকই বলেছে। আমরা এখন ফেরী পার হয়ে ওপারে চলে যাব। সেখানে কিছুটা ঘোরাঘুরি করে ওয়াটার শো দেখে ফিরে আসব।

ওপারে একটা স্ন্যাক্স কর্নারে ঢুকে তারা কফি খেয়ে নেয়। অন্য খাবারে তাদের আগ্রহ ছিল না।

ওয়াটার শো রুবার ভালো লাগে। বিভিন্ন রঙের আলোর সাহায্যে পানির যে এত প্রকারের খেলা দেখান সম্ভব পূর্বে তা কল্পনা করতে পারেনি। রায়হানও ইতিপূর্বে এপারে এসে এটা দেখেনি। সেও বেশ উপভোগ করে। স্টেডিয়ামের মতো বসার

ব্যবস্থা। সম্মুখে বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে ওয়াটার শো'র ক্ষেত্র। সেখানে পানির অজস্র কল সংযোজন করে বিদ্যুতের সাহায্যে কম্পিউটারের মাধ্যমে পানির খেলার এক অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। কলগুলোর অধিকাংশই পানির মধ্যে এভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, বাইরে থেকে সেসব দৃশ্যমান হয় না। পাশেই রয়েছে অনেক উঁচু থেকে গড়িয়ে পানিতে পড়ার আর এক খেলার ব্যবস্থা। সব বয়সের নর-নারী মহানন্দে সেখানে ঝাঁপাঝাঁপি করছে।

রায়হান বলে, তোমরা দুই বান্ধবী যাবে নাকি জলকেলি করতে?

রুবা তাকে ভ্রূভঙ্গি করে তিরস্কারের প্রয়াস পায়।

মারিয়া অবশ্য বলে, স্নানের পোশাক আনিনি।

জিমি জানায়, সেটা কোন সমস্যা নয়, এখানেও সেসব কিনতে পাওয়া যায়। তোমরা যেতে চাও কিনা বল!

রুবা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, কখনওই না।

মারিয়া বলে, আজ নয়।

ওয়াটার সেন্টার থেকে ফিরে আসতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। জিমি গাড়িতে বসে বলে, নাইট সাফারির সময় আসন্ন। চল সেখানে যাওয়া যাক। তোমরা কি আর এক কাপ করে কফি পান করবে?

কেউ সম্মত হয় না।

তারা নাইট সাফারিতে চলে আসে। গাড়ি পার্ক করে টিকেট কেটে তারা একটি টয় ট্রেনে চড়ে বসে। জিমি ও মারিয়া একটি সিটে পাশাপাশি বসেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। রুবা এবং রায়হান তাদের পশ্চাতে অন্য একটি দু'জনের সিটে আসন গ্রহণ করে। রায়হান চায় রুবাও তাকে মারিয়ার মতোই জড়িয়ে ধরুক। কিন্তু রুবার সঙ্কোচ কাটেনি। স্বল্পালোকিত টয় ট্রেনের পাশাপাশি বসেও তার জড়তা কাটতে চায় না। রায়হান অবশ্য তাকে এক হাতে বগলদাবা করেই আসন গ্রহণ করে। সে লন্ডনের সাফারি দেখেছে। সে তুলনায় এটা কিছু না। কিন্তু এই রাত্রিকালীন সাফারির একটি ভিন্ন আমেজ আছে। বন, জঙ্গল, পাহাড়, ঝরনা, খাল-বিল প্রভৃতি মিলিয়ে এখানে একটা অনন্য পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে দৃষ্টব্য বস্তু ও প্রাণী সমূহকে নয়নাভিরাম করে তোলা হয়েছে। আধো আলো আঁধারে টয় ট্রেনের এই সাফারি ভ্রমণ প্রেমিক প্রেমিকাদের

www.pathagar.com

পক্ষে খুবই উপযোগী। এক ঘণ্টার উপরে ট্রেনটি ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি স্টেশনও আছে। লোকজন ওঠা-নামা করে। যৌথ আসনগুলোতে সর্বত্রই জোড়ায় জোড়ায় নর-নারী জড়াজড়ি করে বসে। প্রথমদিকে রুবার খানিকটা দ্বিধা থাকলেও ট্রেনের পাশাপাশি আসনে বসে, বন-বাদারের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে, নিভু নিভু আলোর স্বপ্নময় পরিবেশে এবং অন্যদের স্বপ্রেম ঘনিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করে তার মনের মধ্যেও প্রিয় সান্নিধ্যের বাসনা জেগে ওঠে। একসময় সেও মারিয়াকে অনুকরণ করে।

প্রিয় মানুষটির বাহুডোরে রাত্রিকালীন সাফারি পরিদর্শন উপভোগ্যই হয়। ট্রেন একসময় লম্বা হুইসিল দিয়ে যাত্রা বিরতি ঘোষণা করে। সকলের সঙ্গে তারাও নেমে আসে। মারিয়া এবং জিমি তখনও ঘোরের মধ্যে রয়েছে। তারা পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থেকেই নেমে আসে।

রায়হান বলে, ট্রেনযাত্রা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তুমি কি বল মিস মারিয়া?

মারিয়া বুঝতে পারে তাদের প্রগাঢ় আচরণ অতিথিদ্বয় লক্ষ করেছে। সে লজ্জা পায় না। হাসিমুখে স্বীকার করে, মনের মানুষ পাশে থাকলে নাইট সাফারি অবশ্যই উপভোগ্য হয়। তোমাদের দু'জনের কথা ভিন্ন। সামনে সারাটি রাত্রির মধুমিলন পড়ে আছে। আর আমাদের? জিমি যাবে কাকার কয়েদখানায়। আমি থাকব একাকিনী শীতল সজ্জায়।

রুবা ও রায়হান একত্রে বলে ওঠে, আহা রে!

দুঃখের বহিঃপ্রকাশ অবশ্য চার জনের সম্মলিত হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে।

রুবা বলে, এখান থেকে সরাসরি আমরা ডিনারে যাব। মি. জিমি রাতের খাবারটি সারাদিনের আনন্দময় পরিভ্রণের উপসংহারে পর্যবসিত হওয়া চাই। এমন কোথাও নিয়ে চল যেখানে রসনার তৃপ্তিদায়ক খাবার পাওয়া যাবে।

জিমি তার বান্ধবীর সঙ্গে পরামর্শ করে। মারিয়া বলে, প্যারাডাইস রেস্টুরেন্টে খাওয়া যেতে পারে। ওদের খাবার ভালো। পরিবেশও মনোমুগ্ধকর।

তাই চল।

অরচার্ড রোডে একটি বহুতল ভবনের দ্বিতলে প্যারাডাইস রেস্তোরাঁ। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে তারা রেস্তোরায় এসে অভ্যর্থনায় দাঁড়ায়। একটি মেয়ে এসে তাদেরকে চার জনের একটি টেবিলে নিয়ে বসায়।

www.pathagar.com

রায়হান বলে, আমার জন্য নিষেধ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা ইতস্ততঃ করো না, যে পানীয় পছন্দ কর বলে দাও।

তোমরা কিছুই নেবে না?

কোমল পানীয়ের উর্ধ্বে যাওয়া যাবে না। কর্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে অবাঞ্ছিত ধর্মঘটের মধ্যে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

জিমি মন্তব্য করে, সে ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। আজ না হয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে কোমল পানীয়ের স্বাদই গ্রহণ করি।

মারিয়া বলে, আমার অবশ্য কোমল পানীয়ই ভালো লাগে। তাছাড়া হার্ড ড্রিঙ্ক জিমির ততটা সহ্য হয় না। সবচাইতে বড় কথা, এখান থেকে বেরিয়ে জিমিকে বাঘের গুহায় প্রবেশ করতে হবে। জিমির কাকা যদি বোঝে তার নাবালক ভ্রাতৃস্পুত্র মদ্যপান করে গৃহে ফিরেছে তা হলে জিমির কপালে গর্দিশ ঠেকায় কে!

সেক্ষেত্রে সেখানে কি কি ঘটাতে পারে?

মাথায় বালতি বালতি পানি ঢালা, তেঁতুলের সরবত পান করা ছাড়াও কাকার অপরিমিত বচনসুধা বিরামহীনভাবে পান করতে হবে। সে কারণেই আজ আর কোন ড্রিঙ্ক নেব না। তোমাদের সুমধুর সাহচর্যে অদ্য রজনীতে সৎ মানুষের জীবন যাপন করব।

রুবা খুশি হয়, সেটা সবদিক থেকেই ভালো। আমার সাহেব প্রতিজ্ঞা করেছে জীবনে আর কোনদিন ওসব স্পর্শ করবে না।

আমি আবার কখন এ ধরনের প্রতিজ্ঞা করলাম?

করেছ। এখন ভুলে যেতে চাইলেও আমি তা ভুলতে দেব না।

ঠিক আছে বন্ধু। ধর্মঘটের কোন আশঙ্কা না থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত।

রুবা লজ্জা পেয়ে চুপ করে যায়।

সে বলে, তোমরা দু'জন আমাদের সকলের জন্য অর্ডার দেবে। খাবার ভালো না হলে অন্তত তোমাদের দোষারূপ করেও তৃপ্তি পাব।

প্যারাডাইসে সে সুযোগ খুবই কম।

বাস্তবিকই তাই।

www.pathagar.com

প্রারম্ভে ঝাল ঝাল এক প্রকারের ভাজা মাংস আসে। কাবাব জাতীয় খাবারটাকে এপিটাইজার বলা হলেও তারা সেটা আগ্রহ ভরেই খায়। খুব সুস্বাদু। স্যুপও চমৎকার। মেইন কোর্সে স্মোকড সালমন এবং রোস্টেড ভিল আসে। সঙ্গে প্রচুর সেদ্ধ তরকারি, গরম রুটি, মাখন, পনির এসবও পর্যাপ্ত। ডেজার্ট এবং এ্যাসপ্রেসো কফিও উপাদেয়।

তারা ক্ষুধার্ত ছিল। নৈশভোজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

রুবা তার ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বিল শোধ করে। ওদের দু'জনকে প্যারামাউন্ট হোটেলে নামিয়ে দিয়ে তারা বিদায় নেবে।

বিদায়ের প্রাক্কালে রুবা আবারও মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে, আজ সারাটা দিন কি আনন্দে যে কেটেছে বলার না। তোমাদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। কিন্তু যুগলে ঢাকায় এসে আমাদেরকে যেদিন আতিথেয়তার সুযোগ দেবে সেদিন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব।

জিমি বলে, একদিন হয়ত তা সফল হতেও পারে। মিস রুবা, তোমার অপূর্ব ডিনারের জন্য ধন্যবাদ। আশা করি এমনি অপূর্ব আনন্দে তোমাদের আসন্ন মধুযামিনী অতিবাহিত হবে!

রায়হান বলে, তোমাদের আজকের পরিসমাপ্তি মিলানাত্মক হচ্ছে না বলে দুঃখ করো না। আঁধারের পরই সূর্যের ছটা ছড়িয়ে পড়বে।

মারিয়া বলে, আমরা এতে অভ্যস্ত। আমাদের নিয়ে চিন্তা করে নিজেদের আনন্দ মাটি করো না। আজ রাতে তোমাদের কথা ভেবেই মনে তৃপ্তি খুঁজব। পরে আমরা তোমাদের খোঁজ নেব। সম্ভব হলে আবার দেখা হবে।

তারা শুভরাত্রি জানিয়ে হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে যায়। তাদের গাড়ি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত রায়হান ও রুবা সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

চমৎকার জুটি।

ঠিক আমাদের মতো, তারা একসঙ্গে হেসে ওঠে।

আজ রাতে শুধুই বিশ্রাম। সকালেই এক দফা হয়েছে। দুপুরে অতিথিদের

www.pathagar.com

উপস্থিতিও তুমি গ্রাহ্য করনি। তখনও তোমার বিরাম ছিল না। এখন ঘুমোও। কাল আবার সমুদ্র ভ্রমণ রয়েছে।

রায়হান মুখ গোমড়া করে রাখে। কোন কথা না বলে বালিশে মাথা রেখে ঘুরে শোয়।

কি হল? অমনিই সাহেবের অভিমান হয়ে গেল! আচ্ছা, তুমি কী? মানুষের কি শ্রান্তি ক্লান্তি থাকতে নেই!

রায়হান এবার রুবার দিকে পাশ ফিরে আসে, সত্যিই দুঃখিত। আমি স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের দিকটাই দেখি। তোমার কথাও যে ভাবা প্রয়োজন তা ভুলে যাই। সত্যিই তো, বিশ্রামের অবশ্যই প্রয়োজন। ঠিক আছে, ঘুমোও।

রুবা সরে এসে তার নির্ধারিত স্থানটিতে মাথা গুঁজে দেয়। ক'দিনেই তার অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে, রায়হানের বুকে মাথা গুঁজে না শুলে তার স্বস্তি আসে না। রায়হান দুই বাহু বাড়িয়ে তাকে টেনে নেয়।

রায়হান অনুভব করে অনেকটা সময় কেটে গেলেও রুবার চোখে ঘুম নেমে আসেনি। সে ডান হাত দিয়ে রায়হানের বুকের লোমে তখনও আঁচড় কেটে চলেছে।

কি হল, ঘুম আসছে না? পানি খাবে? ঘুমের অষুধ আছে, দেব?

রুবা নিরুত্তর।

কথা বলছ না কেন?

সে রুবাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে নেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর রুবা বলে, একটা কথা বলব, রাগ করবে না!

বেশ, রাগ করব না। বল।

তুমি বলেছিলে, তোমার সব কথা আমাকে খুলে বলবে। আজ থেকেই কেন শুরু কর না।

আমার কোন কথাই তোমার অজানা নেই।

রুবা একটু ইতস্তত করে বলে, সেসব নয়। তুমি বলেছ তোমার জীবনে অনেক মেয়ে এসছে। আমি তাদের সম্বন্ধে জানতে চাই। বলেছিলে সব খুলে বলবে।

www.pathagar.com

পুরো কনফেশন দেবে।

না রুবা, ভেবে দেখলাম, তোমার সেসব না শোনাই ভালো। অতীত ঘেঁটে লাভ নেই। নর্দমা ঘাটলে দুর্গন্ধই বের হয়ে আসে। তোমাকে পেয়ে আমার অভিশপ্ত জীবনের সমস্ত আঁধার কেটে গেছে। আমি এখন শাপমুক্ত এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছি। বাকি জীবন তোমার সঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু কাম্য হবে না। তোমার বিশুদ্ধ ভালোবাসায় অবগাহন করে আমার জীবন ধন্য।

রুবা উঠে বসে, দেখ, তুমি কথা ঘুরাচ্ছ। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, ইতিপূর্বে তুমি যা-ই করে থাক না কেন, আমার তাতে কিছু আসবে যাবে না। আমাকে গ্রহণ করার পর থেকে তুমি যে বদলেছ আমি তা জানি। তোমার বিগত জীবনের শত ঘটনার কথা জানলেও আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া বা মানসিক পরিবর্তন আসবে না।

রায়হান তবুও বলে, তা হলে কেন জানতে চাচ্ছ? সেগুলো ভালো ঘটনা নয়। আমি একজন দুষ্ট চরিত্রের মানুষ।

না, তুমি দুষ্ট চরিত্রের হলে দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্তদের হাত থেকে অসহায়া রুবাকে উদ্ধার করে আনতে না। ঘটনা তোমার যা-ই হোক, অতীতে যত অপকর্মই করে থাক না কেন, আমি তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করে বলছি, আমার ভালোবাসায় কোন তারতম্য ঘটবে না।

বলা যায় না সব শুনলে হয়ত আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

রুবা ব্যাকুল হয়ে তার করতল দিয়ে রায়হানের মুখ চেপে ধরে, আর কোনদিন একথা মুখে উচ্চারণ করো না। তোমাকে আমি কী জানি, আমার অন্তরে তোমার স্থান কতটুকু সেটা আমার চাইতে বেশি কেউ জানে না। ঘৃণার কথা বলছ! তোমাকে ঘৃণা করার কথা চিন্তা করার পূর্বে যেন আমার মৃত্যু হয়।

রুবার আবেগ স্তিমিত হয় না। সে আরও বলে, আবার বলছি তোমার পাপের মাত্রা যদি সীমা ছাড়িয়েও যায়, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা বিন্দুমাত্রও কমবে না। সেটা সকল সীমা পরিসীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিরাজমান। আমার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কাদের সম্পর্ক ছিল, তাদের প্রেম এবং জীবন কেমন ছিল, তারা তাকে কতটা ভালোবেসেছিল সব আমার জানতে ইচ্ছা করে। আমি সকলের প্রেম ভালোবাসার সব রেকর্ড ম্লান করে দিতে চাই।

তা তুমি দিয়েছ। আজ বুঝতে পারছি, ওদের প্রতি আমার সত্যিকার ভালোবাসা

www.pathagar.com

ছিল না। বলতে পার যৌবনের উন্মাদনায় অনেকটা দেহগত মোহ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমি নিকৃষ্ট লালসার শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। এসব ভুলে যেতে পেরেছি। সেসব আবার মনে করিয়ে দিতে চাও কেন?

রুবা অবুঝের মতো বলে, আমি সব শুনব। যত শুনব, তোমাকে তত বেশি ভালোবাসব। আমার মানুষকে অন্যেরাও ভালোবাসত, তার জন্য অনেক করেছে, জেনে আমার আনন্দই হবে। পূর্বের কথায় আমার দুঃখ হবে না। পরে কিছু হলেও দুঃখ হবার সুযোগ ঘটবে না। কেননা, আমি তারপর আর থাকব না। আত্মহত্যা করব।

রায়হানও উঠেও বসে, ছি, রুবা। দ্বিতীয়বার আর এ ধরনের কথা মুখে এনো না। আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার আনন্দ হতে পারে না। তোমাকে ভালো করেই চিনেছি।

রায়হান একমনে ভাবে। রুবা তার মুখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঘরে সবুজ আলো এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাইরের চাঁদের আলোও অপর্যাপ্তভাবে ভিতরে প্রবেশ করে মায়া বিস্তার করছে।

রায়হান একসময় হেসে ওঠে, ঠিক আছে, তোমার সন্তুষ্টির জন্য সব বলব। এক দিনে হবে না। ধীরে ধীরে সব বর্ণনা করব।

রুবা খুশি হয়ে ওঠে। বসা অবসস্থাতেই দুই হাত দিয়ে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে।

রায়হান আবার হাসে। বলে, কিন্তু এখন নয়। এখন ঘুমোও। কাল-পরশু একসময় শুরু করা যাবে।

না, ঘুমাব না।

তা হলে কি করবে?

রুবা কথা বলে না। রায়হানকে আঁকড়ে ধরে থাকে। রায়হান নিজের মনে হাসে। সে রুবাকে শয্যায় আকৃষ্ট করে। এবার আর কোন বাধার উৎপত্তি হয় না।

প্রাতরাশে রুবা জিজ্ঞেস করে, আমাদের কতক্ষণ লাগবে সেখানে? কিছু সঙ্গে নিতে হবে?

আমার তা মনে হয় না। লাঞ্চের পূর্বেই হয়ত আমরা ফিরে আসব। অবশ্য তোমার ভালো লাগলে যতক্ষণ খুশি থাকা যাবে।

www.pathagar.com

সময় হলে তারা একটি ট্যাক্সি নিয়ে বন্দর এলাকায় চলে আসে। রিজার্ভ জেটি বলতেই ড্রাইভার বুঝতে পারে। তাদেরকে সেখানেই নিয়ে উপস্থিত করে।

গেটের প্রহরী এগিয়ে এলে রায়হান তার পরিচয় দিয়ে বলে, আমরা সিঙ্গাতে নৌ-ভ্রমণের জন্য এসেছি। তোমাদের নিকট সংবাদ থাকার কথা।

প্রহরী একটি চার্ট পরীক্ষা করে সহাস্যে বলে, হ্যাঁ, তোমাদের অনুমতি রয়েছে। তিন নং ঘাটে চলে যাও। সেখানে সিঙ্গা দেখতে পাবে।

ট্যাক্সি নিয়েই তারা সিঙ্গার ঘাটে চলে যায়। তাদের দেখতে পেয়ে যে লোকটি সিঙ্গা থেকে নেমে এসে অভ্যর্থনা জানায়, বেটে খাটো সে লোকটিই যে কুমো তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

গুদ মর্নিং ম্যাদাম, গুদ মর্নিং স্যার। ইউ মিস্তার মিসেস রেহান?

রুবা তার কথায় হেসে ফেলে। সে ভুল ভাঙার চেষ্টা করে না।

রায়হান বলে, গুড মর্নিং, তুমি নিশ্চয়ই কুমো?

ইয়েস স্যার, তোমাদেরকে সিঙ্গাতে স্বাগত জানাচ্ছি। সিঙ্গা প্রস্তুত।

খুব ভালো কথা। চল। এই ভদ্রমহিলা কোন দিন সমুদ্র ভ্রমণ করেনি। সিঙ্গাপুরেও তার প্রথম আগমন। তুমি তাকে কিছুটা ঘুরিয়ে দেখালে আমরা খুবই বাধিত হব।

আনন্দের সঙ্গে। তোমরা দয়া করে উঠে আস।

তারা সিঁড়ি বেয়ে প্রমোদতরী সিঙ্গাতে আরোহন করে। মারিয়ার কথা শুনে মনে হয়েছিল খুবই ছোট আকৃতির একটি লঞ্চের মতো হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ততটা ছোট নয়। সম্মুখভাগে বেশ প্রশস্ত লাউঞ্জের মতো রয়েছে। শ্বেত পাথরের একটি গোল টেবিলকে ঘিরে বেশ কয়েকটি বসার চেয়ার। আরাম দায়ক কুশন দেওয়া চেয়ারগুলোকে এ্যান্টিক বলে মনে হয়। কুমো ছাড়াও অন্য একজন চালক রয়েছে সিঙ্গাতে। সে ইংরেজি জানে না। কুমোর ইশারা পেয়ে সে সামনে এসে অভিবাদন জানিয়ে বাঁও করে তারপর পেছনে দিকের দ্বিতলে চালকের আসনে চলে যায়।

কুমো বুঝায়, পেন মোটেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না। সে সর্বদা সিঙ্গাতে থাকেও না। আমি থাকি এবং আমিই সব দেখি। সে চালক মাত্র।

রুবা লাউঞ্জ ছেড়ে ভিতরে প্রবেশ করে। সম্মুখভাগে একদিকে প্যান্ট্রি এবং রান্নার আয়োজন, অন্যদিকে বাথরুম। পর পরই একটি খাবার ঘর। সেখানেও চার জন লোকের একসঙ্গে বসে খাবার ব্যবস্থা রয়েছে। তারপর সুন্দর করে সজ্জিত একটি কেবিন। দু'জন মানুষ আরাম করে তাতে নিদ্রা যেতে পারে। আয়না, ড্রেসিং টেবিলও রয়েছে। জাহাজটির পশ্চাতে আর একটি ঘর। সেটা কুমোর আস্তানা। চালকও সেখানে থাকে। লাউঞ্জ থেকে সরাসরি সে ঘরে যাবার ব্যবস্থা। কেবিনের প্রাইভেসী বিনষ্টের কোন সুযোগ নেই। সব দেখে রুবা খুশি হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করলে দিনের পর দিন এখানে অবস্থান করা যায়। যে কোন ভালো হোটেলের মতো সকল সুব্যবস্থা বিদ্যমান। কুমো এসে আবার বাঁও করে তাকে নিবেদন করে, ম্যাদাম, তোমাদের জন্য সবরকম আয়োজন করে রাখা হয়েছে। কিছু দরকার হলেই আমাকে আদেশ করবে।

তার ভাঙা ইংরেজিতে দ-এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ করে রুবা কষ্টে হাসি সামলায়। সে বলে, মি. কুমো, এখানে দেখছি রান্নার ব্যবস্থাও আছে। কেউ কি রান্না করে?

ম্যাদাম, কেউ কেউ পিকনিক করে বৈকি? তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অন্য কাজে লিপ্ত থাকে।

কি কাজ?

কুমো মুখে কথা না বলে হেসে ফেলে এবং চোখ টিপে দেয়। একজন অপরিচিতা তরুণীকে চোখ টিপা যে ভদ্রতাবিগর্হিত এবং অন্যায় এটা বোধ হয় কুমোর বোধে আসে না। সে হাসতেই থাকে।

রুবা কঠিন হতে গিয়েও কি মনে করে সহজ হয়ে যায়। এদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নিজেদের মন-মানসিকতায় তার বিচার বিধেয় নয়। তাছাড়া, সে যা বলতে চেয়েছে সে কথা মুখে উচ্চারণ না করে চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া সহজতর। ভাষা সমস্যাও একটা অন্তরায়।

রুবা জিজ্ঞেস করে, কি আয়োজন আছে?

সব। চা, কফি, কেক, স্যান্দুইচ, ফল, কোক সব রয়েছে। তোমরা অন্য ড্রিঙ্ক কর না বলা হয়েছে। লাঞ্চের ব্যবস্থাও রয়েছে, যদি তোমরা চাও।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলব।

ম্যাদাম, এখন কিছু দেব?

www.pathagar.com

না, এখন কিছুর প্রয়োজন নেই। তোমরা লঞ্চ ছেড়ে দিতে পার।

কুমো বলে, এক মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি ম্যাদাম। মিস্তারকে কি ভিতরে পাঠিয়ে দেব?

রুবা দ্বিতীয়বার রাগ করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। হাসিমুখে বলে, সে নিজেই আসবে বা প্রয়োজন হলে আমি ডেকে নেব। তোমাকে ডাকতে হবে না। এখন আমিও বাইরে গিয়ে বসব।

সেটা খুবই ভালো হবে ম্যাদাম। তুমিও চলে আস। তোমাদেরকে একটি করে কোক দিই?

রুবা বলে, ধন্যবাদ। জাহাজ ছেড়ে দাও। তারপর গ্লাসে করে বাইরে কোক পরিবেশন করো, যদি তোমার অসুবিধা না-হয়।

না, না, অতি আনন্দের সঙ্গে দেব। তোমাদের সেবার জন্যই আমি নিয়োজিত। ধন্যবাদ। রুবা এসে রায়হানের সঙ্গে যোগ দেয়।

চমৎকার জাহাজ। সব ব্যবস্থা রয়েছে।

তোমার পরিদর্শন সমাপ্ত হল? বান্ধবীর পরমর্শ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা কি দেখলে?

রুবা তাকে চোখ পাকায়, ওসব বাসনা ছেড়ে দাও। শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মতো নৌবন্দর এবং সমুদ্রের শোভা পরিদর্শন কর।

নিরীহ কণ্ঠে রায়হান কুমোকে নকল করে নিবেদন করে, ম্যাদাম, তাই তো করার চেষ্টা করছি! কিন্তু অতিশয় সুন্দরী একজন বঙ্গ দেশীয় যুবতী যে বারবার আমার মনোযোগ বিনষ্ট করছে তার কি বিহিত?

যুবতী না তরুণী!

একই কথা। বাহ্যত মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ, ভেতরে সবই এক।

এই, আবার অসভ্যতা হচ্ছে! তোমাকে কেবিনে বন্ধ করে রাখা উচিত।

রায়হান উঠে দাঁড়ায়, তাই চল। অপরেশন থিয়েটার পূর্বাহ্নে দেখে রাখা ভালো। সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে। চাই কি এখনই যাত্রা শুরুর প্রারম্ভে সেটা উদ্বোধন করা যেতে পারে!

ততক্ষণে জাহাজ নোঙ্গর উত্তলন করে গতি সঞ্চার করেছে। ইঞ্জিনের শব্দ খুব

www.pathagar.com

একটা শোনা যাচ্ছে না। তারা চারদিকের বন্দরের কর্মব্যস্ততা অবলোকন করে। সাগরের দিক থেকে শীতল বাতাস ভেসে এসে তাদেরকে বেপথু করে দিচ্ছে। দু'জনেরই খুব ভালো লাগছে। গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৌযানটির দুলুনি তাদের আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

কুমো একটা ছোট ট্রেতে দু'গ্লাস কোক এনে টেবিলে স্থাপন করে। লেবু কেটে দেওয়া হয়েছে। কুমোর কর্মতৎপরতায় রুবা সন্তুষ্ট।

রায়হান মন্তব্য করে, এটা কি ম্যাদামের বদান্যতা, না এই বেটে বেটার সুবিবেচনা!

রুবা হাসিমুখে গ্লাস তুলে নিয়ে বলে, নোনা পানিতে ভ্রমণ শুরু করতে মিষ্টি পানীয়ের তুলনা নেই। এটা তোমার রুবার বিবেচনা। তবে লেবুর সংমিশ্রণ প্রশংসনীয়ভাবে কুমোর অবদান।

রায়হান কোক তুলে নিয়ে একটি লম্বা চুমুক দিয়ে বলে, যে আমার তৃষ্ণা নিবারণ করল অচিরেই তার দেহ-মনের যেন ক্ষুণ্ণীবৃত্তি হয় এই কামনা করছি।

রুবা সহাস্যে মন্তব্য করে, সমুদ্রের বাতাস খেয়ে সাহেবের খাই খাই যে বেড়ে গেল দেখছি!

প্রমোদতরী সিঙ্গা বেশ কিছুক্ষণ চলে মোহনা ছেড়ে সাগরের বহিঃপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন ঢেউয়ের আঘাত অধিকতর উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

দক্ষিণ চায়না সাগরের এ প্রান্তের অগাধ জলরাশির ফণা তোলা ঢেউর প্রতাপ, বাতাসের বিরামহীন সোঁ সোঁ শব্দ, উড্ডীয়মান গাং চিলদের আনাগোনা, সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর আসা-যাওয়া সব মিলিয়ে এক ভিন্ন পরিবেশ রুবা ও রায়হানের নৌ-বিহারকে আনন্দদায়ক করে তোলে।

রুবা বলে, কুমোকে বল, সমুদ্রের দিকে বেশি না গিয়ে বন্দরের তীরে তীরে চলতে। এদিকটাতে ঢেউ কিছুটা বেশি।

আমার কিন্তু এই নাগর দোলার ঢেউ ভালোই লাগছে। একবার ভিতরে চল না রুবা! দুই ঢেউর গুণগত আপেক্ষিকতা বিচার করে দেখা যাক।

রুবা ভাব করে যেন সে রায়হানের কথা শুনতেই পায়নি। নিজেই কুমোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে ডেকে এনে নৌযানের দিক পরিবর্তন করতে বলে দেয়।

www.pathagar.com

কুমো জিজ্ঞেস করে, ম্যাদাম, কিছু খাবার পরিবেশন করব?

না, প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে বলব। ধন্যবাদ।

কুমো বিদায় হলে রায়হান পুনরায় তার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

রুবা এবার হেসে ফেলে, তোমার কোন দিকে চোখ নেই।

বেশ, সমুদ্রের সুশীতল বায়ু সেবন করেও যদি তোমার কোন ক্ষুধার উদ্রেক না হয়ে থাকে তা হলে আমিইবা এত আগ্রহ প্রকাশ করছি কেন!

রুবা মুখ টিপে হাসে, খুব ভালো কথা। অতি ভোজন স্বাস্থ্যের জন্য হানিকারক। পরিপাক যন্ত্রেরও কিছুটা অবসরের প্রয়োজন!

কিন্তু রুবা, যে কোন যন্ত্রই সর্বদা ব্যবহারে না থাকলে অকেজো হয়ে পড়ে।

রুবা মুখে ওড়না গুঁজে দিয়ে হাসে, তোমার এ গুণের ঘাঁট নেই। এ বিষয়ে কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকলে তুমি নির্ঘাৎ পুরস্কৃত হবে।

তবেই ভেবে দেখ, এ ধরনের একটি প্রতিভাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখাটা মোটেই সুবিবেচনা প্রসূত নয়। চল না একবার রুবা! কেবিনটাও আমার দেখা হয়নি।

তুমি গিয়ে দেখে আসছ না কেন?

একা একা যাব!

কুমোকে পাঠিয়ে দেব?

রায়হান কপট গাম্ভীর্য মুখ ভরিয়ে তোলে, ঐ বেটেটাকে দিয়ে কি হবে? আমার যত দোষই থাক, সমগোত্রীয়দের প্রতি দুর্বলতার দোষ কেউ দিতে পারবে না। ঠিক আছে, তুমি সমুদ্র উপভোগ কর, আমি একাকী কেবিনের বিছানায় বিরহ যন্ত্রনা ভোগ করি।

সে উঠে ভিতরে চলে যায়। রুবা হাসতে থাকে।

একসময় কুমো এসে জানতে চায়, ম্যাদাম, আমি কি দুপুরের জন্য সামান্য লাঞ্চের আয়োজন করব? তোমরা তো কিছুই খেলে না। সাহেবকে তুমি কি একটু জিজ্ঞেস করবে, প্লিজ!

রুবা তাকে বলে, লাঞ্চের সময় হতে এখনও বিলম্ব আছে। দরকার হলে

www.pathagar.com

তোমাকে বলব। তুমি কি একবার সাহেবকে ডেকে দেবে?

অবশ্যই ম্যাদাম?

সে ফিরে এসে বলে, সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে! বলে কি! রায়হানের ঘুম এত দ্রুত আসে না। সে কুমোকে যেতে বলে। বেশ কিছুক্ষণ একা বসে থাকে। দীর্ঘক্ষণ একা ভালো লাগে না। কথা না বললেও কেউ পাশে না থাকলে কোন কিছু ভালোভাবে উপভোগ করা যায় না। রায়হান কি খুব ক্লান্ত! সমুদ্রে এসে ঘুমিয়ে পড়ল!

সে উঠে কেবিনে চলে আসে। রায়হান চোখের উপর একটি হাত রেখে নিদ্রিত বলেই মনে হয়। রুবা একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসে। তারপর কি মনে করে সামান্য হেসে রায়হাসের পাশে গা এলিয়ে দেয়।

রায়হান এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। সে রুবাকে তার দুই বাহুতে বেঁধে ফেলে।

ওমা, তুমি ঘুমোওনি! ঘাপটি মেরে পড়েছিলে?

না, তোমার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। এতে দেরি করলে তুমি! সমুদ্রের মাঝে তোমার বান্ধবী মারিয়ার সানুগ্রহে আয়োজিত এই নৌযানের অভ্যন্তরের এই সুন্দর কেবিনটির সমুদয় সুযোগ সুবিধাকে উপযুক্ত মর্যাদা না-দিলে বান্ধবীর মূল্যবান সুপরামর্শ অবহেলা করা হবে। সেটা কি তার প্রতি অন্যায় করার শামিল হবে না!

রুবার হাসি বন্ধ হয় না। সমুদ্রের ঢেউর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়।

একসময় রুবা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে, তোমার যদি শুধুমাত্র এসব করারই মতলব ছিল তা হলে হোটেলে থাকলেই ভালো হত। বেড়াতে আসা কেন?

তার চাইতে বলতে পার, সিঙ্গাপুরে আসার কি প্রয়োজন ছিল! ঢাকায় নিজেদের বাড়িতে রহমান জমিলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেই হত।

রুবা রাগ করে, এই, তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান হবে না? কাজের লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাচ্ছ?

ওটা একটা কথার কথা। আচ্ছা, আমরা বাইরে চলে আসায় ওদের মহা সুযোগ জুটেছে তাই না?

www.pathagar.com

তা বলতে পার, এখন আর কোন ফাই-ফরমাস খাটতে হচ্ছে না। দু'জন চুটিয়ে প্রেম করতে পারবে। ওদেরই সত্যিকারের মধুচন্দ্রিমা হচ্ছে। বিয়ের অব্যবহিত পরই লম্বা অবকাশ।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, কতদিন ধরে ওদের এসব চলছিল বলে তোমার মনে হয়?

বাদ দাও। চাকর চাকরানীর প্রেম নিয়ে গবেষণা অস্বাস্থ্যকর।

এসো তা হলে স্বাস্থ্য রক্ষার অবশ্যকরণীয় কাজটি আমরা আর একবার করি।

রুবা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে, এই খবরদার! এসব আর না। কথা না শুনলে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেব।

রায়হান বলে, সেক্ষেত্রে বিয়ের পূর্বেই তুমি বিধবা হবে।

রুবা অসম্বৃত বেশবাস নিয়ে বাথরুমে প্রবেশের উদ্যোগ করছিল। রায়হানের কথা শুনে সেই অবস্থাতেই ছুটে এসে তার মুখ চেপে ধরে। তার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে বলে, আর কোনদিন আমাকে এসব বলো না। ভাবলেও আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তুমি নাও, আমাকে যত খুশি নাও। আমি তোমাকে ব্যতীত আর কিছুই চাই না। আমার সবকিছু তোমারই জন্য। নাও, যতবার ইচ্ছা নাও। কিন্তু দোহাই তোমার এ ধরনের কথা আর মুখে এনো না।

রায়হান অবাক হয়ে যায়। সে পরিহাস করে বলেছে। সে কথাই যে রুবাকে এতটা বিচলিত করবে সে ভাবতে পারেনি।

রায়হান স্মিতমুখে রুবার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। রুবা তাকে সজোরে আঁকড়ে থাকে। একসময় রায়হান বলে, রুবা, আমার একটু কফির তৃষ্ণা পেয়েছে। কিছু খেতেও ইচ্ছা করছে। তুমি কুমোকে বলবে?

এতক্ষণে রুবা ধাতস্ত হয়। মানুষটার ক্ষুধা পেয়েছে, তৃষ্ণা পেয়েছে। সে তা বুঝতে পারেনি। সে অহেতুক হৃদয়াবেগে কষ্ট পাচ্ছে, তাকেও কষ্ট দিচ্ছে।

তুমি লাউঞ্জে গিয়ে বস। আমি টয়লেট থেকে চট করে এসেই সব ব্যবস্থা করছি। মাত্র দু'মিনিট।

সে বাথরুমে ঢুকে পড়ে।

তাকে শান্ত করার এই ফন্দি রায়হান ভালোই শিখেছে।

www.pathagar.com

রুবা কুমোর সহায়তায় লাউঞ্জের টেবিলে সব খাবার উপস্থিত করে। বলে. তোমার যেটা ভালো লাগে খাও। মি. কুমো, আমাদেরকে দু'কাপ কফি দেবে?

আনন্দের সঙ্গে ম্যাদাম।

আনন্দের সঙ্গে কথা দুটি বলা প্রায় তার মুদ্রা দোষ!

রায়হান অবশ্য একটা স্যান্ডুইচ ছাড়া কিছুই খায় না। তার মোটেই ক্ষুধা ছিল না। রুবাকে শান্ত করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য।

কি হল? বললে ক্ষুধা পেয়েছে, এখন যে কিছুই খাচ্ছ না!

এই তো খাচ্ছি, রায়হান তার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এত নিষ্পাপ, ভালোবাসায় এত কাতর কাউকে এ পর্যন্ত সে প্রত্যক্ষ করেনি। তার ঘটনা বহুল জীবনে রুবা একটা ব্যতিক্রম। সে এত কি পুণ্য করেছিল তার স্মরণে আসে না। তা না হলে রুবার মতো কাউকে লাভ করা তার সৌভাগ্য হবার কথা নয়।

রুবা মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ভাবছ?

ভাবছি, আমি অতি অভাগা হয়েও একটি ক্ষেত্রে অতিশয় ভাগ্যবান। তাই আল্লাহ্ তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বললে। আমার মতো ভাগ্যহীনা, পিতৃ-মাতৃহীনা, সহায়-সম্বলহীনা একটি মেয়েকে তুমি রাণীর মর্যাদা দিয়েছ। তুমি ছাড়া এই বিশ্বে আজ আর আমার কেউ নেই।

রুবা উঠে এসে রায়হানের মাথাটি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। রায়হান অবাক হয়। খোলামেলা পরিবেশে রুবা কখনও এমন করে না। এখানে অবশ্য দেখার কেউ নেই, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে কুমো চলে আসা অসম্ভব নয়। সে এক হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে রাখে।

রুবা বলে, চল কেবিনে যাই।

রায়হান কিছুটা বিস্মিত। সামান্য উদ্বিগ্নও। রুবার এই ভাবান্তর লক্ষণীয়।

সে কোন কথা না বলে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেই কেবিনে নিয়ে যায়।

রুবা তাকে সযত্নে শুইয়ে দেয়, তুমি একটু বিশ্রাম কর।

www.pathagar.com

আমি তো সর্বক্ষণই বিশ্রামের মধ্যে আছি।

না, একটু শোও। আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিই।

রায়হান সহাস্যে বলে, রুবা, জানোই তো, মানুষ বসতে পেলে শুতে চায়। হাত বুলিয়েই যখন দেবে, একটু জোরে জোরে দিও। কতদিন তোমার সুকোমল হস্তের সেবা ভোগ করি না!

রুবা হাসিমুখে উত্তর করে, এত ভনিতা করছ কেন? শরীর টিপে দিলে তোমার যদি ভালো লাগে, আমাকে বলবে। আমি অবশ্যই তা করে দেব। তোমার কাজে ব্যস্ত থাকতে আমার ভালো লাগে।

রায়হান আরামে চোখ বুজে থাকে। রুবা একমনে তার শরীর টিপে দিচ্ছে। কখন রায়হানের একটু তন্দ্রায় মতো হয়েছে। একসময় টের পায় রুবা তার পায়ে মুখ ঘষছে এবং তার দুই পায়ে অজস্র চুমো খাচ্ছে। রুবার ধারণা সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রায়হান হঠাৎ উঠে পড়ে, এসব কি হচ্ছে রুবা! তোমার স্থান ওখানে নয়, তোমার স্থান এখানে।

সে দুই হাত বাড়িয়ে দেয়। রুবা উঠে এসে তার বক্ষে আশ্রয় নেয়। রুবার দুই চোখে অশ্রুর রেখা।

তুমি কাঁদছিলে? কিন্তু কেন? এত আনন্দ মিলনের মাঝে বিষাদ কেন রুবা?

সে কথা বলে না। চুপ করে রায়হানের বুকে পড়ে থাকে। একসময় বলে, তুমি আমাকে একটু আদর কর।

বুকের মাঝে আছ, আর কি আদর করব? তোমার কী হয়েছে রুবা?

কিছু হয়নি। এখন তুমি আমাকে আর একবার নাও।

রায়হান আরও অবাক। এটা রুবার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে নিজে থেকে কখনও দেহ-মিলনের প্রস্তাব দেয় না। কখনও তার খুব ইচ্ছা হলে সে রায়হানকে আঁকড়ে ধরে হাসতে থাকে।

আজ তার কি হল! সে মুখ ফুটে নিজেই প্রস্তাব করছে! রায়হান সেদিকে অগ্রসর না হয়ে তার মুখটি নিজের চোখের সম্মুখে নিয়ে আসে। অজস্র চুম্বনে রুবার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলকে ভরিয়ে তোলে। তাকে দুই হাতের শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখে।

রুবা আবারও বলে, এখন তুমি আমাকে একবার নাও।

www.pathagar.com

তোমার কী হয়েছে রুবা? তুমি তো কখনওই মুখে এসব উচ্চারণ কর না! বিষয় কি?

রুবা মুখ তুলে ধীরে ধীরে বলে, তখন থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তুমি ছাড়া আমি বাঁচব কি করে! তুমি নেই, পৃথিবীর কোথাও নেই, একথা ভেবে আমি পাগল হবার উপক্রম। আমি সে পরিস্থিতি কল্পনাও করতে পারি না। তুমি আর কোনদিন এ ধরনের কথা বলে আমাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিও না। তোমার অবর্তমান আমি সহ্য করতে পারব না। জানো না, দুনিয়াতে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তোমাকে হারাবার চিন্তা উদয় হলে আমার মতিভ্রম উপস্থিত হয়।

রায়হান বলে, রুবা, একথা পূর্বেই একবার হয়ে গেছে। বিশ্বের সবকিছুর নিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তা যার সহায় তার আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া যার আমি রয়েছে তার সব রয়েছে ভেবে দেখ আমারও তেমন কেউ নেই। এই পৃথিবীতে আমরা দু'জন ছাড়া দু'জনের গতি নেই। সিঙ্গাপুরের সমুদ্র বন্দরে নৌভ্রমণে এসে কথাটা যত গভীরভাব উপলব্ধি করেছি, এমন আর কোনদিন করিনি।

রুবা আবার কাতর আবেদন জানায়, তুমি আমাকে এখন একবার নাও।

রায়হান দৃঢ়তার সাথে বলে না, আমি ওসব একটু বেশিই কামনা করি। কোন দিনই সেসবের অভাব বোধ করিনি। কিন্তু তুমি শুধুই সেজন্য নও। তুমি কেবল আমার দেহেরই তৃপ্তি নও, তুমি আমার আত্মারও শান্তি। দৈহিকভাবে তোমাকে যতটা কামনা করি, আমার সর্বসত্তা তোমাকে ততটাই ভালোবাসে। তোমার দেহ মনের সবটুকুই আমার কাম্য।

আমি সেটা ভালোই জানি। কিন্তু আমার এখন মন চাইছে তুমি টাল বাহানা করছ কেন?

রায়হান তাকে সামনে বসিয়ে দিয়ে বলে, না আমি বুঝতে পেরেছি, আমার একটা কথায় তোমার মনে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একটা নিদারুণ নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় তুমি জর্জরিত হয়েই বারংবার এটা কামনা করছ। আমি তোমাকে কম চিনি না রুবা। তুমি নির্ভয়ে থাক। আল্লাহ্ চাহে তো রায়হানের জীবনবসান হওয়ার বহু পূর্বেই সে তোমার সর্ববিধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাকা করে যাবে।

আবার এসব কথা! যাও তোমার সঙ্গে কথা নেই! আড়ি!

www.pathagar.com

রুবা রাগ করে উঠে বাইরে চলে যায়। লাউঞ্জে গিয়ে দেখে কুমো সেখানে দাঁড়িয়ে। সে পুর্ববৎ চোখ টিপে দেয়। লোকটার কি এটাও একটা মুদ্রাদোষ! না কি সে ভয়ানক ভণ্ড! রুবা বুঝে উঠতে পারে না।

কি মি. কুমো?

সে বিনয়ের সঙ্গে বলে, জানতে চাচ্ছিলাম লাঞ্চের ব্যবস্থা করব কি না।

না, তার ব্যবস্থা করতে হবে না। তোমরা ধীরে সুস্থে তোমাদের জেটিতে প্রত্যাবর্তন করতে পার। আমাদের নৌ-ভ্রমণ শেষ হয়েছে। খুব উপভোগ করলাম। তোমাদের সকলকেই অনেক ধন্যবাদ।

ম্যাদাম, তুমি খুব ভালো লেদি। তোমরা সারাদিন থাকলে আমরা আরও খুশি হব। তুমি মিস্তারকে নিয়ে আনন্দ কর। জাহাজে সকলেই তা করে।

রুবা এই শেষবারের মতো চিন্তা করে সে রাগ করবে কিনা। এবারও সিদ্ধান্ত নেয়, এই অর্বাচীনের কথায় মনোক্ষুণ্ন হয়ে লাভ নেই। তাছাড়া সে বোধ হয় সঠিকই বলেছে। একটু পূর্বে সেও তার স্বভাব বিরুদ্ধ দেহ মিলন কামনা করছিল। চিন্তা করেই তার চোখে মুখে এক ঝলক রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। সে সেটা এড়াবার জন্যই কুমোকে রেখে পুনরায় কেবিনে প্রবেশ করে। রায়হান ঊর্ধ্বমুখে কি সব চিন্তায় ডুবে আছে।

রুবা তার স্বভাব সুলভ কণ্ঠে বলে, তোমার কুমো বেটা হয় নিরেট বোকা, না হয় বদের হদ্দ।

কেন, কেন?

সে আমাকে পরিষ্কার পরামর্শ দিচ্ছে দিনভর যেন মিস্তারকে নিয়ে মজে থাকি।

রায়হান হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে।

তুমি হাসছ!

তা হলে কি করব! তুমি বিশ্বাস না করলেও এটাই সত্য। সকলকে দেখে সে এ কথাই ধরে নিয়েছে, সমুদ্রের দুলুনির মধ্যে আমরাও দোদুল দোলায় দুলব।

রুবা আবারও লজ্জা পায়, যাও তোমার যত আবোল তাবোল বকুনি। আমি জাহাজ ঘাটে নিতে বলেছি। আমাদের নৌ-ভ্রমণের পরিসমাপ্তি।

www.pathagar.com

যেমন আপনার অভিমত ম্যাদাম।

সিঙ্গা ঘাটে ভিড়লে তারা আর একবার কুমো ও পেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে আসে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, ওদেরকে টিপস্ দেওয়াটা কি সত্যিই অন্যায় হবে?

সত্যি মিথ্যা জানি না। মি. জিমি যেভাবে বারণ করেছে, আমাদের অন্যথা করা সমীচীন হবে না।

জেটি থেকে হেঁটে বাইরে এসে তারা একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলে চলে আসে। উপরে না উঠে খানা-কামরায় ঢুকে তারা লাঞ্চ সেরে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে।

ঘরে ঢুকেই রুবা রায়হানকে নিজের থেকে জড়িয়ে ধরে। যা সে কখনও সাধারণত করে না, দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে নিজেই অনেক চুমো খায়।

বিষয় কি? আজ যে এত সমাদর!

আমার খুব ইচ্ছা করছে। বিষয় কিছুই নয়। তুমি তার অন্য অর্থ করো না।

বেশ করব না। তবে কারণটা জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কারণ কিছুই নয়। তুমি আমার সকল সাধ আহ্লাদ পূরণ করেছ, তোমাকে একটু আদর করতে পারি না!

রায়হান হাসে, একশ বার পার। আমি বলি কি, এতে আর ক্ষান্ত দিয়ে লাভ নেই। অনন্তকাল ধরে চললেও আমার আপত্তি হবে না।

রুবা তাকে ধাক্কা দিয়ে সোফায় ফেলে দেয়, যাও, তোমাকে আদর করতে আমার বয়ে গেছে!

সে হাসতে হাসতে ভিতরের ঘরে চলে যায়। সে গোসল করবে, কাপড় পাল্টাবে। তার অনেক কাজ। রায়হান টেলিভিশন খুলে তাতে মনোনিবেশ করে।

এখন শুরু কর।

কি?

www.pathagar.com

তোমার প্রেম কাহিনী।

কাহিনী হতে পারে, কিন্তু প্রেম নৈব নৈব চ।

সেটা আমি বুঝব। তোমার কাজ বিবৃত করা, আমার দায়িত্ব প্রণিধান করা।

পাশাপাশি আধশোয়া অবস্থায় তারা ভেতরের ঘরে কথা বলছিল। বাহির থেকে ঘুরে এসে এখন তারা বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন।

না রুবা, সিঙ্গাপুরে নয়। এখানে নিবিচ্ছিন্ন প্রমোদের মাঝে কালাতিপাত করতে চাই। তবে তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পুরণ করব। ঢাকায় গিয়ে বলব।

রুবা তার অভ্যাসমতে রায়হানের বুকে আঁকিবুঁকি কাটছিল। সে বলে, সব তোমার বাহানা। ভেবেছ, সব জেনে ফেললে রুবার খুব মনোকষ্ট হবে, তাই যতক্ষণ না বলে পারা যায়। তাই না?

রায়হান হাসিমুখেই জবাব দেয়, তুমি নিঃসন্দেহে অতিশয় বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুটা বেশি বুঝে ফেলেছ।

ঘোড়ার ডিম। এখানে বোঝাবুঝির কোন বিষয় নেই। তোমাকে বুঝতে জানতে রুবার আর বাকি নেই। ভুলো না, বয়স যা-ই হোক না কেন, সেও একজন নারী।

রায়হান ঠাট্টা করে, তাই নাকি! দেখি, দেখি কোথায় কোথায় তোমার নারীত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে!

রায়হানের একটি হাত সেসব আবিষ্কারে লিপ্ত হয়। রুবা সেই হাতটিকে নিজ হাতে নিয়ে খুব শাসন করে।

এসব বোলচালে ভবি ভোলবার নয়। তুমি শুরু করবে কিনা বল?

যদি না করি?

অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট। রায়হান মজা করে বলে, তোমার এসব বুজরুকি আর চলবে না। সাউথ চায়না সাগরে মি. জিমির পিতৃব্যের প্রমোদতরী সিঙ্গায় যে বালিকাটি বারংবার নিজেকে নিবেদন করেছিল সে আমার মোটেই অপরিচিতা নয়।

রুবা লাল হয়ে গিয়ে তাকে জিব বের করে ভেঙ্গচি কাটে। বলে, ওখানে কোন বালিকা ছিল না। একজন পরিপূর্ণ নারী সাগরে নৌ-ভ্রমণে গিয়ে প্রমোদতরীতে

www.pathagar.com

প্রিয় পুরুষটিকে কিঞ্চিত সঙ্গ দান করেছে। একসময় মনের বাসনা নিঃসংশয়ে প্রকাশ করেছে, পেটে ক্ষুধা নিয়ে নিশ্চুপ থাকেনি। সকল শাস্ত্রের বিচারেই সে সুবিবেচনা প্রসূত কাজ করেছে। তা নিয়ে অহেতুক ধূম্রজাল সৃষ্টি কোন কাজের কথা নয়।

রায়হান রুবার বাকচাতুর্যে বিস্ময় বোধ করে।

মানতেই হবে, বিদেশ ভ্রমণে এসে রুবার অনেক উন্নতি হয়েছে।

সে বলে, তোমাকে চূড়ান্ত কথা দিলাম, ঢাকায় ফিরে গিয়ে একে-এক সব খুলে বলব। আর কোন অজুহাত সৃষ্টি করব না।

সত্যি?

একেবারে খাঁটি সত্যি।

রুবা রায়হানের বুকে মাথা রেখে সেভাবেই পড়ে তাকে। রায়হান তার নিবিড় কেশরাশির মধ্যে হাত সঞ্চালিত করে। রুবার মাথায় প্রচুর চুল। অস্বাভাবিক লম্বা সে চুলকেই বোধ হয় আজানুলম্বিত বলা হয়ে থাকে। রুবা এত চুলের যন্ত্রনায় মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, চুল কেটে ছোট করবে বা বব করবে। কিন্তু রায়হানের ঘোরতর আপত্তির মুখে পেরে ওঠে না। তার প্রিয় দুটি জিনিসের মধ্যে এই সুদীর্ঘ কেশরাশি অন্যতম। সুযোগ পেলেই সে রুবার চুলের অরণ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দেয়, কখনও মুখ ঢুকিয়ে দেয়। রুবার চুল নিয়ে খেলা করতে সে ভালোবাসে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, আজ প্রোগ্রাম কি?

তুমি বল।

আমি কি জানি যে বলব? তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, যা করবে তাই হবে।

তুমি বল তোমার আর কি আগ্রহ রয়েছে। কাল সকালে তোমার জরুরি কয়েকটি জিনিস কিনব। ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একদিন শুধু মাত্র মার্কেটিং এর জন্য বরাদ্দ থাকবে।

কেন? কি এত কেনার আছে।

রায়হান তার নাকটা ধরে টেনে দিয়ে বলে, আছে। হার ম্যাজিষ্টিকে সালাতে হবে না! এখানে মনের মত জিনিস পাওয়া যায়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যা যা

www.pathagar.com

প্রয়োজন এখানে সবই এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাওয়া যাবে।

আমার সবই আছে, কিছুই প্রয়োজন নেই।

তোমার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমার আছে।

রুবা অবাক হয়, তোমারও কোন জিনিসের অভাব আমি দেখিনি। আবার কি দরকার পড়ল?

রায়হান হাসে, আমার নিজের জন্য নয়, একটি মেয়েকে ভালোবাসি, তাকে ইচ্ছা মতো সাজাতে ইচ্ছা করছে। সে জন্যই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

রুবা অন্তরে যারপরনাই তুষ্ট হলেও মুখে তা প্রকাশ করে না। বরং বিরূপতা প্রকাশ করে বলে, অনর্থক অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীতা দেখছি না। তুমি তাকে সবই দিয়েছ। আর কিছু দরকার নেই।

রায়হান তার নিজস্ব পদ্ধতিতে রুবার মুখ বন্ধ করে দেয়, এই মেয়ে, তুমি হিংসা করছ কেন, আমার বউকে আমি যেভাবে খুশি সাজাব, তোমার তাতে কি?

তোমার যা খুশি কর গিয়ে। আমি বলবার কে!

কপট অভিমান রুবাও করতে জানে।

দু'জন একসঙ্গে হেসে ওঠে।

রায়হান বলে, উঠে তৈরি হও। বিকেল হয়ে এল, তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। তোমার ভালো লাগবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আজ তোমাকে সি ফুড রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব। সেখানে বড় চিংড়ির কাবাব পাবে। আমর খুবই প্রিয়।

তা হলে আমারও ভালো লাগবে। এসব তোমার কাছ থেকেই খেতে শিখেছি।

আগে খেয়ে দেখ, পরে সার্টিফিকেট দিও।

অপরাহ্নে তারা ট্যাক্সি নিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে এয়ারপোর্টের সন্নিকটে একটা স্থানে এসে নেমে পড়ে। সাগরের তীর ঘেঁষে পার্ক তৈরি করা হয়েছে। কত রকমের গাছ গাছালি রোপণ করা হয়েছে। সব সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধভাবে বেড়ে উঠেছে। দেখেই বুঝা যায় এ সবের রক্ষণাবেক্ষণের পশ্চাতে প্রভূত শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। পার্কের বাইরে সমুদ্রের পার ঘেঁষে একটা স্থানকে অনেকে ইয়থ কর্নার নাম দিয়েছো তরুন-তরুনীদেরই বেশী সমাগম সেখানে। জোড়ায় জোড়ায়

www.pathagar.com

যুবক যুবতী বিভিন্ন স্থানে নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন। ঢাকার মতো ফেরিওয়ালাদের উৎপাত সেখানেও পরিলক্ষিত। রুবা ও রায়হান তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে পার হয়। ছেলে মেয়েদের ভাব ভালোবাসার অন্ত না থাকলেও তাদের মধ্যে সে ধরনের কোন বোলাল্লাপনা চোখে পড়ে না। একদিকে একটি নেট টানিয়ে কিছু যুবক-যুবতী ভলিবল খেলছে। খেলার চাইতে হাসি, আনন্দ ও হৈচৈ বেশি। রুবা রায়হান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে। তাদের ভালো লাগে। রুবা রায়হানের একটি হাত ধরে আছে।

একটি ছেলে এসে রুবাকে আবেদন জানায়, লাইক টুপ্লে? খেলতে চাও? রুবা হাসিমুখে উত্তর করে, না ধন্যবাদ। তোমারা খেল। আমরা দেখছি।

একটি স্বল্পবাসনা স্বাস্থ্যবতী মেয়ে এসে রায়হানকে সম্বোধন করে বলে, হ্যালো হ্যান্ডসাম, কাম অন, জয়েন আস।

মেয়েটি দির্ঘাঙ্গীনী এবং অপেক্ষাকৃত সুন্দরী। রায়হান তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, আমরা একটু ভ্রমণে বেড়িয়েছি। তোমরা খেল।

হাঁটতে হাঁটতে রুবা তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।

হাসির কি হল?

আহা, জানে না যেন! মেয়েটির তোমাকে পছন্দ হয়েছে। হ্যান্ডসাম বলে সম্বোধন করেছে, ভাব জমাতে চেয়েছিল। তা, তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তুমি সত্যিই হ্যান্ডসাম।

বলছ?

অবশ্যই বলছি।

আর ছেলেটি যে এসে তোমাকে খেলতে আহ্বান করল তার কি?

কিছুই নয়। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রতা করেছে।

রায়হান টিপ্পনী কাটে, ছেলেটি ভদ্রতা করেছে, মেয়েটি কি অন্য কিছু করেছে?

রুবা বলে, যা-ই বল বাপু, তোমাকে একা ছাড়া যাবে না। তুমি মেয়েদের চোখে খুবই আকর্ষণীয়। তোমার খেলোয়ারসুলভ দেহের প্রতি দৃষ্টি না পড়ে যায় না।

রায়হান হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, শুরু হয়ে গেল? সেই শাশ্বত ঈর্ষাপরায়না

www.pathagar.com

নারী। নিজের বেলায় সব স্বাভাবিক, আমার ক্ষেত্রেই যত নকড়াবাজী।

রুবা অন্য কথা বলে, যা-ই বল, এখানকার মেয়েগুলি কিন্তু তেমন সুন্দরী নয়। মিস মারিয়া এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তার যেমন দেহ-বল্লরী তেমন সে কমনীয়া। মি. জিমির পছন্দ আছে।

তা আছে। তবে আমার পছন্দের সঙ্গে তুলনা হয় না। এমন মেয়েটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

রায়হান তাকে আদরে জড়িয়ে ধরে।

রুবা হাসতে হাসতেই বলে, অনর্থক গ্যাস দিয়ে লাভ নেই। ছেলেটা আমাকে সুন্দরী বলেনি, মেয়েটাই তোমাকে 'ওগো সুন্দর' বলে ডেকেছিল!

রায়হান হা হা করে হাসে।

রুবা হাতে চাপা দিয়ে তার হাসি থামিয়ে দেয়, আহ্ করছ কি! লোকে কি মনে করবে?

আমরা হাসলেই দোষ! ওরা যে এত কিছু করছে?

ভুলে যেও না, এটা ওদের দেশ। আমরা এখানে প্রবাসী।

পর্যটকদের জন্যই বরং বিধি-নিষেধের শিথিলতা থাকার কথা।

রুবা বলে, চল পার্কে গিয়ে সমুদ্রের পাড়ে বসি। সিমেন্টের অনেক আসন বানিয়ে রেখেছে দেখলাম। কিন্তু কেউ বসছে না। বসে না কেন?

ওদের বসার সময় নেই। কত কি আনন্দের আয়োজন চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বুড়ো বুড়িরা ছাড়া বসে থাকার লোক পাওয়া যাবে না।

চল, আমরা বসব। যদিও বুড়ো হতে আমাদের অনেক দেরি।

তোমার নিশ্চয়ই অনেক দেরি আছে, কিন্তু আমার নেই।

রুবা তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে নেয়, আহা রে, এই বুড়াটাকেই মেয়েরা কত ডাকাডাকি করছে!

রায়হান বলে, কথাটা আর ভুলতে পারছ না, তাই না।

না গো! আমার বরং ভালো লেগেছে। আমার মানুষটা যে অন্যের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় সেটা আমার জন্য গর্বের বিষয় বৈকি! কাল থেকে তোমার কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে দেব যাতে কারো নজর না লাগে।

রায়হান তার চুল ধরে টানতে যায়। সে হেসে দৌড়ে অনেকটা দূরে সরে যায়। ভালোলাগা, ভালোবাসার এক নিবিড় আনন্দানুভূতি তাদের দু'জনকেও গভীরভাবে আবিষ্ট করে রেখেছে।

খানিকটা এগিয়ে তারা পার্কের বাঁধান আসনে গিয়ে বসে। একদিকে সমুদ্রের উথাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে, অন্যদিকে এয়ারপোর্ট সন্নিকটে বিধায় ঘন ঘন এক একটি বিশালাকায় এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে।

রুবা বলে, দেখ, দেখ, কত নাড়িকেল পড়ে আছে। এরা কি নাড়িকেল খায় না?

কত খাবে। লক্ষ করে দেখ অসংখ্য নাড়িকেল গাছ। আর ফলেরও অভাব নেই।

রুবার অবাক লাগে শত শত ঝুনো নাড়িকেল পড়ে আছে, তুলে নেবার লোক নেই। রাতে মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে সেসব আবর্জনা হিসাবে সরিয়ে নিয়ে যায়।

রুবা বলে, তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুই? কেউ কি কিছু মনে করবে?

পাগল! মনে করার কি আছে! তাছাড়া তুমি লোক দেখছ কোথায়! শুধুই কোলে মাথা রেখে শোবে? মন চাইলে অন্য কিছুও করতে পার। কেউ তোমাকে দেখতে আসছে না।

ধ্যাৎ, তোমার কেবল বাজে কথা। তুমি ঠিকই বলেছ। শুনেছিলাম এটা একটা পুলিশী রাজ্য। কিন্তু পুলিশ কোথাও দেখলাম না।

এটাই পুলিশের বাহাদুরি। তারা আছে, প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছে। একটা অপরাধ সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দেখতে পাবে। সিঙ্গাপুর একটি প্রায় অপরাধমুক্ত, নিরাপদ এবং সুশাসিত রাষ্ট্র।

রুবা শুয়ে পড়ে। বলে, রাষ্ট্র না বলে একটা শহর বলাই সমীচীন।

তা যা বলেছ। তবে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সবল। এয়ারপোর্ট এবং সি-পোর্ট দুটোই প্রায় এক যুগ ধরে পৃথিবীর মধ্যে ব্যস্ততম। পানি ছাড়া প্রায় সবকিছুই আমদানী নির্ভর। তারপরও এদের মাথাপিছু গড় আয় যথেষ্ট। সরকারের কোষাগারে এত অর্থ জমেছে যে, একবার নাকি দেশের সকল ব্যাংক

www.pathagar.com

একাউন্টধারীদেরকে সরকাররের পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়।

বল কি! এ যে প্রায় অবিশ্বাস্য! সরকার কি কল্পতরু!

আমারও তাই মনে হয়েছে। নতুন সব এলাকায় শহর যেভাবে গড়ে উঠেছে অচিরেই এক বিশেষ এলাকা হাই-রাইজ বিল্ডিং এর কারনে আমেরিকার কোন বড় শহরের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হবে। এখানকার চিকিৎসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই উন্নত। আমাদের দেশের অর্থবানেরা চিকিৎসার জন্য এখানে চলে আসে।

রুবা চুপচাপ তার কথা শোনে। রায়হান এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে রুবার একটি কান আলতো করে কামড়ে ধরে।

রুবা ধরপর করে উঠে বসে, এই, তোমাকে নির্ঘাত পুলিশে ধরবে। তুমি একটি তরুণীর কর্ণ দংশন করেছ।

রায়হান তাকে আবার শুইয়ে দেয়। এবার তার আক্রমণস্থল অন্যত্র। বলে, পুলিশে ধরলে বলব, আমার কোন দোষ নেই। আপনারাই বলুন, এমন তরতাজা, এমন পূর্ণ বিকশিত একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী যদি ক্রোড়ে মাথা রেখে অনিবার্যভাবে তার অমোঘ মোহ বিস্তার করতে থাকে, তা হলে এমন রক্ত-মাংসের মানুষ কে আছে যার সামান্য মতিভ্রম ঘটবে না! আপনারাও পুরুষ। আপনারাই বিচার করুন।

রুবা খিল খিল করে হেসে ওঠে। বলে, পুলিশ আসার পূর্বে তোমার মাথায় সমুদ্রের কিছু পানি ঢালা আবশ্যক।

তারপরই বলে, কিন্তু যা-ই বল, জায়গাটা অতি মনোরম। আমরা সম্ভব হলে প্রতিদিন একবার করে আসব।

রায়হান বলে, আমার মাথায় অন্য একটা প্ল্যান এসেছে। তোমাকে যদি এই সিঙ্গাপুরের কলেজে ভর্তি করে দিই কেমন হয়? একটা ছোট এপার্টমেন্ট কেনা যেতে পারে, ভাড়াও নেওয়া যায়। আমি মাঝে মাঝে চলে এলাম।

রুবা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকে, নাহ, এবার মনে হচ্ছে, সত্যিই তোমার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়েছে। মাথায় পানি ঢালা প্রয়োজন। কি উর্বর চিন্তা! উনি থাকবেন ঢাকায়, আমি এখানে বিদ্যাদিগ্‌গজ হব। বলিহারি তোমার কল্পনা শক্তি!

www.pathagar.com

রায়হান দেখে তার প্রস্তাবটা কেবল মাঠেই মারা যায়নি, ওটা গভীর সমুদ্রের অথৈ জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

চল, চল, সাগরের হাওয়ায় আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। তাছাড়া আর একজন যেভাবে নাক কান অধর খাওয়ার উপক্রম করছে তাতে সবকিছু অক্ষত থাকা অবস্থাতেই তোমার সি ফুড রেস্তোরাঁয় যাওয়া ভালো।

রায়হান অতি ভালো মানুষের মতো নিবেদন করে, আহা উঠছ কেন, ওগুলো না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, কিন্তু এমন অনেক কিছুই তো রয়েছে যা সর্বদা ঢাকা থাকে। অন্যের দৃষ্টিতে পড়ার সুযোগ নেই। এখন অগত্যা না হয় সেসবই সামান্য এস্তেমাল করা যাক!

রুবা চোখ পাকায়, তুমি উঠবে, না পুলিশ ডাকব! বলব, এই ভদ্রলোক একটি নিরীহ বালিকাকে অভুক্ত রেখে নানাভাবে উত্যক্ত করছে। অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করে সি-ফুড রেস্টুরেন্টে প্রেরনা করা হোক।

রায়হান উঠে পড়ে, চল, কিছুই যখন খেতে দেবে না, অগত্যা কিছু নিরীহ সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ করেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করি।

তারা হাঁটা পথেই যাত্রা করে। রায়হান বলেছে, আধ মাইলের বেশি হবে না। হেঁটে গেলে ক্ষুধাটিও ভালো জমবে।

পরপর অনেকগুলো রেস্তোরাঁ এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। শহরের এক প্রান্তে নিরালা অঞ্চলে সমুদ্রের পারে একসঙ্গে এতগুলি রেস্টুরেন্ট কি করে ব্যবসা করে রুবা বুঝে পায় না। সে রায়হানকে বিষয়টি জিজ্ঞেসটি করতে সে বলে, প্রথম দিন তোমার মতো আমারও একই প্রশ্ন মনে হয়েছিল। পরে দেখি, খাদ্যরসিক সিঙ্গাপুরের লোকেরা গাড়ি নিয়ে দলে দলে এদিকে চলে আসে। জানো তো, ছেলে বুড়ো সকলেরই গাড়ি আছে। স্থানটা সামুদ্রিক খাদ্যের একটা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পেছনে মস্ত এলাকা জুড়ে গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা। ভেতরে ঢু মারলেই দেখতে পাবে প্রায় রেস্টুরেন্ট জনাকীর্ণ।

বাস্তবেও তা প্রত্যক্ষ করা যায়। রায়হান তার পছন্দের দোকানটিতে রুবাকে নিয়ে যায়। দু'জনের একটি টেবিল পেতেও কষ্ট হয় না। রেস্টুরেন্ট জম-জমাট।

একজন ওয়েটার রায়হানের পরিচিত। সে এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং জানতে চায় পানীয় কি দেবে।

www.pathagar.com

রায়হান বলে, বান্ধবীকে নিয়ে এসেছি। সে কোন হার্ড ড্রিঙ্ক করতে দেবে না। কোক দাও। আজ তোমাদের দোকানের সর্বোত্তম খাবার পরিবেশন করবে। আমি বড় মুখ করে ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছি। অপদস্থ যেন না হই।

ওয়েটার রুবাকে দ্বিতীয়বার বাও করে, গুড-ইভিনিং ম্যাডাম। আপনি আসায় খুশি হলাম। আপনারা মেনু দেখে অর্ডার ঠিক করুন। পানীয় পাঠাচ্ছি।

রায়হান তাকে বলে, তোমাদের সেই স্পেশাল রকপ্রণ আছে না? বেশ করে ঝাল মশলা দিয়ে সেটা তৈরি করে এনো দু'জনের জন্য। সঙ্গে সাধারণত যা যা দিয়ে থাক সব অবশ্যই থাকবে।

আজ খুব ভালো ক্র্যাব আছে। একটা ক্র্যাব মিটের প্রিপারেশন দেব স্যার?

বেশ দাও।

ওয়েটার বিদায় হলে রুবা প্রশ্ন করে, তুমি কাঁকড়ার অর্ডার দিলে?

হ্যাঁ দিলাম।

তুমি এসব খাও?

হ্যাঁ, খাই। চিংড়ি যা কাঁকড়াও তা। কোন পার্থক্য নেই। খেয়ে দেখ ক্র্যাব মিট অতি উপাদেয়। এরা রাঁধেও ভালো।

রুবা নাক কুঁচকায়, আমি কখনওই খাব না। তুমিও খেতে পারবে না। ওটার অর্ডার ক্যানসেল কর।

রায়হান দেখে রুবার চোখে মুখে এক ধরনের দৃঢ়তা বিরাজ করছে। সে ওয়েটারকে ইশারায় ঢেকে এনে ক্র্যাব মিটের অর্ডার বাতিল করে।

তাতে কোন অসুবিধা হয় না। বড় আইটেমের সঙ্গে অন্যান্য খাদ্য অনেক কিছুই চলে আসে। প্রথমেই কোফতা জাতীয় ছোট ছোট ফিশ কেক আসে। ঝাল-মিষ্টি, কিন্তু খেতে বড়ই সুস্বাদু। তারপর জলন্ত চুল্লির মাঝে বসানো পাত্রে স্যুপ আসে। সঙ্গে ফিস্ ফিঙ্গার। দেখ মনে হয় পটেটো ফ্রাই। স্যুপও চিংড়ির। মাশরুম এবং অন্যান্য ভেজিটেবল সহযোগে চমৎকার স্বাদের। প্রত্যেকটি খাবারই মুখরোচক। রুবা হৃষ্টচিত্তে আহার করে। সেটা লক্ষ করে রায়হান বলে, এসব খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করো না। আসল খাবার এখনও বাকি।

রুবা বলে, কিন্তু আমার এসবও বেশ ভালো লাগছে।

www.pathagar.com

ঠিক আছে, খাও কিন্তু পেটে খানিকটা স্থান রেখে দিও রকপ্রণের জন্য।

প্রণ তো বুঝলাম। রকপ্রণটা কি?

সমুদ্রের গভীরে পাথরের মধ্যে বাস বলে এদেরকে রকপ্রণ বলা হয়। এদের খোলসগুলোও প্রায় পাথরের মতোই শক্ত।

খেতে কেমন?

এক্ষুণি আসছে। নিজেই খেয়ে দেখ।

বলতে বলতেই দুইটি বেশ বড় সাইজের পাথরের বারকোষে নানা প্রকারের মশলা ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদিতে সজ্জিত হয়ে দুটি কালচে রঙয়ের জাম্বো সাইজের চিংড়ি উপস্থিত করা হয়। বারকোস থেকে ধোঁয়া উঠছে। দেখেই বুঝা যায় এই মাত্র চুল্লি থেকে নামিয়ে টেবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। রুবা সেদিক তাকিয়েই আছে। বিশালাকৃতি চিংড়ি দেখে সে তাজ্জব বনে যায়। চিংড়ি এত বড় হয়! আশ্চর্য!

রায়হান বলে, আজকেরটা খুব বৃহৎ আকারের নয়। এত চাইতেও বড় হয়। একজনে একটা খেতে পারে না।

এটা খাব কি করে? তাছাড়া এত শক্ত খোলস ভেদ করে এর ভিতরে মসলা নিশ্চয়ই পৌঁছেনি। খেতে কেমন হবে কে জানে!

রায়হান হাসে, আগে খাও, তারপর মন্তব্য কর। কোন অসুবিধা নেই। ছুরি কাঁটা দিয়ে শুরু কর, দেখবে মাঝখান দিয়ে আপনিই পথ বেরিয়ে গেছে।

রুবা বলে, জ্বালাতন করো না। তুমি তোমারটা খেয়ে দেখিয়ে দাও প্লিজ। তোমাকে দেখে আমি ট্রাই করব। দেখছ না মানুষজন কিভাবে তাকিয়ে দেখছে!

রায়হান বলে, লোকজনের দোষ নেই। সৌন্দর্য দেখবারই জিনিস। ভোগ করবে আমার মতো পরম সৌভাগ্যবান।

রুবা তাকে থামিয়ে দেয়, কিসের মধ্যে কি কথা টেনে আনলে! দেখিয়ে দাও না গো। এবার তার কণ্ঠে অনুনয় ঝড়ে পড়ে।

রায়হান নিজের পাত্রটাতে ছুরি কাঁটা চালিয়ে দেখায় বিষয়টা বাহির থেকে কঠিন মনে হলেও অত্যন্ত সহজ। বস্তুত, শক্ত খোলসটিকে কেটে দু'ভাগ করে আবার মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিতরের মাংসগুলো ওভেনে সুপক্ক হবার পর শেলের

www.pathagar.com

ভেতরে ঢুকিয়ে বারকোষে আস্ত মাছ বানিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে।

তার দেখাদেখি রুবা নিজের চিংড়িও দু'ভাগ করে ফেলে এবং কাঁটার সাহায্যে ভিতরের মাংস মুখে দিয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

দারুণ। তুমি ঠিকই বলেছিলে। এমনটা কখনও খাইনি। এত সুস্বাদু করে তৈরি করল কি প্রকারে?

রায়হান তার উচ্ছ্বাস দেখে খুশি। রুবার ভালো না লাগলে তার আনন্দ নষ্ট হয়ে যেত। সে বলে, জিনিসটা এমনিতেই স্বাদের। তার উপর এদের রান্নার কিসব টেকনিক আছে। আমি যতটা বুঝি, নানা মসলায় মেরিনেটেড করে ওরা ওভেনে এটাকে কাবাবের মত বানায়। তুমিতো জানই, ওভেনে পোড়া যে কোন মসলাদার খাবারই বেশ মজাদার হয়ে থাকে। ওরা আবার এর মধ্যে কিসব মিশ্রিত করে। এই আইটেমটিতে সিঙ্গাপুরের মধ্যেও এদের একটা বিশেষত্ব আছে।

রুবা একমনে চিংড়ির কাবাব খেতে থাকে। পরে হাসিমুখে বলে, পেটে খুব একটা জায়গা নেই। তবুও আমি আর একটা খাব, বলেই সে লজ্জা পায়।

রায়হান খুবই আনন্দিত হয়। সে বলে, ঠিক আমারও প্রথমবার এমনটি হয়েছিল। সব মিলে যাচ্ছে। রুবা, আমার আজ খুব ভালো লাগছে। এটা যে তোমার পছন্দ হয়েছে এতে আমি দারুণ খুশি।

রুবা বলে, পছন্দ কি বলছ, মনে হচ্ছে প্রতিদিন একবার করে এখানে আসা চাই। সন্ধ্যায় পার্ক, তারপর তোমার এই অপূর্ব রক চিংড়ি। আমি আর একটা নেব।

সে বাচ্চা মেয়েদের মতো আবদার করে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে পূর্বের মতো আর একটি উষ্ণ ধোঁয়া ওঠা বারকোষ এসে উপস্থিত হয়।

একি! এ যে দেখছি ম্যাজিক! কি করে আসল? তুমি তো এখনও অর্ডার দাওনি!

রায়হান রহস্য ভাঙ্গে, আমি জানতাম হয়ত এমনটিই হবে। তাই অর্ডার দেবার সময় ইশারায় বলে রেখেছিলাম তিনটি যেন প্রস্তুত করে।

রুবা বলে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আজ তোমার বিশেষ পুরস্কার পাওনা হল।

www.pathagar.com

সে খেতে শুরু করে। কিন্তু এবার আর বিশেষ সুবিধা করতে পারে না, তার ছিল চোখের ক্ষুধা।

রায়হান বলে, ঠিক আছে, তুমি যখন বিশেষ পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েছ তখন তোমাকে কিছুটা সাহায্য করি, আমিও ভাগ নিচ্ছি।

দুজন মিলে তারা সেটা সমাধা করে। রুবা বলে, মনে হচ্ছে একটা আস্ত খাসী খেয়েছি।

রায়হান মন্তব্য করে, আজ তোমাকে এটা খাওয়াতে পেরে আমি তৃপ্তি পেলাম। ড্রিঙ্কস তো নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। একটু কফিই খাওয়া যাক। এখন ভালো লাগবে।

রুবা হাসিমুখে বলে, আমার চলবে না। একদম জায়গা নেই।

রায়হান একাই কফি খায়, সিগারেট ধরায়। রুবা সেটা ধরিয়ে দেয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রুবা বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়ে, আজ আমি ব্রেকফাস্টে যাব না। তুমি একাই গিয়ে খেয়ে এসো।

শরীর খারাপ করেছে? গতরাতে গুরুভোজনের কারণে হজমে কোন গোলযোগ হয়েছে?

না, সেসব নয়, খাওয়া বেশি হয়েছিল। সকালে ক্ষুধা অনুভব করছি না।

রায়হান উঠে বসে। বলে, ক্ষুধা আমারও নেই। নৈশভোজ ভালো ছিল। তোমার বিশেষ পুরস্কার আরও ভালো ছিল। সবকিছুই কাল রাতে অপরিমিত হয়েছে। কিন্তু সকালে একেবারে কিছু না খাওয়াটা শরীরের জন্য ঠিক নয়।

রুবা নিরুত্তর থাকে।

রায়হান বলে, সকালে আজ আমাকে কফি দেবে না রুবা?

রুবা লাফ দিয়ে ওঠে, বড্ড ভুল হয়েছে। সব দোষ তোমার। যেমন খাইয়েছ, তেমন ফল ভোগ কর।

শুধু খাওয়াইনি, খেয়েছিও।

www.pathagar.com

রুবা তার দিকে তীর্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সকালবেলাতেই কথার মারপ্যাচ শুরু করো না। কফি বানিয়ে দিচ্ছি।

তাদের ঘরে ইনস্ট্যান্ট কফির ব্যবস্থা আছে। একটি প্যাকেটে সবকিছু পরিমাণ মতো দেওয়া আছে। গরম পানিতে ফেললেই কফি তৈরি।

রুবা ধূমায়িত কাপ তার দিকে এগিয়ে দেয়।

রুবা, তুমি নিচে যেতে না চাইলে ব্রেকফাস্ট ঘরে আনিয়ে নিই?

না, আজ আমার খেতে ইচ্ছা করছে না।

বেশ, ফ্রিজে অরেঞ্জ জুস আছে। মুখ হাত ধুয়ে তাই এক গ্লাস খেয়ে নাও। আমার কফিতেই চলবে।

রুবা বলে, দ্বিপ্রহরে আজ ভাত মাছ খেতে ইচ্ছা করছে। এখানে সে সবের রেস্তোরাঁ নেই? বাংলাদেশী কোন দোকান নেই?

আছে। কথায় বলে ভাতে-মাছে বাঙালি। তারা যখন রয়েছে তাদের খাবারের ব্যবস্থাও আছে বৈকি! তবে খুব পছন্দ হবে না। তুমি মাছের মাথা পছন্দ কর, তোমাকে আজ সেটা খাওয়ান যেতে পারে।

রুবা উৎসুক হয়, মাছের মাথা! সেটা কোথায় পাচ্ছ?

রায়হান বলে, বড় বড় সব হোটেলে মাছ নেওয়া হলেও মাথাগুলো তারা পরিহার করে। দক্ষিণ ভারতীয় এক হোটেলওয়ালা সেসব মাথা কিনে এনে কেবল মাথার একটা কারী বানায়। না, না, মুড়িঘন্ট নয়। মাথাটা আস্ত থাকে। খেতে মন্দ নয়। অনেকেই খুব পছন্দ করে খায়। বিরাট বিরাট এক একটা মাথা। ভাতের সঙ্গে কলাপাতায় করে খেতে হয়।

রুবা বলে, আমি কখনও কলাপাতায় খাইনি। প্লেট দেবে না?

চাইলে হয়ত দেবে। কেউ প্লেটে খায় না। ঠিক আছে, আজ দুপুরে সেটাই ট্রাই করা যাবে। আমি দোকানটা চিনি। অন্যদের মুখে শুনেছি। নিজে কখনও খেয়ে দেখিনি। আজ তোমার সঙ্গে আমারও অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

রুবা আবার গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দেয়। তার ওঠার লক্ষণ দেখা যায় না। রায়হান তাকে তাগিদ দেয়, এবার উঠে তৈরি হও। তোমার কয়েকটা জিনিসও কেনা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সে বলে, আমার আবার কি প্রয়োজন হল?

কেন মনে নেই, বেশি কাপড় নিতে নিষেধ করেছিলাম? সে কারণেই শুধু একটা করে ব্যাগ আনা গেছে। যা যা প্রয়োজন এখানে ক্রয় করলেই চলবে।

রুবা হাসে। বলে, আমার প্রয়োজনের জিনিসপত্র সে ব্যাগেই ধরে গেছে। এখন কিছু না কিনলেও চলবে।

না, আমি লক্ষ করেছি, একই পোশাক দু'বার তিনবার করে পরছ। আমার ভালো লাগে না।

রুবা হাসতেই থাকে। রায়হান সেদিকে তাকিয়ে বলে, এত হাসির কি হল?

এমনিই হাসছি। তুমি পোশাকের বৈচিত্র্যের কথা বলছ! পোশাক একেবারে না পরে থাকলেই তোমার সবচাইতে ভালো লাগে। একথা মনে করে হাসি পাচ্ছে।

না ম্যাডাম, চার দেওয়ালের মধ্যে যাই কাম্য হোক না কেন, আপনার সেই জন্মদিনের রূপ আমি বাইরের মানুষকে দেখাতে প্রস্তুত নই।

রুবা তাকে একটা বালিশ ছুঁড়ে মারে। রায়হান সেটা এক হাতে ধরে ফেলে বলে, এবার উঠে পর। আজ তোমাকে এখানকার বাংলাদেশী ও ভারতীয়দের মূল আস্তানায় নিয়ে যাব। মোস্তাফা কমপ্লেক্সের সামনে তুমি আমাদের দেশের অনেক মানুষ দেখতে পাবে।

রুবা বলে, আমি তাদের বিরহে কাতর নই। দেশী মানুষ দেখার জন্য আমাকে সিঙ্গাপুরে ছুটে আসার প্রয়োজন নেই। দেশে কি মানুষের আকাল পড়েছে?

নাহ, তুমি একটা যাচ্ছে তাই মেয়ে। দেশের লোকদের দেখতে ইচ্ছা করে না?

না, একজনকেই দেখতে ইচ্ছা করে। সে আমার চোখের সম্মুখেই আছে।

রায়হান, কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর রুবা বুঝে ওঠার পূর্বেই সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পরে। রুবা বোঝে এখন তাকে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। রায়হানকে সে এতটা চেনে যে তার প্রতি মুহূর্তের আচরণ তার পরিজ্ঞাত। এই মুহূর্তে তার সঙ্গে সহযোগিতা করাই সুবিবেচনা প্রসুত।

হোটেল থেকে বেরিয়ে তারা সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিপণিকেন্দ্র মোস্তফা কমপ্লেক্সে এসে উপস্থিত হয়। উপমহাদেশের একগাদা মানুষ সমসময়ই এখানে আড্ডা দিচ্ছে। বস্তুত এটা তাদের একটা অঘোষিত মিলনকেন্দ্র বললেও

www.pathagar.com

অত্যুক্তি হয় না।

তারা অবশ্য কোন পরিচিত মানুষের সম্মুখে পড়ে না। রুবাকে নিয়ে রায়হান মেয়েদের পোশাকের বিভাগে চলে যায়। রুবার নিষেধ সত্ত্বেও সে তিন সেট মূল্যবান ড্রেস ক্রয় করে। রুবা শাড়ি তেমন না পরলেও মডেলের গায়ে পরিহিত শাড়ি দেখে রায়হান সে ধরনের ভিন্ন ভিন্ন রঙয়ের এক জোড়া শাড়ি কিনে ফেলে।

রুবার কানে কানে কি বলতে সে উঠে গিয়ে নিজের জন্য কয়েকটি অন্তর্বাস নিয়ে আসে। সবকিছু একত্রে প্যাক করে দিলে রায়হান তার ক্রেডিট কার্ড বের করে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। রুবাকে বলে, এরপর তোমার নামেও কার্ড করে দেব। টাকা পয়সা নিয়ে ঘোরার চাইতে এই প্লাস্টিক কারেন্সী অনেক সুবিধাজনক।

রুবা বলে, তুমিই আমার কার্ড। পৃথক কার্ডের প্রয়োজন পড়বে না। এবার মেন্‌স ডিপার্টমেন্টে চল।

কেন?

আমার দরকার আছে।

রুবাকে সে বুঝায়, এই মুহূর্তে আমার তেমন কিছু প্রয়োজন নেই। দেশে যাওয়ার আগের দিন কিছু কিনে দিও।

না, আজই চল। আমি তোমার জন্য টাওয়েল-গেঞ্জি ও টি শার্ট কিনব।

আজ থাক রুবা।

কেন থাকবে? আজ আমাদের কী কাজ পড়েছে? চল চল। তুমি না গেলে আমি একাই পারব। রুবা এখন অনেক চালু হয়েছে, বুঝেছেন সাহেব?

রায়হান তাকে সেখানে নিয়ে যায়। সে এক জায়গায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। রুবা তার সব মাপ জানে। তার কাছে টাকাও রয়েছে। সে নিজের পছন্দমতো কয়েকটা শার্ট, গেঞ্জি কিনে নিয়ে আসে।

রুবা হাসিমুখে তার কাছে এগিয়ে এলে সে বলে, দেখি কতটা অপব্যয় করলে!

রুবা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, আমি খরচ করলেই অপব্যয়, আর নিজে যখন কর তখন সেটা মিতব্যয়! তোমাকে এখন দেখতে হবে না। আমার পছন্দ আছে। হোটেলে গিয়ে বের করব।

www.pathagar.com

রায়হান আর কথা বলে না।

তারা নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে গিয়ে উপস্থিত হয়। অনেকের সঙ্গে বসে দু'জন বয়স্ক মহিলাও সেখানে খাচ্ছে। দেখেই বুঝে যায়, তারা ভারতীয় এবং খুব সম্ভবত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। রুবা বা রায়হানের কোন সংস্কার নেই।

দোকানের লোকজন তাদেরকে যত্ন করে বসায়। এ ধরনের তরুণ-তরুণী তাদের রেস্তোরাঁতে খুব একটা আসে না।

রায়হান বলে, আমাদেরকে দয়া করে প্লেটে খাবার দিও। পাতায় খাবার অভ্যাস নেই।

বিশাল ভুঁড়িওয়ালা সাউথ ইন্ডিয়ান পরিবেশক তাদের দু'জনকে দুটি টিনের প্লেট এনে দেয়। তাতে কেবল ভাত দেওয়া হয়। অন্য দুটি কাসার বাটিতে বিরাট সাইজের রুই মাছের মাথা পরিবেশন করা হয়।

রুবা বলে, এত বড় মাথা আমি খেতে পারব না।

খুব পারবে, ধীরে ধীরে খাও। দেখতেই প্রকাণ্ড, ওর ভিতরে খাবার পদার্থ খুব বেশি নেই।

তারপর পরিহাস ছলে বলে, অনেকটা মেয়েদের মাথার মতো।

রুবা উত্তর করে, মেয়েদের মাথা খাবার জিনিস?

না, ওতে ঘিলু নেই। খেয়ে সুখ হবে না। তবে, তাদের অন্য জিনিসপত্র অবশ্যই সুখাদ্য।

রুবা চোখ তুলে বলে, আসলে মেয়েদেরকে তোমরা এখনও খাদ্যবস্তুর মতোই মনে কর। দেশে পরপর তাদের শাসনে কালাতিপাত করেও তোমাদের বোধোদয় হল না।

রায়হান বলতে ছাড়ে না, তাদের শাসনকাল দেখার দুর্ভাগ্য থেকেই এই অভিমত ব্যাক্ত করেছি। সাধে কি আর আল্লাহ্ তা'আলা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে একজনও মহিলা প্রেরণ করেনি! দশ হাত কাপড়ে যারা কাছা দিতে পারে না তাদের কথা যত কম বলা হয় ততই মঙ্গল।

মেয়েরা কাছা দেয়? কথার কি শ্রী!

www.pathagar.com

রুবা খাবারে মনোনিবেশ করে। ভাতটা ভালো, ধবধবে পরিষ্কার সরু চালের ভাত। মাথার সাথে কিছুটা ঝোলও রয়েছে। তা দিয়ে মেখে সে ভাত খেতে শুরু করে। বাড়িতে মাছের মাথা সে ভালোবাসে। কিন্তু কখনও এত বড় মাথা খায়নি।

রায়হান তরল কণ্ঠে বলে, রুবা মাথা খাও।

কার?

মাছের।

দু'জনই হেসে ওঠে। তারা এবার মাথা নিয়ে পড়ে।

যা-ই বল বাপু, খেতে খুব মন্দ নয়।

যাক, বাঁচা গেল। জিজ্ঞেস করে, সিনেমা দেখবে?

কি সিনেমা ?

ইংরেজি, ইচ্ছা করলে হিন্দি ছবিও দেখতে পার।

ইংরেজি ছবি টেলিভিশনে সব সময়ই প্রদর্শিত হচ্ছে কিন্তু এখানে হিন্দি সিনেমা দেখায়?

দেখায়। একটা এলাকায় অনেক ভারতীয় বসবাস করে। সেখানে একাধিক প্রেক্ষাগৃহে হিন্দি ছবি প্রদর্শিত হয়।

রুবা তাকে জিজ্ঞেস করে, আজ আমাদের প্রোগ্রাম কি?

দুপুরে আমরা ফ্রি আছি। অবশ্য তুমি যদি হোটেলে গিয়ে ব্যস্ত হতে চাও তা হলে স্বতন্ত্র কথা। আমি তাতে অমত করব না। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে অগত্যা সম্মতি জ্ঞাপন করব।

রুবা চোখ পাকিয়ে বলে, সেক্ষেত্রে হোটেলে না ফিরে সিনেমা দেখাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কি বই দেখাচ্ছে?

তা জানি না। তবে সিঙ্গাপুরে নিশ্চয়ই খুব ট্র্যাস কিছু দেখাবে না। দাঁড়াও, এদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিই। এরাও ভারতীয়।

খাওয়া শেষ করে রায়হান কাউন্টারে বসা যুবকটির সঙ্গে কথা বলে, সে তাকে একটি খবরের কাগজ দিয়ে বলে, এতে সব তথ্য রয়েছে। হল খুব ভালো হবে

www.pathagar.com

না, তবে ছবি মন্দ নয়। তোমরা দেখতে পার।

তারা বের হয়ে আসে।

রায়হান নিবেদন করে, একবার হোটেলে গিয়ে এসব কেনাকাটা রেখে আসা যাক। সিনেমা হলে এতসব প্যাকেট নিয়ে ঢোকার কোন মানে হয় না।

রুবা মুখ টিপে হাসে। রায়হানের মুখের দিকে বিশেষ দৃষ্টি হেনে বলে, তোমার মতলব সুবিধার নয়। হোটেলে গেলেও আমি নিচে লাউঞ্জে অপেক্ষা করব। তুমি এগুলো রেখে আসবে বা কাউন্টারে দিয়ে দিলে ওরাই পৌঁছে দেবে।

রায়হান হতাশ স্বরে বলে, তুমি যখন এতই সন্দিগ্ধ, তা হলে ওখানে গিয়ে কাজ নেই। চল, এগুলো নিয়েই ছবি দেখতে যাই। হলের নিভৃতে যে তোমাকে একটু ফ্রি পাব সে সম্ভাবনাও তিরোহিত।

রুবা মন্তব্য করে, বিড়ালের চোখ কেবল মাছের দিকে।

তারা একটি ট্যাক্সি নিয়ে হলে উপস্থিত হয়। উপরের ক্লাসে তেমন ভিড় নেই। আজকাল কম মানুষই প্রেক্ষগৃহে এসে সিনেমা দেখে। ভিসিআর হওয়ার কারণে ঘরে বসেই সব প্রত্যক্ষ করা যায়।

দিলীপকুমার অভিনীত মুঘল-ই-আজম ছবিটি দীর্ঘদিন পর রায়হান আবার দেখে আনন্দই পায়। রুবা পূর্বে এটি দেখেনি। নতুন প্রিন্ট, দেখতে ভালোই লাগে।

আনারকলির ভূমিকায় প্রয়াত অভিনেত্রী মধুবালার অভিনয় দেখে এতদিন পরও রুবার চোখ সজল হয়ে ওঠে।

হল থেকে বের হয়েও তারা অনেক্ষণ চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। দিলীপকুমার এবং মধুবালার অনবদ্য অভিনয়ে পুরো বিষয়টি এতটা হৃদয়স্পর্শী হয়েছে যে দর্শনার্থীরা তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে।

বিকাল বেলায় হোটেলে পৌঁছেও তারা অনেকটা সময় ধরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে।

রায়হান এখানে আসার পর একটা টেলেক্স পাঠিয়েছিল ঢাকাতে আবুলকে। খুব প্রয়োজনীয় কিছু হলে তাকে যেন এখানে জানান হয়। অন্যথায় তাদেরকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই।

একটু আগে সে একটা টেলেক্স পায়, ঢাকায় সবই ঠিক আছে। চিন্তার কোন

www.pathagar.com

কারণ নেই। শুধু বিশেষ খবর এই যে, রায়হানের ছোট বোন সায়েমা আপা আমেরিকা থেকে ঢাকায় এসে রায়হানের গুলশানের বাসায় আছে। সে তার কন্যা এবং স্বামীকে আমেরিকায় রেখে একাই চলে এসেছে। আবুল তার সর্ববিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। চিন্তার কোনই কারন নেই। সাহেব যতদিন খুশি সিঙ্গাপুরে কাটিয়ে আসতে পারে। আবুল সায়েমা আপার সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেছে। সেও অভিমত দিয়েছে তার কারণে ভাইয়ার সফর সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন নেই। তার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আবুল পুনশ্চ দিয়ে বলেছে, কোন কারণেই তার চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। সে তার সময় নিয়েই সফর সমাধা করতে পারে। তাকে না জানান ঠিক হবে না বিধায় এই সংবাদ দিচ্ছে। সায়েমা আপাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

কিন্তু টেলেক্সটি পেয়ে রায়হান চিন্তিত না হয়ে পারে না। সে রুবাকে সেটা পড়তে দিয়ে বলে, আমার মনে হয় স্বামী স্ত্রীর একটা মনোমালিন্যের ব্যাপার ঘটেছে। তবে সায়েমা মেয়েকে ছেড়ে এল কি করে বুঝতে পারছি না। সে মেয়ে অন্ত প্রাণ। ভাবিয়ে তুলছে। কি করা যায় বল তো?

রুবা সবটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে। তারপর বলে, আমার মনে হয় অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ।

রায়হান একমত হয় না। বলে, সায়েমা একটা খবরও দেয়নি। মেয়েকে রেখে, আসলামকে রেখে হঠাৎ করে চলে এসেছে। কারন যাই হোক, এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। আমাদের প্রোগ্রাম পরিবর্তীত হবে না। তুমি অনর্থক ভেবো না। প্রয়োজন থাকলে আবুল নিশ্চয়ই লিখত।

রুবা তবুও বলে, তোমার একটিই মাত্র বোন। আমেরিকা থেকে চলে এসেছে। নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ ঘটেছে। আমাদের অবশ্যই যাওয়া প্রয়োজন। তারপর সে জিজ্ঞেস করে, তোমার ছোট বোন আমাদের সম্বন্ধে কতটা জানে?

তেমন কিছু জানে না। জানে তুমি তার ভাইয়ার সাথে আছ, এই পর্যন্তই। এবার তোমার সঠিক পরিচয় পাবে। সেজন্য ভেবো না। সেও আমার মতের বিরুদ্ধেই আসলামকে বিয়ে করে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে তার কোন বক্তব্য থাকা অবান্তর।

রুবাকে সামান্য চিন্তিত দেখায়। এবার ভাই বোনে বোঝাপরার সময় ঘনিয়েছে। হয়ত তাকে কেন্দ্র করেই বড় কোন পারিবারিক কলহ দানা বাঁধতে পারে।

www.pathagar.com

রায়হান রুবার মনোভাব অনুমাণ করে বলে, তুমি অকারণে চিন্তিত হচ্ছ। সায়েমা খেয়ালী টাইপের মেয়ে। আমার নিজস্ব বিষয়ে সে মাথা ঘামাবে না। আমি তার জন্যই চিন্তিত।

সে কারণেও কি আমাদের দেশে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়?

না রুবা, কেউ হুট করে চলে এসে আমাদের প্রোগ্রাম মাটি করতে পারে না। তোমার রেজাল্টার কারণে এটা আমার পক্ষ থেকে আনন্দ উপহার। সেটাতে ব্যত্যয় ঘটতে দেওয়া যায় না।

রুবা তাকে বুঝিয়ে বলে, বেড়ান তো হল। আবারও আসা যাবে। এবার চল, তার বিষয়টা সমাধান করা যাক।

না রুবা, আমি একটু গা ছাড়া ভাবই দেখাতে চাই। এভাবে আসা আমার অপছন্দনীয়। আমি সময় মতোই দেশে ফিরার কথা ভাবছি। একটা টেলেক্স পাঠিয়ে দেব। প্রয়োজন হলে আবুল সব জানাবে। এই একটি মানুষের উপর তুমি চোখ বুজে পুরোপুরি নির্ভর করতে পার। কোনদিন সে তোমাকে নিরাশ করবে না।

তা অবশ্য ঠিক।

রায়হানের টেলেক্সের জবাবে আবুল ও সায়েমার যৌথ টেলেক্স আসে। কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সব ঠিক আছে। তারা যেন ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসে।

তারা দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়।

সায়েমা আর আসলামের ঘটনাটা একটু খুলে বল না! আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে।

এটা একটা সরল রেখার মতো প্রেমের বিয়ে। সায়েমা মেয়েদের হলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। ছুটি ছাটায় বাসায় এসে থাকত। বলাই বাহুল্য, আমিই তার পড়াশোনা ব্যয় বহন করতাম। হঠাৎ একদিন বাসায় একটি ছেলেকে নিয়ে এসে বলে, ভাইয়া আমরা বিয়ে করছি। শুধু একটা খবর দেয়, অগ্রজের অনুমতি বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করে না। প্রেম সরল। কিন্তু ঘটনা বিরল।

www.pathagar.com

বলি, ভালো।

আসলাম বরং এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করে বলে, আমরা দু'জন বেশ কিছুদিন থেকে পরস্পরকে চিনি জানি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছি। বাইরে যাবার চেষ্টা করছি। আপনি আমাদের দোয়া করবেন।

বলি, ভালো।

তারপর তারা বিদায় নিয়ে যায়। আবুলের মাধ্যমে আমি তাদের বিয়েতে যা যা আমার কর্তব্য তা সম্পাদন করেছি। তারা বিয়ের পরও কয়েকবার এসেছে। দু'জনকে সুখী দেখে এক পর্যায়ে আমিও অভিমান ভুলে তাদেরকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছিলাম। সায়েমা সন্তান সম্ভবা হবার পরপরই আসলাম তাকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যায়। সেখানেই তাদের কন্যার জন্ম হয়। আমি একবার গিয়ে দেখেও এসেছি। ভালো আছে। সুখে আছে, এটাই জানতাম। যোগাযোগ খুব কম। তারপর এই ঘটনা।

রুবা বলে, তোমাদের বংশে কেউ পাগল ছিল?

সেকি! এ উদ্ভট প্রশ্ন কেন?

মনে হচ্ছে, তোমাদের দু'ভাই বোনের মধ্যেই কিছুটা পাগলামী রয়েছে।

রায়হান অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, সায়েমার কথা না হয় কিছুটা বোধগম্য। কিন্তু আমার মধ্যে পাগলের লক্ষণ তুমি কি টের পেলে?

রুবা তার একটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে গ্রহণ করে বলে, রাগ করো না। তুমি যেভাবে পথ থেকে একটা মেয়েকে কুড়িয়ে এনে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসিয়েছ, এটাকে অন্য দশ জনে পাগলামী বললে তাদের দোষ দেওয়া যাবে না।

রায়হান সত্যি সত্যিই রাগান্বিত হয়ে ওঠে, আমি তাদের মুখে হিসি করি। গুণ ও লক্ষণ সমস্ত মিলিয়ে এবং বংশ, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি বিবেচনা করে তারপর মন দেওয়া নেওয়া হবে এ ধরনের লেনদেনের কথাবার্তা অন্যত্র চললেও সত্যিকারের প্রেমের ক্ষেত্রে অচল। তোমার জন্য আমি কী করি, তুমি সেটা বড় করে দেখছ। কিন্তু প্রতিনিয়ত কি অমৃত এই হতভাগাকে তুমি অকৃপণভাবে দিচ্ছ তার খবর সেসব অর্বাচীনদের না থাকতে পারে, তোমার সেটা অজানা নয়। দিচ্ছি না নিচ্ছি সেটা আমার চাইতে বেশি কেউ জানে না।

রুবা উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে, বললাম তো রাগ করো না। সেই রাগই

www.pathagar.com

করছ! নাহ, তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়।

বলো না। তোমার এই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনতে চাই না।

রুবা হৃদয়ের গভীরে অনেক তৃপ্তিতে, অনেক প্রশান্তিতে প্রাণ ভরে হাসে। রায়হানকে বুঝতে দেয় না।

আবার না সে ক্ষেপে ওঠে!

নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দের মাঝে তাদের একটি সপ্তাহ কেটে যায়। সকালে নিচে নেমে ব্রেকফাস্ট সেরে কখনও ঘরে ফিরে এসে ঘন্টা দু'য়েক গল্প গুজব করে, তারপর প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে পড়ে। এক একদিন এক-এক দিকে চলে যায়। রুবার জন্য সবটাই আনন্দের। সে যা দেখে তার নবীন চোখে তাই অবিস্মরণীয় বলে প্রতিভাত হয়। সব কিছুতেই তার প্রচুর উৎসাহ। তাকে নিয়ে ঘুরে সুখ, নতুন নতুন জিনিস দেখিয়ে তৃপ্তি। তার অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই।

দ্বিপ্রহরের লাঞ্চের জন্য তারা বিশেষ কোন ভোজনালয়ে উপস্থিত হয় না। যখন যেখানে থাকে, সেখানেই ধারে কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই আহার সেরে নেয়। তাদের নিত্য নতুন পিকনিক। সিঙ্গাপুরে অনেক দেশের খাবার পাওয়া যায়। তারা একেকদিন একেক দেশের খাদ্য সামগ্রীর স্বাদ নেয়।

রুবা অবশ্য মার্কিন ফাস্ট ফুড, ম্যাকডোলান্ড ও ক্যান্টাকী ফ্রাইড চিকেন বেশি পছন্দ করে। ম্যাকডোনাল্ডের বিগ ম্যাক ও আপেল পাই তার বিশেষ প্রিয়। এ দুটো দোকানের দেখা পেলে সে এসবই খেতে চায়। তার সব আবদার আহ্লাদ মিটাতে পেরে রায়হানের আনন্দের সীমা নেই। সে বহু দেশ ভ্রমণ করেছে। লন্ডন এবং আমেরিকায় দু'একবার ভ্রমনের সময় কাকতালীয়ভাবে কোন কোন বান্ধবীরও সাক্ষাৎ পেয়েছে। তারা তখন সেখানে বাস করছিল। বার দুয়েক তাদের সঙ্গে ক'দিন থাকতেও হয়েছে। বান্ধবীরা সার্বক্ষণিক তাকে সঙ্গ দিয়েছে। কিন্তু এবারের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ তার জীবনে আর আসেনি। এবার তার অর্থ ব্যয় স্বার্থক। উপার্জন করে লাভ কি যদি সে অর্থ প্রিয়জনদের সঙ্গে ভোগে না লাগে। সে অর্থের কানাকড়িও মূল্য নেই। রুবার প্রতিটি ছেলেমানুষি আবদার ও শখ মেটাতে পেরে রায়হানের মনে হয়েছে তার অর্থ উপার্জন স্বার্থক এবং এতদিনের সকল পরিশ্রম সফল।

www.pathagar.com

রুবার ইচ্ছানুযায়ী তারা আরও দু'রাত সেই সি-ফুড রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার সেরেছে। প্রতিবারই রকপ্রণ খেয়েছে। রায়হান তার সঙ্গে নতুন খাবার যোগ করে ভোজে বৈচিত্র এনেছে।

সেখান থেকে ফিরে এসে প্রতিবারই রায়হান বলেছে, আজ আবার বিশেষ উপহার প্রাপ্তির রজনী।

রুবা বিলোল কটাক্ষ হেনে মন্তব্য করেছে, প্রতি নিশিই যার উৎসব, বিশেষ উপহার তার বাহুল্য নয় কি?

তা বললে চলবে না সখি! তোমাকে নব নব রূপে আবিষ্কার করে আমিও নিত্য নতুন আনন্দ সাগরে ডুব দিতে চাই।

রুবা বলে, বেশ তো, তোমার নিজের মুরগি তুমি যেভাবে খুশি জবাই করে খাও। একসময় মনে হবে, ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর।

তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুমি তো জানো, ডাল বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। যত মাছ-মাংস দাও না কেন, শেষ পাতে একটু ডাল না হলে আমার জমে না।

রুবা চিমটি কাটতে ছাড়ে না, মাছ মাংসের লোভহ্রাস পায়নি দেখছি!

রায়হান নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, না রুবা, সেসব অতীতের ঘটনা। এখন তুমিই চিন্তা, তুমিই ভাবনা। তুমিই স্বপ্ন, তুমিই সাধনা। আমার এখন তুমিই শুধু কামনা। আমি আর কিছু চাই না।

রুবা হাততালি দিয়ে ওঠে, বাহ্ বাহ্ চমৎকার কাব্য করেছ। এরপর বিশেষ পুরস্কার দিতেই হয় দেখছি!

পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অচিরেই এক অকল্পনীয় আনন্দলোকে নিমজ্জিত হতে তাদের বিলম্ব হয় না।

আমরা কবে দেশে ফিরব?

ফিরব না। অনাদিকাল আমরা এইভাবে ভেসে বেড়াব।

রুবা তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়, তুমি ভেসে বেড়াও গে। আমার ঘর সংসার আছে। বল না কবে দেশে ফিরব?

রায়হান হা হা করে হেসে ওঠে, হয়ে গেল! মধুচন্দ্রিমা শেষ! আমি ভেবেছিলাম,

www.pathagar.com

আমিই প্রথম প্রত্যাবর্তনের কথা বলব। আমি হলাম ঘরমুখো বাঙালি। কিন্তু তুমিই যে অগ্রণী হবে তা ভাবিনি। তোমার কি আর ভালো লাগছে না?

কি যে বল! আমার কাছে এটাকে স্বর্গসুখ বলে মনে হচ্ছে। এত আনন্দ, এত সুখ যে আমার মতো একটি সামান্য মেয়ের ভাগ্যে জুটবে ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে, সেখানে সব পড়ে আছে। সকলেই আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে আছে। সায়েমা আপা এসেছে।

সে তোমার আপা হল কি প্রকারে?

সম্পর্ক যা-ই দাঁড়াক, বয়সে সে আমার বড়। আপা বলায় ক্ষতি নেই। পিতাও ছেলেকে বাবা বলে সম্বোধন করে। দেখছ না আবুল ভাই এবং আরও অনেকে আমাকে আপা ডাকে।

রায়হান সহাস্য কণ্ঠে বলে, বয়সের তুলনায় তুমি বেশি পেকে গেছ।

সে কৃতিত্বও তোমার। তুমিই পাকিয়েছ। লোকে যেভাবে কাঁঠাল পাকায় সেভাবে রুবাকে পাকিয়েছে।

না রুবা, তা মনে হয় না। তোমার বাবার মৃত্যুর রাতে প্রথম আবিষ্কার করি তুমি সেদিনও নেহায়েত কচি খুকিটি ছিলে না।

পিতার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে রুবার মুখ ম্লান হয়ে যায়। আর কত কি মনে পড়ে।

না রুবা, এটা চলবে না। মন খারাপ করো না। ভেবে দেখ, সে নিজেই আমার হাতে তোমাকে সমর্পণ করে গেছে। তার আত্মা আজ পরিতৃপ্ত।

রুবার মুখে সজিবতা ফিরে আসে। আবার প্রশ্ন করে, বল না, আমরা কবে দেশে ফিরব?

তুমি কবে ফিরতে চাও? তোমার জন্যই এই ট্রিপ।

দু'দিন পরে ফেরার তারিখ কর। এর মাঝে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারা যাবে।

তুমি এক কাজ কর রুবা, একটা তালিকা প্রস্তুত করে ফেল। কি কি ক্রয় করতে হবে পূর্বাহ্নে জানা থাকলে ভালো হয়।

রুবা বলে, জমিলা-রায়হানের জন্য বিয়ের উপহার নিতে হবে। বাড়ীর সকলে

www.pathagar.com

জন্যই কিছু কিছু নেওয়া প্রয়োজন। সায়েমা আপার জন্য ভাল কিছু নিতে হবে।

রায়হান বলে, সে আমেরিকায় থাকে। তাও নিউ ইয়র্ক শহরে। এখানকার কোন জিনিসেই তার মন ভরবে না। তার প্রয়োজনও নেই।

তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই। প্রয়োজন ছাড়া বুঝি কেউ প্রিয়জনের জন্য কিছু নেয় না! সে তোমার একমাত্র বোন। তার জন্য আমি অলঙ্কার কিনব।

বেশ, তা নিও। অলঙ্কারের দোকানে অবশ্য যেতেই হত। আমার ঘরনীর জন্যও একসেট চাই।

রুবা পরিহাস করে জিজ্ঞেস করে, তোমার ঘরনী? সে এল কোথা থেকে?

দেখবে?

দেখাও।

রায়হান তাকে দুই হাতে উঠিয়ে নিয়ে ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে, দেখ। আমার বান্ধবী, ঘরনী, অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিনী ও শয্যাসঙ্গিনী। একের ভিতর পাঁচ রূপের এমন সমাহার তুমি কোথাও পাবে না। সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের সেই শ্লোকটা মনে পড়ছে–

'গৃহিণী সচিব: সখি সিহব:

প্রিয়শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ।'

তোমার আর শ্লোক আউড়িয়ে কাজ নেই। এ ধরনের বাজে পছন্দ কখনও দেখিনি। এমন রাজষিক চেহারার পুরুষের পাশে পুঁচকে মেয়েটাকে একেবারেই মানাচ্ছে না।

রায়হান তার মন্তব্যে বিস্ময় বোধ করে, তুমি পুঁচকে! ইচ্ছা করলে এই রেজা রায়হানকে গুলে সরবত বানিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে যে মেয়ে সে পুঁচকে!

তারপর সে অবস্থাতেই তাকে কোলে তুলে শয্যায় নিয়ে ফেলে, তুমি যে মোটেই পুঁচকে নও বরং একজন সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী নিপুণা রমণী, তা এক্ষুণি একবার প্রমাণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রুবা বিছানার অন্য ধার গলিয়ে নেমে এক দৌড় দিয়ে টয়লেটে ঢুকে পড়ে তাকে কাচকলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করে দেয়।

www.pathagar.com

রায়হান এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। রুবা ঠিকই বলেছে। অনেক মার্কেটিং করতে হবে। বেশ ঝামেলার কাজ। রায়হান কখনওই মার্কেটিং করা উপভোগ করে না। একটা সুবিধা আছে, সর্বত্র মূল্য নির্ধারিত। দর কষাকষির কোন প্রশ্ন নেই। তাছাড়া এবার রুবা সঙ্গে আছে। সেই সব করতে পারবে। কিন্তু মেয়েরা কেনাকাটায় বড্ড দীর্ঘ সময় লাগিয়ে দেয়। বড় বিরক্তিকর!

রুবা বের হয়ে আসে। হাসিমুখে নিবেদন করে, সাহেবের মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে? কাছে আসব?

আস রুবা, তুমি লিস্টি বানালে না?

এখনই করছি।

সে লেখার টেবিলে বসে একমনে তালিকা প্রস্তুত করতে থাকে। রায়হান আড় চোখে সেদিকে তাকিয়ে দেখে। নিজেকে তার অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হয়। রুবা কেবল অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়েই নয়, তার মেধা, বুদ্ধিমত্তা, সত্য ভাষণের দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তার হৃদয় মাধুর্যের কোন তুলনা চলে না। একটি অবিশ্বাস্য রকমের ভালো মেয়ে এই রুবা, কেবল তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ একথা ভেবে সে এক অপার্থিব মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

রায়হান উঠে আসে, দেখি কি তালিকা তৈরি করলে? আমার নাম ঢুকিয়েছ নাকি?

রুবা হাসিমুখে সেটা তাকে পড়তে দেয়। বাড়ির সকলের জন্যই কিছু একটা চিন্তা করে লিখেছে। তার বাড়িতে যে এত লোক থাকে, রায়হান দেখে অবাক।

সে বলে, জমিলার জন্য শাড়ি, রহমানকে দেবে প্যান্ট, শার্ট। এ দুটাকে উপহার না দিয়ে ধরে চাবকালে ঠিক হয়।

ওদের উপর রাগ তোমার এখনও গেল না! ওরা অন্যায়টা করেছে কি? নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েও গোস্বা প্রশমিত হচ্ছে না! আশ্চর্য!

বিয়ে তুমি দিয়েছ, আমি নই!

রুবা হাসে। বলে, কাজটা ভুল হয়েছে? অবৈধকে বৈধ করা পুণ্যের কাজ।

রায়হান বলে, আমাদের বাসায় এত লোক থাকে?

রুবা বলে, তা হলেই বিবেচনা কর, রুবা ছাড়া তোমার গতি নেই । নিজের বাড়ির কাজের লোকজনের খোঁজও তুমি রাখ না।

www.pathagar.com

রুবা ছাড়া গতি নেই একথা একশত বার মানি। কিন্তু এই সব লোকজনের জন্য আমাকে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে?

রুবা একটু লজ্জায় পড়ে। সে বলে, কিছু না নিলে মন ছোট করবে। আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। এদের জন্য এগুলো না নিলেই নয়।

রায়হান হা হা করে হেসে ওঠে। এই তার এক স্বাভাব, কোন কথায় বিশেষ পুলকিত হয়ে এভাবেই তা প্রকাশ করে। সে বলে, তুমি কোন কোন বিষয়ে সত্যিই এখনও বাচ্চা মেয়ে। আমার সিঙ্গাপুরে আসাই তোমাকে মনের মতো করে সাজাব বলে। এদের কথা এমনিই পরিহাস করে বলছিলাম। ওদের জন্য আর কত খরচ হবে! সাহেবের আর্থিক সামর্থ সম্বন্ধে মেম সাহেবার ধারনা খুবই অস্পষ্ট।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তোমার অনেক টাকা?

না অনেক বলব না, তবে তোমার কর্তার কিঞ্চিত সঙ্গতি অবশ্যই রয়েছে।

রুবা বলে, অনেকদিন থেকে একটা কথা ভাবছিলাম। বলব?

বল।

তারপরও ইতস্তত করে। শেষে বলেই ফেলে, তুমি জানো দেশে আমার এক ফুপু রয়েছে, মনিরের মা। আমাকে সে লালন পালন করেছে। তার কেউ নেই। তাদের ব্যয়ভারও বাবাই বহন করত। তোমার এত রয়েছে, তাদের যদি কছু্ি সাহায্য পাঠাই তুমি রাগ করবে?

অবশ্যই রাগ করব!

রুবা নিশ্চুপ হয়ে যায়। তার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ঠিকই তো রায়হান কেন তাদের ব্যয়ভার বহন করবে! রুবার জন্য এত করছে, তারপরও সে আবার সঙ্করাকে ডাকছে!

রায়হান মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করে, কেন রাগ করব জিজ্ঞেস করলে না?

তারপর রুবাকে বুকে টেনে নিয়ে একটি দীর্ঘ চুম্বন উপহার দিয়ে বলে, এজন্য রাগ করব যে, যার সবদিকে এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে এতদিন পর একথা বলছে কেন? কথাটা কি বহুপূর্বেই বলা উচিত ছিল না!

তারপর রুবাকে আর একদফা আদরে ভাসিয়ে দিয়ে বলে, বোকা মেয়ে! বাড়ি গিয়ে দেলোয়ারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও, বছরে দুবার সে নিজে গিয়ে

www.pathagar.com

তাদের খবর নিয়ে আসে এবং প্রতিমাসে পাঁচশত টাকার হিসাবে তাদেরকে দিয়ে আসে। তারা ভালো আছে। মুনির পড়াশোনা করছে। তোমার ঠিকানা বা অন্য সংবাদ দেওয়া নিষেধ। কেন তা তুমি বুঝবে।

রুবা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একসময় তার চোখে পানি নেমে আসে। কৃতজ্ঞতার এই অশ্রুজল বাধ মানে না। সে চোখের পানিতে রায়হানের বুক ভিজিয়ে দেয়। তার প্রিয় মানুষটি এত ভালো! এত তার বিবেচনা! অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে একসময় বলে, আমাকে জানাওনি কেন?

তোমাকে এসবের ঊর্ধ্বে রাখতে চেয়েছি।

রুবার শরীর আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে। রায়হান অনেক সান্ত্বনায়, অনেক মমতায় তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

রুবা একটু শান্ত হলে বলে, এটা কি লিখেছ? সাহেবের সবকিছু। এর মানে কি?

তোমার জন্য আমি সবকিছু এখান থেকে কিনে নিয়ে যাব।

নিজের কি লিষ্ট, দেখি?

রুবা বলে, আমার কিছু চাই না। সব তুমি এনে দিয়েছ।

আমর বুঝি সব চাই?

রুবা বলে, না তা নয়। আমি তো আর কোন দিন বিদেশে মার্কেটিং করিনি! তোমার জন্য আমার সব কিনতে সাধ হচ্ছে। তুমি মানা করো না।

রুবা, রুবা। এই জন্যই তোকে এত ভালোবাসি রে!

এই, তুই-তোকারি করবে না।

হা, হা, হা।

তারা মার্কেটিং-এর উদ্দেশ্যে বের হবে এমনি সময় ঘরের টেলিফোন বেজে ওঠে।

রায়হান সেটা ধরে, হ্যালো কে? মিস মারিয়া? কি সৌভাগ্য! এতদিন পরে মনে

www.pathagar.com

পড়ল? করেছিলে? তা অবশ্য ঠিক। আমরা অনেক রাতে হোটেলে ফিরে আসি। সারাদিনই ঘোরাফিরা করি। মি. জিমি কেমন আছে? তার কাকা? তোমাদেরকে আর ধন্যবাদ দেবার সুযোগ পাইনি। সেদিন নৌ-ভ্রমণ খুব উপভোগ্য হয়েছিল। কি বললে? তোমার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস কর। সে পার্শ্বেই আছে। দিচ্ছি তাকে। তার পূর্বে, জিজ্ঞেস করি কবে ঢাকাতে তোমাদের দেখতে পাব? আমরা পরশু ফিরব। হ্যাঁ মনে হচ্ছে এখানে আর দেখা হবে না। এই নাও রুবার সঙ্গে কথা বল।

সে ফোন রুবাকে দিয়ে দেয়।

হ্যালো মারিয়া, কেমন আছ? রোজ তোমাদের কথা মনে করি। তোমাদের নাম্বার রাখিনি, ভারী অপরাধী মনে হত। পেতাম না? তা অবশ্য ঠিক। হ্যাঁ, আমরা দিনভরই বাইরে। তা যা বলেছ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সে আর বলতে। মি. জিমি বল আর মি. রায়হান বল সব সাহেবই সমান। কেউ কম নয়!

রায়হান তার দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে তাদের কথা বোঝার চেষ্টা করে। দুই বান্ধবীতে প্রচুর বাক্যালাপ হয়। একসময় অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ঢাকায় দেখা হবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে রুবা কথা শেষ করে। রায়হানকে বলে, ওদেরকে টেলিফোন না করাটা খুব অসৌজন্য হয়েছে।

কি করে করবে? নাম্বারই রাখিনি, সেটাই মস্ত ভুল ছিল। তাছাড়া, ওরা ছিল না বলল। জিমি আজও বাইরে। তা, তোমার বান্ধবী কি বলে?

কি আর বলবে! সময় কেমন কাটছে। তুমি কতটা উৎপাত করছ এসব জানতে চাচ্ছে। এই আর কি। ওরা নাকি পূর্বেও কল করেছিল, আমাদের পায়নি।

হ্যাঁ, আমাকেও তাই বলেছে। এখন চল, রওয়ানা হওয়া যাক। ভালোই হল, মারিয়া টেলিফোন না করলে একটা অস্বস্তি থেকে যেত।

তারা বের হয়ে পড়ে।

মার্কেটিং এর দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। রায়হান বলে, আমি তোমার জন্য কেনাকাটা ছাড়া আর কিছু করব না। এক স্থানে বসে থাকব। তুমি সব সম্পন্ন করে ওখানে আসবে।

না, তুমি আমার পাশে থাকবে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। প্লিজ, তুমি পাশে থাকলে সাহস পাই।

www.pathagar.com

রায়হান আর কথা বাড়ায় না, সঙ্গে থাকতে সম্মত হয়।

রুবা প্রথমে তার তালিকা ধরে ধীরে ধীরে সব জিনিসপত্র ক্রয় করে। সায়েমার জন্য একটি স্বর্ণের হার ও একটা মূল্যবান শাড়ি ক্রয় করে। সে রায়হানের জন্য রাজ্যের জিনিসপত্র কিনে ফেলে। টাই, মোজা, গেঞ্জি, টাওয়েল, শার্ট, বেল্ট, মানিব্যাগ, সেভিং ক্রিম আরও কত কত জিনিস যে সে ক্রয় করে রায়হান তার খবরও রাখে না। রায়হান একবার শুধু বলে, গোটা কয়েক রুমাল নিতে পার। ওটা কেনার কথা মনে থাকে না।

না, আমি রুমাল কিনব না। রুমাল দিলে নাকি সম্পর্ক নষ্ট হয়।

রায়হান হাসে, ঠিক আছে, আমিই কিনে নেব।

রুবার বাজার আর শেষ হতে চায় না। একসময় সে বলে, রুবা, আর পারছি না। আমি ওখানটায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছি। তুমি শেষ করে ওখানে আস।

রুবা তার কথা মেনে নেয়।

রুবা চাকা লাগান সুন্দর একটা স্যুটকেস কিনে তার মধ্যে সবকিছু ভরে নেয়। দোকানির পরামর্শে স্যুটকেসের গায় রেজা রায়হান নামের দুটি ইংরেজি আদ্যক্ষর 'আর, আর' সন্নিবেশিত করে রুবা খুশি হয়। সেটি এনে রায়হানের সামনে রাখতে সে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু কোন কথা বলে না। তার মাথায়ও একটা পরিকল্পনা আসে। সে বলে, তুমি এখানে বসো। এবার আমাকে বাজার করতে দাও।

আমি তোমার সঙ্গে যাব। বাজে খরচ করতে দেব না।

চুপ। তোমার সময় আমি একটি কথা বলিনি। তুমি সাথে থাকলেও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাবে না বসবে?

যাব।

রায়হান প্রথমেই একটি ঢাউস সাইজের চামড়ার স্যুটকেস কিনে। চামড়ার আদি রঙের বাক্সটি দেখতে খুবই সুদৃশ্য। তাতে ইংরেজিতে রুবা নামটি চমৎকার ইটালিক ছন্দে অঙ্কন করিয়ে নেয়। রুবা কিছু বলতে উদ্যত হতেই রায়হান তাকে চুপ করিয়ে দেয়, তোমার মুখ বন্ধ।

www.pathagar.com

সে রুবার জন্য আধা ডজন ড্রেস ক্রয় করে। বিভিন্ন রঙের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী। রুবা বাধা দেবার চেষ্টা করে আর একবার ধমক খেয়ে চুপ করে যায়। চারটি শাড়িও কিনে ফেলে। দোকানি মেয়েটির সঙ্গে পরামর্শ করে রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ, পেটিকোট, অন্তর্বাস সবকিছু সংগ্রহ করে। রুবার জন্য তিন জোড়া সেন্ডেল, তিন জোড়া জুতা, তিনটি ভ্যানিটি ব্যাগ এবং একটি বিউটি কিট কিনে সব স্যুটকেসে ভর্তি করে। ওদের পরামর্শ নিয়েই অন্যান্য সাজ-সজ্জার জিনিসপত্রও পর্যাপ্ত কিনে ফেলে। সব শেষে জুয়েলারী সেকশনে ঢুকে রুবাকে দেখিয়ে তার জন্য একসেট দামী অলঙ্কার দিতে বল।

রুবা জোর আপত্তি জানিয়ে লোকজনের সম্মুখেই আর একবার চোখ রাঙানি লাভ করে।

একটি বড় ভেলভেটের বাক্সে পছন্দকৃত অলঙ্কারের সেটটি ঢুকিয়ে সেটিকে সযত্নে স্যুটকেসে রেখে রায়হান পে কাউন্টারে এসে একত্রে সবকিছুর মূল্য পরিশোধ করে। অপ্রসন্ন রুবা নীরবে তাকে অনুসরন করে। বিজয়ীর বেশে রায়হান বড় স্যুটকেসটি নিয়ে বেরিয়ে আসে। রুবা অন্যটি নিয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে অনুসরন করে।

একটি ট্যাক্সি নিয়ে তারা যখন হোটেলে ফিরে আসে তখন প্রায় অপরাহ্ন। কেনাকাটার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। কখন বিকেল হয়ে গেছে তাদের খেয়ালই হয়নি। আজ তাদের দ্বিপ্রাহরিক খাওয়া হয়নি।

হোটেলে পৌঁছে রুবা বলে, তোমার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে না?

হচ্ছে। তবে পেটের নয়।

রুবা তীর্যক চোখে তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, তোমার কেবল এক চিন্তা। আজ দুপুরে যে খাওয়া হয়নি সে খেয়াল আছে?

তাই তো। আসলে আজ মার্কেটিং করতে গিয়ে সব ভুলেছিলাম। তুমিও মনে করিয়ে দাওনি।

বারে, তোমার ক্ষুধার কথা আমি মনে করিয়ে দেব?

হ্যাঁ, তাই দেবে। রোজই তো দাও। নিজের কথাও বলনি।

রুবা হাসিমুখে দোষ স্বীকার করে, আমারও কথাটা মনে পড়েনি। আজ আমরা ছেলেমানুষের মতো কেনাকাটায় মত্ত হয়ে পড়েছিলাম।

www.pathagar.com

তা যা বলেছ। আমার কোনদিন এমনটি হয়নি। সাধারণত আমি মার্কেটিং উপভোগ করি না। আজ খুব ভালো লাগল।

রুবা মুখ টিপে হাসে। কারণটা সে জানে।

ঘরে পৌঁছে বলে, সার্ভিসকে বলে কিছু আনিয়ে নিচ্ছি। কি খাবে?

তুমি যা দেবে।

আহা, কত বাধ্যগত মানুষটি আমার! দোকানে এত করে বললাম, একটি কথাও শোনলে না, উল্টা ধমক। এখন একেবারে ভাবে গদগদ!

রায়হান উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে, কারণ আছে ম্যাডাম। এখন আমার সবরকম ক্ষুধাই অনুভূত হচ্ছে। রুম সার্ভিসকে ফোন করার পূর্বে তোমার নিজস্ব সার্ভিস কি যৎ সামান্য পেতে পারি না?

রুবা তার দিকে তাকিয়েই থাকে। একসময় চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে আসে। রায়হানকে আর পায় কে!

পরের দিনও তারা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। রুবা টুকটাক বাজার করে। অরচার্ড রোডের এক খ্যাতনামা দোকান থেকে একটি রক্ত লাল পাথর বসানো স্বর্ণের আংটি কিনে রায়হান রুবাকে পরিয়ে দিয়ে বলে, এটি কখনও খুলবে না। আমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এই স্ফটিকের অভ্যন্তরে বিমূর্ত হয়ে আছে।

রুবা সেটিকে তার অধরোষ্ঠে স্পর্শ করে। মুখে কোন শব্দ করে না।

ঠিক দশ দিনের মাথায় তারা ঢাকার উদ্দেশে প্লেনে চেপে বসে। এসেছিল দুটি হাত ব্যাগ সঙ্গে করে। এখন তাদের সাথে প্রকাণ্ড দুটি চামড়ার স্যুটকেসে সিঙ্গাপুরের প্রভূত পণ্য সামগ্রী লাগেজ হয়ে এসেছে।

আবুল তাদেরকে ঢাকা বিমানবন্দরের যে সংবাদটি দেয় তার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না।

আবুর হাসতে হাসতে বলে, গতকাল আমেরিকা থেকে আসলাম সাহেব সকন্যা এসে উপস্থিত। রাতের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীতে বোঝাপরা সম্পন্ন। তারা সাগ্রহে আপনাদের অপেক্ষা করছে।

তারা অবাক হয়। খুশি হয় তারচাইতে অনেক বেশি।

www.pathagar.com

সায়েমা ছুটে এসে ভাইয়ার বুকে পড়ে শিশুকালের মতো কান্না জুড়ে দেয়। বহুদিন বোনটা তাকে এভাবে জড়িয়ে ধরেনি। রায়হানেরও চোখে পানি এসে যায়। সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, কাঁদছিস কেন? রিয়া, আসলাম এসে পড়েছে। এখন আর কান্না কেন? আয় আমার সঙ্গে ভিতরে আয়।

সে সায়েমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসে। সায়েমা তখনও রায়হানকে জড়িয়ে আছে।

ছয় বছরের রিয়া অবাক হয়ে তার মামির কান্না দেখে। তার জ্ঞান হওয়া অবধি মামি এভাবে কাঁদেনি। সে বাবার কোলে থেকে নেমে এসে মায়ের আঁচল ধরে টানাটানি করে। মায়ের চোখের অশ্রু তার ছোট্ট মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আসলাম এসে রায়হানের পা ছুঁয়ে সালাম কের। দীর্ঘদিন মার্কিন মুল্লুকে অবস্থান করেও তার এ অভ্যাসটি বহাল আছে। সায়েমা অবশ্য কোনদিন ভাইয়ার পা ছুঁয়ে সালাম করত না। শৈশবে তার সঙ্গে অনেক হুটোপুটি করেছে।

রায়হান রিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখ চুম্বন করে, আরে, আমার মাটি যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তুমি কেমন আছ মামনি?

রিয়া মামাকে ভালো করে চেনে না। খুব ছোট সময়ে দেখেছে। অবশ্য মামার একটা বড় ছবি তাদের নিউইয়র্কের ঘরে শোভা পাচ্ছে। সে দু'-একটি কথা ছাড়া তেমন বাংলা বলতে পারে না। কিন্তু সব বোঝে। পিতা মাতার যত্নের অভাবে সে মাতৃভাষার চর্চা থেকে বঞ্চিত।

মেয়ে মামার কোল থেকে নেমে মায়ের কাছে যেতে চায়, আই উইল গো টু মামি।

তুমি আমার মামি।

নো, মামি ইজ মাই মামি।

তার কথায় সকলে হেসে ওঠে। সায়েমাও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

আসলাম এতক্ষণে রুবাকে সম্ভাষণ জানাবার সময় পায়, স্লামালাইকুম ভাবী।

তার সম্বোধনে রুবা অস্বস্তিতে পড়ে। সায়েমা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে, ভাইয়ার

www.pathagar.com

পছন্দ আছে। খুবই সুন্দরী ভাবী।

রায়হান এবং রুবা বুঝতে পারে না রুবার কি পরিচয় আবুল এবং বাড়ির সকলে প্রদান করেছে। তারা সেই মুহূর্তেই বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে চায় না। পরে সময় করে সব ভেঙে বললেই হবে।

রুবা রিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে রায়হানের মতো তাকে চুমো খায়। রিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুব পছন্দ করে ফেলে। শিশুদের একটা স্বতন্ত্র বোধ শক্তি আছে। কাউকে পছন্দ না হলে রিয়া তার কোলে যায় না। এখন হাসিমুখেই রুবার কোলে উঠে যায়। শুধু তাই নয়, সেও রুবাকে চুমো খায়।

আসলাম এবং সায়েমা এক সঙ্গে বলে, আশ্চর্য!

রুবার প্রশ্ন, কি আশ্চর্য?

রিয়ার বাবা বলে, ভাবী, সে আপনাকে প্রথম দেখাতেই পছন্দ করে ফেলেছে। তাই আপনার কোলে চড়ে চুমো খাচ্ছে। ভাবী কি বিশেষ যাদু জানেন? মামা ও ভাগ্নী দু'জনকেই একমন্ত্রে বশ করে ফেললেন।

রিয়া রুবাকে জিজ্ঞেস করে, হু ইউ?

রুবার জবাবের পূর্বেই তার পিতা বলে, আমাদের ভাবী। তোমার মামী।

নো, মামি ইজ মাই মামি। সি ইজ ভাবী।

সকলে হেসে ওঠে। সেই মুহূর্তেই তার ভুল সংশোধনের প্রচেষ্টা কেউ করে না। রুবা সকলকে নিয়ে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করে। রিয়া তখনও তার কোলে।

বাড়ির সকলে উপহার সামগ্রী পেয়ে শাতিশয় তুষ্ট। এমন মনিব আর হয় না। বিদেশে গিয়েও প্রত্যেকের কথা মনে করে কিছু কিনে এনেছে। গম্ভীর প্রকৃতির আবুলও খুশিতে দাঁত বের করে হেসে ফেলে।

নব দম্পতি জমিলা ও রায়হান তাদের কাপড় চোপড় পরিধান করে নতুন দুলহা দুলহিনের মতো এসে সকলকে সালাম করে।

সায়েম আসলাম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই রায়হান তাদেরকে জানায়, রুবার জীবনের প্রথম ঘটকালি। পাত্র আমার কাজ করত, পাত্রী রুবার। দুই খাস সেবক সেবিকার মিলন ঘটিয়ে সে পুণ্য অর্জন করেছে।

www.pathagar.com

রুবা বলে, আপনারাই বলুন, হৃদয়ঘটিত কারবারে বিবাহ মিলনই কি সফল পরিসমাপ্তি নয়? আপনারা তো এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। কাজটা কি ভালো করিনি?

সায়েমা ভাইয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করে মাথা নিচু করে নেয়। আসলাম বলে, অবশ্যই ভালো করেছেন। এর চাইতে বড় সমাজ সেবা আর কি হতে পারে!

তারা উপরের লিভিং স্পেসে বাস কথা বলছিল। রিয়া ইতোমধ্যেই শুয়ে পড়েছে। সে ভাবীর সঙ্গে ঘুমাবার বায়না ধরেছিল।

রুবা বলে, ঠিক আছে, রিয়া অবশ্যই আমার সঙ্গে ঘুমাবে। আমার বরং সুবিধা। একা থাকতে হচ্ছে না।

আসলাম ও সায়েমা দৃষ্টি বিনিময় করে। একসঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করে এসে বাড়িতে পৃথক ঘরে শয়নের ব্যবস্থা লোকের চোখে ধূলা দেবার হাস্যকর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কি!

ইতোমধ্যেই রুবা তাদের দু'জনকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে, আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতে শুধু বাকি। সামান্য সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া সর্ব অর্থেই তারা বিবাহিত দম্পতি। সে কারণেই তাদের ভাবী সম্বোধন অযাচিত নয়। তার বরং ভালোই লাগছে। স্বামী স্ত্রী দু'জনই এ ব্যবস্থায় কোন দোষ দেখতে পায় না।

আসলাম এক ধাপ এগিয়ে বলে, লিভিং টুগেদার আজকাল জনপ্রিয়। এতে বরং সুবিধা বেশি। দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেই। পারস্পরিক সমঝোতা ও কর্তব্যবোধ পুরোপুরিই বিদ্যমান।

রুবা নিজেই বলে, আমাদের বিষয়টি তা নয়। বহুপূর্বেই আনুষ্ঠানিকতা হয়ে যেত, কিন্তু একটা সামাজিক সমস্যা থাকার কারণে তা হয়নি। যে মুহূর্তে সেটার অবসান হবে, আমরা আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেব। বিধিগত আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বেও মানুষের নিজস্ব জীবন আছে। পরিবার ও সমাজবোধ আছে। আছে ব্যক্তিগত ধর্মানুভূতি। আমরা সকল বিচারেই পরিণয়াবদ্ধ।

সায়েমা এবং আসলাম তার কথা শুনে অবাক হয়। মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন তরুণীর কণ্ঠে কথাগুলো অনেক বেশি বিদগ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়।

রায়হান সেখানে বসে সব শুনছিল। একটা ম্যাগাজিনের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে তার কর্ণযুগল এদের কথাবার্তার দিকেই নিবদ্ধ করে রেখেছিল। সে খুশি হয়।

রুবা বেশ কথা শিখেছে। আমেরিকা প্রবাসী এক জোড়া মানুষকে সে কত

www.pathagar.com

সহজেই বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হয়। তার বক্তব্য পরিষ্কার। তাদের সম্পর্কের মাঝে কোন আবিলতা নেই। সবটাতেই একটা নৈতিকতার অলিখিত অনুমোদন পরিলক্ষিত হয়।

রুবা স্যুটকেস খুলে সায়েমাকে হার এবং শাড়ি উপহার দেয়। সায়েমা দারুণ খুশি। ভাবীর পছন্দ অতি চমৎকার। আসলামকে দেয় রায়হানের জন্য কেনা একটি শার্ট ও একটি টাই। নিজের একটি নতুন স্বর্ণের চেন সে রিয়ার গলায় ঝুলিয়ে দেয়। রিয়ার সেটাই প্রথম কোন স্বর্ণালঙ্কার পরিধান। দুই হাতে সেটা আঁকড়ে ধরে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সায়েমা বলে, আমি এত কথা বুঝি না ভাবী, ভাইয়ার যে মতি ফিরেছে, সে যে তোমাকে নিয়ে সংসার পাতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতেই আমি খুশি। তোমরা শিঘ্র বিয়েটা সেরে ফেল। আমার ভাইপো, ভাইঝি দেখার খুব শখ।

রুবা হাসিমুখে উত্তর করে, সেসব তো সময়ের ব্যাপার। কিন্তু রিয়া আর কতকাল একা থাকবে? একা একা বাচ্চারা কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। খেলার সাথী হলে মন মানসিকতা পরিস্ফুটনে অনেক সহায়তা হয়। আসলাম সাহেব, আপনি কি করছেন?

রায়হান কথার ধারা উপলব্ধি করে গাত্রোত্থান করে। রহমানের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে নিচে নেমে যায়।

তারা তিন জনই বিষয়টি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে।

আসলাম বলে, আপনার ননদিনীকে বলুন। আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই। কত বলি আর ওসব খেয়ো না। কে শোনে কার কথা!

সায়েমা বলে, বেশি সাধু সাজার চেষ্টা করো না। ক্ষমা করে দিয়েছি বলে মনে করো না ডরোথির কথা ভুলে বসে আছি!

রুবা বুঝতে পারে, তাদের সাম্প্রতিক সংকটের বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে।

সে বলে, আমি বয়সে দু'জনেরই ছোট হলেও সম্পর্কে বড়। আসলাম সাহেব বলুন তো সায়েমা আপা রিয়া এবং আপনাকে ফেলে একা চলে আসে কেন?

আসলামের চোখে মুখে একটা বিড়ম্বনার ছবি ফুটে ওঠে। সেটা সামলিয়ে সে বলে, একটা সামান্য ভুল বুঝাবুঝিকে আপনার ননদিনীর বিরাট করে দেখার ফলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

সায়েমা তার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, সামান্য ভুল বুঝাবুঝি! বেশ, আমি কিছুই বলব না। তুমিই ভাবীকে সব খুলে বল। তারপর তার কি রায় হয় আমাকে জানিয়ো। আমি ভাইয়ার সঙ্গে একটু আলাপ সেরে আসি। নিচে তো আর কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে।

সে রায়হানের উদ্দেশ্য নিচে চলে যায়।

বিষয় কি আসলাম সাহেব?

বিষয়টা বড় করে দেখলে বড়, আবার ছোট করে দেখলে খুবই ছোট। বলতে লজ্জা হচ্ছে। বিশেষত আপনাকে। ওটা ছিল আমারই সাময়িক দুর্বলতা বা পদস্থলন। ভাবী, মানুষেরই সময়ে ভুল হয়। ফেরেশ্‌তারা ভুল করে না। আমার ভুল হয়েছিল।

রুবা বলে, আমাদের যা সম্পর্ক দাঁড়াচ্ছে, তাতে আমাকে সব খুলে বলা চলে। লজ্জা করবেন না। আমরা কেউ ধোয়া তুলসী পাতা নই।

আসলাম বলে, তা যা বলেছেন। তা হলে ভরসা করে বলেই ফেলি। আমি যেখানে কাজ করি, সেই স্টোরেই আর একজন কর্মী মিস ডরোথি আমেরিকান যুবতী। ওদের সাথে বন্ধুত্ব হতে যেমন সময় লাগে না, সে বন্ধুত্ব শয্যা পর্যন্ত গড়াতেও বিশেষ সময় নেয় না। আমারই অন্যায়, আপনার ননদিনীর মতো স্ত্রী ঘরে রেখে আমি তার দিকে এগিয়েছিলাম। বস্তুত ওদের সমাজে এসব বিষয়কে এত সহজভাবে গ্রহণ করা হয় যে কখন আমি যুবতী ডরোথির মোহজালে জড়িয়ে পড়েছি বুঝে উঠতে পারিনি। একবার ট্রামে চুম্বনরত অবস্থায়, আর একবার একটি ক্লাবে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতায় সে আমাদের দেখতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিগড়ে যায়। জানেন বোধ হয়, সায়েমাও সেখানে কাজ করে। সে তার কাজে, রিয়া নার্সারিতে। সেই সুযোগে আমি আর ডরোথি কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে বাসায় চলে আসি। বুঝাতেই পারছেন, আর বাকিটা বলতে চাই না। আমার বড় নির্বুদ্ধিতা, আমি ডরোথিকে বাসায় নিয়ে আসি। সে আর একটি মেয়ের সঙ্গে এক ঘর শেয়ার করে। সেদিন তার রুমমেটের অফ ডে বিধায় কাজে যায়নি। সে কারণে বুদ্ধি বিভ্রাটে তাকে সায়েমার বেডরুমে নিয়ে আসি। ঘটনাচক্রে সায়েমা কোন কারণে আমাদের স্টোরে টেলিফোন করে। আমাকে না পেয়ে ডরোথিকে খোঁজে। তাকেও পায়না। ডরোথির এপার্টমেন্টে ফোন করেও পায় না। সে সরাসরি নিজের বাসায় এসে আমাদেরকে একত্রে দেখতে পায়। আমরা তখন সবে কাজ সেরে বসে কথা বলছিলাম। আমি কোন কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা না করে

www.pathagar.com

ডরোথিকে নিয়ে ভয়ে পালিয়ে আসি। সায়েমার এক বান্ধবী আছে এক ট্রাভেল কোম্পানিতে। সে জরুরিভাবে একটি টিকেট সংগ্রহ করে আমাদের ফেলে ঢাকায় চলে আসে।

সে তার বক্তব্য শেষ করলে রুবা বলে, আমিও হয়ত তার মতোই ব্যবহার করতাম। তার কোন দোষ দেখছি না। মেয়েরা ভালোবাসার মানুষের ভাগ দিতে পারে না। তা, তাকে মানালেন কি করে?

আসলাম হাসে, সেও এক কাহিনী। আসলে সায়েমা খুব ভালো মা। স্ত্রী হিসেবেও আমার কোন অভিযোগ নেই। রিয়াকে রেখে এসে সে নিজেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মেয়েকে তার কোলে ফেলে দিয়ে আর সময় নষ্ট করি না, তার দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা করি। দোষ স্বীকার করি। শপথ করি এর আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। হাজার হোক, মেয়ের জাত, মায়ের জাত। ক্ষমা না করে পারে!

রুবা হাসে। বলে, বিশেষ করে ভালোবাসার পাত্রকে। আপনাকে ভালোবেসেই সে তার ভাই, সমাজ ও দেশ সব ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। সেই ভালোবাসার মানুষটি যদি এ ধরনের বিশ্বাস ভঙ্গ করে তা হলে তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমি তাকে দোষারূপ করতে পারি না।

ঠিক বলেছেন ভাবী, আমিও তাকে দোষ দিতে পারি না। এই আপনার সম্মুখে নাক কান মলছি, এ ধরনের কুবুদ্ধি যেন আমার আর না হয়!

কি আসলাম, নাক কান মলছ কেন? রুবা তোমাকে কি অপরাধে এই শাস্তি দিচ্ছে?

জিজ্ঞেস করতে করতে রায়হান পেছনে সায়েমা উপরে উঠে আসে।

আসলাম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, সে আপনার শোনার যোগ্য নয় ভাইয়া।

সায়েমা বলে, আমি জানি। ঠিক আছে ভাইয়া, তুমি না হয় না-ই শুনলে। ভাবী শোনা যা, তুমি শোনাও তা।

রায়হান বলে, তা যা বলেছিস।

আসলাম নিবেদন করে, ভাইয়া হুট করে সবাই চলে এসেছি। সেভাবে কোনকিছুই সুব্যবস্থা করে আসতে পারিনি। দোষ ঘাট ক্ষমা করে এবার আপনারা

www.pathagar.com

অনুমতি দিলে আমরা ফিরে যাবার আয়োজন করতে পারি।

রুবা বলে, সে কি! এত দূর থেকে এসে এত শীঘ্র প্রত্যাবর্তন? মাসখানেক অন্তত থাকুন। আমি বলি সায়েমা আপা ও রিয়া মাস তিনেক অন্তত থাকুক। আপনাকে না হয় মাসখানেক রেখেই ছেড়ে দেওয়া যাবে।

সায়েমা বলে, ওকে একা ছাড়া হবে না।

রুবাই জবাব দেয়, আপা, আপনি কিন্তু তাকে একাই ছেড়ে এসেছিলেন।

সেটা রাগ করে।

এবার না হয় অনুরাগ করেই কিছুদিন সরে থাকুন। বিরহে আকর্ষণ বাড়বে বই কমবে না।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, তোমরা দু'জনই কাজ কর জানি। সেখানে ছুটি নিয়ে এসেছ তো? কত দিনের ছুটি নিয়েছ?

সায়েমা বলে, আমি অসুস্থতার রিপোর্ট করে চলে এসেছি। গিয়ে হয়ত দেখব চাকরি নেই। তাতে অসুবিধা হবে না। কাজ আবার জুটে যাবে। ওর কাজের ওখানকার অবস্থা ওকেই জিজ্ঞেস কর।

আসলাম বলে, তোমার হঠাৎ চলে আসা এবং তোমাকে ফিরিয়ে নিতে আসার ঘটনা সেখানে অবিদিত নেই। ছুটির দরখাস্ত দিয়ে এসেছি। চাকরি যাবে না। তবে ছুটিকালীন সময়ে মাইনে পাব না। তাছাড়া রিয়ার নার্সারি খোলা।

রায়হান বলে, সেটা বড় সমস্যা নয়। ঠিক আছে, সপ্তাহখানেক অন্তত থাক। তারপর সকলেই একসঙ্গে যেতে পার। দেখি কিছুদিনের মধ্যে আমরা একবার আমেরিকা ঘুরে আসব।

তারা দু'জনই আনন্দিত হয়ে ওঠে। সায়েমা বলে, সেটা দারুণ হবে ভাইয়া! কবে আসবে?

দেখি, রুবাকে কলেজ ভর্তি করে, কোন বড় ছুটি ছাটায় চলে আসব। লন্ডন ও প্যারিসে আমার ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কাজ আছে। সেসব সেরে তোদের কাছে যাব।

আসলাম বলে, আমাদেরকে কয়েকদিন পূর্বে জানালে আমরা বাসা বদল করে আর একটু বড় বাসা নিতে পারি।

www.pathagar.com

রায়হান জিজ্ঞেস করে, কেন? বর্তমান বাসা কি খুব ছোট?

না, তা নয়। তবে দুটা বেডরুম। একটায় এখন রিয়া থাকে।

সায়েমা বলে, কোন অসুবিধা নেই। সে আমাদের সঙ্গে থাকবে। ভাইয়া ভাবীকে একটা ঘর দেওয়া যাবে। ড্রয়িংরুম, খাবার স্পেস ভালোই আছে। বাসা বদলাবার প্রয়োজন হবে না। তারা তো স্থায়ীভাবে বাস করবে না!

রায়হান বলে, হ্যাঁ, এক সপ্তাহ বা দু'সপ্তাহ।

সায়েমা বলে, না তা হবে না। আমাদের সঙ্গে কমপক্ষে মাসখানেক থাকতে হবে। তোমাদের চাকুরি করতে হয় না, অসুবিধা কোথায়!

রুবা বলে, চলুন চলুন। এখন খাবার টেবিলে যাওয়া যাক। নৈশভোজের সময় বহু পূর্বেই পাড় হয়েছে। আমরা না খেলে ওরা সব বসে থাকবে। চলুন।

সকলে নিচে নেমে আসে।

ক'দিনেই রিয়া রুবার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়ে। তার ওঠা-বসা, খাওয়া এবং শোওয়া সবই ভাবীর সঙ্গে। প্রথম দিনের সেই ভাবী ডাক কেউ আর সংশোধন করেনি। তার কচি কণ্ঠের ভাবী ডাক সকলের কাছেই শ্রুতিমধুর লাগে।

তাকে কোলে নিয়েই সে যখন তখন রায়হানের ঘরে আসে। ঘরে আসা পর্যন্তই। সিঙ্গাপুর থেকে আসা অবধি রায়হানের কোন সুযোগ হয় না। সে আহ্বান জানালেই রুবা চোখ পাকিয়ে বলে, বাড়িতে ছোট বোন ভগ্নিপতি আছে, তাছাড়া মামনি আছে না?

সে তো সব সময়ই তোমার আঁচল ধরে আছে। দেখতে অবশ্য মন্দ লাগে না। ষোড়শী মাতার ছয় বৎসর বয়স্কা কন্যা। কিন্তু কিছুমাত্র বেমানান লাগে না।

রুবা সহাস্যে বলে, তা লাগবে কেন? আগের দিনে ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে অচিরেই ছেলে পুলের মা হয়ে যেত। তাছাড়া আমার শরীর স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো।

রায়হান টিপ্পনী কাটে, আমার চাইতে সেটা আর কে ভালো জানে!

তোমার অবদানও কম নয়। যেখানে যা ঘাটতি ছিল তোমার হাতে পড়ে পূরণ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

হা, হা, হা।

এই চুপ কর। এভাবে হেসো না। প্লিজ।

রায়হান বলে, রুবা আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমাদের ঘরে এমনি এটা ছোট্ট মানুষের আগমন ঘটালে কেমন হয়!

রুবাও স্বপ্নিল চোখে বলে, আমি স্বপ্ন দেখি ওদের কলকাকলিতে ঘর মুখরিত। কখনও দৌড়াচ্ছে, চেচাঁমেচি করে বাড়ি মাথায় করছে। গ্লাস ভাঙছে, ঘর অগোছাল করছে। আমি শাসন করতে গিয়ে ধরে টিপে টিপে আদর করছি।

রায়হান বলে, গ্লাস ভাঙছে, আর তুমি আদর করছ! চড়িয়ে গাল লাল করে দেব না!

খবরদার, তুমি ওদের গায়ে হাত তুলবে না।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে ওঠে। দিবাস্বপ্নের অবসান ঘটে।

ওদের বিদায়ের দিন বিমানবন্দরে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। রিয়া সবসময়ই রুবার কোলে। সে তাকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করেনা। শিশু মনেও বিদায়র বাণী বেজে উঠেছে।

সায়েমা ভাইয়া ও ভাবীকে একপ্রান্তে ডেকে বলে, তোমাদের আনুষ্ঠানিকতা যখনই হোক সঙ্গোপনে করো। আমি বলে এসেছি, বিয়ে করেই তোমার সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলে।

রুবা প্রতিবাদ করে, কেন মিথ্যা করে বলতে গেলেন?

সায়েমা বলে, আমার ভাইয়া, ভাবী লোকের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হোক এটা আমি চাইনি। তাই বলেছি। দেখো আমাকে ছোট করো না।

রায়হান বোনকে সান্ত্বনা দেয়, ঠিক আছে, তাই হবে। রুবা অবশ্য মিথ্যা বলতে পারে না। এক্ষেত্রে তাকে জিজ্ঞেস করার তেমন লোকও নেই। সেও না হয় হাসিমুখে নীরব থেকে সব বুঝিয়ে দেবে। তুই ভাবিস না। ঠিক বলিনি রুবা?

বিদায় মুহূর্তে তার মনে ব্যথা দেওয়া ঠিক হবে না বিবেচনা করে রুবা বলে, আচ্ছা ঠিক আছে।

ওদের সময় হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আসলাম তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নেয়। সে কিছুতেই ভাবীকে ছাড়বে না। ভাবী, ভাবী, সে কান্না জুড়ে দেয়।

রুবার চোখেও অশ্রু নেমে আসে। মেয়েটা ক'দিনেই তার এত বাদুক হয়ে তাকে এভাবে স্নেহের বন্ধনে জড়িয়েছে যে চিন্তা করা যায় না।

সায়েমাও ভাইয়া ভাবীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে, শীঘ্র যেন তোমাদের দেখা পাই।

তারা তিন জন একত্রে ইমিগ্রেশন পার হয়ে যায়। রিয়া তখনও ভাবী ভাবী করে কেঁদে চলেছে। অচিরেই পিতা মাতার সঙ্গে তার ছোট দেহটিও অন্তরালে চলে যায়।

রায়হান সস্নেহে রুবার কাঁধে হাত রেখে বলে, কাঁদতে নেই রুবা। কাঁদলে অমঙ্গল হয়। চল বাড়ি যাই।

চোখ মুছে রুবা ম্লান কণ্ঠে বলে, চল।

তখনও কিছু বুঝার বয়স হয়নি। নেহায়েতই শৈশবকাল। নানীজানের সঙ্গে তার বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। বর্ষাকাল, নৌকা করে যেতে হয়। প্রায় সমস্ত দিনের পথ। নৌকায় বেড়ানোটাও খুব আনন্দজনক। পথে ঘাটে নানীজান নিজে তেমন কিছু খেতে পছন্দ করত না। ছেলেমানুষ কখন ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সাথে নিয়ে নিত। আমার আনন্দ দেখে কে! পথ যেতে যেতে এমনিতেই পথের অজস্র আনন্দ কুড়াবার অভ্যাস ছিল। তার উপর যখন খুশি নানীজানের পোঁটলা খুলে মজার মজার খাবার খাওয়া যেত।

নানীজান তোমাকে খুব ভালোবাসত, তাই না? তার আরও নাতি-নাতনি নিশ্চয়ই ছিল?

রায়হান বলে, তা ছিল। দুই ছেলে এবং তিন মেয়ের ঘরে তার অনেক পৌত্র পৌত্রী ছিল। কিন্তু শৈশবে মা পরলোক গমন করলে আমরা নানীজানের কাছে বড় হই। মাতা বল আর মাতামহী বল, সে-ই ছিল সব। সে কারণেই তার স্নেহের এক বড় অংশ আমাদের দু'ভাই বোনের ভাগ্যে জোটে।

www.pathagar.com

রুবা নিচে কার্পেটে বসে রায়হানের হাঁটুতে মুখ রেখে গভীর মনোয়োগে তার কাহিনী শুনছে। সায়েমার চলে যাবার পরদিন রুবা বায়না ধরে, এবার তোমার সকল কথা খুলে বল।

রায়হান অনেকটা সময় নিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করে। রুবার মুখে আস্থা, ভালোবাসা ও নির্ভরতা ছাড়া অন্য কোন ভাব সে খুঁজে পায় না।

বেশ, তা হলে শোন, বলছি। কোন নোক্‌তা তুলতে পারবে না। আর পূর্বের সব শপথের কথা মনে আছে তো?

রুবা বলেছে, সব মনে আছে। সেসব নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। তুমি বলে যাও।

গ্রামটি ছিল বর্ধিষ্ণু। নামটিও সুন্দর বহেরা। বহেরা গ্রামের উকিল বাড়ি সকলে এক নামে চেনে। উকিল বাড়ির অবস্থাই গ্রামের মধ্যে সেরা। জমি-জমা, আর্থিক সঙ্গতি এবং লেখাপড়ায় তারাই ছিল অগ্রণী। নানীজানের ভগ্নিপতি ছিল' সে আমলের একজন উকিল। সে সময় মুসলমান উকিল ঘরে ঘরে দেখা যেত না। তার জ্যেষ্ঠ পুত্রও উকিল। সেই থেকে সেটি উকিল বাড়ি বলেই পরিচিত। আমি যখন নানীজনের সাথে প্রথম সে বাড়িতে যাই তখন সে বাড়ির কর্তা বড় নানা বেঁচে নেই। বহু পূর্বেই গত হয়েছে। তার জ্যেষ্ঠ পুত্রই তখন প্রায় প্রবীণ। সে তখন পরিবারের কর্তা। সপ্তাহের ছয় দিন ঢাকায় বসবাস করে। ছুটির দিন দেশের বাড়িতে থাকে। ঢাকা থেকে খুব দূরে নয় বিধায় উকিল মামা নিজের নৌকায় করেই যাতায়াত করে। ঘণ্টা দু'য়েকের পথ। তার পরিবার দেশের বাড়িতে থাকে। সপ্তাহান্তে একদিন সে পরিবারের সঙ্গে কাটায়। সে কারণে তাদের গ্রামের বাড়ি সর্বদাই জমজমাট। বৃহৎ পরিবার এবং একান্নবর্তী পরিবার। নানীজানের বড় বোন তখনও বেঁচে। বোনের নাতিকে সে নানী যে কি আদর করত না দেখলে বুঝবে না। আসলে, আমার মা ছিল তার খালার খুব আদরের। তার মৃত্যুতে তার মাতৃহীন পুত্রটিকে সকলেই ভালোবাসত। বড় নানী কিছুটা বেশি। সায়েমা তখন আমার চেয়েও ছোট। বেড়াতে আসার মতো নয়। সে ছোট মামীর তত্ত্বাবধানেই থাকত।

রুবা বলে, তোমার কাহিনীর ভূমিকা শুনে মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময় লাগবে। তুমি কি আর এক কাপ কফি খাবে?

খাব, কিন্তু আর কিছুক্ষণ পর। আমি তোমাকে বলব। তারপর শোন, প্রথমবার

www.pathagar.com

সে বাড়িতে যখন যাই, তাদের বাড়ির হালচাল দেখে এবং এত লোকজন দেখে হক্‌চকিয়ে যাই। নৌকা থেকে নামার পর প্রথম দুই বোনের জড়াজড়ি ও কান্না প্রত্যক্ষ করি। দুই নানীর সেই কান্নার কারণ জানি না। বাড়ির বৌ-ঝি, ছেলে-মেয়েরা সে সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা একটু ধাতুস্থ হলে নানীজানকে সালাম করার হিরিক পড়ে যায়। তারপর আমার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে।

বড়রা এসে আমাকে কেউ কোলে তুলে নেয়, কেউ চুমো খায়, কেউ মাথায় হাত রাখে, শরীরের সর্বত্র হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে। বড় নানীর এক মেয়ে, সোনা খালা। মায়ের নাম করে আমাকে জড়িয়ে এই কান্না। আমার মায়ের সঙ্গে এই সোনা খালার ছিল গলায় গলায় ভাব। সোনা খালা বিধবা হয়ে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে পিত্রালয়ে থাকে। সে বাড়িতে এই সোনা খালার কাছে আমি মায়ের আদর পেয়েছি।

সকলেই এই শিশু মেহমানকে অত্যধিক আদর যত্ন করে। বস্তুত, সারাদিনে নানীজনের সাথে আমার তেমন দেখাই হয় না। এক গাদা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মিশে কত যে খেলাধুলা আর আনন্দের আয়োজন। আমি এক এক দিন এক একজনের সঙ্গে ঘুমাই। এত আদর আপ্যায়ন ইতিপূর্বে আর কোথাও লাভ করিনি।

রুবা হাসে। সে মন্তব্য করে, তা হলে বল শৈশব থেকেই তুমি সর্ব প্রিয়।

না, ঠিক তা নয়, আমি দেখতে মন্দ ছিলাম না। স্বভাবেও নাকি সে সময় ভালোই ছিলাম। তদুপরি এত ছোট সময়ে মা হারিয়েছি বলে সকলেই একটু বেশি, স্নেহ মমতা প্রদর্শন করত।

বুঝেছি, তোমাকে আর ব্যাখ্যা দিতে হবে না। বল, তারপর?

তারপর কি বলব, কোথা থেকে বলব বুঝতে পারছি না। সে বাড়ির সব ঘটনা বলেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা যায়। আজ এতদিন পরে তাদের অনেকেরই নাম ভুলে গিয়েছি। কে আছে, কে নেই জানি না। কিন্তু সেদিন তাদের কাছে যে অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছিলাম তার কোন তুলনা হয় না। কয়েকটা ঘটনা মনে আছে। সোনা খালার ছেলে ময়না ভাই আমাকে একটা ধনুক বানিয়ে দেয়। বাঁশের কঞ্চি ও বেতের সাহায্যে সে সুন্দর জিনিসটি তৈরি করে আমাকে প্রেজেন্ট করে। আমি সেই অমূল্য উপহার পেয়ে সারাদিন তার সাথে তাদের বাড়ির পেছনের ছাড়া বাড়িতে এবং ঝোপ ঝাড়ে শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াই। ময়না

www.pathagar.com

ভাইর পিঠাপিঠি বোন মুন্নী আপা এসে আমাদের ধরে নিয়ে যায়। সোনা খালা সময়ে নাওয়া-খাওয়া না করার জন্য আমাকে সস্নেহ ভর্ৎসনা করে কিন্তু ছেলেকে দারুণ গাল দেয়। ময়না ভাই আমাকে তাদের বাগান থেকে পাকা কদবেল পেরে দিয়েছিল। মুন্নী আপা লবণ আর পোড়া মরিচ দিয়ে কি সুন্দর আচার যে বানিয়ে দিয়েছিল আজও আমার মনে পড়ে!

রুবা বলে, শুনে আমারই জিবে পানি আসছে। একদিন কদবেল এনে আচার বানাতে হয়।

রায়হান কটাক্ষ করে, একটা বিশেষ কারণে মেয়েদের কাঁচা আম, তেঁতুল, কদবেল এবং শুনেছি পোড়া মাটি খেতে দেখা যায়। সেসব কিছু নয় তো?

রুবা চোখ পাকায়, একজন অবিবাহিতা মেয়েকে এ ধরনের প্রশ্ন করা ভদ্রতা বিগর্হিত। সাহেবের কি সেই সামান্য বোধটিও লোপ পেল!

আমি কোন আইবুড়ো কন্যাকে জিজ্ঞেস করিনি। নিজের গৃহিনীকে কর্তব্যবোধের কারণেই প্রশ্ন করছি। ইচ্ছা না হলে জবাব দেবে না। ভদ্রতা অভদ্রতার প্রশ্ন কেন?

রুবা হেসে ওঠে, বুঝেছি, সাহেবের এখন কফি চাই। আমি কফি নিয়ে আসছি। তুমি উঠে যেও না।

কফি চাই ঠিকই কিন্তু আরও একটা জিনিস পূর্বে চাই।

কি?

একটু মিষ্টি মুখ।

রুবা উঠে দাঁড়ায়। সহাস্যে রায়হানকে মিষ্টিমুখ করিয়ে কফি আনতে চলে যায়। এ কাজটি সে চাকর বেয়ারাদের দ্বারা করায় না।

রুবা দুই কাপ কফি নিয়ে ফিরে আসে। সে সাধারণত বেশি কফি খায় না। পূর্বে আরও কম খেত। ইদানীং রায়হানকে সঙ্গ দিতে গিয়ে সেও অতিরিক্ত দু'এক কাপ পান করা শুরু করেছে।

জানো রুবা, বহেরা গ্রামের উকিল বাড়িটি আমার আবার দেখতে ইচচ্ছা করে। জানি সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। তবুও সেই শৈশবের সুন্দর সুখস্মৃতি বিজড়িত বহেরা গ্রামটি এবং আমার সেই উকিল মামাদের বাড়ি আজও আমার

www.pathagar.com

মনের মনিকোঠায় অম্লান হয়ে আছে। বিরাট বিরাট টিনের ঘর। মেঝে ছিল পাকা। লাল সিমেন্টের বাঁধান সে মেঝেতে কোন আসন ছাড়া বসে ভাত খেতে ইচ্ছা করত। এমনকি সেই বাঁধন শানে খালি পায়ে গড়াগড়ি খেতেও ভালো লাগত। একতালা একটা পাকা দালানও ছিল। কিন্তু দালানের চাইতে বারান্দাওয়ালা বড় বড় টিনের ঘরগুলোই অধিকতর ঐশ্বর্যমণ্ডিত মনে হত। তাদের বাড়িটি ছিল খালের পারে। কালের উপরে ছিল পাকা গাটলা। বাড়িতে কলও ছিল। কিন্তু ছেলে মেয়েরা এই পাকা ঘাটই ব্যবহার পছন্দ করত। অনেকগুলো রাজহাঁস ছিল। সে সময়ে রাজহাঁস থাকা ছিল আর্থিক সঙ্গতির পরিচায়ক। খালের পানিতে এক ঝাঁক সাদা রাজহাঁস গলা উঁচু করে সাঁতার কাটছে বা গাক গাক করে আওয়াজ করছে, আজও আমার স্মরণে ভাসে। একটি হাঁসকে কে যেন ধরে লাল রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছিল। রাঙা হাঁসটিকে দেখতে আরও সুন্দর লাগত।

রুবা বলে, তোমরা কতদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলে? বাড়িতে নানীজানের কোন কাজ কর্ম ছিল না?

রায়হান বলে, নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তখন নানীজানের মূল কাজ ছিল আমাদের দু'ভাই বোনের দেখা শোনা করা। আমাকে সঙ্গে এনেছে, আর সায়েমা নিঃসন্তান ছোট মামীর কাছে। তার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সেসব কালে দিন সপ্তাহ গণনা করে বেড়ান হত না। আমরা নেমেই নৌকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কবে ফেরা হবে জানা ছিল না। আমার ওখানে এত বেশি ভালো লাগে যে আর কোন দিন ফিরতে না হলেও আপত্তি ছিল না। অবশ্য সেবার আমাদের অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। কারণও ছিল। পৌঁছেই শোনা গেল উকিল মামার বড় ছেলের বিবাহ। বাড়ির প্রথম পুত্রের বিয়ে বলে কথা! দারুণ সব আয়োজন চলছিল। আমাদের পেয়ে ঘোষণা হল বিয়ের সব ঝামেলা চুকলে পরে আমরা ফিরতে পারব। বিয়ের তখনও দিন পনেরো বাকি। আমরা বোধ হয় সেবার মাস দুয়েক বহেরা গ্রামে অবস্থান করেছিলাম। বড় আনন্দের সময় ছিল সেটি। সেখানেই মোহন উপাখ্যানের সূত্রপাত।

মোহন কে? তোমার কোন মামা বা খালার ছেলে? না অন্য কেউ?

রায়হান হাসে, নাম শুনে মনে করছ ছেলে। কিন্তু না, মোহন কোন ছেলে নয়। উকিল সাহেবের ছোট ভাইর একমাত্র আদরের মেয়ের নাম মোহন। তিন পুত্রের পর কন্যা জন্মালে তার কদরই আলাদা। তার মোহন নাম কি করে হল, কে রাখল জানি না। কিন্তু বাড়ির অতি আদরের মেয়েটিকে মোহন নামেই ডাকা হত।

www.pathagar.com

আমার চাইতে দুতিন বৎসরের ছোট হবে। কিন্তু সে খুব ফুটফুটে ছিল।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তখন তোমার বয়স কত?

কেন জানতে চাচ্ছ?

না, তুমি তখন কতটা পেকে ছিলে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করছি।

রায়হান বলে, তখন নেহায়েতই নাবালক ছিলাম। শুধু এইটুকু শুনে রাখ কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করার সেটা বয়স নয়। আমার যখন সে অবস্থা, মোহনের প্রশ্ন সহজেই অনুমেয়।

আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি বলে যাও। তারপর? বিয়ের কি হল?

বিয়ের আবার কি হবে? বিয়ে হলে গেল। অনেক ঘটাপটা করে সে বিয়ে সম্পন্ন হল। তা নিয়েও বিরাট রচনা তৈরি করা যায়। বিয়ে হয়েছিল নিকট আত্মীয়দের এক মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি নাকি বিয়ের পূর্বেও সে বাড়িতে বেড়িয়ে গেছে। যা-ই হোক, বউ এনে সকলেই খুশি। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছিল বলে বুঝাতে পারব না। হাসি-খুশি ও সুন্দরী সে তরুণী বধুটির ধারে কাছেই কেবল ঘুর ঘুর করতে ইচ্ছা হত। সেও কি করে যেন আমাকে খানিকটা বেশি স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। আমি তখন আর বাইরে বাইরে বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াই না। নতুন বউয়ের মৌতাতেই অনেকের মতো মেতে থাকি। আমি বোধহয় সর্বাধিক্ষণ সেখানে কাটাতাম। শফিক ভাই যখন তখন ঘরে ঢুকে বউর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌঁছে আমাকে দেখে সামান্য বিরক্ত বা হতাশ হত।

বলত, রেজা, এবার তুমি যা।

আমি বলতাম, আমি বউর কাছে থাকব।

আরে ভাই, বউ আমার, তোর নয়। এখন যা, বউর সাথে আমার কাজ আছে।

আমি নতুন বউর আরও কাছে ঘেঁষে যেতাম। তার শরীর, সাজ সজ্জা ও কাপড় চোপড় থেকে একটা মোহময় গন্ধ ছড়াত। আমার তাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করত না।

শফিক ভাই তার বউকে বলত, বিনা, এবার ওকে একটু ছাড়। আমার যে খুব ক্ষুধা পেয়েছে!

মনে মনে ভাবতাম, ক্ষুধা পেয়েছে, তা হলে নতুন বউর কাছে কেন? সকলেই

www.pathagar.com

তো খাবার ঘরে গিয়ে লাইন পেতে খায়। এমন কি নতুন বউকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। শফিক ভাই এখানে খেতে আসছে কেন?

বলি, খাবার ঘরে যান।

ভাই ভাবী দু'জনই একসঙ্গে হেসে ওঠে। শফিক ভাইও আমাকে আদরই করত। বলে, তুই এখন সেখানে গিয়ে খেতে বস বা অন্য কোথাও যা। আমার নতুন বউর সঙ্গে কাজ আছে।

আমারও কাজ আছে।

তারা দু'জন আবার হাসে।

সপ্রতিভ ও শিক্ষিতা নববধূ সস্নেহে বলত, এটি আমার নিতবর। তোমার জন্য তো সবটা সময় পড়ে আছে। আমার ক্ষুদে বরটাকে হিংসা করছ কেন?

শফিক ভাই পকেট থেকে একটা আদুলি বের করে আমার হাতে দিয়ে বলে, রেজা, এই নে আট আনা পয়সা। বাংলাঘরের পাশে যে খাবারের দোকান আছে সেখান থেকে কিছু কিনে খা গিয়ে।

আমাকে আর পায় কে! একসঙ্গে একটা পুরো আধুলি! তক্ষনি দৌড়ে ময়না ভাইর কাছে চলে যাই। সে আমাকে সবসময় এটা ওটা কিনে দেয়। তাকে নিয়ে এটা খরচ করব। আমি ঘর থেকে বের হতেই শফিক ভাই ভিতর থেকে তাদের কেবিনের দরজা বন্ধ করে দেয়।

রুবা হাসে, তুমি একটা বেরসিক ছিলে। তাদেরকে সে সময় বিরক্ত করতে হয়!

বাবা, আমি কি তখন সেসব বুঝি! তারপর শোন না, আরও কত বড় বোকামী সেদিনই বিকেলে ঘটিয়ে ফেলি। নতুন বউকে গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিই, আমি বিয়ে করব।

সে হেসেই বাঁচে না। অতিকষ্টে মুখের আঁচল সরিয়ে হাসি দমন করে সে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কাকে বিয়ে করবে গো?

তোমাকে।

অমন যে নতুন বউ, সেও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। তার হাসিতে আকৃষ্ট হয়ে তার একগাদা দেবর ননদ সেখানে উপস্থিত হয়। নতুন বউ কথা বলতে পারে না। হাসিতে তার সুন্দর মসৃণ শরীর ফুলে ফুলে ওঠে।

www.pathagar.com

অনেক পরে অনেক কষ্টে সে সকলকে ভেঙে বলে, রেজা আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে।

সে মুখে আঁচল চেপে হাসি দমনের প্রয়াস পায়।

কথাটা রাষ্ট্র হতে সময় নেয় না। কি এমন কথা বলেছি বুঝতে সক্ষম হই না। যে আমাকে দেখে সে-ই হাসে। মাথায় চাটি বাজিয়ে তামাসা করে. এই যে আমাদের নতুন বউর নতুন বর।

শফিক ভাই হাসতে হাসতে আমার কান টেনে দেয়, কিরে তুই নাকি আমার বউকে বিয়ে করতে চাস? ব্যাপার কি? আমি এখনও বেঁচে বর্তে আছি, আর তুই তাকে বিয়ে করবি?

আমি কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। আমি কি কোন ভুল কথা বলে ফেলেছি! তবুও সাহস করে বলি, হ্যাঁ, আমি নতুন বউকে বিয়ে করব। সে খুব ভালো।

বটে, বটে!

চারদিকে আর এক দফা হাসির হুল্লোর ওঠে। শফিক ভাই আমাকে কোলে করে বউর কাছে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে দেয়, তোকে এখনই বিয়ে করতে হবে।

নতুন বউ মানুষটি ছিল সত্যিই ভালো। সে আমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে একটি চুমো দিয়ে বলে, আহা, বেচারা আশা করেছে, আমাকে বিয়ে করবে, তুমি তাতে বাদ সাধছ কেন?

একটু সমস্যা যে রয়েছে!

কি সমস্যা?

আমি যে এখনও মরিনি। এক স্বামীর বর্তমানে তোমার বিয়ে কি করে হতে পারে!

নতুন বউ তার মেহেদীচর্চিত পেলব হাতে স্বামীর মুখ চেপে ধরে, আহ, এসব কি অলুক্ষণে কথা বলছ! বেচারা ছেলে মানুষ, মনে যা এসেছে তা বলেছে। তাই নিয়ে তোমার এসব বলা সাজে!

শফিক ভাই হেসে বউর পাশে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। আমি সেখানে উপস্থিত সেটা উপেক্ষা করে বউর মুখটি নিজের মুখের উপর টেনে নেয়। নতুন বউ হাসফাস করে, আহ, রেজা আছে না?

www.pathagar.com

ওকি একটা মানুষ যে ওকে লজ্জা করতে হবে? তা না হলে আমার বউকে বিয়ে করতে চায়!

নতুন বউ আর আপত্তির ভাষা খুঁজে পায় না। তাদের দুই মুখ একত্র হয়ে যেতে সময় লাগে না। হঠাৎ সেখানে বাড়ির আদরের মেয়ে মোহন এসে ঢোকে। সে ডাকে, ভাবী, আমি তোমার কোলে উঠব।

বউ তাকে সাদরে কোলে টেনে নেয়।

শফিক ভাই বলে, আর এক আপদ এসে জুটল। না, এই সব পিচ্চিদের হাত থেকে রেহাই নেই। বউর কাছে তোদের কি এত কাজ রে বাপু!

বউ বলে, আহা, তুমি এমন করছ কেন? ওরা ভালোবেসেই আমার কাছে আসে। তোমার জন্য বাকি সবটা সময় পড়ে আছে।

শফিক ভাই বলে, এই রেজা, তুই না বিয়ে করতে চাচ্ছিস? মোহনকে তোর পছন্দ হয়?

আমি কিছু বলার পূর্বেই নতুন বউ হৈহৈ করে ওঠে, সুন্দর প্রস্তাব দিয়েছ। দুটিতে খুব মানবে। একেবারে মানিকজোড়। কি গো ছোটমিয়া, আমার ননদিনীকে পছন্দ হয়?

বলি, হয়। কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করব।

ছি ভাই, একথা বলতে নেই। তোমার সাথে আমাদের মোহনভোগের বিয়ে দেব। কি রে মোহন, রেজাকে বিয়ে করবি?

মোহন তার কোলে বসেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

সারা বাড়িতে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের দু'জনকে নিয়ে পুনরায় তুমুল আন্দোলন শুরু হয়।

ছোটমামী আমাকে কোলে নিয়ে অনেক আদর করে বলে, দেখি, দেখি, আমার জামাইকে দেখি। তোমরা যাই বল, দুটিতে চমৎকার মানাবে। আল্লাহ্ চাহে তো আমি এদের দু'জনের একসময় বিয়ে দেব।

আমি ছিলাম সে বাড়ির মাতৃহীন ভাগ্নে। এখন হয়ে গেলাম সে বাড়ির আদরিণী কন্যার ভাবী পাত্র।

www.pathagar.com

আমার নানীজান পর্যন্ত মোহনকে কোলে নিয়ে চুমো খায়। বলে, আমার নাতবউ কালে খুবই সুন্দরী হবে তোমরা দেখে নিও। নাতির আমার পছন্দ আছে।

সোনাখালা হানতে হাসতে বলে, না খালাম্মা, এটা রেজার নিজের পছন্দ নয়। তার পছন্দ শফিকের বউ। শেষ পর্যন্ত শফিক আর তার বউ এই বিকল্প পাত্রী মনোনীত করেছে।

কথাটা নিয়ে আর একবার সকলের মধ্যে হাসি তামাসা চলে।

রুবাও এতক্ষণ হাসছিল। সে বলে, নাহ, তুমি ছোটবেলায় সত্যিই একটা বুদ্ধু ছিলে। এখনও খানিকটা আছ। কেবল ভরসা পেছনে রুবা আছে।

রায়হান জবাব দিতে বিলম্ব করে না, পেছনে নয় সখি, সম্মুখে আছ। কি পরিমাণ আছ, একবার পরীক্ষা নিতে হয়।

এই, এখন কোন গণ্ডগোল নয়। তোমার কথা শেষ কর। আমার খুব ভালো লাগছে।

শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। মাত্র তো শুরু।

তাই বল না বাপু। আমার খুব ভালো লাগছে।

রায়হান বলে, কি বলব, সকলের মুখে আমি আর মোহন দম্পতি বনে গেলাম। আমাকে দেখা পেলেই প্রশ্ন হয়, তোমার বউ কোথায়? মোহনকে দেখছি না যে? শেষে এমন হল যে, আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, মোহনই হবে আমার বউ। বাচ্চা মেয়েটারও বোধ হয় সেরকমই মনে হয়েছিল। মেয়েদের শুনেছি বুঝতে শুনতে বিশেষ সময় লাগে না।

একদিন দু'জনকে নতুন বউ তার কেবিনে নিয়ে গিয়ে বলে, এই রেজা মোহন, তোমরা করছ কি? দু'জন দু'জনকে একটুও আদর করছ না। এটা একটা কথা হল!

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করি, কি করে করব?

এইভাবে, বলেই নতুন বউকে আমাকে একটি চুমো খেয়ে দেখিয়ে দেয়।

আমি ভাবছি কি করব। ততক্ষণে নতুন বউর ইঙ্গিতেই হোক বা নতুন একটা খেলা পেয়েই হোক মোহন আমাকে তার দুটি ছোট ছোট হাতে গলা জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে চুমো খাবার চেষ্টা করে। তার মুখের লালা আমার মুখে লেগে যায়।

www.pathagar.com

নতুন বউ খেলায় মজা পেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

রুবা বলে, ওয়াক থু। তোমার মুখে অন্যের লালা!

সে তো অনেককাল পূর্বের কথা। এখন ওয়াক থু করার কি হল?

তোমার মুখে ওসব লেগেছিল। আমি আর ধারে কাছে ঘেঁষছি না বাবা।

বটে, বটে!

রায়হান তাকে জাপটে ধরে তখনই প্রমাণ করে দেয় সে না চাইলেও কিছু তারতম্য নেই। রায়হান তার কাজ জানে।

রুবা তাকে তাগিদ দেয়, তারপর কি হল? বল।

সবই এক বৈঠকেই বলে ফেলব? আর কোন কাজ নেই? অপেক্ষা কর। ক্রমশ প্রকাশিতব্য।

সেদিনের মতো সেখানেই যবনিকা টানা হয়।

আসলামের কল আসে নিউইয়র্ক থেকে। তারা ভালোমতো পৌঁছেছে। কোন অসুবিধা হয়নি। যন্ত্রণা হয়েছে রিয়াকে নিয়ে। প্লেনে যতক্ষণ জেগেছিল কেবল ভাবীর কাছে যাবার বায়না করছিল। এখনও দাঁড়িয়ে আছে ভাবীর সাথে কথা বলবে।

সায়েমা টেলিফোন নেয়, ভাইয়া, তোমারা কবে আসছ? মেয়েকে নিয়ে আর পারছি না। ভাবীকে ভুলতেই পারছে না। কেবল ভাবীর কাছে যাব বলে বায়না ধরছে। ভারি যন্ত্রণায় পরেছি।

রায়হান বলে, আমাদের আসতে দেরি হবে। কবে আসতে পারব এখনই বলতে পারছি না। রিয়াকে দে। হ্যালো মামনি? তুমি কেমন আছ? ভাবী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে দিচ্ছি। তুমি কেমন আছ বললে না? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই নাও ভাবীর সাথে কথা বল।

রিয়া টেলিফোন নিয়ে ভাবী বলেই কেঁদে ফেলে। সে আর কথা বলতে পারে না।

www.pathagar.com

রুবা বারবার ডাকছে, রিয়া, হ্যালো রিয়া, কেমন আছ মামনি? হ্যালো, হ্যালো।

ওদিক থেকে কেবল ফোঁপানির শব্দ শোনা যায়।

ক্রমে সেটা রুবার মাঝেও সংক্রামিত হয়। সেও ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলে।

ভালো যন্ত্রণা হল দেখছি, বলে রায়হান টেলিফোন নিয়ে নেয়, হ্যালো রিয়া, রিয়া।

ওদিক থেকে রিয়ার কান্নাই কেবল শ্রুত হয়। সায়েমা ধরে, ভাইয়া তোমার আদরের ভাগ্নী কথা বলছে না। পরে একসময় তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলো। একটু শীঘ্র একবার আসার চেষ্টা করো। ভাইয়া এখন ছাড়ি। খোদা হাফেজ।

রায়হান টেলিফোন ছেড়ে দেখে রুবা নিঃশব্দে চোখ মুছছে।

একি কাণ্ড! তুমিও ছেলেমানুষ বনে গেলে!

না, আমি বুড়ো মানুষ বনব !

রায়হান তাকে কাছে টেনে নেয়, না তা বলছি না। বলছিলাম রিয়া না হয় একটা অবুঝ বাচ্চা। তার কান্না মানায়। কিন্তু তুমিও যে বাচ্চাদের মতো হয়ে গেলে!

রুবা চোখ মুছে বলে, মেয়েটা আমাকে এত মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। চল না গো, আমরা কিছুদিনের জন্য ওদের সাথে থেকে আসি।

তাতে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে ছাড়া কমবে না। তার চাইতে স্থায়ী সমাধানের চিন্তা করা ভালো নয় কি?

সেটা আবার কি?

রায়হান কথা না বলে মুচকি হাসে। রুবা বুঝতে পারে সে কি বলতে চায়। সেই মুহূর্তে কোন চপল বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হতে তার মন চায় না। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কি মনে পড়ায় নিচে নেমে যায়।

প্রায় দু'মাস বহেরাতে কাটিয়ে যখন বাড়ি প্রত্যাবর্তনের পালা এল তখন

www.pathagar.com

নানীজান কাঁদছে, আমি কাঁদছি, সে বাড়ির কারো চোখই শুষ্ক নেই। নতুন বউ পর্যন্ত আঁচলে চোখ মুখে আমাকে অনেক আদরে আপ্লুত করে দেয়। সে তার ট্রাঙ্ক খুলে দুটি রূপার টাকা বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, রেজা, তুমি কিছু কিনে খেয়ো।

তারপর আমাকে আরও আদর করে জিজ্ঞেস করে, কি রেজা, ভাবীকে ভুলে যাবে?

এতদিনে আমিও তাকে ভাবী বলে ডাকা শুরু করছি। কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলি, না ভাবী, ভুলব না।

শীঘ্র আবার চলে এসো।

আসব।

আমি সেই টাকা দুটি নিয়ে গিয়ে মোহনকে দিই, তুমি কিছু কিনে খেয়ো।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু টাকা দুটি হাত পেতে নেয়। ঘরে নিয়ে নিজের জিনিসপত্রের মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রাখে।

আমরা যখন নৌকায় উঠি নতুন বউ মোহনের হাত ধরে ঘাট পর্যন্ত এসে অন্যদের সঙ্গে আমাদের বিদায় দেয়।

রুবা মন্তব্য করে, তুমি যে দেখছি সেই বয়সেই একজন দেবদাস! ভাবীর দেওয়া উপহার মোহনকে দিয়ে দিলে!

তোমাকে না শর্ত দিয়েছি কোন নোক্‌তা বের করবে না। তা হলে গল্প বলা বন্ধ।

এটা কি গল্প?

সেদিন যাই থাক না কেন, আজ এটা একান্তই গল্প।

তারপর বল।

যদিও বলে এসেছিলাম আবার যাব কিন্তু বহেরা গ্রামে আমার আজ অবধি আর যাওয়া হয়নি। ওখান থেকে ফিরে এসে কয়েকদিন মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। সেখানকার অজস্র আনন্দ আর সঙ্গী সাথীদের জন্য মন কেমন করত। কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন সবই ভুলে গিয়ে নিজের পূর্বতন পরিবেশে মিশে গেলাম। এ ঘটনার পুনরোত্থান হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে। তখন আমি কলেজে পড়ি।

www.pathagar.com

হোস্টেলে থাকি। আমার এক ভাইয়ের স্ত্রী তখন হাসপাতালে ভর্তি। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার একটা সহজ হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। এক বিকেলে তাকে দেখতে যাই।

পার্শ্বের বেডের এক মহিলা কিছুটা উৎসুক হয়ে আমার দিকে তাকায়।

ভদ্রমহিলার বয়স হলেও বেশ আকর্ষণীয়া। রূপসী এবং স্বাস্থ্যবতী। সে কেন হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছে বুঝতে পারি না।

এতদিন আমাদের রোগিনীর শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকায় তাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়নি।

আজ ভদ্র মহিলা ভাবীকে জিজ্ঞেস করে, আজ কি একটু সুস্থ্যবোধ করছেন? পাশাপাশি বেডে থাকি। কিন্তু আমাদের পরিচয় নেই।

ভাবী বলে, হ্যাঁ, আজ অনেকটা ভালো আছি।

তারা পরস্পরের পরিচয় বিনিময় করে। এটি আপনার দেবর?

হ্যাঁ, এখানে কলেজে পড়ে।

রায়হান বলে ডাকছেন, তার নাম কি রেজা রায়হান? সনাতনপুরের মিয়াবাড়ির ছেলে?

ভাবী অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, আপনি আমার দেবরের নাম ধাম জানেন কি করে? হ্যাঁ, ওর নাম রেজা রায়হান। বাড়ির ঠিকানাও ঠিকই বলছেন। বিষয় কি বলুন তো?

ভদ্রমহিলা রহস্য ভাঙে না।

বিছানায় উঠে বসে। আমাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে। বলি, না, চিনতে পারছি না।

বহেরা গ্রামের কথা মনে আছে?

আছে। সে গ্রামে আমাদের আত্মীয় আছে। উকিলবাড়ি। উকিল সাহেব আমার মামা। মায়ের খালাত ভাই।

www.pathagar.com

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে অনেক আগ্রহ ঝরে পড়ে। সে বলে, তুমি ভাই আর একটু কাছে আস। দেখ তো এখন চিনতে পারছ কিনা?

না, চিনতে পারছি না। আপনার পরিচয় বলুন।

আমি বিনা ভাবী।

বিনা ভাবী? বিনা ভাবী বলে কাউকে মনে পড়ছে না।

ভদ্রমহিলা দৃশ্যতাই ক্ষুণ্ন হয়। বলে, উকিল সাহেবের বড় ছেলের বিয়ের সময় তুমি ও তোমার নানী গিয়েছিলে। সেই দিনের সেই নতুন বউর কথা ভুলে গিয়েছ?

আমার সব মনে পড়ে যায়। স্বাগ্রহে তার একটি হাত চেপে ধরে বলি, আপনি শফিক ভাইর স্ত্রী? আমাদের নতুন ভাবী?

হ্যাঁ ভাই। এখন আর নতুন নই, সেদিন তো আমাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলে, বলে সে হাসতে থাকে।

ভাবী জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি ভাই একটু খুলে বলুন তো! রায়হান আপনাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপেছিল! কিছুই যে বুঝছি না!

ভদ্রমহিলা তাকে সব খুলে বলে।

ভাবী, বিনা ভাবী এবং আমি একসঙ্গে হাসতে থাকি। তখন আরও ভালো করে সব খবরাখবর নেওয়া হয়। দুই মহিলা আত্মীয়তা বের করে পরম সন্তুষ্টি লাভ করে। আমি দু'জনেরই দেবর।

বিনা ভাবী বলে, রেজার উপর আমার দাবী প্রথম। কেবল দেবর হিসেবেই নয়, সে আমার পাণীপ্রার্থীও ছিল।

হাসিমুখে উত্তর করি, এখন সেসব কথা তুলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ভাবী। আপনার সব সংবাদ বলুন। শফিক ভাই কি পরিমাণ কর্মপটু? আপনার ছেলে পুলে কটি?

বিনা ভাবী হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, সে গুনে ঘাটতি নেই। এক্ষুণি এসে পড়বে। আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। তারা বেশ বড় হয়ে গেছে। তারপর থেকে তোমার ভাইর কোটা শেষ।

বলি, আপনার কোটাও কি শেষ?

www.pathagar.com

রসিকা বিনা ভাবী বলে, তোমার ভাইয়ের মুরোদে কুলাচ্ছে না। এখন যদি আমার সেদিনের পাণীপ্রার্থীর স্মরণাপন্ন হওয়া যায়, তা হলে ভিন্ন কথা।

তার কথায় সকলেই আর এক দফা হেসে উঠি।

বিনা ভাবী জিজ্ঞেস করে, মোহনের কোন খবর রাখ? সে যে এখন সত্যি সত্যিই মোহনভোগে পরিণত হয়েছে। এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। কলেজে পড়তে যাচ্ছে। এখন তো বহেরা গ্রামেই কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আমাদের বাড়ির পাশেই।

লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, বহেরার কোন খবরই রাখি না।

বিনা ভাবী একে একে সব খবর দেয় এবং আমাদের সংবাদাদিও নেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ছেলে ও মেয়ে, উভয়েই কৈশোত্তীর্ণ, সেখানে এসে উপস্থিত হয়। মেয়েটি এসে বিনা ভাবীকে জড়িয়ে ধরে, মা, তুমি কেমন আছ? ব্যথাটা আর ওঠেনি তো?

বুঝতে পারি এরা শফিক ভাইয়ের পুত্র কন্যা।

বিনা ভাবী তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। হাসতে হাসতে পুত্র কন্যাকে বলে, তোদের এই চাচা একসময় আমাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল।

লজ্জা পেয়ে, বলি, ভাবী, আপনি বলছেন সেটাই যথেষ্ট। ছেলে মেয়ের সম্মুখে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন?

লজ্জার কি আছে ভাই! তখন তুমি এই এতটুকু। হাসির কথা বলেই ওদেরকে বলছি। এই তোরা তোদের চাচা ও চাচীকে সালাম করলি না!

ছেলে মেয়ে এগিয়ে আসতেই তাদের ধরে ফেলি, পা ছুঁয়ে সালাম করতে হবে না।

তারা ভাবীকে সালাম করতে চাইলে সে বলে, রুগীকে সালাম করতে নেই। এমনিতেই তোমাদেরকে অনেক দোয়া করছি।

বলি, চমৎকার ছেলে মেয়ে। শফিক ভাই আসবে না?

শুনলাম শফিক ভাই একটা ব্যাংকে চাকরি করে। সে সেই মুহূর্তে দেশে নেই। ভারতে গিয়েছে।

বিনা ভাবী সে অবস্থার মধ্যেই একটু আড়াল করে কথাটা বলে, মোহনকে ভুলে

www.pathagar.com

যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি ভাই। সে এখন তোমার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমার মনে হয় সে তোমার ধ্যানেই আছে।

কি যে বলেন ভাবী, আপনি এখনও লোভনীয়, আপনার আকর্ষনে বহেরা ছুটে যেতে পারি। কিন্তু অন্য কোন লোভ দেখিয়ে লাভ নেই। আমি সেসব চিন্তা থেকে এখনও দূরে আছি।

ভাবী হাসে, ঠিক আছে, আমার কাছেই এসো। আমিই সেদিনের মতো দু'হাত এক করে দেব।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তুমি গিয়েছিলে?

না।

কেন যাওনি?

রুবার জন্য।

যাও ফাজলামি করো না। বল, কেন যাওনি?

রায়হান বলে, বললাম তো ললাট লিখন কে খণ্ডাবে? কপালে আছে রুবা, লালমোহন পাই কই!

লালমোহন মানে?

ওই আর কি। মোহনভোগ যা, লালমোহনও তা। দুটিই সমান উপাদেয়।

তুমি আস্বাদ নিয়েছ?

রায়হান চুপ করে যায়। কথা বলে না।

বল না, তুমি চেখে দেখেছ?

রায়হান জবাব দেয়, সবটা যদি শোন, এ প্রশ্ন হয়ত করতে হবে না। শুনবে?

নিশ্চয়ই শুনব। বল।

বিনা ভাবীর সাথেও আমার সেটাই ছিল শেষ দেখা। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সব বিস্মৃত হতে সময় লাগেনি।

ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কয়েক বন্ধু মিলে কক্সবাজার

www.pathagar.com

গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে এসে মামার বাসায় বেড়াতে যাই। মামা তখন কমলাপুরে বাসা ভাড়া করে থাকে। মামী আমাকে বিশেষ আদর করত। তার অনেকদিন পর্যন্ত সন্তানাদি হয়েও বাঁচত না। আমাদের দু'ভাই বোনকে সন্তান স্নেহেই আদর যত্ন করত।

মামার বাসায় যেতে মামী হাসতে হাসতে বলে, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে! এদিকে যে বউ এসে ফিরে গেল!

মানে? আমার তো আপনার মেয়ে বিয়ে করার কথা!

মামী মুখ ম্লান করে বলে, সে ভাগ্য আর হল কোথায় বাবা! এত সুন্দরী মেয়ে জন্ম নিল। কিন্তু বাঁচল না। যাক সে কথা, আমার মেয়ের জন্য অপেক্ষা করে কি বুড়ো হয়ে যাবে? তোমার যে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। পাত্রী পাত্রীর মা দু'জনই এসেছিল। অতি রূপসী মেয়ে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

মামীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতাম। জিজ্ঞেস করি, মামী সব খুলে বলেন। কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কোন বোনের মেয়ে নিশ্চয়ই ঘোরাফিরা করছে!

মামী একগাল হাসে, না আমার কোন বোনের মেয়ে নয়। তোমার মামার এক খালাত ভাইয়ের মেয়ে। বহেরায় মোহন তার মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

মোহন সম্বন্ধে জানার আগ্রহ হয়। কিন্তু মামীকে আর প্রশ্ন করি না। ছদ্ম ঔদাসীন্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখি। মামী নিজের থেকে যেটুকু বলে সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

মামী বলে, তোমার মামারও মেয়ে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এত শীঘ্র তোমার বিয়েতে তার মত নেই। পড়াশোনা শেষে নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর তোমাকে সংসারী করার ইচ্ছা। কিন্তু ততদিনে এ মেয়ে কি থাকবে! সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে হতে সময় নেয় না।

বলি, মামা ঠিকই চিন্তা করেছে। আমার বিয়ের এখনও বহুকাল বাকি। আদৌ বিয়ে করব কিনা সেটাই বিবেচ্য। সেক্ষেত্রে এখনই এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দেখি না। তাদের মেয়ে উপযুক্ত হয়ে থাকলে দেশে পাত্রের অভাব হবে না।

www.pathagar.com

মামী আবার বলে, কিন্তু মেয়েটি সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। তোমাদের তো নিকট আত্মীয়। একবার গিয়ে দেখে আস না! দেখা সাক্ষাৎ হলে ঘটনা ঘটে যেতে বিলম্ব হবে না।

মামীর হঠাৎ মনে পড়ে, রায়হান, ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার একটা চিঠি আছে।

কার চিঠি?

মামী চোখে মুখে রহস্য নিয়ে হাসে। বলে, চিঠি বাহ্যত শ্বাশুড়িরই লেখা। কিন্তু ভিতরে মোহন বাঁশীর করুন সুর!

মামীকে বলি, বিয়ের দেখা নেই, আপনি যে শাশুড়িও বানিয়ে ফেললেন। সে আমার মামী। ছোট সময় নানীজানের সাথে সেখানে গিয়েছিলাম, এই মামী খুব আদর যত্ন করেছিল।

আমার চাইতেও বেশি?

হ্যাঁ, আপনার চাইতেও বেশি। কারণ তার একটি মেয়ে আছে, আপনার নেই।

মামীর মুখের হাসি নিভে যায়। উঠে গিয়ে একটি খাম এনে আমার হাতে দেয়। বলে, রায়হান, লোভ সংবরন করতে পারিনি। চিঠিটি আমি পড়েছি। কিছু মনে করো না।

হেসে বললাম, মামী, আপনি স্বীকার করায় এখন আর কিছু মনে করছি না। তা না হলে নিশ্চয়ই মনে খুঁতখুঁত থাকত।

চিঠিটা খুলে পড়ি,

শ্রীমান বাবা রেজা রায়হান,

সেই যে চলে এলে আর আমাদের মুখো হলে না। শফিকের বউর কাছে তোমার সব খবর পেয়েছি। ঢাকায় এসে তোমাদেরকে দেখতে ইচচ্ছা হল, তাই এখানে এলাম। কিন্তু তোমার দেখা পেলাম না। আমাদের ওখানে যেতে কি একবারও মন চায় না? শৈশবের সব স্মৃতিই কি ভুলে বসে আছ? তোমার সেদিনের খেলার সাথীদের কথা কি কিছুই মনে পড়ে না?

মোহন তোমার কথা খুব জিজ্ঞেস করে, তাকেও নিয়ে এসেছিলাম। সে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ্ চাহে তো ভালোভাবেই পাস করবে। আমাদের গ্রামে বাড়ির নিকটই এখন কলেজ হয়েছে। সেখানেই পড়বে বলে আশা

www.pathagar.com

করছি।

অনেকদিন পূর্বে তার বাক্স থেকে দুটি রূপার টাকা বেরুতে জিজ্ঞেস করায় সে উত্তর দিয়েছিল, জামাই দিয়েছে।

আমরা হেসে বাঁচি না। সে তখন নেহায়েতই শিশু। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, জামাই কবে আসবে? আমরা বলতাম, তুই শীঘ্র বড় হয়ে যা, তুই বড় হলেই সে আসবে। সে এখন বড় হয়েছে। কিন্তু কারো আসার লক্ষণ নেই। অনেকদিন পর সেদিন তার পুরনো ট্রাঙ্ক গুছাতে গিয়ে দেখতে পেলাম সেই টাকা দুটি আজও সেভাবেই সযত্নে রক্ষিত আছে।

যাক, বাবা, তুমি একবার বেড়াতে এলে আমরা খুশি হব। যাতায়াত না থাকলে আপনজনও পর হয়ে যায়। আমরা এসে গেলাম। এবার তোমাদের পালা। মোহনের সভক্তি সালাম নিও। তোমাকে অনেক অনেক দোয়া জানিয়ে আজ শেষ করছি।

ইতি,

তোমার মামী,

মোহনের মা।

চিঠিটা পড়ার পর মনের মধ্যে একটা ভাবান্তর আসে। একটা নতুন আনন্দানুভূতি মনকে আচম্বিতে দোলা দিয়ে যায়। অজানা খুশিতে মন ভরে ওঠে। কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মামীকে জিজ্ঞেস করি, আপনি জানেন মামী চিঠিটি কে লিখেছে, মা, না মেয়ে?

মামী জানায়, আমি রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলাম। সঠিক বলতে পারব না। বসার ঘরে মা মেয়ে এই চিঠির মুসাবিদায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। কেন পড়ে বোঝ না এর মাঝে কত অকথিত বক্তব্য আছে। আমার খুব মায়া হল। তোমার যে ফটোটা এ্যালবামে ছিল সেটা খুলে মোহনের মাকে দিলাম। সরাসরি মোহনকে দিলে লজ্জা পেত। তুমি তোমার আর একটা ছবি দিও আমাদের এ্যালবামের জন্য।

মামী আরও বলে, মোহনের মা মোহনকেও একটি চিঠি লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু চোখ-মুখ লাল সিঁদুরের মতো করে সে ক্রমাগত অস্বীকার করতে থাকে। শেষে মা-ই চিঠিটা লিখে দিয়ে যায়। পড়ে মনে হয়, কন্যার নিজস্ব রচনা না হলেও মায়ের কলমে মেয়ের আকুতিই অধিকতর ফুটে উঠেছে। তুমি একবার

www.pathagar.com

ঘুরে আস রায়হান। চাও তো, আমিও সঙ্গে যেতে পারি।

সেটা মন্দ হয় না মামী। চলুন মামী-ভাগ্নে মিলে মনোমোহন দর্শন করে আসি।

মামী খুব হাসে, ঠিক বলেছ। বস্তুতই সে মনোমোহন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সব ভুলে যেতে সময় লাগে না। চিঠি কোথায় হারিয়ে যায়। মামীও আর সে কথা তোলে না। আমিও নিজের জগতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

রুবা মন্তব্য করে, মোহনের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি একটা যাচ্ছেতাই রকমের লোক।

রায়হান বলে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। যেটুকু বাকি ছিল, খুলনার এক নিভৃতপল্লী থেকে একটি যাচ্ছেতাই রকমের ভালো মেয়ে এসে তার রূপান্তর সম্পূর্ণ করেছে।

না সাহেব, সেই পল্লীবালার আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই সেদিনের শ্রীমান তার শ্রী এবং মান দুটিই খুইয়ে বসে আছে। ইচ্ছাসুখে কামিনী কাঞ্চনের মোহে সাহেব তখন আর সব ভুলেছে। সে তখন অন্য জগতে বিচরণ করছে।

এই মেয়ে, তুমি আবার ক্ষত স্থানে নুন ছিটাচ্ছ। ভালো হবে না বলছি। কথার বরখেলাপ হচ্ছে।

না গো, না। কিচ্ছু বরখেলাপ হচ্ছে না। খুলনার সেই পল্লীবালার অনেক তপস্যার জোর ছিল। তাই সর্বশক্তিমান তাঁর বদান্যতায় এতটুকু কার্পণ্য করেননি। যার যেটা প্রাপ্য তার ভাগ্যেই সেটা জুটেছে। তুমি আমি শুধুই নিমিত্তের ভাগী।

রায়হান খুশি হয়ে ওঠে, এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা বলেছ। কথার মাঝে হস্তক্ষেপজনিত দোষ ক্ষমা করা গেল। এমন কি এই মুহূর্তে কোন বিশেষ কামনা থাকলে তাও নিবেদন করতে পার। এক্ষুণি তা পূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রুবা হাসি লুকিয়ে বলে, হ্যাঁ, কামনা আছে। মোহনমালার কেচ্ছা খতম করে।

কেচ্ছা নয়, অতি বাস্তব সে কাহিনী। উপক্রমনিকাই বল, মধ্যবর্তী সারাংশই বল, সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার উপসংহার। সেটা যতই চমকপ্রদ ততটাই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু শুনে তুমি আবার আমার খানা-পিনা বন্ধ করে দাও কিনা সে ভয় করছি।

www.pathagar.com

রুবা বলে, কথা দিচ্ছি তা করব না। তোমার স্বাভাবিক ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিতে কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

অতি সাধু সঙ্কল্প। তা হলে অবধান কর। এর মাঝে বেশ কয়েক বৎসর কেটেছে। কোনদিক থেকেই কোন খবরাদি এসে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়নি। একবার শুধু কিভাবে যেন খবর পেলাম সুন্দরী মোহনকে এক নজর দেখে কোন এক ঐশ্বর্যের বরপুত্র জাহাজ কোম্পানির মালিকের জ্যেষ্ঠ সন্তান পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলেছে। সে পর্যন্তই। খবরের কোন প্রতিক্রিয়া হবার কথা নয়। আমি তখন নিজেকে গুছিয়ে নেবার ব্রতে অতিশয় ব্যস্ত। সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদিও জুটেছে। বুঝতেই পার।

রুবা বলে, তা আর পারি না! কিছু তো স্বচক্ষেই দেখার সুযোগ হয়েছিল।

না-রুবা, এটা বেশি বলছ। তুমি আসার পর থেকে এই রেজা রায়হান দ্রুত এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এতটা দোষ দিও না!

রুবা তার হাতে নিজের একটি গাল স্থাপন করে বলে, কে দোষ দিচ্ছে! আমি সবই জানি। তোমাকে মন ছোট করতে হবে না। তারপর বল।

রায়হান পুনরায় বলা শুরু করে, আমি সেবার ব্যাংকক গিয়েছি ব্যবসা উপলক্ষে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে আমার উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে, সেটা বলাই বাহুল্য। এ্যামবাসাডার হোটেলে উঠেছি। হোটেলের খাওয়া পছন্দনীয় নয় বলে কাছেই একটি পাকিস্তানী রেস্তোরাঁ খুঁজে বের করেছি যেখানে উপ-মহাদেশের ভোজন রসিকদের রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা আছে। এ্যামবাসাডার একটা নামকরা হোটেল। তা সত্ত্বেও দেখলাম সেখানকার অনেক গেস্টই এই পাকিস্তানী রেস্ট্রুরেন্টে এসে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার করে থাকে। এদের খাবার বেশ সুস্বাদু। সেদিন ডিনার করতে গিয়ে দেখি খুব ভিড়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি টেবিল পাওয়া গেল। চার জনের টেবিল। রেস্তোরাঁর একজন কর্তা ব্যাক্তি এসে সবিনয়ে নিবেদন করে, তুমি আমাদের নিয়মিত গ্রাহক বিধায় এই টেবিলই দেওয়া গেল। তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই না। এর মধ্যে যদি আরও গেস্ট আসে এবং তোমার টেবিলে যদি দু'-একজনকে স্থান করে দিই, তুমি কি কিছু মনে করবে?

বললাম, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তাদের আপত্তি না হলে স্বচ্ছন্দে বসাতে পার।

সে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। আমি ধীরে-সুস্থে খাবার অর্ডার দিই। ইতিমধ্যে

www.pathagar.com

একটি দম্পতি একটি ছোট ছেলেসহ সেখানে এসে উপস্থিত। তাদেরকে আমার টেবিলে স্থান করে দেওয়া হয়। কথা শুনে বুঝা গেল তারা বাংলাদেশী।

তিনজনই সুবেশধারী এবং সুশ্রী। বিশেষ করে ভদ্রমহিলার রূপের যেন সীমা নেই। একবার দেখে সাধ মেটে না, বারবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। যেমন রূপ, তেমন যৌবন। ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বসতে অনুরোধ করি। জিজ্ঞেস করি, আপনারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশী?

ভদ্রলোক বলে, জী, আমরা বাংলাদেশী। আপনিও দেখছি বাংলাদেশেরই মানুষ।

বলি, হ্যাঁ, এ্যামবাসাডারে আছি। কিন্তু ওদের খাবার মুখে রোচে না বিধায় এখানেই খাওয়া-দাওয়া করি।

ভদ্রলোক বলে, ঠিক বলেছেন। আমাদেরও একই অবস্থা। ঐ হোটেলেই আছি। কিন্তু তিন বেলাই এখানে খেয়ে থাকি। আমার স্ত্রী এখানে খেতে পছন্দ করে।

বলি, আপনার স্ত্রীর পছন্দের প্রশংসা করতে হয়। এখানকার রান্না উপাদেয়।

ভদ্রমহিলা সামান্য হাসে। সে বারবার আমাকে চোরা চোখে দেখছিল। তাদের ছেলেটি সুন্দর এবং শান্ত প্রকৃতির। সে একটি চেয়ারে বসার চেষ্টা করে। কিন্তু টেবিল নাগাল পেতে অসুবিধা হয়। আমি বয়কে ডেকে দুটো কুশন এনে দিতে বলি। বয় কুশনের পরিবর্তে বাচ্চাদের বসার চেয়ার এনে দেয়। ভদ্রমহিলা তাকে ধন্যবাদ দেয়।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে, আপনার নামটি জানতে পারি? আমার নাম হায়দার আলী, ইনি আমার মিসেস এবং বুঝাতেই পারছেন এটি আমাদের ছেলে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মিলাই, ভদ্রমহিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিবাদন জানাই এবং ছেলেটিকে মাথা নেড়ে আদর করে দিয়ে বলি, আমার নাম রেজা রায়হান।

এবার ভদ্রমহিলা ভদ্রতা ভুলে অনিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ ধরনের মারাত্মক যুবতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও কিছু বলার ছিল না।

যুবতী তার স্বামীকে একান্তে কি বলে। হায়দার আলী সাহেব তার কার্ড বের করে আমাকে দিয়ে বলে, আমাদের পুরো পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক দেশের মানুষ, এক হোটেলে আছি এবং এক রেস্তোরাঁতেই আহার করে থাকি।

www.pathagar.com

আমার কার্ড বের করে তার হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বলি, এবং ঘটনাক্রমে একই টেবিলে বসার স্থান পেয়েছি। আপনাদের সঙ্গে একত্রে ডিনার করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।

সে বলে, আপনার অসুবিধা ঘটানোর জন্য দুঃখিত। কিন্তু কি করব বলুন, বউ-বাচ্চা নিয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

হাসিমুখে বলি, কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আপনারা স্বাগত। আপনার স্ত্রী অসামান্য সুন্দরী। একসঙ্গে আহার করতে পারা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

ভদ্রলোক হেসে ওঠে।

ভদ্রমহিলা স্বামীকে আবার কি বলে।

হায়দার সাহেব বলে, আমাদের বাড়ি ঢাকা সদরের নবাবগঞ্জের লক্ষ্মীপুরে। পৈত্রিক জাহাজ ব্যবসায় জড়িত। আপনি?

আমার বাড়ি বিক্রমপুরের সনাতনপুর গ্রামে। আমার কিছু নিজস্ব ব্যবসা আছে। কার্ডে তার উল্লেখ আছে।

লক্ষ করি ভদ্রমহিলা এবার আর আমার উপর থেকে দৃষ্টি সরায় না। তার চেহারার পূর্বেকার উজ্জ্বলতা কিছুটা নিস্প্রভ মনে হয়। আমার মনের ভুলও হতে পারে। মহিলার একগ্রদৃষ্টির সম্মুখে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করি।

রুবা বলে, আমি বিশ্বাস করি না।

কি বিশ্বাস কর না?

তুমি কোন মহিলার দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করতে পার।

রায়হান কপট রাগ দেখায়, রুবা, তুমি আজ আমার হাতে মার খাবে।

রুবা মোটেই ঘাবড়ায় না।

সে বরং রায়হানের দুটি হাতই টেনে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়। বলে, ইচ্ছা হলে বেশ করে মার, কিন্তু অন্য কিছু করো না। গল্প শোনার মেজাজটি নষ্ট করো না প্লিজ!

রায়হানের হাত রুবার দখলে। সে মুখ বাড়িয়েই রুবাকে প্রহারের পরিবর্তে যৎসামান্য আদর করে। বলে, তোমাকে না বলছি কথার মাঝে বাধা সৃষ্টি করবে

www.pathagar.com

না। তা তোমার স্বভাব যাবে কোথায়! শুধু শুধু এটা সেটা বলে আমার মুড নষ্ট করে দিচ্ছ।

রুবা হাসিমুখে বলে, না গো, তা নয়। মাঝে মাঝে দু'-একটি কথা না বললে তোমার যে একখেয়ে লাগবে। বিরক্ত হয়ে যাবে। তাই উৎসাহ দানের জন্য ওসব বলে থাকি।

উৎসাহ দেবার আরও অনেক কিছু আছে। সেসব না করে কেবল ফোড়ন কাটা!

রুবা বলে, তারপর বল।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়, আমি একটু টয়লেট থেকে আসছি।

ইতিমধ্যে আমার খাবার আসতে শুরু করে। আমি চিকেন কাটলেটের অর্ডার দিয়েছিলাম। সেটা চলে আসে। আমি এদের ফেলে কি করে খাব ভাবছি। দেখি ভদ্রমহিলা আমার প্লেটটি নিজের সামনে টেনে নিয়ে খেতে শুরু করেছে।

রুবা বলে, বল কি?

তা হলে আর কি বলছি! আমি তো অবাক। একি কাণ্ড! ভদ্রতা করে বলি, নিশ্চয়ই আপনার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আপনি স্বচ্ছন্দে খান। আমি আবার অর্ডার দিচ্ছি।

সে বলে, সেটাও খেয়ে নেব।

আমি সাত হাত পানির গভীরে। বিষয় কি? ভদ্রমহিলার কি আপার চেম্বারে কোন ক্রুটি আছে! না, তেমন তো মনে হয় না। আমি হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি দেখে সে বলে, দেখছেন কি?

বলি, আপনাকে।

কেন, আর দেখেননি?

না, এত সুন্দরী কোন মহিলা সচরাচর দেখা যায় না।

কিন্তু আপনি দেখেছেন। অনেকটাই দেখেছেন।

কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ি। এই অপরিচিতা কি আমার সম্বন্ধে কিছু জানে? তাই বা সম্ভব কি করে! কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো হাসি।

www.pathagar.com

বোকার মতো হাসছেন কেন?

চতুর হাসি আসছে না বলে।

কথা তো ঠিকই শিখেছেন দেখছি। তখন তো এমনটা ছিলেন না। ছবিতেও মনে হত ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না।

তার স্বামী চলে আসে। সে দেখে তার স্ত্রীর সম্মুখে কাটলেটের প্লেট এবং সে ছুরি-কাঁটা চালাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার মোহনা, কাটলেট আসল কোথা থেকে? আমরা তো এটার অর্ডার দেইনি।

আমি বলি, আমার অর্ডার ছিল এটা। আপনার স্ত্রী বোধ হয় খুবই ক্ষুধার্ত, তাই সে সেটা নিয়েছে। কোন অসুবিধা নেই।

হায়দার সাহেবও বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। সেও কিছু বুঝতে পারে না।

তার স্ত্রী খেতে খেতে বলে, শুধু এই কাটলেট নয়, উনি যা যা অর্ডার দিয়েছেন সব খেয়ে নেব।

এসব কি বলছ মোহনা? এসবের মানে কি? আপনি বলুন তো ভাই এসবের অর্থ কি?

বলি, আমি তো অন্য কোন অর্থ দেখি না। আপনার স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করুন।

ভদ্রমহিলা খাওয়া বন্ধ করে। তারপর একবার স্বামীর দিকে, এক বার আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি অন্যায় কিছুই করিনি। আমার অধিকার আছে, আমি খেয়েছি। রেজা ভাইর জিনিসে বহেরার মোহনের অধিকার আজকের নয়, সেই শিশুকালে তার স্বীকৃতি ঘটেছিল। রেজা ভাই, আমি বহেরার উকিল বাড়ির মোহন।

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়।

আমি পরিপূর্ণ চোখে মোহনকে অবলোকন করি। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। সেও একইভাবে আমাকে দেখছিল।

বলি, পৃথিবী গোল এবং বড়ই ছোট। বোন, ভগ্নিপতি এবং ভাগ্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল শেষে ব্যাংককের এই রেস্তোরাঁতে। ছেলের কি নাম রেখেছ মোহন?

মোহন জবাব দিবার পূর্বেই তার স্বামী বলে ওঠে, হায়দার আলীর ছেলের নাম

www.pathagar.com

জানেন না? টিপু সুলতান। ওর নামও তাই রাখা হয়েছে। ডাক নাম মোহনা রেখেছে রাজা।

বলি, বাহ্, চমৎকার। রায়হানের রা এবং রেজার সমন্বয়ে ভাগ্নের নাম। কথায় বলে, মামা-ভাগ্নে যেখানে আপদ-বালাই নেই সেখানে। সেটা ভেবেই কি এই নাম রাখা হয়েছে?

মোহন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর করে, ঠিক তাই।

হায়দার সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, আপনি মোহনকে মোহানা নামে ডাকেন? সে কারনে আরও বিভ্রাট হচ্ছিল।

সে উত্তর করে, সামান্য পরিবর্তন করে ডাকছিলাম, মোহন থেকে মোহনা।

দুঃখিত, বুঝতে পারিনি।

মোহন আবার তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, কবেই বা সঠিক বুঝলেন! নামও নিশ্চয়ই আপনার মনে ছিল না!

তার কথার প্রতিউত্তর করি না। বেয়ারা সব খাবার নিয়ে আসে। মোহন পরিবেশনের দায়িত্ব নেয়। রাজা সামান্যই আহার করে। ছেলেটি খুবই শান্ত। প্রায় কথাই বলে না। আমরা তিন জন মিলে বেশ আনন্দ করেই নৈশভোজ সমাধা করি। বিল পরিশোধের সময় এলে হায়দার সাহেব বিলটি তুলে নিতেই তার হাত চেপে ধরি। বলি, সম্পর্কে আমি বড়। রীতি অনুযায়ী জ্যেষ্ঠকেই বিল পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া, আপনি আমার ভগ্নিপতি, আপনাকে সমাদর করার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

মোহন বলে, রেজা ভাই ঠিক বলেছেন। তুমি জামাই মানুষ। তোমার কোন ভূমিকা নেই।

মোহনের কথায় কি কোন ইঙ্গিত রয়েছে? বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকাতে সে দৃষ্টি নত করে নেয়।

বিল শোধ করে উঠে পড়ি। খাওয়ার শেষে আমার সামান্য কাজ ছিল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিই। কথা হয়, হোটেলে আবার দেখা হবে।

www.pathagar.com

রাত দশটার দিকে রুমে ঢুকে দেখি টেলিফোন রিং হচ্ছে। সেট উঠাতেই মোহনের কণ্ঠ শুনতে পাই, এতবার রিং করছি, কোথায় ছিলেন?

বাইরে। এইমাত্র ফিরলাম।

আসব?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলে আস। আমি আর বের হচ্ছি না।

তাদের রুম মাত্র দু'ফ্লোর উপরে। দু'-চার মিনিটের বেশি লাগবে না আসতে। আমি আর পোশাক পরিবর্তন করি না। দরজার বেল বেজে উঠতেই খুলে দিই। মোহন তার মোহনীয় রূপ ছড়িয়ে হাসিমুখে দণ্ডায়মান। পেছনে উঁকি মেরে দেখি স্বামী-পুত্র সঙ্গে নেই। সে একাই এসেছে।

জিজ্ঞেস করি, ওরা কোথায়? ওরা আসেনি?

ওরা না এলে কি ভিতরে আসতে বলবেন না?

দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি পথ করে দিই, তা কেন? ভিতরে এসো। আমি ওদের কথা জানতে চাচ্ছিলাম।

মোহন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, ওরা ঘরেই আছে। ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে, ছেলের বাবা টিভি দেখছে।

তুমি একা এলে, সে কিছু মনে করবে না?

আমি কি কোন পরপুরুষের ঘরে এসেছি! ভাইয়ের কাছে বোন আসবে না?

এক শ' বার আসবে। কিন্তু এতদিন আসা যাওয়া ছিল না। আজই দেখা হল। সে অন্য কিছু ভাবতে পারে!

মোহন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তা হলে চলে যাব? সে কি ভাবল সেটা আমার কাছে বড় নয়। আর একজন যে সে চিন্তায় অস্থির সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে।

বসো মোহন বসো। তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই। সেটা আর বাড়াতে চাই না। প্লিজ বসো। বল, তোমার সব খবরাখবর বল। কিছু খাবে? কোন পানীয়? ঘরেই সব আছে, দেব?

মোহন বিছানা সংলগ্ন সিঙ্গেল সোফাটিতে বসে। বলে, আপনি বসুন। অস্থির

www.pathagar.com

হবার কিছু নেই। প্রয়োজন হলে আমি নিয়ে নেব। আপনার খবর বলুন।

আমি কোট টাই খুলে খানিকটা সহজ হয়ে বসি। বলি, আমার তেমন কোন খবর নেই। ব্যবসা করছি। মোটামুটি ভালোই চলছে বলতে পার। কোন দিকে কোন পিছটান নেই। বাবা-মা বহু পূর্বেই গত হয়েছে সেটা তুমি জানো। ছোট একটা বোন আছে, পড়ছে। হোস্টেলে থাকে। আমি কাজের লোকজন নিয়ে বন্ধনহীন জীবন যাপন করছি।

সে কার্পেটের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করে, নিশ্চয়ই? জীবন খব উপভোগ করছেন। আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলি, এতদিন যাই করে থাকি না কেন, আজ মনে হচ্ছে ভুলই করেছি।

স্বীকার করছেন?

তোমাকে দেখার পর থেকে বুকের মাঝে যে কম্পন অনুভব করছি তা অন্যকে স্বীকার না করলেও তোমাকে লুকাব না। অনুশোচনা আর অনুতাপের সীমা নেই।

মোহন এবার আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। তার সে দৃষ্টির সামনে নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

সে বলে, সেই শৈশবে মনের মধ্যে একটা আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে এসে সব বেমালুম ভুলে গেলেন। সেই বাচ্চা মেয়েটি যে পরবর্তীতে তার শয়নে-স্বপনে, আহারে-নিদ্রায় একজনের ধ্যান করত তা আর ভাবলেন না!

বলি, মোহন, আবার বলছি, তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই। আজ ক্ষমা চাইলে অতিরিক্ত নাটকীয় মনে হবে। আমার সে অধিকারও নেই।

তাকিয়ে দেখি তার দু'চোখ ছাপিয়ে পানি। বড়ই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। কিন্তু মুখে কোন কথা যোগায় না।

সে চোখ মোছে না। দু'ফোটা পানি তার সুডোল গাল বেয়ে নেমে আসে। সেদিকে তাকিয়ে আমার চোখও ঝাপসা হয়ে আসে।

এগিয়ে গিয়ে তার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলি, মোহন, আমাকে আজ ক্ষমা করে দাও। আরও দুঃখ পেতাম যদি দেখতাম তুমি অসুখী। তোমাকে বড় ঘরে সুখী দেখে কিছুটা তৃপ্তি পাচ্ছি। পরিপূর্ণ সুখের মাঝে আমাকে বিস্মৃত হওয়া তোমার কঠিন হবে না।

www.pathagar.com

সে বলে, চিরটাকাল কি এমনি ভ্রান্ত ধারণায় কাটাবেন! আমি আজ সুখী না অসুখী সেটা বিচারে বসিনি। আমার কামনা সাধনা কি ছিল, কি পেলাম সেটাই বড় কথা। কখনও ভেবে দেখেছেন, একটা মেয়ে কখন নিজের থেকে ছুটে যায় আর একজনকে পাবার জন্য! তারপরও তার থেকে কোন উদ্যোগ আসা দূরের কথা সামান্য সামাজিকতা রক্ষা করতেও দেখা যায় না।

সত্যিই মোহন, আমি একটা অমানুষ। আমার শাস্তি হওয়া উচিত।

মোহন চোখ মুছে কি মনে করে হেসে ফেলে। বলে, শাস্তি কি হচ্ছে?

হচ্ছে।

তা হলে শাস্তি মওকুফের ব্যবস্থা করব। বিয়ে করেননি কেন?

তার মুখের হাসি আমাকে সহজ প্রাণবন্ত করে তোলে। সাহস সঞ্চয় করে বলি, মোহনভোগ যে পাতে নেয় না, তার কাছে অন্য মিষ্টান্নের কি মূল্য!

মোহন বলে, এক জনের দেওয়া রূপার সেই টাকা দুটো সাত রাজার ধনের মতো আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

তার স্মৃতিও কি সেভাবেই রক্ষিত আছে?

আপনার কি মনে হয়?

আমার মনে হয়, আমার মোহন আমারই আছে।

সে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। আবার তার চোখে পানি চলে আসে। সে উঠে দাঁড়ায়।

কোথায় যাচ্ছ?

আর কোথায়! সেখানে ঠেলে দিয়েছেন সেখানে। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। যাই, নিজের দুর্ভাগ্যের কাছে গিয়েই আত্মসমর্পণ করি।

দুর্ভাগ্য!

মোহন কোন কথা না বলে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দাঁড়াও। আমি তোমার সঙ্গে যাব। ভালো করে মুখটা মুছে নাও। ও ঘরে

www.pathagar.com

হায়দার সাহেব কিছু ভাবতে পারে।

আমি পরোয়া করি না।

স্বামীর প্রতি একটা উপেক্ষা বা অনীহার ভাব কি তার মধ্যে ফুটে ওঠে! নিজের অবস্থাকে সে দুর্ভাগ্যই বা বলছিল কেন! চিন্তিত হয়ে পড়ি।

সাহস করে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলি, মোহন, একটা সত্য কথা বলবে?

আমি সত্য কথাই বলি।

তুমি কি সুখী হওনি?

মোহন তার মুখটি আমার হাতের মধ্যে স্থাপন করে অতি নিমকণ্ঠে উত্তর করে, মেয়েরা একবার কোথাও মন দিলে সেটা আর ফেরত নিতে পারে না।

কিন্তু তুমি যে তখন নতান্তই শিশু ছিলে!

তাতে কি হয়েছে! শিশুমনের গভীরে যেটা দাগ কেটে বসেছিল, সেটা আর বিলীন হবার নয়।

আমি হেসে ফেলি।

হাসছেন কেন?

তুমি আমার মুখে লালা লাগিয়ে দিয়েছিলে।

মোহনের অনিন্দ সুন্দর মুখশ্রী রক্তিম আকার ধারন করে। বলে, যা-ই করে থাকি, আমিই করেছি। সেই হাবাটা কিছুই করেনি।

সেই হাবাটা আজ তার প্রতিদান দেবে।

আমি তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে তার মুখটি নিজের দিকে এনে সন্তর্পণে তার অধরে একটি চুম্বন এঁকে দিই। সে বাধা দেয় না। নিজের থেকে কোন ভূমিকাও নেয় না।

পরে বলে, এতদিনে প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে! সুদের মাত্রা যে বহু গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজ থেকে ক্রমান্বয়ে তা শোধ হতে থাকবে। বাকি জীবন তুমি আমার মোহন হয়েই থাকবে। জীবনসঙ্গিনী বানাতে সক্ষম হইনি, কিন্তু অকৃত্রিম সুহৃদ ও প্রিয়

www.pathagar.com

বান্ধবী রূপে আজ নতুন করে তোমার অভিষেক হল। সামাজিক সম্পর্কের আড়ালে মোহন-রেজার নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠবে।

সে আমার হাতে হাত রাখে। নিজের মুখটি আমার বুকে স্থাপন করে বলে, ঠিক, বলেছেন তো? আবার হারিয়ে যাবেন না তো?

এই তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি, যা হারাবার তা হারিয়েছি। বাকি জীবন এই রেজা মোহন-রেজা হয়েই থাকবে।

তার চোখে মুখে একটা বিদ্যুতের ছটা লক্ষ্য করি। ক্ষণকাল পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের চোখ মুখ পরীক্ষা করে সহাস্যে বলে, এবার স্বামী সন্দর্শনে যাওয়া যায়।

এতক্ষণ কার কাছে ছিলে?

মোহনের যে চিরদিনের আপন, সেই ছোট্টকালের সাথীর সাথে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা তাদের ঘরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি।

কেমন মানুষ আপনি হায়দার সাহেব! বউকে একলা পাঠিয়ে ঘরে বসে টিভি দেখছেন?

সে উঠে দাঁড়ায়। হাসিমুখে বলে, নিতান্তই ভালো মানুষ। ভাই-বোনের সাক্ষাতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অপাঙ্‌তেয়। আপনার ভাগ্নে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে একা ফেলে দুজন যাওয়া যায় না।

সেটা শুনেই দেরি না করে এখানে চলে এলাম। মোহন, তোমাদের ঘরে কফি খাবার ব্যবস্থা আছে?

আছে, কিন্তু এত রাতে কফি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। জুস দিচ্ছি, তাই খান।

হাসিমুখে বলি, চিরন্তন নারী। বোন ছোট হলেও ভূমিকা কল্যাণময়ী অগ্রজার। ঠিক আছে, তোমার সংসারে জুস দিয়েই শুরু করি।

আমার সংসার নয়, ব্যাংককের হোটেলের ঘর।

www.pathagar.com

সে তিন গ্লাস পানীয় এনে সামনে বসে। আমরা সকলে গ্লাস উঠিয়ে নিই।

সেই থেকে শুরু।

রুবা জিজ্ঞেস করে, কিসের শুরু?

অনেক কিছুরই শুরু।

খুলে বল।

খুলে বলার কি আছে?

রুবা রাগ করে, এতক্ষণে একটি কথাও বলিনি। চুপটি করে তোমার প্রেম-উপখ্যান উপভোগ করছিলাম। তুমি সব কথা খুলে না বললে উৎপাত করব।

তা হলে আমিও তোমাকে চিৎপাত করব।

এই, খবরদার বাজে কথা বলবে না।

আমি কোন কথা বলার মধ্যেই যেতে চাই না, কাজ করতে চাই। তুমি সহযোগিতা করবে কিনা বল? তা না হলে আমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে।

রুবা উঠে বসে, কি বললে? বল প্রয়োগ? দেখি কি করে তুমি বল প্রয়োগ কর!

সে এক দৌড়ে তার ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করে দেয়।

রায়হান সেখানেই বসে থাকে। অনেকটা সময় ঘরে কাটিয়ে রুবা বের হয়ে আসে। গোছল করেছে, কাপড় পাল্টেছে। হাসিমুখে রায়হানের সামনে এসে বলে, এই, তুমি গোছল করলে না? তখন থেকে এখানে এভাবে বসে আছ?

রায়হান কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

রুবা এসে তার হাত ধরে, রাগ করেছ? ওঠ, এখন গোছল করে নাও। খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বিতীয় অধিবেশন বসবে।

রায়হান তবুও কথা বলে না। রুবা তাকে টেনে তোলে, ছেলেমানুষী করো না। এসো গোছল করে নাও।

রায়হান সুবোধ বালকের মতো তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়। ঘরে ঢুকিয়ে তার কাপড় চোপড় খোলার উপক্রমণ করতেই রায়হান স্বমূর্তি ধারণ করে, এবার কোথায় যাবে! আমার সঙ্গে চালাকি!

www.pathagar.com

লক্ষীটি, এখন ঝামেলা করো না। আমি মাত্র গোছল সেরে এলাম।

গোছলের পর পরই এসব সর্বোৎকৃষ্ট।

রায়হান তাকে আর কথা বাড়াবার সুযোগ দেয় না। রুবার কোন বাধাই টিকে না।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর উপরে এসে রুবা বলে, এখন আবার শুরু কর।

বেশ ঘরে চল।

মানে?

তুমি আবার শুরু করতে বললে না?

রুবা বলে, নাহ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। এবার কিন্তু অনর্থ করব। তুমি তোমার মোহন ভোগ সেবনের কথা ফের শুরু কর।

তাই বল! আমি ভেবেছিলাম দ্বিপ্রাহরিক পর্বের পুনরাবৃত্তি কামনা করছ।

তোমার মাথা। বল, তারপর কি হল?

ব্যাংককে আর তেমন কিছু হয়নি। সকলে মিলে কিছুটা ঘোরাঘুরি, মার্কেটিং এবং উপহার বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। খাওয়া দাওয়া অবশ্য একসঙ্গেই হত। একটা বিষয় লক্ষ করলাম, মোহন তার স্বামীকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। ভদ্রলোকও কেন যেন স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে কিছুটা ম্রিয়মান থাকে। পরে অবশ্য কারণ জানতে পারি।

রুবা জিজ্ঞেস করে, কি কারণ?

তোমাকে বলব কেন?

তা হলে কাকে বলবে?

আমার রুবামনিকে বলব। তুমি শুনতে পাবে না।

বেশ তাই বল, আমি শুনছি না। রুবার কানে বল।

রায়হান তার কানে কানে কি বলে।

যাও তোমার কেবল বানান কথা। হতেই পারে না।

www.pathagar.com

কিন্তু সেটাই সত্য। অনেক পরে এক সময় মোহন আমাকে সেরকমই বলেছে।

রুবা বলে, অনেক পরের কথা অনেক পরেই শুনব। এখন বল তারপর কি হল?

রায়হান বলে, তুমি ক্রমাগত টেপ বাজিয়ে চলছ, তারপর কি হল! তারপর কিছুই হয়নি। যা হবার দেশে এসে অনেক পরে হয়েছে।

সেটাই জানতে চাচ্ছি, কি ঘটল?

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের যোগাযোগ নিয়মিত হয়ে দাঁড়াল। ধনীগৃহের গরবিনী গৃহিণী। তাকে তেমন কোন কাজই করতে হয় না। শান্ত ছেলে, তাকেও লালন পালনের নিমিত্তে লোক মোতায়েন রয়েছে। স্বামী পৈত্রিক ব্যবসায়ে ভালোই জড়িত। মোহনের অখণ্ড অবসর। টিভি ভিসিআর দেখে, গান শুনে, বইপত্র ঘেঁটে আর সাজ-সজ্জা করেই এতদিন তার সময় কাটত। এখন একটা কাজ পেয়েছে। দিনে বার দুয়েক আমাকে টেলিফোন করে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে। আলাপের কোন নির্ধারিত বিষয় নেই। কিন্তু আমাদের দুজনেরই ফোন ছাড়তে ইচ্ছা করে না। তার কোন কাজ ছিল না। কিন্তু আমার অনেক কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও এই অকাজের টেলিফোনটির অপেক্ষায় থাকতে ভালো লাগত। কখনও সে আমার বাসায় আসেনি। দু-একদিন অফিসে এসেছে। অনেক গল্প-গুজব করে চা-কফি সেবন করে হাসি মুখে বিদায় নিয়েছে।

রুবা বলে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে যত বড় সুন্দরীই হোক না বেন, তোমার আকর্ষণও দুর্বার। সেটা অবহেলা করা কোন যুবতী মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে যার সঙ্গে হৃদয়ঘটিত বিষয় জড়িত। হৃদয়ের টানে দেহ মিলন হতে বিলম্ব হবার কথা নয়। তুমি কথার মধ্যে ফাঁক রাখছ। সব ভেঙে বলছ না।

রায়হান আহত চোখে তাকায়। বলে, তোমাকে কথা দিয়েছি কিছুই গোপন করব না। তারপরও সন্দেহ করছ! তা হলে এসব বক বকানি বন্ধ করে দেওয়া যাক। অতীত ঘাটতে আমার ভালো লাগে না।

তোমার কি ভালো লাগে?

জানো না? নতুন করে ভেঙে বলতে হবে?

রুবা মধুর করে হাসে, আমি সবই জানি। বল, আর বাগড়া দেব না। তোমার মতো করেই বল।

না, যা ঘটেছে তোকে তাই বলব। তোর ঘ্যান ঘ্যানানি ভালো লাগে না।

www.pathagar.com

ঠিক আছে বল, রাগ করতে হবে না। অনুরাগের কাহিনী রাগের মাথায় বলা যায় না।

সে যখন অফিসে আসত, কখনও কখনও এক আধটি চুম্বন বিনিময় হত। তার বেশি নয়। আমি যতই আগ্রাসী হই না কেন, দেহ-মনের চাহিদা যতই প্রবল হোক না কেন, পার্টনারের সাগ্রহ সম্মতি ব্যতিরেকে কিছু করি না।

আমি তা জানি, বলতে হবে না।

রায়হান বলে, সে কারণেই নিছক গল্প-গুজব করা, পরস্পরের সান্নিধ্যে হৃদয়ের উত্তাপ ঢেলে কিছু সময় অতিবাহিত করা ছাড়া বিশেষ কিছু হত না। তার রূপ-যৌবনের প্রশংসা করলে সে দু একসময় ক্ষেপে যেত। বলত, কি লাভ হল এই রূপ যৌবনের পসরা সাজিয়ে!

বলতাম, সেকি! তুমি একজনের গর্বীতা স্ত্রী, সন্তানের মা। ধনী গৃহের বধূ। তোমার তো সবই লাভে লাভ।

সে উদাস চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। সে কথার আর উত্তর দিত না।

কোন কোন দিন ছোট একটা কৌটায় আমার জন্য হালুয়া বা অন্য কোন মুখরোচক খাবার নিয়ে এসে বলত, আমি বিশেষ রান্না-বান্না করি না। আজ কিচেনে ঢুকে এটার উপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছিলাম। মুখে দিয়ে দেখুনতো খাওয়া যায় কিনা।

আমি সবটুকু চেটে পুটে খেতাম। চাকর-বাকরের হাতে খেয়ে অভ্যাস, মেয়েদের সযত্ন প্রস্তুত খাবার আমার ভালো লাগত। আমার খাওয়া দেখে সে খুশি হত। এরপর থেকে যখনই আসত কিছু না কিছু সাথে আনত। তাকে নিয়ে তখনও হোটেল রেস্টুরেন্টে যাওয়া শুরু করিনি।

মোহন একদিন ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে আমার অফিস ঘরে ঢোকে, রেজা ভাই, একশ বিশটা টাকা দিন তো।

ব্যাগ খুলে নিঃশব্দে টাকা বের করে দিই।

সে প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে বলে, এক ডজন রোমাল কিনেছি আপনার জন্য। আপনার রোমালগুলোর রঙ আমার পছন্দ নয়।

বলি, টাকা নিয়ে উপহার?

www.pathagar.com

সে বলে, রোমাল উপহার দিলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। তাই মূল্য নিলাম।

আর একদিন বলে, চলেন, কাজ আছে।

প্রশ্ন না করে তার অনুগামী হই।

তার গাড়িতে সে আমাকে পুরনো ঢাকার এক ঘিঞ্জি এলাকায় নিয়ে যায়। কোথায় যাচ্ছি মোহন?

ভবিষ্যত জানতে।

তার মানে?

এখানে মি. খান বলে একজন প্রখ্যাত গণক আছে। আপনাকে নিয়ে তাঁর কাছে যাব।

সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় আমি তার কোমর পেঁচিয়ে ধরি। সে হাসিমুখে আমার মুখের দিকে তাকায়। কিছু একটা বলতে চেয়েও নিজেকে সংবরণ করে।

মি. খানকে সে টাকা ভর্তি একটা খাম দেয়। কত দিয়েছে আমাকে বলে না। খানের কথাবার্তা আমার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

সে বলে, আপনাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী। আরও অনেক কথা বলে। মোহন খুবই খুশি। কিন্তু আমার তখনই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। আজ দেখতে পাচ্ছি, আমার ধারণাই সঠিক। আজ কোথায়বা মোহন কোথায়বা কে!

ফেরার পথে মোহন বলে, আপনি এসবে বিশ্বাস করেন না, তাই না?

বলি, ঠিক তা নয়, তোমার এই মি. খানকে খুব ভরসা যোগ্য মনে হল না।

কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথা ফলে যায়।

তাই যদি হত মোহন, তা হলে পুরনো ঢাকার এঁদো গলিতে সে পড়ে থাকত না। সব বুজরুকি।

মোহনের হাস্যেদীপ্ত মুখ ম্লান হয়ে যায়। তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, ওদের কথা বাদ দাও। আমরা দুজন বয়স্ক মানুষ। অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করেই আমরা পরস্পরের কাছে এগিয়েছি। এতে কোন স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত নেই। নিশ্চয়ই এ বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবে।

www.pathagar.com

সে খুশি হয়ে আমার একটি হাত চেপে ধরে।

তাকে এক বিয়ে উপলক্ষে বগুড়া যেতে হয়। প্রায় পক্ষকাল সেখানে থাকে। কিন্তু প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে বগুড়া থেকে সে টেলিফোন করত এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপ না করে লাইন কাটত না। সামান্য বিষয় নিয়েও কত কথা যে হত। দুটি প্রাণের উষ্ণ মাধুর্য কানায় কানায় পূর্ণ। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে কার্যকারণের প্রয়োজন পড়ে না। হৃদয়ের শত উচ্ছ্বাস নিরন্তর করে পড়ে। আমার অফিসের লোকজন জেনে গেছে একটি বিশেষ সময়ে সাহেবের একটি বিশেষ কল আসে এবং সে সময় তাকে বিরক্ত করতে নেই।

একদিন বলি, টেলিফোনে মন ভরছে না।

মন কি চায়?

তোমাকে।

দেখতে?

অবশ্যই দেখতে। মন আরও অনেক কিছুই চায়। তাকে শাসন করে রাখি।

অত শাসন ভালো নয়।

আশ্বাস দিচ্ছ!

সে একটু দম নেয়। তারপরে বলে, এত হিসাব নিকাশ করে কথা বলা চলে না। আশ্বাস অনাশ্বাসের কিছু নেই। যার জন্মগত অধিকার তাকে ঠেকাই কি করে।

কবে ঢাকা ফিরছ?

তাতে আপনার কিছু আসে যায় কি?

বলি, শোন মোহন, তুমি ভালো করেই জানো একমাত্র আমারই আসে যায়। বল কবে আসছ? আমার আর ভালো লাগছে না।

বেশ, যত শীঘ্র পারি চলে আসব। এসেই কল দেব।

সে টেলিফোন রেখে দেয়। কবে আসবে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা হয় না। পরদিন যথাসময়ে লোকজন বিদায় করে তার টেলিফোনের অপেক্ষায় বসে থাকি। কিন্তু ফোন আসে না। মনমরা হয়ে যাই। টেলিফোন আসার সময় যখন পার হয়ে যাচ্ছে, ধরে নিচ্ছি আজ আর তার কল আসবে না, আমার ধৈর্যের বাধ যখন প্রায়

www.pathagar.com

ভেঙে যাবার উপক্রম তখন হাসতে হাসতে মোহন আমার ঘরে ঢোকে।

কেমন চমকে দিলাম!

একটিও কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা বন্ধ করে তাকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরি। এতদিনের মধ্যে এত উষ্ণ বন্ধন সে আর প্রত্যক্ষ করেনি। শুধু আলিঙ্গনই নয়, তাকে আমি পরপর উত্তপ্ত চুম্বনে বিপর্যস্ত করে ফেলি।

সে বাধা দেয় না। অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেদিন আর বিশেষ বিলম্ব করতে চায় না।

বলে, কাল আমি টেলিফোন করব, আমার বাসায় চলে আসবেন।

তোমার বাসায় কেন?

সে একটা দুর্বোধ্য হাসি উপহার দেয়, আসলেই টের পাবেন। আমি টেলিফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন, ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

পরদিন ঠিকই বেলা এগারোটায় সে আমাকে ফোন করে। বলে, বাড়িতে ঢুকে সোজা উপরে উঠে আসবেন।

জিজ্ঞেস করি, সেখানে আর কারা রয়েছে?

যে-ই থাক, কোন সমস্যা হবে না। আপনি সরাসরি উপরে চলে আসবেন। সম্পূর্ণ দ্বিতল আমার রাজত্ব।

তাই আসব।

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় বিরাট দোতলা বাড়িতে আমার গাড়ি প্রবেশ করে। হর্ন দিতেই দারোয়ান গেট খুলে দেয়। তাকে বলা ছিল।

গাড়ি বারান্দায় নেমে সামনেই সিঁড়ি দেখে গটগট করে উপরে উঠে যাই। মোহন যখন বলেছে নিশ্চয়ই সবদিক বিবেচনা করেই বলেছে।

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে মোহন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। আমাকে হাত ধরে একটি বসার ঘরে নিয়ে যায়। বিলাসবহুল ড্রয়িংরুম। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ঘর সাজাবার জিনিস এনে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে এদের ঐশ্বর্য পরিমাপের চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

মোহন রহস্যভরা কণ্ঠে বলে, এমসয় বাসায় কেউ থাকে না। পুরুষরা সব কর্মক্ষেত্রে, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে। কাজের একগাদা লোকজন ছাড়া আমার এক জাঁ আছে। সে এখনই একবার এসে লৌকিকতা করে যাবে। তারপর না ডাকলে প্রায় ঘন্টা দুয়েক উপরে কেউ আসবে না।

আমিও একই কণ্ঠেবলি, এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে না।

মোহন কোন কথা না বলে আড়চোখে তাকিয়ে হাসে।

কই গো আপা, আপনার নাকি এক লালটু ভাই এসেছে। এতদিন আমাদের ভয়ে লুকিয়ে ছিল। কোথায় সে?

বলতে বলতে মোহনেরই বয়সী এক মহিলা ঘরে ঢোকে। সেও সুন্দরী। কিন্তু মোহনের তুল্য নয়। সে একটু কৃষকায়। উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানিয়ে বলি, মোহনের ভাই ঠিকই। কিন্তু মোটেই লালটু নই। এ বাড়িতে দেখছি রূপের হাট বসেছে।

আপনি কি সেই হাটে সওদা করতে এসেছেন?

বোনের সংসার, তা না হলে বলতাম তার জাঁটিকে যদি নিলামে তোলা হত তা হলে সে ডাকে সানন্দে অংশ গ্রহণ করতাম।

আপা, আপনার এমন সুরসিক ভাইকে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন? আমরা না হয় একটু মুখ বদল করার সুযোগ পেতাম।

মোহন বলে, আপা, আপনি এসেই ভাইর সঙ্গে যেভাবে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ দিচ্ছেন না। ইনি আমার ফুপাত ভাই রেজা রায়হান। আত্মীয়-স্বজনদেরকে স্বযত্নে পরিহার করে চলেন। এবার দৈবক্রমে ব্যাংককে দেখা। আজ আমাদের সৌভাগ্য যে দয়া করে দর্শন দিতে এসেছেন। রেজা ভাই, ইনি এ বাড়িতে আমার পূর্বে এলেও সম্পর্কে আমার ছোট জাঁ। আমার দেবরের ঘরনী। এ বাড়ির দ্বিতীয় পুত্র প্রথম পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। প্রণয় থেকে পরিণয়।

তাই বল। সে কারণেই নিয়ম ভঙ্গ! তা তোমার জাঁকে দেখে আমারই মতিভ্রমের উপক্রম!

তা বৈকি! নিজের বোনকে তো কিছু বলা যায় না, তাই আমের বদলে আমসি।

www.pathagar.com

দুটি কাজের লোক একগাদা খাবার দাবার ও কফির সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হয়।

বলি, মোহন, এসব কি! এই অসময়ে আমি এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছু খাব না। এতসব কেন?

মোহন বলে, এসবের দায়িত্বে রয়েছে আপা। এটা তারই বিবেচনা। সামান্য কিছু মুখে দিন। আপা কষ্ট করে সব গুছিয়ে দিয়েছে।

মোহনের জাঁকে বলি, আপনিও বসুন। আমাদের সঙ্গে অংশ নিন।

সে বলে, না ভাই। এ সময়ে আমার কিছু চলে না। আপনারা নিন। আপনি কিন্তু লাঞ্চ না করে যেতে পারবেন না। এমন সুন্দর মুখ সহজে দেখা যায় না। আজ ছাড়ছি না।

বলি, আজ ক্ষমা করতে হবে। এদিকে একটা কাজ পড়েছিল বলে মোহনকে টেলিফোনে জানিয়েছিলাম ওকে দেখে যাব। আর একদিন এসে আপনার রান্না নিশ্চয়ই খাব।

কথা দিচ্ছেন?

অবশ্যই।

সে বলে, তা হলে, আপনারা ভাই-বোন সুখ-দুঃখের আলোচনা করুন। আমি নিচে সংসারের ঘানিতে প্রবেশ করি। খোদা হাফেজ।

খোদা হাফেজ। আবার দেখা হবে।

সে বেরিয়ে যায়। কাজের লোকজন আগেই নেমে গিয়েছিল। মোহন একটি প্লেটে গোটা দুয়েক সন্দেশ তুলে দিয়ে বলে, একটুকু মুখে দিয়ে কফি নিন।

একটা মিষ্টি ভেঙে চামচে তুলে নেই। বলি, এসব খাবার এখন মুখে রুচবে না।

এখন কি রুচবে?

বুঝতে পারছ না?

মোহন হাসতে থাকে। কথা বলে না। কফি শেষ হলে সে একটি বেল বাজায়। লোক দুটি এসে সবকিছু তুলে নিয়ে যায়। মোহন বলে, চলুন আপনাকে আমার ঘর দোর দেখাই।

www.pathagar.com

সে আমাকে হাতে ধরে শেষ প্রান্তের একটি বড় ঘরে নিয়ে যায়। চারদিকে কালচে লাল রঙের মোটা মখমলের পর্দা দিয়ে ঘেরা তাদের শোবার ঘর। একেবারে নিখুঁত সাহেবী কায়দায় সজ্জিত। ঝালর লাগান একটি রশি টান দিতেই একদিকের পর্দা সরে গিয়ে ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। মখমল সরে গেলেও বিলেতী চিকেনের শুভ্র পর্দা ঝুলতে থাকে। এই পর্দার বৈশিষ্ট্য ভিতর থেকে বাহিরে দেখা গেলেও বাহির থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। সব দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। মোহনের শোবার ঘরটি লন্ডন আমেরিকার ধনীদের ঘরের মতো সজ্জিত।

বলি, মোহন, দেশে বাস করেও তোমরা বিদেশি আবহাওয়া গড়ে তুলেছ।

মোহন মখমলের পর্দাটি আবার টেনে দেয়। একটি সবুজ আলো জ্বেলে দেয়। ঘরের অভ্যন্তরে মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঘরের দরজা ঢুকতেই বন্ধ হয়েছিল। ভিতরে থেকে খুলে না দিলে আর কারো প্রবেশের সুযোগ নেই।

বলি, শয়ন মন্দিরে নিয়ে এসছ। জানো তো, কোন মহিলা যদি তার শোবার ঘরে কাউকে আমন্ত্রণ করে আনে, তাহলে তার সদ্ব্যবহার না করলে তার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করা হয়!

মোহন কোন কথা না বলে হঠাৎ করেই আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। আমি আর সময় নষ্ট করি না। তাকে বিছানায় নিয়ে যাই।

মোহনের বাথরুমও অনবদ্য। এ ধরনের জাঁকজমপূর্ণ টয়লেট ঢাকাতে আমি আর দেখিনি।

সেখান থেকে বের হয়ে এসে বলি, মনে হচ্ছে হায়দার সাহেবের অর্থের কোন পরিমাপ নেই। তোমাকে তো দারুণ সুখে রেখেছে।

সে আমার পূর্বে টয়লেট থেকে ঘুরে এসেছে। ড্রেসিংরুমে কাপড় পরিধান করতে করতে বলে, যার যা আছে, তাই তো প্রদর্শন করবে! তার মুরোদ এ পর্যন্তই।

আমি সামনে এগিয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি, তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না। ইতিপূর্বেও কথাবার্তায় মনে হয়েছে তোমার মধ্যে যেন কিসের ক্ষোভ বিদ্যমান। বিষয় কি? তুমি কি কোনও কারণে অসুখী?

সে বলে, এখন আর আপনাকে লজ্জা করার প্রশ্নই আসে না। সে অর্থে আজই

www.pathagar.com

প্রথম আমার নারী জন্মের পরিপূর্ণ স্বার্থকতা হল।

মানে?

অত মানে বুঝান যাবে না। আমার দেহ যখন জেগে ওঠে তখন সে ক্ষান্ত দেয়। আর ভেঙে বলতে পারি না। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন!

বলি, তা পেরেছি। কিন্তু তা কি করে সম্ভব! এতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে। একটি ছেলেও হয়েছে!

মোহন ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে আসে, সে এসে পুনরায় আমাকে দুহাত দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চুপি চুপি বলে, আজই দেহ-মিলনের পূর্ণ তৃপ্তি প্রথম লাভ করলাম। রাজার বাবা ছাড়া আমার তো আর কোন অভিজ্ঞতা নেই! মনে হত পুরুষ মানেই এরকম। আজ আমার চোখ খুলেছে। এর মধ্যে যে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি ইতিপূর্বে কোনদিন বুঝতে পারিনি।

মোহনের দূরন্ত যৌবন আমাকে আবার জাগিয়ে তোলে। তাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পুনর্বার বিছানায় নিয়ে যাই।

সে অবাক হয়। বলে, আবার!

তাকে আর কথা বলতে দিই না। সময় নিয়ে আমার কাজ শেষ হলে লক্ষ্য করি মোহন বেপথু হয়ে পড়ে আছে। তার তখনও সম্বিত ফিরে আসেনি। খুনখুন করে সামান্য রোদনের আওয়াজ শ্রুত হচ্ছে।

আমি একটু ভয় পেয়ে যাই। মেয়েটার কোন ক্ষতি করে ফেললাম না তো!

মোহন, মোহন!

আমি তাকে ডেকে তোলার চেষ্টা করি। কয়েকবার ধাক্কা দিতে সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে। উঠে বসে। খুব লজ্জা পায়। কিন্তু সে অবস্থাতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে, আজ আমাকে আপনি পাগল করে দিয়েছেন। আহ! এত আনন্দ! এত তৃপ্তি! আজ স্বর্গসুখ লাভ করলাম। প্রথমবারের মতো আমার দেহ-মন আজ জুড়িয়ে শান্ত হল। ওই লোকটা আমাকে জাগিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। আপনার বাঁ পায়ের কনে আঙুলের যোগ্যতাও তার নেই!

তা বললে চলবে? সে তোমার সন্তানের জনক!

সেটা বলবেন না। গড়িয়ে দিলেও বাচ্চা হতে পারে।

www.pathagar.com

আমি আর সে সম্বন্ধে কথা বলি না। উঠে পড়ি। তৈরি হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। একটু পরে মোহনও বাইরে আসে।

বসার ঘরে এসে বলে, এবার এক কাপ কফি দিতে বলি?

বল। কফি পানে শ্রান্তি অপনোদন করা যাক।

আপনার কোন শ্রান্তি-ক্লান্তি আছে বলে তো মনে হয় না। আপনি এক অদম্য পুরুষ।

তা যা বলেছ।

সে বেল বাজালে এক জন লোক ছুটে আসে।

সে দু'কাপ কফির কথা বলে।

বলে, আপনার সঙ্গে আমিও কফি খাব। মনে হচ্ছে আমারও কফি প্রয়োজন। রেজা ভাই, আজ থেকে আমার দুঃখ বাড়বে ছাড়া কমবে না।

সেকি!

নয় কেন? শুধু মনে হচ্ছে, কি পেতে পারতাম আর কি পেয়েছি!

সর্ব অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকতে পারলে সুখী হওয়া যায়।

মোহন বলে, ওসব কথা অন্যকে বলা সহজ। দিনের পর দিন রাতের পর রাত যাকে ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরতে হয় তার কাছে এসব মুখের বুলির কোন অর্থ হয় না। আর আজ যখন আবিষ্কার করলাম, স্বর্ণখনির পরিবর্তে আমার ভাগ্যে জুটেছে তাম্রখনি, তখন সান্ত্বনা পাই কোথায়!

মোহনের মনের প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলান সম্ভব নয়। নিরুত্তর থাকি। কফি এলে নীরবে পান করে উঠে দাঁড়াই।

একটা কথা বলব মোহন? বিশ্বাস কর আজ আমিও জীবনের এক পরম প্রাপ্তি লাভ করেছি। এত আনন্দ আমিও ইতিপূর্বে কখনও পাইনি।

সত্যি বলছেন?

এক শত ভাগ সত্যি। তুমিই প্রথম নারী তা বলব না। কিন্তু তোমার মতো রূপ যৌবনবতী পূর্ণ নারী আজই প্রথম পেলাম। তোমার যেমন পূর্ণ তৃপ্তির প্রথম

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা, আমারও পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির আজ শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

সে বলে, খুশি হলাম। যার জন্য সব সঞ্চিত ছিল, আজ তার সেবায় সেটা নিবেদন করে ধন্য হলাম। রেজা ভাই, এখন থেকে আমার এটা না হলে চলবে না। লজ্জা ভেঙে বললাম। আপনাকে আমার আর লজ্জা নেই। ক্ষুধার্তের মুখের গ্রাস যেন দুষ্প্রাপ্য না হয়ে ওঠে।

সব তোমার। তোমার তবুও স্বামী পুত্র আছে। কিন্তু আমার কেবল আছ তুমি। সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। একসময় তার চোখে পানি আসে।

উঠে দাঁড়িয়ে বলি, পানি মুছে ফেল। আনন্দের মাঝে অশ্রু মানায় না। এখন হাসিমুখে বিদায় দাও। কাল অফিসে এসো। সেখানেই তোমার প্রাপ্য মিটান যাবে।

এখানে আর আসবেন না?

একেবারে আসব না তা বলছি না। কিন্তু এখানে যত কম আসা যায় ততই মঙ্গল। তোমার শোবার ঘরের তুলনা হয় না। কিন্তু তবুও সেটা আর একজনের ব্যবহারের। তোমাকে অন্যত্র নিজের মতো পেতে চাই। তাছাড়া এখানে বেশী আসলে তোমার সংসারের লোকজন সন্দেহ করা শুরু করতে পারে।

যেমন কাণ্ড করেছেন, নিজের জিনিস বিলিয়ে দিয়েছেন। আপনার বাসায় যাওয়া যায় না?

অবশ্যই যায়। কাল অফিসেই এসো। পরে বাসায় নেব।

তাকে বুকে টেনে নিয়ে আর একটি চুমো খেয়ে সোজা নিচে নেমে এসে গাড়িতে চড়ে বসি।

রুবার মন্তব্য, তোমাকে এক শত মার্কে এক শত দেওয়া গেল। বর্ণনা সর্বৈর সঠিক হয়েছে। আমার চাইতে এটা কেউ বেশি বলতে পারবে না।

রায়হান নিবেদন করে, তুমি যদি প্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে চাও, আমি প্রস্তুত। তা জানি। তুমি হচ্ছ মি. এভার রেডি!

হা, হা, হা।

www.pathagar.com

রুবা তাগিদ দেয়, তারপর?

কি তারপর?

বাহ্ রে, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে! আগে বাড়বে না! তারপর কি হল বল।

যা হবার তা-ই হল। বেশ কয়েক বছর নিয়মিতভাবে মোহনভোগ সেবন করেছি। আমার এক বন্ধু, এখন আর জীবিত নেই। মোহনকে আমার অফিসে দেখে অস্থির হয়ে পড়ে। সারা পৃথিবী ঘোরা আমার সেই বন্ধু বলে, আমি জীবনে এত সুন্দরী মেয়ে দেখিনি। বারবার আমাকে অনুরোধ করে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। অনুরোধ এড়াতে পারি না। কিন্তু মোহন সেটাকে ভালো চোখে দেখে না। পরিচয় করিয়ে দিলে তাকে যেন কি বলে। বন্ধু অনেকদিন আমার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। মোহনকে প্রশ্ন না করে পারি না, তাকে কি বলেছ?

ভদ্রলোক নাছোর বান্দা। আপনি এমন মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিলেন! বাধ্য হয়ে বলত হল, আমি আপনারই খাস সেবিকা।

বলি, কাজটা ভালো করনি মোহন। সে যদি লোকজনকে বলে দেয়।

মোহন বলে, তা মনে হয় না। সে লোক মন্দ নয়। তাছাড়া আপনার সে ভালো বন্ধু। প্রকৃত ঘটনা জানলে অগ্রসর হবে না। তার দ্বারা আপনার ক্ষতি হবে না।

সেটা অবশ্য ঠিক।

রুবা জিজ্ঞাসা করে, তোমার কোন বন্ধু গো? তোমার খাবারে মুখ দিতে চায়, তার কি আর কোথাও কিছু জোটে না!

রায়হান ম্লান কণ্ঠে বলে, তাকে তুমি চিনবে না। সে আজ বেঁচে নেই। তার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য না করাই ভালো।

সরি, আর বলব না। আমার ভুল হয়েছে।

রায়হান বলে, জানো রুবা, সে ছিল আমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু! তা না হলে মোহনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম না। সেই শৈশব থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো-মন্দ অনেক কিছুই তার সঙ্গে মিশে করেছি। আল্লাহ্ তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে তাকে মাগফেরাত দিন এটাই কামনা করি।

www.pathagar.com

রুবা চুপ করে থাকে। রায়হানের মনের কথা সে নিমিষে পড়ে ফেলতে পারে।

রুবাকে তাগিদ দিতে হয় না। রায়হানই একমনে বলে যায়। তাকে কথা বলার নেশায় পেয়েছে।

আমরা হোটেল রেস্তোরাঁতে কদাচিৎ যেতাম। হায়দার সাহেব যখন ঢাকার বাইরে থাকত, তখন কখনও কোন বড় হোটেলে লাঞ্চ ডিনারে যেতাম। কোন সময়ে গাড়ি থামিয়ে কাবাবের দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাবাব খেতাম। কখনও কিছু খাবার কিনে নিয়ে ঢাকার বাইরে ড্রাইভিংয়ে চলে যেতাম। সে খুব পছন্দ করত ঢাকা আরিচার রোডে গিয়ে কোন একটা বড় গাছের নিচে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গল্প করতে। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন চারদিক পানিতে ডুবে যেত, কেবল রাস্তাটি উপরে ভাসত। থৈ থৈ করা পানির কিনারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব করতেও তার ক্লান্তি আসত না। কখনও আমার হাত টেনে নিয়ে আঙুলগুলো ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে আলগোছে কামড়ে ধরতে পছন্দ করত। পরিহাস করে বলতাম, রং নাম্বারে ডায়াল করছ কেন ভাই! স্থানমতো কাজ কর।

সে জবাব দিত, নিয়তি যার বরাতে রং নাম্বার লিখে দিয়েছে তার আর জায়গা বেজায়গা কি!

কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। আমার ম্লান মুখ দেখে হেসে এদিক-সেদিক তাকিয়ে যথাস্থানেই উদ্যোগ নিত। আমাকেও সক্রিয় হতে হত। আমি তার ভয় ও শঙ্কা উপেক্ষা করে সরাসরি কাজ করতে আগ্রহী ছিলাম। হাতের আঙ্গুল প্রভৃতির চাইতে উৎকৃষ্ট স্থান আমার জানা ছিল।

রুবা বলে, সে কথা একশ' বার। এ বিষয়ে ইচ্ছা করলে তুমি অচিরেই ডক্টরেট করতে পার।

রায়হান সে কথায় কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। সে বলে চলে, মাঝে মাঝে সে আমার বাসায় আসত। বিশেষ করে রাজার পিতা বিদেশে গেলে সে অনেকটা সময়ের জন্য চলে আসত। সেসব সময়গুলো এত আনন্দে কাটত যে বলা যায় না।

রুবা জিজ্ঞেস না করে পারে না, এখনকার চাইতেও বেশি?

বেশি নয়, তবে ভিন্নতর বটেই। আজকের পরিস্থিতি অনেকটাই গৃহস্থের পরিবেশ। তখন বয়স কম ছিল। সে ছিল অতি উপাদেয় একটি জিনিস। বুঝতেই পারছ স্ফূর্তির অন্ত ছিল না।

www.pathagar.com

রুবা আবার প্রশ্ন না করে পারে না, এখনকার চাইতে বেশি?

রুবা, বারবার জ্বালাতন করো না। কতবার বলব, তুমি অনন্যা এবং অসাধারণ। তুমি আনকোড়া, কারো মা বা স্ত্রী নও। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! ইচ্ছা করে রাগ করি।

রাগ বিরাগ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। সে নিজস্ব গতিতে চলে।

এখন তোমার উপর আমার খুব রাগ হচ্ছে।

বেশ তো, রাগ কর। কে নিষেধ করছে?

রায়হান তাকে সবলে চেপে ধরে তার দুই অধরে সব রাগ ঢেলে দেয়। অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রুবা দূরে বসে বলে, এই তোমার রাগের ধরন? এমন রাগের জন্য আমি উপোষী হয়ে থাকি!

আস্কারা পেয়ে রায়হান তাকে পুনরায় ধরার উদ্যোগ নিতেই সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ভালো মানুষের মতো বলে, বল।

আমার রাগ এখনও স্তিমিত হয়নি।

না হওয়াই ভালো। আপাতত রাগ স্থগিত রাখ। এখন বল।

কি আর বলব! অস্বীকার করব না, তার সঙ্গে আমার দারুণ সময় কেটেছে। কিন্তু আমি তার প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত ছিলাম না। সে অবশ্য তেমন দাবীও করেনি। একই সময়ে অন্যত্র উপগত হতেও আমার বাধেনি।

বল কি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তোমাকে মিথ্যা বলব না, তুমি জানো। বয়স কম, দেখতে নাকি সুদর্শন। স্বাস্থ্য ভালো। সর্বোপরি হাতে অনেক কাঁচা পয়সা। তাতে যা হবার তাই হতে থাকল। একের পর নব নব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে থাকলাম। তাছাড়া তুমি তো বুঝতেই পারছ, এই জিনিসটি আমার একটু হাইপার-ডেভেলপড্।

মানে?

মানে তোমার ইয়ে। সব জানে, এটার মানে জানে না! নাহ্ আজ আমার হাতে নির্ঘাৎ তুই মার খাবি।

বেশ তো, তা না হয় খাব, তাই বলে মুখ খারাপ করছ কেন? আমার একটা

www.pathagar.com

মান-সম্মান নেই!

রায়হান হা, হা, হা করে হেসে ওঠে।

তারপর শোন, হঠাৎ সে একদিন টেলিফোনে বলে, আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কেন? কোন অসুবিধা ঘটেছে? কেউ কি টের পেয়েছে?

না, সেসব নয়। আমাকে এক সাধু বলেছে, সৎজীবন যাপন না করলে সন্তানের অনিষ্ট ঘটতে পারে।

আমাদেরটা অসৎ জীবন?

সে কোন উত্তর দেয় না। আমি অধৈর্য হলে বলি, আমার চাইতে তোমার উদ্দীপনাই বেশি ছিল। আজ যদি ক্ষান্ত দিতে চাও আমার আপত্তি হবে না। কতজন আমার জন্য পথ চেয়ে আছে!

আমার সেসব কথা বলা উচিত ছিল না। কিন্তু সাধুর কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই সব লোক ঠকানো ভণ্ড মানুষগুলো নানা ধান্দা নিয়ে নানারকম ভবিষ্যৎবাণী করে নিরীহ লোকজনকে বিপাকে ফেলে। মোহনের চরিত্রে এই একটা দুর্বলতা ছিল। কোন জ্যোতিষী, ভবিষ্যৎ বক্তা, কোন সাধু সন্ত বা দরবেশ ফকিরের দেখা পেলে সে উদ্বাহু হয়ে পড়ত। কত অর্থ যে সে এইসব অনর্থের পশ্চাতে ব্যয় করছে তার হিসাব নেই। ধনী গৃহের গরবিনী বধূর এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনও কখনও দেখা যায়। আমি রাগ করে টেলিফোন রেখে দিতে গিয়ে দেখি মোহনই লাইন কেটে দিয়েছে।

সেই কাটাই এক অর্থে শেষ কাটা। তারপরও কথা হয়েছে। সাক্ষাৎও কদাপি ঘটেছে। কিন্তু তার উত্তরোত্তর নিস্পৃহতা আমার মন-মানসিকতায় প্রভাব ফেলে। দেখে এবং সব বুঝে আমারও রাগ দানা বাঁধতে থাকে। একদিন সে নিজেই এগিয়ে এসে ধরা দিয়েছিল। আজ যদি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়, তবে তাই হোক। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সেখানেই এই ঘটনার পরিসমাপ্তি। সে এই ঢাকা শহরেই আছে। পূর্বের বাসাতেই আছে। আমিও এই বাড়িতেই আছি। তবুও বহুকাল আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। আর হয়ত কোনদিন হবেও না।

রুবা বলে, খুবই দুর্ভাগ্য।

কার?

www.pathagar.com

আমার।

রায়হান তাকে ধরে ফেলে, সেকি গো সখি! তোমার দুর্ভাগ্য হতে যাবে কেন? এমন একজন রূপসী কর্মকুশলা রমণীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য হল না!

তা যা বলেছ। এখন কি দয়া করে সেবকের প্রতি সামান্য করুনা বর্ষনে মর্জি হবে? অনেকটা সময় বকবক করিয়েছ। এখন কিঞ্চিত অনুগ্রহ প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন না করলে আর চলছে না। স্মৃতি বড় পীড়াদায়ক, তার উপশম আবশ্যক।

রুবা মিটিমিটি হাসে। রায়হান বোঝে তার আবেদন নামঞ্জুর হয়নি। সে পুলকিত হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় উপাখ্যান শুরু করবে?

না, মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছ। সুন্দর শুভ্র মন নিয়ে পড়াশোনা কর। দু'বছর তোমাকে সময় দিলাম। তারপরই চালান করে দেব।

মানে?

রায়হান তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, জানো রুবা, আমার জীবনের সব চাইতে বড় আকাঙ্খাটি পূরণ হয়নি। নিজে যেটা পারিনি সেটা তোমার দ্বারা সফল করব।

নিজের থেকেই আরও সন্নিকটে সরে আসে। তার একটি হাত নিয়ে খেলা করতে করতে স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করে, কি সে আকাঙ্ক্ষা?

রায়হান বলে, ছোটবেলা থেকেই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করেছিলাম, ব্যারিস্টারী পড়ব। ছাত্র ভালো ছিলাম। কতজন কত পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যারিস্টার হব। কিন্তু পারলাম না। হলাম একজন ব্যবসায়ী। অর্থ উপার্জন করছি ঠিকই, কিন্তু জীবনের এ্যামবিশন পূরণ হয়নি। নিজে যেটা পারিনি ছোট বোনকে তা গড়ে তুলব আশা করেছিলাম। সেও আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য প্রদান করে না। বিয়ে করে দেশত্যাগী হয়। এখন যদি স্ত্রীকে ব্যারিস্টার করে আনতে পারি তা হলে আমার মনোবাঞ্ছা কিছুটা পূর্ণ হবে।

www.pathagar.com

রুবা হাসিমুখে কথা শুনছিল। এখন বলে, আগে তোমার স্ত্রী হোক, তারপর তাকে ব্যারিস্টার বানিয়ো।

রায়হান হৃষ্টচিত্তে বলে ওঠে, ব্যারিস্টারি পড়তে তা হলে তোমার কোন আপত্তি নেই!

রুবা দুষ্টামী করে বলে, আহা, আমার কথা এখানে আসছে কেন! কথা হচ্ছিল তোমার স্ত্রীর প্রসঙ্গে।

রায়হান তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আরে, তাকেই তো বলছি। আমার কি দশটা স্ত্রী আছে?

একটাই জোটে না তার আবার দশটা!

এভাবে বলো না। এদেশে অন্ধ বা পঙ্গুরও জীবনসঙ্গিনী জোটাতে অসুবিধা হয় না। রেজা রায়হান কি এতটাই অপদার্থ যে তার একটা বউ জোটবে না!

জোটিল কই! ফুলে ফুলে মধু খাওয়া ভ্রমর ঘর বাধার দিকে মন কোথায়!

এই মেয়ে, আমাকে রাগাবে না বলে দিচ্ছি! কতবার বলেছি, এসো কাগজটা সই করে ফেলি। তুমিই বারবার বাহানা তুলে ঠেকিয়ে রেখেছ। কাগজে কলমে না হোক, তুমি কি আমার স্ত্রী নও?

রুবা তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখে, একশ' বার আমি তোমার স্ত্রী। সে কথা কি রোজ একবার করে মাইকে প্রচার করতে হবে!

কে প্রচার করতে বলছে? একটু পূর্বেই উল্টা পাল্টা কথা কে বলছিল? আমার বউ নেই! তুমি কি?

রুবা খুব হাসে, তোমাকে ছেলেমানুষের মতো ক্ষেপিয়ে দিতে এত মজা পাই! আচ্ছা বল, আমাকে কি করতে হবে?

রায়হান শান্ত হয়ে রুবাকে পাশে বসিয়ে তার পরিকল্পনা খুলে বলে, ইনটারমিডিয়েট পাস করার পরই তোমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দেব। সেখানে বছর পাঁচেক থাকতে হবে। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরবে! এই বাড়িতেই সুন্দর চেম্বার করে দেব। লোকে বলবে, মিসেস রুবা রায়হান একজন নামকরা ব্যারিস্টার। আমি আর কিছু চাই না।

রুবা বলে, অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না।

www.pathagar.com

কি অসম্ভব? কি হতে পারে না?

রুবা চোখ মুখ কালো করে বলে, তুমি কি ভেবেছ! পাঁচ বছর আমি তোমাকে ছেড়ে থাকব? পাঁচ সপ্তাহও থাকতে পারব না। মাথায় যাক তোমার বিলেত যাওয়া আর ব্যারিস্টারী পড়া। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না। এই আমার শেষ কথা।

রায়হান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, পড়াশোনা করতে হবে না? আমি না হয় মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকব। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে যাবে।

রুবা বলে, তোমার মাথা! পাঁচ বছর সামান্য সময়! আমাকে হাতি দিয়ে টেনে নিলেও আমি যাব না। অসম্ভব।

রুবা উঠে পড়ে। তার রাগ প্রশমিত হতে চায় না।

কোথায় যাচ্ছ?

দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দুধ আনতে যাচ্ছি। তুমি বসে বসে যতসব উদ্ভট পরিকল্পনা ফাঁদ।

রুবা নিচে চলে যায়। রায়হান বুঝে উঠতে পারে না কিভাবে সে রুবাকে সম্মত করাবে। ভাবে, এখনও অনেক সময় আছে। ঠিক ম্যানেজ করে ফেলব।

রুবা এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসে নিঃশব্দে সম্মুখে রাখে। কোন কথা বলে না।

দুধ কার জন্য?

খোকা তো এখনও হয়নি, খোকার বাবার জন্য।

রায়হান বিরক্ত হয়, দেখ রুবা, তোমার এসব অত্যাচার আমার ভালো লাগে না। দুধ খাবার বয়স আমার বহু পূর্বেই পার হয়েছে। আমাকে কফি দাও।

রুবা কোন কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে। তার এই এক কৌশল। দুধ এনে সামনে রাখবে। বিশেষ সাধাসাধি করবে না। কিন্তু যতক্ষণ না খাবে মুখটি ঝুলিয়ে রাখবে। কথাবার্তা বলবে ঠিকই কিন্তু তাতে প্রাণের সাড়া দেখা যাবে না। কিছু বলেও লাভ নেই। শেষে না পেরে রায়হান দুধের গ্লাসটি নিঃশেষ করে শূন্য গ্লাসটি তার হাতে দিলে তার চোখে মুখে স্বাভাবিক উচ্ছলতা ফিরে আসে। আঁচলে মুখ মুছিয়ে দেয়। কখনও অধিকতর খুশি হলে অতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

রায়হানের এত ঝামেলা ভালো লাগে না। কিছুক্ষণ রাগ করে থাকার পর দুধটুকু পান করাই সাব্যস্ত করে। আজ রুবা অন্য কিছু করে না। গ্লাসটি নিয়ে উঠে পড়ে।

কোথায় যাচ্ছ? বসো কথা আছে।

না, এখন আমার কাজ আছে। আজে বাজে কথা শোনার সময় নেই।

সে নিচে নেমে যায়। রায়হান রাগ করবে না হাসবে বুঝে উঠতে পারে না।

রাতে অনেক আদর সোহাগের পর রায়হান তার প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করে।

রুবা ছিটকে সরে যায়, তোমার এসব অর্থহীন প্রলাপ শোনার আমার ধৈর্য নেই। এক কথা কতবার বলব, তোমাকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।

রায়হান কিছুক্ষণ চিন্তা করে, যদি অন্য ব্যবস্থা করি তা হলে যাবে?

কি ব্যবস্থা?

আমিও না হয় তোমার সঙ্গে লন্ডনে থাকব।

রুবা প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চায় না। পরে দারুণ খুশি হয়ে ওঠে, তুমি যদি সঙ্গে থাক, লন্ডন কেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে আমি জীবনের সমস্ত কাল কাটাতে পারি।

রায়হান বলে, পুরোপুরি স্থায়ীভাবে থাকতে কিছুটা সময় নেবে। ব্যবসাও দেখতে হবে। তবে হেড কোয়ার্টার ওখানেই করা যাবে। ঢাকা লন্ডন দু'জায়গাতেই সময় ভাগ করে দিতে হবে।

রুবা সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়, তোমার মতলবটা খুলে বল তো শুনি! উদ্দেশ্য কি? একবার ওখানে নিয়ে ফেলতে পারলে তুমি নিজের ইচ্ছামতো চলবে। তা হবে না, তুমি ঢাকা এলে সে সময় আমিও সঙ্গে থাকব।

কেন? এখনও আমাকে অবিশ্বাস!

রুবা ঝামটা দেয়, বাজে বকো না। অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসছে না। রুবা তোমাকে ছাড়া থাকবে না। বাস, এটাই শেষ কথা।

রায়হান তাকে নকল করে ভেঙ্চি কাটে, বাস, এটাই শেষ কথা! যুক্তি শুনবে না, সুবিধা অসুবিধা দেখবে না, কেবল এক কথা।

www.pathagar.com

বউকে ব্যারিস্টার বানাতে হলে সাহেবকে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়। সেটা ভুললে চলবে না।

রায়হান চুপ করে কি ভাবতে থাকে।

রুবার মন নরম হয়ে আসে, কি ভাবছ গো?

ভাবছিলাম, বউটা আমার যাচ্ছেতাই রকমের ভালো। আমি তার কোন ইচ্ছার অমর্যাদা করব না।

সত্যি?

সত্যি।

রুবা একটি কথাও না বাড়িয়ে নীরবে রায়হানের বুকের মাঝে স্থান করে নেয়। তার চিরন্তন নির্ভরতার স্থল।

প্রায় দু'বছর সময় আছে। এই পরীক্ষায় ফল আরও ভালো করা চাই। কোন বিষয়ে অসুবিধা বোধ করলে বলো, কলেজ থেকে অধ্যাপক মোতায়েন করা যাবে। বাড়িতে এসে পড়িয়ে যাবে।

তার প্রয়োজন হবে না। ব্যারিস্টারী পড়াবার বাসনায় কলাবিভাগে ভর্তি করেছ, অধ্যাপকের লেকচার অনুসরণ করলে আর কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। নানা কারণে প্রায়ই ক্লাশ হয় না, এটাই ঝামেলা।

দেশব্যাপী এটা মস্ত সমস্যা। যাক, তুমি ভালো করে পড়া চালিয়ে যাও। ম্যাট্রিকের চাইতেও ভালো রেজাল্ট চাই।

রুবা হাসিমুখে চুপ করে থাকে। মানুষটার কত প্রত্যাশা তার কাছে। নিশ্চয়ই সে প্রাণপনে তার আশা সফল করার চেষ্টা করবে।

তাদের কথার মাঝেই ইন্টারকম বেজে ওঠে। এখন উপরে নিচে তাদের প্রত্যেক ঘরে ইন্টারকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কে?

www.pathagar.com

স্যার, আমি আবুল। আপনি কি একবার নিচে আসবেন?

কেন, কোন প্রয়োজন আছে? বল, আমি শুনছি।

নিচে এলে বলব।

রায়হান বোঝে কোন বিশেষ কথা ছাড়া আবুল তাকে ডাকবে না। সে নিচে নামার জন্য উঠে পড়ে।

রুবা বলে, এখন আবার নিচে কি হল?

সব সময় তোমার আঁচলের আড়ালে থাকলেই চলবে! আর কাজ কর্ম নেই?

না নেই। অফিসে ব্যবসা, বাড়িতে রুবা। তোমার আবার নতুন কি কাজ পড়ল?

রায়হান সুর করে বলে, একবার বিদায় দাও প্রিয়ে ঘুরে আসি।

রুবা হাসিমুখে বলে, এসো। তোমাকে আর খুদিরামের গানের নকল করতে হবে না। তাড়াতাড়ি এসো। আমার একা একা ভালো লাগে না।

সেই জন্যই তো বলি, একা আর থাকার দরকার কি! বৃথা সময় ক্ষেপণ না করে এসো ঘর ভরিয়ে ফেলি। সময়ে ছেলে মেয়ে না হলে মানুষ করব কি করে!

ঠিক বলেছ, ছেলেকেই বরং বিলেতে পড়তে পাঠান যাবে। আমাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করো না।

রায়হান যেতে যেতে বলে, গাছে কাঁঠাল ধরেওনি, গোঁফে তেল দেওয়া শুরু করলে!

রুবা রহস্য করে বলে, না, বলেছিলাম কি তার জন্য এখন থেকেই উঠে পড়ে লাগতে হয়। বারবার নিচে চলে গেলে কি করে কি হবে!

রায়হান তার দিকে তাকিয়ে অট্টহাস্য করে ওঠে, তা হলে কিন্তু আর নামছি না। ভেসে যাক তরী ডুবে যাক প্রাণ, আমি রুবাকে আঁকড়ে থাকব।

রুবা তাকে ঠেলে নিচে নামিয়ে দেয়, নিঃসন্দেহে তোমার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। এখন যাও, নিচ থেকে ঘুরে আস। আবুল ভাই এমনিতে এত্তেলা করে না।

www.pathagar.com

স্যার, একটা লোককে আমি আটক করেছি।

আটক করেছিস মানে? কে সে লোক? কেন আটক করলি? বিষয় কি? কাউকে আটক করার অর্থ বুঝিস?

আবুল সবিনয়ে নিবেদন করে, স্যার, আমি সবকিছু বিবেচনা করেই যা করার করেছি। আপনাকে সবিস্তারে জানাবার পূর্বে আমি সমস্ত তদন্ত করেছি। লোকটার বক্তব্য সঠিক।

রায়হান সামান্য অধৈর্য হয়, কে লোকটা? কি তার বক্তব্য? তুই তাকে আটক করার কে? তদন্তইবা কিসের?

স্যার, সব বলছি। আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন। এসব বিষয় যত উচ্চবাচ্য কম হয় ততই মঙ্গল।

আবুলের কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সতর্কতা। রায়হান তাকে যতটা চেনে সে ক্ষেত্রে তার কথার গুরুত্ব না দিয়ে পারে না। সে শান্ত হয়।

বেশ বল। কি বৃত্তান্ত?

স্যার লোকটার নাম আরফান উদ্দীন। শৈশবে রুবা আপার বিয়ে হয়েছিল এই লোকটার সঙ্গে। চাপে ফেলে শ্বশুরের থেকে অর্থ আদায় করে আবুধাবী চলে গিয়েছিল। সেখানে একটা বিয়ে করেছিল। সেই বউর মৃত্যু হলে অর্ধ যুগ পর সে আবার দেশে ফিরে আসে। দেশে এসে আর একটা বিয়ে করে। বউ ছাড়া তার চলে না। তারপর প্রথম স্ত্রীর তত্ত্ব-তালাশ করতে গিয়ে কিভাবে সে অবগত হয় রুবা আপার আবার বিয়ে হয়েছে এক বিরাট বড়লোকের সঙ্গে। সেই থেকে সে ব্ল্যাক মেইলিং এর উদ্দেশে ঘুরঘুর করছে। তার বিবাহিত স্ত্রীকে অন্য একজন বিয়ে করতে পারে না। তার আসল উদ্দেশ্য চাপ দিয়ে অর্থ আদায় করা। বুঝতে পেরে আমি প্রকৃত কথা না ভেঙে কায়দা করে তাকে আমাদের দারোয়ানের ভাইর ওখানে নিয়ে যাই। সে জয়দেবপুরে একটি বাগান বাড়ি দেখাশোনায় নিয়োজিত। সেখানে নিয়ে তাকে আটকে ফেলি।

বলিস কিরে! সে পালিয়ে যাবে না?

না স্যার, লোকটা লোভী। তাকে বড় লোভ দেখিয়েছি। আমি আরও লোক নিযুক্ত করে এমন ব্যবস্থা করেছি যে সে সেই বাগান বাড়ি ছেড়ে বের হতে পারবে না। তাকে কিছু বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না। ভালোই খাতির যত্ন করা হচ্ছে। বলেছি,

www.pathagar.com

রুবা আপার স্বামী বিদেশে আছে। দু'চার দিনের মধ্যে চলে আসবে। দেশে ফিরে আসলেই বিষয়টা নিষ্পত্তি করা হবে। লোকটা আশায় দিন গুনছে। পালাবে কেন?

রায়হান মনে মনে আর একবার আবুলের কর্মপটুতার প্রশংসা না-করে পারে না। সত্যিই ওর কোন তুলনা হয় না। আবুল ছাড়া তার একটি দিনও চলবে না।

মুখে বলি, প্রায় সবই তো করে ফেলেছিস। এখন আমাকে কি করতে বলিস?

স্যার, আরও অনেক কিছু করার আছে। আডভোকেট হাই সাহেব আপনার বন্ধু। আপনার নাম না বলে আমি তার সাথে কথা বলেছি। সে কিছু পরামর্শ দিয়েছে, সেভাবে এগুতে হবে। সবই করা যাবে। কিন্তু লোকটা পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করছে। টাকা পেলে যেভাবে বলব সেভাবে সব করতে প্রস্তুত। আপনাকে না জানিয়ে এত বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে পারি না। আপনার সম্মতি প্রয়োজন, আমিই সব ব্যবস্থা করব।

কি করবি?

বিধিমতো তালাকের সব কাগজপত্র ঠিক করব। অ্যাডভোকেট সাহেবের পরামর্শ মতোই সব করা হবে। এফিডেভিট করব এবং আরও যা যা সে করতে বলে সবই করব। আপনি শুধু অনুমতি দিন। আর একটা কথা স্যার, সে একবার রুবা আপাকে দেখতে চায়।

আবুল, তুই ভালো করেই জানিস, পঞ্চাশ হাজার কেন, আরও বেশি টাকাও যদি তুই খরচ করিস আমি জানব ঠিক আমার প্রয়োজনেই সেটা করেছিস। অনুমতি অবশ্যই দিচ্ছি। তোর চাইতে কেউ ভালোভাবে কাজ সমাধা করতে পারবে না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই রুবাকে সে দেখতে পাবে না। তার এই দাবি পূরণ করা হবে না। তুই বিবেচনা করলে টাকা বাড়িয়ে দিতে পারিস। বেশি ফাজলামি করলে এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যে দু'চোখে পথ দেখবে না। প্রয়োজন হলে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

না স্যার, সে সবের প্রয়োজন হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সব কাজ সমাধা করেই আপনাকে জানাব। একটা চেক সই করে দিন। পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিলেই হবে।

রায়হান তার হাত থেকে চেক বইটি নিয়ে সই করে দেয়।

স্যার, টাকার অঙ্ক বসালেন না?

www.pathagar.com

না, শুধু পঞ্চাশ হাজারে হবে না, অন্যান্য খরচ আছে না? তোর যা প্রয়োজন বসিয়ে নিস। তোর নামের একাউন্ট অপারেট করিস না কেন?

আবুল বলে, স্যার, আমার ওসব ঝামেলা ভালো লাগে না। সেটা ব্যাংকে জমা পড়ে আছে। প্রতিদিনই অবশ্য বাড়ছে। সবই স্যার আপনার। আপনার হাতের চেক নিতেই আমার ভালো লাগে।

রায়হান হৃষ্টচিত্তে তাকিয়ে তাকে। জিজ্ঞেস করে, কে কে বিষয়টা জেনেছে?

আসল বিষয় অর্থাৎ রুবা আপার বিষয় একজনও জানে না। আমি তাদেরকে বলেছি একটা সম্পত্তি ঘটিত বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য লোকটাকে রাখতে হচ্ছে। আমাকে কেউ অবিশ্বাস করে না। তাকেও বলে দিয়েছি সবকিছু গোপন রাখতে। তা না হলে কিছুই মিলবে না। উপরন্তু তার বিপদ হবে। সে বুঝেছে।

রায়হান উঠে দাঁড়ায়, রুবা যেন কিছু টের না পায়।

আবুল বলে, সে কথা বলতে হবে না স্যার। আপনি, আমি ছাড়া আর কেউ কিছু অবগত হবে না।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, দারোয়ানের ভাই কোথায় কাজ করে?

স্যার, সে সম্বন্ধেও পরে কথা বলব মনে করেছিলাম। জয়দেবপুরে এক বড়লোকের বাগান বাড়ি সে পাহাড়া দিচ্ছে। চমৎকার সম্পত্তি। মালিক সেটা বিক্রয় করে দেবে। তারা স্থায়ীভাবে কানাডায় চলে যাচ্ছে। আপনি কি একবার দেখবেন? আমি কথাবার্তা বলব?

রায়হান বলে, অবশ্যই বলবি, রুবার খুব শখ একটি বাগান বাড়ির। কিন্তু প্রথম কাজ প্রথম। এটা শেষ করে ওটা ধরবি।

আবুল সলজ্জ কণ্ঠে বলে, মাঝখানেও একটা কাজ আছে স্যার।

কি কাজ?

আপনাদের বিয়ের কাজটা সেরে ফেলা।

রায়হান আবুলকে অনেকটাই প্রশ্রয় দেয়। কর্মচারী হলেও সে তার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই স্বীকৃত।

রায়হান বলে, সে কাজ ইতোপূর্বেই সারা হয়েছে। সায়েমা তোদের জানায়নি?

www.pathagar.com

জানিয়েছে, সেটা অন্য সকলের জন্য। আমি জানি, কাজটা আমাকেই সমাধা করতে হবে। এটা আমারই দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

রায়হান সপ্রশংসা দৃষ্টিতে তার এই সকল কাজের কাজী নির্ভরযোগ্য অনুচরটির দিকে তাকিয়ে থাকে। আবুলের চাইতে আপনজন তার আর কেউ আছে কি? আবুলের কাছে তার ঋণের শেষ নেই!

সে স্মিতমুখে উপরে উঠে যায়।

দ্বিতলে উঠে সে রুবাকে খোঁজে। তাকে কোথাও দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ছাদে। রায়হান নিঃশব্দে ছাদে উঠে যায়। সেখানেও রুবাকে দেখা যায় না। সুইমিং পুল থেকে পানির আওয়াজ ভেসে আসায় সে সন্তর্পণে সেদিকে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় রুবা একমনে সেখানে সাঁতার কাটছে। স্বল্প পোশাক পরিহিতা সুগঠিত দেহের অধিকারিণী সুন্দরী তরুণীটিকে জলকেলি করতে দেখে রায়হানের মনে এক অভূতপর্ব ভাবের উদয় হয়। রুবা মেয়েটি এত সুশ্রী! কি অপরূপ মাধুর্যে গড়া তার দেহবল্লবী! এত সমৃদ্ধ দেহ মনের মেয়ে তার আর চোখে পড়েনি। কি সুন্দর প্রশান্ত সাবলীয়তায় সে অঙ্গ সঞ্চালন করছে। সে যে এতে ভালো সাঁতার কাটতে পারে তা জানা ছিল না। পুলে সে কদাচিৎ আসে। রায়হানই তাকে ধরে নিয়ে আসে। নিজের থেকে কখনও এলে জমিলাকে সাথে নিয়ে আসে এবং ছাদের দরজা বন্ধ করে দেয়। আজ সে একাই এসেছে এবং দরজাও বন্ধ করেনি। এটা কি তার প্রতি পরোক্ষ আমন্ত্রণ নয়! চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত আজকের রাতটি বড়ই মনোরম। দরজা বন্ধ করে সে এগিয়ে এসে ডাকে, রুবা, আসব?

রুবা সাঁতার থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসে, চুরি করে মেয়েদের সাঁতার কাটা দেখতে নেই।

ঠিক আছে, আর চুরি করে দেখব না। অনুমতি দিলে জলকেলিতে সঙ্গ দান করতে পারি।

রুবা হাসিমুখে বলে, দরজা বন্ধ করেছ?

করেছি।

তা হলে অনুমতি দেওয়া গেল। কিন্তু এক শর্তে

www.pathagar.com

কি শর্ত?

কোন রকম অবিমৃশ্যতা করা চলবে না।

কি সব কঠিন শব্দ বল বুঝি না। যেটা বুঝি না সেটার সম্বন্ধে কথা দিই কি প্রকারে!

রুবা হাসিমুখে বলে, সবই বোঝ। না বোঝার ভান করে লাভ নেই। আসতে পার, কিন্তু আর কিছু নয়।

বেশ তাই হবে।

রায়হান প্যান্ট, শার্ট ও গেঞ্জি খুলে ফেলে। কেবল আন্ডার ওয়ারপরা অবস্থায় ঝাপ দিয়ে পড়ে রুবাকে জড়িয়ে ধরে। রুবা প্রস্তুতই ছিল। সে জানে পুলে কখনও এলে রায়হান এমন ধারাই করে থাকে। আরও কত কি করে!

কিন্তু রায়হান আজ কেবল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকে। অন্য কোনদিকে সক্রিয় হয় না। রুবাকে সর্বাঙ্গে অনুভব করেই তার শান্তি।

কি হল! আজ যে সাহেবের খুবই সুমতি!

রায়হান কথা বলে না, পানিতে ভিজা রুবার অপরূপ মুখচ্ছবির দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। একসময় রুবাও কথা হারিয়ে ফেলে। সে রায়হানের কাঁধে নিজের মুখ স্থাপন করে।

বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে দাঁড়িয়ে থেকে রুবাই প্রথম প্রশ্ন করে, আবুল ভাই কি জন্য ডেকেছিল?

রায়হান অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, রুবা, তোমার না বাগান বাড়ির শখ? এবার মনে হচ্ছে তোমার সে শখ মিটবে। তোমার নিজস্ব বাগান বাড়ি হতে আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

রুবা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, এসব আলোচনা হল?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, পরে সব শুনব। তুমি কি কিছুক্ষণ সাঁতার কাটবে। আজ পরিবেশ খুব স্নিগ্ধ। আমি অনেকটা সাঁতার কেটেছি। নাকি কোন দুষ্টামির মতলব আছে?

না-রুবা, তোমাকে অনুভব করেই ভালো লাগছে। তোমাকে আমি খুবই

www.pathagar.com

ভালোবাসি।

ওমা, সে কথা একগলা পানিতে দাঁড়িয়ে বলতে হবে?

রায়হান বলে, হ্যাঁ, বলতে হবে। আজ যেমন বুঝেছি তেমন আর কোন দিন বুঝিনি। আজ নতুন করে উপলব্ধি করেছি তোমাকে ছাড়া আমার একটি দিনও চলবে না। আমি তোমাকে আমার প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি, তা জানো?

রুবা শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, আমি জানব না তা হলে সে কথা আর কে জানবে! আমি তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসি। তোমার চাইতেও বেশি।

আমি সেটা জানি।

দু'জনই হেসে ফেলে। ভালোবাসার পরিমাণগত প্রতিযোগিতা পানিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রুবাকে দুই হাতে কোলে তুলে নিয়ে রায়হান ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে।

জানো, আমি স্বপ্ন দেখি, আমাদের একটা সুন্দর বাগান বাড়ি হয়েছে। যখন খুশি সেখানে গিয়ে থাকা যাবে। চারদিকে বেশ খোলামেলা থাকবে। মাঝে ছোট একটা দালান। উপরে কেবল একটা টালির ঘর। বাড়ির চতুর্দিকে বাগান থাকবে। একদিকে ফল-মূলের, অন্যদিকে ফুলের। সবরকম ফল ও ফুলের গাছ বোনা হবে। দালানের পেছনে থাকবে কিচেন গার্ডেন। পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া হবে। ওরা ছুটিতে গিয়ে হৈচৈ করবে, ছিপ ফেলে মাছ ধরবে।

ওরা কারা?

আহ্, জানে না যেন! আমরা কি চিরকাল দু'জনই থাকব নাকি?

না, তা থাকব না। সে আয়োজনই হচ্ছে।

রুবা রায়হানের এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে না। সে নিজের স্বপ্নে বিভোর। পুল থেকে ফিরে, কাপড়-চোপড় পরে তারা কফি নিয়ে বসেছে। রাতের খাবারের সময় উত্তীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু দু'জনের একজনেরও সেদিকে মন নেই। রায়হান আবুলের পরিবেশিত তথ্যাদিতে আচ্ছন্ন। রুবা তার বাগান বাড়ির স্বপ্ন মগ্ন।

রায়হান বলে, একটা ভালো জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাথমিক আলোচনা চালাতে বলেছি। পরে একদিন গিয়ে দেখে আসা যাবে। তুমি এক কাজ কর রুবা। তোমার সব চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা একটা কাগজে সুন্দর করে লিখে

www.pathagar.com

ফেল। তোমার তো লেখালেখির হাত আছে। আমি পড়ব এবং প্রয়োজন মনে করলে কিছু সংযোজনা করব। যদি জায়গাটা ক্রয় করাই সাব্যস্ত করি, তোমার প্ল্যানটা আর্কিটেক্টকে দিয়ে সব বুঝিয়ে বলব। রুবার স্বপ্ন বৃথা যেতে দেব না।

রুবা হাসে, এটা স্লোগানের বিষয় নয়। মন-মানসিকতার বিষয়।

জানি ম্যাডাম! আপনার অধম সেবকের সেটাও যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। সবটাই অবশ্য আপনার শ্রীচরণে উৎস্বর্গকৃত।

রুবা তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নেয়, চল, রাত হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আসি। তারপর পরীক্ষা নেওয়া যাবে কি তোমার অবশিষ্ট আছে, আর কি খোয়া গেছে।

রায়হান যেতে যেতে বলে, পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিফলে মূল্য ফেরত। রায়হানের কিছুই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বারংবার তার প্রমাণ দিতে এই শর্মা সদা প্রস্তুত। এ জিনিস যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

রুবা হাসতে হাসতে তাকে হাত ধরে নিচে নিয়ে যায়।

এ বাড়িতে মাজহার হোসেনের যাতায়াত আজকের নয়। চাকরিতে প্রবেশ করার শুভ মুহূর্তে রায়হানের সঙ্গে পরিচয় এবং যতই সময় উত্তীর্ণ হয়েছে দু'জনের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়েছে। দু'জনের দেখা হলেই একচোট রুটিন বকাঝকা লেগেই থাকে। রায়হান সুযোগ পেলেই পুলিশের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করে। মাজহার হোসেনও অনর্থকই তাকে হাড়কিপটে, শাইলক, টাকার পাহাড়ে আরোহন করে আছ এসব বলে যা তা কটুকাটব্য করে। কিন্তু তারা দু'জনই জানে পরস্পরের জন্য তাদের হৃদয়ের টান দুর্বার। তাদের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সুগভীর। মাজহারের প্রয়োজনে যেমন রায়হান সবকিছু নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে, রায়হানের জন্যও মাজহার হোসেন সর্ববিধ ঝুঁকি নিতে সতত প্রস্তুত। তাদের কথা শুনে, গালাগালির বহর দেখে কেউ তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

প্রথম প্রথম রুবারও খটকা লাগত। পরে সে সব বুঝতে পারে। মাজহার লোকটিকে তার ভালো লাগে। তার সৌভাগ্যের ঊষালগ্নে এই লোকটির অবদানই ছিল সমধিক। সেদিন সে যদি রুবাকে রায়হানের জিম্মায় ঠেলে না দিত, তা হলে

www.pathagar.com

আজ সে এতটা সৌভাগ্যবতী হতে পারত না। মাজহার হোসেনের প্রতি সে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করে। মাজহার সাহেবই তার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

বেশ কিছুদিন থেকেই রুবা তাকে দাদা বলে ডাকে। ইতোপূর্বে যে সম্বোধনই করে থাকুক একদিন হঠাৎ বলে, আমার কোন ভাই বোন নেই। ছোট বা বড় কেউ নেই। আজ থেকে আপনি আমার বড় ভাই, আমি দাদা ডাকব। আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন।

মাজহার উঠে এসে রুবার মাথায় একটি হাত রেখে বলে, তাই হবে। কিন্তু রুবা, তোমরা কি ভাইকে আপনি আজ্ঞে কর? আমার ছোট বোন কিন্তু আমাকে তুমি বলেই ডাকে, এখনও আমার সঙ্গে হুটোপুটি করে।

দাদা, আমিও তুমি করেই ডাকব। তবে এই খাকী পোশাক পরা থাকলে বেশি কাছে ঘেষতে সাহস পাই না। পুলিশে আমার বড় ভয়।

মাজহার হোসেন হাসে, কি করব বোনটি! চাকুরি করে খেতে হয়।

রায়হান ফোড়ন কাটে, ওটা তোর বাজে কৈফিয়ত। পুলিশের চাকরি ছেড়ে দে, তোকে আমি দ্বিগুণ বেতনে কাজ দেব।

মতলব কি গুরু? অন্নদাতা বনার ইচ্ছা? মনিবে আমার লোভ নেই যথটা বন্ধুত্বে আছে। তাছাড়া তুই আমাকে দ্বিগুণের লোভ দেখাচ্ছিস! আরে বেটা, দ্বিগুণ-তিনগুণ বা তারও বেশি গুণ যে প্রতিদিন উপরি জোটে তার কি!

রায়হান, রুবা দু'জনই হাসে।

রায়হান বলে, তা বটে। এই রোগের চিকিৎসা নেই। তোদেরকে বেতন না দিলেও তোরা কাজ ছাড়বি বলে মনে হয় না।

কাজ ছাড়ব কি! প্রয়োজনের সাবসিডি দেব। পোশাকটি ঠিক থাকলেই হল। সবার উপরে খাকী সত্য, তাহার উপরে নেই।

রুবা বলে, পোশাকের জন্যই দাদাকে দূরের মনে হয়।

আর দূরের মনে কারো না বোনটি। এই খাকীর অন্তরালে একটি স্নেহবৎসল ভাই ও বন্ধুর হৃদয় আছে সেটা আর কেই উপলব্ধি না করলেও তোমরা দু'জন ভুল করো না।

রায়হান বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে। রুবা বলে, নিশ্চয়ই সেকথা হাজার বার

www.pathagar.com

সত্যি।

মাজহার হোসেন প্রমোশন পেয়ে ঢাকার বাইরে পোস্টিং পায়। বেশ কয়েক বছর রাজধানীর বাইরে কাটিয়ে আবার মেট্রোপলিটান পুলিশের একজন কর্মকর্তা হিসেবে এখানে আগমন করেছে। সে ঢাকায় চলে আসায় রায়হান অতীব আনন্দিত। ঢাকায় আসার পরদিনই রায়হান তাকে ডিনারে ডাকে।

গুরু, দু'একদিন পর আসি। মাত্র জয়েন করলাম, খুব ব্যস্ত।

কোন কৈফিয়ত চলবে না। আজ রাতে আসতেই হবে। তোর বোন নিজ হাতে রান্না করছে। তুই না এলে আমার চাকরি নিয়ে টানটানি পড়বে। এত বড় ক্ষতি করিস না ভাই!

তা গুরু, চাকরিটি স্থায়ী করার ব্যবস্থা করছ না কেন? নাকি আমাদের মতো উপরিতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাচ্ছ!

রায়হান হাসে, তুই নিজেই বলিস উপরিতে বেশি স্বাদ।

না গুরু, শেষ পর্যন্ত লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়। কোন কাজ হয় না। তার চাইতে শুদ্ধ এবং স্বাভাবিক প্রাপ্তি শ্রেয়।

বিষয় কি রে! তোরও যে সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে বলে মনে হয়। অমৃতে অরুচি ভালো লক্ষণ নয়। যাক, সন্ধ্যার পর সোজা চলে আসবি। তোর বোন পথ চেয়ে থাকবে। বুঝলে হে শালা বাবু!

কি বললে গুরু! ঘটনা কি এতদূর অবধি গড়িয়েছে?

এখনও গড়ায়নি। তবে যেটা অবশ্যম্ভাবী সেটা ঠেকাবে কে! তুই আয়, সব বলব।

ঠিক আছে গুরু, চলে আসব।

মাজহার হোসেন রায়হানের বাসায় টেলিফোন ঘুরায়। রায়হানের একান্ত নিজস্ব নাম্বারটি তার জানা। মফস্বল থেকেও সর্বদা করেছে।

হ্যালো, কে বলছেন? কাকে চাচ্ছেন?

আমি আমার ছোট বোনটিকে চাই।

দাদা? ওহ্ দাদা, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না! তুমি ঢাকায় চলে এসেছ, আমার

www.pathagar.com

মাথার উপরে একজন মুরব্বী হল।

কেন বোনটি আমার গুরু আছে কি জন্য?

সে তো নিশ্চয়ই আছে। আমার সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে তার অবস্থান। সেটাও দাদা তোমার অবদান। কিন্তু তারপরও মাথার উপরে একজন কেউ মুরব্বী থাকার প্রয়োজন। এখন আমার দাদা এসে গেছে।

মাজহার হোসেন জিজ্ঞেস করে, বোনটি, তুমি নাকি আজ নিজেই রাঁধছ?

ঠিক রাঁধছি না। দাদার জন্য আজ কিচেনে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। দেখি কিছু করা যায় কিনা।

বাস,বাস, আর বলতে হবে না। আমার বোনটির লক্ষ্মীর হাতে আজ রাতে ভুঁড়িভোজন হবে। কিন্তু বোনটি একটি কথা, আমার জন্য গুরু পক্ব একদম করবে না। পোলাও মাংস এসব চলবে না।

তুমি তা হলে কি খাবে দাদা?

এসব ছাড়া তুমি যা দেবে তাই খাব।

রুবা বলে, বেশ, তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমাকে কতদিন দেখি না দাদা!

ঠিক আছে বোনটি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসব। তোমার হাতে সান্ধ্য চা খাব।

না, তা হবে না। চা খেয়ে তোমার ক্ষুধা নষ্ট করতে দেব না। ভাত খাবার পরে চা বা কফি পাবে।

মাজহার হোসেন বলে, ঠিক আছে বোনটি, এখন তা হলে ছাড়ি?

খোদা হাফেজ দাদা।

খোদা হাফেজ বোনটি।

সন্ধ্যার পর পর মাজহার হোসেন রায়হানের বাসায় এসে উপস্থিত। আজ সে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরে এসেছে। রুবা ছুটে গিয়ে তাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে, দাদাকে আজ পুলিশ অফিসারের মতো লাগছে না। আমাদের অধ্যাপকদের মতো দেখাচ্ছে।

www.pathagar.com

সেই জন্যই বুঝি বোনটি আজ এত সমাদর করছে!

না দাদা, মর্যাদাবান লোককে সর্বদাই সেটা করতে হয়। তোমার উর্দীর রূপ ভিন্ন। তার সঙ্গে এসব তেমন মানায় না।

দুই বন্ধু হেসে ওঠে। মাজহার বলে, তা যা বলেছ। একটা কথা বলব? রাগ করবে না তো?

রায়হান বলে, ভনিতা না করে ঝেড়ে কাশ ভাই পুলিশ। তোমাদের মখে কিছু আটকায় বলে শুনিনি। বলে ফেল।

বলছিলাম কি, বেশ কিছুদিন পর বোনটিকে দেখলাম। এতদিন ছিল একটি ফুটন্মোখ ফুলকলি, আজ তাকে দেখাচ্ছে রসে-গন্ধে ভরপুর একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত বসরাই গোলাপ সদৃশ্য। গুরু, তোমার হাতের গুণ আছে।

রুবা লজ্জা পায়, কোন মন্তব্য করে না।

রায়হান বলে, বেটা তুই গোলাপ চিনিস? নাম শুনেছিস বসরাই গোলাপের, কখনও চোখে দেখেছিস?

হ্যাঁ, দেখেছি।

কোথায়?

এই তো এখানে। তোর চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছিস না?

রুবা হেসে ওঠে, শুরু হয়ে গেল দুই বন্ধুর বাকযুদ্ধ। আমি পালাই।

না, না, যেও না রুবা। তোমার পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য তোমার একটা উপহার পাওনা হয়েছে। আজ আমি নিজে দোকানে গিয়ে তোমার জন্য একটা শাড়ি কিনে এনেছি। তোমার ভাবী চলে যাওয়ার পর এত বছর আর এসব কেনা হয়নি। দেখ তো পছন্দ হয় কিনা।

মাজহার হোসেন গাড়ি থেকে একটা শাড়ির প্যাকেট এনে রুবার হাতে তুলে দেয়। তার পরলোকগতা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করায় সকলের মনে বিষণ্ণতা নেমে আসে।

রায়হান অবশ্য পরে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না, সত্যিই কিনে এনেছিস, না ধমক দিয়ে কোন দোকান থেকে বাগিয়ে এনেছিস?

www.pathagar.com

তিন জনই এক সঙ্গে হাসে। মাজহার বলে, সামান্য একটা শাড়ি। তুমি যদি একটু পরে আস, খুব খুশি হব।

নিশ্চয়ই পরে আসব। এই শাড়ি পরেই আজ খাবার পরিবেশন করব। সর্বাগ্রে একটু শরবত দিই।

না, না, আমি শরবত খাই না।

আরে বেটা খেয়ে দখ না। তারপর মন্তব্য করিস। এ শরবত খেলে আয়ু বেড়ে যায়।

আচ্ছা! তাই নাকি? তা হলে বোনটি, নিয়ে এসো তোমার শরবত। হায়াত বাড়িয়ে নিই।

রুবা লজ্জা পায়, না দাদা ওর শুধু বাড়িয়ে বলা। দাদার সামনে তার বোনকে অপ্রতিভ করার কেবল প্রচেষ্টা। তুমি বস দাদা, আমি আসছি।

সে শাড়িটি হাতে করে বেরিয়ে যায়। দু'জনই তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গুরু, তুমি সত্যিই ভাগ্যবান ব্যক্তি।

সে কথা একশ' বার স্বীকার্য, কৃতজ্ঞতার অংশ তোরও প্রাপ্য।

মাজহার বলে, এসব পিঠ চুলকানি বাদ দিয়ে কাজের কথায় আস। কতদূর চলছে?

কি, কতদূর চলছে?

আমার বোনের সঙ্গে কতদূর চলছে জিজ্ঞেস করছি।

রায়হান হাসে, কেন শালা! দেখে বুঝতে পারছ না?

তা পারছি বৈকি।

তবে আর প্রশ্ন করছ কেন। অনেকদিন থেকেই আমরা অবিবাহিত দম্পতি।

কিন্তু কেন?

কি কেন?

www.pathagar.com

বিবাহিত নয় কেন?

তুই তো জানিস রুবার একটা সমস্যা আছে। সেটা প্রায় সমাধানের পথে। সব বলব। এখন নয়, ওই রুবা আসছে। তাকে কিছু বলিস না।

রুবা সিঙ্গাপুর থেকে যে ফ্রস্টেড গ্লাস কিনে এনেছিল তাতে করে দু'গ্লাস শরবত এনে সামনে রাখে। তার পরনে নতুন শাড়িটি। তাকে খুব মানিয়েছে। পুরুষ দু'জন খুশিমনে তাকে বারবার তাকিয়ে দেখে। মাজহার গ্লাসে একটি নাতিদীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলে, সত্যিই চমৎকার। এত সুস্বাদু শরবত খুব কমই খেয়েছি। রহস্যটা কি, বোনটি?

রুবা হাসিমুখে বলে, কিছুই না। চিনি, সিরকা, সৈন্ধব লবণ সঙ্গে একটু লেবু চিপড়ে দিয়েছি। তোমার বন্ধুকে এখন আর হার্ড ড্রিঙ্ক খেতে দিই না। বিকল্প হিসেবে এসব দিয়ে থাকি।

মাজহার আবার বলে, অতি উপাদেয়। গুরু ঠিকই বলেছে। আমি আর এক গ্লাস নেব।

না দাদা, তা হলে ভাত খেতে পারবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে ডাকছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে খাবার দেব।

রায়হান বলে, এই যে পুলিশ সাহেবের বোনটি, ততক্ষণ কি আমরা একটু ছাদে পায়চারি করে ক্ষুধা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করতে পারি?

রুবা হাসিমুখে উত্তর করে, নিশ্চয়ই পার। কিন্তু দু'জন ঝগড়া করতে করতে আবার সুইমিং পুলের পানিতে গিয়ে পড়ো না।

ছাদে বসে রায়হান বন্ধুকে সব খুলে বলে। আবুল তাকে যেসব তথ্য দিয়েছে সব জানায়। মাজহার সঙ্গে সঙ্গে আবুলকে উপরে ডেকে আনে। তার সঙ্গে এক পার্শ্বে গিয়ে কথা বলে তাকে বিদায় করে দেয়।

ওকে কি বললি?

পেমেন্টের সময় আমি থাকব। একটা থার্ড রেটেড লোফার আমাদেরকে ধমকি দিয়ে এতগুলো টাকা নিয়ে যাবে, তা হলে পুলিশে চাকরি করা কেন?

রায়হান চিন্তিত হয়, কাজটা কি ভালো হবে? এর সঙ্গে রুবার মর্যাদার প্রশ্ন এবং আমাদের মান-সম্মানও জড়িত। তাছাড়া তাকে কথা দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

মাজহার বলে, এসব আমার হাতে ছেড়ে দে। তোকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। বেটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি, পুলিশও দেখেনি। এমন কড়কে দেব, বাবার নাম ভুলে যাবে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। তোর টাকা বেশি হয়ে থাকলে দেশে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে। তাদেরকে দিস। না হয় পারিশ্রমিক হিসেবে সে টাকা আমিই খাব, তবুও জোচ্চর বেটাকে শায়েস্তা না করে ছাড়ব না।

রুবা এসে ঘোষণা করে, ডিনার টাইম। আর গল্পগুজব নয়। খাবার দেওয়া হয়েছে।

পোলাও মাংস বা গুরুপক্ব কোন খাবার না থাকলেও রুবার আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। কয়েক রকমের ভাজী, ভর্তা, মাছ, ডাল দিয়ে সে টেবিল সাজিয়ে দিয়েছে। সেও একসঙ্গে খেতে বসেছে, কিন্তু খাওয়াবার দিকেই তার অধিকতর দৃষ্টি। দু'বন্ধুই তৃপ্তি করে খায়। বেগুনের খাগিনা, মাছ দিয়ে তৈরি পটলের দোরমা, ইলিশ পাতুরি, শোল মাছের চচ্চরি এবং ঝাল বড়ি তারা দু'জনই পছন্দ করে খায়। মাজহার সব খাদ্যদ্রব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কয়েকটা আইটেম সে দু'বার করে নেয়। সর্বশেষে রুবা দই এবং গুড়ের পায়েস পরিবেশন করে। গুড়ের পায়েসের বাটি সামনে দেখে মাজহার হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। দোর্দন্ত প্রতাপের পুলিশ অফিসারের চোখ ছলছল করে ওঠে।

সে নিজের থেকেই বলে, এটা আর খাব না। গুড়ের পায়েস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

রুবা জানতে চায়, কেন?

সে এক লম্বা কাহিনী, পরে একসময় বলব। আজ শুধু এইটুকু শুনে রাখ, তোমার পারলোকগতা ভাবী কোন বিশেষ খাবারের আয়োজন হলেই এই পায়েস প্রস্তুত করত। আমাকে খাইয়ে সে খুব তৃপ্তি পেত। মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্বেও নিজ হাতে পায়েস খাইয়েছে। সে চলে যাবার পর আর এ জিনিস মুখে রোচে না। কিছু মনে করো না বোনটি। আজ অনেক খেলাম, আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে খেলাম। এটা থাক।

তারা আর জোর করে না।

খাবার শেষে বসার ঘরে ছোট ছোট কাপে কফি দেওয়া হয়।

মাজহার মন্তব্য করে, তোমার শরবত এবং কফি দুটাই যেমন অনবদ্য, গ্লাস ও কাপও তেমনি সুন্দর। এসব কোথাকার?

www.pathagar.com

রুবা বলে, রেজাল্টের পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম ছিল সিঙ্গাপুর ভ্রমণ। সেখান থেকে এনেছি। আজই প্রথম ব্যবহার করলাম।

এলে শ্যালক প্রবর! ভাই না এলে বোনদের নিজস্ব ভাণ্ডার খোলা হয় না। রান্নাঘরেও প্রবেশ করে না।

মিথ্যা বদনাম দিও না। তুমিই আমাকে কিচেনে যেতে বারণ কর।

এমনি সব উপাদেয় খাবারের আশ্বাস পেলে আর বারন করব না।

মজহার বলে, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার একজন স্বাক্ষী থাকা আবশ্যক। আমি যেন পদ না পড়ি।

সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর কি মনে পড়তে আবার বসে পড়ে। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি ছোট ভেলভেটের বাক্স বের করে। বলে, আজ একটা দায়িত্ব পালন করে যেতে চাই। গুরু তো নিশ্চয়ই আমার বোনটিকে অনেক স্বর্ণালঙ্কারে পরিয়েছে। কিন্তু বোনটির পক্ষ থেকে তাকে কিছু দেয়া হয়নি। রুবার অগ্রজ হিসেবে আজ হবু ভগ্নিপতিকে আংটি পরিয়ে বিষয়টি পাকা করে যেতে চাই।

রায়হান মন্তব্য করে, আশীর্বাদ, না পাকা দেখা?

না, সব দেখা-শোনা সাঙ্গ হয়েছে। এখন নিয়ম রক্ষা। বোনটি তুমি দাদার দেওয়া শাড়ি পরে দাদার দেওয়া আংটি তোমার ওকে পরিয়ে দাও।

তুমিই দাও দাদা।

না, বাগদানের অঙ্গুরীয় তোমাকেই পরাতে হবে। এটাই নিয়ম।

রুবা সলজ্জ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে আংটিটি তুলে নেয় এবং রায়হানের অনামিকায় পরিয়ে দেয়। তারপর সে দু'জনকেই পা ছুঁয়ে সালাম করে।

দু'বন্ধুই তার মাথায় হাত রেখে কি আশীর্বাদ করে তারাই জানে।

রায়হান বলে, শালা আমাকে অপ্রস্তুত করল! আমি কিছু পরাতে পারছি না!

রুবা তার বাম হাতের অঙ্গুরীয়টি দেখিয়ে বলে, সিঙ্গাপুরেই তুমি সে কাজ সেরে এসেছ। এখন দাদা তার বোনের মান রাখল।

তিন জনের চোখে মুখেই অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাতাবরণ পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

রুবার তো জানার প্রশ্নই আসে না। রায়হানও তেমন খবর রাখে না। আবুল যথাসময়ে তাকে সবই জানাবে। সে নিশ্চিত থাকতে চাইলেও মনের মধ্যে খানিকটা বিচলিত। ব্যাপারটা নিরুপদ্রপে চুকে যেতে পারত, কিন্তু মাঝখানে মাজহার ঢুকে পড়েছে। সে এর একটা হেস্ত-নেস্ত না করে ছাড়বে না। ভিত্তিতে সে নানা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেছে। আরও কি সব পদক্ষেপ নিয়েছে

কতদূর কি হল, রায়হান আবুলকে আর জিজ্ঞেস করেনি। আবুলকে ক'দিন ধরে খুবই ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। মাঝে বার দু'য়েক মাজহারের টেলিফোন এসেছে আবুলের কাছে।

পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় আবুল তার বাসার অফিস ঘরে এসে একটি চামরার ব্যাগ খুলে তার মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি কাগজ বের করে রায়হানের হাতে তুলে দেয়। স্ট্যাম্প লাগানো সব কাগজে প্রয়োজনীয় সীলছাপ সন্নিবেশিত। রায়হান সেগুলো এক নজর দেখেই বুঝতে পারে, কার্য সমাধা হয়েছে। জিজ্ঞেস করে, সব ঠিক মতো চুকেছে? কোন অসুবিধা হয়নি তো?

না স্যার, আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। সব কাগজপত্র ঠিকমতো সই হয়েছে। কোর্টে নিয়ে গিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আরফানউদ্দিনের কপাল মন্দ। কাজ দেখালেন বটে আপনার বন্ধু মাজহার সাহেব। একেই বলে পুলিশ অফিসার! সে কি দাপট!

বটে, বটে। কি হল সব খুলে বলত। আমি খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। মাজহারটা যা গোয়াড়। একবার যেটা ধরবে সেটা আর ছাড়বে না।

তা যা বলেছেন স্যার। তার মতো কাজের অফিসার কমই দেখা যায়। আমাকে যা যা নির্দেশ দিয়েছিল সেভাবেই কাজ করি। আজই ওখানে গিয়ে সব কাগজপত্র আরফান মিয়ার হাতে দিই এবং পঞ্চাশ হাজার টাকাও নগদ তার সম্মুখে রাখি। এমন ব্যবহার করি যে সে কিছুই বুঝতে পারে না। খুশিতে আটখানা হয়ে সে সব কাগজে পটাপট সই করে দেয়। কাগজগুলো ব্যাগে ভরে ফেলি। আরফান মিয়া টাকার বান্ডিল হাতে নিয়ে যেই দাঁত বের করে হাসি দিয়েছে অমনি একগাদা পুলিশ নিয়ে মাজহার সাহেব ঘুরে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে এক জন ফটোগ্রাফার। সে তৎক্ষণাত গোটা কয়েক ছবি তুলে নেয়। মাজহার সাহেব জলদগম্ভীর কণ্ঠে হুকুম

www.pathagar.com

করে, হ্যান্ডস আপ। আরফান মিয়ার হাত থেকে টাকার বান্ডিল পড়ে যায়। সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। মাজহার সাহেবের দ্বিতীয় ধমক খেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ায়। তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। আমি মাজহার সাহেবের পশ্চাতে এসে দাঁড়াই। ব্যাগের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র মজুদ। মাজহার সাহেব টাকার বান্ডিলটা হাতে নিয়ে বলে, এই বেটা, এটা কিসের টাকা? কিসের ব্ল্যাকমেইলিং হচ্ছে?

আরফান তোতলাতে তাকে, তার মুখ দিয়ে শব্দ বের হয় না। মাজহার সাহেব একজন অফিসারকে কি নির্দেশ দেয়, সে একগাদা কাগজ বের করে। মাজহার সাহেব বলে, বেটা তুই আবুধাবীতে বউকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছিস। এখন এখানে জোচ্চুরি করে অর্থ আত্মসাৎ করার ধান্দায় আছিস। মজুমদার, বেটাকে হাতকড়ি লাগাও। হত্যা ও ব্ল্যাকমেইলিং-এর অভিযোগে ওকে গ্রেপ্তার কর।

আরফান হাউমাউ করে কেঁদে মাজহার সাহেবের পায়ে পড়ে যায়। কোনক্রমে বলতে সক্ষম হয়, হুজুর আমি হত্যা করিনি। সে আত্মহত্যা করেছিল। এখানে এরা আমাকে নিজের থেকে টাকা দিয়েছে। তাদের কথামতো কাজ করব বলে।

কে তোকে টাকা দিয়েছে? কি কাজ করবি বল।

আরফানউদ্দীন আমাকে খোঁজে। আমি তখন পূর্ব নির্দেশ মতো অন্য ঘরে বসে সব শুনছি।

এই বেটা মিথ্যাবাদী, বল এ টাকা এল কোথা থেকে? এদেশে তোর কমপক্ষে চৌদ্দ বছর জেলের ঘানি টানা কেউ আটকাতে পারবে না। আবুধাবীতে বউ হত্যার জন্য ফাসীর দড়ি ঝুলছে।

আরফানউদ্দীন চারদিকে তাকায়। সেখানে পুলিশের লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না। তাকে হাতকড়ি লাগিয়ে মাজহার সাহেব গাড়িতে উঠিয়ে চলে যায়। আমি সেখান থেকে পরিকল্পনা মতো কোর্টে চলে যাই। সব কাজ সমাধা করে এই ফিরে এলাম।

আবুল সবিস্তারে সব বলে খুশি মনে রায়হানের দিকে তাকায়। স্যার নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছে। স্যারের খুশিই তার একমাত্র কাম্য।

রায়হান বলে, দারুণ কাজ করেছিস আবুল। এর জন্য তোর একটা বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্য হল। ভেবে দেখি তোকে কি দেওয়া যায়!

www.pathagar.com

আবুল পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলে, স্যার, আপনার কাজ সমাধা হয়েছে, এটাই আমার বড় পুরস্কার। আমার আর কিছুই চাই না।

আচ্ছা, সেটা আমি বুঝব। এখন বল ও বেটার কি হল? মাজহার সে লোকটার কি করল?

স্যার, আপনি একবার খোঁজ নেন। সে নিশ্চয়ই আপনাকে সব বলবে।

ঠিক বলেছিস। লাইন দে। মাজহারকে লাগা।

মাজহার তখনও অফিসে। সে রহস্যময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কি গুরু, কি মনে করে? এই অপদার্থ পুলিশকে মিলিওনেয়ার রায়হান সাহেবের কী প্রয়োজন?

তোর নিকুচি করার জন্য খোঁজ করছি। বেটা খুব দাম বাড়াচ্ছিস। তারপর খবর কি বল?

মাজহার খুব ভালো মুডে আছে। সে বলে, গুরু, এবার স্বচ্ছন্দ্যে ঝুলে পড়তে পার। আমরা ইতরজনেরা কেবল সামান্য মিষ্টান্নের প্রত্যাশী।

ইতর, ভদ্র, পুলিশ সকলের জন্যই অপর্যাপ্ত মিষ্টান্নের ব্যবস্থা হবে। এখন বল সে বেটার কি করলি!

মাজহার হাসে, আর বলিসনে ভাই। সে বেটা একটা বাজে ধরনের কাপুরুষ। ব্যটনের গোটা কয়েক গুঁতা খেয়েই কাপড়-চোপড় বিনষ্ট করার উপক্রম। বেটা অনেকগুলো সাদা কাগজে সই করে দিয়েছে। ওকে বলি, আপাতত ওর কান্নাকাটা দেখে নিজ জামীনেই ছেড়ে দিলাম। সামান্য বেগড়বাই করলেই ফাটকে ঢুকিয়ে দেব। পালিয়ে নিস্তার পাবে না। এমনও হতে পারে যে বিদেশে স্ত্রী হত্যার দায়ে ফাঁসীতে ঝুলতে হবে। এমন রগড়ে দিয়েছি গুরু সে কস্মিনকালেও আর মুখ খুলবে না, এ মুখোও হবে না। নিজে বাঁচলে বাবার নাম। তোর টাকা আমি পুলিশ ফাণ্ডে দান করেছি।

রায়হান তাকে ভালো করেই চেনে। সেও সমান তালে বলে, খুবই ভালো কাজ করেছিস। আমি ভেবেছিলাম টাকাটা মাজহার হোসেন ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডে পাঠিয়ে দেব। তা মাজহার হোসেন যখন পুলিশেরই লোক, একই কথা দাঁড়াচ্ছে। ভালো করে বল, লোকটাকে আর কোন উৎপীড়ন করিসনি তো?

না-গুরু, পুলিশকে তোমরা যতটা অমানুষ মনে কর তারা ততটা নয়। আমার কাজ সেরেছে। বোনটিকে নির্বিঘ্নে নিরাপদ করতে পেরেছি। এখন একজন সুপাত্র

www.pathagar.com

খুঁজে তার একটা হিল্লা করতে পারলেই আমার দায়িত্ব সমাপ্ত। তোর কাছে কি কোন ভালো পাত্রের সন্ধান আছে?

আছে। তুই মনে হয় তাকে চিনলেও চিনতে পারিস। নাম রেজা রায়হান। ব্যবসা মোটামুটি ভালোই করে। অন্য কোন দোষ নেই। একদা শুধু একটু পেঁয়াজের দোষ ছিল। এখন এক পুলিশ সাহেবের বোনটির অভিভাবকত্বে পেঁয়াজ, রসুন সব পরিত্যাগ করে শান্তশিষ্ট সুবোধ মানুষে পরিণত হয়েছে।

ঠিক তো?

একশত ভাগ ঠিক।

মাজহার ঘোষণা করে, সেক্ষেত্রে বোনটির ভাইটি অচিরেই উদ্যোগী হয়ে শুভস্য শীঘ্রম করে দেবে। তুই কি বাসায় আছিস?

কেন বল তো?

কাগজগুলো তোর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যত্ন করে রাখিস। বলা যায় না, কখন কাজে লেগে যাবে।

তুই না বললি, আর এসবের প্রয়োজন হবে না, তার চরম শিক্ষা হয়ে গেছে।

তা এখনও বলি। তবুও হাতের পাঁচ ছাড়ার প্রয়োজন কি! কাগজগুলো যত্ন করে রেখে দিস।

ঠিক আছে, এগুলো এবং আবুলের দেওয়া কাগজগুলো সব একত্রে লকারে রেখে দেব। রুবার চোখের আড়ালে।

তাই কর। তোকে একটা কথা বলি, তোর আবুল মিয়া যে এতটা প্রভুভক্ত এবং করিৎকর্মা আমি ভাবতেই পারিনি। হি ইজ এ জেম্। এ যুগে এমন মানুষ কল্পনাই করা যায় না।

তা যা বলেছিস। আল্লাহ্ সব ব্যাপারে বঞ্চিত করেন না। তিনিই আবুলকে দান করেছেন।

আর আমার বোনটি?

এই অধমকে সেটা তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান। এক বেটা নচ্ছার পুলিশও মাঝটায় জড়িত আছে।

www.pathagar.com

মাজহার বলে, পুলিশের বিরুদ্ধে নিরন্তন উস্কানীমূলক ও আইন বিরুদ্ধ মন্তব্য করার কারণে তোর বিরুদ্ধে একদিন ব্যবস্থা নিতে হয়।

অফিসের সময় তো অনেকক্ষণ শেষ। আজই কি সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এখানে আসা যায় না! রুবাকে বলি ওর দাদা রাতে খাবে।

না গুরু, আজ হবে না। আজ অন্য ঝামেলা আছে। এখন ছাড়ি ভাই, পরে কথা হবে।

রায়হান তখনও নিচে বসে। রুবা একবার ইন্টারকমে ডেকেছে, নিচে তোমার এত কি কাজ? উপরে আস।

না, জমিলাকে ডেকে নাও।

মেয়েমানুষ দিয়ে আমি কি করব? আমার ওসব দোষ নেই।

বটে, প্রস্তুত হয়ে যাও। এক্ষুনি আসছি।

টেলিফোন ছেড়ে সে হাসতে থাকে। আজ তার মন থেকে শেষ পাথরটা নেমে গেছে। অনেক ভালোবাসা, আর আদরে আজ রুবাকে ভাসিয়ে দিতে হবে। তাকে কিছু বলা হবে না। অ্যাডভোকেট পরামর্শ দিয়েছে মেয়েটি মাস তিনেক পর অন্যত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে আইনের কোন জটিলতা সৃষ্টি হবে না। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। এবং সময়টা পরিণয় পূর্ব নিরঙ্কুশ প্রণয়লীলায় যাপন করতে হবে। স্ত্রীর চাইতে প্রয়িনীর আবেদন চিরদিনই অধিক!

একজন পুলিশের লোক এসে তাকে স্যালুট করে দাঁড়ায়, আমাদের সাহেব এটা আপনাকে পৌছাতে বলেছেন।

রায়হান সেটা খুলে দেখে প্যাকেটে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল। সে জানতে চায়, আর কোন কাগজপত্র কি দিয়েছে?

না স্যার, শুধু এই প্যাকেটটাই দিয়েছেন। স্যার আমি যাই?

রায়হান হাসিমুখে বলে, ঠিক আছে যান। আপনাদের সাহেবকে আমার ধন্যবাদ দেবেন, সালাম দেবেন।

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই স্যার।

রায়হান আবুলকে ডেকে সেটা দেখায়। আবুল বলে, যা-ই বলেন স্যার, আপনার এই বন্ধুর তুলনা হয় না। বন্ধু এরকমই হতে হয়।

না।

আবুল বুঝাতে পারে না। সে রায়হানের দিকে অনিশ্চিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

রায়হান উঠে দাঁড়ায়, বন্ধু হতে হয় তোর মতো।

রায়হান ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে। পুলকিত আবুল সেখানে দাঁড়িয়ে মনের নিভৃতে আনন্দে বিভোর। স্যার তার উপর সন্তুষ্ট, তার আর কিছুর চাহিদা নেই।

রুবা, এই টাকাটা নাও। ভালোবেসে উপহার দিচ্ছি।

এটা কিসের ঘুষ গো? তোমার সব টাকাই তো আমার হাতে। পৃথক করে কি জন্য দিচ্ছ?

এ প্রশ্নেরও জবাব আছে। তবে আজ দেব না। আজ থেকে তিন মাস পরে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর পাবে।

হেঁয়ালি ছাড়। তিন মাস পরে কি হবে?

হবে, হবে, দারুণ ঘটনা ঘটবে। তুমি আজ তা কল্পনা করতে পারবে না।

বুঝেছি, বাগানবাড়ি কেনা হচ্ছে।

ঘোড়ার ডিম বুঝেছ। বাগান বাড়ি অবশ্যই কেনা হবে। সেটা বড় কথা নয়। আজ আমাকে একটু বেশি বেশি আদর কর রুবা।

রুবা স্মিতমুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ সাহেবের উচ্ছলতা কিছু বেশি অনুভূত হচ্ছে। খুব জ্বালাবে বলে মনে হচ্ছে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, টাকাটা কিসের বললে না?

বললাম তো, ওটা তোমার। তুমি যা খুশি কর। আজ আর টাকাকড়ির কথা তুলো না। আজ শুধুই ভালোবাসা।

www.pathagar.com

হয়েছে। আর নাটক করতে হবে না। প্রতিটি দিনই যাদের বাসর, তাদের একটি বিশেষ দিনের ভিন্নতা কোথায়!

নাহ্, তুমি আমার সুন্দর অনুভূতিগুলো বিনষ্ট না করে ছাড়বে না।

না গো, না। বিনষ্ট করার প্রশ্নই আসে না। আমি যে প্রতি মুহূর্তে চাতকির মতো এর জন্যই অপেক্ষায় থাকি। তোমার মাঝে আমি আমার নারী জন্মের স্বার্থকতা খুঁজে পাই।

রায়হান তা ঠিকই উপলব্ধি করে। কথা বাড়িয়ে সে সুন্দর সময়টিকে ক্ষেপণ করতে চায় না। মনে আজ তার নতুন উন্মাদনা। রুবাকে নিয়ে তার সমস্ত পরিকল্পনা সার্থক হতে যাচ্ছে। আজকের রাতটিকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে।

সে তাকে আহ্বান করে, এসো রুবা।

তা হচ্ছে না, চল নিচে গিয়ে রাতের খাবার সেরে আসি। জানো তো, কবি বলেছে, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।

ঠিক বলেছ, তাই চল। আজ যে অনেক কাজ!

তুমি কিন্তু নানা টালবাহানা করে তোমার সেসব কাহিনী ঝুলিয়ে রেখেছ। আমার এত জানতে ইচ্ছা করছে। তুমি আমার ইচ্ছার কোন মূল্য দিচ্ছ না।

রুবার কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ে।

এই কথা! বেশ, তা হলে আজ আবার শুরু করা যাক। রিমার কাহিনী যদিও খুব বৃহৎ ব্যাপার নয়, তবুও এতে একটা খণ্ড প্রেমের উপাদান খুঁজে পাবে।

রিমা ছিল গ্রামের একটি মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ে। তাদের গ্রামে গিয়েছিলাম একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আই ক্যাম্প উদ্বোধন করতে। ভালো চাঁদা দেওয়ার কারণে তারা আমাকে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করেছিল। মেয়েটি গ্রামের সমাজের পক্ষে একটু বেশিই অগ্রসর মনে হচ্ছিল। লাল ফিতা লাগিয়ে ভলান্টিয়ারের কাজ করছিল। একসময় তার নাম মাইকে ঘোষণা করলে সে ছুটে এসে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাও দিয়ে গেল। পূর্বাহ্নে প্রস্তুত এবং মুখস্ত সেই বক্তৃতায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের এবং বিশেষ করে আমার অনেক প্রশস্তি ছিল।

www.pathagar.com

মেয়েটি বেশ চঞ্চলা। বক্তৃতা শেষ করে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কথাবার্তা বন্ধ করতে নিয়ে নিজেই গল্পগুজব জুড়ে দেয়। আমার বক্তৃতার অভ্যাস ছিল না। তবুও দাঁড়াতে হল। অনভ্যস্ত কণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে লক্ষ করি মেয়েটি তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে প্রচুর কথা বলছে এবং কি নিয়ে হাসাহাসি করছে। আমার মনে হল, আমার ভাষণের অপরিকৃতাই তাদের হাসির কারণ। রাগান্বিত হলাম।

মেয়েটির নাম মনে ছিল। বক্তৃতা থামিয়ে ধমক দিলাম, এই রিমা, চুপ কর।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একসময় ফিক করে হেসে ফেলে। পরে সেখান থেকে উঠে চলে যায়। আমি কোনমতে আমার বক্তব্য শেষ করি।

রুবা মন্তব্য করে, এ যে দেখেছি মেঠো প্রেম।

মেঠো প্রেম কি বস্তু?

মাঠে যে প্রেমের উৎপত্তি, তাকে মেঠো প্রেম বলা হয়।

তোমার মাথা! তখনও কোন কিছুরই সূত্রপাত নেই। এর মধ্যে প্রেম দেখলে কোথায়?

আজ তারা ভিতরের ঘরে বিছানায় শুয়ে কথা বলছিস। ঠিক শুয়ে নয়, রায়হান আধ শোয়া অবস্থায় খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে আছে। রুবা কখনও তার ক্রোড়ে মাথা রাখছে, কখনও তার উরুদ্বয়কে বালিশ বানিয়ে শোবার চেষ্টা করছে বা কখনও তার বুকে মাথা রাখার চেষ্টা করছে। কোনভাবেই সে আরাম পাচ্ছে না।

এই মেয়ে, আজ এমন করছ কেন? গল্প বলার সময় এত উসখুস করলে গল্পে মন বসান যায়?

তা হলে বল এটা গল্প!

নাহ্ তোমাকে নিয়ে পারা যায় না! শুরুই হল না এখনই ফুট কাটতে আরম্ভ করেছ। তুমি চুপচাপ বসে শুনবে, না কথা বন্ধ করব?

না, বন্ধ করবে না। আমি বসে শুনব না। শুয়ে শুয়ে শুনব।

শুয়েই যদি থাকবে, তা হলে গল্প শোনার প্রয়োজন কি! অন্য কাজ করা যেতে পারে।

রুবা উঠে বসে, তুমি কি গো? এত এত করেও তোমার সাধ মিটছে না। একটা

www.pathagar.com

মানুষ কত পারে!

রায়হান হাসিমুখে তার নাকটা টেনে ধরে, সব মানুষ সমান নয়। কোন কোন মানুষ স্বীয় প্রতিভার গুণে সকলকে ছাড়িয়ে যায়।

রুবা খুব হাসে, তা যা বলেছ। এই একটি বিষয়ে তুমি প্রকৃতই সকলকে ছাড়িয়ে যাবে। আমার জ্ঞান অবশ্য তোমাতেই সীমিত। তারপরও মনে হয় তুমি কোন সাধারণ মানুষ নও, অন্তত এই কর্মে!

রায়হান তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার ভালো লাগে না?

রুবা উঠে এসে তার কানে চুপি চুপি বলে, লাগে।

তারপর অহেতুক কণ্ঠ চড়া করে ঘোষণা করে, এসব করোই বেশি ভালো লাগে না। যত পরিহার করা যায় ততই মঙ্গল।

রায়হান নিজের অভ্যন্তরে সঙ্গোপনে হাসে। রুবার ছেলেমি কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে সে পুলকিত। তার মন এমনিতেই আনন্দে ভরপুর। সর্বদিক থেকেই সে আজ পরিতুষ্ট।

রুবা, গল্প বলার অনেক সময় পরে আছে। এখন একটু বিরতি নেই?

তা নাও, কিন্তু মাত্র শুরু করেই বিরতি!

না, বিরতির সময়টুকু অন্য কাজে ব্যয় করতে চাই।

সে রুবাকে আকর্ষণ করে।

রুবা লাফঝাপ দিয়ে উঠে পড়ে, কক্ষণও নয়, এখন এসব চলবে না। আমি তোমার জন্য কফি নিয়ে আসি।

রায়হান তাকে আটকাবার পূর্বেই সে ঘর ছেড়ে পালায়। রায়হান উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। কিছুক্ষণ পরই রুবা উপরে উঠে আসে। একটি ট্রেতে দু'মগ কফি ও একটি হাফ প্লেটে খানিকটা খাবার। রায়হান কফির মগ টেনে নেয়, এটা আবার কি?

খেয়ে দেখ।

রায়হান চামচে করে মুখে দিয়ে বলে, ডিমের প্রিপারেশন। তাই না রুবা?

হ্যাঁ, দবির ভাইর কাছে শিখেছি। ডিম খুব ফেটে সামান্য দুধের গুঁড়া ও চিনি

www.pathagar.com

দিয়ে হালুয়ার মতো প্রস্তুত করেছি। গরম খেতে মন্দ নয়।

মন্দ নয় কি বলছ, অতি উপাদেয়। তুমি খাইয়ে খাইয়ে আমাকে মোটা করে ফেলবে।

না সাহেব, আমার সেসব খেয়াল আছে। আমি চার্ট প্রস্তুত করেছি। অতিরিক্ত কোন জিনিসই দেওয়া হবে না।

একটি জিনিস ছাড়া। ওটা হজমের সহায়ক।

রুবা তার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকায়, না, ওটাও বেশন করা হচ্ছে। কোন জিনিসই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভালো নয়।

ম্যাডাম, সকলের প্রয়োজন সমান নয়, এ কথাটি দয়া করে ভুলবেন না।

তা জানি, আপনার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই সবকিছু বিন্যস্ত করা হবে।

রায়হান নিবেদন, করে, সে ক্ষেত্রে এই ডিমের হালুয়ার পর কি সামান্য কায়িক পরিশ্রমের সুযোগ ঘটবে?

না।

রুবা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে সবকিছু উঠিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। সেগুলো বাইরে রেখে আবার পূর্ববৎ রায়হানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পরে বলে, এখন বল।

জানো তো, গ্রামে গেলে তাদের আতিথেয়তা স্বীকার না করে পারা যায় না। আমাদের কোন অসুবিধা ছিল না। লঞ্চ রিজার্ভ করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

ক্যাম্প উদ্বোধনের কাজ সমাধা হলে আমাদেরকে উদ্যোক্তারা মাঠের পাশেই একটি বাড়িতে নিয়ে যায় আহারাদির জন্য। গ্রামের মাঝে পুরনো একটি একতলা দালান দেখে বুঝা গেল একসময় হয়ত এই বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল ছিল।

তখন অন্ধকার নেমে আসছে। গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। হ্যাজাক ছিল, সেগুলো চক্ষু ক্যাম্পেই কাজে লাগছে। আমাদের যে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে গোটা কয়েক হারিকেন জ্বলছে।

আমি সকলের অগ্রে যাচ্ছিলাম। বাড়ির সামনে যেতেই একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলে, আসুন ভাইয়া।

www.pathagar.com

বুঝতে পারি রিমা। সে এই বাড়িরই মেয়ে।

অন্ধকারে অসুবিধা হচ্ছে?

বললাম, এখন আর হচ্ছে না। এখন তো তুমিই হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছ।

আপনারা শহরের মানুষ। গ্রাম এখনও অন্ধকার।

অনেক সময় আলোর চাইতে অন্ধকারই ভালো। যেমন এখন।

আমি একটি হাত রিমার কাঁধে স্থাপন করি। সে একটু কেঁপে ওঠে। পরক্ষণেই সে অন্য হাতে সেই হাতটিকে ধারণ করে। মুখে না বলেও সে অনেক কিছু নিবেদন করে।

লোকজন এগিয়ে আসতেই সে হাত ছেড়ে দেয়। আমিও তাই করি। দু'জনের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য একটা ভিন্নতর আবেশের সূচনা হয়।

রিমাদের বাড়িতেই আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা। তার পরিবারের সদস্যরাই মূলত এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। রিমার অনেকগুলো ভাই বোন। মা বাবা, এক মামা এবং তার দাদীর সঙ্গেও খাওয়ার সময় পরিচয় হয়। এককালের অবস্থাপন্ন পরিবারের আর্থিক অবস্থা এখন কিছুটা নিম্নমুখী হলেও তাদের বিত্ত বৈভবের নমুনা ও আপ্যায়নের আয়োজনে একটা রুচিবোধ ও স্বচ্ছলতার পরিচয় মিলে। বিদায়ের প্রাক্কালে রিমার দাদী সামনে এসে রিমাকে উদ্দেশ্যে করে বলে, রিমা, তোর বড়লোক ভাইয়া কি আর কোনদিন এই পাড়াগাঁয়ে পায়ের ধূলা দেবে?

বললাম, আপনারা আমন্ত্রণ জানালেই আসা যাবে।

রিমা একসময় বলে, ভাইয়া, আমার কথা আপনার মনে থাকবে?

নিশ্চয়ই মনে থাকবে। তোমার মতো মেয়ে পল্লীগ্রামে সহজে চোখে পড়ে না। তুমি কি ঢাকা যাও?

কখনও যাই বৈকি!

এই কার্ডটা রাখ, ঢাকা এলে অবশ্যই দেখা করবে। তোমাকে ভালো লেগেছ।

রুবা হঠাৎ কথা বলে ওঠে, রিমা মেয়েটি দেখতে কেমন ছিল বললে না তো?

তা কি বলার কথা ছিল?

www.pathagar.com

বা রে, তার কথা হবে আর তার রূপ গুণের একটা বর্ণনা থাকবে না?

গুণের কথা ক্রমশ বলা যাবে, তবে সে অর্থে সে যথেষ্ট রূপবতী ছিল না। শারীরিক ভাবে অবশ্য আকর্ষণীয় ফিগারের অধিকারিনী ছিল।

ফিগারের বিষয় তুমি জানলে কি করে?

রায়হান হাসি লুকিয়ে বলে, স্বচক্ষে দেখে।

রুবার মন্তব্য, নবম শ্রেণীর ছাত্রীর দেহ সৌষ্ঠব দেখার মতো হয় না।

তার চাইতেও নিচু ক্লাশের মেয়ের দেহও দেখার মতো হতে পারে। এই মুহূর্তেই আমার সম্মুখে যে গড়াগড়ি করছে সেকি নিজের কথা ভুলে গেছে!

না, মোটেই সে বয়সে আমি সেরকম ছিলাম না।

সেটা তোমার বুঝার বিষয় নয়। এসব অন্যের চোখ দিয়ে দেখতে হয়।

ঠিক আছে বল, বিশেষ সুন্দরী যখন নয় তখন আমার আর চিন্তার কারণ নেই।

রায়হান প্রাণ খুলে হাসে, তুমি একটা মহিলা গর্দভ।

এই গাল দেবে না! গর্দভ গর্দভই, তার আবার পুরুষ মহিলা কি!

মানুষ মানুষই। তার যদি পুরুষ মহিলা হতে পারে, ওদের বেলায় সেটা হবে না কেন? ওরাও সৃষ্টির জীব।

রুবা বলে, আহা, সে কথা হচ্ছে না। বুদ্ধিহীনতার নামান্তর হচ্ছে গর্দভ, সেই অর্থে বলছি। সেক্ষেত্রে তুমিই বরং বড় গর্দভ। তুমি বলে থাক, আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশি।

কপট রাগে রায়হান তার বৃহৎ খোঁপাটি খুলে দেয়। রুবা খোঁপা পুনরায় সামলে নেয়।

অনেক বাজে কথা হল, আবার শুরু কর।

রায়হান তার মুখে উপর ঝুঁকে পড়ে, এই তো করছি।

রুবা অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়, এই সব নয় সাহেব, তোমার প্রেমকাহিনী পুনরায় শুরু কর।

www.pathagar.com

ঢাকায় ফিরে আসার দিন দশেক পর ডাকে একটা এনভেলপ পাই। মেয়েলি ছাপের সুন্দর হস্তাক্ষরে আমার নাম-ঠিকানা লেখা।

খুলে একটু অবাক হই। কোন সম্বোধন নেই, নিচেও কোন নাম নেই, তারিখ বা ঠিকানা কিছুই নেই। গোটাগোটা অক্ষরে কেবল লেখা, একজন রূপকুমার এসে গ্রামের একটি সাদা মাটা মেয়ের মন জয় করে চলে গেছে। মেয়েটি দিবা-নিশি অহর্নিশ কেবল তার কথাই ভাবে। সে কি কখনও ভাবে?

ব্যাস, আর কোন কথা নেই। কোন সন্দেহ নেই, রিমার লেখা।

ডাক অফিসের সীল থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেয়েদের দেহ মন নিয়ে খেলায় মেতে উঠতে ভালোই লাগত। সেভাবে রিমার কথা চিন্তায় না এলেও, তার চিঠিটি পাওয়ার পর থেকে তার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি।

একটা পোস্টকার্ড লিখি। ইচ্ছা করেই এনভেলপ ব্যবহার করি না। পাছে কেউ অন্য কিছু ভাবে। লিখি, তোমাদের সকলের আতিথেয়তায় আমরা অত্যন্ত খুশি। ঢাকা এলে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। সকলকে শুভেচ্ছা জানাবে। তোমার জন্য অনেক শুভাশীষ।

তাদের গ্রামের নাম জানা ছিল। সে গ্রামেই ডাকঘর রয়েছে। তার পুরো নাম স্মরণে ছিল না। ডাক নামেই কার্ড ছেড়ে দিই। সেটা ঠিকই পৌঁছে। সে গ্রামের আব্বাস নামে এক লোক দেখা করতে এসে রিমার একটি চিরকুট দেয়, ভাইয়া, আপনার পোস্টকার্ড পেয়ে সকলেই খুব আনন্দিত। কেবল সেই মেয়েটি ছাড়া।

ইতি,

রিমা।

জানোই তো চিঠিপত্র লেখালেখির অভ্যাস আমার খুব একটা নেই। তা হলে পত্রমিদং কার্য্যাংচাগে করা যেত।

রুবা বলে, কি বলছ বুঝলাম না।

বলছি, চিঠিপত্র লেখালেখিতে অভ্যস্ত হলে 'যাও পাখি বল তারে, সে যেন ভুলে না মোরে' ধরনের একটা লেখালেখি হতে পারত। কিন্তু আমি ছিলাম দ্রুত সফলতা প্রত্যাশী। ধানাই পানাইয়ে অনাগ্রহী।

রুবা রাগ করে, বাজে বকো না। তুমি কক্ষণও সে ধরনের মানুষ ছিলে না।

www.pathagar.com

তুমি আমাকে কতটুকু চিনতে পেরেছিলে সখি!

দেখ, বেশি বোলচাল দিও না। মানুষ চিনতে মেয়েদের বেশি সময় লাগে না। আমি এক মুহূর্ত দেখেই বুঝেছিলাম তুমি একজন অসাধারণ মানুষ।

অসাধারন অবশ্যই। কিন্তু তোমার মূল্যায়ন নির্ভুল নয়।

রুবা বলে, এ নিয়ে বিতণ্ডা করে লাভ নেই। আমি আমার মত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারি।

তা পার এবং সেটা আমার খুবই মনঃপূত। রুবা, তুই এত ভালো কেন রে!

রুবা বলে, হয়েছে, রুবাকে আর গ্যাস দিতে হবে না। তারপর বল।

রায়হান বলে, এখন তো সব দ্বার রুদ্ধ। একমাত্র রুবাতেই দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গকৃত। কঠিন তরল সব রকম গ্যাস এখন এক জায়গাতেই নিবেদিত। আমার যে আর পথ খোলা নেই।

তুমি বলা শুরু করবে, না চেঁচামেচি করব?

রায়হান রুবার মুখ বন্ধ করে দিয়ে বলে, চেঁচাতে হবে না বলছি। ইতোমধ্যে দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধর শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে আমি ঢাকাতেই ছিলাম। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে কেটে পড়ি। কলিকাতা গিয়ে আশ্রয় নেই। সেখানে এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সহযোগিতায় একটি এক রুমের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে প্রায় ছয় সাত মাস সেখানেই অবস্থান করি। টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার কোন সমস্যা হয়নি। সেখানে সেই আব্বাস গিয়ে উপস্থিত। রিমার চিঠি দেয়, এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছবে কিনা জানি না। কলিকাতায় একটি মানুষকে ঘিরে এখানে একজন দিবাস্বপ্ন দেখে। মনকে বারবার শাসন করেও বশ মানানো যাচ্ছে না। ঘুরে ঘুরেই কল্পনায় সেখানে চলে যাচ্ছে। তারপর কত কি! এদিকে নিদারুণ দুঃসংবাদ। আমাদের সংসারে ঘোর বিপদ নেমে এসেছে। আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছা জানি না। পাক সেনারা গ্রামে এসে প্রথম দিনই আমার বাবা ও মামাকে হত্যা করে যায়। আরও অনেক মানুষকে ওরা মারে। সেই শোকে দাদী মৃত্যু শয্যায়। বাঁচবে কিনা জানি না। আমাদের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। এত বিপদের মাঝেও সেই মেয়েটির মন ছুটে ছুটে সুদূর কলিকাতার পথে প্রান্তরে বিচরণ করছে। আবার কবে দেখব আল্লাই জানেন।

রুবা উঠে বসে, আচ্ছা এতদিন পরও তুমি চিঠির ভাষা মনে রেখেছ কি করে!

www.pathagar.com

নাকি বানিয়ে বানিয়ে বুঝ দিচ্ছ।

সাধে কি আর বলি, তোমার অনেক বুদ্ধি! চিঠির বয়ান হুবহু ঠিক থাকছে তা নয়। হয়ত নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে এখন উপস্থাপিত করছি। কিন্তু ভাবার্থ এরকমই ছিল। তুমি যে প্রতিটি শব্দ চয়নে ব্যাখ্যা দাবী করবে জানলে সেসব চিঠি হারাতাম না। সযত্নে তুলে রাখতাম। তোমাকে ব্যারিস্টারী পড়াবার বুদ্ধি অত্যন্ত যৌক্তিক। মাথায় এতসব আসে!

ঠিক আছে বলে যাও, আমি ঠিক বুঝে নেব।

সেই ভালো। দেশ স্বাধীন হবার পর ফিরে এলেও সঙ্গে সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে না। তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে একবার বোট নিয়ে অন্যত্র যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাদের কথা খেয়ালে আসায় বোট থামিয়ে নেমে পড়ি। সামান্য হেঁটেই তাদের বাড়ি। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে ভাই বোনদের মাঝ থেকে ছুটে এসে রিমা আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, ভাইয়া, ওরা আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে, আমার মামাকে মেরে ফেলেছে।

সে আর কিছু বলতে পারে না। আমি কি বলব বুঝে উঠতে পারি না। তার অশ্রুসিক্ত মুখটি তুলে ধরে সস্নেহে চুম্বন করি। সেটাই ছিল তাকে আমার প্রথম চুম্বন। প্রকাশ্য দিবালোকে, অদূরে অনেকেই তাকিয়ে। আমার তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাছাড়া সে সময়ের পরিবেশই ছিল এসবের চুলচেরা বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে। সেদিন বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। লক্ষ করি, এর মধ্যেই তাকে অনেকটা বড় দেখাচ্ছে, কিছুটা শীর্ণও। কিন্তু তার চোখ দুটির উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলকে সময়োচিত সান্ত্বনা জানিয়ে সেবার চলে আসি।

মাসখানেক পর তাদের পাশের গ্রামে আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানের কাজে একবার যেতে হয়। ঘটনাক্রমে যে বাড়ি উঠি সেটা রিমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি। দ্বিপ্রহরে আহারের পর আমাকে একটা ঘরের বারান্দার কক্ষে বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়। চোখ বুজে আছি। কেই একজন হঠাৎ সেখান ঢুকে আমার বুকে এসে আশ্রয় নেয়। তাকিয়ে দেখি রিমা। আজ উপলব্ধি করি সে একটি যুবতী। অধিকাংশ সময় সালোয়ার কামিজ পরা থাকে বলে ভালো বুঝা যায় না। আজ শাড়ি পরিহিতা রিমাকে একজন পূর্ণাঙ্গ নারী বলেই প্রতীয়মান হয়।

আমাদের বিদায়ের সময় হলে সে বলে, ভাইয়া, আমি আর আমার ছোট ভাই আপনাদের সঙ্গে ঢাকায় যেতে পারি? আপনাদের লঞ্চে জায়গা হবে?

www.pathagar.com

অবশ্যই যেতে পার। জায়গা না হবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমরা ডিসি পুলের একটা লঞ্চ পেয়েছিলাম এক সরকারি বড় কর্তার সুবাদে। সেখানে একটি কেবিনও ছিল। সারাটা পথ সে আমার সঙ্গে কেবিনে অবস্থান করে। তার ছোট ভাই ডেকে অন্যদের সঙ্গে চেয়ার পেয়েছে। রিমা নিজহাতে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি তাকে যথাসম্ভব আদর করি। সেও নিস্ক্রীয় থাকে না।

রুবা প্রশ্ন করে, যথাসম্ভব মানে কি?

প্র্যাকটিকাল ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

রায়হান আরম্ভ করতেই রুবা হাঁসফাঁস করা শুরু করে, বুঝেছি বুঝেছি। আর পরীক্ষা দিতে হবে না। তোমাকে কোন কথা বলতে যাওয়াই বিড়ম্বনা।

ঠিক বলেছ। তারপরও তোমার বোধোদয় হয় না। কেবল প্রশ্ন, আর প্রশ্ন। আগে জানলে কে এসব করত! রিমার সঙ্গে কথাই বলতাম না!

হয়েছে। এখন বল। যথাসম্ভব আদর না হয় বুঝলাম। সে যে নিস্ক্রিয় ছিল না বললে, সে কি করেছিল?

সেটা তো আর ডেমনস্ট্রেট করে দেখাতে পারব না! তবে এটুকু বলতে পারি, তুমি যা করে থাক, প্রায় তার কাছাকাছি।

মানে?

মানে বলতে পারব না। সেও যথেষ্ট ভালোবেসেছিল। আরও খুলে বলতে হবে?

হ্যাঁ, হবে। বন্ধ কেবিনে শুধুই আদর ভালোবাসায় পরিতৃপ্ত থাকার বান্দা তুমি নও। খুলে বল, আর কি হয়েছিল।

না রুবা, সেদিন আর কিছু হয়নি। তোমাকে একটি কথাও গোপন করব না শপথ করেছি। না হলে অনেক কিছুই লুকাতে পারতাম। পারতাম না?

রুবা বলে, তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা বলে যাও।

ধলেশ্বরী নদীতে লঞ্চ আটকা পরে যায়। সারেং শুকানির দল অনেক চেষ্টা করেও মাঝ রাতের পূর্বে লঞ্চ নামাতে সক্ষম হয় না। যেখানে সন্ধ্যার পর ঢাকা পৌঁছার কথা সেখানে রাতে প্রায় শেষ প্রহরে আমরা পৌঁছাই। সেই অসময়ে রিমা

www.pathagar.com

ও তার ভাইকে ছেড়ে দেবার প্রশ্ন আসে না। তাদের বাসায় নিয়ে আসি।

রুবা টিপ্পনী কাটে, লঞ্চ আটকা পরায় তোমাদের সুবিধাই হয়েছিল বল। সারারাত না নামলে আরও ভালো হত, তাই না?

বলি, যার মনে যা, লাফ দিয়ে ওঠে তা। তোমার দোষ নেই। নিজের মনের কথাই বলেছ।

ঠিক আছে, বলে যাও।

লঞ্চেই খাবারের ব্যবস্থা ছিল। সেসব ঝামেলায় আর যেতে হয় না। ভাই বোনকে একটা রুমে ব্যবস্থা করে দিয়ে আমিও শুয়ে পড়ি।

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে সায়েমার মুখে শুনি, মেহমানরাও বেশ বিলম্বে ঘুম থেকে ওঠে। আমি তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছি দেখে আমাকে ডাকতে নিষেধ করে। সায়েমা তাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে। ছুটিতে সে বাসায় থাকায় সুবিধাই হয়েছিল। তারা নাস্তার পর বিদায় নেয়।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর খোঁজখবর নেই। মাঝে শোনা গেল কলেজে পড়ার সময় সেই কলেজেরই এক ছাত্রকে ভালোবেসে রিমা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

হঠাৎ একদিন টেলিফোন পাই। তখন সে এক মেয়ে ও এক ছেলের জননী। তার স্বামী তখন বিদেশে কর্মরত। ছেলে মেয়ে নিয়ে সে পুরাতন ঢাকায় বাসা ভাড়া করে থাকে।

সে আমাকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানায়। মনে ইচ্ছার উদ্রেক হলেও পুরনো শহরের যানজটের কথা চিন্তা করে আর যাওয়া হয় না।

সে নিজেই আবার টেলিফোন করে, ভাইয়া, আপনার বড় গাড়ি এই গলিতে ঢুকবে না। ঠিক আছে, আমিই আসব, আমার ফোন নাম্বারটা অন্তত রাখেন। মনে করে যদি ফোন করেন খুশি হব।

তার নিজের ফোন। অবসর পেলে কখনও ফোন করলে সে খুব খুশি হত। স্বামী প্রবাসে থাকার কারনে কিনা জানি না, তার কথাবার্তার মধ্যে আদিরসাত্মক বিষয়াদি প্রাধান্য পেত। শুনতে ভালোই লাগত। সে রাতের লঞ্চের ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করে এতদিন পরও সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

একদিন বলে, না হয় কষ্ট করে একটা রিকশা নিয়েই আসেন। আমি পুষিয়ে

www.pathagar.com

দেব।

কি করে?

যা যা করলে আপনি খুশি হবেন সবই করব। আমার ইচ্ছা করে আপনাকে ডলে, চটকে শরীরের সঙ্গে পিশে ফেলি।

বলি, তোমার কথা শুনে ভয় পাচ্ছি। স্বামী বিদেশে। তুমি যে দেখছ একটি লহু চোষা বাঘিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সে রহস্য ভরা কণ্ঠে বলে, একবার আসুন। দেখুন কেমন স্ক্রু করি। আমি নিশ্চিত আপনি তৃপ্ত হবেন।

তার প্রতিটি কথার মধ্যে আদিমতম কর্মকাণ্ডের সুর প্রতিধ্বনিত। কখনও ইচ্ছা জেগে উঠলেও সেটাকে দমন করি। সে সময় অন্যত্র সে ধরনের সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা ছিল না।

ভাইয়া, আপনি আসবেন বলে মনে হচ্ছে না, আমি গুলশান পর্যন্ত যেতে পারব না। কিন্তু আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। আজ দুপুরে জিপিওতে যাব। একটা কাজ আছে। একবার ওখানে আসবেন?

যথাসময়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে জিপিওতে উপস্থিত হই। রিমা একটি কিশোরী মেয়েসহ পোস্ট অফিস থেকে বের হয়ে আসে। গাড়ির হর্ন বাজাতেই সে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

ওহ্ ভাইয়া, কতদিন পর আপনাকে দেখছি। গরীব বোনটাকে একটিবার দেখারও ইচ্ছা জাগে না!

অনেক কিছুরই ইচ্ছা জাগে, কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠে না। তুমি কেমন আছ, ছেলে মেয়ে? তাদের জনক?

সকলেই ভালো আছে, ভাইয়া, আমি ভালো নেই।

কেন?

পরে বলব। এই রেশমা আমার ছোট বোনের মতো। বাড়িওয়ালার মেয়ে। একা এতদূর আসতে ইচ্ছা করে না বলে সাথে নিয়ে এসেছি।

মেয়েটি অভিবাদন জানায়। গাড়ি দেখে সে বিস্মিত এবং খুশি। বলে, আমি এত

www.pathagar.com

সুন্দর টেক্সিতে কখনও চড়িনি।

বলি, উঠে আস। চল তোমাদেরকে গুলশান থেকে ঘুরিয়ে আনি। আমার বাসা দেখে আসবে।

মেয়েটি খুশি মনে গাড়িতে উঠে বসে। রিমা তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বলি, পাহারাদার নিয়ে আসার কথা ছিল কি?

সেও সেইভাবেই জবাব দেয়, অন্য রকম কথাও ছিল না। গুলশানে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কেন?

বলি, এদিকে এসে বসো।

সে এসে আমার পাশের সিটে বসে, আপনাকে কখনও গাড়ি চালাতে দেখিনি।

আমার কতটুকুই তুমি দেখেছ!

সে কিছু বলার পূর্বেই রেশমা মেয়েটা বলে, শুনেছি, ববিতা, শাবানা গুলশানে থাকে। আমি সিনেমার নায়িকাদের কখনও সামনে থেকে দেখিনি। গুলশানে গেলে তাদের দেখা যাবে?

তার কথায় রিমা এবং আমি হেসে ফেলি। রিমা বলে, নায়ক দেখেছ?

না, তাও দেখিনি।

আমি বলি, এক নায়িকার বাসা আমার বাসার নিকটেই। কিন্তু বাইরে থেকে তাদের দেখা যায় না। তাদের অনেক ব্যস্ততা।

সে বলে, বাসাটা আমাকে দেখাবেন?

বলি, তুমি আমার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সে বাড়ির লোকদের সঙ্গে ডেকে কথাও বলতে পারবে।

মেয়েটি পুলকিত হয়ে ওঠে। রিমা বলে, রেশমা খুব সিনেমার পোকা।

তুমি?

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। প্রশ্নের জবাব দেয় না। আমি গুলশানের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিই।

সে বলে, আমার একটু নিউ মার্কেটে প্রয়োজন ছিল। আজ না হয় গুলশান না

www.pathagar.com

গেলাম।

ভয় নেই। গুলশানের কাজ চুকলে তোমাকে নিউ মার্কেটে ছেড়ে আসব।

রিমা রহস্যভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কি কাজ?

সেখানে গেলেই টের পাবে।

পশ্চাতে রেশমা বসে গভীর আগ্রহ নিয়ে রাস্তাঘাট যানবাহন দেখছে। সে আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না।

বাসায় পৌঁছে এদের জন্য স্ন্যাক্‌স ও কোক দিতে বলি। রেশমা একবার ছাদ থেকে ঘুরে আসে। নায়িকার বাড়ি তাকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দুপুরের রোদে সে বাড়ির কেউ ছাদে নেই। সে অবশ্য সুইমিং পুল দেখে অধিকতর চমৎকৃত।

রিমা আপা, আপনার ভাইয়ের বাসার ছাদের উপরে একটা পুকুর! গোছল করা যায়।

রিমা বলে, পুকুর নয়, ওটা সুইমিং পুল। বড়লোকরা সাঁতার কাটে।

আপনি এ বাসায় পূর্বে এসেছেন? সাঁতার কেটেছেন?

না, সাঁতার কাটা হয়নি। অনেকদিন পূর্বে একদিন এসে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। সকালে নাস্তা করে চলে যাই। ভাইয়া তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

বলি, রিমা তোমার দেখছি সবই স্মরণ আছে।

আমি কিছুই ভুলিনি।

রেশমাকে বলি, বাগানে দোলনা আছে। কিছু খেয়ে তুমি কি একবার দোলনায় চড়বে?

দোলনাও আছে? নিশ্চয়ই চড়ব। রিমা আপা, আপনার ভাইয়া খুব বড়লোক। না?

হ্যাঁ, খুব বড়লোক।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, বিয়ে করেননি, ছেলে-মেয়ে নেই। দোলনা কার জন্য?

বলি, সায়েমা দোলনা পছন্দ করে। তার জন্য এবং তোমাদের মতো মেহমানজন

www.pathagar.com

আসলে তাদের জন্য।

সে তো হোস্টেলে থাকে। মেহমানজন খুব আসে বলে মনে হচ্ছে!

কলেজ ছুটি হলে সে এখানে এসে থাকে। সেবার দেখা পেয়েছিলে। মেহমানজন অবশ্য কিছু কিছু আসে বৈকি! সবাই তো আর তোমার মতো ডুমুরের ফুল নয়!

আমাকে দুষবেন না, এক হাতে তালি বাজে না।

খাবার ও কোক খেয়ে রেশমা কাজের লোকের সঙ্গে বাগানে চলে যায়। সে দোলনায় চড়বে।

রিমা বলে, সেদিন আপনার মহল দেখা হয়নি, চলুন আজ দেখে আসি।

তাই চল। আমার কাজও সেখানেই।

রিমাকে এক হাতে জড়িয়ে উপরে উঠে আসি। শোবার ঘরে নিয়ে এলে সে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে মুগ্ধ কণ্ঠে বলে, ভাইয়া, আপনার ঘর খুবই সুন্দর। ঘুমাতে ইচ্ছা করে।

বলি, আর কিছু ইচ্ছা করে না?

সে নিজের থেকেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। বলি, বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, কেউ উপরে আসবে না।

রেশমা মেয়েটা খুব চঞ্চল, সে চলে এলে ঠেকাবে কে?

ঠেকাবার লোক আছে।

সব ব্যবস্থাই দেখি পাকা করে রেখেছেন!

তা যা বলেছ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সকলেরই আছে। তোমরা প্রতিদিন ভরপেট আহার করছ, আমরা কখনও সখনও দু'মুঠোর ব্যবস্থা করলে হুল ফুটাতে ছাড় না।

সে বিছানায় উঠে আসে। মুখে বলে, আমার মন সায় দিচ্ছে না। খুব সঙ্কোচ লাগছে।

মুখে যাই বলুক, কাজে কিন্তু বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ দেখা যায় না।

বলি, ফোনে যা বলতে, এখন তা করে দেখাবার সুযোগ হয়েছে। সুযোগের অবহেলা করো না।

www.pathagar.com

ভয়ে ভয়ে এসব হয় না। সব সময়ই মনে হচ্ছে রেশমা উপরে উঠে আসবে।

সে সম্ভাবনার প্রশ্নই আসে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

নিশ্চিন্ত হল কিনা জানি না। কিন্তু অচিরেই আমরা দু'জনই সক্রিয় হয়ে পড়ি। সে অনেকটাই কারুকার্য দেখায়। কিন্তু কেন যেন আমার মন ভরে না। তাকে কিছু বলি না। কষ্ট পাবে। একসময় বলে, ভাইয়া আমার ভাবা উচিত ছিল, সে দেশে নেই। যদি কিছু ঘটে যায়!

আমি সে কথার উত্তর দিই না। মনে মনে বলি, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

আমরা নিচে নেমে এসে দেখি রেশমা মহানন্দে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে।

রিমা তাকে ডাকে, চল রেশমা। আর একদিন আসা যাবে। আজ একটু নিউমার্কেটে যেতে হবে।

রেশমা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেমে আসে। তাদেরকে নিয়ে নিউমার্কেটের পথে রওয়ানা হই। যেতে যেতে রিমা একান্তে বলে, মার্কেটে গিয়ে সর্বাগ্রে ফার্মেসীতে যেতে হবে। আমাকে অষুধ কিনে খেতে হবে। আমার ভয় করছে।

এত ভয় করছ কেন? সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে।

তা আছে। আপনি যে এত কর্মপটু তা জানা ছিল না।

সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে নেপথ্যে বলি, জানলে কি করতে?

সেও সেইভাবেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, আরও বহু পূর্বে প্রোগ্রাম করতাম এবং ঘন ঘন করতাম।

তরল কণ্ঠে তাকে বলি, কি করব বল। আমি তো ওটা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি না!

সে একইভাবে জবাব দেয়, যা দেখলাম, ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মতোই ব্যাপার।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে হেসে ওঠি।

তাদেরকে নিউ মার্কেটে নামিয়ে অফিসে প্রত্যাবর্তন করি।

www.pathagar.com

রুবা বলে, তুমি সরে বস।

কেন?

তুমি একটা যাচ্ছেতাই বাজে মানুষ। তোমার রুচিতে বাঁধল না?

রায়হান জোরে হেসে ওঠে। সরে বসার পরিবর্তে সে এবার রুবার কোলে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ে। বলে, এমন কথা ছিল না রুবা। তুমি যদি ঘৃণা করতে শুরু কর, তা হলে সব কিচ্ছা খতম। আর ঝুঁকি নেব না।

রুবা মুখে কোন কথা বলে না। নিজের মুখটি রায়হানের মুখের উপর স্থাপন করে বিরাগের পরিবর্তে অনেকটাই অনুরাগ ঢেলে দেয়।

প্রশ্রয় পেয়ে রায়হান আরও অগ্রসর হতে চাইলে রুবা তাকে থামিয়ে দেয় লক্ষ্মীটি, সব সময় এমন করো না। আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি!

রায়হান সে যাত্রা তার কথা মেনে নেয়।

তারপর কি হল?

দিন পনেরো পরই তার কল আসে, ভাইয়া, বিকেলে বাসায় থাকবেন?

থাকব। তুমি আসবে?

হ্যাঁ। আমার বড় মামাও সঙ্গে থাকবে। আপনার কাছে তার একটা তদবির আছে।

সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের আসরে একজন মুরব্বী কি বেমানান নয়? তাকে একসময় অফিসে পাঠিয়ে দিও।

না ভাইয়া, তার অনেক বয়স হয়েছে। একা অফিসে যেতে চাইবে না। আমিই নিয়ে আসি। কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বলি, আমি সকল সময়ই নিশ্চিন্ত। তা, তোমার খবর কি? সে দিন তো খুব বিচলিত ছিলে।

সে একগাল হেসে বলে, না, ঝামেলা কেটে গেছে। বিচলিত হওয়ার কারণ ছিল। এ ধরনের পরম প্রাপ্তি পূর্বে ঘটেনি। কি হতে কি হয়ে যায় তাই ভয়ে ভয়ে ছিলাম। যাক, সেটা কেটে গেছে।

www.pathagar.com

ঠিক আছে, চলে আস। আমি ফ্রি থাকব।

বিকেলে একটা স্কুটার নিয়ে সে ও তার বৃদ্ধ মামা এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক খুবই বয়স্ক। ধরে ধরে তাকে এনে নিচের ড্রয়িংরুমে বসানো হয়। তার একটি ছোট অনুরোধ ছিল। সেটার দায়িত্ব নিতে কোন অসুবিধা ছিল না।

চা-টা খাওয়া হলে রিমা বলে, মামা, আপনি একটু বসুন। আমি ভাইয়ার ঘর বাড়ি একটু ঘুরে দেখে আসি।

আমি বলি, চল তোমাকে উপরটা আগে দেখাই, ছাদে সুইমিং পুলও রয়েছে, চল দেখবে। তাকে সোজা শোবার ঘরে নিয়ে আসি।

সে বলে, আজ আমার তেমন দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। মামা কোন অবস্থাতেই উপরে উঠে আসতে সক্ষম হবে না। আসবেও না।

সেদিনও ভয় ছিল না। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ উপরে আসতে পারে না।

ভালো ব্যবস্থা করেছেন। প্রায়ই বুঝি অধিবেশন চলে!

তোমার কি মনে হয়?

সেদিন যা দাপট দেখলাম! একবার যে এটা পেয়েছে সে বারবার চাইবে। আপনি সাংঘাতিক!

এই প্রশংসা নতুন নয়। এই একটি বিষয়ে সর্বক্ষেত্রেই সুনাম কুড়িয়ে আসছি। হাসিমুখে বলি, তোমাদের সামান্য সেবায় যে লাগতে পারছি সেজন্য গৌরব বোধ করছি।

আমার কিন্তু খুব হিংসা হচ্ছে। আপনার সাথে আর কাউকে চিন্তা করলেই মন বিগড়ে যায়।

এটা খাঁটি প্রেমের লক্ষণ। প্রেম তো তুমি আরও করেছ। আমাকে বিস্মৃত হয়ে পছন্দের মানুষ বেছে নিয়েছ। তোমার মুখে কি এসব কথা মানায়!

স্বামীর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে কোন ব্যাপারেই তার তুলনা চলে না। আপনার মতো একজন কৃতিৎকর্মা মানুষ আমার প্রয়োজন ছিল।

বলি, তুমি তো বিলম্ব করনি। একবার জিজ্ঞসাও করনি। আমাকে দোষ দিতে

www.pathagar.com

পার না। নিজেই আর একজনকে ভালোবেসে জীবনসঙ্গী বানিয়েছ।

তা অবশ্য ঠিক। আপনাকে দোষ দিই না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে সেভাবে চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। কোথায় আপনি সমাজের একজন কেউকেটা। আর কোথায় আমি গ্রামের একটি সামান্য মেয়ে।

অনর্থক আর কথা বাড়াই না। রিমা অতিশয় আগ্রহে আমাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। আমি প্রবেশে উদ্যত। হঠাৎ করেই সে সময় একটা শারীরিক বিপত্তি ঘটে যায়। আমার তলপেটে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ব্যাথা শুরু হয়। পেট শক্ত হয়ে সেকি নিদারুণ ব্যথা। আমি পেট চেপে অস্থির হয়ে পড়ি। এমনটা আর কোনদিন হয়নি। ব্যথায় আমার সবকিছু অসহ্য বোধ হচ্ছিল। রিমা বুঝতে পারে। সে দ্রুত বেশবাশ পরিধান করে আমাকেও কোনমতে কাপড় পরিয়ে দেয়। সে লোকজন ডাকতে উদ্যত হলে কষ্টে বলি, ঐ সুইচটা টিপ দাও। এক্ষুনি লোক চলে আসবে।

মুহূর্তের মধ্যে ওরা সব চলে আসে। আবুল টেলিফোন করে ডাক্তার আনে। আশ্চার্যের ব্যাপার ডাক্তার আসতে আসতে ব্যথা উপশম হয়ে যায়। ডাক্তার তবুও কয়েকটি পরীক্ষা নীরিক্ষার নির্দেশ দেয়। কিছু ঔষুধ লিখে দেয়। কিছুক্ষণ পর একটু সুস্থ হলে নিচে নেমে আসি। সেখানে রিমার মামা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব দুশ্চিন্তা করছিল।

বলি, হঠাৎ অসুস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক হয়ে যাব, ভাববেন না।

রিমা বাক্যহারা। এমন যে হতে পারে সে কল্পনাও করেনি। তার মানসিক যাতনা চেহারায় ফুটে আছে। আমার জন্য উৎকণ্ঠার সাথে নিজের আশাভঙ্গের কারণেও যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে। বেচারা অনেক ঝামেলা করে মামাকে সঙ্গে করে এতদূর এসেছিল। মামার কাজের উছিলায় নিজের কাজ বাগিয়ে নেবে। তার সব আনন্দ মাটি হল। বাড়া ভাতে অকস্মাৎ ভষ্ম নিক্ষিপ্ত হল।

অনেক দুঃখ করে, বারবার সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়ে একসময় তারা বিদায় নিয়ে যায়। আমি উপরে গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নেই।

রুবা বলে, বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল।

বটে, কারো সর্বনাশ, আর কারো পৌষমাস। আমি পেটের ব্যথায় মরার উপক্রম, আর তুমি বলছ বেশ হয়েছে!

রুবা গভীর মমতায় রায়হানের তলপেটে হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, আর

www.pathagar.com

কি কোন দিন সে ব্যথা উঠেছিল?

রায়হান আনন্দিত চিত্তে বলে, জানো রুবা, আর কোন দিন সে ব্যথা টের পাইনি। আগে বা পরে কখনও নয়।

তবেই বুঝে দেখ, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা নয় তুমি ওদের সাথে এসব কর।

আর এটাতে বুঝি কোন অপরাধ নেই! রুবা বুঝি সর্বদোষ মুক্ত!

নিশ্চয়ই। রুবা তোমার স্ত্রী। আজ হোক, কাল হোক আমরা সমাজ-স্বীকৃত পন্থা গ্রহণ করব। কিন্তু নিজেরা জানি আমরা পরস্পরের জন্যই জন্মেছি। নিজেদের মধ্যে আমাদের পরিণয় বহু পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে।

রায়হান রুবাকে টেনে নিজের বক্ষে নিয়ে তার কানে কানে বলে, সামাজিকভাবে সেটা সম্পন্ন হতেও আর বিলম্ব নেই। দিন ঘনিয়ে এসেছে।

রুবা বলে, বুঝেছি সাহেবের আজ আর কাহিনী শোনাবার মুড নেই। ঠিক আছে, আজ এ পর্যন্তই থাক। কাল আবার হবে। সাহেবের মুডের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়াই এখন বিধেয়।

জানো রুবা, রিমার সাথে দৈহিকভাবে আর কখনও মিলিত না হলেও ওর সঙ্গে টেলিফোন কথা বলে এক ধরনের সুখ পেতাম। ফোনে সে খুব উত্তেজক কথাবার্তা বলত। শৃঙ্গার আর দেহ-মিলনের নানাবিধ প্রক্রিয়ার বয়ান দিত এবং সেসব আমার উপর প্রয়োগ করার কথা স্বউৎসাহে ঘোষণা করত। একটা বিষয় লক্ষণীয় ছিল, তার স্বামী যখন দেশে থাকত, সে সময় সে খুবই শান্ত হয়ে যেত। তার সর্ব অবয়বে একটা কোমলতাও তৃপ্তির ছবি পরিলক্ষিত হত। সে সময় কথাবার্তায়ও শালীনতা রক্ষা করে চলত। কিন্তু স্বামী বিদেশে চলে গেলেই তার ভিন্নমূর্তি। এমন সব ভাষা উচ্চারণ করত যে শুনেই এক ধরনের শিহরণ জাগত। বিষয়টা কি বুঝতে সক্ষম হতাম না।

রুবা তার কানে কানে কিছু বলে। রায়হান তার চুলগুলো নেড়ে এলোমেলো করে দেয়। বলে, আমি ভাবি, এই মেয়েটার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাচ নেই। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। জিলাপির প্যাচ এখানেও বিদ্যমান।

তুমি এত বুঝ, এটা বুঝছ না কেন? সে যখন শারীরিক ভাবে তৃপ্ত থাকে, তখন তার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ সুস্থ। সেটার অবর্তমানেই মনের যত আকুলি বিকুলি শুরু হয়। বাস্তবে না হোক, কথায় যতটা পুলক আহরণ করা যায়। তোমার কাছে

www.pathagar.com

যে নিবৃত্তি করবে তাও সম্ভব নয়, তোমার অসময়ে পেটে ব্যথা শুরু হয়। খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

দেখ, ঠেস দিয়ে কথা বলবে না। একবারই ব্যথা উঠেছিল। ইচ্ছা করলে বহুবার তাকে পেতে পারতাম। তার আগ্রহের পরিসীমা ছিল না। আমার মধ্যেই সেটার অভাব ছিল।

রুবা সংশয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করে, তুমি বলতে চাচ্ছ, আর কোনসময় তার সাথে তোমার কিছু হয়নি?

ঠিক তাই। অস্বীকার করব না, তার টেলিফোনিক বাচন উপভোগ করতাম, কখনও সাক্ষাৎ হলে বাহ্যিকভাবে যতটা সম্ভব তা অবশ্যই করতম। কিন্তু আর কোন দিনই চূড়ান্ত সম্ভোগে লিপ্ত হইনি। সময়ে সে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নেয়। তার স্বামী স্থায়ীভাবে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে দেখা-সাক্ষাৎ হ্রাস পায়। স্বামী স্ত্রী মিলে তারা ঢাকাতে একটা ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানও দাঁড় করায়। কিন্তু খুব সুবিধা করতে না পেরে একসময় ছেলেকে নিয়ে তারা আমেরিকায় পাড়ি জমায়। তাদের মেয়েটি ছিল বড় এবং স্বাস্থ্যবতী। তাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে তারা মার্কিন মুল্লুকে চলে যায়। মেয়ের ঘরে নাতনি জন্ম নিলে রিমা কিছুদিনের জন্য দেশে আসে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তোমার সাথে আর যোগাযোগ নেই? তারা এখনও আমেরিকাতেই রয়েছে?

হ্যাঁ, তারা লসএঞ্জেলেসে তাকে। আমি শেষবার যখন সেখানে যাই, তারা এসে এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে হোটেলে নিয়ে যায়। হোটেলের রুমে ঢুকে রিমা বলে, আপনি একা একা এখানে কি করে থাকবেন? আমাদের বাসায় চলেন, কোন অসুবিধা হবে না। আমরা সর্বক্ষণ আপনাকে সঙ্গ দেব।

সে কোন যুক্তিই শোনে না। স্বামীর সাহায্যে আমার সুটকেস, এটাচি নিয়ে গাড়িতে তোলে। হোটেলকে জানিয়ে দেয় আমরা রুমটি ছেড়ে দিচ্ছি, প্রয়োজন নেই। সে আমাকে এক প্রকার গ্রেপ্তার করেই তাদের ফ্লাটে নিয়ে যায়। দুটি দিন সেখানে ছিলাম। নিজেদের শোবার ঘর তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। তারা বসার ঘরে রাতে শয্যা পাতে। স্বামী কাজে গেলে এবং ছেলে স্কুলে চলে গেলে বাসায় কেবল সে আর আমি।

সে আমাকে প্রলুব্ধ করার প্রচুর চেষ্টা করে। সময় নিয়ে আমার গা হাত-পা

www.pathagar.com

ম্যাসাজ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে কিঞ্চিত উপরি পাওনা ছাড়া তার প্রচুর আগ্রহ থাকার পরও আর কোন প্রাপ্তি ঘটে না। আমার মন সায় দেয় না। মনের সঙ্গে দেহের সংযোগ। মন কথা না বললে দেহও সাড়া দেয় না। নিরাশ রিমা খুবই হতাশায় হাল ছেড়ে দেয়। আমাকে নিয়ে তার সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটে।

রুবা বলে, আমিন।

রুবাকে পূর্বাহ্নে কিছুই জানানো হয় না। তাকে চমকে দিতে হবে। বিস্মিত রুবা সেটাকে কিভাবে নেয় সকলেই দেখতে উৎসুক।

রায়হান, মাজহার হোসেন, আবুল মিলে সমস্ত পরিকল্পনা সম্পন্ন করে। দেলোয়ারকে খুলনায় পাঠান হয়। সে-ই বছরে বার দুয়েক দেবহাটায় যাতায়াত করে। সেখানকার সবকিছুর বিলি ব্যবস্থা করে রুবার ফুপু ও তার ছেলে মনিরকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। নুরুন্নেছার যেমন বয়স বেড়েছে, মনিরও তেমনি প্রায় যুবা বয়সে পদার্পণ করেছে। সে আগামী বছর স্কুল ফাইনাল দেবে। গায়ে পায়ে তাকে বেশি বড় দেখায়। রুবা অন্যত্র তাকে দেখলে হয়ত চিনতেই পারত না।

সকালবেলাই তারা এসে পড়ে। তাদের দেখে রুবা যেমন অবাক হয় তেমনি মনের মধ্যে তীব্র আবেগের সৃষ্টি হয়। সে দৌড়ে এসে ফুপুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দীর্ঘদিন পর আজ আবার প্রয়াত পিতার শোকে খুব কাঁদে।

নুরুন্নেছাও অনেক চোখের পানি ফেলে। অনেকদিন পর রুবাকে এক বিরাট বড়লোকের গৃহবধূরূপে সৌন্দর্য ও যৌবনের ঝলমলে রূপে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধা নুরুন্নেছার চোখের পানি থামতেই চায় না।

রুবা রায়হানকে জিজ্ঞেস করে, ফুপু ও মনিরকে আনতে পাঠিয়েছ আমাকে বলনি কেন?

সবকিছু তোমাকে জিজ্ঞেস করেই করতে হবে এমন কোন আইন নেই।

রুবা সে অবস্থায়ও হেসে ফেলে। বলে, এই বাড়িতে সে আইন আছে। আইন ভাঙার অপরাধে তোমার শাস্তি অবধারিত।

www.pathagar.com

রুবা মনিরকে হাতে ধরে সম্মুখে এনে দাঁড় করায়, ফুপু, আমাদের পিচ্চি মনির যে এখন একটা বেটা হয়ে উঠেছে!

লজ্জিত মনির তার রুবা আপাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

তুই এবার কোন ক্লাশে পড়ছিস?

সামনের বার পরীক্ষা দেব আপা।

ভালো, খুব ভালো। আয় ঘরে আয়। ফুপু ঘরে আস।

সে তাদেরকে ভিতরে নিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে বাক্স-পেটরা দেখে সহজেই বুঝা যায় তারা স্বল্পকালের জন্য আসেনি। তাদেরকে নিচের দুটি ঘরে ব্যবস্থা করে দিয়ে উপরে উঠে রুবা রায়হানকে জিজ্ঞেস করে, বিষয়টা কি?

কি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছ?

ফুপু ও মনির।

তারা এখন থেকে এখানেই থাকবে। এত বড় বাড়ি পড়ে রয়েছে। তারপর তোমার বাগানবাড়ি কেনা হচ্ছে। আপন লোকজনের খুবই প্রয়োজন। তাই তাদেরকে আর গ্রামে না রেখে এখানে নিয়ে এলাম। গ্রামে মনিরের লেখাপড়া ভালো হবার কথা নয়। তাকে প্রাইভেট টিউটর রেখে দিতে হবে।

তোমার মতলবটা কি?

খুবই সরল মতলব। রুবার ফুপু ও ভাইকে তার কাছে রাখা।

রুবা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। রায়হানকে ইতোমধ্যে সে ভালোই চিনেছে। নিশ্চয়ই অন্য কোন পরিকল্পনা আছে! আচ্ছা, ঠিক আছে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

সে আবার নিচে নেমে যায়। ফুপু ও মনিরের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তাদেরকে নাস্তা দিতে কত দেরি এসব তদারকির সুযোগ পেয়ে তার চিত্ত উৎফুল্ল। অনেকদিন পর নিজের আপন মানুষ বলতে এ দু'জনকে কাছে পেয়ে তার মন আনন্দে নেচে ওঠে। তারা হাত-মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। রুবা তাদেরকে ডাইনিং রুমে নিয়ে আসে।

কাজের লোকজনকে বলে, আমার ফুপু ও ছোট ভাই মনির। তোমরা দেখো

www.pathagar.com

তাদের যেন কোন অযত্ন না হয়।

দবির এসে ফুপুকে সালাম জানিয়ে বলে, স্যার সে কথা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন ম্যাডাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন কোন অসুবিধা হবে না। কাজের লোকজন কিছুদিন থেকে তাকে ম্যাডাম ডাকে।

ফুপু রুবার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, কত বড় হয়েছিস মা! মাশাল্লাহ্ তোর রূপে চারিদিকে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সলজ্জ রুবা স্মিতমুখে চুপ করে থাকে।

নুরুন্নেছা রুবাকে দুই হাতে ধরে থাকে, মা, তোর কল্যাণে আমরা সেখানেও ভালোই ছিলাম। ছ'মাস পর পর তোর লোক গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসত। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা করত তোর কাছে আসার। ভালো করেছিস মা, আমাদেরকে নিয়ে এসেছিস। যে ক'টা দিন বাঁচব, তোর মুখখানা যেন রোজ দেখতে পাই।

ফুপু, বাবা চলে গেছে ফাঁকি দিয়ে। তুমিও যাবার কথা বলছ! তোমাকে অনেক দিন বাঁচতে হবে। মনিরের ছেলে মেয়ে না দেখে কোথায় যাবে!

মনির এখনও ছেলেমানুষ। মা, আমি তোর ছেলে মেয়ে কোলে-পিঠে করতে চাই। হ্যাঁ রে মা, জামাই খুব বড়লোক, তা-ই না?

রুবা লজ্জা পায়। কিন্তু তখনই কোন উত্তর করে না। রায়হান সেখানে ঢোকে। হাসিমুখে বলে, আমি নই ফুপু, আপনার ভাইঝি বেশ বড়লোক। এখানে যা কিছু দেখছেন সব তার। আপনার জামাইকে খেতে দিলে খায়, খেতে না দিলে উপোষ।

রুবা তাকে কিছু বলতে উদ্যত হতেই রায়হান হাক ডাক শুরু করে, এই তোরা খাবার দিতে এত দেরি করছিস কেন। কতদূর থেকে লঞ্চ জার্নি করে এসেছে!

লোকজন তাড়াতাড়ি খাবার পরিবেশন করে। ফুপু বলে, না বাবা, কোন অসুবিধা হয়নি। আপনার দেলোয়ার মিয়া আমাদেরকে খুব যত্ন করে নিয়ে এসেছে। পথে কোন কষ্ট হতে দেয়নি।

বেশ, বেশ, ফুপু আপনি মনিরকে নিয়ে নাস্তা করুন। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। পরে দেখা হবে। খাওয়া দাওয়া করে আপনারা একটু ঘুম দিন।

রুবা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?

সকাল দেখছ কোথায়! অফিসের সময় হয়ে এসেছে। আমি অফিস থেকে ফিরে

www.pathagar.com

এসে কথা বলব।

সে বের হয়ে যায়।

ফুপু এবার রুবাকে বলে, বেশ কিছুদিন পূর্বে পূর্বধলার সেই আরফান দেশে গিয়ে সবাইকে বলেছে সে তোকে আইনমতো ছেড়ে দিয়েছে এবং তোর এক বিরাট বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। আমি অবশ্য পূর্বেই সেটা অনুমান করেছিলাম। দেশের মানুষ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানত না। এবারই আরফান ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে সব প্রকাশ করেছে।

তার কথা আর উচ্চারণের প্রয়োজন নেই ফুপু। সেই নাম আর কোনদিন এই বাড়িতে তুলবে না। আমি সেটা ভুলতে চাই।

মনির বলে, আপা, সেও আর কোনদিন কিছু বলবে বলে মনে হয় না। এবার ঢাকা থেকে ফিরে সে একেবারে চুপসে গেছে।

ঠিক আছে ভাই, তুই নাস্তা খা। ফুপু, তোমার আর কিছু লাগবে?

না-মা, আর কিছুই লাগবে না। আল্লাহ্ তোর মঙ্গল করুন। তুই যে এত বড় রাজরাণী হয়েছিস দেখেই আনন্দে আমার পেট ভরে গেছে।

রুবা বলে, ফুপু, তোমরা এখন থেকে আমাদের সাথেই থাকবে। তোমাদের পেয়ে আমারও আজ আনন্দের সীমা নেই। তোমরা বাবার স্মৃতি।

খাওয়া শেষ করে তারা ঘুমাতে গেলে রুবা উপরে উঠে রায়হানকে টেলিফোন করে, সাহেব সাত তাড়াতাড়ি অফিসে গিয়ে কি করছেন?

গিন্নীর টেলিফোনের অপেক্ষায় আছি।

তুমি বাসায় চলে আস।

কেন? এত জরুরি তলব কেন?

আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমাকে অনেক ভালোবাসব।

বলিস কি রে! তা হলে তো সব ফেলে এক্ষুনি উড়ে আসতে হয়। রুবা, রুবা রে, তোকে আমি গিলেই ফেলব।

এই, মুখ খারাপ করবে না। তোমার বদ্ অভ্যাস আর গেল না। একটু আসকারা দিলেই তুই তোকারি শুরু হয়ে যায়।

www.pathagar.com

হা, হা, হা।

এই থামবে! বল, কখন আসছ?

রায়হান নাটকীয় স্বরে বলে, হার ম্যাজেস্টির এত্তেলার পর এই অধমের পক্ষে আর তিলমাত্র সময় ক্ষেপন যুক্তিসঙ্গত নয়। তার স্কন্ধে একটাই মাথা। টেলিফোন ছাড়ার অব্যাবহিত পরেই রায়হান রেজা নামধারী এই গোলাম হোসেন গাড়িতে উঠল বলে, মহামান্যা!

রুবা হাসতে হাসতে ফোন রেখে দেয়।

কিন্তু রায়হান তখনই আসে না। রুবার অভিমান হয়। যখন তাকে প্রাণখুলে আদর করতে ইচ্ছা তখনই সাহেবের কাজের অন্ত নেই। ভাবতে ভাবতে কখন রুবা বিছানায় শুয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

রায়হান এসে দেখে সে ঘুমাচ্ছে। সে চুপিচুপি নিচে নেমে যায়। ফুপু ও মনির তখন একপ্রস্থ ঘুমিয়ে উঠেছে। তারা রহমান ও জমিলাকে নিয়ে বাড়ি প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে ঘরে এসে বসেছে। রায়হান ঢুকতে তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। জমিলা ও রহমান দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি ফুপু। মনির তুমিও শোন।

বলেন বাবা, বলেন।

অনেক দিন থেকেই রুবা ও আমি স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করছি। নিজেরাই নিজেদের বিয়ে দিয়েছি। এ বাড়ির সকলেই জানে আমরা বিবাহিত। আজ সেটা আপনার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সুসম্পন্ন করতে চাই।

বুঝলাম না বাবা।

না বুঝার কিছু নেই। আমাদের বিয়েটাকে আপনার হাত দিয়ে বিধি সম্মতভাবে সমাধা করতে চাই। সেই জন্যই বিশেষ করে আজই আপনাকে আনা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আপনি মুরব্বী হিসেবে রুবাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। সন্ধ্যায় কাজী আসবে। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু আছে মাজহার হোসেন। রুবা তাকে দাদা ডাকে। সে একজন বড় পুলিশ অফিসার। সে এবং আমার ম্যানেজার আবুল মিলে

www.pathagar.com

সব আয়োজন করছে। শুধু একটি কথা, অন্য সকলে জানে, আমাদের আইনানুগ বিয়ে বহু পূর্বেই হয়ে গেছে। কাজেই কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। রুবাও এখন পর্যন্ত কিছু জানে না। বিকালে আপনি তাকে তৈরি করবেন। বুঝেছেন ফুপু?

ফুপু এতক্ষণে বলে, বুঝেছি বাবা। আর বলতে হবে না। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

রায়হান হাসিমুখে উপরে উঠে যায়। চুপ করে রুবার পাশে শুয়ে পড়ে। অভ্যাসমতো রুবা নিজের অজান্তেই তার মুখটি রায়হানের বুকে গুঁজে দেয়। পরক্ষণেই তার ঘুম ভেঙে গিয়ে সে উঠে বসে, এই তুমি কখন এসেছ? এসে চোরের মতো এখানে ঢুকে পড়েছ! আমি অপেক্ষা করে করে শেষে ঘুমিয়ে পড়েছি।

সে হেসে ফেলে।

রায়হান তাকে আবার জোর করে শুইয়ে দেয়, তার মুখ টেনে নিজের বক্ষে চেপে ধরে।

এই ছাড়, আর শোব না। নিচে কাজ আছে।

না, আজ তোমার কোন কাজ নেই, বিয়ের কনেকে কাজ করতে হয় না।

রুবা মুখ তুলে তাকায়, কি বলছ এসব? কে বিয়ের কনে?

আমার বউ।

বউ কোনদিন কনে হয় না। বাগাড়ম্বর ছাড়।

না রুবা, তোমাকে চমক দেব বলে আগে খুলে বলিনি। আজ সত্যিই আমাদের বিয়ে। সন্ধ্যার পর পরই সকলে এসে পড়বে। এইজন্যই আজ ফুপুকে আনিয়েছি।

রুবা এবার আর উঠে না বসে পারে না, সত্যি বলছ? আমাকে ছুঁয়ে বল।

বুকের মাঝে আছ, আর কিভাবে ছুঁয়ে বলব!

আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, পরিহাস করছ না তো? তাছাড়া সেই সমস্যাটার কি হবে?

রায়হানও উঠে বসে। রুবার একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে তাকে ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বলে। অপেক্ষার কাল শেষ হয়েছে। সব সমস্যার সমাধান হয়েছে।

www.pathagar.com

আইনসিদ্ধ ভাবেই আজ রায়হান রুবাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তাদের এ মিলনে আর কোন বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা নেই।

রুবা একমনে সব শুনছিল। রায়হান শেষ করলে সে বলে, সেদিন এই টাকাটাই তুমি আমাকে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ, বলেছিলাম মাস তিনেক পরে খুলে বলব। একটু বেশি সময় লেগে গেল। কিন্তু এটা অবশ্যই সেই টাকা। আমি বেটাকে টাকাটা দিয়েই রফা করতে চেয়েছিলাম। তোমার দাদা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাধান করেছে।

রুবা বলে, দাদা ঠিকই করেছে। ও লোকটার আরও শাস্তি প্রাপ্য ছিল। সে বাবাকে এবং আমাকেও কষ্ট দিয়েছে।

রায়হান হাসে, ভাই বোন এক প্রকৃতিতে গড়া!

রায়হান তাকিয়ে দেখে রুবার চোখে পানি। সে নীরবে চোখের পানি ফেলছে।

কি হল রুবা? এই আনন্দের দিনে তোমার চোখে পানি! আজ কাঁদতে নেই। চোখ মোছ।

রুবা সহজে অশ্রু সংবরন করতে পারেনা। রায়হান তাকে বুকে টেনে নিয়ে নিজ করতল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দেয়। তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে অর্পণ করে গিয়েছিল। আজ আমি সে সত্য পালন করতে পেরে আনন্দিত।

রুবা আরও জোরে কেঁদে ওঠে, বাবা, বাবাগো।

রায়হান বুঝতে পারে, মেয়েটা আজ তার পরম সৌভাগ্যের দিনে স্বর্গত পিতাকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলছে। খানিক পরে রায়হান তাকে বলে, তুমি যদি কান্না না থামাও, তা হলে আমিও কাঁদব। আমারও মা বাবা কেউ নেই। দুই এতিমের আজ বিয়ে। তোমার তবুও ফুপু ও এক ছোট ভাই উপস্থিত। আমার বিয়েতে আমার পক্ষ থেকে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

রুবা তার কথায় না হেসে পারে না। হাসি কান্না মিশ্রিত সেই অপূর্ব মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রায়হান নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। রুবার কান্না বিজড়িত চক্ষু পল্লবে ও অধরে তার ওষ্ঠাধর নেমে আসে।

একসময় রুবাও দুই হাতে তাকে বেষ্টন করে তার বুকে মুখ ঘষে। রায়হান

www.pathagar.com

জানে এটা রুবার বিশেষ বার্তা প্রেরণের একটা রীতি। সে বলে, না রুবা, এখন নয়। এসবের চাহিদা সবসময়ই আমার একটু বেশি। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। আর কিছু সময় পরই পূত পবিত্রভাবে পরম করুণাময়ের নাম উচ্চারণ করে ধর্মমতে আমি তোমাকে সারা জীবনের জন্য পেতে যাচ্ছি। সৌভাগ্যের সেই সুন্দর মাহেন্দ্রক্ষণটিকে আর ক্ষুণ্ন করতে চাই না। তুমি আমাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলে। আমিও তাই করব। আজ তোমার আমার সব চাওয়া পাওয়া একাকার হয়ে যাবে।

রুবা উঠে পড়ে। পা ছুঁয়ে রায়হানকে সালাম করে বলে, নিচে চল। খাবারের সময় হয়েছে। বাড়িতে আজ মেহমান রয়েছে।

তাই চল। আমি ফুপুকে ও মনিরকে সব বুঝিয়ে বলেছি। তোমাকে কোন সঙ্কোচ করতে হবে না। তুমি একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করবে। আবুল ছাড়া সকলেই জানে আমরা বহু পূর্বেই এ কাজ সেরেছি। সন্ধ্যায় মাজহার, কাজী সাহেব ও দেলোয়ার আসবে। উপরে সব কাজ সারা হবে। কোন উচ্চবাচ্য হবে না। তুমি কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা করো না। আমার উপরে ভরসা করে দেখ ঠকবে না।

সে কথা নতুন করে আমাকে বলতে হবে না। চল নিচে যাই।

উপরে কোলাপসিবল গেট টেনে দিয়ে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার পূর্বে আবুল একটা গোলাপী রঙয়ের বড় সুটকেসে সব জিনিসপত্র রুবার ফুপুকে বুঝিয়ে দেয়। কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তবুও আবুল বিয়ের প্রত্যেকটি জিনিস কিনে এনেছে। একসেট নতুন গহনাও এনেছে। ফুপু তাকে সাজাতে এলে সে বলে, এটা হিন্দুদের বাসি বিয়ের মতো। বহু পুরাতন ঘটনাকেই নতুন করে সংঘটিত করা হচ্ছে। বিশেষ সাজ সজ্জার প্রয়োজন নেই ফুপু। আমি যেমনি আছি, তেমনি থাকব। আজ তোমার দোয়া আমার সবচাইতে বেশি কাম্য।

সেটা তো মা শোনা অবধি প্রাণভরে করে যাচ্ছি। কিন্তু বিয়ে বলে কথা! আমারও শখ সাধ রয়েছে। এসো মা, জামাইর দেওয়া কাপড় চোপড় পরিয়ে দিই।

রুবা বলে, ফুপু, আমার সবকিছুরই তার দেওয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি চাচ্ছ, সামান্যভাবে কাজ স্যার।

এ বিয়েতে কোন বাদ বিসম্বাদ, হৈচৈ, চিৎকার হয় না। খানাপিনারও তেমন ব্যবস্থা নেই। কে বরযাত্রী আর কে কন্যাযাত্রী বুঝা যায় না। কাজী সাহেব বিয়ে পরায়। মাজহার হোসেন উকিল হয়। আবুল, দেলোয়ার আর মনির হয় স্বাক্ষী।

www.pathagar.com

বাইরের আর একটি লোকও উপস্থিত নেই। এমনকি বাড়ির অন্যান্য কাজের মানুষেরাও জানতে পারছে না উপরে তাদের মনিব তার বউকে বিয়ে করছে।

কাবিনে সই সাবুদ হয়ে যাবার পর কাজী সাহেব একটি চমৎকার মোনাজাত করে। সকলেই হাত তোলে। একই আসরে বসা রুবা এবং তার ফুপুও চোখের পানিতে সে দোয়ায় শরিক হয়।

মাজহার হোসেন দুটি প্যাকেট নিয়ে এসছে। একটিতে লেখা মিস্টার রায়হান। সেটি বেশ বড়। অন্যটিতে লেখা মিসেস রুবা রায়হান, সেটা দেখেই বুঝা যায় তাতে অলঙ্কার রয়েছে। সাকুল্যে মাত্র দুটি উপহার।

রায়হান তার বাক্সটি খোলার উপক্রম করতেই মাজহার বলে, এখন নয়। এটা বাসরে খুলিস।

রুবার নামাঙ্কিত বাক্সটি সে নিজেই খুলে দেখায়, এক সেট পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কার।

বহু পুরাতন কিন্তু আজ নতুন বউ রুবা কথা বলে, দাদা, তোমাদের দোয়া ছাড়া আজ আমি কিছুই চাই না। এত টাকা করচ করে এতসব কেন আনতে গেলে!

মাজহার হোসেন বলে, বোনের বিয়েতে ভাইকে কাফফারা দিতেই হয়। তুমি বিয়ের কনে, এসব কথার মধ্যে কেন?

রায়হান মন্তব্য করে, ভেবেছ তোমার দাদা এটা কিনে এনেছে! কোন দুই নম্বরী দোকান থেকে হাতিয়ে এনছে। পুলিশ পারে না হেন কাজ নেই।

মাজহার বলে, আছে, এমন কাজও আছে যা পুলিশ পারে না। বিশ্ব নিন্দুকদের তারা হেদায়েত করতে পারে না। পুলিশের অনেক অপারগতার এটি একটি।

আসরের সকলেই অসঙ্কোচে হেসে ওঠে।

মাজহার হোসেন বলে, বেটা কিপ্টে। পয়সা ব্যয় হবে বলে চুপি চুপি বিয়ের কাজ সারল। বলি, বোনটি আমাদের কি এখন যার যার বাড়িতে গিয়ে বৌভাত খেতে হবে?

রুবা জবাব দিবার পূর্বেই আবুল নিবেদন করে, না স্যার, ডাইনিং রুমে সব ব্যবস্থা করা আছে। আপনারা সকলে নেমে এলেই খাবার দিতে বলব।

কাজী সাহেব বিদায় নিতে চায়। মাজহার হোসেন বলে, না খেয়ে কোথায় যাবেন? খাওয়ার পর চলুন একসাথে খাওয়া যাবে। আমি আপনাকে নামিয়ে দেব।

www.pathagar.com

সকলে নিচে নেমে আসে। রায়হানের নির্দেশে সব ক'জন একসাথে খেতে বসে। নিয়ম ভঙ্গ করে আবুল ও দেলোয়ারকেও বসতে হয়। রুবা, তার ফুপু এবং মনিরও একই টেবিলে বসে আহার করে।

বাড়ির কাজের লোকজন সব দেখে শুনে তাজ্জব বনে যায়। কিন্তু তারা কোন প্রশ্ন করতে সাহস পায় না।

খাওয়ার পর পরই মাজহার হোসেন কাজী সাহেবকে নিয়ে বিদায় হয়। দেলোয়ারও অনুমতি নিয়ে চলে যায়। বরবধূ উপরে উঠে আসে। আবার কোলাপসিবল গেট বন্ধ হয়ে যায়।

রুবা উপরে উঠে এসে রায়হানকে ভক্তিভরে সালাম করে। সে টিপ্পনি কাটে, এত পতিভক্তি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

রুবা কোন প্রতিউত্তর না করে তাকে টেনে নিজের পূর্বতন শোবার ঘরে নিয়ে আসে। সেখানে এক পার্শ্বে নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। রুবা জায়নামাজ বিছিয়ে বলে, আমার অজু আছে। তুমি অজু করে আস। দু'রাকাত শোকরানা নামাজ পড়তে হবে একত্রে।

রায়হান কোন কথা না বলে অজু করে আসে। বলে, অনেকদিন অভ্যাস নেই। ভুল হয়ে যেতে পারে। তুমি যে এখানে নামাজ পড় তা তো জানতাম না!

রুবা বলে, আমিও নিয়মিত পড়ি না। অনেক অপরাধ হয়ে গেছে। এখন থেকে আর অবহেলা করব না। এসো, তুমি আমার সঙ্গে পড়বে। তা হলে ভুল হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন।

স্বামীকে নিয়ে রুবা দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে। নামাজান্তে রায়হান তাকে পাঁজাকোল করে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। বলে, নতুন বউকে এভাবেই নিয়ে আসতে হয়।

এবার তাদের দৃষ্টি পড়ে মাজহার হোসেনের উপহারকৃত প্যাকেটটির প্রতি। রায়হান সেটা খুলে ফেলে। ভিতরে আর একটা প্যাকেট। সেটাও খুলে দেখে ভিতরে আর একটি প্যাকেট। এইভাবে প্যাকেটের ভিতর প্যাকেট বের হতে হতে পঞ্চম এবং শেষ প্যাকেটে বের হয় একটি কনডোমের প্যাকেট।

তারা দু'জন হাসতে হাসতে বিষম খাবার উপক্রম।

রায়হান বলে, শালা মাজহার আজকে সত্যিকারের শ্যালকের মতোই পরিহাস

www.pathagar.com

করে গেছে।

রুবা মুখে কাপড় গুঁজে হাসি থামাবার চেষ্টা করে। বলে, সে তো তোমার শ্যালকই হয়। বড় শ্যালক, সম্বন্ধী।

শালা ভেবেছে কি! বিয়ের পূর্বেই কোন দিন এসব ব্যবহার করিনি। বেটা আমার বংশবৃদ্ধিতে বাধ সাধতে চায়?

রুবা তার কানে কানে কি বলে। রায়হান হুঙ্কার ছাড়ে না, তুমিও আর ওসবের মধ্যে যাবে না। এখন আমরা মুক্ত বিহঙ্গ। দুনিয়া ওলোট-পালোট হয়ে যাক, আমরা আমাদের বাসর রাত নতুন অভিযাত্রায় অবিস্মরণীয় করে তুলব।

তার যে কথা সে কাজ।

নতুন বোতলে পুরনো মদের স্বাদই আলাদা।

খুব প্রত্যুষে ইন্টারকম বেজে ওঠে, স্যার, আমেরিকায় লাইন পেয়েছি। কথা বলেন।

আবুল তাকে সংযোগ দেয়।

হ্যালো, সায়মা, কেমন আছিস? আমার মামনি, আসলাম ওরা কেমন আছে? আমরা সব ভালো। কবে আসব? দাঁড়া, দাঁড়া মস্ত খবর আছে। গত সন্ধ্যায় তোর ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কাল আমি ও রুবা আইনানুগ ও ধর্মীয়মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তোদের সকলের ইচ্ছার এটা প্রতিফলন। অবশ্যই আমি অত্যন্ত খুশি এবং গর্বিত। দিচ্ছি, দিচ্ছি, তোর ভাবীকে দিচ্ছি। মামনিকে একটু দে। পরে? আচ্ছা, ঠিক আছে, দিচ্ছি রে বাবা, তোর আদি এবং অকৃত্রিম ভাবীকে দিচ্ছি। এই নে, কথা বল।

রুবা টেলিফোন ধরে, হ্যালো, সায়েমা আপা, আচ্ছালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, গত রাত্রে। অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের সকলের ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করা হল। শুভেচ্ছাও আন্তরিকতার সাথেই গ্রহণ করছি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুশি। এটাই ছিল আমার স্বপ্ন ও সাধনা। আপনার ভাইয়াকে বলুন, আমি তো এক পায়ে খাড়া। নতুন করে মধুচন্দ্রিমার কিছু নেই। বিলম্বিত বিবাহে নতুনত্বের সুযোগ নেই। বলা

www.pathagar.com

চলে, প্রতিদিনই আমাদের হানিমুন। দেখি, আপনার ভাইয়া কবে নাগাদ নিয়ে যায়। এতদিন আমি জোর করতে পারতাম, এখন স্বামী প্রবর না উল্টা আমার উপরই হম্বি তম্বি শুরু করে! রিয়াকে দিন, আসলাম সাহেব কোথায়? বাসায় নেই? তাকে শুভেচ্ছা দেবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিন। হ্যালো রিয়া। তুমি কেমন আছ মামনি! এখন থেকে আর ভাবী নই, মামি। মামি তোমার সামনে? ঠিক আছে, তা হলে মামানি। তাও না? ভাবীই ডাকবে? ঠিক আছে। তোমার যেটা ভালো লাগে। তুমি বাংলা শিখছ! খুব ভালো, খুব খুশি হলাম। নিশ্চয় আসব, খুব তাড়াতাড়ি আসব। তোমার জন্য কি আনব মামনি? কিছু চাই না? আমরা চলে আসব? বেশ বেশ নিশ্চয়ই আসব। তোমরা ভালো থেকো। খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ মামনি।

রুবা টেলিফোন রেখে দিয়েই বলে, সরি, তোমাকে দিতে ভুলে গেলাম। তুমি রিয়ার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলে। আবার লাইন লাগাতে বলব?

না, থাক। অন্যসময়ে কথা বলা যাবে। সকালের ঘুমটা আবুল ভেঙে দিল। সারা রাত তুমি ঘুমাতে দাওনি!

এই, সব দোষ এখন আমাকে দেওয়া হচ্ছে! নিজে খুব ভালো মানুষ! আমি কয়েকবারই চেষ্টা করেছি একটু ঘুমুতে, তুমিই দাওনি। এখন আমাকে দোষারূপ করছ।

রায়হান মিটমিট করে হাসে। রুবা আড়মোড়া ভেঙে শয্যা পরিত্যাগের উপক্রম করতেই রায়হান তাকে জড়িয়ে ধরে, এই বউ, এত সকালে যাচ্ছ কোথায়?

রুবা তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসে, আবার ডাক।

বউ, বউ, বউ।

তোমার মুখে এই ডাকটা এত মধুর শোনাচ্ছে।

আমার মুখে নয়, তোমার কর্ণে মধুর শোনাচ্ছে। বউ, কানে কানে কানে একটা কথা বলব?

এখানে কোন মানুষটা আছে? কানে কানে কেন?

কানে কানেই বলব।

রুবা হাসিমুখে তার কান স্বামীর মুখের কাছে নিয়ে যায়। রায়হান ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলে!

www.pathagar.com

রুবা হাসতে তাকে, বলেছিলাম অবশ্যই। সেটা ছিল আমার রাতের প্রতিশ্রুতি। স্বীকার করেছিলাম, দ্বিমত পোষণ করব না। কিন্তু সকালের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিশ্রুতির কাল শেষ হয়েছে। এখন আর জ্বালাতন করো না। প্রস্তুত হয়ে নিচে যেতে হবে। ফুপু, মনির রয়েছে না? তাদেরকে দেখ ভাল করতে হবে না!

রায়হান তার দুই হাত মাথার নিচে স্থাপন করে বলে, ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল দেখছি! এ যে খাল কেটে কুমির আনার শামিল। এতদিন নির্বিবাদে ছিলাম, এখন নিজেই এক ঝঞ্ঝাট এনে দাঁড় করিয়েছি।

রুবা তাকে তিরস্কার করে, ছি, এভাবে বলতে নেই। কেউ না থাকলে নিরবিচ্ছিন্ন প্রেম ভালোবাসাও পানসে হয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের উপস্থিতিতে এবং সকলের শুভাশীষে ধন্য হয়ে তোমাকে আমি বারবার আবিষ্কার করব এতেই যে পরম আনন্দ!

রায়হান তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বউটা তার সত্যিই তুলনাবিহীন! এত সুন্দর অভিব্যক্তি সম্পন্ন মেয়ে সহজে দেখা যায় না। মন নয়, যেন একটি পুন্য প্রস্রবন। কোন আবিলতা তাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু তারপরও আজ তাকে উঠতে দিতে মন চায় না। দেহের কামনা নয়, মনের অতলান্ত চাহিদার শেষ নেই। রুবা সর্বক্ষণ তার বুকে থাকলে তার তৃপ্তি। কাছে ঘুরঘুর করলেও সুখের অন্ত নেই। সে বলে, বউ আজ আর একটু থাক। কথা দিচ্ছি, কোন অবিমৃশ্যতা করব না। তুমি আমার কাছে থাক বউ।

রুবা তার মাথাটি রায়হানের বুকে স্থাপন করে বলে, এই ডাকটিতে আমার এত দুর্বলতা পূর্বে জানা ছিল না। তুমি এ নামে ডেকে আমাকে সম্মোহিত করে ফেলছ।

কিছুকক্ষণ পরে বলে, নিচে ওরা রয়েছে। এবার অনুমতি দাও। গোছল সেরে নিচে যাই।

রায়হান অবুঝের স্বরে বলে, কেন, ফুপুর বিয়ে হয়নি? সে মনিরকে গর্ভধারণ করেনি? সে সব বুঝবে। তুমি আজ কোথাও যাবে না। আমি আজ পৃথিবীর কাছ থেকে ছুটি নেব। শুধু বউকে নিয়ে পড়ে থাকব। লোকে যা খুশি বলুক।

রুবা স্বামীর একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে, তোমার মন্দ না লাগলেও স্বামীর নিন্দা সতী সইতে পারবে না। কাজেই এবার আমাকে উঠতে দাও। বিরতি নতুন উদ্যমেরই সহায়ক, সাহেবের কি এটা জানা নেই?

www.pathagar.com

রায়হান এবার নমনীয় হয়, আমি কিন্তু উঠব না। ঘুমাব এবং পরে তুমি এখানেই প্রাতরাশ দেবে। তুমি নিচে বেশিক্ষণ অতিবাহিত করতে পারবে না।

তুমি এমন করছ, যেন আর কোনদিন মেয়েমানুষ দেখনি!

ঠিক বলেছ, মেয়েমানুষ অবশ্যই দেখেছি, বউ দেখিনি। আজ আমি প্রাণভরে বউ দেখব। বউ কথা কও। বউ কথা কও।

রুবা রায়হানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্বামীর মুখ বন্ধ করে হাসতে হাসতে উঠে পড়ে। রায়হান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। রুবা বাথরুমে ঢুকে পরলে সে একটা বালিশ নিজের মুখের উপর চেপে ধরে নতুন করে ঘুমাবার আয়োজন করে।

রুবা প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে দেখে ফুপু এবং মনির বাগানে বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছে। ফুপুকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে সেও এক কাপ চা নিয়ে তাদের সাথে বসে।

ফুপু, বাড়ি ঘর পছন্দ হয়েছে? মনির?

কি যে বলিস মা, এ যে রাজাপ্রাসাদ! তাও মুখেই শুনেছি, এই প্রথম দেখলাম।

মনির বলে, আপা, শুনলাম তোমাদের ছাদে পুষ্করিণী আছে। ঠিক?

রুবা হাসিমুখে জবাব দেয়, পুষ্করিণী নয়, সুইমিং পুল। তুই ইচ্ছা করলে সাঁতার কাটতে পারবি। নাস্তা করে ফুপুকে নিয়ে ছাদ দেখতে যাস। ফুপু তোমাদের কিছু প্রয়োজন হলে অসঙ্কোচে আমাকে বলবে। বা আবুল ভাইকেও বলতে পার। মনে রেখো এখন থেকে এটাই তোমাদের বাড়িঘর।

তার ফুপু জিজ্ঞেস করে, জামাই ওঠেনি?

সে কখন উঠে আমেরিকায় বোন ভাগ্নীর সঙ্গে কথা বলেছে! এখন আবার ঘুমাচ্ছে। আজ অফিসে যাবে না, তাই ভাবছি, আরও একটু ঘুমোক।

তা ঘুমোক। মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। লজ্জা করিস না। শুনলে মন পরিতৃপ্ত হবে। জামাই তোকে খুব ভালোবাসে?

রুবার চোখ-মুখে লজ্জার ছাপ পড়ে। তবুও সে জবাব দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, হ্যাঁ ফুপু, খুব ভালোবাসে। এতখানি কেউ পারে বলে জানি না। সেদিন সে বাড়িয়ে বলেনি। আমি আসার পর থেকে যা কিছু করেছে, সব আমার নামেই করেছে। আমার ভাগ্যে নাকি আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। তুমি ভাবতে পারবে

www.pathagar.com

না ফুপু এখন আমি কত সম্পদের মালিক! কিন্তু এতসবে আমার কি প্রয়োজন! আমার একমাত্র সম্পদ তোমার জামাই।

ফুপু খুব খুশি হয়। কায়মনোবাক্যে এই পিতৃ-মাতৃহীন ভাইঝিটির মঙ্গল কামনায় সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া জানায়।

রায়হানের ধারণা, তার ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বে যতই ভালো চলুক না কেন, রুবা তার জীবনে আসার পর ভাগ্যলক্ষ্মী শত হাত প্রসারিত করে তাকে শনৈঃ শনৈঃ অভাবিত শ্রীবৃদ্ধি প্রদান করেছে। অফিসে একটা পৃথক শাখা খুলেছে আর্ন্তজাতিক বিভাগ নাম দিয়ে। কয়েকজন নতুন কর্মচারীও নিযুক্ত করেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি সাফল্যজনক ব্যবসায়ে সে আশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করেছে। নবলব্ধ অর্থ রুবার নামে জমা করেছে।

রায়হান আবুলের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যে খুবই সন্তুষ্ট। সে চেয়েছিল আবুলকে অফিসে একটা বড় পদে অধিষ্ঠিত করতে। আবুল সবিনয়ে নিবেদন করেছে, স্যার, আমাকে আপনার ব্যক্তিগত কাজে বাসায়ই রাখুন। আপনার সেবা করতে পারলেই আমি কৃতার্থ।

সে আবুলকে বাড়ির ম্যানেজার করে দিয়েছে। রুবা ও রায়হানের যাবতীয় বিষয়াবলীর সে তত্ত্বাবধায়ক।

আবুল জয়দেবপুরের বাগান বাড়িটি ক্রয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা করে একদিন দু'জনকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। বেশ বড় এলাকা জুড়ে বাড়ি। এক তলা দালানটিতে বেশ কয়েকটি কক্ষ আছে। কোন পুষ্করিণী অবশ্য নেই। বাগান-বাড়ি হলেও সেভাবে কোন বাগান নেই। রুবা তার উল্লেখ করায় রায়হান বলে, তখন এর খোল-নৈচা পাল্টে ফেলব। যা দেখছ আর সেদিন যা দেখবে তার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকবে।

আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু পুকুর নেই।

সে ব্যবস্থাও হবে। অনেক বিস্তৃত জায়গা, পুকুর কেটে নেওয়া কোন সমস্যা হবে না। তোমার আর কি কি চাই?

রুবা বলে, কেন, আমি তোমাকে সব লিখে দিয়েছি না? সেটা কি হারিয়ে ফেলেছ?

না ম্যাডাম হারাব কেন। সেটা জায়গা মতোই আছে। সব পরে টের পাবে।

www.pathagar.com

মানে?

মানে, আগে জায়গাটা কিনে নিই, পরে আর্কিটেক্ট, প্ল্যানার, বিল্ডার, কন্ট্রাকটারের হাতে সব ছেড়ে দেব। তাদের কাছেই তোমার মূল্যবান পরিকল্পনাটি চলে যাবে।

রুবা বলে, তারা দেখে হাসবে, ওটা আমি তোমার জন্য তৈরি করেছি।

না-হাসবে না। সেটাকে তারা মাথায় নিয়ে ঘুরবে। প্ল্যানিং এর সময় সেটাই হবে গাইড লাইন।

তুমি কি সেটা দেখছ?

রায়হান হাসিমুখে বলে, তোমার তৈরি পরিকল্পনা আমি দেখবনা? দেখেছি, সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছি। অধিকন্তু নিজেও কিছু সংযোজন করেছি।

তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু সব কথার শেষ কথা যদি সম্পত্তিটা কেনা হয়।

রায়হান তার চোখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় জানতে চায়, তোমার মন চাচ্ছে কিনা বল। বাকিটা আমার উপর ছেড়ে দাও।

চাচ্ছে।

রায়হান আবুলকে ডেকে এক পাশে নিয়ে কী সব নির্দেশ দেয়। রুবাকে ডেকে বলে, দেখা সমাপ্ত হলে এবার চল ফেরা যাক।

তাই চল। এটা তাদের বিয়ের বেশ পূর্বের ঘটনা। বিয়ের দিন পনেরো পরে একদিন অফিস প্রত্যাগত রায়হান গাড়ি থেকে নেমেই বউ বউ বলে ডাকতে থাকে। মনে হচ্ছে আনন্দের আতিশয্যে সে বিশেষ আবেগাপ্লুত। স্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে না। রুবা তার গলার আওয়াজ পেয়েই নিচে ছুটে আসে, আহ, করছ কি! চারদিকে লোকজন। ফুপু রয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? বউকে একটু ডাকতেও পারব না?

হয়েছে, এখন উপরে চল, জামা কাপড় ছাড়বে।

রায়হান চারদিকে লক্ষ করে। তারপর রুবাকে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে মন্তব্য করে, জামা-কাপড় না হয় একটু পরেই খুলি। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। একটু ধৈর্য ধারণ কর। স্বামীকে দেখলেই কি ওসব করতে ইচ্ছা হয়!

www.pathagar.com

সন্ত্রস্ত রুবা চারদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ শুনছে কিনা। সে রায়হানকে হাত ধরে টেনে সিঁড়িতে নিয়ে আসে। তার এটাচি নিতে যায়। কিন্তু রায়হান আজ এটাচি হাত ছাড়া করে না। অগত্যা রুবা তাকে ঠেলতে ঠেলতে উপরে নিয়ে আসে, আচ্ছা, তুমি কী! এসব কথা এভাবে চেঁচিয়ে কেউ বলে?

না, বলে না। কোন বউও তার স্বামীকে দেখলেই এসবের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে না।

আবার!

উপরে উঠে রুবা জিজ্ঞেস করে, বিষয় কি? সাহেবের মতি আজ অন্যরকম লাগছে কেন!

অনুমান কর।

পারছি না। তুমি বল।

তুমি বড়ই পয়মন্ত বউ। বড় ভাগ্যবতী।

রুবা একগাল হাসে, সে কথা আর বলতে! মিসেস রেজা রায়হান হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছি, আমার মতো ভাগ্যবতী আর কে আছে!

রায়হান বলে, সে তো অনেক দিন থেকেই চলতি দায়িত্বে ছিলে। কনফার্ম হবার পর ভাগ্য উত্তরোত্তর চমক দেখাচ্ছে।

সে তো বটেই। আজ কি হল সেটা বল।

রায়হান এটাচি কেসটি খুলে একটি মোটা ফাইল বের করে রুবার হাতে দেয়, বাগানবাড়ি মোবারক। দলিলগুলো যত্ন করে রেখো।

সত্যি?

রুবা সাতিশয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। ফাইলটি খুলে মূল দলিলটিতে নজর বুলিয়ে বলে, এটা কি হল?

কি হল!

দলিল গ্রহীতা মিসেস রুবা রায়হান। তুমি আবার এত বড় সম্পত্তি আমার নামে রাখলে?

www.pathagar.com

রায়হান নিরীহ মুখে জবাব দেয়, তা হলে কি ওই পাশের বাড়ির বউটির নামে রাখব?

কি যা খুশি তা বলছ! বলছি, শুধু আমার নামে রাখলে কেন?

কারণ, শুধু তুমিই আমার বউ। এবং দশটা না পাঁচটা না একটাই বউ। মনের মতো বউ।

রুবা অনেকটা সময় ধরে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে দলিল ফেলে ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে পর পর অনেক চুমো খায়, তোমার মতো বউ-পাগল মানুষ আমি আর দেখিনি। তুমি একটি নির্ভেজাল স্ত্রৈণ। বউকে এত মাথায় উঠাতে নেই, পরে পরিতাপ করতে হতে পারে।

তাই বুঝি! ঠিক আছে যথাসময়ে মাথা থেকে নামিয়ে এনে জায়গা মতো ফিট করব। এখন কি বউ আমাকে এক কাপ গরম কফি খাওয়াবে! বাগান বাড়ি করে দিলাম, তার কিছু পুরস্কার পাই না!

রুবা বেল টিপে বলে, শুধু কফি নয়। পুরস্কারের বন্যায় আজ তোমাকে ভাসিয়ে দেব। বউ পাগল স্ত্রৈণ লোকটাকে আমিও যে দারুণ ভালোবাসি।

কাজের লোক এলে তাকে দু'কাপ কফি দিতে বলে। সে আবার বলে, যা-ই তুমি বল না কেন, হয় তোমার নামে বা না হয় আমাদের দু'জনের নামে করলেই ভালো হত। শুধুমাত্র আমার নামে করাটা ঠিক হয়নি।

কেন ঠিক হয়নি? কারণ বল। এক এক করে সবগুলো কারণ বল।

যাও, আমি অতশত কারণ বলতে পারব না। লোকে কি বলবে?

আমি লোকের কথার কি ধার ধারি? নিজের বউর নামে বাড়ি করব তাদের কার বাবার কি?

আহা, আবার লোকের বাবা তুলে কথা বলছ কেন? নিজের বউর নামে করবে না কি অন্যের বউর নামে করবে? সে কথা হচ্ছে না। মানুষ। তোমাকে না মন্দ বলে!

রায়হান হেসে ওঠে, এই দেখ নিজের যুক্তির জালে নিজেই জড়িয়েছ। তুমিও বলছ, বউর নামে সম্পত্তি ক্রয় খুবই যুক্তিগ্রাহ্য।

নাহ, তোমার সাথে কথা বলাই নিরর্থক। কর, যা খুশি কর। বউ যেন একমাত্র

www.pathagar.com

তোমারই হয়েছে! আর যেন কারো বউ নেই।

ঠিক বলেছ, তুমি একমাত্র আমারই বউ। আর কারো নয়।

রুবা তার মুখ বন্ধ করে দেয়, তা না হলে আরও কত কি অবান্তর কথা বলে বসবে। তার স্বামীকে দিয়ে কিছু অসম্ভব নয়।

কফি এলে একটি কাপ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, নাও কফি খেয়ে শান্ত হও, কেবল উল্টা পাল্টা কথা!

না বউ, কফি শান্ত করবে না। বরং চাঙ্গা করবে। পরের কার্যক্রমের প্রস্তুতির লক্ষে এই উষ্ণ পানীয় উপাদান হিসেবে সেব্য।

রুবাও কফি পান করতে করতে বলে, আজ সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। এত বড় উপহারের প্রতিদান স্বরূপ আজ সাহেবের সব বাসনা পূর্ণ করা হবে।

ব্র্যাভো, এই না হলে আমার আদর্শ সহধর্মিনী।

কফিশেষে কালবিলম্ব না করে রায়হান রুবাকে ভিতরে নিয়ে যায়।

তোমার ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষার কত দেরি?

খুব বেশি দেরি নেই। এই পরীক্ষা নিয়ে অবশ্য কোন দুশ্চিন্তা নেই। সবাইকেই সেকেন্ড ইয়ারে উঠিয়ে দেয়। কেন জিজ্ঞেস করছ?

তোমার পরীক্ষা হয়ে গেলেই ইউরোপ এবং আমেরিকা সফরে যেতে হবে। প্রলম্বিত মধুচন্দ্রিমা। সায়েমারা বারবার তাগিদ দিচ্ছে। আমার কিছু কাজও রয়েছে লন্ডন ও প্যারিসে। ভাবছি, এর মধ্যে তোমাকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দেব।

না-বাবা, আমার ড্রাইভিং শিখে কাজ নেই। তুমি চালাও, তাতেই আমার ভয় করে। আমি পারব না।

মিসেস রায়হান, ওসব ছেলেমানুষি ছাড়ুন। আপনাকে পারতেই হবে। আজকাল হেদি-পেদিরা ড্রাইভিং শিখছে, আর উনি তা পারবেন না!

এটা হেদি-পেদিদেরই কাজ। আমার প্রয়োজন কি?

www.pathagar.com

রায়হান চোখ পাকায়. আমার মিসেস ড্রাইভিং জানবে না, এটা হতেই পারে না।

তারপর বউকে খানিকটা আদর করে বলে, গাড়ি চালাতে শেখামাত্র নতুন গাড়ি উপহার পাবে। সিঙ্গাপুরে মারিয়া ও জিমিকে স্বাক্ষী রেখে কথা দেওয়া আছে।

রুবা তারপরও মন ঠিক করতে পারে না। রায়হান ঘোষণা করে, কাল ঠিক দুপুরে তোমাকে মানিক মিয়া এভিনিউতে নিয়ে যাব। আমি নিজে ট্রেনিং দেব, চিন্তার কোন কারণ নেই। ভাবতেই আনন্দ হচ্ছে, তুমি গাড়ি চালাচ্ছ। আমি পাশে বসে উপভোগ করছি। কখনও হর্ন টিপছি।

গাড়িতে এখন পৃথক হর্ন থাকে না। স্টিয়ারিং এর সঙ্গেই থাকে। ভেবেছ আমি কিছু জানি না। তুমি যেমন মিস্টার রেজা রায়হান, আমিও তেমন মিসেস রুবা রায়হান। হেলাফেলা করো না।

রায়হান দুষ্টামি করে বলে, আহা, আমি কি সে হর্নের কথা বলেছি নাকি!

রুবা তার দিকে তাকিয়ে রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলে। মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষি করে!

বলে, না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ঠিক আছে, আমি শিখব। ট্রেনের ভালো হলে বেশিদিন লাগবে না।

ট্রেনের খুব ভালো ম্যাডাম। গাড়ি, নারী সবকিছু ড্রাইভ করতে সে এক্সপার্ট।

তা আর জানি না! কিন্তু দ্বিতীয়টা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। পূর্বে যাই হয়ে থাক না কেন, এখন শুধু রুবাতে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া গতি নেই। বিচ্যুতি ঘটলেই রুবা নিজেকে শেষ করে দেবে।

কি কথায় কি কথা চলে এল! নাহ, এই মেয়েমানুষ জাতটার মন মানসিকতার কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানা আজও খুঁজে পেলাম না। যত্তসব!

রায়হান রাগ করে সেখান থেকে উঠে পড়ে।

দেখ, তুমি কিন্তু কথার বরখেলাপ করছ।

সেটা আবার কি?

www.pathagar.com

বিয়ের ডামাডোল এবং বাগান বাড়ি নিয়ে মেতে তুমি তোমার কাহিনী বলা বন্ধ করেছ। সেটা হবে না।

কয়েকদিন পর রুবা আবার স্বামীকে পাকড়াও করে। বলে, আজ মিসেস হামিদার কথা শুরু কর।

রায়হান বিস্মিত। মিসেস হামিদার নাম সে জানল কি করে! এ যে দেখছি মহা ধুরন্ধর মেয়ে! পেট টিপে সব কথা বের করে নেবে! মিসেস হামিদার কথা সে কোনদিন ঘুণাক্ষরেও উলেখ করেনি। তা হলে তার নাম বলছে কি করে! সে জিজ্ঞেস করে, তোমাকে তার কথা কে বলেছে?

রুবা ক্ষুণ্ন হয়, তুমি আমাকে কি ভাব? আমি তোমার সম্বন্ধে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমাকে ছোট করব! আমার জীবন চলে গেলেও তোমাকে হেয় করার কোন প্রচেষ্টায় আমি যোগ দেব না। রবং কেউ তা করতে চাইলে আমি প্রাণপনে বাধা প্রদান করব।

রায়হান বলে, আমি তা জানি। কিন্তু তুমি তার নাম জানলে কি করে? বিষয়টা খুলে বল দেখি!

রুবা হাসিমুখে জানায়, খুলে বলার তেমন কিছু নেই। আমি তোমার ডাইরি পড়েছি। তুমিই পড়তে দিয়েছিলে। ভুলে গেছ?

না, ভুলিনি। কিন্তু সেখানে তো সেভাবে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই!

জী না সাহেব! অত স্পষ্ট লিপির প্রয়োজন নেই। যার মস্তিষ্কে কিছুটা ঘিলু জাতীয় পদার্থ আছে এবং সে যদি লেখককে ভালোভাবে চেনে এবং তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে তা হলে তার পক্ষে এটা নির্ণয় করা কঠিন নয়।

রায়হান চুপ করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রুবা যে এতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না এবং এতটা মননশীলতার অধিকারিণী তা বাহির থেকে হৃদয়ঙ্গম করার উপায় নেই। স্বামীর সেবা ও তার মঙ্গল কামনায় অহর্নিশি নিবেদিতা এই সুন্দরী তরুণীটিকে দেখে প্রতীয়মান হবে সে নিয়ত সুখ ও আনন্দের বারিধারায় অবগাহন করে শুধুই একটি সহজ পরিতৃপ্ত জীবন উপভোগ করছে। কিন্তু রুবাএকটি অনন্য সাধারণ মেয়ে। তার তরুণী হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটি বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাশীল নারীমন হৃদয়ের সব মাধুর্য বিকীরণ করে একটি মানুষকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে দাম্পত্যের সহস্র আনন্দ ধারায় বিচরণ করছে। স্বামীর অতীত জেনেও সে তাকে নিজের প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসে।

www.pathagar.com

রায়হান তার কোন কিছুই রুবার কাছে গোপন করতে চায়নি। একান্ত নিজস্ব ডাইরিটি তাকে পড়তে দিয়েছিল। রুবার সবকিছু জানা থাকা প্রয়োজন। রায়হানের অর্থ-সম্পদ এবং অন্যকিছু সম্বন্ধে তার সঠিক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। সে ভুলেই বসেছিল, ব্যক্তিগত সে ডাইরিতে তার বিগত দিনের বান্ধবীদের নামও উল্লখিত রয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা নেই। কিন্তু একটি বুদ্ধিদীপ্ত সংবেদনশীল পর্যালোচনায় পরোক্ষভাবে অনেক অভিসারের ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

রায়হান ধরা পড়ে হেসে ফেলে, বউ, সেক্ষেত্রে আমাকে আর বকবক করাবে কেন? সবই যখন জানো, তা হলে তাতেই সন্তুষ্ট থাক।

রুবা মাথা ঝাঁকায়, না কিছুই জানি না। বারবার নামোল্লিখিত এবং অবস্থা দৃষ্টে আমার যে উপসংহারের কথা মনে এসছে সেটাই বললাম। তুমি সব খুলে বল। ভুলো না, কথা দিয়েছ!

ঠিক আছে, তাই হবে। আজ মিসেস হামিদার কথাই তোমাকে বলব। এই ভদ্রমহিলার আত্মনিবেদনের মধ্যে হৃদয়ের দুর্বলতা কতটা ছিল জানি না। কিন্তু দেহগত কামনায় সঙ্গে মনের কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষাও জড়িয়ে পড়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে তাকে একজন সুখী স্ত্রী এবং সন্তানের গর্বীতা জননী বলে মনে হলেও তার মধ্যেও একটা সুপ্ত ক্ষুধা বিরাজ করছিল। আমার সংস্পর্শে এসে সেটা ব্যাপকতা লাভ করে আর একটি উপাখ্যানের জন্ম দেয়।

রুবা বলে, তুমি ছিলে একটি কামধেনু। তোমাকে দোহন করে অনেকেই আখের গুছিয়ে নিতে প্রয়াস পেয়েছিল। তাছাড়া তোমার মোহময় আকর্ষণ প্রচণ্ড রকমের আগ্রাসী। মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

আমি কাউকেই দোষ দিচ্ছি না। তুমিও আগ বাড়িয়ে তাদের পক্ষে ওকালতি করতে শুরু করো না। তুমি আমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আমি যেমন বহু ভোগে লিপ্ত ছিলাম তেমনি নতুনত্বের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। তুমি যে কি যাদুমন্ত্রে একটা গোখরাকে ঢোরাতে রূপান্তরিত করলে তুমি জানো।

না, তুমি তা ছিলে না। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি। অভিভাবক না থাকার দরুণ, একাকী জীবন যাপন করার দরুণ, অল্প বয়সে প্রয়োজনের চাইতে অধিক অর্থ লাভের দরুণ, মেয়েদের মন জয় করার মতো দৈহিক অনুকূলতার দরুণ এবং সর্বোপরি সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে তুমি একটা নীতি বন্ধনহীন

www.pathagar.com

ভোগী জীবন যাপন করছিলে। সময়মতো ঔষুধ প্রয়োগ হতেই তোমার সাময়িক ত্রুটি কেটে গিয়ে তুমি রাহুমুক্ত হয়েছ। সংশোধন হতে তোমার বিশেষ সময় লাগে না। এটা কম কৃতিত্ব নয়।

রুবা, তুমি খুব সুন্দর করে স্বামীকে যথাসাধ্য মর্যাদায় অভিসিক্ত করে তার জীবনের ক্লেদাক্ত ঘটনাপঞ্জীর একটা সহজ ব্যাখ্যা দাঁড় করালে। আমি এত ভালো নই রুবা। আমার আজকের রূপ যাই হোক, সেদিন আমি একটা নিকৃষ্ট কামুক ছাড়া কিছু ছিলাম না। কোন সুযোগই হাত ছাড়া করিনি।

রুবা তাকে থামিয়ে দেয়, এসব বলো না। কথাই আছে, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। তাছাড়া, আমার বিচারে তোমার খুব একটা অপরাধও ছিল না। তোমার মতো কৈশোরেই পরিবারের বাইরে ছিটকে পরা একজন অর্থবান যুবকের পক্ষে আরও অনেক অনর্থ ঘটাবার কথা।

রায়হান রুবাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলে, এই যে মিসেস রায়হান, স্বামীর দোষ স্খালনের আর চেষ্টা করবেন না। তার জীবনী রচনার দায়িত্ব আপনাকেই দিতে হবে দেখছি। এত সুন্দর বিশ্লেষণ আর কেউ দিতে পারবে না। আমার বউটা এত ভালো! একটা মন্দকে সে চমৎকারভাবে মহীয়ান করে তুলতে পারে। তুমি একটা থিসিস কর, আমার চোখে রেজা রায়হান। ডক্টরেট পেয়ে যেতে পার।

রায়হান স্ত্রীকে অনেক আদরে ভাসিয়ে দেয়। রুবা নিজেকে স্বামীর হাতে ছেড়ে দিয়ে পুলকিত চিত্তে নিবেদন করে, জানো, মেয়েমানুষের জীবনের সবচাইতে বড় প্রাপ্য কি? অর্থ সম্পদ, পুত্র-কন্যা সবকিছুর ঊর্ধ্বে যদি মনের মতো প্রেমময় স্বামী হয় তা হলে সেই মেয়ে দুনিয়াতেই স্বর্গ সুখ লাভ করে। তোমার রুবা সেটা লাভ করে ধন্য হয়েছে।

রায়হান তার একটি কান কামড়ে ধরে মন্তব্য করে, সবই বুঝলাম। অর্থ, সম্পদ, স্বামী সবই আছে বটে। কিন্তু পুত্র-কন্যার কি হল? তাদের আগমনের কোন বার্তা পাচ্ছি না কেন? তুমি কি আগের সেসব এখনও সেবন করে যাচ্ছ?

রুবা কানটা ছাড়িয়ে নেয়, না জানি কবে তুমি আমার কান দুটি খেয়েই ফেলবে। কানের মধ্যে কি আছে বুঝি না বাপু!

রায়হান হাসে, অগত্যা ওসব বিকল্পে মুখ দিতে হয়। যা চাই তা যে সর্ব্বদা পাই না!

একটু আগে না বংশধরের জন্য হা-হুতাশ করছিলে! তাদের জিনিসে লোভ

করতে নেই। যা পুত্রের, তা পিতার নয়।

রায়হান অবুঝের মতো মাথা নাড়ে, কিন্তু তারা কোথায়? তাদের পদধ্বনি শুনছি না কেন? কৈফিয়ৎ দাও।

রুবা হাসিমুখেই জবাব দেয়, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলেই শুনতে পাবে। অস্থির হবার কিছু নেই। আল্লাহ্‌ চাহে তো আমরা ঘর ভরিয়ে ফেলব!

কিন্তু কবে? আমার যে আর দেরি সহ্য হচ্ছে না।

আমার হচ্ছে। একটা বড় খোকাকে পোষ মানাতে ছোটদের কথা এখন মনেই আসেনা। তুমিই আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছ।

বেশ করছি। তবুও তাদের দোহাই দিয়ে অনেক কিছু থেকে আমাকে বঞ্চিত করছ।

রুবা অবাক, বঞ্চিত করছি তোমাকে! এ যে নতুন কথা শোনালে! থাক, এসব তর্কে গিয়ে লাভ নেই। কোন দিন এর মীমাংসা হবে না। সর্বভুখের ক্ষুধা মিটানো দূরহ। যত পায় তত চায়। তুমি তোমার কাহিনীতে ফিরে আস। বল, মিসেস হামিদার কথা বল।

আমি যে সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলাম এই ভদ্রমহিলা সেখানে পূর্ব থেকেই জড়িত ছিল। উচ্চ শিক্ষিতা, দেখতে সুন্দরী যুবতীটির উপর প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি পড়ে। মাঝারি গড়নের সুগঠিত দেহের ভদ্রমহিলার মুখে সব সময়ই একটা আলগা হাসি লেগে থাকত। এ ধরনের রূপবতী গৃহবধূরা সাধারণত এসব প্রতিষ্ঠানে জড়িত হয় না। কিন্তু মিসেস হামিদা ছিল ব্যাতিক্রম। সে কেবল উচ্চ শিক্ষিতই নয়, বড় বংশেরও মেয়ে। তার বড় বোনের স্বামী ছিল এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। সে নিজেও একটি কলেজে ইংরেজি অধ্যাপনায় নিয়োজিত। স্বামী বড় ফার্মের অংশীদার। অধ্যাপনা এবং সমাজ সেবা ছিল তার বিনোদনের নামান্তর। দুই ছেলে স্কুলে যাতায়াত শুরু করেছে। ধানমন্ডির অভিজাত এলাকায় বাড়ি-গাড়ি, বয়-বেয়ারা নিয়ে বসবাস। সংসারের কোন কাজ করতে হয় না বলে প্রচুর অবসর। জনহিতকর কাজে অবসরের মুহূর্তগুলো ব্যয়ের ইচ্ছা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান। লক্ষ করি, মিসেস হামিদার প্রতি অনেক পুরুষ সদস্যেরই প্রলুব্ধ দৃষ্টি বিদ্যমান। দেখে মনে মনে হাসি। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই। মিসেস হামিদা তোমাকে একদিন এই রেজা রায়হানের অঙ্কশায়িনী না করে ছাড়া হবে না। নিজের অমোঘ আকর্ষন শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম। তার উপস্থিতিতে

www.pathagar.com

নিজেকে আরও খেলোয়ার রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেতাম।

প্রথম সুযোগ পাই ঢাকার অদূরে গজারিয়া থানায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে। ঢাকা থেকে আমরা যারা সেখানে উপস্থিত তাদের মধ্যে মিসেস হামিদাও ছিল। তারা পূর্বেই চলে গিয়েছিল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে পরে সরাসরি অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই। কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তখন যাতায়াতের এতটা সুব্যবস্থা ছিল না। কিছুটা হেঁটে নদীর পাড়ে গিয়ে নৌকা নিয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা।

সে একসময় আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, এত দেরি হয়ে যাবে ভাবিনি। ভাই, আমাকে আপনার সাথে নেবেন।

নিশ্চয়ই, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। আসুন।

মেঠো পথে অন্ধকারে হাঁটতে মহিলার কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। এক সময় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলি, আমার হাত ধরে হাঁটুন, পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

অন্ধকারে তার প্রতিক্রিয়া বুঝা গেল না। কিন্তু এক সময় সে ঠিকই আমার একটি হাত আকড়ে ধরে হাটতে থাকে।

রুবা মন্তব্য করে, পরে যাবায় সম্ভাবনা ঠেকাতে ডুবে যাবার সম্ভাবনার নমজ্জিত হল।

রায়হান জবাব দেয়, আমার মধ্যে হয়ত পাপ ছিল। কিন্তু তার মধ্যে সেসব ছিল বলে মনে হয় না। রাত্রির অন্ধকারে এক জনের হাত ধরে এগুবার প্রচেষ্টায় দোষের কিছু থাকতে পারে না।

আমি কি তাই বলেছি? শুধু বলছি, মিসেস হামিদা, তোমার আর রেহাই নেই। রেজা রায়হানের হাতে যে গিয়ে একবার পড়েছে তাকে আর রক্ষা করার কেউ থাকে না।

নিজের কথা ভেবেই কি বলছ?

আমার কথা বাদ দাও। আমার মতো ভাগ্য নিয়ে ক'টি মেয়ে জন্মেছে! আমিই বরং তোমাকে গ্রাস করেছি। তাদের মতো আমাকে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলতে পারনি।

রায়হান অবাক হয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি তাদেরকে ব্যবহার

www.pathagar.com

করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি?

রুবা ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলে, নয় তো কি! আর তাতেই না স্থান শূন্য হতে সেখানে মিসেস রুবা রায়হানের আগমন।

রায়হান ভাবে, কি করা যায়। সে কি রুবার উপায় রাগ করবে নাকি তাকে প্রশ্রয় দেবে। কিন্তু মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে কিছুতেই ক্রোধের উদ্রেক হয় না। মন এক ভিন্ন অনুভূতিতে ভরে ওঠে। এটাই সমস্যা। রুবার মুখশ্রী বড়ই মায়া কাড়া। রায়হান মত পরিবর্তন করে তাকে খানিকটা আদর করারই সিদ্ধান্ত নেয়। রুবা তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, গল্প বলতে বলতে আবার এসব কি হচ্ছে!

তুমিই দায়ী! ভাবছিলাম রেগে গিয়ে তোমাকে শাস্তি দেব, পারলাম না। তুমি মোটেই সুবিধার মেয়ে নও। তোমার উপর ইচ্ছা করলেও রাগ করা যায় না।

রাগ না পার, তার বিপরীতটা কর।

তাই তো করছি। এখন কি আর একটু এগিয়ে যাবার অনুমতি মিলবে?

রুবা উঠে বসে, বসতে পেলেই লোকে শুতে চায়।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, শুতে পেলে কি চায়?

জানি না, যাও। তুমি ঘটনাটা শুরু করেই ঝামেলা পাকাচ্ছ।

এই মেয়ে, আমি ঝামেলা পাকাচ্ছি? কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটছে কে? এখন আবার আমাকেই দোষারোপ করা হচ্ছে!

আচ্ছা, ঘাট মানছি। আর গোলমাল করব না। তুমি বল, তারপর কি হল?

তারপর ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। নদীর পারটা ছিল ভাঙা। ছোটখাটো একটি ঝাপ দিয়ে নৌকায় উঠতে হয়। হামিদার জন্য সেটা সমস্যা। আমি নৌকায় উঠে তাকে আহ্বান করি, একটু কষ্ট করে চলে আসুন। আমি আপনাকে ধরব। ভয় নেই।

সে ইতস্তত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৌকায় উঠতে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে আমার গায়ে পড়ে যায়। সামান্য এক মুহূর্ত। আর দেহ আমার অনুভবে আসে। তাকে উঠে বসতে সাহায্য করি। সে লজ্জিত হয়। হেসে বলে, নিজে পড়লাম, আপনাকেও ফেলে দিলাম।

www.pathagar.com

তাকে আশ্বস্থ করে বলি, এক যাত্রায় দুই ফল কি করে হয়! আমার জন্য এটা অবশ্য আনন্দদায়ক।

ঘণ্টা চারেক লেগেছিল নৌকায় আসতে। অন্ধকারে ছৈয়ের নিচে সে সর্বক্ষণই আমার পাশে বসেছিল। কখনও তার সামান্য স্পর্শ অনুভব করেছি। তার বেশি কিছু নয়। চলন্ত নৌকার ক্রমাগত দোলায় অনেকের মাঝেই তন্দ্রার ভাব এসেছিল। একসময় তার মাথা আমার কাঁধে নেমে আসতে সে সজাগ হয়ে পুনরায় লজ্জিত হয়ে পড়ে। বলে, ভাই ক্ষমা করবেন। বারবার আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।

বলি, মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। বরং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। এমন সুযোগ যত আসে ততই শুভ।

অন্ধকারে ভালো করে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই বুঝতে পারি না সে রুষ্ট, না তুষ্ট!

ঢাকায় এসে আমার গাড়িতে তাকে বাসায় পৌঁছে দিই। সে অনেক কৃতজ্ঞতা জানায়। বলে, এত রাতে আর ভিতরে আসতে বলছি না। একদিন এসে চা খেতে হবে।

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। যখনই ডাকবেন চলে আসব। শুধু একটি শর্ত।

কি শর্ত?

সে চায়ের আসরে কেবল আমরা দু'জনই থাকব।

সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হেসে প্রতিউত্তর করে, বেশ তাই হবে।

তার বাসায় চা খেতে যাওয়া হয় না। সে একদিন টেলিফোনে নানা আলাপ করে। বোধ হয়, তার মনেও রঙ ধরেছে। তাকে আমার অফিসে আসার আমন্ত্রণ জানাই।

সে বলে, বাসায় আমন্ত্রণ না জানিয়ে অফিসে ডাকছেন কেন?

আমার জন্য বাসা যা, অফিসও তা। সেটাও ব্যাচেলার্স ডেন। কোন ভদ্রমহিলাকে প্রথমদিনই সরাসরি সেখানে আহ্বান করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। প্রথম না হয় অফিসেই আসুন। লজ্জা ভাঙ্গুক।

www.pathagar.com

কিসের লজ্জা?

নারীর লজ্জা।

সে চুপ করে যায়। বলে, ঠিক আছে, আসব। আমাকে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কাজে আরও বেশি দায়িত্ব দিতে হবে!

কি দায়িত্ব চান?

সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। আপনার উপরে ছাড়লাম। বিদেশে যাবার কত সুযোগ আসে!

বুঝেছি। বিদেশ যাওয়া কোন বড় বিষয় নয়। যদি চান তো যে কোনদিন নিয়ে যেতে পারি।

বুঝলাম না। যে কোনদিন কি ডেলিগেশন যেতে পারে?

ডেলিগেশনের বাইরেও ভ্রমণ হয়। আনন্দ ভ্রমণ হয় না?

সে চুপ করে যায়। বলে, কাল আসব। কখন আসলে সুবিধা হয়?

আমার এখানে সব সময়ই সুবিধা, আসলেই বুঝতে পারবেন। নির্ভর করছে।

সে জিজ্ঞেস করে, কি নির্ভর করছে?

আপনি কি ধরনের সুবিধা চান সেটার উপর সব নির্ভর করছে।

আমি কিছুই চাই না। আপনার ওখানে আসছি, কিভাবে আপ্যায়ন করবেন সেটা আপনার ব্যাপার।

মনে মনে হাসি। পাখি পোষ মানার অপেক্ষায় আছে। সাগ্রহে বলি, মোস্ট ওয়েলকাম। কাল একসঙ্গে চা খাব এগারোটায়। কোন অসুবিধা আছে?

না।

তা হলে কাল দেখা হচ্ছে। এসে আপনি খুশিই হবেন।

দেখা যাক।

সে টেলিফোন রেখে দেয়।

পরদিন যথাসময়েই সে আমার অফিসে এসে উপস্থিত হয়। একটা বড় গগল্‌স

www.pathagar.com

পরিহিতা হামিদাকে কিছুটা মৃয়মান বলে মনে হয়। নিজের থেকেই বলে, রাতে সামান্য জ্বর হয়েছিল। এখন অবশ্য জ্বর নেই। কিন্তু একটা অস্বস্তি এখনও রয়েছে।

তাকে হাতে ধরে এনে সোফাতে বসাই। বলি, সেক্ষেত্রে একটা টেলিফোন করে দিলেই পারতেন। আর একদিন প্রোগ্রাম করা যেত।

না, ভাবলাম আপনি অপেক্ষা করে থাকবেন।

তা অবশ্য ঠিক। শুধু। অপেক্ষা নয়, অনেক সম্ভাবনার আশায় উদ্দিপ্ত হয়ে রয়েছি।

সে চশমা খুলে ফেলে হাসে, কি আশা?

তাকে জড়িয়ে ধরে আবেগের সঙ্গে তার অধরে প্রথম চুম্বনটি রাখি। বলি, তোমাকে পুরোপুরি পাবার আশা।

সেও আমাকে তার দুই হতে বেষ্টন করে প্রতি-চুম্বন এঁকে দিয়ে বলে, শুধু তুমিই কেন পাবে, আমিও তোমাকে পাব।

আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। আমার ঘরে অনুমতি ছাড়া কারো প্রবেশ নিষেধ। তবুও উঠে গিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দিই। সুপরিসর সোফার মাঝে তাকে স্থাপন করে কাজ সারি। তার পক্ষ থেকে সহযোগিতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু তার শারীরিক অসুস্থতার কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক আমার কাছে যথেষ্ট উপভোগ্য মনে হয় না।

সে অবশ্য খুবই পুলকিত। বলে, তোমাকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি একজন কৃরিৎকর্মা লোক। কিন্তু তুমি যে এতটা পারদর্শী বুঝতে পারিনি। এ স্বম্বন্ধে আমার ধারণাই বদলে গেল।

আমি কোন মন্তব্য করছি না দেখে সে কি অনুমান করে। বলে, জ্বরের প্রাদুর্ভাবে শরীর ম্যাজমেজে হয়ে আছে। সে কারণে আজ সকালে গোছলও করিনি। এসবের জন্য শরীর ঠিক প্রস্তুত ছিল না। নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগেনি।

না, না, তা নয়। আমি বরং ভাবছিলাম, আজই প্রথম এলে, তাও তোমার গতরাতে জ্বর গিয়াছে। আমি কি অন্যায্য আচরণ করলাম?

তুমি ভদ্রতা করছ! আমরা দু'জনই যথেষ্ট এডাল্ট। উভয়ের সানন্দ সম্মতিতেই

www.pathagar.com

যা ঘটার ঘটেছে। বুঝতে পেরেছি. তুমি সন্তুষ্ট হতে পারনি। ঠিক আছে. শীঘ্রই পুষিয়ে দেব।

আমি আবার তাকে জড়িয়ে ধরি। সে কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই দ্বিতীয় অধিবেশনের কাজ শুরু হয়ে যায়। এবার সে চূড়ান্ত এক আনন্দনুভূতির শেষ প্রান্তে পৌছে যায়। সে অবাক হয়ে আমার তিকে তাকিয়ে থাকে। শুধু বলে, অবাক কাণ্ড, এমনও হতে পারে!

বলি, পারে। তুমি ইতিপূর্বে সঠিক লোকের হাতে পড়নি।

আজ প্রথমবার পড়লাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

সেদিন সে আর বেশি বিলম্ব করে না। শারীরিক অস্বস্তির মধ্যেও তার মন কানায় কানায় পূর্ণ। দু'এক দিন পর পুনরায় টেলিফোন করে চলে আসবে জানিয়ে চা পান করে সেদিন বিদায় নেয়।

রুবা কোন মন্তব্য করেনা। সে এতক্ষণ স্বামীর দেহসংলগ্ন হয়ে বসেছিল। এখন সরে বসে।

কি হল, ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে?

না, মেয়েমানুষটার উপর রাগ হচ্ছে। এমন স্বামী, দু'দুটি পুত্র সন্তান। তারপরও অনায়াসে তোমার কাছে ধরা খেল!

রায়হান হাসে, আসলে তোমার রাগ হচ্ছে আমার উপর। এখন তার উপর চালাচ্ছ। আমিও তাকে সে কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে জবাব দিয়েছিল, আমিও ভাবতে পারিনি যে আমি এমনভাবে জড়িয়ে পড়ব। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে মোটামুটি সুখেই ছিলাম। কিন্তু কি করে কি ঘটে গেল! এখন তোমাকে পাওয়ার পর থেকে মনে হচ্ছে, এতদিন অনেক বঞ্চনার মধ্যে বাস করেছি। সত্যিকারের দেহ-মিলন কাকে বলে তুমিই দেখালে।

রুবা বলে, এ গুণে তোমার ঘাট নেই। তাকে পরে আর দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম আত্মসমর্পণ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

রায়হান বলে, তোমাকে কেউ মেনে নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছে না। কিন্তু একটা জিনিস রুবা, সে দু'ছেলের মা হলেও তার দেহটি কিন্তু খুবই ছিমছাম ছিল। সর্ব অর্থেই সে বেশ ফিটফাট।

www.pathagar.com

মানে?

মানে, মনে হত একজন প্রায় আনকোরা মেয়েকেই নিচ্ছি। শারীরিক গঠনশৈলী তার খুবই আকর্ষণীয়।

বুঝেছি, তার বিশ্লেষণ করতে হবে না।

নিশ্চয়ই বুঝবে। তুমি না বুঝালে আর কে বুঝাবে। তুমি হচ্ছ আমার অর্ধাঙ্গিনী!

রুবা উঠে দাঁড়ায়, আমি তোমার মাথা ভেঙে ফেলব।

রায়হান তার মাথাটি এগিয়ে দিয়ে বলে, তথাস্তু ম্যাডাম!

রুবা অনেকক্ষণ স্বামীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে রাগ করে করে ঘর থেকে বের হয়ে নিচে চলে যায়।

রায়হান অট্টহাস্যে গড়িয়ে পড়ে।

নিচে গিয়ে রুবা স্বামীর প্রিয় খাবার ডালের বড়া ভাজে। পূর্বেই সব প্রস্তুত করে রাখতে বলেছিল। বেশি করে পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে রোজার সময়ের পেঁয়াজুর মতো করে এক প্লেট বড়া ভেজে সে উপরে এসে দেখে রায়হান তখনও বিছানায় শুয়ে। ঊর্ধ্বমুখে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সে কি সব জল্পনা-কল্পনা করছে।

রুবা ঘরে ঢুকে হালকা কণ্ঠে প্রশ্ন করে, সাহেবের এখন কার ধ্যান করা হচেচ্ছ? ধ্যানের পাত্রীর তো অভাব নেই!

রায়হান দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে স্ত্রীর মুখের দিকে নিবদ্ধ করে, ঠিক বললে না রুবা। তোমার চাইতে বেশি কেউ জানে না যে এই মুহূর্তে রেজা রায়হানের ধ্যান বল, জ্ঞান বল, একটি স্থানেই এসে সুনির্দিষ্ট হয়েছে।

সে স্থানটির হদিসই জানতে চাচ্ছি।

রায়হান বলে, কাছে আস, বলছি।

কোন দুষ্টামি করবে না বল!

কাছে এসো।

রুবা ভালো মানুষের মতো কাছে এসে হাসিমুখে বসে।

www.pathagar.com

চোখ বোজ।

রুবা তার চোখ বন্ধ করে। রায়হান তার দুই বন্ধ চোখের পাতায় চুম্বন করে বলে, আমার সব ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দু এইখানে।

রুবার সমস্ত দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এতদিনেও স্বামীর প্রতিটি স্পর্শে তার হৃদয় পুলকে ভরে ওঠে। কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করতে সে প্রস্তুত নয়।

জানি, জানি। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলতে তোমার জুড়ি নেই।

রায়হান তার হাত থেকে বড়ার প্লেটটি টেনে নিয়ে একটি মুখে পুরে বলে, ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি সরবরাহ করতেও তোমার জুড়ি নেই। রুবা, বুঝলে কি করে এখন এ ধরনের কিছুর জন্যই আমার মন ব্যাকুল হচ্ছিল!

রুবা বলে, তবুও ভালো। অন্য কিছুর জন্য যে ব্যাকুল হয়নি!

তা এখনও নিশ্চিত করে বলা চলে না। পেটের চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে সেটা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তুমি কিন্তু পালিয়ো না। তোমার সহযোগিতা ছাড়া সেটা মিটবে না।

এখন ওসব বন্ধ। বড়া খাও, তারপর আবার শুরু কর। মাথা ভাঙতে চেয়েছিলাম। সেটা আপাতত স্থগিত রইল। মায়া লাগল, তাই বড়া করে আনলাম।

রায়হান হা, হা হা করে হেসে উঠে রুবাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

রুবা, তোমাকে আরও আগে পেলাম না কেন?

আরও আগে পেলে কি হত? তখন আমি আরও ছোট থাকতাম। তোমার সে সময়ের বল্গাহীন কার্যকলাপে বাধা দিতে পারতাম? না তুমি সে বাধায় পাত্তা দিতে?

রায়হান তার ঘাড়ের মুখ ঘষে। কোন প্রতিউত্তর করে না।

রুবা বলে, এখন এগুলো খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেয়ে মজা পাবে না। আমার ঘাড়টাকে একটু রেহাই দাও।

রায়হান শান্ত বালকটির মতো তার কথা মেনে নিয়ে বড়ার প্লেটে মনোনিবেশ করে।

www.pathagar.com

স্বামীর প্লেট থেকে রুবাকেও ভাগ নিতে হয়। না হলে একটা অজুহাত সৃষ্টি করে রায়হান খাওয়া বন্ধ করে দেবে।

প্লেট শূন্য হলে রুবা নিজের আঁচল দিয়ে রায়হানের হাত মুখ মুছে নেয়। বলে, এখন আবার শুরু কর। মিসেস হামিদা তারপর কি করল?

সে আবার কি করবে! সে নিয়মিতভাবে নিজেকে নবনব রূপে উপস্থাপন করে প্রেম বিহারে অবিমিশ্র দ্যোতনা সৃষ্টি করে। তার দেহটি ছিল যেমন পরিপাটি, এ বিদ্যায় তার জ্ঞানও মন্দ ছিল না। বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বামীর ট্রেনিং-এর গুণে কিনা জানি না, সে তার কাজ বুঝত এবং পার্টনারের নিকট থেকে পাওনা আদায় করে নিতে জানত।

রুবা অনর্থকই মন্তব্য করে, তোমার কাছে এ বিদ্যায় কেউ ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। সে কি করবে? ইচ্ছা করলে তমি তাকে ছাত্রী বানাতে পারতে।

ঠিক ধরেছ। তুমি আসলেই দারুণ বুদ্ধিমতি। তাকে অচিরেই উপযুক্তা ভাবশিষ্যা এবং সাধন সঙ্গিনীতে রূপান্তরিত করতে সময় নেয় না। আমাদের ব্যাটে-বলে হতে সমস্যা ছিল না। বছর তিনেকের ঊর্ধ্বে তার সঙ্গে ছিল আমার প্রায় নিত্যদিনের কারবার। যারই যখন ইচ্ছা হত, টেলিফোনে সব ঠিকঠাক করে নেওয়া হত। তারই ইচ্ছার মর্যাদা দিতে গিয়ে সে সময় অফিসে একটি ডিভানের ব্যবস্থা করতে হয়।

সে তোমার বাসায় আসেনি?

এসেছে। কিন্তু বাসার চাইতে অফিস ছিল তার জন্য সহজগম্য। কলেজে যাতায়াতের পথেই ছিল আমার অফিস।

তাকে নিয়ে বিদেশে যাওনি? বা ঢাকার বাইরে?

তুমি এত প্রশ্ন করছ কেন? কথা যখন দিয়েছি, ক্রমান্বয়ে সবই বলব। নিজের মনের অস্থিতায় কেবল প্রশ্ন করা সমীচীন নয়। আমাকে বলতে দাও।

বেশ তাই বল, এই চুপ করলাম।

রায়হান তার একটি হাত কোলে টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বক্তব্য তুলে ধরে, তার খুব ইচ্ছা ছিল তাকে নিয়ে একবার বিদেশ ভ্রমণ করি। কিন্তু সে সময় এমন কোন ভ্রমণের সুবিধা আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাছে ছিল না। এক পারতাম, তাকে নিয়ে পৃথকভাবে কোথাও ঘুরে আসতে। কিন্তু আমরা দু'জনই

www.pathagar.com

ভেবে দেখি তাতে বিস্তর অসুবিধা। তাকে পরিবারে অনেক মিথ্যা বলতে হবে। আমাকেও নিজের পরিমণ্ডলে অনেক অসত্য কথা বলতে হবে। তার চাইতে ঢাকাই ভালো। আমাদের ইচ্ছাপূরণে কোন বিঘ্ন ছিল না।

ঢাকার বাইরে অবশ্য সে আমার সঙ্গে বার কয়েক গিয়েছে। সাথে আরও লোকজন ছিল বিধায় তেমন কোন সুবিধা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে এসব ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা সতর্ক থাকতাম। একবার লঞ্চে করে বেশ দূরে যাওয়া হয়েছিল। সে সফরে অন্য লোক তেমন কেউ ছিল না। আমরা আনন্দিত মনে লঞ্চে আরোহন করে দেখতে পাই, আমার সদ্য বিলেত প্রত্যাগত এক বন্ধু সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত। পূর্ব দিন কথাচ্ছলে তাদেরকে এই সফরের কথা বলে আমন্ত্রন জানিয়েছিলাম। তারা যে সে সামান্য সৌজন্যমূলক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমাদের আন্তরিক বিরাগ ভাজন হয়ে দাঁড়াবে তা বুঝতে পারিনি। লঞ্চটিতে একটিই কেবিন ছিল। নদীপথে দীর্ঘ যাত্রায় তার সদ্ব্যবহার করার খুবই বাসনা ছিল। কিন্তু এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবিবেচক দম্পতি আমাদের গুড়ে বালি নিক্ষেপ করে। ভদ্রতার খাতিরে একমাত্র কেবিনটি দুই মহিলাকেই ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। সেই মহিলাও নিশ্চয়ই গর্দভ শ্রেণীর। সর্বক্ষণই মিসেস হামিদাকে সঙ্গ দিয়ে কৃতার্থ করে!

একসময় সেখানে ঢুকে পড়ে তাকে বলি, আপনার স্বামী আপনাকে লাউঞ্জে ডাকছে।

ভদ্রমহিলা উঠে যায় ঠিকই, কিন্তু অতি স্বল্প সময়েই প্রত্যাবর্তন করে জানায়, কোথায়, সে তো আমাকে ডাকেনি!

তার আহাম্মুকি দেখে চিত্ত জ্বলে উঠলেও ভদ্রতার মুখ করে আমাকেই সেখান থেকে উঠে আসতে হয়। হামিদাও অন্তরে সে মহিলার চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে দিনের মতো সব কামনা বাসনা জলাঞ্জলি দেয়।

অনেক রাতে তাকে যখন বাসায় পৌঁছে দিই, তখন আমার চাইতে মনোবেদনা তারই সমধিক লক্ষ করা যায়।

আরও একদিন বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হই। সে কি মনে করে আমাকে সেদিন তার বাসায় ডাকে, কখনও চা খেতে আর এলে না!

আজও চা খাব না। যার জন্য এসেছি তার ব্যবস্থা কর।

সে বলে, তোমাকে আমার বেডরুমে, আমার শয্যায় খুব পেতে ইচ্ছা করছিল।

www.pathagar.com

তাই কিছুটা ঝুঁকি নিয়েও এখানে ডেকেছি।

জিজ্ঞেস করি, ঝুঁকি কিসের?

সে বলে, বাড়িতে একগাদা কাজের লোক। অবশ্য তাদেরকে না ডাকলে আমাদের রুমে আসবে না। ছেলেরা স্কুলে, তাদের জনকও তার কর্মস্থলে। সময়টা তোমার সেবায় নিবেদন করা গেল।

সানন্দে সেবা গ্রহণ করতে যাচ্ছি। প্রবেশের পূর্বাক্ষণে সে হঠাৎ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে উঠে পড়ে, ছেলেদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি! তারা কি করে অসময়ে চলে এল!

সে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে যায়। অগত্যা আমাকেও তার অনুগামী হতে হয়। বসার ঘরে এসে ছেলেদের সাক্ষাৎ পাই। তারা জানায়, তাদের স্কুলের এক প্রাক্তন শিক্ষকের মৃত্যু হওয়ায় ক্লাশ ছুটি দেওয়া হয়। তারা গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে রিকশা নিয়ে চলে এসেছে।

হামিদা ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি তোমাদের এক আঙ্কল। সালাম কর।

ওরা হাত তুলে সালাম করে, আমি মুখে মুখে যতই শুভাশীষ বর্ষণ করি না কেন, মনে মনে তাদের বাপান্ত করি। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্ষুণ্ন মনে চলে আসি। সেদিনও চায়ের জন্য অপেক্ষা করি না। আমার মতো তারও মন আশাহত বেদনায় বিষণ্ন ছিল। চায়ের জন্য সেও পীড়াপীড়ি করে না। বস্তুত, কোনদিনই তার ওখানে চা খাওয়া হয়নি।

রুবা শুধু মন্তব্য করে, আহা রে!

রায়হান হাসে। তার কথায় কর্ণপাত করে না।

আর একদিন আমার বাসায় সামন্য ক্ষণের ব্যবধানে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যাই। আমার এক দূরের চাচা ছিল। সম্পর্কে পিতৃব্য হলেও তার সঙ্গে আমার একটা সহজ সম্পর্ক ছিল। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও অনেকটা বন্ধু স্থানীয় ছিল। সে আমার বাসায় এলে অবাধে সর্বত্র বিচরণ করত। বাড়িতে কোন মহিলা না থাকার কারণে তাকে বাধা দেবারও প্রশ্ন ছিল না।

সেদিন হামিদা বাসায় এসছে। ছুটির দিন ছিল বলে অফিস বন্ধ। আমাদের প্রথম দফার কাজ মাত্র সমাপ্ত হয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পূর্বে ভদ্রস্থ হয়েছি। ওদেরকে চা

www.pathagar.com

দিতে বলব। কথা নেই, বার্তা নেই, চাচা সটান দোতলার সিঁড়ি বেয়ে সোজা আমার রুমে এসে উপস্থিত। এক মিনিট পূর্বে এলে ঘর বন্ধ পেত এবং স্বভাবতই যা বুঝার বুঝে যেত।

তবুও আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। বলি, চাচা, একটু নিচে অপেক্ষা করতে পারলেন না? এখানে এক জন অন্য মেহমান আছে।

চাচা খানিকটা অস্বস্তি বোধ করে। বলে, ঠিক আছে, আমি নিচে যাচ্ছি।

বলি, চলুন আমরাও যাচ্ছি। ওখানেই চা দিতে বলি।

সেদিন চা খেয়েই চাচা বিদায় নেয়। সে বোধহয় মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে। তাল কেটে যাওয়ায় হামিদাও আর স্বস্তি বোধ করে না। সেও বিদায় নেয়। এতদূর থেকে এসে একটি মাত্র সিটিং-এর পরই সে সেদিন বিদায় নেয়।

রুবা পুনরায় মন্তব্য করে, আহা বেচারা!

রায়হান এবারও তার মন্তব্যের জবাব দেয় না।

বলে, আর একদিন বেশ কয়েকটি সিটিং-এর পর সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হাই হিল ফসকে সে গড়িয়ে পড়ে। দৌড়ে গিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করি। কিন্তু বেচারার একটা পা মচকে যায়। বেশ কিছুদিন ভোগে।

রুবার মন্তব্য, বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম, তেমন ফল।

এবার আর রায়হান চুপ করে থাকে না। রুবা সেদিন তার বিশাল চুলরাশি বেণী পাকিয়ে একটি বড় খোপায় আবদ্ধ করে রেখেছিল। রায়হান তার খোঁপা ভেঙে ফেলে এবং বেণী ধরে টেনে তার মুখটি সম্মুখে এনে জিজ্ঞেস করে, সেই তখন থেকে কেবলই ফোড়ন কেটে যাচ্ছ! বিষয়টা কি? তোমার বিধছে কোথায়?

রুবা তার প্রতিশ্রুতি ভুলে বলে ওঠে, আমার সবটাতেই বিঁধছে। তুমি বুঝতে পার না?

না পারি না। তখন তুমি কোথায়? তোমার কোন প্রতিক্রিয়া থাকার কথা নয়।

যেখানেই থাকি না কেন, আমি তোমার সব কিছুর হকদার। আমার অবশ্যই লাগবে। সেদিনের সেই মানুষটাই আমার স্বামী।

রায়হান বলে, সেক্ষেত্রে আমি ঘটনার যবনিকা টেনে দিতে চাই। তোমার শান্ত

www.pathagar.com

মনটিকে বিক্ষিপ্ত করা ঠিক হবে না।

রুবা হাসিমুখে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে বলে, না গো না, আমার মনের স্বাভবিকতা বিনষ্ট হবে না। তুমি নিজের মুখে বলায় বরং আমার সব অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুর পর, সকল অন্ধকার অবসান করেই পূর্ব আকাশে আলোর বিকিরন ঘটবে।

রায়হান মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, হুঁ, দেখছি দিনকে দিন তুমি একটি বিদগ্ধ পণ্ডিতে পরিণত হচ্ছ। এসব উচ্চাঙ্গের বুলি কোথায় শিখলে?

আমার সব শিক্ষা-দীক্ষা তোমার হাতে। তুমি ছাড়া এসব ভাবের কথা আর কে শিখাতে পারে? থাক, এসব কথা। আসল কথায় আস। তোমার হামিদা রহমানের কি হল?

তুমি রহমান পেলে কোথায়?

আমি সব জানি। সেটা জরুরি নয়। তোমার কথা শেষ কর।

রায়হান বলে, হামিদার কথা তোমাকে শেষ করে এনেছি। এত দিনের মধ্যেও তার স্বামীর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমি তার সম্বন্ধে জানি। আমার সম্বন্ধে সে কতটা জানে বলতে পারি না। একদিন দুই ভদ্রলোক আমার অফিসে এসে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে স্লিপ দেয়। তাতে লেখা মিসেস হামিদা কর্তৃক প্রেরিত।

তাদের ডেকে পাঠাই। একজন আমার পুর্ব পরিচিত। কিন্তু অন্য ভদ্রলোককে চিনি না। লম্বা, চওড়া, সুস্বাস্থ্যের মানুষটি সুপুরুষ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই। সে এসে হাত মিলিয়ে নিজের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়। তখনই টেলিফোন বেজে ওঠে।

টেলিফোন ধরতে ওপাশ থেকে হামিদার সহাস্য কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, দু'জন লোক পাঠিয়েছি। একজন তোমার পূর্ব পরিচিত, অন্য জনকে নিজেই চিনে নাও।

বলি, স্লিপ দেখলাম, তুমিই পাঠিয়েছ। কোন পাঠিয়েছ বল, পরিচয় দাও।

সে বলে, অনুমান করতে পারছ না! তোমার সতীন।

আগন্তকদেরকে হাতের ইশারায় সোফায় বসার অনুরোধ জানাই। টেলিফোনে বলি, তাই বল! তুমি এখানে উপস্থিত থাকলে এখনই একটা কুরুক্ষেত্রের সুচনা

www.pathagar.com

হতে পারত। তা কি হুকুম? কি জান্য পাঠিয়েছ?

সে হাসিমুখেই জবাব দেয়, ওটা একটা মাকাল ফল। তোমার সঙ্গে কোন বিষয়েই তার তুলনা হয় না। দ্বন্দ্বের প্রশ্নই আসে না। তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত একটা অনুরোধ নিয়ে গিয়েছে। তোমার অসুবিধা না হলে কাজটা করে দিও।

বলি, অসুবিধা হলেও করব। যেখান থেকে সুপারিশ এসেছে অগ্রাহ্য করার সাধ্য কোথায়!

সে বলে, পরে ফোন করব, তাদের সামনে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে?

না, তেমন নয়, তারা আপাতত তোমার বহু ব্যবহৃত ডিভানটির সৌন্দর্য আলোচনায় ব্যস্ত।

হামিদা খুব হাসে। টেলিফোন রেখে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হই। চা আনতে বলি। আনুষ্ঠানিক পরিচয় শেষে বলি, আমাদের কাছে আপনি ডিউক অব ওয়েলিংটন। আপনার সহধর্মিনী আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

রহমান সাহেব বলে, সমাজ সেবার প্রতি হামিদার সর্বদাই প্রচুর আগ্রহ। আপনাদের মতো মানুষজনের সান্নিধ্য থাকায় নিশ্চিন্তে আছি।

বলি, আমরা থাকতে স্ত্রীর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। তার সর্ববিধ প্রয়োজনের দিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখব।

সে আমার বক্তব্যের সার উপলব্ধি করে কিনা জানি না। একসময় তার অনুরোধটি জ্ঞাপন করে। সামান্য বিধিবহির্ভূত হলেও রহমান সাহেবের অনুরোধটি রক্ষা করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। হামিদার নিপুন সেবার পটভূমিতে এটা প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তাদেরকে আশ্বাস প্রদান করলে তারা চা পানান্তে সৌজন্যালাপ সেরে বিদায় নেয়। রহমান সাহেবের সঙ্গে একবারই আমার দেখা হয়েছিল।

কাহিনীর এখানেই যবনিকা টানতে চাই। মিসেস হামিদা সমাজের একজন সম্মানিত মহিলা, সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ সে উপযুক্ত মর্যাদাও পেয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের দ্বিধা বিভক্তিকে কেন্দ্র করে আমার সঙ্গে একসময় তার মতবিরোধ দেখা দেয়। তার থেকে মনোমালিন্য ও ক্রমশ যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং সর্বশেষ সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ। কদাচিৎ কোথাও তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটলে আমরা পূর্ব পরিচিত মানুষের মতো সামান্য সৌজন্যমূলক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকি।

www.pathagar.com

মিসেস হামিদার উপখ্যানের এটাই ইতি।

রুবা মন্তব্য করে, বাঁচা গেল।

রায়হান হাসে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করে বাঁচলে?

রুবা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, সে তুমি বুঝবে না। আমার বুক থেকে এক একটা পাথর সরে যাচ্ছে।

কিন্তু ম্যাডাম, এ বুকে যে আরও অনেক বড় বড় শীলা স্তুপিকৃত হয়ে আছে তার কি হবে? অনেক নূরী পাথরও এদিক-সেদিক গড়াগড়ি খাচ্ছে।

রুবা বলে, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। সবগুলোকে ঝেটিয়ে সাফ সুতরা করে ফেলব। সেজন্যই তোমাকে এত করে বলছি বল, সব বলে ফেল। তাতে তোমারও ভালো, আমারও মঙ্গল।

বুঝিয়ে বল।

অত বুঝিয়ে বলতে পারব না। সব যখন বলা শেষ হবে তখন নিজেই সেটা বুঝতে পারবে। না পারলে তখন বলো, বুঝিয়ে দেব। এখন পরবর্তীটা শুরু কর।

রায়হান বলে তা না হয় করছি। কিন্তু মধ্যে একটু বিশ্রাম পাই না? বিশ্রামের সেই ক্ষণে বিনোদনের লক্ষ্যে আপনার সামান্য কৃপা কি এই অধমের ভাগ্যে বর্ষিত হতে পারে না?

না, পারে না। যে লোক এত মানুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করেছে, তাকে কিচ্ছুটি দিতে নেই!

মুখে একথা বললেও কার্যক্ষেত্রে কিন্ত রুবা সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। স্বামীর মাথাটি বুকে টেনে নিয়ে সে নিজেই অনেক সোহাগে তাকে আপ্লুত করে ফেলে। রায়হানের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হতে দেখা যায়।

রুবা রায়হানের কণ্ঠ বেষ্টন করে আবদার করে, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

রায়হান বলে, এটা আবার কোন ধরনের কথা! তোমার কোন ইচ্ছাটা আমি অপূর্ণ রেখেছি! বল কি চাই?

আমার নিজের জন্য আর কিছুই চাই না। তুমি আছ, আমার সব আছে। কিন্তু আমার একটি মিনতি রক্ষা করবে বল!

www.pathagar.com

রায়হান বলে, না, মনে হচ্ছে তোমার কথার মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। না শুনে মেনে নিতে পারছি না। বল কি কথা?

রুবা ইতস্তত করে, ভয় হচ্ছে কথাটা শুনে তুমি হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু এটা আমার একান্ত মনের প্রার্থনা, বল রাখবে?

তুমি আগে বল কি প্রার্থনা? সম্ভব হলে অবশ্যই রাখব।

রুবা স্বামীর দেহের সঙ্গে মিশে এক হাত দিয়ে তার বুকে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলে, তোমাকে এখন থেকে নামাজ পড়তে হবে। বল পড়বে?

রায়হান অনেক কিছু ভেবেছে, কিন্তু এই অনুরোধের কথা তার মনে উদয় হয়নি। সে অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের অভ্যন্তরে পত্নীর প্রতি এক ভিন্নতর অনুভূতির সঞ্চার হয়। মেয়েটা এত ভালো! রুবা যে সময় পেলেই নামাজ আদায় করে এবং স্বামীকে সঙ্গ দেওয়ার বিরতিতে জায়নামাজ বিছিয়ে সেজদায় পড়ে তারই মঙ্গল কামনায় কান্নাকাটি করে এটা সে অনেকদিন অজ্ঞাত ছিল। রুবা পারতপক্ষে সে বাসায় থাকলে তাকে চোখের আড়াল করে না। তাকে কখনও খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না। কখনও প্রয়োজন হলেও এক দুই ডাকেই সে হাসিমুখে এসে উপস্থিত হয়। একদিন বেশ কয়েকবার ডেকে তার সাড়া না পেয়ে রায়হান ঘরের বাইরে এসে কি মনে করে রুবার পূর্বের ঘরটির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। দরজা ভেজান। সন্তর্পণে সেটি ঠেলে উঁকি মেরে দেখে রুবা জায়নামাজে বসে দুই হাত তুলে মোনাজাত করছে। তার দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। দরজার পাশে রুবার খাস সেবিকা জমিলা বসে। সে সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। রায়হান ইশারায় তাকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়। রুবা একমনে পরম করুণাময়ের কাছে চোখের পানিতে প্রার্থনা করছে দেখে রায়হানের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সে চুপি চুপি স্ত্রীর পশ্চাতে গিয়ে বসে তার প্রার্থনার বিষয়বস্তু জানার চেষ্টা করে। রুবা তখন একমনে নিবেদন করছিল, বারিতালা, তুমি আমার উপর এত প্রসন্ন। দুনিয়ায় এত জমিন নেই, যেখানে সেজদা করে আমি শুকরিয়া আদায় করতে পারি। তোমার অসীম অনুগ্রহে আজ আমার চাইতে সৌভাগ্যবতী আর কেউ নেই। বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই, কিন্তু তুমি এক হাতে সব নিয়ে অন্য হাতে সবই ফিরিয়ে দিয়েছ। তুমি আমাকে এমন স্বামী দিয়েছ যে আমার সব অভাব দূর করেছে। ভাই বল, বন্ধু বল, অভিভাবক বল, স্বামী বল সে-ই আমার সব। তুমি দুই হাত ভরে আমাকে যে স্বামী-রত্ন দিয়েছ তার কোন তুলনা হয় না। এত সুখ রাখার আমার জায়গা নেই। এই এতিম বালিকাকে তুমি রাজরানী

www.pathagar.com

বানিয়েছ। তোমার শুকরিয়া আদায় করার ভাষা জানি না। আল্লাহ্ তোমার কাছে আমার কায়মনোবাক্যে একটিই প্রার্থনা, আমার স্বামীর পূর্বের সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দাও। তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। অতীতের সব অপরাধ তুমি ক্ষমা কর প্রভু! না-বুঝে, না-জেনে সে যা করেছিল, ক্ষমার আধার দয়াময় তুমি তা ক্ষমা করে দাও। তার মতো মানুষ হয় না। তাকে মার্জনা কর। তাকে সৎপথ প্রদর্শন কর, হেদায়েত কর। তোমার প্রতি মন-মানসিকতা সুনির্দিষ্ট করে দাও। তোমার পথে রুজু করে দাও। তাকে সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, সর্বাঙ্গীন কুশল দান কর, ইয়া মাবুদ।

রুবা একমনে তার মনের আকুতি জানাতে থাকে। রায়হান কিছুক্ষণ তা শুনে সেভাবেই উঠে আসে। ইশারায় জমিলাকে ডেকে বাইরে আনে।

তোর আপা কি সব সময় নামাজ পড়ে?

জমিলা কুণ্ঠিত স্বরে উত্তরে করে, সময় পেলেই পড়ে স্যার।

রায়হান বলে, কই আমি তো কিছু দেখিনি! এখন তো আমরা এক ঘরেই থাকি, কখনও নামাজ পড়তে দেখিনি তো?

জমিলা আরও লজ্জিত কণ্ঠে বলে, যখনই সময় পায় এই ঘরে এসে নামাজ পড়ে। আপনি বাইরে গেলে বেশি পড়ে।

কিন্তু তার কাপড়-চোপড় সব তো আমার ঘরে।

না স্যার, এই ঘরেও আছে। নামাজের কাপড়।

রায়হান আর কথা বাড়ায় না। বলে, আমি যে দেখলাম বা শুনলাম তাকে বলিস না। এখন যা নিজের জায়গায় গিয়ে আবার বস।

জমিলা চলে যায়। রায়হানও তার নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। তার মন এক মধুর অনুভূতিতে ভরে ওঠে। আল্লাহ্ তাকে কোহিনূরের চাইতেও মূল্যবান এক সম্পদ দান করেছেন। রুবার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেদিন থেকে সে স্ত্রীকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে।

এক্ষণে স্ত্রীর প্রার্থনার কথা বিদিত হয়ে তার মধ্যে নবতর পুলকের সঞ্চার হলেও মুখে তা স্বীকার করে না। বলে, তোমার উদ্দেশ্য কি? এমনিতেই আমাকে নিরামিশাষীতে পরিণত করেছ, এখন কি সাধু সন্ন্যাসী বানাতে চাও?

www.pathagar.com

সাধু সন্ন্যাসী বানাবার কথা কোথায় বললাম? মানুষের সামান্যতম কৃতজ্ঞতা বোধ থাকবে না? আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিনিয়ত এত নেয়ামত দান করে চলেছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে না? প্লিজ তুমি কথা দাও এখন থেকে নামাজ পড়বে! তা হলে দুনিয়ার সবকিছুই তোমার কাছে সহজতর হয়ে উঠবে।

রায়হান প্রসন্নমুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাকে। কোন প্রতিউত্তর করে না।

কি হল? কথা বলছ না কেন? পড়বে?

আমি দোয়া কালাম তেমন জানি না।

সেটা কোন সমস্যা নয়। ঘরে নামাজ শিক্ষা রয়েছে। তুমি সামান্য সময় নিয়ে একটু দেখলেই সব রপ্ত হবে। বল, পড়বে!

দেখি।

না, দেখি না। কথা দাও।

রায়হান তাকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলে, তোমাকে ছুঁয়ে কখনও মিথ্যা বলব না। তাছাড়া ধর্ম কর্ম না করলেও তা নিয়ে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেব না। তুমি আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোমার উপযুক্ত করে নাও। আজই না হোক, একসময় তোমার অনুসারী হয়ে যাব।

রুবা লজ্জা পেয়ে মুখ তুলে তাকায়, কি যে বল! আমার অনুসারী হবে কি! তুমি যদি ফজরের নামাজও পড়া শুরু কর দেখবে দিনটি সুন্দরভাবে আরম্ভ হয়েছে। সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবে।

রায়হান বলে, তোমার মতো পুণ্যবতী স্ত্রী যার ঘরে তার সকল কাজ স্বভাবতই সুসম্পন্ন হবার কথা। রুবা, তুমি যে নিয়মিত নামাজ পড় আমাকে বলনি তো?

রুবা সলজ্জ কণ্ঠে বলে, এটা ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলার কি আছে! তাছাড়া নিয়মিত পড়তে পারি না, আল্লাহ্ যদি ক্ষমা করেন! তুমি কি করে জানলে?

হাসালে রুবা! তুমি এত বড় একটা কাজ করছ, আমি জানতেও পারব না! কিন্তু আমি ভাবি, আমি তো প্রায় সব সময়ই তোমাকে দখলে রাখি। এর মাঝে তুমি কি করে পাক সাফ হয়ে নামাজ আদায় কর?

রুবা লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলে, সময় করে নিই। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। কোন অসুবিধা হয় না।

www.pathagar.com

বারবার গোছল করলে অসুখ করবে না?

না গো না। নামাজ যেমন এবাদত, স্বামীকে সন্তুষ্ট করাও স্ত্রীর জন্য এবাদত। দুই এবাদতে দ্বন্দ্ব বাঁধে না। আমার ওঘরেও গীজার লাগিয়ে নিয়েছি।

রায়হান কোন কথা বলে না। স্ত্রীর সহাস্য মুখটির দিকে তাকিয়ে নিজের অপরিসীম ভাগ্যের কথা চিন্তা করে সৃষ্টিকর্তার কাছে নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

মুনিরকে গুলশান স্কুল থেকে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার জন্য গৃহশিক্ষকেরও ব্যবসস্থা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, আবুলই সব কিছুর ব্যবস্থাপক। মুনিরের মা নিজের থেকেই সংসারের কিছু কিছু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করছে। রুবা তাকে নিষেধ করেছিল, ফুপু, জীবনে অনেক কাজ করেছ, এখন আল্লাহ্ তা'তালার নাম নাও। পাক কালাম পড়, নামাজ পড়। এতেই সময় ব্যয় কর।

তা তো করছি মা। কিন্তু তোদেরকে দেখে সংসার থেকে এখনও মন উঠিয়ে নিতে পারছি না। তোর ছেলে মেয়ে হলে না হয় তা নিয়ে থাকব। এখন এক আধটু কাজ কর্ম করতে দে মা, না হলে যে তাড়াতাড়ি অক্ষম হয়ে যাব।

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার যা ভালো লাগে করো। কিন্তু কোন ঝামেলার কাজে হাত দিও না। তুমি দু'এক সময় একটা কাজ করতে পার ফুপু। তোমার জামাই প্রায় সারা জীবনই একা কাটিয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ তেমন পায়নি। তুমি কখনও কিছু পিঠা, পায়েস বা তোমার হাতের কোন বিশেষ রান্না তার জন্য করতে পার। সে খুব পছন্দ করে খাবে।

শুনে নুরুন্নেছা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, জামাই কি কি পছন্দ করে বল তো মা!

সাধারণ রান্না, ভর্তা, ভাজি, পিঠা, পায়েস, হালুয়া এসব পছন্দ করে খায়। আমি তো তেমন কিছু জানি না। দু'একটা শিখেছি। তা রান্না করলে চেটে পুটে খায়। দেখে আমার চোখে পানি চলে আসে!

তার ফুপু বলে, আহা রে, বাছা বোধহয় মা বোনের রান্না তেমন খেতে পায়নি।

তা বলতে পার। হোটেলে আর বাবুর্চির হাতেই বেশি খেয়েছে।

মা, আমি এখন থেকে দু'একটা পদ রান্না করব। তোর বাবুর্চি সব করুক। আমি শুধু তোদের জন্য কিছু তৈরি করব।

রুবা খুশি হয়, তাই করো ফুপু। তোমার জামাই পছন্দ করবে।

ফুপু বলে, তা না হয় বুঝলাম মা, কিন্তু আমাকে নাতি নাতনি কবে উপহার দিবি বল মা! আমার যে খুব শখ!

রুবা সলজ্জ কণ্ঠে বলে, তোমার জামাইও তাই চায়। দোয়া কর ফুপু। আল্লাহ্ দিলেই হবে।

মাজহার সাহেব এসেও হম্বি-তম্বি করে, এসব কি হচ্ছে বোনটি! আমার মামা হতে আর কত দেরি? এই বেটা কঞ্জুসটাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই। ছেলে মেয়ের পশ্চাতে অনেক অর্থ ব্যয় হবে বলে বেটা পিছিয়ে থাকছে। তুমি কোন কথা শুনবে না বোনটি। মামা ডাক কত মধুর জানো? দু'বার মা ডাকলে মামা হয়।

রুবা তাকে কফি এগিয়ে দিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বলে, দাদা, তুমি শুধু শুধু ওকে বকছ। তোমাদের এই ঝগড়া ঝাটির আর অবসান হবে না!

রায়হান বলে, শালা, বিয়ের রাতে তোর উপহারের কথা ভুলে গেছিস? তারপর স্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে বলে, তুমি কিছুই জানো না রুবা। বেটা পুলিশ অমন সুন্দর বউটাকে খেয়ে ফেলল। বাচ্চা হতে গিয়েই সে অসময়ে দুনিয়া থেকে চলে যায়। অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল ভাবী। এখন লেগেছে আমার বউর পিছনে। তাকেও শেষ না করে ছাড়বে না দেখছি!

মাজহারের চোখে মুখে আন্তরিক বিষণ্নতা ফুটে ওঠে। সে তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসত। প্রথম সন্তান হতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়। সন্তানটিও বাঁচেনি। সেই থেকে হাজার বলেও মাজহারকে দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মত করানো যাচ্ছে না। রুবাও অনেক চেষ্টা করেছে।

মাজহারের এক কথা, একজন তো এনেছিলাম! টিকল না। কি করব! আর নতুন বন্ধনে জড়াতে চাই না। সেটাও হয়ত বরাতে স্থিতি হবে না। তার চাইতে এমনিতেই ভালো আছি।

www.pathagar.com

এখন রায়হানের কথায় জবাব দেয়, তোর বউ যে আমার বোন সেটা ভুলেছিস! কোন ভাই তার বোনের অমঙ্গল কামনা করে না। আমি চাই আমার বোনটির সংসার ফুলে ফলে ভরে উঠুক। নতুন অতিথির আগমনে আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে পরুক। তুমি বেটা কোন কর্মের না।

রুবা লজ্জা পেয়ে উঠে পড়ে, সমোসা ভাজতে বলেছি, নিয়ে আসছি।

সমোসা ভাজা হলে ওরাই দিয়ে যাবে, তোমাকে উঠতে হবে না। নিজের দাদার কথার উত্তর দাও।

রুবা লজ্জারক্ত মুখে জবাব দেয়, দাদা আমাকে প্রশ্ন করেনি।

রায়হান বলে, দেখ ভাই পুলিশ, আমাকে অনর্থক দুষবে না। আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই। দিবা রাত্রি ক্রমাগত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। তোদের দোয়ার মধ্যে কোন শক্তি নেই তাই ফল পাচ্ছি না।

রুবাকে আর আটকানো যায় না। সে দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে এক প্লেট গরম সমোসা ও সস এনে দু'বন্ধুর মাঝখানে রাখে, দুনিয়ার সব বাজে ব্যাপারে বাক্যালাপ না করে এখন এগুলোর সদ্ব্যবহার করা হোক। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না।

তারা হাত বাড়ায়। দু'জনের ইচ্ছাকে দাম দিতে গিয়ে রুবাকেও ভাগ বসাতে হয়। গরম সমোসা তার নরম লজ্জা ঢেকে দিতে সাহায্য করে।

রুবার আন্তরিক অনুরোধ রায়হানকে প্রভাবিত করে। সে অবসর মুহূর্তে অফিসে বসে নামাজ শিক্ষা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এর মাঝে রুবা তাকে আবার তাগিদ দিয়েছে। সে জানে রায়হানের সঙ্গে জোর করে লাভ হবে না। ধীরে ধীরে তাকে পথে আনতে হবে। আল্লাহ্ চাহে তো নিশ্চয়ই একদিন সে পুরোপুরি পথে আসবে। তার আরাধনা বৃথা যাবে না।

সেদিন রায়হান স্ত্রীকে সামনে ডেকে বসায়, তোমাকে আজ একটি নতুন অধ্যায় শোনাব। একটি হিন্দু পরিবারে আমার অভিযানের কাহিনী। রাগ করতে পারবে না। আর মুখ একদম বন্ধ।

রুবা বলে, সেটা আমার জন্য মন্দ নয়। মুখ বন্ধ থাকলে সাহেবেরই অধিকতর অসুবিধা!

রায়হান বলে, আমার মুখ তো আর বন্ধ থাকছে না। তাতেই চলবে।

সে অযথাই স্ত্রীর মুখ চুম্বন করে বলে, এখন তোমার মুখ বন্ধনী দিলাম। পরে না হয় আবার খুলে দেওয়া যাবে।

রুবা কোন প্রতিউত্তর করে না। করলেই কাহিনী আরম্ভ করতে রায়হান অহেতুক বিলম্ব করবে। সে হাসিমুখে নীরবে স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

নারায়নগঞ্জের এক বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবার। সুব্রত মজুমদার এক জন নামকরা ঠিকাদার। প্রথম জীবনে এক সাহেব কোম্পানিতে ভালো কাজ করত। পরে নিজেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। নারায়ণগঞ্জ শহরে তার বিপুল বিষয় সম্পত্তি। কর্মক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্যের অধিকারী এই ভদ্রলোকের একটি দোষ ছিল। মেয়েমানুষের প্রতি দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোন ক্রটি ছিল না। প্রথম জীবনে পিতা-মাতা যে বিয়ে দিয়েছিল, সে স্ত্রী গ্রামের মেয়ে হলেও সদ্বংশজাত এবং চলনসই শিক্ষিতা। খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু স্বাস্থ্যবতী এবং একটা মাদকতা ভরা আবেদন রয়েছে তার উপচে পড়া দেহে।

মজুমদার তার স্ত্রীকে নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল না। বেশ কয়েকটি সন্তানের মা হবার পরেও শ্যামলী বউদির স্বাস্থ্য অটুট ছিল। মজুমদার অবশ্য এক দারপরিগ্রহ করার লোক নয়। অন্যান্য ফুলেও মধু খাবার অভ্যাস ছিল। সামর্থ্য ও ছিল। স্ত্রী সবই জানত। কিন্তু সর্ব অবস্থা বিবেচনায় স্বামীর বাহিরটান মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় সংসারের গিন্নীর আসন লাভ করেই সে সুখ খুঁজে নিয়েছিল।

মজুমদার বয়সে আমার চাইতে বেশ বড়। ঘটনাক্রমে তার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সে আমাকে একান্ত সুহৃদ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছিল। তার সংসারে ছিল আমার অবারিত দ্বার। ধর্মের কোন গোঁড়ামি না থাকার কারণে অচিরেই আমি তাদের একান্ত আপনজনে পরিণত হলাম। কারণে অকারণে আমি নারায়ণগঞ্জে তাদের বাড়িতে যেতাম। অনেক সময় নিয়ে তাদের সঙ্গে হৈ চৈ করে কাল কাটাতাম। মজুমদার বাসায় উপস্থিত থাক বা না থাক, আমার কোন অসুবিধা হত না। শ্যামলী বউদি আমাকে পছন্দ করত।

ঠিক এই সময়টাতেই অন্য একটি হিন্দু মেয়ে আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিনতি ঘোষও কি উপলক্ষে আমার অফিসে এসেছিল চাঁদার জন্য। যৌবনবতী মিনতি ঘোষের উপর স্বভাবতই আমার দৃষ্টি পতিত হয়। তার চোখের চাহনি এবং মুখের হাসিতে আমন্ত্রণের আভাষ ছিল। আশাতিরিক্ত চাঁদা প্রদান করি। অধিকন্তু ভালো আপ্যায়ন করি। মিনতি সকলের

www.pathagar.com

শেষে ঘর থেকে বের হবার সময় একবার আমার টেবিলের সামনে ফিরে আসে, আবার কখনও দেখা হবে?

উৎসাহিত বোধ করি। একটি কার্ড তার হাতে গুঁজে দিই। বলি, চাইলেই দেখা হবে।

সে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, তাহলে আসব।

তারপর থেকে সে আমার কাছে আসা শুরু করে। আমাদের জেলারই মেয়ে। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রিসেপশনে কাজ করে। কথাবার্তা ও আচার আচরনে মনে হয় সে প্রস্তুত হয়ে আছে। কেবল হাত বাড়াবার অপেক্ষা। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমার বিলম্ব হয় না। কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও অবকাশ ছিল না। তবুও একটু যাচাই করছিলাম।

মিনতি একদিন আমার কাছে কিছু টাকা ধার চায়। আমি ধারে কারবার করার পক্ষপাতী নই। টাকা দিলাম এবং তার মূল্যও আদায় করে নিলাম। সে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই নিজেকে অর্পণ করল। সেই থেকে প্রায় নিয়মিত ভাবেই সব চলতে থাকে। একদিন সে বলে, আমাকে টাকা দিও না। কখনও ইচ্ছা হলে একটা শাড়ি কিনে দিও।

কেন? টাকার জন্য অফিসে কাজ করছ! টাকার প্রয়োজন কি শেষ হয়ে গেল?

না, তা শেষ হয়নি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে মন সায় দেয় না। তোমার কাছে আমি যা পাই, তা অর্থের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না।

কি বলছ মিনতি! প্রেমে পড়ে যাওনি তো?

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বলে, প্রেমে নিশ্চয়ই পড়েছি। তা না হলে তোমাকে ধরা দিলাম কেন?

হয়ত টাকার জন্য।

না, টাকার জন্য নয়। টাকা অবশ্য তোমার কাছ থেকে নিই। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

হতেও পারে। তাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মেয়েটি ভদ্রঘরের বলেই মনে হয়। বহু পূর্বেই বিয়ের বয়স হয়েছে। তারপরও বিয়ে হয়নি। নিজে উপার্জন করে। তার শরীরে যে সম্পদের বিপুল সমারোহ সে সম্বন্ধে সে সজাগ। শুধু তাই

www.pathagar.com

নয়, সে তার বাজারমূল্য সম্বন্ধেও অজ্ঞাত নয়। ক্ষেত্র বিশেষে তার বিলি-ব্যবস্থায়ও কোন দ্বিধা নেই বলেই মনে হয়। ঠিক অর্থের বিনিময়ে বিপণি না করলেও অবস্থাদৃষ্টে প্রায় সেরকমই মনে হয়। আমি সে সব তলিয়ে দেখার পক্ষপাতী ছিলাম না। নগদ যা পেতাম তাই হাত পেতে নিতাম। আমার নিজস্ব চালচলন ছিল বেপরোয়া।

বেশ কিছুদিন মিনতি আসে না। বিষয়টা নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। প্রয়োজন হলে মিনতিদের যোগাড়ে সমস্যা হবার কথা নয়। এর মধ্যে একদিন নারায়ণগঞ্জে গেলাম। শ্যামলী বউদি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, ভাই রেজা, তোমার দাদা আর একটা বিয়ে করেছে। ঢাকাতে বাসা ভাড়া করে নতুন বউ নিয়ে সেখানে বাস করছে।

বল কি বউদি! সে একটু এদিক সেদিক করে জানি। কিন্তু এতগুলো ছেলে মেয়ের পিতা! তাছাড়া তোমাদের মধ্যে বহু বিবাহ নেই। সে বিয়ে করে ফেলল! তুমি ঠিক বলছ তো?

হ্যাঁ ভাই! সে নিজেই এসে বলে গেছে। এখন থেকে ঢাকায় থাকবে। আমার কি হবে ভাই?

মজুমদারের উপর ভীষণ চটে যাই। এটা কি রকম মূর্খতা! যেখানে বাজারে দুধের অভাব নেই, সেখানে কেউ শখ করে গাভী ক্রয় করে! সুব্রত মজুমদার একটা বোকার হদ্দ।

শ্যামলী বউদি বলে, সে অনেক কিছুই করত, জেনেও না জানার ভান করতাম। কিন্তু এটা সে কি করল! আমি তো তেমনভাবে তার কোন কাজে বাধা দিইনি।

বলি, তুমি পুরনো হয়ে গিয়েছ বউদি। সে এখন নতুন জিনিস কামনা করে।

বউদি চোখ মুখ মুছে নেয়। মন্তব্য করে, জানো না পুরনো চাল ভাতে বাড়ে! পুরনো বলে হেলা করো না। এখনও অনেক নতুনকে ঘোল খাইয়ে দিতে পারি!

জিজ্ঞেস করি, তোমাদের মধ্যে দ্বিতীয় বিয়ে নেই শুনেছি। এটা কি বেআইনি নয়?

সে বলে, দ্বিতীয় বিয়ে ধর্মে নিষিদ্ধ নয়। সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। আইনের কথা জানি না ভাই। জেনেও কি করব? স্বামীর বিরুদ্ধে তো আর মামলা ঠুকতে পারি না!

www.pathagar.com

তা হলে আপাতত বরের পরিবর্তে এই দেবরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। জানো না, দেবর মানে দ্বিতীয় বর!

নানা কথায় বউদিকে সাময়িক সান্ত্বনা দিয়ে সুব্রতর উপর হাড়ে হাড়ে চটে সেদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে আসি।

একদিন ওয়ারী দিয়ে যাচ্ছি। একটা গলিতে গিয়ে গাড়ির একটি চাকা পাংচার হয়ে যায়। ড্রাইভার চাকা বদলাবার আয়োজন করছে। আমি নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকি। পাশের বাড়ির দ্বিতলের বারান্দা থেকে কেউ ডেকে ওঠে, রেজা ভাই!

সেদিকে তাকিয়ে দেখি মিনতি ঘোষ। সে হাসিমুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে। চোখে মুখে খুশি ছড়াচ্ছে।

কি ব্যাপার, তুমি এখানে?

রেজা ভাই, উপরে আস। ঢুকে ডান দিকে সিঁড়ি।

এটা কার বাসা? তুমি এখানে কি করে এলে?

মিনতি বলে, উপরে উঠে আস, সব বলছি। ভয় নেই, এটা আমারই বাসা।

ভদ্রপাড়া এবং ভালো একটি দ্বিতল বাড়ি থেকে মিনতি ডাকছে। বিষয় কি জানার আগ্রহ হল। সে বলছে এটা তার বাসা। এগিয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তার দেখা পেলাম। সে আমাকে একটি সুসজ্জিত বসার ঘরে নিয়ে বসায়।

মিনতির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। কিছুটা ভারিক্কী ভাব পরিলক্ষিত হয়। তার চেহারা এবং অবয়বেও অনেক পরিবর্তন। ভালো করে লক্ষ করে দেখি তার গায়ে অনেক সোনার গহনা এবং শিথিতে সামান্য সিঁদুরের চিহ্ন। মিনতির কি বিয়ে হয়েছে? এটা কি তার স্বামীর বাসা? জিজ্ঞেস করতেই সে হাসিমুখে জবাব দেয়, হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছে। আমি এখন তোমার বউদি।

সে কি!

হ্যাঁ, নারায়ণগঞ্জে সুব্রত মজুমদার তোমার দাদা নয়? তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে যাই। তাকে দেখেই আমার বোঝা উচিৎ ছিল তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সুব্রত মজুমদার তার স্বামী! বলি, তুমি কি সব জানো? সে যে

বিবাহিত এবং অনেকগুলো ছেলে মেয়ের জনক তা কি তুমি মানো?

সব জানি। জেনে শুনেই স্বেচ্ছায় বিয়েতে স্বীকৃত হই।

কিন্তু কেন?

সে একটু মেজাজের কণ্ঠে জবাব দেয়, কেন মানে কি? তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে? না অন্যসব পাত্র বিয়ের জন্য লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছিল? বিয়ের দায়িত্ব না নিয়েই যদি পাওয়া যায়, তা হলে বিয়েতে যায় কোন বোকা! সে দিক থেকে বরং সুব্রত বাবু খুবই বিবেচক। তার বয়স হয়েছে, সংসার, ছেলেমেয়ে আছে। তাতে কি? প্রচুর টাকাও রয়েছে। দুটি সংসার চালানো তার কাছে কোন সমস্যা নয়। তার সব আছে। আমার কিছু ছিল না। সে সব দিতে সম্মত হল, তাই তাকেই বিয়ে করলাম।

বিস্ময়ের সঙ্গে তার কথাগুলো শুনছিলাম। আমার কাছে কৈফিয়ত দেবার কথা নয়। তবুও কেন যেন নারায়ণগঞ্জের শ্যামলী বউদির স্নিগ্ধ রূপ চোখে ভেসে উঠে মন বিগড়ে গেল। বউদির সংসার নষ্ট করার অধিকার তার নিশ্চয়ই ছিল না।

কোন মন্তব্য করি না। উঠে দাঁড়াই, নিশ্চয়ই এতক্ষণে গাড়ির চাকা বদলান শেষ।

মিনতি আমার হাত ধরে, সেকি! উঠছ কেন? আমার বাসায় প্রথম এলে। একটু মিষ্টি মুখ করে যাবে না!

বলি, মিনতি ঘোষে নিজস্ব মিষ্টি অনেক দিনই খেয়েছি, মিসেস মিনতি মজুমদারের সন্দেশ না হয় না-ই খেলাম।

একটি ছোট ছেলে এসে একটি সুদৃশ্য ট্রে এনে উপস্থিত করে। তাতে নানা প্রকারের মিষ্টিদ্রব্য ও এক গ্লাস কোক রয়েছে।

মিনতি ছেলেটিকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এসব তোমার দাদার অর্থেই কেনা। সুব্রত বাবুর বাসায় কি তুমি খাও না?

নিশ্চয়ই খাই। তার আদি সংসারে আমার কোন বিধি-নিষেধ নেই।

মিনতি ভ্রূভঙ্গি করে বলে, সুব্রত বাবুর দ্বিতীয় সংসারেও কোন নিষেধ থাকবে না। সেখানে বরং পূর্ব থেকেই তোমার যাতায়াত।

তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সে হাত ধরে অনুরোধ করে, একটু মিষ্টি খেয়ে

www.pathagar.com

কোকটা খাও। তোমার দাদা বাসায় নেই। চল ভিতরে যাই।

আমি উঠে দাঁড়াই। সেদিন মিনতি ঘোষের মিষ্টি এবং তার আরও ঘনিষ্ঠ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে চলে আসি।

সে জিজ্ঞেস করে, তোমার ওখানে আসব?

মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, ইচ্ছা হলে এসো।

সে আসা যাওয়া বাড়িয়ে দেয়। এখন তার নিজস্ব গাড়ি হয়েছে। টেলিফোন করে যে কোন সময় সে চলে আসে। এখন তার আর অর্থের প্রয়োজন নেই। এখন আমার সান্নিধ্যই তার সবিশেষ আকর্ষণের বস্তু। তার ভাষায়, তাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে কেবল একটিই মানুষ। তার নাম রেজা রায়হান।

রুবা, তুমি কোন কথা বলো না। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তোমার আজকের এই ভেজাবেড়াল স্বামীটি কতটা শঠ ছিল। তার কোন বাছ বিচার ছিল না, ছিল না কোন ধর্ম বোধ। অপ্রতিরোধ্য কামনার যূপকাষ্ঠে সে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে বসেছিল।

মজুমদারকে একদিন বলি, বিয়ে করেছেন, শ্যামলী বউদি সেটা মেনে নিয়েছে। নিজের বাড়ি-ঘর, সন্তান-সন্তুতি ছেড়ে শুধু একজন মেয়েমানুষেই সব অভাব মিটবে? নিজের বাড়িতে চলে যান। সেখানে তো স্থানের অভাব নেই। নতুন বউকে না হয় পৃথক করেই রাখবেন।

আমার কথায় কিনা জানি না, কিছুদিন পর মিনতিই এসে জানায় তারা নারায়ণগঞ্জে চলে গেছে। স্বামীগৃহের ত্রিতলটি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজের লোকজন নিয়ে সে আরামেই আছে। স্বামী তার ঘরেই থাকে।

নারায়ণগঞ্জে গিয়ে নিজ চক্ষে সব দেখে আসি। বেশ একটা সহাবস্থান সেখানে বিরাজ করছে। শ্যামলী বউদি যদিও ত্রিতলে যায় না। কিন্তু মিনতি যখন তখন নিচে নেমে আসে, ছেলে মেয়েদেরকে এবং সতীনকেও সে খানিকটা জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। দেখলাম, সে বাড়ির প্রায় সকলেই মিনতির উপস্থিতি মেনে নিয়েছে। প্রাণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধা মিনতির একটা সহজাত স্বভাব ছিল মানুষজনকে স্বল্প সময়ে জয় করে নেবার। সে সুব্রত মজুমদারের পত্নী হিসাবে দ্রুত সমাজে গৃহীত হয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জে গিয়ে প্রথমে শ্যামলী বউদির সঙ্গে কিছুটা রসালাপ করে উপরে

www.pathagar.com

যেতে চাইতাম। বউদি চোখ পাকিয়ে বলত, পুরাতনে বুঝি আর মন বসছে না, এখন বুঝি নতুন রঙ-ঢঙ পরখের ইচ্ছা হয়েছে!

বলি, বউদি, তোমার সঙ্গে সবই মুখে মুখে। মানুষের কিছু বাস্তব ক্ষুধা তৃষ্ণাও থাকে! ঘোষের বাড়ির মিষ্টান্নে কার না দুর্বলতা থাকে বল?

শ্যামলী বউদি চোখ টিপে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ব্যক্ত করে। সেটার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। মজুমদার উপস্থিত থাকলে আমরা সাধারণভাবে আলাপচারিতা করতাম। সে জানত তার স্ত্রী হবার পূর্ব থেকেই মিনতির সঙ্গে আমার জানাশোনা।

সে বাসায় না থাকলে ঘোষজায়ার আপ্যায়নের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যেত। মিনতির এক বড় বোনও তার সঙ্গে থাকত। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা এবং সন্তানের জননী। তাকেই প্রহরা নিযুক্ত করত মিনতি। বোনের নিকটে হয়ত তার কোন রাখঢাক ছিল না।

দিদি, তুমি দরজার দিকে দৃষ্টি রেখো। আমি রেজা ভাইর সঙ্গে রয়েছি।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বলে, দিদি জানে আমি তোমাকে সামান্য আদর করি, চুমো টুমো খাই।

সামান্য আদর!

নয়ত কি! যদি সারা রাত্রির জন্য তোমাকে পেতাম!

তার সে বাসনা অবশ্য পূর্ণ হয় না। আমার সব সময়ই মনে হয়েছে মিনতি আর দশটা মেয়ের চাইতে ভিন্ন। তার কামতৃষ্ণা ছিল অত্যাধিক প্রবল। সে কারণেই হয়ত সে মজুমদারকে নিয়ে অখুশি ছিল না। বাড়তি হিসেবে আমি তো ছিলামই। তার অন্যত্রও গতিবিধি ছিল কিনা নির্ণয় করা কঠিন। আমার বাসায় সে আসত না বললেই চলে। কখনও এলেও সুব্রতকে সাথে নিয়ে আসত। কিন্তু আমার অফিসে আসার ব্যাপারে তার আগ্রহের অভাব কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। সদা প্রস্তুত এই মেয়েটিকে যখন তখনই গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা ছিল না। আমাদের পার্টনারশীপ ভালো জমেছিল।

এর মধ্যে মজুমদারের বড় মেয়ের আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। জামাইকে সে ডাক্তারী পড়তে লন্ডন পাঠাচ্ছে। সেখান থেকে ফিরে এলে মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাবে। জামাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। মেয়ে স্কুলের ছাত্রী। শ্যামলী বউদি উৎসাহে ফেটে পড়ছে। সে সাধারণত টেলিফোন করে না। সেদিন

www.pathagar.com

করে। বলে, রেজা ভাই, তুমি আমার জামাই দেখতে এলে না!

তোমরা তো এখন সামাজিক অনুষ্ঠান করছ না। যখন করবে অবশ্যই এসে দেখব এবং তোমার মেয়ে জামাইকে অনেক আশীর্বাদ করব।

তার অনেক দেরি রয়েছে। ঠিক আছে, আমি এর মধ্যে জামাইকে নিয়ে একদিন তোমার ওখানে আসব। তোমাকে দেখিয়ে যাব।

খুব খুশি হব বউদি।

শ্যামলী বউদির সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতাম। অনেক সন্তানের জননী এই মহিলাকে নিয়ে অন্য চিন্তা মাথায় আসত না। তার স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল। তার ছিল বিশাল বক্ষ সম্পদ। কখনও পরিহাস করে তাতে হাতের চাপর মেরে বলতাম, বউদি, তোমার তবলায় আওয়াজ হয় না।

সে কিছু মনে করত না। বরং হাসিমুখেই প্রতিউত্তর করত, তবলচি ওস্তাদ হলে ওতেই ভালো বোল উঠবে।

মিনতির বিয়ের পূর্বে একবার পরিচিত একটি মেয়েকে নিয়ে বউদির ওখানে গিয়েছিলাম। সে মেয়েটিকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করে। এক ফাঁকে আমাকে তার শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে বলে, আমি তোমার বউদি। আমাকে লজ্জা করার কিছু নেই। তুমি তোমার বান্ধবীকে এখানে নিয়ে আসতে পার।

বলি, বউদি, সেসব কিছু নয়। জানোই তো, আমি একা থাকি। কাজেই বান্ধবীর সঙ্গ লাভে আমার কোন সমস্যা নেই। তোমার এখানে আসব শুনে সঙ্গে আসতে চাইল তাই নিয়ে এসেছি। ভালো মেয়ে, কলেজে পড়ে।

তুমি তাকে এখন নিতে চাও না?

রগড় করে তাকে জড়িয়ে ধরি। বলি, তাকে নয়, তোমাকে নিতে চাই।

সে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজের শরীরের সঙ্গে আমাকে অনুভব করে সে বোধহয় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলে, আজ নয়, আর একদিন।

আমি নিজকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে গিয়ে উপলব্ধি করি বউদির একটি হাত আমার উত্থানে নিবদ্ধ। সে বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে আমাকে অবলোকন করছে। চোখে মুখে একটা ঘোর।

www.pathagar.com

রেজা ভাই, তুমি সাংঘাতিক পুরুষ!

বাইরে থেকে আর কতটুকু বুঝবে!

সে আবেগের সঙ্গে বলে, একদিন ভালো করে বুঝতে হবে।

মেয়েটি বাইরের ঘরে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে রয়েছে। তার কাছে ফিরে যাই।

সে জিজ্ঞেস করে, বউদির এতগুলো বাচ্চা কাচ্চা?

হ্যাঁ।

তাকে দেখে কিন্তু বুঝা যায় না।

হ্যাঁ, তার স্বাস্থ্য ভালো।

মিনতির মহলে আর একদিন একটি ঘটনা ঘটে। তার দিদি যথারীতি প্রহরায়। আমরা শোবার ঘরে ব্যস্ত। তার দিদি দৌড়ে এসে আওয়াজ দেয়, জামাই আসছে।

অর্থাৎ সুব্রত এসে পড়েছে। অর্ধ পথে ক্ষান্ত দিয়ে দু'জনেই হতাশ মনে সুব্রতর মুণ্ডপাত করি। আমি সোজা শ্যামলি বউদির ঘরে চলে যাই। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে সেই জানে।

জিজ্ঞেস করে, কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে এসেছ বলে মনে হচ্ছে!

ঠিক ধরেছ বউদি। তোমার কর্তা বাসায় প্রত্যাবর্তনের আর সময় পেল না! দশ মিনিট পরে এলে কি হত!

আহারে বেচারা! কি আর করবে, দুধের সাধ ঘোলে মিটাও। আজ বউদির আলীঙ্গনেই ভারমুক্ত হও। শরীর ভালো নয়, নতুবা সবই দেওয়া যেত।

আমার তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। অগত্যা তার পরামর্শই গ্রহণ করতে হয়।

তাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার কর্তা তো তার নতুন বউকে নিয়ে আছে। তোমার চলছে কি করে?

কই আর চলছে! বিশেষ আফসোসও নেই। দীর্ঘকাল ভোগ করেছি। এতগুলো ছেলে মেয়ের পর ওসব না হলেও চলে।

তুমি এখনও আকর্ষণীয়া। মজুমদার একেবারেই আসে না?

www.pathagar.com

একেবারেই আসে না, তা ঠিক নয়। কখনও মুখ বদলের ইচ্ছা হলে পুরাতন বোতল খোঁজে।

আর তখন তুমি নিজের কাজ গুছিয়ে নাও, তাই না?

কি করব ভাই, তোমার মতো সাহায্যকারী কোথায় পাই!

ইচ্ছা থাকলেই পেতে পার।

ঠিক আছে, জানা রইল।

সেদিন আর কথা হয় না। অন্য সময়ও কখনও এ বিষয়ের উল্লেখ হয়নি।

মেয়ের বিয়ের বেশ পরে। ছুটির দিন। বাসায় শুয়ে আছি। আধা জাগরিত অবস্থা। হঠাৎ আমার ঘরের দরজা ঠেলে শ্যামলী বউদি ভিতরে প্রবেশ করে। খালি গায়ে একটি পাতলা শর্ট পরে শুয়েছিলাম। বউদি ঘরে ঢুকে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আমার বিছানায় উঠে আসে। আমি কোন কথা না বলে তার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিলাম। সে বলে, জামাইকে নিয়ে এসেছি। নিচের ড্রয়িংরুমে বসেছে।

জিজ্ঞেস করি, জামাই ড্রয়িং রুমে, শাশুড়ি শোবার ঘরে কি করছে!

সে এক টান মেরে আমার শর্ট খুলে ফেলে। নিজেও ঝটিতে নিরাবরণ হয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্যামলী বউদির সবকিছুই বিশালাকারের। কথা না বলে মুখ ডুবিয়ে দিই, শরীর ডুবিয়ে দিই। একসময় গভীর তৃপ্তিতে শ্যামলী বউদি কেবল বলে, মনে থাকে যেন!

ঠিকই মনে থাকে। সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। এতদিন পর যখন নিজেকে প্রশ্ন করি অবাক লাগে। সাত আট সন্তানের জননীকে আমি কি প্রকারে পারলাম! এও কি সম্ভব! তখন কিন্তু খুব একটা মন্দ লাগেনি। এক ধরনের ভিন্ন স্বাদ লাভ করেছিলাম। বউদি ছিল অভিজ্ঞতা সম্পন্না, তার দেহে ছিল প্রাচুর্যের প্রভূত আয়োজন। নিজের অবস্থান থেকেই দুই হাত ও দুই পায়ে সে যে কলাকৌশল প্রদর্শন করে তার একটা ভিন্ন আমেজ ছিল।

বলি, বউদি, তুমিই বোধহয় পৃথিবীর সেই একমাত্র শাশুড়ি যে জামাইকে নিচে বসিয়ে রেখে উপরে পর পুরুষের সঙ্গে আদিমতম কর্মে লিপ্ত।

সে বলে, শাশুড়ি হয়েছি বলে কি নিজের সব চাহিদা বিসর্জন দিয়েছি! তোমার

www.pathagar.com

অনেক দিনের পাওনা আজ মিটিয়ে দিলাম। আমার জন্য এটা এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। রেজা ভাই, তুমি যাকে বিয়ে করবে, তার নারী জন্ম স্বার্থক হবে। তুমি দারুণ।

সে কারণেই বিশেষ কোন একজনকে বিয়ে করছি না। বরং উন্মুক্ত থেকে তোমাদের অধিকতর সেবা করে যাচ্ছি।

সে প্রস্তুত হতে হতে বলে, আমার জন্য এটা অবিস্মরণীয় ঘটনা, সেটা বলাই বাহুল্য। কর্তার ছোট গিন্নীর অদৃষ্ট খুবই সুপ্রসন্ন। সে প্রায়ই তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হচ্ছে।

বউদিকে নিয়ে নিচে নেমে নতুন জামাইর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। শ্যামলী বউদির সাথে সেটাই ছিল প্রথম ও শেষ অভিযান। মিনতির বিরতি ছিল না। কিন্তু বড়জন শুধুই ক্ষণিকের নায়িকা।

মজুমদার বাড়িতে আমার আরও অভিযানের কাহিনী আছে। রাগ করো না-রুবা। দুঃখিত, তোমার মুখ বন্ধ করে রেখেছি। পরে সুদে-আসলে শোধ দিও। এখন আমাকে বলতে দাও। আজ আমাকে বলার নেশায় পেয়েছে। তোমাকে তো বলেছি, মজুমদারের প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি। নারায়ণগঞ্জে শহরে তার অনেকগুলো বাড়ি। তার নিজস্ব সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকার পাশেই যে একতলা একটি বাড়ি ছিল সেটা সে তার এক বোনকে থাকতে দিয়েছিল। সরাসরি তার আশ্রিতা না হলেও ধনী ভাই তার বোনের সংসারে সব দিক থেকেই সাহায্যের হাত প্রসারিত করত। সে বোনের ঘরে মজুমদারের দুটি পরমা সুন্দরী ভাগ্নী ছিল। তাদের নিশ্চয়ই কোন জবরজং ভালো নাম ছিল। কিন্তু তারা ডাক নাম হেনা সেনা বলেই পরিচিত ছিল। তারা ছিল পিঠা-পিঠি দুইটি রূপবতী তরুণী যেন দুটি মাছরাঙ্গা পাখি। হেনা বড়, সে বিএ পরীক্ষা দেবে। সেনা ছোট, সে আইএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তারা কেবল রূপের জন্যই প্রখ্যাত ছিল না, তাদের বিশেষ গুণও ছিল। নারায়ণগঞ্জে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হেনা সেনার উপস্থিতি ছাড়া জমে উঠতে চাইত না। হেনা গাইত আর সেনা সে গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করত। একক গান, নাচও পরিবেশিত হত। কিন্তু লোকজন তাদের দু'বোনের একসঙ্গে গান ও নাচ দেখতেই বেশি পছন্দ করত।

www.pathagar.com

বড় বোন হেনার ছিল চমৎকার ফিগার। তার দিকে তাকালেই তাকে শরীরের সাথে পিষে ধরার একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠত। তার শরীরের আনাচে কানাচে ছিল মোহময় সব বঙ্কিম রেখা। প্রলুব্ধ পুরুষদের দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব হত না। পক্ষান্তরে সেনার ছিল হাল্কাপাতলা নৃত্যপরা গড়ন। সে হেঁটে গেলেও মনে হত একটি নৃত্যের ছন্দ গতি পেল। মেয়েটা কথায় কথায় খুব হাসতে পারত। তাদের দু'জনেরই দেহ লাবণ্য ছিল দুধে আলতা বর্ণ বলতে যা বুঝায় অনেকটা তাই। সেনার দিকে তাকালে কামনায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠত না ঠিকই, কিন্তু তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অনেক আদরে চুমোয় চুমোয় সারা মুখ ভরিয়ে দিতে দেহ মন উন্মুখ হয়ে উঠত। দু'জনের আকর্ষণ ছিল দুর্বার এবং দু'রকমের। কিন্তু তার ব্যাপকতা ছিল অপ্রতিরোধ্য।

নারায়ণগঞ্জের উঠতি বয়সের খুব কম রোমিও ছিল যারা হেনা সেনাকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রেম নিবেদন করেনি। কিন্তু বিত্তশালী মজুমদারের প্রভাব প্রতিপত্তি বিবেচনা করে এবং সরকারি মহলে তার ঘনিষ্ঠতার কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু হেনা সেনার চাহিদা ছিল অফুরন্ত। নারায়ণগঞ্জের গণ্ডি ছাড়িয়েও তাদের নাচ গানের আবেদন আসতে থাকে।

মামার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে অচিরেই আমিও তাদের রেজা মামায় পরিণত হলাম। তারা অধিকাংশ সময়ই সুব্রতর ওখানেই থাকত। সুব্রতর বিশাল অট্টালিকায় তাদের দু'বোনের একটি ঘর ছিল। রাতে তারা এখানেই থাকত।

পরের দিকে আমার ঘন ঘন নারায়ণগঞ্জে যাতায়াতের অন্যতম কারণ ছিল হেনা সেনা। সে কথা খুলে না বললেও বোধগম্য। ওদের দেখলেই মন প্রসন্নতায় ভরে উঠত। কাছে টানতে ইচ্ছা করত। ওরাও কখন আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। ওদের অনুরোধে কয়েকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমি আরও আকৃষ্ট হয়ে উঠি।

হাতে মাইক নিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের সাথে ছোট বোনের নাচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তালে তালে যখন হেনা গান গেয়ে উঠত এবং তার গানের সঙ্গে সমন্বয় করে আকাশের পরী সদৃশ্য সেনা মঞ্চে নাচের হিল্লোল তুলত তখন সমগ্র দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলীর একাগ্রতা তারা কেড়ে নিতে সমর্থ হত। তাদের অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রচুর হাততালি এবং প্রশংসার প্রবণতা লক্ষ করা যেত। আমি সাধারণত এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কমই যোগ দিয়ে থাকি। আমারও তাদের অনুষ্ঠান ভালো লাগে।

www.pathagar.com

এমনি একটি অনুষ্ঠানের পরদিন দু'বোনকে দুটি রাজশাহী সিল্কের শাড়ি উপহার দিলে তারা দু'বোনই এক ভালোলাগার দৃষ্টিতে আমাকে নতুন করে অবলোকন করে।

দিনমানে তারা নিজেদের বাসায় থাকলেও রাত্রিযাপন করে মামার বাড়ির দ্বিতলে। আমি সেখানে গেলে সারাক্ষণই তারা এ বাড়িতে ঘুর ঘুর করে। বিষয়টা আর কারো চোখে না পড়লেও মিনতির দৃষ্টি এড়ায় না। তার চোখে সামান্য ঈর্ষার আভাষ পেয়ে তাকে বুঝিয়ে দিই, হোনা-সেনার কারণে তার বরাদ্দে ঘাটতি হবে না। তার উচিত আমাকে সহায়তা করা। সাহায্য না করলেও সে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না এ প্রতিশ্রুতি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আদায় করে তার প্রতি যেন বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শিত না হয়।

আমি এক অসম্ভব খেলায় মত্ত হই। চার জন নারী, আমি একজন পুরুষ। শ্যামলী বউদির কোন চাহিদা ছিল না। কিন্তু মিনতি একাই একশ'। তার চাহিদার অন্ত নেই। লোকজনের মাঝে কথা বলছি। সেখান থেকেও সে 'একটা কথা আছে' বলে ডেকে তুলে নিতে পারে। কি কথা আমি ভালো করেই জানি। আমারও সুযোগের সদ্ব্যবহারে কোন অলসতা নেই। সে সব বিবেচনা করেই ডেকেছে। তার সঙ্গে উঠে গিয়ে শয্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। এখন হেনা সেনার কারণে কিছুটা বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। তারা একত্রে এবং অনেক সময় পৃথক পৃথকভাবে আমাকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে।

হেনার শারীরিক আবেদন মারাত্মক। সে অবশ্য কথা বলে কম। কিন্তু তার দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। যৌবন যেন তার দেহে ব্যাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে। বড় বড় চোখ দুটি তুলে সে যখন আমার দিকে তাকায় আমার তখনই তাকে বুকে টেনে নেওয়ার প্রবল বাসনা জাগে। কষ্টে নিজেকে সংযত রাখি। হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে সেনা নামের নৃত্যপটিয়সী বালিকাটি যখন সামনে এসে হাত মুখ সমানে নাড়তে তাকে তখনও এক বিচিত্র পিপাসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। সেই মুহূর্তেই তাকে কব্জা করে তার পাতলা লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে দখল নেবার তীব্র বাসনা জেগে ওঠে। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করি। সমস্যা হচ্ছে তাদের পৃথক করে একান্তে পাওয়া। অভিজ্ঞতায় যতটুকু বুঝি, দুটি ফলই সরস। একটি প্রায় সুপক্ব, অন্যটি ডাসা, মাত্র রঙ ধরেছে। দুটি ফলই হাতে এসে পড়ার অপেক্ষায়। তাদের দিক থেকেও উদীপ্ত ইঙ্গিতের আভাস পাই।

www.pathagar.com

হেনা একদিন বলে, কোনদিন বেড়াতে নিয়ে গেলেন না!

একটা জিনিস লক্ষ করি কিছুদিন থেকে সে আর আমাকে মামা বলে সম্বোধন করে না। কোন সম্বোধনই করেনা। ভাব বাচ্যে কথা বলে, তবে খুব সুন্দর করে বলে।

বলি, আমি সবসময় প্রস্তুত। যখন খুশি চল।

আপনাকে মামার অনুমতি নিতে হবে। আরও একটা সমস্যা আছে।

অনুমতি কোন বিষয় নয়। অন্য সমস্যা কি?

সে আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বলে, ছোটকে কাটান দেব কি করে?

সেই মুহূর্ত অল্পক্ষণের জন্য তাকে একাকী পেয়েছিলাম। বলি, সত্যিই কাটান দিতে চাও?

সে প্রশ্ন করে, আপনি চান না?

বলি, চাই।

সে আমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ চোখে জিজ্ঞেস করে, তা হলে?

আমি বলি, ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু আমি কোন ব্যবস্থা করার পূর্বেই সে একদিন একা আমার ঢাকার বাসায় এসে উপস্থিত। আমি অবাক, দারুণ খুশিও।

কি ব্যাপার? হঠাৎ কি করে চলে এলে! অবাক কাণ্ড!

সে বলে, কলেজ থেকে জাতীয় উদ্যানে বনভোজনে যাচ্ছে। আমি মহাখালি এসে নেমে পড়েছি। শরীর ভালো নেই বলে কেটে পড়েছি। আপনার কাজ না থাকলে সারাদিন থাকতে পারি। সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছে দিলেই হবে।

আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। তবে বাসা পর্যন্ত যাব না। তা না হলে ধরা পড়ে যাব।

ঠিক বলেছেন। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। সারাদিন আপনার সঙ্গে কাটাব।

আমি আর কোন কথা না বলে মুখ ভরা হাসি নিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিই।

www.pathagar.com

আমার বাহু বন্ধনে ধরা দিতে হেনার সময় লাগে না। সে যেন এর জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিল। আমার তৃষিত ওষ্ঠদ্বয় তার অধরে নেমে আসে। সে আমাকে দুই হাতে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে। আমাদের চুম্বন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। শুধু চুম্বনই নয়, আমি তার সুমসৃণ সুগঠিত দেহটি নিয়ে যদেচ্ছা খেলাধুলায় মেতে উঠি। সে আপত্তি করে না। একবার শুধু বলে, কেন এমন করছ?

এর মধ্যেই সে তুমি বলতে শুরু করেছে। বলি, বুঝতে পারছ না কেন করছি!

না, লক্ষীটি, এমন করোনা। শেষে আর সংবরণ করতে পারব না।

সংবরণের প্রয়োজন কি?

তা অবশ্য ঠিক। আমি মুসলমান হতে সম্মত আছি। আমরা অবশ্যই বিয়ে করতে পারি। আমার সে বয়স হয়েছে।

আহ্ এখনই বিয়ের কথা আসছে কেন! মেয়েদের এই বড় দোষ! প্রথম দিনই বিয়ের বার্তা।

না, তাই বলছিলাম। তুমি যদি চাও আমাদের বিয়ে হতে পারে। তোমাকে আমার খুবই পছন্দ। কিন্তু ছোটও যে তোমাকে চায়!

কি করে বুঝলে?

আমি বুঝব না! আমি তার বোন এবং বড় বোন। দু'জনই একসঙ্গে একস্থানে মন দিয়ে বসে আছি।

আমি পরিহাস করে বলি, তোমাদের মধ্যে পূর্বে একাধিক বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করার রীতি ছিল। না হয় সে নিয়ম চালু করা যাবে।

সে বলে, না ঠাট্টা নয়। ছোটও মনে মনে তোমাকে ভালোবাসে। ছোট মামীর কাছ থেকে তোমার ছবি নিয়ে পড়ার ঘরে টানিয়েছে। এখন কি হবে?

আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে। তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, তুমি এ নিয়ে মোটেই দুশ্চিন্তা করো না। আমি তাকে ম্যানেজ করব। সে একটা বাচ্চা মেয়ে। তোমার সুবাদে তার সঙ্গে আমার মধুরতম সম্বন্ধ হবে। পর্যাপ্ত আদর আহলাদে তাকে পটিয়ে ফেলা অসাধ্য হবে না। তুমি আবার ভুল বুঝে বসো না। কি বল, করব?

তা করো। দেখো হিতে যেন বিপরীত না হয়।

www.pathagar.com

সেদিন আমি চাইলে সেই মুহূর্তেই তাকে সম্পূর্ণভাবে নিতে পারতাম। কিন্তু আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় সজাগ ছিল। বারবারই মনে হচ্ছিল, সে বড্ড নারী। তাকে একবার গ্রহণ করলেই অঙ্কুর উদগমনের সম্ভাবনা। আমি সেদিন অনেক কষ্টে নিজেকে শাসনে রাখি। অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, মাত্র একটি কাজ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সে আমার শয্যায় বেপথু হয়ে পড়ে থেকে আরও ইন্ধন জোগায়। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমার সতর্ক মনটি দেহের চাহিদা ছাপিয়ে সক্রিয় ছিল বলে সে যাত্রা রক্ষা পাই। এক পর্যায়ে নিজের উপর আস্থা হারাই। আর বাসায় থাকা নিরাপদ মনে করি না। গাড়ি নিয়ে তাকে সহ বের হয়ে পড়ি। অনেক ঘুরে বেড়াই। তাকে সাভার স্মৃতিসৌধ ঘুরিয়ে আনি। দ্বিপ্রহরে শেরাটনের রেস্তেরাঁতে আহার করি। সেখানকার শপিং সেন্টার থেকে তাকে একটা সুন্দর হাত ব্যাগ ও একটা কলম কিনে দিই। শারীরিকভাবে বিমুখ হলেও সে অন্যভাবে খুশি হয়ে ওঠে। আমাকে বলে, তোমাদের ধর্মের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি, যা বাংলায় পড়া যায়, আমাকে এনে দিও।

বলি, ধীরে সবই হবে। এখন নিজের পড়াশুনা ও সঙ্গীত চর্চায় মন দাও।

না, আমি এখন রেজা রায়হানে মন দেব।

তার কথা শুনে হাসি। বিকেলে নিজে ড্রাইভ করে তাকে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে দিয়ে আসি।

গাড়ি থেকে অবতরনের পূর্বক্ষণে সে আমার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে, তার বড় বড় চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর ফোটা নেমে আসে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে, আর কোন দিন এমন কষ্ট অনুভব করিনি। তোমাকে ছেড়ে নামতে পা সরছে না। তুমি আমার একি করলে!

তার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলি, তুমিই করেছ, আমি নই। তাও তুমি আপনজনদের মধ্যে ফিরছ। আর আমি? একা গাড়ি চালিয়ে সেই নির্বান্ধব পুরিতে গিয়ে ঢুকব?

সে আমার হাত ধরে বলে, আজ থেকে গেলে হয় না!

না হেনা, তা হয় না। থাকলে দু'জনের যন্ত্রনাই বাড়বে ছাড়া কমবে না। তাছাড়া কোন কিছুতেই তাড়াহুড়া করতে নেই। সুস্থ মনে চিন্তা করে ধীরে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেনাকেও ম্যানেজ করতে হবে। পরে অনেক সুযোগ আসবে।

সে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে অল্প দূরে নিজেদের বাসার দিকে

www.pathagar.com

রওয়ানা দেয়।

সেদিন নারায়ণগঞ্জ গেলে হেনার দেখা পাই না। বাড়িতেই আছে, তারপরও আমার খবর পেয়ে ঘর থেকে বের না হওয়ায় আশ্চর্য বোধ করি। সেনা এসে অবশ্য আমাকে মাতিয়ে তোলে। সে আমাকে মামা বলেই ডাকে। সকলের অলক্ষে তার হাতে একটা ছোট প্যাকেট গুঁজে দিই।

কি আছে এতে?

ঘরে গিয়ে খুলে দেখ।

সে একটা নাচের ভঙ্গি করে বেণী দুলিয়ে তার ঘরে চলে যায়। একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে আসে। তার মুখে চকোলেট। প্যাকেট খুলে সে খুব খুশি হয়েছে। বিদেশি চকোলেট তার খুবই প্রিয়। একটি চকোলেট হাতে করে এনে বলে, মুখ খোলেন।

আমি দুষ্টামী করে বলি, চুমো খেতে মুখ খুলতে হয় না।

সে চোখমুখে একটা অপরূপ ভঙ্গি করে বলে, শখ কত! খোলেন, মুখ খোলেন।

আমি শান্ত ছেলের মতো হাঁ করি। সে আমার মুখে একটি চকোলেট ঢুকিয়ে দেয়। বলে, আপনার আনা জিনিসেই আপনার মুখ মিঠা করছি।

মন্তব্য করি, নিজরে সম্পদ বিতরণে এত কার্পণ্য কেন?

সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সেই মুহূর্তে কেউ আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ করছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে সে চকোলেট মুখেই হাসতে হাসতে এসে আমার দু'কাঁধে জাত রেখে আলতো করে একটি চুমো খায়।

আমি আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠি। লোকজন এসে যাওয়ার আমার আর প্রতিদান দেওয়া হয় না। বলি, অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমাকে মহীয়ান করে তুলেছ। তোমারটা তোলা রইল। অন্য সময় শোধ করব।

সে হাসিতে মুখ ভরিয়ে জবাব দেয়, অতশত বুঝি না। এটা চকোলেটের বিনিময়।

আমি বিনিময়ের জন্য উপহার আনি না।

কি জন্য আনেন?

www.pathagar.com

তার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলি, ভালবেসে।

সে আমার দিকে অনেকটা সময় নিয়ে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলে।

জিজ্ঞেস করি, আজ যে আমাদের লতা মুঙ্গেশকরকে দেখছি না! সে কোথায়?

সেনা এবার আমার দিকে ভিন্ন এক চাহনি মেলে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, দিদিকে দরকার?

না, সেভাবে দরকার নেই। তোমাকে দেখলেই তাকে মনে পড়ে। তোমার একে অন্যের পরিপূরক। এক বৃন্তের দুটি ফুল।

ভালো, প্রতিদ্বন্দ্বি না হলেই হল।

আমি তাকে কোমর ধরে কাছে টেনে এনে কানে কানে বলি, তোমারা কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। থাকতে পারে না। তুমি একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বি।

খুশি করার জন্য বলছেন? দিদি আমার চাইতে বেশি সুন্দরী। তার কি ফিগার!

তুমি আমার চোখটি ধার নিয়ে দেখ, তা হলেই বুঝবে আমি সঠিক বলেছি। সে নিশ্চয়ই সুন্দরী। কিন্তু আমার চোখে তুমি অপরূপা, তুলনাহীনা।

সত্যি বলছেন?

একশ' ভাগ সত্যি।

সে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে, এখন আর আমার ভাবনা নেই। যাই, দিদিকে ধরে আনিগে। সে কেন যে আজ লজ্জা পাচ্ছে!

বলি, লজ্জা নয়, তোমাকে সুযোগ দিচ্ছে।

সেনা বলে, আমি অন্যের দেওয়া সুযোগ নেব কেন? নিজ অধিকারে চাই।

তাই পাবে সেনা। তোমার দাবী কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

সে গিয়ে হেনাকে নিযে আসে। হেনার চোখে মুখে আজ অনেক লালিমা। সেদিনের পরে আজই দেখা, তারই প্রতিক্রিয়া চলছে।

সহজভাবে বলি, হেনা, কেমন আছ? এখানে এসে তোমাদের দু'জনকে না দেখলে মনে স্বস্তি পাই না।

www.pathagar.com

দু'বোন দু'ভাবে আমার দিকে তাকায়। হেনার মধ্যে সঙ্কোচ, লজ্জা ও প্রচণ্ড ভালোবাসার মিশ্রণ। সেনার মাঝে ভালোবাসা ও কৌতূহলের রোদ্রছায়া। আমি ভাবতে থাকি, কাকে ধরি, কাকে ছাড়ি। মনে হয় কাউকেই ছাড়তে পারব না। দু'জনের আবেদনই অমোঘ। আমার পাপী মন দু'জনকেই কামনা করছে। কিছুটা বিচলিত বোধ করি। সেনা বলে, রেজা মামা, আমাদেরকে সিনেমা দেখাবেন? ডায়মন্ডে একটা ভালো ইংরেজি ছবি এসেছে।

বলি, বেশ তো চল। আর কে কে যাবে?

সেনা লাফ্‌ঝাপ দিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু বাচ্চারা কেউ ইংরেজি সিনেমাতে উৎসাহী নয়। বড়রা বাংলা বা হিন্দি ছবি হলে দেখতে উৎসুক। বাড়িতে ভিসিআর রয়েছে। এখন আর কেউ প্রেক্ষাগৃহে বসে সিনেমা দেখার পক্ষপাতী নয়। দু'বোনকে নিয়েই ছবি দেখতে গেলাম। ম্যাটিনি শো। উপরে তেমন ভিড় নেই। আমরা নিরিবিলি এক কোণে বসে ছবি দেখার সুযোগ পেলাম। কর্নারের সিট হেনা বেছে নিল। তারপর সেনা এবং পরে আমি। হেনা কি ইচ্ছা করেই ছোটকে এগিয়ে দিচ্ছে! আমার সেদিনের পরামর্শেরই প্রতিফলন কিনা বুঝে উঠতে পারি না। ছবি দেখার বিষয়ে তার খুব একটা উৎসাহও লক্ষ করা যায়নি। তিনে জনারণ্য এ কথা চিন্তা করে হয়ত তার এই ভাবান্তর। আমার সঙ্গে একান্তে সময় কাটতে তার আগ্রহের পরিসীমা থাকার কথা না।

বইটি সত্যিই ভালো। কিন্তু রুপালী পর্দার নায়িকাদের চাইতে আমার পাশে বসা নবযৌবনা নায়িকাটির আকর্ষণ কম মোহনীয় ছিল না। হেনা বসেছে ছোটর পরো কাজেই সে ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু সেনা অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়ে তার অভাব দূর করে দেয়। সে সর্বক্ষণই কমেন্টারী দিচ্ছে। কখনও দিদিকে, কখনও আমাকে। হেনা একবার মৃদু তিরস্কার করে, ছোট, ছবি দেখতে এসেছিস, না-কথা বলতে! তোর জ্বালায় মন দিয়ে কিছু শোনার জো নেই।

ছোট এক মুহূর্তের জন্য মুখ গোমরা করে, ঠিক আছে আর কথা বলব না।

আমি বলি, দিদির সঙ্গে না বল, আমাকে বল। এই আমি একটি কান তোমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছি।

হেনা হেসে ফেলে। বলে, কে কথা বলবে না, ছোট? কথার চোটে দেখবেন আপনার কানের পোকা ফেলে দেবে।

তার কথা শেষ হবার পূর্বেই সেনা আবার কি মনে করে ফিক করে হেসে বলে

www.pathagar.com

ওঠে, তারপর কি হয়েছে শোন দিদি।

হেনা এবং আমি একসঙ্গে হেসে উঠি। সেনা জিজ্ঞেস করে, হাসির কি হল?

না কিছু হয়নি। তুমি বল। দিদিকে কি বলছিলে, বল।

সেনা তার পূর্বের কথা ধরে পুনরায় মেতে ওঠে। আধো অন্ধকারে হেনা ও আমি দৃষ্টি বিনিময় করে হাসি চেপে যাই। ছোটর প্রাণ বন্যায় বিরক্ত বোধ করি না। একসময় একটি হাত সন্তর্পণে তার কাঁধে রাখি। সেনা সে হাতটি নিয়ে নানাভাবে খেলা করে। সে আমার দিকে আরও সরে আসে। আমার হাত তাকে ভালোভাবেই বেষ্টন করে। আড়চোখে চেয়ে দেখি হেনা একমনে সিনেমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। আমার বাম হাত সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাহির থেকে ছোটকে যতটা ছোট মনে হয়, এখন তার যৌবনের স্পর্শ পেয়ে উপলব্ধি করি মেয়েদের শরীর সর্ব সময় বাহির থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। হেনার দেহ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। কিন্তু হালকা পাতলা গড়নের সেনার দেহেও সম্পদের অভাব নেই। সেনা বোধ হয় ইচ্ছা করেই আমার হাতটা টেনে নিয়ে সেসবের খানিকটা প্রমাণ উপস্থাপন করে। পাশে বড় বোন বসা, সেদিকে তার খুব চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে সে নিজেকে যথাসাধ্য এগিয়ে দেয়। তার ডান হাতটি আমার কোলের উপর ফেলে রাখে। আমার ভুলও হতে পারে, মনে হয় তার হাতটিও সেখানে নিশ্চুপ নেই। আমার সতত জেগে ওঠাকে হয়ত উপভোগ করছে। আমি অপাঙ্গে একবার ছোটকে দেখার চেষ্টা করি, পরে বড়কে। দু'জনকেই ব্যস্ত পাই। একজন ছবির নায়ককে দেখছে, আর একজন তার পাশে বসা জীবন্ত নায়ককে উপলব্ধি করার প্রয়াস পাচ্ছে।

সেদিনের সিনেমার আড়াইটা ঘণ্টা আমার ভালোই কাটে। হল থেকে বের হয়ে বলি, এই যে নাচ-গান, তোমরা শিল্পীদ্বয় কি চীনা বাড়ির নৈশভোজে অধমকে সঙ্গ দিয়ে বাধিত করবে?

সেনার আপত্তি নেই, কিন্তু সে দিদির দিকে তাকায়, কোন জবাব দেয় না। হেনা বলে, না, এই শহরে নয়। নারায়ণগঞ্জে তেমন ভালো রেস্তোরাঁও নেই। তাছাড়া এখানে আমাদেরকে অনেকেই চেনে। আমরা স্বাচ্ছন্দ ভোগ করব না।

ছোট বলে, লোকজন চিনে বলে আমরা রেস্টুরেন্টে যাব না?

হেনা আমাকে বলে, আপনি বরং একদিন ছোটকে ঢাকায় কোন ভালো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান। ওর খুব পছন্দ।

www.pathagar.com

আর তোমার?

সে জবাব দিবাব পূর্বেই সেনা বলে ওঠে, দিদির পছন্দ শেরাটন, সোনারগাঁও এসব জায়গার খাবার। আমার অবশ্য চাইনিজই ভলো লাগে।

হেনা ও আমি দৃষ্টি বিনিময় করি।

বলি, ঠিক আছে, একটা কম্প্রোমাইজ ফর্মূলা বের করি। দু'দিন দু'বোনকে নিয়ে যাব। এক জন চাইনিজ, অন্যজন ইংলিশ।

সেনা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সেটাই ভালো হবে। চাইনিজ দিয়েই শুরু হোক।

তা হলে কি আজই তুমি ঢাকা যেতে চাচ্ছ? খাওয়ার পর আবার ফিরে আসতে হবে। খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

কেন, ফিরে আসতে হবে কেন? আমি আপনার বাড়িতে আজ থাকব।

হেনা ও আমি পুনরায় দৃষ্টি বিনিময় করি।

বলি, সামান্য অসুবিধা আছে নাচনেওয়ালী! আমার বাসায় কোন মহিলা সদস্য নেই। কাজেই সেটা তোমার জন্য বাসোপযোগী নয়।

নয় কেন? মহিলা নেই তাতে আমার কি? আমি যাব।

হেনা বলে, ছোট, তুই এত ছোট নস যে এসব কথা বুঝিস না। আজ থাক। আরেক দিন সকাল সকাল যাস। দিনের বেলা বেড়িয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ফিরে আসতে পারবি। মেয়েরা ইচ্ছা করলেই বাড়ির বাইরে গিয়ে থাকতে পারে না।

সেনা আর কথা বলে না। সেদিনকার মতো একটি আইসক্রিম পার্লারের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়িতে বসেই আমরা আইসক্রিম খাই। পরে তাদেরকে নিয়ে বাসায় প্রত্যাবর্তন করি। এক ফাঁকে একটি ছোট কাগজে আমার একটা টেলিফোন নাম্বার লিখে সেনার হাতে দিই।

পরদিনই সে টেলিফোন করে, রেজা মামা বলছেন?

রেজা বলছি, মামা নই।

মামার বন্ধু মামাই হয়।

না, মামার বন্ধু নিজের বন্ধুও হতে পারে। জানো সেনা, এই নাম্বারটা আর কেউ

www.pathagar.com

পায় না। আমি প্রয়োজনে ডায়াল করি। শুধু তোমাকে দিয়েছি।

সে এক মিনিট কি চিন্তা করে। জিজ্ঞেস করে, দিদিকে দেননি?

তোমাকে কি বললাম? তুমি ছাড়া এই নাম্বার দুনিয়ার আর কেউ জানে না।

সত্যি বলছেন?

আমি অযথা মিথ্যা বলি না। তোমাকে তো নয়ই।

সে এক মুহূর্ত সময় নেয়। পরে বলে, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করি, টেলিফোন নাম্বারের জন্য?

না, ওটা শুধু আমাকে দিয়েছেন বলে অবশ্যই আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু আরও বেশি হচ্ছে গতকাল হলের কথা মনে করে।

কি মনে করে?

বলব না।

আমি বলি, আমারও কাল খুব ভালো লেগেছে।

কি জন্য?

বলব না।

টেলিফোনে দু'জনই একসঙ্গে হেসে উঠি। সেনার সঙ্গে আমার বোঝাপরা সাঙ্গ হয়। তাকে আরও খানিকটা যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করি, বাসায় আসতে চেয়েছিলে, রাতে থাকতে চেয়েছিলে, সেটা কি মুখের কথা, না আন্তরিক?

আপনার কি মনে হয়?

আমার মনে হয়েছে, কথাচ্ছলে ঝোঁকের মাথায় বলেছ। পরিণাম চিন্তা করে বলনি।

কি পরিণাম?

কাল যেটা উপলব্ধিতে এসেছে তাতে মনে হয় না তুমি কেবল নাচ, তুমি নাচাতেও জানো।

তাই?

www.pathagar.com

তাই।

সে আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করে, নাচ দেখবেন?

শুধু নাচ নয়, তোমাকে দেখব। যেভাবে আর কেউ দেখেনি সেভাবে দেখব।

বুঝলাম না।

এবার আমি কিছুটা সময় নিই। পরে বলি, ঠিকই বুঝেছ। যদি সাহস থাকে এবং দেহমনে প্রস্তুতি থাকে তা হলে তুমিই কেবল আমাকে নাচাবে না আমিও তোমাকে সাত সাগরের উর্মির স্বাদ প্রত্যক্ষ করাব।

আপনি জানেন না আমার কতটা সাহস আছে। আমি হেনা নই, আমি সেনা।

জানি, হেনা একটি ফুলের নাম, আর সেনা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী। বৈপিরীত্য অবশ্যই থাকবে।

সে বলে, না, সে অর্থে কিছু বিবেচনা করবেন না। আপনাকে এত ভালো লেগেছে যে সবকিছু দিতে মন চায়। কেবল ভাবি, ঘরেই না প্রতিযোগিতায় পরে যাই। সেক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। সশস্ত্রবাহিনীর চাইতে সুগন্ধি ফুল নিশ্চয়ই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী।

তাকে বলি, আরও একদিন বলেছি, তুমি অনন্যা। তোমার তুলনা কেবল তুমিই। অন্তত আমার চোখে। এখানে দ্বিতীয় জনের চিন্তা অমূলক। অন্য তুলনা অবান্তর।

ঠিক আছে, আমি এর মাঝেই একদিন চলে আসব। এই নাম্বারে ডায়াল করেই আসব।

আমাকে পূর্বাহ্নে জানালে আমি নারায়ণগঞ্জে গিয়ে কোথাও থেকে তোমাকে তুলে আনতে পারি।

তার প্রয়োজন হবে না। আমি যে অনেকটা পারি তার প্রাথমিক প্রমাণ দেব নিজে এসে।

খুব বাধিত হব ডার্লিং।

কি বললেন?

ডার্লিং।

www.pathagar.com

সেনা অনেকক্ষণ লাইন ধরে থাকে। তারপর একসময় মৃদু হাসি শোনা যায়। সে টেলিফোন রেখে দেয়।

তুমি আমাকে কিন্তু কোন ধর্মীয় বই কিনে দিলে না!

যে সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোন ধারণা নেই, সে সম্বন্ধে তোমাকে কি দেব!

তুমি ইচ্ছা করলেই কারো পরামর্শ নিয়ে আমাকে তৈরি হবার সুযোগ করে দিতে পার। তোমার ইচ্ছারই একান্ত অভাব।

হয়ত তাই। আমরা যা করছি, তার মধ্যে আর ধর্মকে টেনে এনো না।

আমরা কি খুব অন্যায় কিছু করছি! নর-নারী পরস্পরকে ভালবাসলে যা করে থাকে আমরা তার চাইতে কমই করছি।

হেনা আমার বেডরুমে আমারই বালিশে মাথা রেখে আমার সঙ্গে আলাপ করছিল। সে ইদানীং কখনও সখনও এখানে চলে আসে। হঠাৎ করেই আসে। পূর্বে খবর দেয় না। দিন দু'য়েক আমাকে না পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চিঠি লিখে চলে গেছে। কি করে ব্যবস্থা করে চলে আসে জানি না। জিজ্ঞেস করলে বলে, আমি নাবালিকা নই। ডিগ্রী পরীক্ষা দেব। দিনের বেলা এই সামান্য সফরে অপারগ নই। সে এলে আমার খুবই ভালো লাগে। যে ক'দিন সে ফিরে গেছে, বাসায় এসে আমার অনুতাপের সীমা ছিল না। ঘুমাতে পর্যন্ত পারিনি। তাকে হাতের মুঠোয় পেলেই আমি পাগল হয়ে যেতাম। কাল বিলম্ব না করে আমি বিশ্বের ক্ষুধা নিয়ে তার নিখাদ শরীরটিকে কব্জা করে নিতাম। সে বাধা দিত না। ভাবত, একসময় ব্যূহ ভেদ হবে এবং তার ইচ্ছা পূরণ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি সাংঘাতিক সেয়ানা। সবই করি, আবার কিছুই করি না। অসহ্য শৃঙ্গারে বিপর্যস্ত হেনা একদিন সরাসরি বলেই ফেলে, তুমি এমন করছ কেন? আমাকে পাগল করে দিয়ে নিজে মুখ গুঁজে পরে থাক। এভাবে কাজ অসমাপ্ত রাখার কথা কখনও শুনিনি। আমার বিবাহিতা বান্ধবীরা কত কথা বলে! তুমি এমন কেন? তোমাকে যা দেখছি, আমি তো সবই অত্যন্ত স্বাভাবিক দেখছি। কোন দিকেই তো তোমার কোন ঘাটতি নেই, বরং তোমার যা রয়েছে অন্যের তা নেই। তারপরও এমন করছ কেন? আমার আর কিছু ভালো লাগে না!

www.pathagar.com

তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারি না। আবার তার শরীর নিয়ে অবিমিশ্র তাণ্ডবে মেতে উঠতেও দ্বিধা হয় না। নিজের উপরই বিরূপ হয়ে উঠি। সে সময় হেনা এবং সেনা আমাকে এভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিল যে আমি মিনতি বা অন্য কারো কথা ভাবতে পারতাম না। একটা ভীতি ছিল যদি হেনার উপস্থিতিতেই সেনা এসে পড়ে! তা হলে কেলেঙ্কারীর একশেষ। অবশ্য সেনা বলেছে সে ফোন করেই আসবে। সেটুকুই ভরসা। কিন্তু এই কথার উপর কতটা নির্ভর করা যায়! বড় হাল যা করছে, ছোট হালও যদি একই পথে বিচরণ করে তা হলেই ধরণী তুমি দ্বিধা হও! আমি আর ভাবতে পারি না।

হেনা বলে, দেখ, তোমাকে যদি এভাবে না পেতাম, এত খোলামেলা না দেখতাম, তা হলে হয়ত আর কোন পুরুষে সন্তুষ্ট হতে পারতাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে এসব করার পর এবং তোমাকে এভাবে প্রত্যক্ষ করার পর আমার পক্ষে অন্য চিন্তা অসম্ভব। আমি পূর্বেই বলেছি, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। তুমি আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর।

এত অস্থির হবার কি আছে! আমরা কেউ পালিয়ে যাচ্ছি না। কিছুদিন প্রেম করে নাও। ইতোমধ্যে এমএটা পাশ করে নাও। তখন হবে।

ছাই হবে! আমার এখন কিছুই ভালো লাগে না। বই খুললেই কেবল তোমার ছবি। মনের মাঝে প্রতিমুহূর্তে তোমার আনাগোনা। এখানে যা যা কর, সব সিনেমার মতো চোখের পর্দায় ভাসতে থাকে। হয় বিয়ের ব্যবস্থা কর, নয়ত আমি কিছু করে বসব।

একটু ভয় পেয়ে যাই। এ তো দেখছি আচ্ছা বিয়ে পাগলা মেয়ে! জিজ্ঞেস করি, কি করবে?

তোমার নামে কেস করে দেব। কোর্টে গিয়ে বলব, ধর্মাবতার, এই ভদ্রলোক তার বিরাট ইয়ে নিয়ে আমাকে চরমভাবে উত্তপ্ত করার পর রণে ভঙ্গ দিয়ে আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মারছে। আপনিও রক্ত মাংসের মানুষ! বিবেচনা করুন কি নির্মম নিষ্ঠুরতা সে এই তরুণীর সাথে করছে! তাকে সারা জীবনের জন্য আমার কয়েদখানায় বন্দি করার আদেশ দিন।

প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তার বক্তব্য শুনে হা হা হা করে হেসে উঠি। সে এক হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে। আর এক হাত দিয়ে সে যা করে তা তোমাকে বলতে চাই না। এমনিতেই তুমি না জানি কতটা চটে আছ!

www.pathagar.com

রুবা সেই থেকে নীরব আছে। এই উপাখ্যান শুরুর প্রাক্কালে রায়হান তাকে কড়ার করেছিল মুখ বন্ধ রাখবে। সে তা করেছে। একটি কথাও সে উচ্চারণ করেনি। প্রতিশ্রুতি না নিলে এত সহজে রায়হান তার বীভৎস কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে পারত না। রুবা একসময় স্বামীকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে উঠে যায়।

যাচ্ছ কোথায়? কথা যে শেষ হয়নি।

রুবা ইশারায় জানায়, আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে আসে। একটা বাটিতে কিছু পানি এবং তার হাতে একটা নতুন ব্লেড। সে এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই রায়হানের হাত-পায়ের নখ নিজে কেটে দেয়। দাড়িও কেটে দিতে কয়েকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রায়হানের ঘোরতর আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হাত পায়ের নখ সে নিয়মিত কেটে দেয়। রায়হানকে কোন দিনই বলতে হয় না। রুবা জানে কখন সেগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে ভালো নেল কাটার আছে, সুন্দর বিদেশি জিনিস। কিন্তু রুবা সর্বদা ব্লেড ব্যবহার করে। প্রথম প্রথম রায়হান ভয়ে ভয়ে থাকত। আঙুল না কেটে ফেলে! কিন্তু দেখা গেল ব্লেডের সাহায্যে অত্যন্ত সুচারুভাবে তার সব নখ সাফ হয়ে যাচ্ছে। তারপর থেকে আর আপত্তি করে না।

রুবার নখ কাটাও দেখার মতো। প্রথম সে আসন করে রায়হানের পায়ের কাছে ফ্লোরে বসবে। বাটি থেকে পানি নিয়ে তার হাত পায়ের সব নখ কয়েকবার ভিজাবে। তারপর প্রথম বাঁ হাত, পরে ডান হাতের সব নখ কাটা হলে রায়হানের পা দুটি নিজের কোলে তুলে নেবে। গভীর মনোযোগে এবারও প্রথম বাম পা, পরে ডান পায়ের নখ কাটা হবে। এর কোন ব্যত্যয় নেই। রায়হান তার কোলে পা রাখতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু ধোপে টিকেনি।

আজও তার সে আয়োজন দেখে সে হাত পায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, এখনও সময় হয়নি। আরও পরে কাটলে চলবে।

তার মিনমিনে স্বর রুবার কানে পৌঁছল কিনা বুঝা গেল না। রুবা পূর্ববৎ কোন কথা না বলে তার স্বভাবমতো কাজে প্রবৃত্ত হয়। রায়হান জানে আর কথা বলে লাভ নেই। সে হাত পা ছেড়ে দেয়। পরিহাসের চেষ্টা করে। বলে, দেখ মনের রাগ আবার হাত পায়ের উপর ঢেলো না। কেটেকুটে অনর্থ বাঁধালে লোকে তোমাকেই লুলার বউ বলবে! আমার কি!

রুবা রোষ কষায়িত লোচনে স্বামীর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের

www.pathagar.com

কাজে মন দেয়। নখ কাটা শেষ করে আবার নিচে নেমে যায়। একটা বড় কাচের পাত্রে পাকা পেঁপে ও কফির সরঞ্জাম নিয়ে এসে পূর্ববৎ আসন গ্রহণ করে। এবার রায়হান তাকে বাগে পায়। সে জানে এখন সে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে রুবাকে পথে আনা সহজ। সে পেঁপে স্পর্শ করে না। কফির প্রতিও কোন আগ্রহ প্রদর্শন করে না। রুবা বুঝতে পেরে মনের গহীনে খুব একচোট হাসে। প্রকাশ করে না। সে এক টুকরো পেঁপে উঠিয়ে নিজের মুখে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রায়হান খুশি মনে পেঁপের দিকে মনোনিবেশ করে। জানে অন্য কথা বলে লাভ নেই। রুবাকে দিয়ে এখন কথা বলানো যাবে না। পেঁপে শেষ করে সে বলে, মূকাভিনয় অনেক হয়েছে, এবার কফি দাও।

রুবা নীরবে কফি এগিয়ে দিয়ে নিজের মুখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। রায়হান কফির কাপ এক দিকে সরিয়ে রেখে রুবার মুখ টেনে এনে একটি উত্তপ্ত চুম্বন এঁকে দেয়।

রুবা বলে ওঠে, এতক্ষণে মুখ খুলে দিলে! সেই কখন থেকে কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি।

রায়হান হা, হা, হা করে হেসে ওঠে। রুবা রেগে যায়, হাসবে না তো অমন করে! মুখ বন্ধ করে রেখেছিলে তাই এতক্ষণ কথা বলিনি। সব নীরবে শুনেছি। শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবও না। আবার শুরু কর। পরে মজা দেখাব।

মুখ বন্ধনি দিয়ে নিই।

প্রয়োজন নেই। পূর্বের বন্ধনিতেই চলবে। এই কুলুপ আঁটলাম।

রায়হান আবার শুরু করে, মন্দ চলছিল না। হেনার দেহ নির্বিচারে ছেনে সেনার সঙ্গে প্রণয়ের রহস্যকৌতুক এবং জরুরি প্রয়োজনে মিনতিতে অবগাহন করে আনন্দেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। ভেবেছিলাম এভাবে যতদিন চলে। কিন্তু বেশিদিন চলল না। ফোন করে নাচুনি একদিন আমার থাবার মধ্যে চলে আসে। আমার যে দোষই থাক, শিকার ছোবলের গণ্ডিতে পৌঁছলে তাকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়ে দেবার বান্দা আমি নই। সে এসে নাচতে নাচতে ধরা দেয়। আমি সাগ্রহে তার নিবেদনের উপাচার গ্রহণ করি।

আমার ধারণা ছিল সেনা প্রায় নাবালিকা একটি মেয়ে যে সবে হাঁটি হাঁটি করে যৌবনের কুঞ্জে প্রবেশ করছে। সিনেমা হলে তার যে সম্ভাবনার আভাস পেয়েছিলাম, বাস্তবে দেখি আমার ধারণা সমুদয় ভ্রান্ত। তার শারীরিক সম্পদ

www.pathagar.com

হেনার মতো না হলেও অভিজ্ঞজন হিসেবে বুঝতে পারি সেও একেবারে অনভিজ্ঞা নয়। ভিতরে ভিতরে সে ভালোই পরিপক্বতা অর্জন করেছে। আমি তাকে পুরোপুরি আবিষ্কার করে কম বিস্মিত হই না। আমার পূর্ণ অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সেও প্রথমে কিছুটা ভয় পায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাকে খুব বেগ পেতে না হলেও দেহ মনের অভাবিত পুলক শিহরণ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে এক পর্যায়ে নিজের অজ্ঞাতেই সে শব্দ করে রোদন করে ওঠে। তাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে আমাকে বেশ প্রচেষ্টা করতে হয়। পরক্ষণেই সে হেসে ফেলে। এই কান্না, এই হাসি। এমন ছেলে মানুষ পার্টনার আমাকে ভালোই যন্ত্রণা দিচ্ছিল!

রেজা মামা, আপনি অবিশ্বাস্য। একটা সত্য কথা বলবেন?

আমি সত্য কথাই সাধারণত বলে থাকি।

আপনি কি দিদিকে করেছেন?

না। বাইরে যতটুকু করা যায় ততটুকুই করেছি। কিন্তু তোমার সাথে যা হল, তা করিনি।

আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য?

আপনারা দু'জনই। দিদির যা ফিগার! কোন পুরুষ তার সাথে সেভাবে মিশার পর এসব না করে কি করে পারে! আর আপনাকে প্রত্যক্ষ করার পর বুঝেছি, কোন মেয়ের পক্ষেও লোভ সংবরণ কঠিন।

তাকে পুনরায় আহ্বান জানাতে সে সব ভুলে নিরাবরণ দেহেই উঠে বসে। বিস্মিত কণ্ঠে বলে, বলেন কি! আবার? এটা তো অচিন্তনীয়! ওমা, মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুত!

তাকে আর কথা বলতে দিই না। তার অনেক কিছুই দেখার বাকি, জানার বাকি। অভিজ্ঞতা পূর্বে সে যেখান থেকেই অর্জন করুক রেজা রায়হানের উপলব্ধিতে তা অতি অকিঞ্চিতকর। সে হয়ত বাঘ দেখেছে, ঘোঘ দেখেনি। আজই সত্যিকার অর্থে তার নারীত্বের অভিষেক। সে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে এবার আরও বেশি সময় নেয়। একসময় উঠে বসে। সামান্যভাবে বস্ত্রাবৃত হয়ে সে আমার একটি হাত চেপে ধরে সানুনয় কণ্ঠে বলে, ভালো হয়েছে যে দিদিকে করেননি। আজ থেকে আমি আপনার জন্য রইলাম। এর জন্য আপনাকে আর

www.pathagar.com

কোন দ্বারে যেতে হবে না। কথা দিন, আমাকে কখনও নিরাশ করবেন না!

আমিও তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি একটা সত্যি কথা স্বীকার করবে?

সে চিন্তিত কণ্ঠে জানতে চায়, কি কথা?

আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রথম নই। আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। এত অল্প বয়সে এ অভিজ্ঞতা কি করে হল?

সে নিচের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার কাছে লুকিয়েও লাভ হবে না। সব বুঝে ফেলেছেন। হ্যাঁ, আমার পূর্বেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাড়িতে ভাই-বোনদের মধ্যে আমি চতুর্থ। কিন্তু এ ব্যাপারে আমিই প্রথম। আর কিছু জানতে চাইবেন না। চাইলেও আমি বলব না। আজ থেকে কিন্তু আপনি কেবল আমার। দিদির মতো আমি বিয়ের জন্য পাগল নই। বিয়ে করতে হবে না, শুধু আজকের মতো ভালোবাসবেন।

দিদির কথা কি করে জানলে?

কিছুটা দিদিই বলেছে। বাকিটা আমার অনুমান। দিদি কখনও কখনও আমাকে মনের কথা বলে। সে যাই হোক, আপনি তাকে করেননি, বিয়েও করবেন না এটা স্বতঃসিদ্ধ। দিদি না চিনলেও আপনাকে আমি ঠিকই চিনেছি। নতুন মামীর কথাও জানি। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমি শুধু আনন্দ চাই। পরিপূর্ণ আনন্দ।

তার কথায় স্তব্ধ হয়ে যাই। এই এক ফোঁটা মেয়েটা এত কিছুও জানে! কি করে এসব সম্ভব! নাহ্ এই মেয়েদের সঠিক চেনা রেজা রায়হানেরও কর্ম নয়।

একই সঙ্গে ত্রিভুজ কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত হয়ে পড়ি। হেনার সঙ্গ এবং ভালোবাসায় যেমন রোমাঞ্চিত বোধ করি, সেনার পরিপূর্ণ নিবেদন ততোধিক উপভোগ করি। সেনার অধ্যায় শুরু হওয়ার পর থেকে মিনতি খানিকটা দূরে সরে যায়। তার কুপিত দৃষ্টি ও অসহিষ্ণু আচরণ আমাকে সাময়িক পীড়া দিলেও সেনার সর্বাত্মক নিবেদন আমাকে যারপর নাই উজ্জীবিত করে তোলে। মেয়েটার শরীর যেন মুঠিবদ্ধ যৌবন। তার সার্বক্ষণিক সানন্দ সম্মতি স্বতস্ফূর্ত। সে ইদানীং যখন তখন আমার বাসায় চলে আসে এবং আমার চাহিদা মাফিক নিজেকে তুলে ধরে। কোন ব্যাপারেই তার আপত্তি হয় না। যেভাবে বলা যায় তাতেই সে সম্মত। ছোটখাটো

www.pathagar.com

মেয়েটির মধ্যে যে এতটা কামনা বাসনা দানা বেঁধে আছে তাকে ঘনিষ্ঠভাবে না জানলে বোঝার উপায় নেই। রতিক্রিয়ায় তার কতকগুলো নিজস্ব আর্ট রয়েছে। দেহের প্রতিটি লোমকূপে যেন কামনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিরাজিত। চুম্বনকে সে একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ে রূপ দেয়। দুই হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করে বুকের সঙ্গে মিশে এক দিকে সামান্য হেলে চোখ বন্ধ করে সে যখন স্ফুড়িত অধর দুটি মেলে দীর্ঘ চুম্বনের প্রস্তুতি নেয় তখন বিমোহিত না হয়ে পারা যায় না। পার্টনারের জিভ নিজের মুখের অভ্যন্তরে গ্রহণ করে সে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে তার তুলনা হয় না। বেশিক্ষণ আর বিলম্ব করা যায় না। তাকে সাদরে শয্যায় নিতে হয়।

এভাবেই চলছিল। হেনার বিয়ের চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও নানাভাবে তাকে মানিয়ে যাচ্ছিলাম। তাকে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতাম, তার পছন্দের বিভিন্ন উপহার সামগ্রী ক্রয় করে দিতাম, তাকে নিয়ে বড় হোটেলের খানাকামরায় আহার করতাম। সে বিয়ের কথা বলত, আমি এমএ পর্যন্ত পড়ার কথা বলতাম। আদর আপ্যায়নে তাকে সম্মেহিত করে দিতাম। নিজের উত্তেজনা ছোটর উপর প্রশমিত করতাম। সেখানে অসুবিধা দেখা দিলে মজুমদারের নতুন গিন্নী তো আছেই। বলতে পার, আনন্দেই ছিলাম। গোলমাল পাকিয়ে উঠল যখন হেনা সেনা একই সঙ্গে আমার বাসায় একদিন উপস্থিত। সেনা যথারীতি ফোনে খবর দিয়েই এসেছে। কিন্তু হেনার আসার কথা অনিশ্চিত। সে কখনওই খবর দিয়ে আসে না। তবে মাসে বার দু'য়েকের বেশি আসে না। দু'দিন পূর্বে এসে গেছে। এখন আসার সম্ভাবনা নেই। সেনা এলে তাকে নিয়ে আনন্দে ডুব দিতে বিলম্ব হয় না। সে ইতোমধ্যে কয়েকদিন কাজ সেরে ছাদে গিয়ে সুইমিং পুলে সাঁতার কেটেছে। এ কাজটিতে সে বিশেষ আনন্দ পায়।

বলে, রেজা মামা, আপনর বাসায় এটা একটা বাড়তি আকর্ষণ। শহরে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা নেই। আমার খুবই ভালো লাগে।

তোমার আর কি ভালো লাগে?

আপনাকে। আপনার তুলনা নেই।

বুঝতে পারি, রহস্য করে জিজ্ঞেস করি, আমার কোন জিনিসটা তোমার বেশি ভালো লাগে?

সে দুষ্ট হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, জানেন না যেন। বলব না।

বলি, সেনা, তোমাকে আমার এতভালো লাগে! কখনও ইচ্ছা হয় তোমাকেই

www.pathagar.com

চিরস্থায়ী পার্টনার করে নিই।

অর্থাৎ বিয়ে? দিদির মুখের খাবার কেড়ে খাচ্ছি, তার উপর বিয়ে! অসম্ভব। আমি ওর মধ্যে নেই। তবে আপনার জন্য স্থায়ীভাবেই থাকব। যদি কখনও অন্যত্র বিয়েও করতে হয়; আপনার জন্য দ্বার সর্বদা অবারিত থাকবে।

বলি, তা তুমি এখন কি করে বল! সে সুযোগ থাকতে হবে তো!

সে বলে, সুযোগ করে নিতে জানলে কেউ তা আটকাতে পারে না।

তার কথা শুনে আর একবার অবাক হওয়ার পালা।

সেদিন একদফা কাজ সেরে উঠে পড়ে, আমি আজ অনেকক্ষণ সাঁতার কাটব। আজ বেশ গরম পড়েছে।

বলি, এসি রয়েছে, এখানে গরম কোথায়!

গরম ভিতরে। একে শীতল করা এসির কাজ নয়!

তার ব্যবস্থাও আছে। একবারে না হলে দেখ শত বার! আর এক বার চেষ্টা করে দেখব?

সে বলে, তা অবশ্য করা যাবে। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে আসি।

আমি বলি, আমিও আসব?

তা হলে আরও মজা হবে। চলুন, আপনার বাসার এই একটা বড় গুণ। সুইমিং পুল এভাবে করেছেন কেউ কিছু দেখতে পাবে না।

হ্যাঁ, তাইতেই তোমার বেশি সুবিধা হয়েছে।

সে একটি বড় তোয়ালে নিয়ে ছাদের উদ্দেশ্যে চলে যায়। প্রতিবারই কাপড় চোপড় খুলে রেখে তোয়ালে জড়িয়ে সে নেমে পড়ে। একসময় তোয়ালেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছাদের দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দু'একবার তার সেই সাঁতার কাটার দৃশ্য আমি উপভোগ করেছি। একটি সুন্দরী তরুণী সাবলীল ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে জলকেলী করছে অবলোকন করে চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্য কোন মেয়ে এতটা পারত কিনা জানি না। সে অল্প পানিতে দাঁড়িয়ে নাচের নানা ভঙ্গি করে আমাকেও ডাকে, রেজা মামা, চলে আসেন। দু'জন মিলে সাঁতার কাটি। ভালো লাগবে।

www.pathagar.com

আমি কখনও নামিনি। উপরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতেই ভালো লাগত। সেদিন সত্যিই খুব গরম ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার জলকেলি দেখে একসময় আমারও সন্তরণের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে। জামা কাপড় খুলে পুলে নেমে পড়ি।

সে আমাকে নামতে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। এগিয়ে এসে আমকে জড়িয়ে ধরে। একমুখ পানি আমার চোখে মুখে ছড়িয়ে দেয়। এ যাবৎ শোবার ঘরে নানা বিচিত্র আসনে তাকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আজ তাও সাধিত হয়।

আমরা যখন মধ্যপথে তখন হঠাৎ হেনার কণ্ঠ শুনে আমরা দু'জনই স্তম্ভিত হয়ে দু'দিকে ছিটকে পড়ি। হেনা অবশ্য আমাদেরকে কর্মরত অবস্থায়ই দেখতে পায়। ছাদের ছিটকিনি বন্ধ করতে ভুলেছিলাম। তাছাড়া কারো উপরে আসার অনুমতি নেই। কিন্তু হেনাকে আটকাবে কে? সে যে এই পথেরই নিত্যদিনের পথিক!

বিস্ময়ে বিমূঢ় হেনা নিদারুণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, ছোট, রায়হান! তোমাদের এই কীর্তি! হে ভগবান, এ আমি কি দেখলাম!

সে আর কথা বলতে পারে না। দুই হাতে মুখ ঢেকে সেখানেই বসে পড়ে। তার লজ্জাই যেন বেশি।

তারপরের দৃশ্যাবলী ঠিক ঠিক স্মরণে আসে না। সেনা টাওয়াল জড়িয়ে উঠে পড়ে। বড় বোনের দিকে না তাকিয়ে নিজের কাপড়-চোপড় নিয়ে দ্রুত নেমে যায় এবং অবিলম্বে বাসা পরিত্যাগ করে চলে যায়। আমিও উঠে আসি, কাপড় পরে অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে হেনার সম্মুখে দাঁড়াই।

সে একবার কেবল বলে, ছি!

আমি অনেকক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকি। এক পর্যায়ে বলি, এখানে এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে। প্লিজ নিচে আস।

ডোন্ট টক টু মি! তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা হচ্ছে!

আমি অপরাধ স্বীকার করি। বিনীতকণ্ঠে বলি, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি একটা ঘৃণ্য জীব, পশুরও অধম। আমার অপরাধের সীমা নেই।

আমি অন্য কিছু বললে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। তার ক্রোধে ঘৃতাহুতি পড়ত। কিন্তু আমার স্বর নেমে আসায় এবং আমার কণ্ঠে অনুতাপের সুর ধ্বনিত হওয়ায় সে আর বেশি রাগ প্রকাশের সুযোগ পায় না। চরম ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে সে

www.pathagar.com

আমার দিকে তাকায়। বলে, তোমার যদি এসবের প্রয়োজন ছিল, আমি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলাম। প্রেম কর আমার সঙ্গে, আর নষ্ট করছ আমারই ছোট বোনকে! তুমি মানুষ নামের কলঙ্ক।

আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার কিছু বলার আছে। দয়া করে দ্বিতলে আস, সব শুনে বিচার করে তুমি যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব।

সে অসীম ঘৃণায় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তোমার বাড়িতে আর এক দণ্ডও বসতে রুচিতে বাধছে। তবুও চল। তোমার কথা শেষবারের মতো শুনে যাই।

সে দ্বিতলে বসার জায়গায় নেমে আসে। অপরাধী তাকে অনুসরণ করে।

বসেই প্রশ্ন করে, একটা কথার জবাব দাও, তোমাকে সবই দিতে চেয়েছি, তুমিই নাওনি। তা হলে ছোটর সঙ্গে এসব করলে কেন?

উত্তরে বলি, আমার কোন সদুত্তর নেই। তুমি অনেক বেশি সরস এবং আমাকে ভালোবাসতে। তবুও তোমাকে করিনি কেননা তোমার ক্ষতি করতে চাইনি। কিন্তু সেনা এসে কিভাবে যে কি ঘটিয়ে ফেলল বুঝে ওঠার পূর্বেই যা হবার তা হয়ে যায়। আমি কিভাবে যেন তার ছলাকলায় পড়ে আত্মবিস্মৃত হই।

তুমি ছেলে মানুষ নও। তোমার এ কৈফিয়ৎ অচল। সে খুবই অল্প বয়সী। চিরকালই চপল স্বভাবা। ভুল সে করতে পারে। এর আগেও একবার করেছে। কিন্তু তুমি কি করে সুযোগ নাও?

আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধের সীমা নেই। যে শাস্তি দাও, প্রতিবাদ করব না।

সে ব্যথাতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে, কি ভেবেছিলাম, কি হয়ে গেল! তোমাকে কি শাস্তি দেব! এ কথা যে কাউকে প্রকাশ করার নয়। আমারও ভুল আছে, তার অতীত জেনে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তার বাক্সে পিল দেখেও আমি উপেক্ষা করেছি! ভুল আমারও আছে।

জিজ্ঞেস করি, তার অতীতের কথা কি বললে? আমি তো কিছু জানি না!

কেউ কিছু জানে না। বাড়ির দু'চার জন ছাড়া বিষয়টি গোপনই রয়েছে। নারায়ণগঞ্জের এক উঠতি ছোঁকরার সঙ্গে সে চলে গিয়েছিল বা তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিন দিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় সেই ছোঁকরার মৃত্যু হলে সে চুপিচুপি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। সবদিক বিবেচনায় ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হয়।

www.pathagar.com

সে নাচ নিয়ে মেতে ওঠে। শিশুকাল থেকেই নাচের দিকে ঝোঁক। আমিও তাকে সঙ্গ দিতে গিয়ে গানের ক্ষেত্রে অধিকতর জড়িয়ে পড়ি। আজ সে আমারই সবচাইতে বড় ক্ষতি করল। আগে জানলে তাকে আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতাম।

হেনার দু'চোখে জ্বলে উঠে।

আমি বলি, এতক্ষণে সব বুঝতে পারছি। তার দেহমিলনে অতীব আগ্রহ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুণ বিষয়টিতে পারদর্শীতা লক্ষ করে বিস্মিত হতাম। তুমি আজ আমার কোন কথা বিশ্বাস করবে না জানি, আমি তাকে তোমার ছোট বোন হিসেবেই ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আগ্রহাতিশয্যে এ পর্যন্ত গড়ায়। তবুও বলব, তাকে দোষ দিই না। সব দোষ আমার। আমাকে তুমি যা খুশি শাস্তি দাও।

সে মাথা নিচু করে বসে থাকে। একসময় বলে, ধরে নেব এটাও একটা দুর্ঘটনা, তার দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। কিন্তু আমার জন্য প্রথম এবং শেষ। তোমার সঙ্গে আজই আমার ইতি। এ কথা ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ করার নয়। আর দেখা হবে না। যদিও হয়ও, কোনদিন আর তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারব না।

কথাগুলো বলে সে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। আমার কথা আর বলার নয়। বাজ পড়ার মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর করার কিছু ছিল না। বেশ কিছুদিন পর যখন আবার মজুমদারের বাড়িতে যাই, তখন স্বল্প সময়ের জন্য দু'বোনের সাক্ষাৎ পাই। দু'একটি লোক দেখানো সৌজন্যালাপ ছাড়া অন্য কথা হয় না।

হেনার সঙ্গে সত্যিকার অর্থেই আমার সব শেষ হয়। কিন্তু সেনার সঙ্গে নয়। এই ঘটনার স্বল্পকালের মধ্যেই হেনার ঐকান্তিক আগ্রহে এক সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে তড়িঘড়ি তার বিয়ে হয়ে যায়। বুঝতে পারি, আমাকে শীঘ্র ভোলার জন্যই সে বিয়েতে সম্মত হয়। আমার নারায়ণগঞ্জ যাতায়াত বোধগম্য কারণেই হ্রাস পেতে থাকে। মজুমদারের গিন্নী অবশ্য তার তৎপরতা অব্যাহত রাখে। মাঝে পুত্র হতে গিয়ে কিছুটা শিথিল হয়। পরে আবার চালু হয়।

সে একদিন বলে, রেজা ভাই, দুই সুন্দরীর অভাব তো দূর করতে পারব না। তবে তোমার জন্য অন্য একটি উপহার আছে। আলাপ করে রেখেছি, আমার কর্তারই এক ভাইঝির মেয়ে। প্রায় কিশোরী, কিন্তু তোমার বৃত্তান্ত শুনে খুব

www.pathagar.com

আগ্রহী।

বল কি! তুমি কি আমাদের অভিসারের কাহিনী জনে জনে বলে বেড়াও নাকি!

না, তা বলি না। নাতনীর সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক। লিলির নিকট কিছু কিছু বলি। এক আধ জনকে না বলতে পারলে আনন্দ পূর্ণ হয় না। তোমার সব খবরে সে চমৎকৃত। আসতে চায়। বল তো নিয়ে আসতে পারি।

অমৃতে আমার কোনদিনই অরুচি নেই। বলি, নিয়ে এসো।

অচিরেই সালোয়ার-কামিজ পরিহিতা কিশোরী লিলিকে মিনতি একদিন আমার অফিসে নিয়ে আসে। মজুমদারের সম্পর্কে নাতনী হয়। পরিহাস ছলে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে যাই। তার খুব একটা আপত্তি লক্ষ করি না। তার শরীরের জরিপ করতে বিশেষ সময় নেয় না। তাকে বলি, সঙ্গে প্রহরী থাকলে খেলা জমে না।

সে বলে, খেলতে না জানলে উঠান বাঁকা।

বটে, বটে! বুড়ো দাদাকে সে পাঠ দিচ্ছ!

চতুরা মিনতি উঠে গিয়ে আমার অফিস ঘরের বহুবার দেখা পেন্টিংটির দিকে দৃষ্টি সংযোগ করে। সেই ফাঁকে আমি লিলিকে টেনে নিয়ে অনেক কিছুই করি।

আরও বলি, এখানে আসতে পারবে না?

পারব।

মিনতি সেখান থেকেই আওয়াজ দেয়, না। লিলি বললেও আসতে পারবে না। মিনতি মজুমদারের সাহায্য ছাড়া এ ক্ষেত্রে কোন ফল লাভের আশা নেই।

তাকে বলি, বেশ তো বিন্দে সখি! তা হলে তুমিই নিয়ে এসো। আমার থিউরি হচ্ছে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

সে বলে, সেটা তোমার বিষয়ে হয়ত প্রযোজ্য। কিন্তু প্রাণে ধরে আমি নিজের ভাগ অন্যকে দেব কেন?

ভাণ্ডারে মোর বিবিধ রতন! তোমার ভাগে কম না পড়লে আপত্তির কারণ কি? লিলি ফুলের সুঘ্রাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে তোমার কোন লাভ নেই। এসব বিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতাই উত্তম নয় কি!

www.pathagar.com

সে হাসে। সেদিন সে পর্যন্ত হলেও আমি সেবা প্রতিষ্ঠানের কাজে নেত্রকোনা প্রোগ্রাম করলে খবর নিয়ে সেও লিলিকেসহ আমার সঙ্গী হয়। পথে যেতে যেতে জানি লিলির কেবল বিয়েই হয়নি সে এক কন্যা সন্তানেরও জননী। স্বামী এখন বিদেশে। অবাক হয়ে যাই, তাকে দেখে অষ্টম অথবা নবম শ্রেণীর একজন ছাত্রী বলে মনে হয়। একহারা গড়নের স্কুলছাত্রী সুলভ চেহারার লিলি নামের ফুলটির সুঘ্রাণে আমোদিত হতে আগ্রহী হয়ে পড়ি। ভাবি, নেত্রকোনাতেই তার অভিষেক হবে। কিন্তু ডাকবাংলায় আমার জন্য পৃথক কক্ষ থাকলেও লোকজনের ভিড়ে সুবিধা করতে পারি না। আমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে মিনতি হাসে। আশ্বাস দেয়, লিলি এখন কিছুদিন মজুমদার গৃহেই অবস্থান করবে। সুযোগ করে দেব।

সুযোগ এসে যায়। ট্রেনে ক্যুপ রিজার্ভ করে চট্টগ্রাম যাওয়ার প্রোগ্রাম করি। মিনতি সঙ্গ নেয়। সে লিলিকেও সাথী করে। কূপে প্রবেশ করে একটি বিলোল কটাক্ষ হেনে বলে, রেজা ভাই, আজ তোমার বাসনা পূরণ হবে। লিলি আজ তোমার লীলাসঙ্গিনী।

লিলি হাসতে থাকে।

রাতের খাওয়া সেরেই ট্রেনে এসেছি। অল্পক্ষণে মধ্যেই কম্পার্টমেন্ট বন্ধ করে মিনতি বাতি নিভিয়ে লিলিকে আমার দিকে ঠেলে দেয়। কক্ষে বাতি না থাকলেও ঘরে খুব একটা অন্ধকার ছিল না। মিনতি অন্য সিটে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ে। আমি লিলিকে আর ছেড়ে দিই না। মেয়েটা এত বোকা! সালোয়ার কামিজ পড়ে এসেছে।

কিন্তু চিন্তা নেই। সেসব জঞ্জাল মুক্ত হতে বেশি সময় লাগে না। অচিরেই গাড়ির দোলার সঙ্গে আমাদের দোলা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। লিলি আমাকে অনুভব করে প্রথমে ভয় পেয়েছিল, মাগো, আমি পারব না।

চুপিচুপি বলি, পারবে। ভুলে যেও না তোমার বিয়ে হয়েছে। স্বামী সঙ্গ করেছ। এসব তোমার কাছে নতুন নয়।

সে বলে, আমার ভয় হচ্ছে। এরকম আমি কিছু দেখিনি।

তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, ভুলছ কেন, তুমি ইতোমধ্যেই একটি কন্যার মা হয়েছ। তোমার অসুবিধা হবে না।

হয়ও তাই। খেলিয়ে খেলিয়ে তাকে আয়ত্বে নিতে সমর্থ হই। সে অবাক হয়ে

www.pathagar.com

আমার কানে কানে বলে, একি আশ্চর্য! কি করে হল?

তার কথার জবাব দিই না। বাজে কথায় নষ্ট করার মতো সময় তখন নয়।

সারা রাত লিলিকে নিয়ে লীলা খেলায় মত্ত থাকি। আমরা ভেবেছি, মিনতি হয়ত ঘুমায়নি। জেগে জেগে সব উপভোগ করছে। কিন্তু একসময় লিলি পরীক্ষা করে এসে বলে, দিদিমা ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার সামান্যতম যেটুকু সঙ্কোচ ছিল তাও তিরোহিত হয়ে যায়।

সে বলে, এমনটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

সে এবার নিজের থেকে উদ্যোগ নেয়।

সে রাতে ঘুমের মতো বাজে কাজে সময় ব্যয় করি না। সকালে মিনতি জিজ্ঞেস করে, কেমন হল?

নাতনীকে জিজ্ঞেস কর। আমার মন্দ লাগেনি। তবে পাশেই একটা বুড়ি ওৎ পেতে ছিল বলে হাত পা মেলে মনের আনন্দে খেলতে পারিনি।

এই রেজা ভাই, ছুঁড়ি পেয়ে এখনই আমাকে বুড়ি বলছ! এই জন্যই কারো উপকার করতে নেই। নিজের দাবী ছেড়ে দিলাম, তারপরও দুর্নাম।

লিলি মিনতির খবর জানে। আমি উঠে গিয়ে মিনতিকে জড়িয়ে ধরি, এমন বউদি ছাড়া জগৎ সংসার অন্ধকার!

লিলিও হাসতে হাসতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে।

পরের প্রোগ্রাম হয়েছিল সিলেটের মৌলভী বাজারে। সার্কিট হাউসে উঠেছিলাম। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় ভালো রুম পেয়েছিলাম। মিনতি ও লিলির জন্যও অন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে ফেলি। রাতে তারা দু'জন একসঙ্গে আমার ঘরে চলে আসে। এবার আর স্বার্থ পরিত্যাগ নয়! পালা করে একজন টয়লেটে সময় কাটায়। অন্যজন সেসময় স্বীয় প্রাপ্য আদায় করে। আমার কোন কিছুতেই অরুচি নেই। হোক বুড়ি, হোক ছুঁড়ি সকলেই সুন্দরী!

মিনতির শেখানোয় লিলি আমাকে বুড়া বলে ডাকে। মিনতি শোধ নিচ্ছে। তাকে বুড়ি ডেকেছি। লিলি আপত্তি করেছিল, সে যদি বুড়া হয়, তা হলে একজন যুবক দেখাও!

www.pathagar.com

মিনতি তাকে খোঁটা দেয়, এই ছেঁমড়ি, তোকে এখানে কে নিয়ে এসেছে! এখন আমার কথা শুনবি না! তা হলে সব বন্ধ করে দেব।

এটা ছিল তার প্রচ্ছন্ন হুমকি! লিলি উষ্ণ রক্তের স্বাদ পেয়েছে তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে বলে মনে হয় না। স্বামী দেশে ফিরে না আসা অবধি বোধ হয় এটাই তার নিয়তি।

নাতনির বুড়া ডাক উপভোগই করি। বলি, এই যে লিলি ফ্লাওয়ার, এই বুড়া যে তোমাকে গুঁড়া করে ফেলতে পারে তা মান?

অবশ্যই মানি। স্বীকার করতেই হয় আপনার সে ক্ষমতা আছে। আমার সব পাপড়ি ইতোমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ।

সে একাই আমার অফিসে চলে এসছিল। কি করে আসল, কি বৃত্তান্ত জানতে চাই না। পথ নিয়ে ভাবি না, রথ নিয়ে ভাবি। সেনার অভাব কিছুটা হলেও লিলি অপনোদন করছে। হেনা তার স্বামীর কর্মক্ষেত্রে চলে গেছে। অনেকদিন সেনার সাথেও দেখা নেই। একদিন হঠাৎ করেই তার সঙ্গে একটি সিনেমা হলের লবীতে দেখা। সঙ্গে লম্বামতো একটি লোক। সে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। সাথের লোকটিকে বলে, প্রণাম কর, আমাদের মামা। মিষ্টার রেজা রায়হান। বিরাট বড় লোক। ছোট মামার বন্ধু।

লোকটি তার নির্দেশ পালন করে। তাকিয়ে দেখি সেনার সীমন্তে সিঁদুরের আভা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলতে সে জানায়, কিছুদিন পূর্বে তার বিয়ে হয়েছে। বিশেষ ঘটাপটা করা হয়নি, তাই অনেকে সংবাদ পায়নি।

তাকে ফাঁকায় ডেকে জিজ্ঞেস করি, বর কেমন?

সে হাত মুখ নেড়ে জবাব দেয়, কোন কর্মের না, দেখতেই যা লম্বা!

সেদিন আর কোন কথা হয় না। আমার কেন যেন মনে হয়, স্বামী সেনার তেমন পছন্দের নয়।

অনেকদিন কেটে গেছে। নারায়ণগঞ্জে যাওয়া ছেড়েছি। মিনতি লিলি অন্যদের প্রসঙ্গ আলোচনায় উৎসাহী নয়। হেনা সেনার আর খবর রাখি না। খবরের জন্য

www.pathagar.com

ব্যস্তও ছিলাম না।

একদিন হঠাৎ একটা টেলিফোন আসে, রেজা মামা, আমি সেনা।

কেমন আছ সেনা? কোথা থেকে বলছ?

বাসা থেকে। ঢাকার পুরানা পল্টনে এক ফ্ল্যাটে আছি। একা আছি, আসবেন?

সরাসরি আমন্ত্রণ। এতদিন পর যোগাযোগ। কিন্তু সেনা বদলায়নি।

জিজ্ঞেস করি, কার ফ্ল্যাট থেকে বলছ?

সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়, আপনি কি ভাবছেন আমি অন্য লোকের বাসা থেকে আপনাকে ডাকছি! এটা আমার বাসা, এলেই সব দেখতে পাবেন।

সতর্ককণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, বলছ একা আছ, বাসার অন্য সব লোকজন কোথায়?

সে জবাব দেয়, কর্তা অফিসে। বিকেলর পূর্বে ফিরবে না। কাজের একজন মেয়েমানুষ ও একটি ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। তাদেরকে না ডাকলে ভিতরের রুমে আসার নিয়ম নেই। আসবেন?

বলি, আমি হয়ত সেখানে স্বাচ্ছন্দ বোধ করব না। তার চাইতে একটা কাজ কর। গাড়ি পাঠাচ্ছি, সময় থাকলে এখানে চলে আস। আমার অফিস নতুন করে সাজান হয়েছে, তোমার ভালো লাগবে।

আমি অফিস দেখতে আগ্রহী নই।

তুমি যাতে আগ্রহী তাও হবে।

সে একটুক্ষণ চিন্তা করে বলে, ঠিক আছে। শপিং-এ যাচ্ছি বলে কিছুক্ষণের জন্য আসা যায়। আমার কথা কি আপনার মনে পড়ে?

খুবই পড়ে সেনা। চলে আস।

সে আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসে। অনেকদিন পর দেখা। বয়সের সঙ্গে তার শরীরে কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। মনে হয় কিছু মাংস বৃদ্ধি হয়েছে। জিজ্ঞেস করি, তোমার লম্বুর খবর কি? অন্য কোন খবর আছে বলে তো মনে হয় না!

সে একগাল হাসে, লম্বু কোথায়! সে নেই, এখন নতুন একজন হয়েছে।

মানে?

www.pathagar.com

মানে সেটা আসলেই নিষ্কর্মা ছিল। আমার প্রয়োজন আপনার মতো একজন কুশলী মানুষের। কিন্তু জুটেছিল একটা অকর্মের ঢেঁকি! তাকে ছাটাই করে দিয়েছি।

মানে?

মানে তাকে বিদায় করে নতুন একজনকে গ্রহণ করেছি। ইনি খুব একটা পারদর্শী না হলেও কাজ চলে যায়।

বুঝতে পারি ইতোমধ্যই তার স্বামী বদল হয়েছে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তার উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা দিতে বিলম্ব করি না।

রেজা মামা, আপনি আমার সব ধ্যান ধারণা পাল্টে দিয়েছেন। এখন অন্য পুরুষে আমার মন ভরে না। এখন তো আমি ঢাকায় থাকছি। পূর্ববৎ যাতায়াত অব্যাহত রাখবেন।

আমাকে সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। নাচুনে বুড়ি, আরও যদি পাই ঢোলের বাড়ি! আমাকে আর পায় কে!

প্রবল বন্যায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাই। দীর্ঘদিন তার সাথে সম্পর্ক থাকে। তার মেয়ে হয়, মেয়েকে নিয়েও আসে। পরে ছেলে হয়। ছেলে মেয়ে দু'জনকে নিয়ে বেড়াতে আসে। অবুঝ শিশুদ্বয় পাশের ঘরে নিজেদের মধ্যে খেলা করে। তাদের জননী তখন আদিমতম খেলায় মত্ত। তার বিশেষ অনুরোধে দু'একবার তার বাসায়ও গিয়েছি। কিন্তু আমাদের সিটিং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার মতিঝিল অফিসে বা আমার গুলশানের বাসায় অনুষ্ঠিত হত। একথা অনস্বীকার্য, সেনার মতো আন্তরিক সেবা খুব কমই পেয়েছি। অনেকদিন এ সম্পর্ক বহাল থাকে। তারপর সময়ের বিবর্তনে তার দেহেও বয়সের চাপ পড়তে শুরু করে। যৌবন ও নতুনের পুজারী রেজা রায়হান নামের পাখিটি তখন অন্য ডালে বসে মনের আনন্দে পুচ্ছ নাড়াতে ব্যস্ত। মজুমদারের স্ত্রী, ভাগ্নী এবং নাতনী এই তিন জেনারেশনের সমন্বয়ে 'কমপ্লিটেড দি হোল ফ্যামিলী' হয়ে যায়। তুমি যা-ই বল, নারায়ণগঞ্জে একটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

রুবা, এখানেই সে অধ্যায়ের যবনিকা। তুমি এবার আমার উপর যতটা ইচ্ছা রাগ করতে পার। তোমার যা ইচ্ছা হয় করতে পার। কিন্তু আর কথা না বলে থেকো না। প্লিজ!

রুবা স্বামীর দক্ষিণ হস্তটি টেনে নিয়ে তার করতলে নিজের মুখ স্থাপন করে

www.pathagar.com

বলে, তোমার জন্য আমার করুণা হয়। কার উপর রাগ করব! সেদিনের সে মানুষ কি আর আছে! রাগের স্থলে বরং অনুরাগের সঞ্চার হচ্ছে। তুমি অনবদ্য। যেখানে যা-ই করে থাক না কেন, আজ তোমার পথ পরিক্রমা শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে গেছ। তোমাকে শুধুই ভলোবাসা দেব। অঢেল ভালোবাসার স্রোতে অতীতের সব কালিমা ধুয়ে মুছে দেব।

গভীর প্রসন্নতায় রায়হান স্ত্রীকে বুকে টেনে নেয়।

সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে আসার পরও তাদের সঙ্গে মিস মারিয়া ও জিমির যোগযোগ অব্যাহত থাকে। ওখান থেকে মারিয়া ফোন করে, এদিক থেকে রুবা। কথা অবশ্য চার জনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। মাঝে একবার মারিয়া সংবাদ দেয় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। শুধু মাত্র কয়েকটি কাগজ স্বাক্ষর করা ব্যতীত আর কোন আনুষ্ঠানিকতা হয়নি। জিমির কাকা অসুস্থ্ বিধায় সে ব্যবস্থা করা হয়, সে বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে। কাকার পীড়ার কারণে তারা অন্য সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছে।

রুবা এবং রায়হান তাদের অনেক অভিনন্দন জানায়। ঢাকায় এসে হানিমুনের একটা অংশ কাটিয়ে যেতে অনুরোধ করে। তাদের নিজেদের বিয়ের খবরও দেয়। দু'দিক থেকে প্রচুর শুভেচ্ছা আর আনন্দের উচ্ছ্বাস বর্ষিত হয়। তারপর অনেকদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সেদিন হঠাৎ সিঙ্গাপুর থেকে কল আসে, আগামী সপ্তাহের শুরুতে তোমরা কি দিন দু'য়েকের জন্য ফ্রি থাকবে?

কেন জিজ্ঞেস করছ?

আমরা ভাবছিলাম, ঢাকাতে দু'দিনের ব্রেক নেব। যদি তোমাদের অসুবিধা না হয় তা হলে তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করব।

এর চাইতে সুখবর আর কিছু হতে পারে না। সাহেব বাসায় নেই। কিন্তু তার এবং আমার পক্ষ থেকে আমি তোমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ওহ্, আমার যা আনন্দ হচ্ছে না! কিন্তু দু'দিনের ভাবনা বাতিল কর। কমপক্ষে এক সপ্তাহ্ থাকতে হবে। বল থাকবে?

রুবার আন্তরিকতায় তারা দু'জনই খুশি হয়। বলে, এখনই কথা দিতে পারছি

www.pathagar.com

না। কিন্তু অবস্থান বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করব।

রুবা ঘোষণা দেয়, চেষ্টা নয়, বৃদ্ধি করতেই হবে। জানো, আমার দাদা এখানকার পুলিশের একজন বড় কর্তা। কথা না শুনলে তার সাহায্যে তোমাদেরকে আটকাব।

তারা জানায় তৃতীয় দিন বিকেলে তারা ঢাকায় পৌঁছবে।

রুবা বলে, আমরা বিমান বন্দরে অপেক্ষায় থাকব।

না, না, এত কষ্ট করতে হবে না। একজন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসলেই চলবে। একটা কার্ডে আমাদের নাম লেখা দেখলেই বুঝব।

রুবা ধমক দেয়, চুপ কর। ঢাকায় কি করা হবে সেটা সিঙ্গাপুর বলে দেবে না। এটা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ!

প্রচুর হাসি আনন্দে আলাপ শেষ হয়।

রায়হান বাড়ি ফিরলে রুবা দৌড়ে গিয়ে সংবাদ দেয়। সেও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার কোন আত্মীয় স্বজন কখনওই আসে না। তেমন কেউ নেইও। রুবারও একই অবস্থা। এই নিঃসঙ্গ দম্পতি অতিথি অভ্যাগতের বার্তায় যারপরনাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। খবরটায় বাড়ির সকলেই আনন্দে মেতে ওঠে। রায়হান উৎসবে মেতে ওঠে। তার উৎসবের নমুনা রুবার ভালো করেই জানা। মাত্র বাসায় ফিরেছে। তখনই এসবে সে সহজে সম্মত হতে চায় না। আজ আনন্দের আতিশয্যে সব মেনে নেয়। কিন্তু কথা বলতে ছাড়ে না।

এটা কি হচ্ছে?

আগাম সেলিব্রেশন।

তোমার অজুহাতের অভাব নেই। একটা নতুন কিছু হলেই এভাবে তা পালন করতে হবে?

হ্যাঁ, হবে। আমার বউর সঙ্গে করছি। অন্যের বউকে করছি না। তোমার তাতে আপত্তির কারণ কি?

রুবা খুব হাসে। জানায়, কোন আপত্তির কারণ ঘটত না যদি কার্যত এই অবলাকে অংশগ্রহণ করতে না হত। আপনার বউ হবার সুবাদে ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হয়। তবে স্বস্তি এইটুকু, জনাবের এখন পরদারে রুচি নেই।

www.pathagar.com

ঘুরে ফিরে ঘরেই সব অভিযান!

ঠিক বলেছ! আমি এখন একজন পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। নিজের স্ত্রী ছাড়া কারো দিকে দৃষ্টি দিই না।

দিয়ে দেখ না, চোখ গেলে দেব না!

রায়হান হা হা করে হেসে ওঠে। পরে বলে, তা মারিয়া ও জিমির থাকার ব্যবস্থা কি করবে?

রুবা বলে, সেসব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। বাম দিকের বড় ঘরটায় আর একটা খাট দিয়ে দেব। আমি সব ভেবে রেখেছি। ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে দেব, যেন হানিমুন।

কিন্তু ম্যাডাম, দু'জনকে দুটি খাট দিয়ে কি একটু নিষ্ঠুর পরিহাস করা হচ্ছে না! তার চাইতে আমাদের দু'জনের খাটটাই ওদের দিয়ে দাও। আমরা না হয় সে ক'দিন ছোট খাটেই কাটাব। এমনিতেও আমাদের বড় খাটের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

না, আমাদের খাট আমি অন্য কাউকে দেব না। আগে যা-ই হয়ে থাক, এখন এই খাট শুধু তোমার আমার। তুমি আমি ছাড়া এতে অন্যের বিচরণ নিষিদ্ধ।

রায়হান হাসিমুখে তাকে উত্যক্ত করে, তোমার মধ্যে একটা হিমালয়ান ফোবিয়া রয়েছে।

সেটা আবার কি?

না, বলছিলাম কি নিজের সত্ব সামীত্ব তুমি এক তিলও ছাড়তে জানো না।

রুবা স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে বলে, না, জানি না। জানতেও চাই না। আমার স্বামীটি খুবই বিরল প্রজাতির! তার গুণের ঘাট নেই। তাকে চোখে চোখে রাখাই শ্রেয়।

রায়হান আহত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, ঠিকই হয়ত বলেছ। শত ধৌত করলেও কয়লার ময়লা দূর হয় না। সাবধান থাকাই ভালো।

রুবা ডান হাতে স্বামীর মুখ বন্ধ করে তার বুকের সঙ্গে মিশে গিয়ে বলে, কি বলতে কি কথা বলছি! আমি কস্মিনকালেও সেভাবে বলিনি। স্বামী রত্নটিকে আমি মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে পারি না। এতে তুমি আমাকে যাই মনে কর

www.pathagar.com

না কেন!

রায়হান তা জানে। সে গভীর তৃপ্তি নিয়ে নিজের বাহুবন্ধন আরও দৃঢ় করে।

লোকে বলে বিয়ের পানি। মারিয়া এবং জিমি তাদের মতোই প্রাক-বিবাহিত জীবনেও প্রায় একসঙ্গেই অতিবাহিত করেছে। এখন স্বামী-স্ত্রী এক গৃহেই বাস করে। কিন্তু মারিয়ার পরিবর্তন লক্ষণীয়। তার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য দুটারই বহুল শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সে আনন্দে ঝলমল করছে। জিমিও তাই। তার ওজন বেড়ে গেছে। তাকে ভারিক্কী দেখাচ্ছে।

রায়হান বিমান বন্দরেই মন্তব্য করে, মি. জিমি, তোমার পরিধি এ হারে বাড়তে থাকলে বেশি দিন উড্ডয়নের চাকরিতে বহাল রাখবে না!

জিমি এবং মারিয়া দৃষ্টি বিনিময় করে হেসে ওঠে। জিমি বলে, এয়ার হোস্টেস বউর সেবা খেয়ে শরীর বাড়ছে।

মারিয়া তখন হাসি থামিয়ে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করে, জিমি আর পাইলটের চাকরিতে নেই। সে ইস্তফা দিয়েছে। কাকার মৃত্যু হওয়ায় তার ব্যবসা পরিচালনার মূল দায়িত্ব এখন তার। কাকীর পূর্বেই তিরোধান হয়েছিল। কাকার উইল অনুসারে সে তার বিশাল সম্পদের এক চতুর্থাংশের মালিক বনেছে এবং প্রয়াত কাকার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসায়ের পরিচালনার দায়িত্বও তার উপর বর্তেছে। তিন চাচাত বোনেরই বিয়ে হয়েছে। ব্যবসা দেখার চাইতে তার লাভ্যাংশের দিকেই বোন ভগ্নিপতিদের অধিকতর দৃষ্টি। জিমি এখন বিগ বস্। সে কারণেই সে ফুলছে। শীঘ্রই তাকে ডায়েট করাতে হবে।

জিমি বলে, শুধু এক তরফা দোষ দিচ্ছ। এতে তোমার কি কোনই অবদান নেই! বিয়ের পর মি. রায়হানও সুস্বাস্থের অধিকারী হয়েছে।

মারিয়া জবাব দেয়, শুধু মিস্টার নয়, মিসেসকে দেখ। মিসেস যেন রূপ-যৌবনে ফেটে পড়ছে।

জিমি চোখ টিপে বলে, সে জন্যই বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে পারছি না। স্ত্রীর সামনে পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিতে নেই।

www.pathagar.com

সকলেই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

রায়হান তার পাজেরো ড্রাইভ করে তাদেরকে বাসায় নিয়ে আসে। বিরাট বাড়ি এবং বহুবিধ আয়োজন দেখে তারা দু'জনই অভিভূত। শুনেছে তারা বেশ ধনী। কিন্ত বাসস্থান দেখেই উপলব্ধি করা যায় ধারণার চাইতেও অনেক বেশি সম্পদের অধিকারী মিস্টার রেজা রায়হান। শুধু তাই নয়, কি করে প্রাচুর্যের ঠাটবাটে বাস করা যায় এরা তা জানে।

মারিয়া সে কথা বলতেই রায়হান উত্তর করে, এখন অধিকাংশ বিষয়ের মালকিন হচ্ছে তোমার বান্ধবী। আমি একজন খেটে খাওয়া মানুষ।

মারিয়া পরিহাস করে বলে, দেখেই বুঝা যাচ্ছে আমার বান্ধবী তোমাকে খুবই খাটিয়ে নিচ্ছে।

রুবা টের পেয়েছিল মারিয়া অন্তস্বত্তা। প্রাথমিক অবস্থা। সে বলে, কে কাকে খাটিয়ে নিচ্ছে তার প্রমাণ তো নিজেই বহন করছ!

রায়হান বুঝে কপালে করাঘাত করে বলে, এখানেও তোমরা আমাদেরকে পরাভূত করলে! রুবা, এ তোমার ভারী অন্যায়। রাত-দিন পরিশ্রম করাচ্ছ, তার কোন প্রতিফল পাওয়া যাবে না! তোমারই বল ভাই এভাবে নিরর্থক খেটে মরা কি ভালো!

রুবা মুখ ভেঙ্চি কাটে, আহা হা।

হাসি-আনন্দে এই দুই দম্পতি উদ্দাম হয়ে ওঠে। রুবা বাড়ির সকলকে ডেকে অতিথিদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়। শোবার ঘরে ফুলের সমারোহ দেখে তারা তাজ্জব বনে যায়।

এত সব কেন?

আজ আবার নতুন করে তোমাদের মধুচন্দ্রিমা।

ফল সাথে নিয়ে ঘুরছি, নতুন করে আর আসরের আয়োজন কেন!

রুবা মুচকি হেসে মারিয়াকে বলে, এ সময়ে আরও নিশ্চিন্তে পতি সেবায় লাগা যায়।

রায়হান তাদের কাছে বিচার দেয়, তোমরাই বল, এটা কি রুবার অবিচার নয়! আমি একটি শিশুর আগমনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছি, সে যেভাবে বলছে

www.pathagar.com

সেভাবেই সার্ভিস দিচ্ছি। তারপরও তার কোন চৈতন্য হচ্ছেনা। এখনও কোন সংবাদ নেই। ভাই মারিয়া, তুমি বান্ধবীকে একটু সুপরামর্শ দাও। কিসে কি হয় তাকে একটু জ্ঞান দান কর। আমার আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না।

রুবা চেঁচিয়ে ওঠে, এই তুমি থামবে! তা না হলে কিন্তু অনর্থ করব!

যা-ই কর গিন্নী, শীঘ্র একটু ওয়া ওয়া শোনাও।

তাদের সম্মিলিত হাসি আনন্দে অনেকদিন পর বাড়ি মুখরিত হয়ে ওঠে। সুইমিং পুল দেখে মারিয়া খুবই খুশি। সে বলে, রাতে আমি নামব।

তুমি দিনেও নামতে পার এবং বার্থডে কস্টিউম পরেই নামতে পার, বাইরে থেকে দেখার উপায় নেই।

তারা এ বাড়ির বাগান দেখেও মুগ্ধ। সন্ধ্যায় লনে কফির আসর বসে। দবির বাবুর্চি মহা উৎসাহে মেহমানদের জন্য বিশেষ ডিনার প্রস্তুতে তোড়জোর করে। আজ ফুল কোর্স ইংলিশ ডিনার সার্ভ করা হবে। সব মিলিয়ে বাসায় উৎসবের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। ডিনারের পর কিছুক্ষণের জন্য তাদেরকে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে এনে সে রাত্রির মতো বিশ্রামে প্রেরণ করা হয়।

রুবা তাদের ঘরে ঢুকিয়ে বলে, আমি নিজে ঘর সাজিয়েছি, দেখো যেন অমর্যাদা না হয়! চন্দ্রিমা আছে, মধুর যেন কমতি না পড়ে!

জিমি বলে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তা পড়বে না। দেখছ না এ বিষয়ে আমি একজন বিশেষজ্ঞ।

তারপর তাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে সহাস্যে নিবেদন করে, মিসেস রায়হান, তুমি এবার ঘরে গিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও।

পেছন থেকে রায়হান বলে ওঠে, সামান্য ভুল বললে মি. জিমি, চরকাটা তারই, তেল ঢালব আমি!

রুবা তাকে তাড়া করে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। দুই ঘরের দরজাই অনেক হাসির মাঝে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাতরাশেও ইংলিশ ব্রেকফাস্ট দেখে মারিয়া বলে, এ যে দেখছি সব পাঁচ তারা হোটেলের আয়োজন! তোমাদের কুক খুবই পারদর্শী দেখছি।

রুবা জানায়, হ্যাঁ, দবির বাবুর্চি পূর্বে কূটনীতিকদের রান্না করত। সেখানে হাত

www.pathagar.com

পাকিয়েছে। তোমরা তার রান্না উপভোগ করছ শুনলে সে আহ্লাদে আটখানা হবে।

তাকে ডাক, আমি কমপ্লিমেন্টস দিতে চাই।

দবির এসে সালাম করে দাঁড়ায়, রান্নার প্রশংসা শুনে আন্তরিক খুশি হয়ে ওঠে, ম্যাডাম, স্যার, তোমাদের পছন্দের আদেশ কর, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তোমাদের সেবার সুযোগ পেয়ে আমরা অতিশয় আনন্দিত।

বিদেশিদের কাজ করে কথাবার্তায় সে বেশ কেতাদুরস্ত।

মারিয়া হাসিমুখে বলে, অনেক ধন্যবাদ। রান্না খুবই স্বস্বাদু। কিন্তু আমরা এসব ইংলিশ বা চাইনীজ খাবারে উৎসাহী নই। প্রায় সময়ই সেসব খেতে হয়। আমরা তোমাদের নিজস্ব দেশীয় খাবার খেতে চাই। আমরা দু'জনই সর্বভুক। কোন কিছুতেই আমাদের আপত্তি নেই। বাংলাদেশী খাবারের খুব সুনাম শুনি, সে সব খাওয়াও।

রুবা দবিরকে বলে, মেহমানদের জন্য সবরকম দেশি রান্না করবে। ফুপু বলেছে সেও কিছু কিছু করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুপু হাসিমুখে এসে উপস্থিত হয়। তার হাতে একটি ট্রের মধ্যে কিছু পিঠা। সদ্য ভাজা পাটি শাপটা।

রায়হান নিজেই ট্রেটি টেনে নেয়। মারিয়া ও জিমিকে বলে, আন্টি নিজেই তোমাদের জন্য এগুলো প্রস্তুত করেছে। খেয়ে দেখ, হয়ত ভালোই লাগবে। এগুলো আমাদের দেশের একটি সুপরিচিত মিষ্টি পিঠা। নাম, পাটি শাপটা।

মারিয়া বারবার 'প্যাটি শ্যাপটা' প্যাটি শ্যাপটা' বলে হাসির খোরাক যোগায়।

তারা দু'জনই ফুপুকে ধন্যবাদ জানায়। সে নিজে কষ্ট করে তাদের জন্য এসব তৈরি করেছে বলে অনেক সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তারা সাগ্রহে পিঠা খায় এবং প্রচুর প্রশংসা করে।

মারিয়া বলে, এটা অনেকটা আমাদের সুইট রোলের মতো। তারচাইতে অনেক উপাদেয়। খুব নরম।

রুবা ফুপুকে সব বুঝিয়ে বলে। মারিয়া ও জিমিকে বলে, তোমরা আসাতে ফুপু খুবই আনন্দিত। বেচারা ইংরেজি জানে না বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না। আমাকে জানাতে বলছে। সে আরও বলছে, তোমাদের ভালো লাগলে সে

www.pathagar.com

নতুন নতুন পদ বানিয়ে খাওয়াবে।

তারা দু'জনই আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে। রায়হানও তাতে শরিক হয়। বলে, ফুপু, মেহমানদের সৌজন্যে আমারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। আমিও মজা করে সে সবে ভাগ বসাব।

ফুপু বিগলিত চিত্তে নতুন আয়োজনের উদ্দেশে যাত্রা করে।

কফি খেতে খেতে রুবা প্রশ্ন করে, মারিয়া, তোমার স্বামী এখন একজন বিরাট বিত্তবান ব্যক্তি। তারপরও তুমি চাকরি করছ কেন? বিশেষ করে যখন তুমি মা হতে যাচ্ছ।

জিমি বলে ওঠে, অত্যন্ত খাঁটি কথা। বান্ধবীকে একটু বুঝিয়ে বল। আমি বলে বলে ক্লান্ত।

মারিয়া বলে, আমার কাজ করতে ভালো লাগে। আমার মাত্র প্রাথমিক পর্যায়। কোন অসুবিধার প্রশ্নই নেই। সময় এলে না হয় তখন চিন্তা করা যাবে। দীর্ঘ মেটার্নিটি ছুটিও পাওয়া যাবে।

জিমি ঘোষণা করে, আমার বউ সেজে গুজে বিমানের যাত্রীদের সেবা করবে, তারা দু'চোখে তার রূপ-যৌবনের সুধা পান করবে এটা আমার পছন্দ নয়। তোমরা মারিয়াকে অবিলম্বে কাজ ছাড়তে বল।

মারিয়া মন্তব্য করে, এখন কেন? এই বিমানেই মারিয়াকে আবিষ্কার করেছিলে। সে সময় এসব মনে হয়নি?

আহা, তখন তুমি ছিলে শুধুই বিমানবালা, এয়ার লাইন্সের কর্মী। এখন তুমি বিজিনেস ম্যাগনেট জিমির সহধর্মিনী এবং তার হবু সন্তানের মা। পরিস্থিতির আলোকে নতুন সিদ্ধান্ত অপরিহার্য।

মারিয়া জিজ্ঞেস করে, আমার কাজের ফলে তোমার সেবার কোন ঘাটতি হয়েছে? তোমার কোন অসুবিধা হয়েছে?

না, তা হয়ত হয়নি। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে, স্ত্রীকে আমি আর সকলের ক্ষুধার্ত দৃষ্টির মাঝে ছেড়ে দিতে চাই না। কাজ করতে চাইলে আমার অফিসে কর।

না, আমি স্বামীর চাকরি করব না। সে হচ্ছে লাইফ পার্টনার। অফিস বস্ হিসেবে তাকে দেখতে চাই না।

ঠিক আছে তোমকেও পার্টনার করে নিচ্ছি।

না, ঘরে বাইরে দু'জায়গায় স্বামীর কাজ করব না।

এই ভিনদেশী স্বামী-স্ত্রীর মধুর বাদানুবাদ রুবা ও রায়হান খুবই উপভোগ করে।

এক্ষণে রায়হান বলে, মারিয়া, তুমি একটা সমঝোতায় আস। রুবাকে দেখ, তাকে স্বামীর প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে পাঠাতে প্রচুর বেগ পেতে হয়। বহু ঝামেলা করে গাড়ি চালান শিখিয়েছি। পুরস্কার স্বরূপ নতুন গাড়ি কিনে দিয়েছি। কিন্তু মোটেই চালাতে চায় না। ম্যাটার্নিটি লিভের পর আর কাজে যোগ দিও না। স্বামী ও সন্তানের মাঝে সময় ভাগ করে নিও।

মারিয়া হাসতে থাকে। স্বপ্নময় চোখে বলে, দেখি।

জিমি বলে, দেখি মানে কি! এটাই ফাইনাল।

মারিয়া বলে, একটু উপরে চল, কাজ আছে।

রায়হান টিপ্পনী কাটে, দেখছ রুবা, প্রাতরাশের পরই তাদের কাজ শুরু হয়। তোমাকে শত বললেও সম্মত হতে চাও না।

মারিয়া বলে, তোমরা পুরুষরা সব সমান। আমি তোমাদের দু'জনকে ডেকেছি, একটু উপরে আস, কাজ আছে।

তারা সকলে উপরে উঠে আসে। মারিয়া একটি স্যুটকেট বাইরে এনে তিনটি প্যাকেট বের করে দেয়। বলে, গতকালই এগুলো বের করা উচিত ছিল। কিন্তু তোমাদের আদর অভ্যর্থনায় এতটাই অভিভূত হয়ে পড়ি যে সব ভুলে যাই।

জিমি বলে, ঠিক।

কিন্তু এসব প্যাকেটে কি আছে?

তোমাদের জন্য সামান্য উপহার। তোমাদের বিয়ের স্মরণে দুটি জিনিস এনেছি। আর এটিতে সিঙ্গাপুরের ড্রাই সুইটস। বাড়ির সকলকে নিয়ে খেও।

রুবা জানতে চায়, জিনিস দুটি কি?

খুলে দেখ।

রুবা প্যাকেট খুলে ফেলে। একটির মধ্যে হাতির দাঁতের উপরে একটি ছোট

www.pathagar.com

বাতিদান। সেখানে একটি টেবিল ঘড়িও সংযোজিত আছে। ইংরেজি আর আর খোদাই করা। জিনিসটা দারুণ সুন্দর। স্বামী স্ত্রী দু'জনই মুগ্ধ হয়ে যায়।

রুবা বলে, এটা তো অত্যন্ত মূল্যবান! এত টাকা ব্যয় করা উচিত হয়নি।

মারিয়া বলে, টাকার কথা তুলবে না। তোমাদের মতো বন্ধুদের জন্য এটা অতি নগন্য উপহার।

রুবা জিজ্ঞেস করে, আর, আর অর্থ কি? রোলস রয়েস?

না, রুবা রায়হান।

রায়হান বলে, চমৎকার! রুবা, পরের প্যাকেট খোল।

সেটা থেকে বের হয় একটা সুদৃশ্য টেলিফোন সেট। এটাতেও আর, আর সন্নিবেশিত।

মারিয়া জানায়, রিসিভার উঠাবার পরে দূর থেকেও কথা শোনা ও বলা যাবে। খুব শক্তিশালী সেট।

রায়হান খুশি হয়ে ওঠে, তোমাদের দুটি উপহারই অত্যন্ত মূল্যবান এবং সুচিন্তিত নির্বাচন। কেবল সুন্দরই নয়, অতীব প্রয়োজনীয়ও বটে।

জিমি বলে, দুটিই আমার স্ত্রীর পছন্দে কেনা। ল্যাম্পটি তোমাদের শয়ন মন্দিরের জন্য। ফোনটি এখানেও রাখতে পার বা যেখানে তোমাদের অভিরুচি।

রুবা বলে, কি বলে যে তোমাদের ধন্যবাদ দেব!

মারিয়া সহাস্যে মন্তব্যে করে, দিও না। আমরা নিশ্চয়ই এসব মামুলি সৌজন্যাচারের ঊর্ধ্বে পৌঁচেছি। রুবা, তোমার ছোট ভাইটিকে ডেকে মিষ্টির বাক্সটি দাও। আমরা আর কারো জন্য কিছু আনিনি, দুঃখিত।

কি যে বল, কিছুই আনার প্রয়োজন ছিল না। তোমরা যে অনুগ্রহ করে এসেছ তাতেই বাড়ির প্রতিটি মানুষ কৃতার্থ। তবে মিষ্টি আমিই বিতরণ করব। নিজেদের জন্য রেখে তারপর। ওটা আমিও ভালোবাসি।

তার কথায় সকলেই হেসে ফেলে।

রায়হান বলে, তোমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। আমি একবার অফিস থেকে ঢু মেরে আসি। তোমাদেরকে কান্ট্রি সাইডে নিয়ে যাব।

www.pathagar.com

রুবা জিজ্ঞেস করে, সোনারগাঁও নিয়ে যাবে?

না, আজ সাভারে স্মৃতিসৌধ দেখিয়ে আনি। দুপুরে ওখানেই পর্যটনের রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করব। আমি খবর দিয়ে রাখব। দুপুরে বাসায় আমাদের রান্না করতে নিষেধ করো। রাতে তোমার দাদা আসবে। দেখি আরও দু'একজনকে ডাকার কথা ভাবছি। তুমি কি বল রুবা?

আর কাউকে না হয় নাই বললে। এদের সঙ্গে পরিচয় নেই। বুঝতেই পারছ মারিয়া স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না। তবে দাদার কথা স্বতন্ত্র। সে আমাদেরই একজন।

রায়হান স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়, তুমি ঠিক বলেছ। আমি এটা ভাবিনি। জানো মারিয়া, তোমার বান্ধবী না হলে আমি এক মিনিটও চলতে পারি না। তোমরা তৈরি হতে হতে আমি চলে আসব। ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু বেশি। আসি।

সে বের হয়ে যায়।

জিমি রুবার দিকে তাকিয়ে নিরীহ কণ্ঠে বলে, ভাই রুবা, আমি আর একটু গড়িয়ে নিতে চাই। দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমায় তোমার বান্ধবী বেশ খাঁটিয়ে নিয়েছে।

এই খবরদার! রুবা, তুমি কখনও এই ভদ্রলোককে বিশ্বাস করো না। সে-ই বরং আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। এখন উল্টা বদনাম দিচ্ছে!

রুবা হাসিমুখে বলে, আমি দু'জনকেই বিশ্বাস করছি। মি. জিমি, তুমি ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করতে পার। মারিয়া, তোমার ইচ্ছা কি?

আমি এই ফাঁকে তোমার সুইমিং পুলটি একবার ব্যবহার করতে চাই।

বেশ তো, চল আমিও তোমাকে সঙ্গ দেব।

জিমি শোবার ঘরে ঢুকে গেলে দুই বান্ধবী প্রস্তুত হয়ে উঠে যায়। ছাদের ছিটকিনি লাগিয়ে তারা সহজ হয়ে যায়। মারিয়া খুবই সন্তুষ্ট। এত সুন্দর আয়োজন নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ছাড়া হতে পারে না। সে পরিধেয় পরিত্যাগ করে অন্তবাসের উপর টাওয়াল জড়িয়ে নেমে পড়ে। রুবা তাকে অনুসরণ করতে উদ্যত হয়। হঠাৎ তার মাথা ঘুরে ওঠে। সে পুলে নামার হাতল আঁকড়ে বসে পড়ে।

কি হল রুবা! এমন করছ কেন?

www.pathagar.com

ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। শরীরে বল পাচ্ছি না, অস্বস্তি লাগছে।

মারিয়া উঠে আসে। রুবাকে ধরে চিন্তান্বিত ভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। পরে জিজ্ঞেস করে, তোমার সাইক্ল ঠিক আছে তো? পিরিয়ড ঠিক চলছে?

রুবা নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলে, এবার সামন্য গোলমাল হয়েছে। আমার সব সময়ই নিয়মিত হয়। কোন সময় দু'একদিনের বেশি তারতম্য ঘটে না। এবার সময় পার হয়ে প্রায় সপ্তাহ খানেক অতিবাহিত হতে চলছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না। আজ এমন হল। আমার ভাবনা হচ্ছে।

মারিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দিত কণ্ঠে বলে, ভাবনা নয়, ওটাই সঠিক! রায়হান সাহেবের একান্ত প্রার্থনা বিধাতা শ্রবণ করেছে। তুমি নিশ্চয়ই মা হতে যাচ্ছ। আমি এখনই তাকে টেলিফোনে সুসংবাদ দিচ্ছি।

শুনে রুবার চোখ মুখে অনেক লজ্জা, সুখ ও আশার সমন্বিত আলো জ্বলে ওঠে। সে নিম্নকণ্ঠে বলে, তুমি জানো না মারিয়া, সন্তানের জন্য তার কি ব্যাকুলতা! আমি পুরো নিশ্চিন্ত না হয়ে তাকে কিছু বলতে চাই না। আজ যাক, কাল সে অফিসে গেলে একবার তোমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে নিশ্চিন্ত হয় পরে আমিই তাকে প্রথম বলব। সে যে কি করবে ভেবেই আমি অস্থির হয়ে উঠছি। সন্তানের জন্য সে পাগল। আমিও অবশ্য খুবই আশা করে আছি। আল্লাহ্ যদি মুখ তুলে তাকান। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছা নির্ভর।

আর সাতাঁর কাটার প্রশ্ন আসে না। মারিয়া সযত্নে বান্ধবীকে আগলে নিয়ে নিচে নেমে আসে।

বুকভরা আনন্দ ও গর্বের মাঝে অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে রুবা শয্যায় বিশ্রামে যায়। আল্লাহ্ যদি করেন রায়হান খুশির চোটে কি করবে কল্পনা করেই সে মনে মনে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

রায়হান ফিরে এসে সকলকে তাড়া দেয়। কেউ প্রস্তুত নয়। মারিয়া ও জিমি তাদের ঘরে, রুবাও শয্যায়।

বিষয় কি? সকলেরই কি গতরাতের জের চলছে! সে ক্ষেত্রে আমিই কেবল ছুটাছুটি করছি কেন! আমিও তোমাকে নিয়ে পড়ে থাকব।

রুবা শান্ত মনে উঠে বসে স্বাভাবিক আচরণের চেষ্টা করে। তার মনে অবশ্য

www.pathagar.com

অনেক আকুলি। সে স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলে, আমার সামান্য মাথা ঘুরেছিল, এখন ঠিক আছি। তুমি বস, আমি ওদের ডাকছি। তুমি কি একটু কফি নেবে?

না, এখন আর কফি নয়। তোমার মাথা ঘুরল কেন? এখন কেমন বোধ করছ? সাভারের প্রোগ্রাম বাতিল করলেও কোন অসুবিধা নেই। অন্য দিন যাওয়া যাবে। তুমি কি আর একটু বিশ্রাম করবে? ডাক্তার খবর দেব?

সে অস্তির হয়ে ওঠে।

না, তার প্রয়োজন হবে না। প্রোগ্রাম বাতিল করবে কেন! চল, যাই। ওদের ডাকছি।

ডাকতে হয় না। রায়হানের গলার আওয়াজে ওরা বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করছে।

রুবা জিজেজ্ঞস করে, তোমরা তৈরি? একটু কফি দিতে বলব কি?

মারিয়া উত্তর করে, না এখন আর কফি নয়। ব্রেকফাস্ট হেভী হয়েছে। আমরা তৈরি। কিন্তু তুমি?

আমিও তৈরি। কোন অসুবিধা হবে না। চল যাওয়া যাক।

সে রায়হানকে ডাকে, চল যাওয়া যাক।

রায়হান বেরিয়ে এসে বলে, রুবা সুস্থ বোধ করলে যাওয়া যায়। আশা করি প্রাতরাশ পরবর্তী তোমাদের সময় আনন্দেই অতিবাহিত হয়েছে। রাজধানীর বাইরে কান্ট্রি সাইডের এক রেস্তোরাঁয় আজ তোমাদের লাঞ্চে নিয়ে যাব। সেখানে প্রথমে জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রদক্ষিণ করবে। তৈরি থাকলে চল যাওয়া যাক।

তারা নিচে নেমে গাড়িতে আরোহন করে।

জিমি জিজ্ঞেস করে, মিসেস রায়হান, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ? কৈ আমি তো কিছু জানি না। কি ব্যাপার?

রুবা শান্ত কণ্ঠে প্রতিউত্তর করে, না তেমন কিছু নয়। এখন ঠিক আছি। চিন্তার কোন হেতু নেই।

রায়হান ড্রাইভ করছে। রুবা তার পাশে। পেছনের সিটে মারিয়া ও জিমি।

রায়হান যেতে যেতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তার শহীদানের স্মৃতিসৌধের বিষয়ে দু'জনকে যৎ সামান্য জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করে। পুরুষ দু'জনই কথা বলে। রুবা নিজের চিন্তায় মগ্ন। মারিয়া নিজের এবং বান্ধবীর বিষয় নিয়ে ভাবছে।

জিমি মন্তব্য করে, মি. রায়হান, তুমি লক্ষ করেছ, ভদ্রমহিলা দু'জন সেই থেকে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। তুমি কি কিছু আঁচ করতে পারছ!

রায়হান মন্তব্য করে, নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে কোন গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে।

রুবা সহাস্য মুখে স্বামীর দিকে তাকায়। পেছনে ফিরে মি. জিমিকে হাসি উপহার দেয়। কোন মন্তব্য করে না।

মারিয়া বলে, আমাদের দোষের অন্ত নেই। মুখ খুললে বলবে বেশি বকবক করছি, চুপ থাকলে বলবে ষড়যন্ত্র। ভালো জ্বালা হল দেখছি!

পরিবেশ হালকা হয়ে যায়। রায়হান তাদেরকে দু'পার্শ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদির যথাসম্ভব পরিচিতি দান করে।

স্মৃতিসৌধ দেখে তারা সন্তুষ্ট। তাদের ভাষায়, সহজ কিন্তু অনবদ্য এই স্থাপত্য। জিমি ক্যামরা এনেছে। সে অনেক ছবি তোলে। একজন দর্শকের সহায়তা নিয়ে সৌধকে পশ্চাতে রেখে তারা চার জন একসঙ্গে ছবি তোলে। জিমি এবং মারিয়া অনেকটা সময় নিয়ে সৌধটি পর্যবেক্ষণ করে। এর আউটলেট তাদের বেশি পছন্দ।

সেখান থেকে বের হয়ে রায়হান সৌধের একটি মডেল কিনে মারিয়ার হাতে দিয়ে বলে, এটা অতি সামান্য জিনিস। কিন্তু তোমাদের এখানে আসার স্মৃতি বহন করবে। সাথে রাখ।

তাদেরকে পর্যটনের রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়। পূর্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল। একটি টেবিল সংরক্ষিত করে ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে। তাদের খাবারও বেশ উপভোগ্য হয়। জিমি এবং মারিয়া দু'জনই স্যুপ এবং প্রণ ককটেলের প্রশংসা করে। হাসি-কৌতুকে সময় নিয়ে আহার সমাধা করে ঘুরে ফিরে বিকল্প পথে তারা বিকেলে বাসায় ফিরে আসে। সেদিনের মতো বাসাতেই গল্প-গুজবে কাল কাটাবার পরিকল্পনা করে।

www.pathagar.com

রুবা বলে, ডিনারে আমার দাদা আসবে।

পুলিশের সেই বড় কর্তা?

হ্যাঁ।

তা হলে উপায়?

কোন উপায় নেই। সাত দিনের পূর্বে যদি যাওয়ার নাম কর তা হলেই দাদার বাহিনী লেলিয়ে দেব।

স্বামী স্ত্রী প্রসন্ন মনে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। মারিয়া মন্তব্য করে, শুনেছি, বাঘে ছুঁলে আঠারো গা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। বাবা, ওর মধ্যে আমরা নেই। ঠিক আছে, তোমার দাবীই মেনে নেওয়া গেল।

রুবা বান্ধবীকে আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে।

জিমি বলে ওঠে, এক যাত্রায় দু'ফল বেমানান। বান্ধবী ছাড়াও আর একজন মেহমান রয়েছে। তার ভাগ্যে কি এই সম্বর্ধনা জোটে না!

রুবা হাসতে হাসতে স্বামীকে তার দিকে ঠেলে দেয়। বলে, বুনো ওলের জন্য বাঘা তেঁতুল।

বুঝিয়ে বল।

মি. জিমির জন্য মি. রায়হান।

চার জনের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে বাসার সকলে টের পায় তারা প্রত্যাবর্তন করেছে।

রাতে নৈশভোজের ঘণ্টাখানেক পূর্বে মাজহার চলে আসে। পুলিশের জীপে এলও তার পরিধানে আজ কালো স্যুট। সে বড় এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে এসেছে। বস্তুত, রুবার বিয়েতে উকিল হবার পর থেকে সে কখনও এ বাড়িতে শূন্য হাতে আসে না। রায়হান এই নিয়েও খোঁটা দিতে ছাড়েনি। স্ত্রীকে বলেছে, তুমি কি ভেবেছ, তোমার দাদার এটা বদান্যতা! মোটেই না। বেটা কোথা থেকে ঘুষ পেয়ে এখন সেসব এনে বোনের সংসারে লৌকিকতা করছে!

প্রতিউত্তরে মাজহার রুবাকে বলে, দুষ্টলোকে কত কথাই বলে, সেসব শুনতে গেলে চলে না। কি যেন একটা কথা আছে তোমাদের বই-পুস্তকে বোনটি! কি এক প্রাণী এক রকমের আওয়াজ করবে, তাতে ক্যারাভানের যাত্রায় বিঘ্ন ঘটবে

www.pathagar.com

না!

রায়হান বলে, আর বেশি বুলি কপচাবি না। তোর জ্ঞান গম্মির বহর সম্বন্ধে সকলেই ওয়াকেবহাল।

তা না হলে আর এমন বন্ধু রাখি! কথায় বলে, সঙ্গী-সাথীর পরিচয় দ্বারাই মানুষ চিনতে হয়! ম্যান ইজ নোন বাই দি কোম্পানি হি কিপস্।

রুবা মাঝখানে পরে, তোমরা কেবলই ঝগড়া করবে! এক মুহূর্তও কি সহ-অবস্থান করা যায় না!

দুজন সমস্বরে হেসে বুঝিয়ে দেয়, ঝগড়া কাটিই তাদের প্রকৃত সহ-অবস্থান।

আজ মাজহার ঘরে এসে দাঁড়াতেই রুবা এগিয়ে গিয়ে কি মনে করে তাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে।

বিষয় কি বোনটি! আজ ভক্তির এত ঘটা! তোমাকে ম্লান দেখাচ্ছে কেন?

কোন বিষয় নয় দাদা। তোমাকে সালাম করতে মন চাইল। এসো, তোমার সাথে আমাদের বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে মি. জিমি, সিঙ্গাপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। আর এ আমার বান্ধবী মিসেস মারিয়া। জিমি সাহেবের পত্নী। আর তোমাদেরকে তো পূর্বেই বলেছি, মি. মাজহার হোসেন আমার দাদা।

তারা উভয়ে এসে তার সাথে করমর্দন করে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মারিয়া বলে, শুনেছি তুমি পুলিশের বড় কর্তা। তোমার বোনও কম যায় না। সেই থেকে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে তার কথা না শুনলে আমাদেরকে পুলিশে দেবে। তোমার ভয় দেখিয়ে আমাদের ঢাকা অবস্থান দু'দিনের স্থলে সাত দিন করেছে। পুলিশে আমাদের বড়ই ভয়!

পাঁচ জনই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

রুবা তার দাদার আনা প্যাকেটটি হাতে নিয়ে বলে, দাদা, আজ এত মিষ্টি কেন?

মাজহার হাসিমুখে জানায়, আমার বোনের মেহমানদের জন্য পোড়াবাড়ির চমচম আনিয়েছি। আমার এক কলিগের বাড়ি সেখানে, তাকে বলেছিলাম।

খুব ভালো করেছ দাদা, মেহমানরা আমাদের দেশি জিনিসই বিশেষ করে খেতে চায়।

www.pathagar.com

রায়হান স্বভাব সুলভ মন্তব্য করে, মাজহারের কথা বিশ্বাস করো না। কার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এসব হাতিয়েছে কে জানে! আমি এসব ঘুষের মাল খেতে রাজি নই, বলতে বলতে সে স্ত্রীর হাত থেকে নিয়ে বাক্সটি খুলে একটি চমচম ভেঙে মুখে পুরে।

চমচমগুলো এক একটা রাঘব সাইজের। বিশেষ অর্ডারে প্রস্তুত। রায়হান তাকে টেলিফোনে মেহমানদের কথা জানালে মাজহার তার টাঙ্গাইলের এক সহকর্মীর মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করে।

রায়হান বলে, অতি সুস্বাদু। বেআইনি মাল হলেও মি. জিমি, মারিয়া, তোমরা একটু টেস্ট করে দেখতে পার। সত্যিই উপাদেয়।

রুবা হাসিমুখে বাক্সটি সরিয়ে নেয়, বদনাম করবে আবার সকলের আগে মুখেও দেবে! ডিনারের পূর্বে আমি কাউকে মিষ্টি দেব না। তা হলে ডিনারের প্রতি সুবিচার হবে না।

মারিয়া বলে, রুবা, মিষ্টির যা সাইজ দেখছি, ওর একটা খেলেই আর ডিনারের প্রয়োজন হবে না।

রায়হান বলে, আমার শ্যালক প্রববের হাতে আবার ছোট জিনিস ওঠে না। মনটা যা-ই হোক, হাতটা বড়।

আবার হাসি।

রুবা বলে, মারিয়া, মি. জিমি, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। এ বাড়িতে আমার আসার বহু পূর্ব থেকে এ দু'জন অকৃত্রিম বন্ধু। পরে সে আমার দাদা হয়েছে। ঝগড়াঝাটি না করলে দু'জনের কারোই ভাত হজম হয় না।

জিমি জিজ্ঞেস করে, নিশ্চয়ই ব্যাটল অব ওয়ার্ডস কখনও ব্যাটল অব সোর্ডসে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা নেই!

তা যা বলেছ! একজন আরেকজনের প্রয়োজনে তার চাইতেও মারাত্মক কিছু করতে পারে। কিন্তু দেখা হলে কেবলই খুঁনসুটি।

সেটা আবার কি?

ঝগড়ার আড়ালে প্রীতিময় বিশ্রম্ভালাপ আর কি!

মাজহার বুঝিয়ে বলে, পূর্বে কেবল বন্ধু ছিলাম। এখন একাধারে বন্ধু এবং

www.pathagar.com

অন্যদিকে শ্যালক। বুঝতেই পারছ এই মধুর সম্পর্ক সর্বৈবই আন্তরিক শুভেচ্ছায় সমর্পিত।

রুবা বলে, আমরা জানি, আর বলতে হবে না। সবটাই বাহ্যারম্ভে লঘুক্রিয়া।

মারিয়া বলে, বুঝিয়ে বল।

বুঝাবার প্রয়োজন নেই। সবই দু'বন্ধুর বাহানা। ঝগড়াকাটিই তাদের প্রীতির অনুপম বহিঃপ্রকাশ।

আশ্চর্য!

না, এদেরকে জানলে আর তা মনে হবে না। দু'জনেরই এত বড় শুভার্থী আর তৃতীয়টি নেই।

মাজহার ও রায়হান হাসিমুখে রুবার কথা শ্রবণ করে।

জিমি মন্তব্য করে, আমি তোমাদের ঈর্ষা করছি। আমার যদি এমন বন্ধু থাকত!

কেউ তার কথার প্রতিউত্তর করে না।

মাজহার একসময় বলে, তোমরা আমার বোনের বিশিষ্ট মেহমান। আমার বাড়ি গৃহিনী শূন্য। তোমাদের সেখানে ডাকতে পারছি না। একদিন লাঞ্চ বা ডিনারে নিমন্ত্রণ জানাতে চাই। অবশ্যই কোন হোটেলে। বল, কবে যাবে?

জিমি বলে, আমরা তোমার বোনের অতিথি। সে অর্থে তোমারও অতিথি। পৃথক করে আর নিমন্ত্রণের প্রয়োজন কি! আজই তো একসঙ্গে ডিনার করছি!

মারিয়া যোগ করে, আর যেহেতু তোমার ঘর গৃহিণী শূন্য, তখন এসব ঝামেলার দরকার কি!

সেই জন্যই হোটেলের প্রস্তাব করছি।

দাদা, এরা হোটেলের খাবার সব সময় এত খায় যে সে সবে বিশেষ উৎসাহী নয়। এরা বাড়িতে প্রস্তুত খাবারই পছন্দ করে। দবির বাবুর্চি সব করছে। ফুপুও লেগে গেছে। তাদের উৎসাহের অন্ত নেই। ঠিক করেছে, প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন পদ খাওয়াবে। তুমি বরং সময় পেলেই এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিও। তা হলে আনন্দ আরও বাড়বে।

রায়হান বলে, রুবা খুব চালাক হয়ে গেছে। জানে, বেটা কখনও খালি হাতে

www.pathagar.com

আসবে না। সেটাই তার লাভ।

রুবা তাকে ছাড়ে না। বলে, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।

মারিয়া জিজ্ঞেস করে, এর অর্থ কি?

সাহেবকে মৃদু ভৎর্ষণা করলাম।

না, মারিয়া বিশ্বাস করো না। তোমাকে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। সে আসলে ভালোবাসা নিবেদন করছে।

সম্মিলিত হাসির মাঝে আবুল এসে জানায়, খাবার দেওয়া হয়েছে।

খাবার টেবিলে মাজহার আবার জিজ্ঞেস করে, আমার নিমন্ত্রণে কি মাঠে মারা গেল?

রায়হান উত্তর করে, মাঠে নয়, হোটেলে মারা গেল। তাতে কোন অনুবিধা নেই। এ ক'দিন যা এদিক-সেদিক থেকে হাতাবি, নিশ্চিন্তে বোনের বাড়িতে পাচার করে দিস। আমরা যতটা পারি তা উদ্ধার করে দেব।

মাজহার অতিথিদ্বয়কে বলে, আমার বোন আছে বলে রক্ষা, তা না জলে এই হাড়িকিপ্টের বাড়িতে তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার খুবই অসুবিধা হত। বেটা পয়সা খরচের ভয়ে আমাকে ভাগ্নে-ভাগ্নি উপহার দিচ্ছে না! তোমরা এর বিহিত ব্যবস্থার সদুপদেশ দিয়ে যেও। আমি আর বেশি দিন সহ্য করতে প্রস্তুত নই।

চকিতে রুবা ও মারিয়ার দৃষ্টি বিনিময় হয়। রুবার মুখে এক ঝলক আবিড় ছড়িয়ে পড়ে। মারিয়া ছাড়া কেউ তা লক্ষ্য করে না।

নৈশভোজ খুবই জমে ওঠে। দবির অনেক রান্না করেছে। ভাজা আর ভুনা করেছে অনেক প্রকারের। ফলি মাছের কোফতা মেহমানদ্বয় পছন্দ করে খায়। মারিয়া বলে, ফিস কেকটা কোন মাছের?

রুবা জানায়, ফলি মাছ, তোমাদের দেশে হয়ত সেটা পাওয়া যায় না। এটা কেক নয়, কোফতা।

জিমি বলে, কোপটা খুব মজাদার।

কোপটা নয়, কোফতা।

মাছের পোনার একটা চচ্চরি এরা এত পছন্দ করে যে পুনরায় চেয়ে তা আর

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। সকলে হেসে ওঠে। আবুল নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়া তদারক করছিল। সে লজ্জিত কণ্ঠে বলে, বাজারে পোনা বিশেষ ওঠে না। সামান্যই পেয়েছি। আমি কাল অন্যান্য বাজারেও লোক পাঠাব।

বড় কৈ মাছ দোপেঁয়াজী করে দেওয়া হয়েছে। মারিয়া বেশ কাঁটা বেছে খেতে পারলেও জিমি ছুরি কাঁটা নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছিল দেখে তার বউ পরামর্শ দেয়, হাত লাগাও, সুবিধা হবে।

অগত্যা সেও হাত দিয়েই শুরু করে। কৈ মাছ তারা পূর্বেও খেয়েছে, কিন্তু এত স্বাদের দোপেঁয়াজী ইতোপূর্বে আর খায়নি। মারিয়া বলে, যাবার পূর্বে আমি এর রেসিপি জেনে যাব।

ফুপু আজ ক্ষির পাকিয়েছে। পাটালি গুড়ের ক্ষির। তাতে নারকেল কোড়া দিয়েছে। সকলেই তৃপ্তি করে খায়। সব শেষে রুবা তার দাদার আনা চমচম পরিবেশন করে। মারিয়া ঠিকই বলেছিল, একটা খেলেই ডিনারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জিনিসটা এতই সুস্বাদু যে তারা খেতে খেতে প্রত্যেকেই একটা গোটা খেয়ে ফেলে।

জিমি বলে, পেটে জায়গা থাকলে আমি আরও একটা খেতাম। সত্যিই তোমাদের এই মিষ্টির তুলনা নেই!

খাওয়ার শেষে কফি আনা হলে রায়হান ছাড়া সকলেই প্রত্যাখ্যান করে, কফির স্থান নেই। গুরুভোজন হয়েছে। অতিথিদের তৃপ্তি দেখে রুবার মন ভরে ওঠে। হোটেলের চাইতে বাড়ির খানায় অধিকতর বৈচিত্র্য আনা সম্ভব।

মাজহার বিদায় নেওয়ার পরও উপরে উঠে চার জন মিলে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে কাটায়। বেশ রাত করে তারা শুতে যায়। ঘরে ঢুকেই রায়হান রুবাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে বুকে টেনে নেয়, রুবা তোমার কি হয়েছে?

সে হেসে ওঠে, কই, কোথায় কি হল! তুমি অনর্থকই দুশ্চিন্তা করছ!

না-রুবা, সব হাসি-আনন্দের আড়ালে আমি বারবার তোমার মুখ দেখার চেষ্টা করেছি। কি একটা সুগভীর চিন্তা সেখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাকে বলবে না?

রুবা স্বামীর বুকে যথারীতি বিলি কাটতে কাটতে সহাস্যে বলে, না গো না। কোন চিন্তার কারণ ঘটেনি। মেহমানদের নৈশভোজ কেমন হবে এই নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম।

www.pathagar.com

রায়হান তার মুখ নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলে, রুবা, তুমি তো কখনও মিথ্যা বল না! আজ কি তার ব্যর্থ চেষ্টা করছ?

রুবা ভাবে তার স্বামীর বাহ্যিক আচরণের অভ্যন্তরে একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন মন বিরাজ করছে। এত সহজে তাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু প্রকাশ করা সুবিবেচনার কাজ নয়। সে উভয় সঙ্কটে পড়ে। বলে, শরীরটাই একটু অন্যরকম লাগছিল বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। এসো শুয়ে পড়ি।

শয্যায় গিয়ে রুবা নিজের থেকেই স্বামীকে আঁকড়ে ধরে। তার সুপরিচিত শৃঙ্গারে রায়হান অভ্যস্ত। কিন্তু আজই বোধহয় প্রথম সে অস্বীকৃতি জানায়, না রুবা, তোমার শরীর ঠিক নেই। এসবের চাহিদা আমার যতই বেশি হোক না কেন, তোমার সুস্থতার চাইতে অন্য কিছুই কাম্য হতে পারে না।

খুশি মনে অনাগত সম্ভাবনা চিন্তা করতে করতে রুবা স্বামীর বুকে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। রায়হানের সহজে ঘুম আসে না। রুবা সব সময়ই স্বাস্থ্যবতী, তার কখনওই কোন শারীরিক অসুস্থতার কথা শোনা যায় না। আজ তার কি হল! মাথা ঘুরল কেন! সে কত কি ভাবতে থাকে। কিন্তু একবারও স্বতঃসিদ্ধ উপসংহারে উপনীত হতে পারে না। সে চিন্তাই মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। এমনই হয়, চোখের সামনের বজ্র মুষ্ঠি দূরের পাহাড়কেও আড়াল করে দেয়।

দ্বিতীয় দিন প্রাতরাশের পর রায়হান জিজ্ঞেস করে, মি. জিমি, তুমি কি সেকেন্ড রাউন্ড গড়িয়ে নেওয়ার কথা ভাবছ? আমাকে ঘন্টা দু'য়েকের জন্য ছুটি দিতে হবে। একবার অফিস থেকে ঘুরে আসব।

জিমি বলে, আমি বরং তোমার সাথে বের হতে পারি। কিছুটা শহর দেখা হল, তোমার অফিসও দেখার সুযোগ হল। এরা দুই বান্ধবী মিলে জলকেলি করুক বা মেয়েলি গালগল্পে সময় নিবারন করুক।

দুই বান্ধবীর চোখে চোখে কথা হয়। মারিয়া বলে, মন্দ নয়। আমি না হয় রুবার সঙ্গে একবার মার্কেট থেকে ঘুরে এলাম। তার গাড়ি চালানো উপভোগ করলাম।

সেই ভালো। আমরা লাঞ্চের পূর্বেই চলে আসব।

রায়হান জিমিকে সঙ্গে করে তার অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। রুবা ডাক্তার নার্গিস খানমকে টেলিফোন করে। বনানীতে চেম্বার, প্রখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট। তাদের পরিচিতা। ডাক্তার তাকে তখনই চলে আসার পরমর্শ দেয়। সকালে কোন ভিড় নেই। এখনই দেখে দেওয়া যাবে।

www.pathagar.com

রুবা তার লাল টয়েটো বের করে মারিয়াকে নিয়ে ড্রাইভ করে ডাক্তারের চেম্বারে উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তার তাদের দেখে মন্তব্য করে, কাকে দেখব? একজনতো পরিষ্কার ক্যারী করছে দেখতে পাচ্ছি। অন্যজনের চেহারাও প্রশ্নবোধক।

মারিয়া বলে, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি সন্তানসমম্ভাবা। আমি মিসেস রায়হানের বান্ধবী। সিঙ্গাপুর থেকে বেড়াতে এসেছি। গতকাল আমার বোধ হয়েছে সেও অন্তঃসত্ত্বা। তুমি অনুগ্রহ করে সঠিক তথ্য দাও।

ডাক্তার বলে, ঠিক আছে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। কিছু টেস্টও করতে হবে। এখন অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই রেজাল্ট পাবার ব্যবস্থা রয়েছে। আসুন মিসেস রায়হান, আমি আপনাকে একটু দেখব।

মারিয়া বলে, আমি কি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করব?

ডাক্তার বলে, ইচ্ছা করলে তুমি এখানেও থাকতে পার। আমরা সকলেই মহিলা।

ডাক্তার রুবার সব কথা মন দিয়ে শোনে। তার ইউরিন টেস্টের ব্যবস্থা করে এবং নিজে তাকে যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে হাসিমুখে বলে, আপনার বান্ধবীর অনুমান সঠিক। এখনই টেস্টের ফল জানা যাবে। আমরা আরও সুনিশ্চিত হতে পারব।

একজন নার্স এসে ডাক্তারকে জানায়, টেস্টের ফল পজিটিভ।

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে রুবার হাত ধরে বলে, কনগ্রেচুলেশন্স মিসেস রায়হান, আপনি মা হতে যাচ্ছেন।

আনন্দে রুবা সব ভুলে ডাক্তারকেই জড়িয়ে ধরে। পরে তার সম্বিত ফিরে এলে লজ্জিত হয়। ডাক্তার হাসিমুখে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। প্রতীক্ষিত প্রথম মাতৃত্বের সংবাদে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। আমি কিছু পরামর্শ লিখে দিচ্ছি। সেগুলো মেনে চলবেন। খাওয়া-দাওয়া যেমন ঠিকভাবে করবেন, হাঁটা চলা এবং কাজকর্মও সেভাবেই করবেন। শুধু শুয়ে বসে কাটাবেন না। প্রতিমাসে একবার এসে আমাকে একটা ফি দিয়ে যাবেন।

ডাক্তার হাসতে হাসতে তার বক্তব্য শেষ করে। প্যাডে সব লিখে দেয়।

মারিয়া এসে রুবাকে জড়িয়ে ধরতেই রুবা তার কাঁধে মাথা রেখে আবেগে কেঁদে ফেলে।

www.pathagar.com

একি রুবা, তুমি কাঁদছ কেন। এর জন্য না তোমাদের এত প্রতীক্ষা! এর চাইতে আনন্দের খবর হতে পারে না! আনন্দের বার্তায় কাঁদতে নেই। চল যাবার পথে মিষ্টি কিনব।

ডাক্তারও উঠে এসে রুবার পিঠে হাত রেখে বলে, হ্যাঁ মিসেস রায়হান, এর চাইতে আনন্দের আর কি আছে। আপনাদের প্রথম সন্তান আসছে। বাড়ি ফিরে রায়হান সাহেবকে সুসংবাদ দিন। আমার মনে হয় আপনার চাইতে সে বেশি খুশি হবে।

রুবার চোখে পানি নিয়ে সে হেসে ফেলে, হ্যাঁ ডাক্তার সাহেবা, খবর শুনে সে যে কি করবে আমি ভাবতেই পারছি না। আমরাই আনন্দে কান্না এসে গেছে।

খুবই স্বাভাবিক মিসেস রায়হান। আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে বাসায় যান। চিন্তার কোন কারণ নেই। সামান্য সমস্যা হলেও আমাকে জানাবেন বা চলে আসবেন।

রুবা ব্যাগ খুলে টাকা বের করতে গেলে ডাক্তার বলে, পরের দিন টাকা নেব। আজ নয়। আজ এই টাকায় মিষ্টি কিনুন, জানব শুভ সংবাদে আমারও অংশ রইল।

তারা তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে চেম্বার থেকে বের হয়ে আসে। গাড়িতে বসে আবার রুবার চোখে পানি এসে যায়। এবার মারিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করে, তোমরা এদেশের মেয়েরা শুভ সংবাদে কাঁদ কি করে? কোথায় আনন্দ করবে, না কেবল চোখের জল ফেলছ!

রুবা বান্ধবীকে বলে, তুমি জানো না, মারিয়া, সে একটি সন্তানের জন্য কতটা মরীয়া হয়ে উঠেছে।

আর সেই সন্তানই তুমি তাকে উপহার দিতে যাচ্ছ। এর চাইতে গৌরব ও আনন্দের বিষয় আর হতে পারে না! আমরা সঠিক সময়েই ঢাকায় এসেছি। এতে আমাদেরও একটা অধিকার জন্মে গেল।

রুবা বাম হাত দিয়ে আবার মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে। সে রুবাকে বাধ্য করে একটা মিষ্টির দোকানে গাড়ি থামাতে। রুবাকে নামতে দেয় না, নিজেই অনেক প্রকারের মিষ্টি কিনে নিয়ে আসে।

এত মিষ্টি কে খাবে?

মি. রায়হান, জিমি এবং বাড়ির আর সকলে। তুমি এবং আমিও বাদ পড়ব না।

www.pathagar.com

তার আন্তরিক আনন্দ প্রত্যক্ষ করে রুবা খুশিমনে নিরুত্তর থাকে। তার মন অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে গেছে। রুবা সেই মুহূর্তে এক স্বপ্নময় জগতে বিরাজ করছে। বিশ্ব সংসারের সবকিছুই এই মুহূর্তে তার কাছে মধুময় মনে হচ্ছে। কতক্ষণে রায়হানকে বলবে। কিভাবে বলবে। সে মনে মনে রিহার্সেল দিতে থাকে। গাড়ি চালাতে চালাতে একসময় হেসে ওঠে।

হাসছ কেন? কখনও কাঁদছ, কখনও হাসছ। তোমার হল কি?

গর্ভধারণ!

দুই বান্ধবী একসঙ্গে হেসে ওঠে।

লাঞ্চের বেশ পূর্বেই রায়হান ও জিমি বাসায় চলে আসে।

রুবা, মারিয়া, চল চল, পুলিশের ওয়ারেন্ট বের হয়েছে। এখনই ছুটতে হবে। বাসার লাঞ্চ বন্ধ। তোমার দাদা কিছুতেই শুনল না। সে মেরী এন্ডারসনে লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছে। আমি অনেক গাইগুই করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মি. জিমিকে সম্মত করিয়ে ফেলে। চল, চল।

তারা অফিসে পৌঁছলেই মাজহারের ফোন আসে। জিমি সেখানে আছে শুনে সে আরও খুশি হয়। বলে, আমি মেরী এন্ডারসনে ব্যবস্থা করেছি। দুপুরে তোদের চারজনকে নিয়ে ওখানে লাঞ্চ করব।

রুবা বাসায় ব্যবস্থা করছে, তার কি হবে?

এটা কোন কথাই নয়। এখনও অনেক বিলম্ব আছে দবিরকে বলে দে, তোদের জন্য যেন রান্না না করে। আর করলেই বা কি, রাতে খাবি। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। মি. জিমিকে দে।

সে জিমির সাথে কথা বলে তাকে পটিয়ে ফেলে। বলে একটার পর সে মেরী এন্ডারসনে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। তারা যেন সরাসরি সেখানে চলে যায়। দেরি হলেও কোন অসুবিধা নেই।

জিমি রায়হানের কাছে জানতে চায়, মেরি এন্ডারসন কি?

একটা ভাসমান রেস্তোরাঁ। শহরের বাইরে নদীর উপর।

মার্ভেলাস। আমরা যাব।

www.pathagar.com

না গিয়ে উপায় নেই। মাজহার যা ধরে তা ছাড়ে না। বন্ধুর গর্বে সে গরীয়ান।

এখন রুবা বলে, তুমি আগে টেলিফোন করলে না কেন? বাসার রান্না কমপ্লিট।

রায়হান বলে, সব রেখে দিতে বল। রাতে চলবে। তোমার দাদাকে মানানো গেল না। চল, এদের মন্দ লাগবে না। ওখানকার খাওয়াও খারাপ নয়।

রুবা মারিয়াকে একপাশে ডেকে জিজ্ঞেস করে, এখন বলব, না ফিরে এসে বলব?

মারিয়া হাসিমুখে বলে, শুভ সংবাদ বিলম্বে দিতে নেই। তুমি তাকে এখনই বল।

রুবা স্বামীকে বলে, ওখানে পৌঁছতে আধ ঘণ্টার মতো লাগবে। অনেক সময় আছে। একটু ঘরে আস।

রায়হান উল্লসিত। মেহমানদের উদ্দেশে বলে, তোমাদের পয় আছে বলতেই হবে। রুবা প্রকাশ্য দিবালোকেই শোবার ঘরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, এটা একটা বড় উন্নতি।

রুবা হাসিমুখে বলে, হ্যাঁ, বড় উন্নতিই সাধিত হয়েছে। এসো।

সে স্বামীকে ঘরে নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি রুবা? কি জন্য ডাকলে?

রুবা কথা বলে না। দুই চোখ মেলে অনেক ভালোবাসায় স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি হল?

তোমার মুখখানা প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করল।

রায়হান তার স্বভাবসুলভ হা-হা করে হেসে ওঠে। রুবা এগিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। নিজের মাথাটা স্বামীর বক্ষে চেপে এক হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে। স্মিত হেসে সস্নেহে রায়হান তাকে আরও টেনে নিয়ে বলে, এই অসময়ে সম্ভাষণ কেন রুবা? বিষয় কি?

আছে। বিশেষ একটা বিষয় আছে।

কি?

www.pathagar.com

রুবা তার কানে কানে বলে, তুমি বাবা হচ্ছ।

রায়হান প্রথম বুঝতেই পারে না তার স্ত্রী কি বলছে! নিশ্চয়ই কোন পরিহাস। কিন্তু দুই হাতে স্ত্রীর মুখটি নিজের দিকে তুলে এনে দেখে অতি ফরসা সে মুখটিতে কে যেন কত সিঁদুর মেখে দিয়েছে। রুবার অসাধারণ লজ্জারক্ত মুখ দেখে এবার তার বোধোদয় ঘটে। সে তাকে বিছানায় বসিয়ে নিজে নিচে বসে পরে। তাকে দুই হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, কি বললে রুবা? আবার ঠিক করে বল তো!

রুবা এবার কোন কথা না বলে বুকের মাঝে রাখা ডাক্তারের কাগজটি বের করে স্বামীর হাতে তুলে দেয়। রায়হান এক মিনিটে সেটি পড়ে ফেলে। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, রুবা! সত্যিই রুবা?

সে আর কথা বলতে পারে না। বসা অবস্থাতেই রুবার কোলে মাথা রেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। রুবা কি করবে বুঝতে পারে না। স্বামীর মাথাটি বুকের মাঝে টেনে নিয়ে তার উপরে নিজের মুখ রাখে। গভীর মমতায় স্বামীর মাথায়, পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে স্বপ্নীল কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, আমাদের সন্তান আসছে। তোমার ও আমার দু'জনের তিল তিল স্বপ্ন দিয়ে গড়া, অনেক ভালোবাস ও অনেক প্রত্যাশার সে জন এবার এই দুনিয়াতে আসছে। লাখো শোকর তাঁর দরবারে। আল্লাহ্ আমাদের প্রার্থনা শুনছেন।

রায়হান সেভাবেই দুই হাত দিয়ে স্ত্রীকে বেষ্টন করে বেশ শব্দ করেই কেঁদে চলেছে। তার কান্নার শব্দ বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছিল। মারিয়া জিমিকে সংবাদটি পরিবেশন করে বলে, ভিতরে কান্নাকাটি হচ্ছে। আনন্দের কান্না। চল, আমরাও তাদের আনন্দে শরীক হই?

জিমি বলে, এ সময়ে কি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে?

হবে। চল, এ সময় তৃতীয় কেউ উপস্থিত হলে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসা তরান্বিত হয়।

তারা দরজায় নক করে অনুমতি প্রার্থনা করে, আসব?

রুবা মুখে বলে, আস।

কিন্তু সে স্বামীর উপর থেকে মুখ সরায় না। তার বা রায়হানের যেন লজ্জার কিছু নেই। তারা অবস্থান পরিবর্তন করে না।

মারিয়া ও জিমি রায়হান ও রুবাকে কিছুটা সময় সেভাবে কাটাতে দেয়। কাঁদুক, চোখের পানি ফেলে শান্তি পাক। অতি আনন্দে এটা অস্বাভাবিক নয়।

কিছুক্ষণ পর জিমি রায়হানের পিঠে হাত রাখে, মি. রায়হান, আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। আমরা যে কি আনন্দিত বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের ঢাকায় আসা সর্বদিক থেকে স্বার্থকতায় পর্য্যবসিত হল। আমি এবং আমার স্ত্রী তোমাদের দু'জনকে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চোখে পানি নিয়েই রায়হান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। রুবাও উঠে দাঁড়িয়েছে। রায়হান দুই হাতে জিমি এবং মারিয়াকে দুই দিক থেকে টেনে নিয়ে কান্নামিশ্রিত আবেগে বলতে থাকে, তোমরা দু'জন আমাদের পরম সৌভাগ্যের ক্ষণে উপস্থিত। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আশীর্বাদ স্বরূপ। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। তাঁর অপার মহিমার শেষ নেই।

মারিয়া রুবাকেও টেনে নেয়। তারা চার জন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে যে দৃশ্যের অবতারণা করে তা সহজে কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

একসময় মারিয়া বলে, এবার চল, খেতে যাওয়া যাক। লাঞ্চ না খেলে পুলিশের গুঁতা খেতে হবে।

তার কথায় এতক্ষণ পরে সকলে হেসে ওঠে। রুবা বলে, তোমরা নিচে একটু অপেক্ষা কর। আমরা দু'রাকাত শোকরানা নামাজ পড়েই আসছি।

স্বামীকে নিয়ে নামাজ আদায় করে নিচে নেমে রুবা রায়হানকে বলে, চল, ফুপুকে বলে যাই।

ফুপুর ঘরে মনিরও ছিল। তার দু'জন গিয়ে ফুপুকে পা ছুঁয়ে সালাম করে।

সে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এখন সালাম করছ কেন বাবা? মা রুবা তোমরা কি কোথাও যাচ্ছ?

রুবা কিছু বলার পূর্বেই রায়হান মনিরকে কাছে ডেকে বলে ফুপু! আমাদের মনিরের দায়িত্ব বেড়ে গেল। সে মামা হচ্ছে। আপনিও নানী হচ্ছেন। সব ঝামেলা আপনাকেই পোহাতে হবে।

প্রথমে সালাম এবং পরে রায়হানের সুস্পষ্ট বক্তব্যে তারা সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারে। বৃদ্ধা আনন্দের আতিশয্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাদেরকে অনেক

www.pathagar.com

দোয়া করে। পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করে। তার দোয়া কবুল হয়েছে বলে আল্লাহ্‌র অশেষ মহিমা ঘোষণা করে। বলে, বিকেলেই বাসায় মিলাদ দেব। মসজিদ ও এতিমখানার মিষ্টি পাঠাব।

রায়হান বলে, ঠিক আছে, আমি আবুলকে বলে যাচ্ছি। সে সব ব্যবস্থা করবে। আছরের নামাজবাদ মিলাদ পড়া যাবে। আমরা মেহমানদের নিয়ে বাইরে খেতে যাচ্ছি। মাজহার দাওয়াত করেছে। আসি ফুপু।

রায়হান আবুলকে সুসংবাদ দিয়ে সব ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করে সকলকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে।

মেরি এন্ডারসনে পৌঁছে দেখে খাজনার চাইতে বাজনা বেশি। মাজহার সাহেব এসে গেছে। সে আজ পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাকে। আশে পাশেও পুলিশের অভাব নেই। সবকিছু দেখে মারিয়া ও জিমি অবাক। নিজেদেরকে ভিআইপি বলে বোধ হয়।

মাজহার তাদেরকে নিয়ে একটি বড় টেবিলে গিয়ে বসে। বুড়িগঙ্গা নদীর দিকের সে টেবিল ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। নদীর উপরে আবহাওয়া মনোরম। মৃদু বাতাস বইছে। রেস্তোরাঁতে তেমন একটা ভিড় নেই। ম্যানেজার নিজে এসে সব তদারক করছে। খাওয়া যেমনই হোক, অনুকূল পরিবেশের কারণে তাদের ভালোই লাগে। খাওয়ার মাঝখানে রায়হান সংবাদটি ভাঙে, মি. মাজহার, এখন থেকে পুলিশী ভাষা একটু সংযত হয়ে ব্যবহার করো। তুমি অচিরেই মামা হতে যাচ্ছ। এখন আর পূর্বের মতো যা খুশি বলা চলবে না।

মাজহার কেবল মামা হবার কথাটিই শোনে। অন্য কথায় আর কর্ণপাত করে না। সে একবার রুবার মুখের দিকে পরে রাহানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হেসে ফেলে, গতকালই আমার বুঝা উচিত ছিল।। বোনটি আমাকে হঠাৎ সালাম করে কেন! আমি একটা গর্দভ।

রায়হান বলে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

রুবা বলে, তোমরা আবার শুরু করলে!

মাজহার বলে, আমাকে দায়িত্ববান হবার পরামর্শ দিয়ে হবু পিতা কি ধরনের আচরণ করছে তোমরাই বিবেচনা কর।

সে উঠে গিয়ে টেবিলের অন্য প্রান্তে বসা রুবার মাথায় হাত রেখে নীরবে

www.pathagar.com

আশীর্বাদ করে। রুবা উঠে তার পদস্পর্শের উদ্যোগ করতেই মাজহার তাকে থামিয়ে দেয়, গতকালই এটা করেছ। আমি যে কত খুশি এবং কত দোয়া করছি তুমি ভাবতে পারবে না। তোমরা সংসার খোদা তা'আলার রহমতে ঝলমল করে উঠবে।

রায়হান টিপ্পনী কাটে, পুলিশের দোয়া কাজে লাগে না!

রুবা তাকে তিরস্কার করে, এসব কি বলছ? দাদা দুঃখ পাবে না? পুলিশ ছাড়া চলে? তারাই সবকিছু ঠিক রেখেছে। তুমি শুধু শুধু দাদার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবে না!

বলতে দাও বোনটি। ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে!

তা হলে তুই বলতে থাক, আমি খেতে থাকি।

তার মানে দাদা পাগল আর তুমি ছাগল!

সকলে একসঙ্গে থেকে ওঠে।

মাজহার বলে, গুরু! তোমাকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আনন্দে আমার যে কি করতে ইচ্ছা হচ্ছে! মিস্টার ও মিসেস জিমি! তোমরা খুব লাকী। তোমাদের সন্তান আসছে। ঢাকা এসে রুবা ও রায়হানের সন্তানের শুভ সংবাদও তোমরাই প্রথম পেয়েছ। আমার বোন এবং ভগ্নিপতি তথা বন্ধুর পক্ষে আমি তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছাও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তোমাকেও ধন্যবাদ মি. মাজহার। এই সুন্দর পরিবেশে একটি সুন্দর লাঞ্চের জন্য।

খাওয়া তেমন কিছু নয়। কিন্তু ভিন্নতর পরিবেশের কারণে তোমাদের মন্দ লাগবে না বলে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু আজ সবকিছু ছাপিয়ে আমার বোনটি যে সন্দেশ পরিবেশন করল তার জন্য আমরা সকলেই কেবল তাকে আজ অভিনন্দন ও শুভাশীষ জানাব।

এই পুলিশ! সব তোর বোন করেছে? আমার কোন অবদানই নেই? এত এত পরিশ্রমের কোন স্বীকৃতি নেই! নাহ্, এদের কাছে শ্রমের যদি কোন মূল্য থাকত!

রায়হানের কথায় টেবিলে আর একদফা হাসির তরঙ্গ ওঠে। লজ্জায় লাল রুবা জিজ্ঞেস করে, দাদা, বিকেলে কি তোমার খুব কাজ আছে?

www.pathagar.com

কেন বল তো?

বাসায় মিলাদ হবে। তুমি থাকবে না?

নিশ্চয়ই থাকব। যতই কাজ থাক, আজকের মিলাদে অবশ্যই উপস্থিত থাকব।

সে রায়হানকে জিজ্ঞেস করে, আর কাউকে বলতে হবে? প্রয়োজনে পুলিশের হটলাইন ব্যবহার করে খবর দেওয়া যায়।

রায়হান বলে, তার প্রয়োজন হবে না। আবুলকে বলে এসেছি। সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। তুই ঠিক সময়ে চলে আসিস।

নিশ্চয়ই আসব গুরু। তুমি এত বড় কৃতিত্ব দেখালে তার মাহফিলে আমি থাকব না!

মারিয়া জিজ্ঞেস করে, বিকেলে বাসায় কি হবে?

রুবা তাকে বুঝিয়ে বলে, মিলাদ মাহফিল। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আমরা যে কোন শুভ সংবাদে সৃষ্টিকর্তার করুণা প্রার্থনা এই অনুষ্ঠানের আয়েজনে করে থাকি।

জিমি বলে, আমরা অংশ নিতে পারব?

কেন নয়, আল্লাহ্‌র করুণা সকলেই প্রার্থনা করতে পারে।

লাঞ্চ শেষে তারা বাসায় প্রত্যাবর্তন করে। মাজহার তার অফিসে চলে যায়। সেখান থেকে সে যথাসময়ে চলে আসবে।

তারা বাসায় এসে শোনে আবুলের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সব সাঙ্গ হয়েছে। নামাজ পড়েই মসজিদের ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন এবং আরও কতিপয় মুসল্লি আসবে। আবুল রায়হানের অফিসেও খবর দিয়েছে। তারাও আসবে। প্রচুর মিষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে। মিলাদের পরে এতিমখানা ও মসজিদে প্রেরণ করা হবে। সারা বাড়ি আনন্দে মেতে উঠেছে। রায়হানরা গাড়ি থেকে নামলেই সকল কাজের লোকরা লাইন করে এসে রুবাও রায়হানকে পা ছুঁয়ে সালাম করে হাসিমুখে দাঁড়ায়। তারা কেউ কেউ বয়সে বড়। কিন্তু আজ সেসব মানছে না। আনন্দে নিয়মের বালাই নেই।

রায়হান আবুলকে ডেকে বলে, অফিস এবং বাড়ির সব স্টাফকে এক মাসের বেতন বোনাস দিস।

www.pathagar.com

আবুল প্রসন্নচিত্তে বলে, কালই দিয়ে দেব। কিন্তু স্যার, আমি বোনাস নেব না। আমাকে কি দেবেন?

আল্লাহ্ চাহে তো তোকে শীঘ্রই কোলে-পিঠে নেওয়ার জন্য একটি খোকা বা খুকী উপহার দেব। যেভাবে আমার হাল ধরে আছিস, সেভাবেই তারও হাল ধরবি।

আবুল বিগলিত, স্যার, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কত যে প্রার্থনা করেছি এই উপহারটির জন্য! আল্লাহ্ আমার প্রার্থনা শুনেছেন। হাজার শোকর তাঁর দরবারে।

বিকেলে মিলাদ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়। রায়হানের পরিচিত মহল অনেকেই এসে অংশ নেয়। উপরে মেয়েরাও মোনাজাতে শরীক হয়। সেখানে মারিয়াও আছে। রুবা আজ কষ্ট করে তাকে একটি শাড়ি পরিয়েছে। মি. জিমি আবুলের দেওয়া একটি সাদা টুপি পরিধান করে মাজহার ও রায়হানের পাশে বসে সব দেখে ও শোনে। মাজহার, তাকে কিছু কিছু বুঝিয়ে দেয়। সর্বশক্তিমানের করুণা ও রহমত কামনা করে ইমাম সাহেব দীর্ঘ মোনাজাতে রেজা রায়হান সাহেবের ঘর আলোকিত করে যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে নবজাতকের জন্ম হোক এই প্রার্থনা জানায়। সকলে খুশি মনে বিদায় হলে, রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা যখন উপরে উপস্থিত হয় তখন অনেকদিন পর আজ আবার রুবার চোখে মুখে অনেক লজ্জা এসে ভিড় জমায়। মারিয়া ও জিমি তাদের ঘরে চলে গেলে বিয়ের রাতের মতো রায়হান স্ত্রীকে পাঁজাকোলে করে শোবার ঘরে নিয়ে যায়। রুবা স্বামীর কণ্ঠে বেষ্টন করে তার স্কন্ধে মাথা রাখে।

মিসেস রায়হান, আজ ট্রিপল ডিউটি। কালকের প্রাপ্য বাকি আছে। আজকের নিয়মিত বরাদ্দের সঙ্গে বিশেষ সুখবরে অতিরিক্ত দায়িত্ব বর্তিয়েছে।

রুবা হাসে। স্বামীকে সে ভালো করেই চেনে। আজ তার উদ্যামতা কোন অজুহাতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ঠেকিয়ে রাখতে সে চায়ও না। আজ তাদের পরম আনন্দের দিন। জীবনে এত আনন্দ আর কখনও আসেনি। পরম সুখময় এই শুভলগ্নে তার করিৎকর্মা স্বামীটি যদি কিছু বেশি তৎপরতা প্রদর্শন করে তাতে সে আপত্তি করবে না। বরং খুশিই হবে। সে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রায়হানের হাতে ছেড়ে দেয়। একসময় রায়হান বলে, রুবা! তোমাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব! অতীতের অপকর্ম স্মরণ করে আমি নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। পিতৃত্ব অর্জনে যদি সক্ষম না হই! আল্লাহ্ আমাদের উপর অতিশয় মেহেরবান। না হলে

www.pathagar.com

আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না। অকারণে কাঁদিনি রুবা!

রুবা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জানেন এবং দেখেন। তিনিই ক্ষমা করার মালিক। অপরাধ করে তুমি আজ অনুতপ্ত। আমি রাতদিন তোমার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। নিশ্চয়ই তিনি মহান। তাঁর ক্ষমা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

রায়হান তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

মেহমানদের ঘরে সিঙ্গাপুরের দম্পত্তিও নিরলস সময় কাটায় না। কথাচ্ছলে জিমি বলে, মারি, দেখেছ মিস্টার রায়হান কি পরিমাণ রিসোর্সফুল। তার মুখের কথায় কত কাণ্ড ঘটে যায়। যাই বল, ঘটনাচক্রে আমাদের খুব ভালো বন্ধু লাভ হয়েছে।

তা আর বলতে! সন্তান আসবে শুনে কোন্ জনককে তুমি এভাবে আনন্দে ক্রন্দন করতে দেখেছ?

দেখা দূরের কথা, কখনও শুনিনি।

মারিয়া বলে. যা-ই বল, এদের ভালোবাসা দেখার মতো।

আমাদের চাইতেও বেশি?

আমাদের মতো আমরা ভালোবাসি। এরা অধিকতর আবেগ প্রবণ। অল্পেই এদের চোখের পানি চলে আসে।

জিমি বলে, আবেগ জিনিসটা মন্দ নয়। তবে আধিক্য ভালো নয়। এখন কথাবার্তা বন্ধ করে এসো বন্ধু দম্পত্তির শুভ সংবাদটি আমরাও সেলিব্রেট করি।

মারিয়া হাসে, তোমার নিজস্ব শুভ খবরটি সাথে করেই নিয়ে এসেছ। আমরা এ ব্যাপারে সিনিয়ার।

অবশ্যই। সিনিয়ারের দায়িত্বও বেশি। সেটা অবহেলা করা যায় না।

কর্তব্য সচেতন মি. জিমি দায়িত্ব পালনার্থে স্ত্রীকে নিজের দিকে টেনে নেয়। রুবার মতো মারিয়াও আপত্তি করার প্রয়োজন বোধ করে না।

www.pathagar.com

কি চাও রুবা, মুখ ফুটে বল। সম্ভব হলে তুমি যা আজ চাইবে আমি তাই এনে দেব। বল কি চাও?

আমি তোমার দোয়া চাই। জানি, তুমি সব সময়ই দোয়া কর। আজ স্বামী হিসেবে একান্ত ভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি প্রার্থনা জানাও, তিনি যেন আমাদেরকে সুস্থ সুসন্তান দান করেন। আজ তোমার এ দোয়া ছাড় আমার অন্য কোন কাম্য নেই।

দোয়া অবশ্যই করছি। কিন্তু এই উপলকেক্ষ আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই। তোমার মনস্কামনা বল।

রুবা হাসিমুখে স্বামীর একটি হাত নিজের দুই করতলে ধারণ করে বলে, সব চাইতে বড় উপহার এই মুহূর্তে আমার দেহের অভ্যন্তরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি আর কিছু চাই না। আল্লাহ্কে শোকর কর। সন্তান আসার পর তোমাকে যা বলার বলব।

রায়হান মেনে নেয়, ঠিক আছে। আল্লাহ্ চাহে তো তখনই বলো।

সকালে শয্যা ত্যাগের পূর্বে রায়হান স্ত্রীর সাথে কথা বলছিল। রুবা বলে, তুমি বরং একটু ভেবে দেখ মারিয়া ও জিমিকে যাবার পূর্বে কি উপহার দেওয়া যায়।

এসব ভাবা আমার কর্ম নয়। তুমি চিন্তা করে যা বলবে তাই হবে। নিজে গিয়েও কিনতে পার বা আবুলও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। যথেষ্ট সময় আছে।

জিমি ও মারিয়ার সময় খুবই ভালো কাটে। শুভ খবরের কারণে তাদের ঢাকায় অবস্থান আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়। রায়হান ও রুবা অতিথিদের মনোরঞ্জনের সর্ববিধ ব্যবস্থা করে। ঢাকা শহরে বা তার আশেপাশে দ্রষ্টব্য তেমন একটা নেই। তারা মেহমানদের একদিন সোনারগাঁও লোকশিল্প কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে রায়হানের বন্ধু বারী সাহেব বড় কর্তা। সে রায়হানের স্ত্রীর সন্তান সম্ভবা হওয়ায় শুভেচ্ছা জানাতে টেলিফোন করলে রায়হান তাকে বলে, তোর এখানে এর মাঝে একদিন আসা যায়। আমাদের দু'জন অতিথি এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। স্বামী-স্ত্রী। তুই অনেকবার বলেছিলি। ভাবছি, না হয় তাদেরকে নিয়ে একবার ঘুরে আসি।

বারী সাহেব প্রস্তাবে নেচে ওঠে, খুব ভালো হয়। তোরা চার জনই চলে যায়। কালই আয়। আমাদের ছুটি আছে। এখানেই পিকনিকের মতো হয়ে যাবে। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।

www.pathagar.com

রায়হান চিন্তিত কণ্ঠে বলে, রুবাকে জিজ্ঞেস করে তোকে জানাব।

বারী সাহেব পরিহাস করে, সন্তান আগমনের সংবাদ পেয়েই কি খুব বশংবদ হয়ে গেলি! তোর এ বদনাম কখনও ছিল না।

রায়হান হাসে, তুই রুবাকে তেমন জানিস না। সে একটি পরশমণি। তার সংশ্রবে এসে ঘোরতর পাপী এই রেজা রায়হানও নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

বারী সাহেব বলে, ঠিক আছে। আমিই ভাবীর অনুমতি আদায় করছি। এখনই তাকে কল করছি।

বারী সাহেবেরে আগ্রহে তারা অতিথিদের নিয়ে কুমিল্লা বার্ডে ঘুরে আসে। দিনব্যাপী তাদের সে প্রোগ্রাম বেশ আনন্দদায়কই হয়। বারী সাহেব অতিথিদের তার প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র ঘুরিয়া দেখায়। দ্বিপ্রহরে চমৎকার লাঞ্চ খাওয়ায় এবং বিকেলে ঘরোয়াভাবে সামান্য গান-বাজনার ব্যবস্থা করে। ফিরে আসার সময় অতিথিদের জন্য কুমিল্লার প্রখ্যাত রসমালাই সঙ্গে দিয়ে দেয়।

মারিয়া ও জিমি খুবই খুশি। বারী সাহেব রুবাকে একটি শাড়ি প্রেজেন্ট করে। বলে, ভাবী! আপনার সুখবরের জন্য।

রুবা সলজ্জ কণ্ঠে বলে, আগামীতেও এমনি শাড়ি পাওয়া যাবে তো?

আপনি যতদিন এ ধরনের সুখবর দিতে থাকবেন ততদিন শাড়ির উপহার অব্যাহত থাকবে।

দেখতে দেখতে সাত দিন পার হয়ে যায়। আজ অতিথিরা চলে যাবে। রুবার মন খারাপ হয়ে যায়। মারিয়াকে পেয়ে তার একাকীত্ব অনেকটা ঘুচে ছিল। তার জীবনের পরম মুহূর্তে একান্ত শুভাকাখী এই দম্পতির উপস্থিতি তার জন্য আনন্দ, স্বস্তি ও শান্তির কারণ হয়েছিল।

আবুলের সাহায্যে রুবা মারিয়ার জন্য দুটি মূল্যবান শাড়ি ক্রয় করে এনেছে। জিমির জন্য সুন্দর কাজ করা পাজামা-পাঞ্জাবি। সে অনেক চেষ্টা করে মারিয়াকে শাড়ি পরিধান করাতে শিখিয়েছে। শাড়িতে তাকে বেশ মানায়।

রুবা আবদার ধরেছে, শাড়ি পরেই তাকে ঢাকা থেকে যেতে হবে। সে সম্মত হয়েছে।

www.pathagar.com

রায়হান জিমি ও মারিয়ার জন্য দুইটি মূল্যবান রোলেক্স ঘড়ি এনে রুবাকে দিয়েছে। রুবা নিজ হাতে তাদেরকে তা পরিয়ে দিয়েছে। তারা অভিভূত। বাংলাদেশী মানুষের আতিথেয়তায় তারা মুগ্ধ বললে কম বলা হয়।

বিদায়ের প্রাক্কালে মি. জিমি আবুলের হাতে একটি খাম গছিয়ে দিযে বলে, আমরা এই বাড়ির লোকদের জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারিনি। তুমি তাদের মধ্যে তোমার বিবেচনা মতে এই টাকাগুলো বণ্টন করে দিও।

কাজের লোকদের আনন্দের সীমা থাকে না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানবন্দরে রওয়ানা হলে মারিয়া বলে, তোমরা এয়ারপোর্টে এসো না। আমার মন আরও খারাপ হবে।

রুবা ও রায়হান সে কথা শোনে না। আবুলকে নিয়ে তারা বিমানবন্দরে এসে তাদেরকে বিদায় জানায়। বিমানে ওঠার পূর্বে মারিয়া ও জিমি এদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে, সন্তান নিয়ে তারা যথা সম্ভব শীঘ্র একবার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করবে।

মারিয়াকে জড়িয়ে রুবা যখন চোখ মোছে, জিমিকে জড়িয়ে রায়হান তখন পরিহাসছলে বলে, আমাদের দুই পক্ষের সন্তান যদি পুত্র ও কন্যা হয় তা হলে ভবিষ্যতে একটা বৈবাহিক সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়ে রাখলাম।

জিমিও হাসিমুখে প্রতিউত্তর করে, ইটস্ এ ডিল।

তোমার দুটি ঘটনাই পর পর অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল পরীক্ষা এবং সন্তানের জন্ম। ভাবছি এখনই একবার ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এলে হয়। ডাক্তার নারগিসের সাথে আমি কথা বলেছি। তার ধারণা তোমার ফুল টাইম যাবে। অর্থাৎ এখনও প্রায় আট-নয় মাস বাকি। ঘোরাঘুরিতে এখন অসুবিধা নেই। কেউ কিছু টের পাবে না।

রুবা বলে, টের পেলেই কি! আমার জন্য এটা গৌরব ও অহঙ্কারের বিষয়। বল না গো, ছেলে হবে না মেয়ে?

মেয়ে।

www.pathagar.com

কেন, মেয়ে হবে কেন?

আমি মেয়ে চাই বলে!

আর আমি যে ছেলে চাই! আমি একটি ছোট্ট রায়হান চাই।

রায়হান ঠাট্টা করে বলে, সে সব পরের বার দেখা যাবে। এবার আমি রুবি চাই। রুবার মেয়ের ডাক নাম রাখব রুবি।

নামও ভেবে রেখেছ! কিন্তু আমি যে ছেলে চাই, তার কি হবে!

হবে, হবে, দ্বিতীয়বার হবে।

রুবা অবুঝের মতো মাথা ঝাঁকায়, না এবারই চাই।

রায়হান হাসতে থাকে। স্বভাব মতো রুবার একটি কান কামড়ে ধরে। রুবা সন্তর্পনে সেটি ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কবে যাবে বলে মনস্থ করেছ?

ভিসা বের করতে আবুলের যে ক'দিন লাগে। তারপরই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বের হয়ে পড়ব।

রুবা হাসতে তাকে।

হাসছ কেন?

ইদানীং তোমার মুখে খুব আল্লাহ্‌র নাম শোনা যাচ্ছে!

রায়হান রুবার চুলের গভীরে মুখ ডুবিয়ে বলে, হ্যাঁ রুবা! তোমার মঙ্গলস্পর্শে আমার নতুন জন্ম হয়েছে।

রুবা বলে, না গো না। তোমার রুবা এতটা গুণবতী নয়। প্রকৃত পক্ষে সন্তানের আগমন বার্তা তোমার মধ্যে এক দ্রুত পরিবর্তনের সঞ্চার করেছে।

তা করছে করুক। কিন্তু ভেব না স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ আমার বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে। আমার সার্ভিস শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

রুবা হাসতেই থাকে, আচ্ছা! তুমি কি গো? সন্তানের কথা তোমার মনে উদয় হয় না! সব সময় কি ওসবই ভাবতে হবে!

হ্যাঁ, হবে। ওভাবেই আমি আমার সন্তানের জননীর নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছি।

www.pathagar.com

রুবা হাল ছেড়ে দেয়. নাহ, রায়হানকে এসব বলে কোন লাভ হবে না। মনের গহীনে পরম করুণাময়ের কাছে সে বারবার কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় করে একই প্রার্থনা জানাতে থাকে, আল্লাহ্ আমার স্বামীকে তুমি সৎ পথ দেখিয়েছ। আমাকে তোমার করুনা অব্যাহত রেখো। সুস্থ-সুসন্তানে আমার কোল ভরে দিও।

সে স্বামীকে আবার পাকড়াও করে, নানা ডামাডোলে তোমার কথকতা বন্ধ ছিল। আবার শুরু কর।

ঠিক আছে, আমি তোমাকে এখন এক বিদেশিনীর কাহিনী শোনাব। সে এখনও এদেশেই আছে এবং সগৌরবে ক্লিনিক স্থাপন করে স্বামী সমবিব্যাহারে চিকিৎসকের পেশায় নিয়োজিত আছে। বেলিন্ডার ঘটনা যা শুনবে সর্ব্বৈব সত্য। সামনের ওই বাসটিতে তারা থাকত। তার পিতা একটি বৈদেশিক কমিশনের চেয়ারম্যান। বাবা, মা ও চার ভাই বোনের বেশ বড় সংসার। বিদেশিদের মধ্যে সচরাচর এমনটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সে ছিল সকলের বড়। আমার বাসার দোলনা সুইমিং পুলের সংবাদ তাদের অবিদিত ছিল না। কাজের লোকদের সুবাদে এ বাসা ও বাসার সব হদিস প্রচার হতে সময় নেয় না। কিভাবে আমার বাসার লোকদের সাথে ভাব জমিয়ে দোলনায় চড়া শুরু করেছে জানি না। পুলে যায় কিনা বলা কঠিন।

একদিন বাসায় ঢুকে দোলনার একটি শ্বেতাঙ্গিনী প্রায় তরুণী বা স্বাস্থ্যবতী কিশোরীকে মনের আনন্দে দোল খেতে দেখে যত না অবাক হই, মনের অভ্যন্তরে খুশির একটা শিহরণও অনুভব করি। দোলনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কিশোরীটি অপ্রস্তুত হয়ে আচমকা দোলনা থেকে অবতরণ করতে গিয়ে আমার সঙ্গে ধাক্কা খায়। আমি তাকে ধরে ফেলে পতন থেকে রক্ষা করি। বুঝতে পারি স্কার্ট ও ফ্রক পরিহিতা মেয়েটিকে বাহির থেকে কিশোরী মনে হলেও সে ভালোভাবেই যৌবনে পদার্পণ করেছে।

মেয়েটি বলে, দুঃখিত। তোমার গায়ে পড়ে গেলাম।

আমি উত্তর করি, আমি কিন্তু আনন্দিত।

সেকি! আমি পড়ে যাচ্ছিলাম তাতে তুমি আনন্দিত!

www.pathagar.com

হ্যাঁ, তোমার পতন ঠেকাতে পেরেছি বলে আনন্দিত। তাছাড়া পড়ে যাচ্ছিলে বলেই এভাবে তোমাকে ধরার সুযোগ পেলাম। নিশ্চয়ই আমার জন্য এটা অসুখকর নয়!

মেয়েটি আমাকে আপাদমস্তক জরিপ করে। কথাবার্তা অবশ্যই ইংরেজিতে হচ্ছিল। সে আমার উপর বিরক্ত হবে না চটে উঠবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? এই বাড়ির ছেলে?

হেসে জবাব দিই, তা বলতে পার। কারো বাবা যখন নই, ছেলে হতে দোষ কি!

মানে?

আমি উত্তর দেবার পূর্বেই আবুল দৌড়ে এসে তাকে জানায়, আমাদের স্যার। এই বাড়ির সাহেব।

মেয়েটি অবাক হয়। আমার বয়সের কারণে পরিচয়টা তার কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল না।

সে বলে, তুমি বলতে চাচ্ছ এই বাড়ির মালিক মি. রেহান?

আবুল থতমত খেয়ে জবাব দেয়, ইয়েস ম্যাডাম। নো ম্যাডাম।

সে হেসে ফেলে, এ কথার অর্থ কি? ইয়েস্ ম্যাডাম, নো ম্যাডাম! বুঝিয়ে বল।

আবুলকে থামিয়ে তাকে বলি, তুমি নিশ্চয়ই পাশের বাড়ির মি. ফুলজেনের কন্যা? তোমার পিতার সঙ্গে আলাপ আছে। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমি রায়হান, রেজা রায়হান। এই বাড়ির আদি এবং অকৃত্রিম মালিক। সেই জন্যই ইয়েস্ নোর প্যাঁচ লেগেছে।

আবুল ব্যাখ্যা দেয়, মালিকের প্রশ্নে ইয়েস। নাম রেহান নয়, রায়হান। তার জন্য নো।

মেয়েটির মুখমণ্ডলে হঠাৎ রক্তের প্রবাহ ছুটে আসে। সে কাচুমাচু হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নিবেদন করে, আমাকে মার্জনা করো। আমি বুঝতে পারিনি। তোমার বয়স এত কম! মনে করেছিলাম এই বাড়ির মালিকও নিশ্চয় আমার বাবার বয়সী হবে। তোমার অনুমতি না নিয়ে তোমার গৃহে প্রবেশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

www.pathagar.com

কপট ক্রোধ প্রদর্শন করে বলি, কেবল অবৈধভাবে অন্যের বাড়িতেই প্রবেশ করনি, অননুমোদিতভাবে দোলনায় চেপেছ এবং ঘাড়ে এসে পড়েছ। অপরাধ একটা নয়।

সে বুঝতে পারে আমি পরিহাস করছি। তার মুখে লজ্জা ও প্রসন্নতা একসঙ্গে বিরাজ করে। জিজ্ঞেস করে, এইসব অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান কি?

তোমার শাস্তি হচ্ছে, এখন থেকে নিয়মিত দোলনায় এসে দুলবে, যখন তখনই আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। এ বাড়ির ছাদে একটি সুইমিং পুল আছে। সেটি ব্যবহারও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

মেয়েটি খুব হাসে, তোমার এই শাস্তির সঙ্গে আর একটা জিনিস যদি যোগ করে দাও, তা হলে আরও ভালো হয়।

সেটা কি?

তুমি নিজে দোলনায় দোল দিয়ে দেবে এবং না চাইতেই চকোলেট বার উপহার দেবে।

কথাগুলো বলেই সে অনেক বিরক্ত করেছি, অনেক অনেক ধন্যবাদ, এখন আসি, আবার দেখা হবে, বলতে বলতে প্রায় দৌড়ে নিজেদের বাড়িতে চলে যায়। আমার মনে হয়, অনেকখানি আলো এবং উচ্ছ্বাস সে সাথে করে নিয়ে গেল।

আবুল জানায়, স্যার মেয়েটি ফুলজেন সাহেবের বড় মেয়ে। নাম মিস বেলিন্ডা। কলেজে পড়ে। খুব ভালো মেয়ে স্যার। দোলনায় চড়তে চাইল।

আবুল হঠাৎই চুপ করে যায়।

প্রশ্ন করি, যে কেউ দোলনায় চড়তে চাইবে, পুলে সাঁতার কাটতে চাইবে, তোরা অনুমতি দিবি?

আবুল কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। আমতা আমতা করে নিবেদন করে, স্যার, সব পড়ে রয়েছে। ব্যবহার করার লোক নেই। মেয়েটি এত সুন্দর করে বলল, স্যার, ভুল হয়ে গেছে। ওকে নিষেধ করে দেব।

না।

নিষেধ করব না?

www.pathagar.com

না। বরং রোজ ডেকে আনবি। সুইমিং পুলেও যেতে দিবি। এবং কাল মার্কেট থেকে ভালো চকোলেট কিনে আনবি। বাইরের একটা মেয়েকে কি করে খাতির যত্ন করতে হয় জানিস না!

কথাগুলো বলে আমি দ্রুত উপরে উঠে যাই। আবুলের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করি না।

আবুলের সাথে তার কি কথা হয়েছে জানি না। জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়। মেয়েটি এর পর থেকে আমার বাসায় আসতে থাকে। প্রথম দিকে কিছুটা কম আসত। পরের দিকে প্রায়ই তাকে দেখা যেত। আমার ভালো লাগত। মেয়েটি বিদেশিনী। এরা কথাবার্তায় সব সময়ই পটু। বেলিন্ডার নম্রতা ও সাবলীতা পরিলক্ষিত হয়। তার কথার ধরন ছিল ভিন্ন রকমের। শ্বেতাঙ্গের স্বাভাবসুলভ দম্ভ নেই। হাসিমুখে অনেকখানি সরলতা নিয়ে সে যখন কথা বলত শুনতে ভালো লাগত।

আমি এক প্যাকেট দামী চকোলেট কিনে রেখেছিলাম। দ্বিতীয়বার যখন দেখা হয় তখন সে আমার বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল। আমি গাড়ি থেকে অবতরণ করে তাকে ডাকি, মিস্ বেলিন্ডা, চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ দোলনায় ছিলাম। তুমি চুক্তি ভঙ্গ করেছ। দোলা দাওনি।

দুঃখিত। আমি বাসায় ছিলাম না। এখন যদি আস দোল দেব। সাথে ক্ষতিপূরণও করব।

সে জিজ্ঞেস করে, কি ক্ষতিপূরণ?

এক মুহূর্তের জন্য ড্রয়িংরুমে বস। আমি এক্ষুনি আসছি।

সে ফিরে এসে ঘরে বসে। আমি উপর থেকে চকোলেটের প্যাকেটটি নিয়ে এসে তাকে দিয়ে বলি, এই তোমার ক্ষতিপূরণ।

তার চোখ মুখে খুশি উপচে ওঠে। বলে, আমি চকোলেট ভালোবাসি তাই পরিহাস করেছিলাম। তুমি দেখছি তাকে সত্যে পরিণত করলে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। মা বলেছে, আমার আর চকোলেট খাওয়া ঠিক হবে না। তা না হলে মুটিয়ে যাব।

তোমার মা ঠিক বলছেন। আমার অভিমতের যদি বিন্দুমাত্র মূল্য থাকে মিস্ বেলিন্ডা, তুমি যেমনি আছ তেমনি থেকো, মুটিয়ে যেও না। তোমার এখনকার দেহসৌন্দর্য্য শুধু অপরূপই নয়, তুমি অনন্যা।

www.pathagar.com

সে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝার চেষ্টা করে। পরে বলে, তুমি খুব বাড়িয়ে বলছ। যদিও শুনতে আমার ভালো লাগছে। মেয়েরা পুরুষের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে।

বেলিন্ডা একটি সরল প্রকৃতির তরুণী বলে আমার ধারণা জন্মে। নিজের দেহ সম্ভারের বিষয়ে ততটা সচেতন নয়। অথবা ওরা এমনই হয়ে থাকে। দেশি মেয়েদের সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকলেও ভিনদেশি মেয়েদের মন মানসিকতার খবর অজানা।

সে চকোলেটের বাক্স খুলে ফেলে। বলে, তুমি জানলে কি করে এই চকোলেট আমার ফেভারিট।

কিছুই জানতাম না। ঝড়ে বক মরেছে। তবুও চোখে মুখে রহস্যের জাল বিস্তার করে উত্তর করি, আমি গুনতে জানি।

তুমি পরিহাস করছ। আমাদের বাসা থেকে নিশ্চয়ই খবর ফাঁস হয়েছে।

সে একটি চকোলেট নিজের মুখে পুড়ে বাক্সটি আমার দিকে এগিয়ে ধরে, তুমি একটি নাও প্লিজ, নাকি অপছন্দ কর?

বলি, তোমার মতো এটা আমিও পছন্দ করি। বয়স হচ্ছে বলে এখন আর বেশি খাই না। কিন্তু তোমার দেওয়া চকোলেট না খেয়ে পারব না। একটা নিচ্ছি।

সে হাসতে হাসতে বলে, বেশ বলেছ! এটা আমার দেওয়া! তোমার জিনিসই তোমকে প্রেজেন্ট করছি। মি. রায়হান, তোমার বয়স কত?

কেন জিজ্ঞেস করছ? বয়স বলতে নেই।

সেটা শুনেছি এদেশের মেয়েদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তোমরা পুরুষরা বরং বয়স বলতে পছন্দই কর।

আমি বলব না। তুমি অনুমান করে নাও।

ঠিক আছে, অনুমান করে নিচ্ছি।

তোমার ধারণায় আমার বয়স কত?

তোমাকে বলব কেন? আমার অনুমান আমার কাছেই থাক।

তাই থাক।

www.pathagar.com

সে অনুমতি চায়, আজ তা হলে আসি? চকোলেটের জন্য অনেক ধন্যবাদ।

সে চলে যেতে উদ্যত হয়।

তাকে ডাকি, মিস্ বেলিন্ডা!

সে দাঁড়িয়ে পড়ে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, কিছু বলবে?

তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে বলি, যদি অন্য কিছু মনে না কর, তুমি আর বেশি চকোলেট খেয়ো না।

সেও একইভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, বেশ, এই প্যাকেটটি শেষ করে আর খাব না।

একটি মধুর হাসি উপহার দিয়ে সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। ড্রয়িং রুমের উজ্জ্বলতা অনেকটা ম্লান হয়ে আসে। সেদিন বিকেলেই মি. ফুলজেনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। সে একটি বিশালাকার কুকুরের চেন ধরে পায়চারি করছিল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সে বলে, আমার মেয়ে বেলিন্ডা নাকি তোমার বাসায় যখন তখন উৎপাত করে!

তুমি কি যে বলছ! এটা আমার জন্য নেহায়েতই আনন্দের বিষয়। আমার বাসায় প্রত্যেকটি সদস্য তাকে অত্যন্ত পছন্দ করে।

শুনেছি, তোমার পরিবার নেই।

পরিবার গড়ে না উঠলেও পোষ্য রয়েছে অনেক। কাজের লোকজন নিয়েই আমার সংসার।

আমার মেয়েটি নিশ্চয়ই তাদেরকে অহরহ বিরক্ত করে। তুমি তো শুনেছি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাক।

তা থাকি। কিন্তু তোমাকে তো বলেছি বাসার সকলে তাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। তোমার মেয়েকে পছন্দ না করে উপায় নেই। সে একটি চমৎকার মেয়ে।

মি. ফুলজেন মেয়ের প্রশংসায় খুশি হয়। বলে, কিন্তু তুমি তাকে বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ। শুনলাম সেদিন এক বাক্স চকোলেট প্রেজেন্ট করেছ। তার সেসব না খাওয়াই ভালো। তোমার দোলনা এবং সুইমিং পুল নাকি সে যথেচ্ছা ব্যবহার করছে?

www.pathagar.com

বলি. সুইমিং পুলের কথা বলতে পারব না। তবে দোলনায় চড়ে বৈকি।

সে বলে, কলেজে পড়ছে মেয়ে দোলনায় চড়ে তুমি দেখেছ?

বলি, সব বয়সের মেয়েরাই দোলনায় চড়া পছন্দ করে।

ফুলজেন সাহেব বলে, কিছু মনে না করলে জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমার বাসায় তুমি ছাড়া কেউ নেই। দোলনা, সুইমিং পুল কাদের জন্য করে রেখেছ?

আজ নেই বলে কি কাল হবে না!

তা অবশ্য ঠিক। ইতোমধ্যে বেলিন্ডা সেসব ব্যবহার করে নিচ্ছে।

হাসতে হাসতে আমি বলি, হয়ত তোমার মতো বিশিষ্ট প্রতিবেশীর পুত্র-কন্যাদের কাজে আসবে বলেই তৈরি করেছি।

মি. রায়হান, তুমি যদি অনুগ্রহ করে কোনদিন সান্ধ্য চায়ে আমাদের সঙ্গ দাও তা হলে বাধিত হব।

অবশ্যই যাব। তোমরাও এসো। আমার পরিবার না থাকলেও চা-কফি বানাবার লোক আছে।

সেও তরল কণ্ঠে উত্তর করে, অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসাবে দোলনা আর পুল তো রয়েছেই।

তা যা বলেছ!

সেদিনের মতো আলাপ সেখানেই সমাপ্ত হয়। বেলিন্ডা এসে বলে, আমার বাবা তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।

প্রশংসার কি কাজ করেছি?

তা জানি না। বললেন, মি. রায়হান একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আমাকে নির্দেশ করেছেন তোমাদেরকে যেন বিশেষ উত্যক্ত না করি।

চোখ মুখে কৃত্রিম যাতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বলি, সেক্ষেত্রে আমার প্রশংসার আড়ালে প্রচুর মনোকষ্টের কারণ হলেন।

কেন? কেন? আমার বাবা কাউকে কষ্ট দেন না। তিনি তা পারেনই না।

কিন্তু আমার বিষয়ে পেরেছেন। তার নির্দেশে তুমি যদি আসা কমিয়ে দাও তা

www.pathagar.com

হলে বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র চলে যাব!

ইস্ তাই বৈকি! তা হলে আমি কোথায় দোলনায় চড়ব, কোথায় সাঁতার কাটব?

তা হলে বিক্রয় করব না।

দু'জনই একসঙ্গে হেসে উঠি।

মিস্ বেলিন্ডা, তোমাকে দোলনায় চড়তে অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু সুইমিং পুলে কখনও যেতে দেখিনি। সাঁতার কাট না?

সে সরল চোখেই উত্তর করে, কয়েকবার কেটেছি। তুমি ছিলে না। তোমার পুলটি চমৎকারভাবে তৈরি। বাইরে থেকে কেউ কিছু দেখতে পারে না। ইচ্ছা করলে জন্ম দিনের পোশাকেও নামা যায়।

মুখ ফসকে বেরিয়েআসে, ইচ্ছা করছে?

সে আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে তোমার কি তাই দেখতে ইচ্ছা করছে?

জবাব দিতে দ্বিধা হয় না, ইচ্ছা তো অনেক কিছুই করে। কিন্তু মানুষের ক'টা ইচ্ছা আর পূরণ হয়!

সে বলে, মানুষের কিছু কিছু একান্ত ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হয়।

আমার হৃদয়ের মধ্যে অনেক আকুলতার উদয় হয়। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ডাকি, মিস্ বেলিন্ডা!

সে জবাব দেয় না।

আবার ডাকি, মিস্ বেলিন্ডা!

সে আমার মুখের দিকে তাকায়। মৃদুকণ্ঠে উত্তর করে, ওভাবে ডাকলে জবাব দেব না।

কিভাবে ডাকলে জবাব পাব?

শুধু বেলিন্ডা বলে ডাকলে।

আমি উঠে গিয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরি, তুমি খুবই সুন্দর মেয়ে। তোমার তুলনা হয় না। যেমন তোমার রূপ, তেমন তোমার সুন্দর মন। তোমাকে আমার দারুণ পছন্দ। বেলিন্ডা, তুমি কি আমার কথায় রাগ করছ?

www.pathagar.com

হ্যাঁ, করছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিই। এদের বুঝা কঠিন। আমি কি বেশি এগিয়ে গিয়েছি! ভুল করলাম না তো! খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ি।

সে বলে হ্যাঁ, রাগ করেছি। এতদিন লাগল এই সাধারণ কথাটা প্রকাশ করতে! আমারও তোমাকে ভালো লাগে। শোধ বোধ।

মানে?

মানে এখন ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে আবার জড়িয়ে ধরতে পার। আমি কিছু মনে করব না।

আমি অবিলম্বে তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করি। শুধু তাই নয়, আমার তৃষিত অধর দুটি তার পাকা ডালিমের মতো অধরোষ্ঠে নেমে এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে সুধা পান করে।

একসময় সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আজ যাই?

এসো।

আমার দেহ মন অনেক প্রাপ্তিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

বেলিন্ডার সাথে আমার মন দেওয়া নেওয়ায় সময় নেয় না। আমেরিকান নাগরিক শ্বেতাঙ্গিনী এই তরুণীর মধ্যে একটা সহজ সরল মানসিকতা বিদ্যমান। অন্তরের কথা গোপন রাখার মারপ্যাঁচে সে অভ্যস্ত নয়। সে নিকটে এলেই এক ধরনের অনাবিল প্রসন্নতা মনকে আচ্ছন্ন করে। তার সুন্দর স্বাস্থ্য, সমুন্নত দেহ স্পর্শ করলেই আমি অতীব পুলকিত হয়ে উঠি। সে কোন কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে পারে না, পছন্দও করে না। তাকে একা পেলেই আমি জড়িয়ে ধরে চুমো খাবার চেষ্টা করি। দেখে সে একদিন বলে, তুমি এসব কর কেন? তোমার কি আরও কোন প্রত্যাশা আছে?

তার প্রশ্নে বিব্রত বোধ করি। কিন্তু জানি, সত্য কথা বললেই সে খুশি হবে।

বলি, প্রত্যাশা অবশ্যই আছে। তোমাকে অনুভব করতে, তোমাকে বুকে জড়িয়ে চুমো খেতে আমার খুবই ভালো লাগে। ভালোবাসার জনের কাছ থেকে প্রত্যাশা কি নিষিদ্ধ?

নিষিদ্ধ কি অসিদ্ধ আমি সে নিয়ে ভাবি না। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে সবই

www.pathagar.com

দেওয়া যায়। তোমার দাবী আশাতিরিক্ত নয়।

খুব খুশি হলাম। তুমি কি নিজের থেকে আমায় একটি চুম্বন উপহার দেবে? সে সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকে। পরে বলে, আমি কি দিব বা কতটা দিতে পারি তুমি ভাবতেও পারবে না। কিন্তু তাগিদ দিও না। আমার সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত। এক সময় তা দেখতে পাবে।

আমি সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

বেলিন্ডাদের বাসায় অন্য সদস্যরাও আমার বাসায় আসে। তার দু'ভাই এবং বোন দোলনা, সুইমিং পুল ব্যবহার করে। বেলিন্ডাই যেন এ দুটোর তত্ত্বাবধানে রয়েছে এমনি তার আচরণ। ভাই বোন নিয়ে যখন তখন এ বাসায় চড়াও হয়। বাসার লোকদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে তাদেরকে যেন যথাসম্ভব আদর আপ্যায়ন করা হয়। কখনও তাদের বাড়িতে গিয়ে পুরো পরিবারের সঙ্গে চায়ের আসরে যোগ দিই। বিদেশি এই পরিবারটির সঙ্গে আমর এতটা সখ্যতা দেখে পাড়ার কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হয়।

আমার বন্ধু আজিম থাকে উত্তরায়। একদিন বেলিন্ডাদের বাসায় চা পানান্তে আমি বলি, উঠতে হয়। একটু উত্তরা যাব।

বেলিন্ডা জিজ্ঞেস করে, সেখানে কি?

আমার এক বন্ধু আছে। নতুন বিয়ে করেছে। ভাবছি একবার তার ওখান থেকে ঘুরে আসব।

বেলিন্ডা হঠাৎ করেই বলে বসে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

বলি, আনন্দের সঙ্গে। অবশ্য যদি তোমার পিতা-মাতা অনুমতি দেন।

তার মা বলে, কেন নয়? নিশ্চয়ই তোমারে সঙ্গে গিয়ে ঘুরে আসতে পারে। আশা করি তোমাদের বিশেষ বিলম্ব হবে না। ওর আবার পাড়াশুনা রয়েছে। মেয়ের সেদিকে খুব দৃষ্টি নেই।

বেলিন্ডা আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়। মাকে বলে, পরীক্ষর ফল ভালো না হলে তখন বলো।

উত্তরাতে ঘণ্টাখানেক থেকে চলে আসি। আসা-যাওয়ার রাস্তায় আমার অধিক ভালো কাটে। আজ ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। পিছনের সিটে বসে সর্বক্ষণ

www.pathagar.com

বেলিন্ডার হাত নিয়ে খেলা করি। কখনও তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করি। ড্রাইভারকে ইশারায় দেখিয়ে সে আমাকে নিবৃত করে।

আজিম জিজ্ঞেস করেছিল, বিষয় কি বন্ধু? দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এই স্বল্প বয়সী নীল নয়না তোমাকে গেঁথে ফেলল?

কি যে বল তার মাথা-মণ্ডু নেই! আমার প্রতিবেশী। তোমার এখানে আসব শুনে সে সাথে আসতে চাইল। তাই নিয়ে এলাম। এর মাঝে অন্য রহস্য খুঁজো না।

বেলিন্ডা তখন আজিমের নতুন বিয়ে করা বউর সঙ্গে একপাশে বসে কথা বলছিল। আজিমের বউ শিক্ষিত হলেও এই মার্কিন তরুণীর সাথে আলাপ চালাতে গলদঘর্ম হচ্ছিল।

ফিরতি পথে বেলিন্ডা জিজ্ঞেস করে, তোমার বন্ধু আমার সম্বন্ধে কি বলছিল?

তুমি বুঝলে কি করে?

বুঝেছি। আমি বলতে না পারলেও কিছু কিছু বাংলা বুঝি।

তা হলে তো তার কথা বুঝতেই পেরেছ।

না, সবটা বুঝতে পারিনি। অনুমান করেছি মাত্র। তোমার উত্তর বুঝতে পারিনি।

সেটাও অনুমান করে নাও।

সে আমার হাতটি তার কোলে টেনে নিয়ে বলে, ছেলেতে ছেলেতে বন্ধুত্ব হলে প্রশ্নের উদয় হয় না। মেয়েতে মেয়েতে হলেও না। ছেলে মেয়েতে হলেই যত সমস্যা।

তার কারণও আছে, সৃষ্টির আদিতেও এরা একত্রে সমস্যা ঘটিয়েছিল। চিরকাল ধরে তার পরম্পরা চলছে। অনাদিকাল থেকে সেই পরম সত্ত্বার ইঙ্গিতে তাঁর সৃষ্টির কূল প্রতিনিয়ত এক বিচলনে চলমান, বিঘূর্ণনে ঘূর্ণায়মান।

সে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে, হয়ত ঠিকই বলেছ।

ড্রাইভারকে বলি, আগে মি. ফুলজেনের বাসায় যাব।

বেলিন্ডা নেমে পড়ে। আমিও নেমে পড়ি। ড্রাইভারকে বলি, গাড়ি গ্যারেজে উঠিয়ে দাও। আমি আসছি।

www.pathagar.com

গাড়ি বের হয়ে যেতেই বেলিন্ডা আমার হাত ধরে তাদের টানে বারান্দায় নিয়ে যায়। চারদিকে লক্ষ্য করে প্রথমবারের মতো সে আমাকে দুই হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করে একটি ধীর লয়ের চুম্বন দান করে। পরে মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি দারুণভাবে উজ্জিবীত হয়ে উঠি। তাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরার উদ্যোগ নিলে সে দুপা সরে গিয়ে সেরকম মৃদুকণ্ঠেই নিবেদন করে, আজ এ পর্যন্তই। তুমি এখন বাসায় যাও, সুন্দর একটি ঘুম দাও।

তার দিকে তাকিয়ে বলি, নতুন প্রাপ্তির আনন্দে আজ বোধহয় ঘুম আসবে না। যদি আসেও সারাক্ষণই স্বপ্নে তুমি আসবে বেলিন্ডা।

তা হলে তো আরও ভালো! শুভরাত্রি।

সে ভিতরে চলে যায়।

আনন্দানুভূতিতে উদ্বেলিত চিত্তে আমি বাসায় ফিরে আসি।

কাশেম নামে আমরা এক সহকর্মী ছিল। সহকর্মীর চাইতে সে ছিল আমার একান্ত সুহৃদ। তার বিয়ে হবে গাজীপুরে। আমি তার বিয়েতে অন্যতম কর্মকর্তা। আমাকে সেখানে বরযাত্রীর সাথে যেতে হবে এবং সকল অনুষ্ঠান শেষে বর-বউ সাথে নিয়ে ঢাকা ফিরতে হবে। শুনে বেলিন্ডা লাফিয়ে ওঠে, আমি যাব। আমি কখনও এসব অনুষ্ঠান দেখিনি। আমি সব দেখব।

আমি মিসেস ফুলজেনের দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাই।

বেলিন্ডা অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, মামী, প্লিজ।

মামী জিজ্ঞেস করেন, ফিরতে কত রাত হবে?

বলি, অনেক রাত হয়ে যেতে পারে। তবে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি কোন অসুবিধা হবে না। যত রাতই হোক বেলিন্ডাকে নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

তার মা বলে, না, সেজন্য চিন্তা করছি না। তুমি সঙ্গে থাকবে, চিন্তার কি আছে। কিন্তু তার আজকের পড়া নষ্ট হবে।

বেলিন্ডা আবার বলে, মামী, প্লিজ!

তার মা বলেন, ঠিক আছে. যাও।

www.pathagar.com

সে লাফ-ঝাপ দিয়ে উঠে কাপড় পড়তে চলে যায়। বলে, আমি আজ এদেশের মেয়েদের মতো শাড়ি পরব।

কিছুদিন প্র্যাকটিস্ করে সে শাড়ি পরা রপ্ত করেছে এবং একপ্রস্থ দেশীয় পরিচ্ছদও বানিয়ে নিয়েছে।

সেসব পরিধান করে হাসতে হাসতে সে যখন এসে উপস্থিত হয় আমি চোখ ফিরাতে পারি না। গাড়িতে একসময় তার কানে কানে বলি, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। আজ তুমি বিয়ে বাড়ির সকলের মাথা ঘুরিয়ে দেবে। আমি আর বোধহয় নিজেকে ধরে রাখতে পারব না।

সে জিজ্ঞেস করে, কি করবে?

তার মুখের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে জবাব দিই, হয়ত অনেক কিছুই করব।

সে কোন প্রতিউত্তর করে না।

গাজীপুরে বিয়ের আসরে এই আমেরিকান তরুণী এক বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। সকলেই বারবার তাকে দেখে। বর-বধূর চাইতে বেলিন্ডা কম গুরুত্ব লাভ করে না। তার নিজেরও কৌতূহলের অন্ত নেই। সকল অনুষ্ঠানই সে সামনে দাঁড়িয়ে গভীর অভিনিবেশে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস পায়।

সেখানে এক কাণ্ড ঘটে। বিয়ে পাড়াবার ভিরের সুযোগে কোন অর্বাচিন তার সুগঠিত পশ্চ্যদেশে হাত দেয়। অন্য যে কোন মেয়ে হলে নীরবে এই নির্যাতন সহ্য করে যেত। কিন্তু বেলিন্ডার এটা হয়ত প্রথম অভিজ্ঞতা। সে এ ধরনের নোংরামি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। সে ঝট করে ঘুরে ছেলেটির গালে সজোরে চাপেটাঘাত করে।

চারদিকে হৈ চৈ পরে যায়। বেলিন্ডা নির্বিকার। উপস্থিত লোকজন সেই বদ্ লোকটিকে ঘাড় ধরে সেখান থেকে বের করে দেয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় ঘটনা আর বেশি দূর গড়ায় না।

আমি সামনে এস বেলিন্ডাকে জিজ্ঞেস করি, সমস্যাটি কি?

সে হাসিমুখে বলে, তেমন কিছু না। আমি নিজেই তা মোকাবেলা করতে সক্ষম।

কিন্তু কি হয়েছিল?

www.pathagar.com

সে নিম্নকণ্ঠে বলে, একটা বাজে লোক মন্দভাবে আমার গায়ে হাত রেখেছিল। তাকে একটা চড় মেরেছি।

বেশ করেছ। বলেই হেসে ফেলি।

সে জিজ্ঞেস করে, হাসির কি হল?

তাকে একটু একান্তে নিয়ে বলি, শাড়িতে তোমাকে অপূর্ব লাগছে! লোকটিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমারই লোভ হচ্ছে!

সেও হাসতে হাসতে বলে, তা হলে তোমার ভাগ্যেও একই প্রতিফল জুটবে।

সেখানে দাঁড়িয়ে আর কথা হয় না। সে অনুষ্ঠান দেখতেই বেশি আগ্রহী। শা নজরের সময়ও সে উপস্থিত থাকে। বাড়ির মেয়েরা তাকে সাদরেই ডেকে নেয়। বর-বধূর সাথে তাকেও বিভিন্ন মিষ্টি দ্রব্যাদি খেতে দেওয়া হয়। বর-বধূ তা না খেলেও বেলিন্ডা বসে বসে সব চেখে দেখে। তার খাওয়া দেখে নববধূও আড়ালে হেসে ফেলে।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে আমরা ঢাকায় ফিরি। গাড়িতে সে আমার কাঁধে মাথা রেখে স্বপ্নীল কণ্ঠে বলে, আমার খুব ভালো লেগেছে। মেয়েলি অনুষ্ঠানগুলি বেশ উপভোগ্য। আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি।

জিজ্ঞেস করি, বউ সাজতে ইচ্ছা করছে?

সে পাল্টা প্রশ্ন করে, তোমার কি বর সাজতে ইচ্ছা করছে?

তাকে জড়িয়ে ধরে সুর করে বাংলায় বলি, তোমার মত মাইয়া পাইলে রোজ করি বিয়া।

বুঝিয়ে বল।

যতটুকু পারি ব্যাখ্যা করি।

সে আবার প্রশ্ন করে, এর অর্থ কি? তুমি রোজ বিয়ে করবে?

তাকে বুঝিয়ে বলাও দুষ্কর! বাম হাতে তাকে জড়িয়ে ছিলাম। আমার সেই হাতটি অন্য কাজে লিপ্ত হতেই সে সেখানে চড় মারে। বলে, দুষ্টামী করলে তার সাজা দিতে আমি জানি।

তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলি, আমি অনেক দুষ্টামী করব।

www.pathagar.com

তুমি অনেক সাজা দিও। এখন ভালোবাসতে দাও।

সে নীরব হয়ে আমার দেহের সঙ্গে লেগে থাকে। তাদের বাসায় পৌঁছে গাড়ি গ্যারেজে তুলতে বলে তার সঙ্গে নেমে যাই। সে আরেক দিনের মতো আজও আমাকে গভীর ভালোবাসায় চুম্বন করে। আমি তাকে ছাড়ি না। পাশের বসার ঘরে নিয়ে যাই। অন্ধকার ঘরে সোফায় তাকে চেপে ধরি। সে কিছুটা সময় নীরবে সব সহ্য করে। তারপর আমি আরও আগ্রসর হতে চাইলে সে চেষ্টা করে উঠে বসে। আমাকে আর একটি চুম্বন দিয়ে বলে, রেজা, আজ তুমি বাসায় যাও।

তার কণ্ঠে কি ছিল জানি না। আমার মনে হল, তার মতের বাইরে কিছু করলে অনর্থ হবে। আমিও উঠে দাঁড়াই। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই আমি নিজ থেকে আর কোনদিন আগ্রসর হব না। বেলিন্ডা অন্য ধাতুতে গড়া। আর দশটি এই দেশিয় মেয়ের সঙ্গে তার তুলনা করে পদক্ষেপ নিলে ভুল হবে।

অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ঘরে ফিরে আসি।

পরদিন বেলিন্ডা অন্যদিনের মতোই আমার বাসায় আসে। তার হাবভাবে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। কিছুক্ষণ দোলনায় চড়ে দোল খায়। আমাকে বলে, দোল দিয়ে দাও।

তাই দিই। এক সময় আমাকে ধরে দোলনা থেকে নেমে আসে, আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।

সে সঙ্গে আনা ছোট হাত ব্যাগটি নিয়ে উপরে উঠে যায়। কিছুকক্ষণ পরে কি মনে করে আমিও তাকে অনুসরণ করি। একটি কমলা রঙের সুইমিং কস্টিউম পরে সে পুলে নেমেছে। তাকে একটি রঙিন রাজহাঁসের মতো লাগছে। একটি শ্বেতাঙ্গিনী তন্বি যুবতী সংক্ষিপ্ত কস্টিউম পরে আমার পুলে মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে দেখে আমার চোখে ঘোর লাগে। ভিন্নতর এক ভালো লাগায় মন ভরে যায়।

সে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকে, রেজা, নেমে এসো। আমার সঙ্গে সাঁতার কাট।

বলি, আমাকে ডেকো না। আমার নিজের উপরে খুব একটা আস্থা নেই। কিসে কি করে ফেলি।

সে বলে, তা হলে থাক।

www.pathagar.com

সে আবার সাঁতারে মনোনিবেশ করে। আমি কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই শ্বেতাঙ্গিনী জলপরীর সন্তরণ দৃশ্য অবলোকন করে ক্ষুব্ধ অন্তরে নিচে নেমে আসি।

প্রচ্ছন্নভাবে আজও সে আমাকে সরিয়ে রাখে।

বেলিন্ডার কোন ব্যবহারেই মনে দুঃখ পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তবুও আমি যেন নিজের উপর ক্রমাগত বিষিয়ে উঠছিলাম। সে আগের মতই যখন তখন দৌড় ঝাপ দিয়ে, অনেক আলো ছড়িয়ে আমার ঘর দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়। না চাইতেই কখনও আমাকে আলিঙ্গন করে স্বপ্রেম চুম্বন এঁকে দেয়। কিন্তু আমি আর সেভাবে সহজ হয়ে উঠতে পারছি না। একটা দুর্নিবার ক্ষুধা আমাকে নিরন্তর যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। উপশমের কোন বিহিত দেখছি না।

বেলিন্ডার পরীক্ষা ঘনিয়ে আসে। সে বলে, এখন পড়াশুনায় উঠে পড়ে লাগতে হবে। দোলনা এবং সাঁতারে আপাতত বিরতি।

তাকে বলি, যতই পড়াশুনায় ব্যস্ত থাক না কেন দিনের মধ্যে অন্তত একটিবার এসে ঘুরে যেও। তোমাকে দিনান্তে একবার দেখতে না পেলে আমার দিন বৃথা যাবে।

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। কিছুদিন ধরে তার আনাগোনা এতটাই নিয়মিত ছিল যে তাকে দুই বাসাতেই সেখানকার একজন বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। একটি নতুন পোশাক পরলে, একটি নতুন গাউন বানালে, এমন কি একটি নতুন জুতা ক্রয় করলেও সে হাসিমুখে এসে আমাকে দেখাত। বলত, রেজা, এটা কেমন হয়েছে?

আমি সেটা নেড়ে চেড়ে দেখতাম। সেই সুযোগে তাকেও ঘনিষ্ঠতায় পেতাম। বলতাম, তুমি যা-ই পর, তোমাকে দারুণ মানায়। তোমার সুন্দর দেহে সবই সুন্দরতর রূপে ধরা দেয়।

সে হাসিমুখে চুলের ঢেউ খেলিয়ে নিজেদের বাসায় চলে যায়। লোকজন না থাকলে সন্তর্পণে আমাকে একটিবার জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে ভোলে না। আমার শরীর নিমিষে জেগে ওঠে। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তার যখন পরীক্ষা শুরু হতে আর বিলম্ব নেই সেই সময় প্রায় মাসাধিক কালের জন্য আমাকে ইউরোপ যেতে হয়। এক অর্থে সেটাই আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। ইতোপূর্বে অবশ্য ভারত ও পাকিস্তান ঘুরছি। এবার প্রথম যাব ইটালীর রাজধানী রোমে। সেখান থেকে লন্ডন এবং পরে প্যারিস হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করব।

www.pathagar.com

ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আমাকে এই সফর নিতে হচ্ছে।

পড়াশুনায় অতি ব্যস্ততার মাঝেও বেলিন্ডা অন্যদের সঙ্গে আমাকে বিদায় জানতে এয়ারপোর্টে আসে। তাকে বলি, তোমার না এলেও চলত। পরীক্ষা ভালোভাবে দিও। তোমার জন্য কি আনব বল?

সে এক মুহূর্তও চিন্তা না করে সকলের উপস্থিতেই বলে, তুমি সুস্থ শরীরে ফিরে আসলেই হবে।

পুনরায় জিজ্ঞেস করি, কি আনব তোমার জন্য?

সুস্থ রেজা রায়হান।

সে একটি এনভেলপ আমার হাতে গুঁজে দেয়, যখন একা হবে, তখন পড়ো।

দেখি তার উপরে লেখা আছে, টু ওপেন হোয়েন এলোন। একা হলে খুলতে হবে।

হাসিমুখে বলি, এটা কি লাভ লেটার?

সে বলে, অফকোর্স লাভ লেটার! ইট হ্যাজ বিন রিটেন উইথ লাভ। নিশ্চয়ই প্রেমপত্র। ভালোবেসে এটা লেখা হয়েছে।

কোটের ভিতরে পকেটে রেখে দেই। বেশ ভারী খাম। মন প্রসন্নতার ভরে ওঠে।

এরোপ্লেনে বসে একা হতেই সেটি খুলে পড়তে শুরু করি। শুধু মামুলি একটি প্রেমপত্র নয়, সেটি ছিল একটি নিরঙ্কুশ প্রেমের দীর্ঘ লিপি, ভালোবাসার একটি সনেট। ঠাস বুনুনিতে চার পাতায় কুমারী মনের সমস্ত প্রণয় অকাতরে ঢেলে দিয়েছে। যেমন ভাষা, তেমনি তার আবেগ। সে যে এত চমৎকার লেখে আমার জানা ছিল না। প্রেমপত্রের ইতিহাসে তার সেই রচনাকে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। প্রিয়তম বলে সম্বোধিত সে অপূর্ব লিপিতে মনের এমন কথা নেই যা সে খুলে লেখেনি। এতদিন যেসব কথা প্রকাশ্যে সম্মুখে বলেনি, আজ তার কলমে উজার হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সেই সুদীর্ঘ পত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রথমে এবং শেষে লাল কালির বর্ডারে লেখা রয়েছে, ডার্লিং, প্লিজ টেক কেয়ার অব ইউর সেলফ্। প্লিজ ডু নট এলাউ এনিথিং হ্যাপেন টু ইউ। প্রিয়, অনুগ্রহ করে নিজে নিজের যত্ন নিও। তোমার নিজের উপর কিছু ঘটতে দিও না।

www.pathagar.com

মোট আট জায়গায় সে অনুরোধ স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছে। আমেরিকান স্টাইলে সুন্দর হস্তাক্ষরে সেটিই ছিল আমাকে লেখা তার প্রথম এবং শেষ চিঠি। আমার জন্যও সেটাই ছিল কোন বিদেশিনী কর্তৃক লিখিত প্রেমপত্র।

সে পত্রে সে নিজেকে সবিস্তারে প্রকাশ করেছে। প্রথম দিন দোলনা থেকে আমার ঘাড়ে এসে পরা, আমার হাত তার শরীরের বিশেষ স্থানে লেগে যাওয়া, দেহের মধ্যে সেই প্রথম নতুন এক বিদ্যুতের স্পর্শ লাভ করা থেকে শুরু করে তার সব প্রেমানুভূতির কথা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে লিখেছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার হাসি, তোমার হাঁটা-চলা, তোমার কথা বলার ধরন, তোমার প্রত্যেকটি জিনিস আমি অকুণ্ঠচিত্তে ভালোবাসি। তোমার এমন কিছু নেই যা আমাকে মুগ্ধ করে না। আমি সবকিছুর বিনিময়ে তোমার, কেবল তোমারই হতে চাই। আমি তোমার প্রণয়িনী ও একমাত্র ভালোবাসার জন হতে চাই। আমি তোমার স্ত্রী হতে চাই। প্রিয়তম, আমি তোমার সন্তানের গর্ভধারিণী হতে চাই। এই চাওয়ার সঙ্গে আমার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। আমার এ যাবৎকালের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, ধর্মবোধ ও হৃদয়ের কামনা-বাসনার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তুমি আমার এবং আমি তোমার। আমার এই মনোস্কমনা তোমাকে পূর্ণভাবে পাওয়া ছাড়া মিটবে না। সমস্ত বিশ্ব একদিকে আর তুমি অন্যদিকে হলে আমি তোমার দিকেই হাত প্রসারিত করে দেব। দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে রুখতে পারবে না।

আমি সব আবোল-তাবোল লিখে তোমার বিদেশ ভ্রমণের মুহূর্তগুলিকে ভারাক্রান্ত করছি না তো! আমি যে না লিখে পারলাম না। পরীক্ষার শত ব্যস্ততার মধ্যে রাত জেগে আমি এ চিঠি লিখেছি। তুমি বাইরে যাওয়ার ক্ষণে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করতে পেরে এখন আমি স্বস্তি পাচ্ছি। হয়ত পরীক্ষা ভালো দেব। তুমি দোয়া করো, তোমার বেলিন্ডা যেন ভালো পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হতে পারে।

আরও অনেক কথা লিখে সে চিঠির উপসংহার টেনেছে। নিচে স্বাক্ষর করেছে, তোমার একান্ত আপন বেলিন্ডা।

চিঠিটি পড়ে আমি যারপরনাই খুশি হয়ে উঠি। আমার জীবনে অনেক কিছুই ঘটেছে। অনেক কুমারী হৃদয়ের উত্তাপই আমাকে নিবেদিত হয়েছে। কিন্তু বেলিন্ডার চিঠির ছত্রে ছত্রে যে প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এমনটি আর কোন ক্ষেত্রে ঘটেনি। মনের মধ্যে একটা স্থায়ী প্রশান্তি স্থান করে নেয়। প্রায় দেড় মাস

www.pathagar.com

বাইরে ছিলাম। প্রতিদিনই একাধিকবার একই চিঠি পড়ে আমার ক্লান্তি ছিল না। বারবার পড়ে সেটি প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়। মনের শান্তি এবং আনন্দজনিত কারণে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও অসামান্য সাফল্য অর্জন করি। এতদিন মূলত বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই আমার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল। এই সফরের সফলতার পর নিজেকে একজন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী বলে গণ্য করতে কোন অসুবিধা নেই। অফিসের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। আরও কয়েকজন দক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে হবে। আবুলকে অফিসে আনতে পারলে ভালো হত। কিন্তু আমার একান্ত ব্যক্তিগত সেবা ছাড়া অন্য কিছুতে তার আগ্রহ নেই। আমার জন্য সবই করবে। নিজের জন্য কিছুই নয়। আশ্চর্য মানুষ এই আবুল! আল্লাহ্ তা'য়ালার বিশেষ দান হিসাবেই তাকে পেয়েছি।

দেড় মাস পরে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। ইতোমধ্যে বেলিন্ডার পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। সে বিমানবন্দরে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়।

বলি, চার পাতার একটি চিঠি আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। তুমি শুনতে চাইলে শোনাতে পারি।

সে বলে, মুখস্থ করাটা বড় কথা নয়। হৃদয়স্থ কতটা হয়েছে সেটাই বিবেচ্য।

তার বাম হাতটিতে সামান্য চাপ দিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করি। তার জন্য রোম থেকে কেনা চামরার পার্স এনেছি। ভ্যানিটি ব্যাগ সে ব্যবহার করে না। লন্ডন থেকে স্বর্ণনির্মিত একটি হাত ঘড়ি এবং প্যারিস থেকে আইফেল টাওয়ার সংযোজিত বেডল্যাম্প এনেছি। নর-নারীর চিরন্তন প্রেম লীলার রগরগে এক ফরাসী উপাখ্যানের বহুল প্রচারিত একটি ইংরেজি পুস্তকও সংগোপনে তাকে দিই। পড়ে সে মুখ সিটকে মন্তব্য করেছিল, এনজয়েবল, বাট ডার্টি। উপভোগ্য, কিন্তু নোংরা।

তাদের বাড়ির সকল সদস্যদের জন্যই কিছু না কিছু উপহার এনেছিলাম। তাদের বাসায় গিয়ে সে সব প্রদান করি। তাদের ভাষায়, আমার অসাধারণ সৌজন্যবোধে তারা অত্যন্ত পুলকিত। পরপর আমাকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

বেলিন্ডা আমাকে একান্তে পেয়ে পরপর তিনটি চুম্বন দান করে হাসতে হাসতে বলে, এক একটি জিনিসের জন্য এক একটি।

পরে একটি চিমটি কেটে বলে, ডার্টি বইটির জন্য এটা।

www.pathagar.com

নিজেকে যে সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে আনলাম তার জন্য কিছু পাই না!

সুস্থ শরীরেই একসময় আর একজনকে পাবে।

আমি আর কথা বলি না। কথা বলে সবসময় সবকিছু প্রকাশ করা যায় না।

ইতোমধ্যে বন্ধু আজিমকে সব খুলে বলি। সে হাসিতে মুখভরিয়ে বলে, সেদিন যতই না না কর না কেন, আমি এবং তোমার ভাবী ঠিকই বুঝেছিলাম। তোমার অস্বীকারে আমার কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হলেও আবার বউ এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

বল কি! তোমার বউ তো দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে! নিশ্চয়ই বিবাহ পূর্ব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধা!

সে ধমকায়, বলব তোমার ভাবীকে? সে তোমাকে দেখে নেবে।

না ভাই, এটি করো না। এখন বল, পরামর্শ কি?

আমি তাকে চিঠিটি পড়তে দিই। সেটি সে দু'বার করে পড়ে। বলে, এ যে দেখছি সেক্সপিয়ারের ভাইঝির নাতনি!

তার মন্তব্যে হেসে ফেলি, হ্যাঁ, বেলিন্ডার চিঠির ভাব এবং ভাষা দু'টোরই তুলনা হয় না।

আজিম বলে, ভাই, এ মেয়েকে তোমার হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। ঘরে তুলে নাও।

বলি, প্রায় ঘরেই আছে। জীবনে তুলে নেব কিনা সেটাই ভাবছি। জানো তো তোমাদের মতো আমি ঠিক বিয়ে পাগল নই।

তা আর জানি না! ফুলে ফুলে মধু খেতে তোমার জুড়ি নেই। কিন্তু এই মার্কিন তরুণী তোমাকে রেহাই দেবে বলে মনে হয় না। চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে কেবল উচ্ছ্বাস নয়, মেয়েটি মন-প্রান দিয়ে তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে। তার এই অকৃত্রিম ভালোবাসার মর্যাদা না দিলে তার প্রতি নিদারুণ অন্যায় করা হবে।

তুমি আমার বন্ধু, না তার বন্ধু?

সে বলে, তোমার কারণেই আমি তারও বন্ধু।

কিছুদিন আমার খুব ব্যস্ততায় কাটে। নতুন বড় অফিস নিতে হয়। লোকজন

www.pathagar.com

যোগাড় করতে হয়ে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমার ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটে। সে কারণে বেশ কিছুদিন বেলিন্ডার সঙ্গে সেভাবে সময় কাটাতে পারি না।

আজিমকে নিয়ে একদিন তাদের বাসায় চা খেতে গেলে সে পরিবেশনের ফাঁকে আজিমকে বলে, মি. রেজা এখন এতই ব্যস্ত যে তার হাতে সময় নেই। আমাদেরকে প্রায় ভুলেই বসেছে। ভাগ্যে তুমি আজ সঙ্গে কার নিয়ে এসেছ তাই তার দেখা পেলাম। এখন মি. রেজা একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যবসায়ী।

তার কণ্ঠে অভিমান অনুযোগ ঝরে পরে।

আমি বলি, এই মাত্র ক'টা দিন, তারপরই সব গোছগাছ হয়ে যাবে।

সে আমার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়। আজিম এবং আমি দু'জনই তা উপলব্ধি করি এবং নিজেকে খানিকটা অপরাধী মনে করি।

এর মধ্যে তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বের হয়। রেজাল্ট খুব ভালো। তার ডাক্তারি পড়ার শখ। মি. ফুলজেন আমাকে এসে বলে, তুমি কি বেলিন্ডাকে মেডিকেলে ভর্তির ব্যাপারে একটু সহায়তা করবে?

বলি, অবশ্যই করব।

অনেক চেষ্টা-তদবির করে তাকে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করাতে সমর্থ হই। এই উপলক্ষে তার পিতা-মাতা আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

আমাকে পটুয়াখালী যেতে হবে। স্টিমারে করে।

বেলিন্ডা হঠাৎ বলে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

আমি চিন্তায় পড়ি। বলি, যেতে দেড় দিন, আসতে দেড় দিন এবং মাঝখানে অন্তত দু'দিন। এই পাঁচ দিনের জন্য তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

কেন নয়? মানুষ তো মানুষের সঙ্গেই যায়!

এর মধ্যে অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সব ভেবে দেখ এবং তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বল। তারা যদি সম্মতি দেন আমার নিজের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু তোমাকে উৎসাহী বলেও মনে হচ্ছে না। তাই নয় কি?

তাকে বুঝিয়ে বলি, বেলিন্ডা, আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা ভিন্ন। ইউরোপ

www.pathagar.com

আমেরিকায় বয়ফ্রেন্ডর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, প্রাক-বিবাহিত জীবন যাপন করা স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের দেশ এ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। তোমাকে নিয়ে পটুয়াখালী গেলে তোমার পরিবারে কোন ভাবান্তর না হলেও আমাদের সমাজে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

তোমার পরিবার নেই, সমাজ আবার কি?

তাকে পুনরায় বুঝিয়ে বলে, নিজের পরিবার না থাকলেও আমি সমাজ ছাড়া, গোত্র ছাড়া সংসারের বাইরের কেউ নই। আমাকেও কিছু কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়।

সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, অর্থাৎ বেলিন্ডাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যাবে না। তাই না?

তার পিতা মাতাও আমার সঙ্গে একমত হয়। তারাও তাকে অনুমতি দেয় না। তার মা রবং বলে, মি. রেজা খুবই ভালো মানুষ। তা না হলে এই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করত।

বেলিন্ডা এবার আমার মুখের উপর যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার সঠিক তাৎপর্য আমার বোধে আসে না। আমি বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে হাসি।

সে মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করছে। মেডিকেল কলেজের প্রবেশের পর থেকে দোলনা সুইমিং পুল ব্যবহার কমেছে। আমার বাসায় যখন তখন আসাটাও কিছু হ্রাস পেয়েছে।

একদিন সকাল বেলা বাসার অফিস ঘরে বসে জনাকয়েক দর্শনার্থীর সাথে কথা বলছিলাম। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। বেলিন্ডার কণ্ঠস্বর। সে কখনও ফোন করে না। সে বলে, তুমি কি আমার জন্য খুবই ব্যস্ত? আমি একা রয়েছি।

আমি প্রথমটা বুঝতে পারি না। তারপরই মনে হয় সে আমাকে তাদের বাসায় আহ্বান করছে। সেই মুহূর্তে সে একা আছে। নিশ্চয়ই আমাকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কৃত করার মানসে ডাকছে।

বলি, আমি আসছি।

লোকজনকে অপেক্ষা করতে বলে আমি দ্রুত তাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই।

তাদের গেট কিপার আমাকে অভিবাদনান্তে নিবেদন করে, স্যার, বাসায় কেউ

www.pathagar.com

নেই। সাহেবের ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজ গিয়েছে। সাহেব ও মেম সাহেব এয়ারপোর্টে। অফিসের কে যেন আসবে।

বলি, আমি যে বেলিন্ডার টেলিফোন পেলাম!

দারোয়ানের চৈতন্যোদয় হয়, হ্যাঁ স্যার। বড় মিসি বাবা বাসায় আছে। সে আজ কলেজে যায়নি। যান স্যার, উপরে চলে যান। মিসি বাবা উপরে তার ঘরে আছে। আমার যাতায়াত তাদের চোখসহা।

আমি গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাই। উপরের বারান্দার গোড়াতেই বেলিন্ডা দাঁড়িয়ে। সে আমাকে হাত ধরে সর্ব পশ্চিমে তার নিজস্ব শোবার ঘরে নিয়ে যায়। তার ঘরে সেটাই আমার প্রথম প্রবেশ। আমরা কেউ কোন কথা বলি না। হঠাৎ করেই যেন সব বাগাড়ম্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘরে আসার পূর্বে সে উপরে ওঠার দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। এবার নিজের ঘরের দরজাও বন্ধ করে দেয়। যদিও তার প্রয়োজন ছিল না।

তারপর যা হবার তাই হয়। এর বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। সেদিনের বড় বিশেষত্ব ছিল আমরা দু'জনের একজনও কথা বলছিলাম না। নীরবে মনের ভাষায় কথা হচ্ছিল। সে আমাকে শয্যায় বসিয়ে দ্রুত সব পরিচ্ছদ খুলে ফেলে। তাকে সাঁতারের স্বল্প পোশাকে দেখেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাবরণ নিরাভরণে কখনও দেখিনি। আমার চোখের ভোজ শেষ না হতেই সে আমাকে আহ্বান জানায়। আমিও শীঘ্রই তার পর্যায়ে পৌঁছে যাই। সে দুই বাহু বাড়িয়ে আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নেয়। আমি অধীর আগ্রহে কালবিলম্ব না করে তার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠি।

মার্কিন তরুণী এবং বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তার সবকিছু পরিস্ফুট এবং সুগঠিত। তদুপরি দৌড়-ঝাপ করা, দোলনায় চড়া এবং সাঁতারকাটা মেয়ে। তার দেহে প্রবিষ্ট হতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমাকে ভালোই কষ্ট করতে হয়। সে প্রথমবারের মতো হাত ধরে আমাকে সে অর্থে অনুভব করে। তার মুখে একটি বিস্ময়সূচক ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সেও আমার সঙ্গে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে। তার যে প্রথম অভিজ্ঞতা সেটা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু অনেক ঘাটে পানি খাওয়া এই রেজা রায়হানও কিছুক্ষণ পর্যন্ত দিশেহারা থাকে। কিছুতেই ব্যূহ ভেদ করা যাচ্ছে না। তারপর এক সময় সফলতা অর্জন করি। সে প্রায় অচৈতন্য হয়ে হাত-পা ছড়িয়া পড়ে থাকে। আমি কার্য সমাধার পর তার ওষ্ঠে একটি চুম্বন প্রদান করে, একটি চাদরে তাকে ঢেকে দিয়ে কাপড় চোপড় পরিধান করে বের হয়ে আসি।

www.pathagar.com

বাসায় পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যে একটি কল আসে। আমি টেলিফোন উঠিয়ে হ্যালো বলতে ওপাশ থেকে বেলিন্ডা বলে ওঠে, কনগ্রেচুলেশনস! আই এ্যাম লঙ্গার ভার্জিন। অভিনন্দন! আমি আর কুমারী নই।

শব্দ কয়টি বলেই সে টেলিফোন রেখে দেয়। গভীর তৃপ্তি ও আকস্মিক পরম প্রাপ্তির আনন্দে বিমোহিত আমি টেলিফোন সেটটির দিকে তাকিয়ে থাকি।

পরদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বলি, গতকালের অভূতপূর্ব অনুগ্রহের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি কোন নিরাপদ ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলে?

সে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, দুশ্চিন্তার কি আছে! অসুবিধা দেখলে ব্যবস্থা তো আমাদের দু'জনের হাতেই রয়েছে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে না হয় একটু আগেই বিবাহ বাসরে যেতে হবে।

কিন্তু বেলিন্ডা, তুমি কেবলই মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। একটু ভেবে দেখ, আমিও সে সবের জন্য এখনও প্রস্তুত নই। আমি বোধহয় ভিন্ন প্রকৃতির।

সে সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর একইভাবে বলে, ভেবো না। আমি একজন হবু ডাক্তার। নিজের সুবিধা-অসুবিধা দেখতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

তবুও আমার একটা দায়িত্ব আছে না!

আছে বৈকি! সবকিছু পাশ কাটিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো বিচরণের দায়িত্ব তোমাতে অবশ্যই বর্তেছে। একটা কথা স্বীকার না করে পারা যায় না, তোমার ম্যান পাওয়ার অবিশ্বাস্য!

জানলে কি করে? তোমার তো অন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

সে হাসতে হাসতে বলে, ভুলছ কেন আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট। তাছাড়া গোফ দেখেই শিকারী চেনা যায়। কি দারুণ তোমার ব্যাপার।

আমি তার কথা বুঝেও না বুঝার ভান করি। সে অন্য আলোচনায় চলে যায়। তার মধ্যে পূর্বের চাপল্য আর তেমন পরিলক্ষিত হয় না। মনে হয়, হঠাৎ যেন তার বয়স বেড়ে গেছে। সে যেন অনেকটা দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি নর মাংসভোগী শার্দুল। রক্তের স্বাদ পেয়েছি। আমি কি এত শীঘ্র তা ভুলে যেতে পারি!

এ বিষয়ে তার আর আগ্রহ না দেখে একদিন সন্ধ্যার পর তাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই। দেখি সমস্ত পরিবার অন্যত্র নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণে যাচ্ছে। বেলিন্ডা যাচ্ছে না। তার মাথা ধরেছে।

আমি বলি, মাথা থাকলেই ব্যথা থাকে। আগামী দিনের ডাক্তারের জন্য এটা কোন সমস্যা নয়। গোটা দুই ডিসপিরিন খেয়ে নিমন্ত্রণে চলে যাও।

সে বলে, না। আবার মানসিক প্রস্তুতি নেই। তুমি কিছুক্ষণ থাকলে গল্প-গুজব করলে সেরে উঠব।

মি. ফুলজেন বলে, মি. রেজা, তা হলে তুমি বেলিন্ডাকে সঙ্গ দাও। চা-টা খাও। আমরা আর থাকতে পারছি না।

তারা বের হয়ে যায়।

সত্যিই তোমার মাথা ধরেছে?

কিছুটা ব্যথা ছিল। এখন নেই। বড় কথা হচ্ছে, আমি এই নিমন্ত্রণ এড়াতে চেয়েছি।

কেন?

তুমি আসবে বলে।

দু'জনই হেসে ফেলি। সে বলে, যেখানে নিমন্ত্রণ সেই বৃটিশ পরিবারটিকে আমার উন্নাসিক মনে হয়। সে জন্যই যেতে মন চাইছিল না। তুমি আসাতে এখন ভালো লাগছে।

তা হলে বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ কি! চল তোমার ঘরে।

তার আগ্রহ দেখা যায় না। আমরা নিচে ড্রয়িং রুমে বসি। সে বলে, তুমি কিছু নেবে না? চা কিংবা কফি! হার্ড ড্রিংক ও নিতে পার।

আমি দুষ্টামী করে বলি, তোমার অধর সুধার চাইতে অন্য কিছুতে এই মুহূর্তে আমার আকাঙ্ক্ষা নেই।

সে কোন প্রতিউত্তর করে না। আমার দিকে এক অচেনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আকর্ষণ করি। সে বলে, এখানে নয়।

তা হলে উপরে চল।

আজ আমার মন চাচ্ছে না, এসো গল্প করি।

বলি, গল্প করার ঢের সময় পরে আছে। প্রথম কাজ প্রথম করতে হয়। সুযোগ হেলায় হারাতে নেই। এসো।

আমি তাকে ধরে কিছুটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উপরে নিয়ে আসি।

পশ্চিমের ঘরের দিকে রওয়ানা হলে সে বলে, আমি ঘর বদলেছি। এখন মাঝের ঘরে থাকি।

সেখানেই চল।

তাকে তার ঘরে নিয়ে অধৈর্যভাবে আমি তার পোশাকাদি খুলে ফেলার চেষ্টা করি। সে কিছুক্ষণ বিনা বাক্যে আমার কান্ডকীর্তি প্রত্যক্ষ করে। পরে বলে, ঠিক আছে, তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

সে ড্রেসিং রুমে চলে যায়। আমি উঠে বারান্দায় ঘুরে আসি। উপরে ওঠার দরজা পূর্বেই বন্ধ করা হয়েছে। আমরা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ উপরে নেই। কারো আসারও সম্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি তার ঘরে গিয়ে নিজেও প্রস্তুত হই।

বেলিন্ডা সব কাপড় চোপড় খুলে একটা হালকা নীল রঙয়ের স্বচ্ছ নাইটি পরে উপস্থিত হয়। শুভ্রদেহে ঘরের ডিম লাইটে নীল নাইটিতে তাকে আসামান্যা সুন্দরী লাগছিল। স্বাস্থ্যবতী বেলিন্ডার সে রূপের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। আমি তাকে শয্যায় নিয়ে যাই। আজ তার নিজস্ব ভূমিকার একান্তই অভাব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার অত্যাচার মেনে নিচ্ছে এমনি একটি অভিব্যক্তি যেন প্রকট হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার তখন এত সব বিবেচনার মন নেই, সময়ও নেই। আমি দুর্বার বেগে আমার কার্য সমাধার প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আজ কিছুতেই প্রবেশ করতে পারি না। দ্বিতীয়বারে এমন হওয়ার কথা নয়। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে গলদঘর্ম হয়ে পড়ি।

সে আমার অবস্থা দেখে, সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে নিজেও কিছুটা সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আজ যেন তার দেহ বিদ্রোহ করেছে। কিছুতেই

www.pathagar.com

অনুপ্রবেশকারীকে প্রশ্রয় দেবে না। রুদ্ধ দ্বার বারংবার কষাঘাতেও উদ্‌ঘাটিত হয় না। অনেকটা পরিশ্রমে একসময় বিফলে দ্বারের চৌকাঠেই ভার মুক্ত হই। আমার মতো মানুষের জন্যও সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, অতীব তিক্ত অভিজ্ঞতা।

সে উঠে পড়ে। বলে, বলেছিলাম না আমার মন আজ চাইছিল না। মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছু হবার নয়।

তোমার ব্যবস্থা ভালো। ইচ্ছা করলেই দেহে তালা-চাবি দিয়ে রাখতে পারবে।

সিদ কাটার কোন ভয় নেই। তালা চাবির প্রশ্ন অবান্তর। সবকিছু মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্যরি রেজা! আজ তোমাকে সন্তুষ্ট করা গেল না।

বলি, নেভার মাইন্ড। আর একসময় ডাবল উশুল করে নেব।

সে আমার মুখের দিকে আর একবার অচেনা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাথরুমে চলে যায়। ফিরে এসে পোশাকাদি পরিধান করে আমাকে নিয়ে নিচে নেমে আসে।

বেয়ারাকে ডেকে কফি সার্ভ করতে বলে।

আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। একটি আমেরিকান তরুণ ডাক্তারকে মাঝেমধ্যে বেলিন্ডাদের বাসায় দেখা যায়। সেটাই প্রকৃত কার্যকরণ কিনা বুঝে উঠতে পারি না। এখনও তার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ ঘটলে তাকে সাদর আলিঙ্গন করি, চুমো খাই। আমার হাত তার শরীরের সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে। তার বেশি অগ্রসর হওয়ার সুযোগ সযত্নে সে এড়িয়ে চলে। অচিরে আরও লক্ষ করি, সে আমার বাসায় আর একা যখন তখন এসে উদয় হয় না। এখন বাবা মা বা ভাই বোনের কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে। বিরক্তিতে মন ভরে গেলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারি না।

একদিন তাদের বাড়ির নিচের বারান্দায় তাকে একা পেয়ে সুতীব্র আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করি, বেলিন্ডা, আমার কি কিছু অন্যায় হয়েছে?

কেন একথা বলছ?

আমার কেবলই মনে হচ্ছে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ। কখনও সেভাবে আমার কাছে আস না। সত্যি করে বল কী ঘটেছে?

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে। বলে, তুমি তো ভিন্ন প্রকৃতির! এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

www.pathagar.com

আমি কোন কথা খুঁজে পাই না। শুনতে পাই তরুণ ডাক্তারটির আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কি পাখি অন্য ডালে আশ্রয় নিয়েছে? আমার মধ্যে একটা অহেতুক অসহনশীলতা দানা বাঁধতে থাকে।

বেলিন্ডা মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করে সেই ডাক্তারটির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। সে কিছুদিন সৌদি আরবে কাজ করেছে। এখন স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে থেকে প্র্যাকটিস করবে। শোনা গেল সে একটি প্রাইভেট ক্লিনিক খুলবে।

এ সবের পশ্চাতে বেলিন্ডার ভূমিকা কতটা সহজেই অনুমেয়। অভিমান, অনুশোচনা এবং নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি যতটা সম্ভব দূরে দূরে থাকি। বিয়েতে উপস্থিত হয়ে একটি উপযুক্ত উপহার প্রদানে অবশ্য ক্রুটি করি না।

কিছুদিনের মধ্যেই ফুলজেন পরিবারে আর এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটে। মাত্র দিন দু'য়েকের অসুস্থতার মাঝে মিসেস ফুলজেন হঠাৎ করেই সাজানো সংসার রেখে পরলোকের পথ পাড়ি জমায়। হৃদয়বতী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ এই মহিলাটিকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখতাম। তার মৃত্যুতে আপনজন বিয়োগের ব্যথা অনুভব করি।

কিন্তু সময় বসে থাকে না। ছেলে মেয়েরা পড়ছে। বড় মেয়ে স্বামীর সঙ্গে রয়েছে। মি. ফুলজেনের আর সময় কাটতে চায় না। কতিপয় বন্ধুর পরামর্শ সে একটা ভুল করে ফেলে। তার অফিসের এক তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে হঠাৎ করেই বিয়ে করে ফেলে।

ছেলে মেয়েরা অসন্তুষ্ট হয়। সে বলে, আমাকে দেখে কে? আমার সেবা শুশ্রূষার জন্য লোক প্রয়োজন।

বেলিন্ডারা বলে, প্রয়োজনে আমরা নার্স রেখে দিতাম।

তার বাবা বলে, সে নার্স সময়ে অসময়ে আমার ঘরে বেশি যাতায়াত করলে তোমরাই তখন আপত্তি উত্থাপন করতে। তার চাইতে বিয়েই ভালো।

কিন্তু যতই ভালো হোক, সে বিয়ে বেশিদিন টিকে না। ফুলজেন সাহেবের বয়স হয়েছিল। কিন্তু তার এই বউর তখনও শারীরিক চাহিদা ফুরিয়ে যায়নি। নারীত্বের সঠিক মূল্যায়ন হয়ত সম্ভব ছিল না। স্বল্পকালীন সে অসফল বিবাহ অচিরেই বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়।

ছেলে মেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে একে একে স্বদেশে পাড়ি জমায়। ফুলজেন সাহেব

www.pathagar.com

এ দেশেই থেকে যায়। ততদিনে বেলিন্ডা ডাক্তার হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে ক্লিনিক খুলে প্র্যাকটিস করছে এবং একাধিক সন্তানেরও মা বনেছে। আমার সঙ্গে কালে ভদ্রে দেখা হয়। ফুলজেন সাহেব অবসর নিয়ে মেয়ের সঙ্গেই থাকে। তার অসুস্থতার খবর পেয়ে বার দুই তাকে দেখতে বেলিন্ডার বাসায় গিয়েছি। সকলের উপস্থিতিতে মামুলি সৌজন্যালাপ ছাড়া অন্য কিছুর প্রশ্ন আসে না।

কিছুদিন পর্র ফুলজেন সাহেবের মৃত্যু ঘটে। খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই। অত্যন্ত মহানুভব মানুষ ছিলেন তিনি। এ দেশকে খুবই ভালোবাসতেন। তাই হয়ত এ দেশেই চিরকালের মতো রয়ে গেলেন। শোকের বাড়িতে গিয়ে উঠলে আজ বেলিন্ডা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি সন্তর্পণে একটি হাত তার পিঠ ও মাথায় রেখে তাকে সময়োচিত সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

এরপর আর মাত্র একবারই তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। এই গুলশানেই শুটিং কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে আমার এক বন্ধুর ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছিল। বন্ধুর সঙ্গে গেটে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনায় নিয়োজিত ছিলাম।

দেখি ডাক্তার মিসেস বেলিন্ডা পার্কার একটি গাড়ি থেকে নামছে। সঙ্গে এক বাঙালি মহিলা। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাই। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে বলি, জীবনে অনেক অভিনন্দন পেয়েছি। কিন্তু তুমি একদিন যে অভিনন্দন জানিয়েছিলে তার কোন তুলনা হয় না।

সে আজও এক অচেনা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। পরে শব্দ করে হেসে ওঠে। অন্য কথা না বলে অতিথিদের আসরে চলে যায়। সেটাই সর্বশেষ সাক্ষাৎকার।

রুবা, আমি লক্ষ করেছি, বেলিন্ডার কথা শুরু হতে তুমি একটি কথাও বলনি। একবারও কোন মন্তব্য করনি। বিষয় কি রুবা? তোমার কি এতটাই রাগ হল, যে কথা বলতে চাচ্ছ না!

সে কোন কথা না বলে রায়হানের ডান হাতটি টেনে নিয়ে নিজের কপোলে সন্নিবেশিত করে। কিছু সময় সেভাবে থেকে সে বলে, বেলিন্ডা হতভাগিনী। সে কোন দিনই তোমাকে ভুলতে পারবে না। তোমাকে ভোলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার তাতে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। সকল পর্ব সমাধা করেই তুমি এখন অভিষ্ঠ লক্ষ্যে এসে পৌঁছে গেছ।

এই বলে সে স্বামীর দ্বিতীয় হাতটিও টেনে নেয়।

www.pathagar.com

রুবা, তোমার জিনিসপত্র খুব বেশি এখান থেকে বহন করে নেবার প্রয়োজন নেই। সেবারে সিঙ্গাপুরের মতো দুটো চামরায় ব্যাগ নিয়ে রওয়ানা হলেই হবে। আমরা লন্ডনে এক দফা মার্কেটিং করব।

আমার সব রয়েছে। নতুন করে কেনা কাটার প্রয়োজন হবে না। এখান থেকেই বরং বড় একটা স্যুটকেস সাথে নিই। রিয়াদের জন্য কিছু নিতে হবে না?

রায়হান বলে, ওদের তেমন কিছু প্রয়োজন নেই। এখান থেকে তুমি নেবেইবা কি? লন্ডন থেকে না হয় কিছু কেনা যাবে। লন্ডনে মার্কেটিং করে তোমার ভালো লাগবে।

রুবা শেষ পর্যন্ত স্বামীর পরামর্শই গ্রহণ করে। দুটি বড় ব্যাগ ছাড়া সঙ্গে তারা আর কিছু নেয় না। রুবা অবশ্য ওর মধ্যেই সায়েমা, আসলাম ও রিয়ার জন্য দেশের কিছু উপহার ঢুকিয়ে নেয়।

রায়হান শেষ অবধি চিন্তা করে আবুলকেও সাথে নেয়। সে কখনও বিদেশ ভ্রমণ করেনি। সে সেখানে কি সাহায্য করতে পারবে এ সম্বন্ধে তার কিছুটা সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। পরে ভাবে, আবুলের উপস্থিতিই অনেক কার্যকর। সে আবুলের যে কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষমতার কথা জানে। কোন বিষয়েই আজ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ হতে দেখা যায়নি। তার এই সফলতার রহস্য কি রায়হান তা জানে না। তবে এটা জানে, যে কোন কাজ তাকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অনেক ভেবে তাকে সাথে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। আবুলকে ডেকে বলে, রুবার ব্যাপার ফয়সালা করার জন্য তোকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলাম মনে আছে? এখন সেটা করতে চাচ্ছি। তুই আমাদের সাথে এবার ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণে যাবি।

আবুলের এটা কল্পনাতীত প্রাপ্তি। সে আনন্দে আটখানা হয়ে সব যোগাড়যন্তে লেগে যায়। তার কারণে তাদের যাত্রায় দিন কয়েক বিলম্ব ঘটে। তার পাসপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থায় সময় লেগে যায়।

বাসার সব লোকদের ডেকে আবুল প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে। যাত্রার পূর্বে রুবাও তাদের বলে, ফুপু ও মনির রইল। ফুপর কথার অবাধ্য কেউ হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করে সব করবে। আমরা ফিরে এসে যেন কোন অভিযোগ শুনতে না পাই।

www.pathagar.com

ফুপুই জবাব দেয়. কিছু শুনবে না মা! তোমরা আল্লাহর নাম করে ঘুরে আস। ইন্‌শাআল্লাহ্ কোন অসুবিধাই ঘটবে না।

রুবা ও রায়হানের জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকেট। নিজের জন্যছ ইকনমিক ক্লাস।

আবুল উঠে এসে তাদের খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করলে রায়হান হাসিমুখে বলে, প্লেনের মধ্যে খবরদারি করার প্রয়োজন হবে না। তুই নিশ্চিন্তে নিজের আসনে চলে যা। প্রয়োজন হলে এদের সাহায্যে খবর দেব। রাতের প্লেন, খাওয়া দাওয়া করে ঘুম দিতে পারলে সকালে উঠে হিথরো।

নৈশভোজের পর রুবা বলে, আমার ঘুম আসবে না। গল্প কর।

কি গল্প?

অধ্যক্ষা শামিম আরা আর মিসেস ফরায়েজীর গল্প বল।

রায়হান তার আসনে হেলান দিয়ে বসেছিল। এখন আসন সোজা করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা বল তো রুবা! আমরা এসব ঘটনার উপরে গোয়েন্দাগিরি কি করে করলে?

মোটেই কিছু করতে হয়নি। তোমার সেই প্রসিদ্ধ ডাইরীতেই এদের নাম পেয়েছি। নতুন অফিসে পূর্বের অধ্যায়েই এদের আনাগোনা ছিল। তাই না?

রায়হান অবাক হয়ে স্ত্রীর অনিন্দ সুন্দর মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। রুবাকে দেখে বুঝার কোন উপায় নেই। আপতদৃষ্টিতে নিরেট সরলতামণ্ডিত এই চেহারার মাঝে স্বামীর অতীত কর্মকাণ্ডের কোন সংবাদই অবিদিত নেই!

রায়হান হেসে ফেল। বলে, অন্যসব ঘটনার মতো এখানে কোন বৈচিত্র্য খুঁজে পাবে না। হৃদয়ঘটিত কোন প্রশ্নও জড়িত নেই। অনেকটাই ফেল তক্তা মার পেরেক জাতীয় বিষয়।

রুবা স্বামীর আরও কাছে ঘেঁষে আসে। বলে, তুমি যে কি বলছ তার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। এমনও হয় নাকি! মেয়েদেরকে এতটা জড় পদার্থ মনে করা ঠিক নয়।

আমি তা বলছি না। বলছি, এদের দুজনের বিষয় কোন জটিলতা ছিল না। একটি সরল রেখার মতো এদের উপাখ্যান। তেমনই সংক্ষিপ্ত।

রুবা স্বামীর একটি হাত টেনে নিজের দিকে নিয়ে বলে, ঘুম আসবে না, তুমি

www.pathagar.com

বল।

প্রিন্সিপালের ঘটনাই প্রথমে বলি। ঢাকা মহিলা কলেজে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিলাম। ওরা আমাকে ডোনার ক্যাটাগরিতে সদস্য করে নেয়। সে সময় ঢাকার জেলা প্রশাসক ছিল আমার খুবই বন্ধু মানুষ। তারই একান্ত আগ্রহে আমাকে সে কলেজের গভর্ণিংবোর্ডের চেয়ারম্যান হতে হয়। ভেবে দেখ, আমি একজন অবিবাহিত যুবক, আমাকে মহিলা কলেজের প্রধান অভিভাবক করে দেওয়া হল। সেই সূত্রেই অধ্যক্ষা মিসেস শামিম আরার সাথে পরিচয় এবং হৃদ্যতা। প্রায়ই কলেজে গিয়ে তার রুমে পরিচালনা পরিষদের সভা করতে হত। তার চেয়ারেই বসতে হত।

একদিন রহস্য করে বলি, অধ্যক্ষার চেয়ারে না বসাই শ্রেয়।

কেন স্যার?

না, এমনিই বলছিলাম। অধ্যক্ষা হলেও মহিলা বটে। কত কি ব্যাপার থাকতে পারে!

সে কি বুঝল জানি না। হেসে মাথা নিচু করে উত্তর করে, স্যার, বিবাহিত না হলেও অনভিজ্ঞ নন।

আমিও মন্তব্য করতে ছাড়ি না, সাঁতার জানি না বলে, কখনও পানিতে নামিনি এমন তো নয়!

সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে হাসির ছলে বলে, ভালো মানুষকেই মেয়েদের কলেজে প্রেরণ করা হয়েছে!

তখনও তার কক্ষে অন্যরা এসে পৌঁছেনি। বলি, আপনার কলেজের ছাত্রী বা অধ্যাপিকাদের মধ্যে এমন কেউ চেয়ারম্যানের দৃষ্টিতে পড়েনি যা নিয়ে অধ্যক্ষাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে।

স্যার, আমি মোটেও সে কথা বলিনি। কিন্তু বলেন কি স্যার? এত এত মেয়ে এবং শতাধিক টিচারের মধ্যে কাউকে আপনার চোখে পড়ল না! আশ্চর্য!

তাদের বাইরেও মানুষ আছে। একেবারেই কারো উপরে নজর পড়েনি বলা যায় না।

বলেন কি স্যার এরা ছাড়া অফিসের দু-তিন জন মহিলা ক্লার্ক, অর্ডার্লি, আয়া

www.pathagar.com

আর ঝাড়দারণী ছাড়া আর কেই নেই।

যে কোন মুহূর্তে কক্ষে অন্য লোকজন চলে আসবে। ভনিতা না করে বলেই ফেলি, কেন? অধ্যক্ষা নেই? সে কি মহিলা নয়? এই কলেজে তার চাইতে উত্তম কিছু আর দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

সে আর প্রতি উত্তর করতে পারে না। ঘরে অন্যরা প্রবেশ করে। সভা শুরু হয়। আজ সর্বক্ষণই লক্ষ করি অধ্যক্ষার মুখে একটা ভিন্ন রকমের অভিব্যক্তি। সে আজ প্রয়োজনে ব্যতিরেকে তেমন উচ্চবাচ্যও করে না।

পরের দিন সে আমার অফিসে এসে উপস্থিত। কিছু কাগজপত্র সই করাতে হবে। মনে হয় আজ একটু সাজগোজের মাত্রা বেশি। ভদ্রমহিলা তেমন আহামরি সুন্দরী নয়। কিন্তু তার স্বাস্থ্য ভরাট এবং তাতে একটা আলগা কমনীয়তা রয়েছে। অধ্যক্ষ্যা হিসাবে কিছুটা গাম্ভীর্য তার চেহারাতে ভিন্নতা এনে দিয়েছে। কলেজ তার ধ্যান-জ্ঞান হলেও শুনেছি ব্যক্তিগত জীবনে সে দুসন্তান ও স্বামী নিয়ে অসুখী নয়। কাগজপত্র সই করে দিয়ে বলি, চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আর পালন করতে চাই না। উচিত নয়।

সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, কেন স্যার? আমার কি কোন গাফিলতি হয়েছে? কোন সমস্যা হয়েছে?

হয়েছে।

সে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

বলি, আপনিই সমস্যা। ভেবেছিলাম প্রকাশ না করেই চলে যাব। কিন্তু সেটা বোধহয় কাপুরুষতা। আপনার সম্পর্কে আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি।

সে সেইভাবেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, তাই যদি হয় তা হলে নিজের দাবী ব্যক্ত না করে নীরবে বিদায় নেওয়া নিশ্চয়ই বীরত্বের কাজ নয়!

দাবী করলেই কি পাওয়া যাবে?

সে উঠে দাঁড়ায়। স্যার, আজ আসি। শুধু বলে যাই, দিতে জানলেই নিতে পারা যায়।

আমাকে আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। লোকের মুখে শুনেছিলাম, এক বড় সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে তার নাকি কিছুটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সত্য-মিথ্যা

www.pathagar.com

জানি না। তার স্বামী অবশ্য সুন্দর সুপুরুষ। কিন্তু তাতে কি! বাহির টান একবার ঘটে গেলে সেটা আর ফেরানো যায় না। আমি উঠে অফিস ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিই। তারপরই দুই বাহু বাড়িয়ে তাকে আহ্বান জানাই। সে সাড়া দিতে বিলম্ব করে না। আমার অফিস যে সে সময় মোটামুটি একটি অপারেশন থিয়েটার তা তো তুমি পূর্বেই শুনেছ। অধ্যক্ষা সাহেবাকে সেখানে সমাদর করতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। ছোট খাটো আরও অনেক ঘটনার আড়ালে অধ্যক্ষা মিসেস্ শামিম আরার আখ্যান বছর দু-তিনেক কার্যকর থেকে এক সময় এমনিই বন্ধ হয়ে যায়। আমি কার্যভার পরিত্যাগ করি।

মিসেস ফরায়েজী?

তার বৃত্তান্তেও কোন আড়ম্বর নেই। আমার এক বন্ধু ছিল নামকরা সংস্কৃতিসেবী। তার সুবাদেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয়। স্বামী মি.ফরায়েজী একটি সংস্থায় ভালো চাকরি করে। এক মেয়ের মা। মা ও মেয়ে দু'জনই নৃত্যশিল্পী। এখন মায়ের বয়স হয়ে যাওয়ায় এবং শরীরে স্বাভাবিক পরিবর্তন আসায় সে নাচে অংশ নেয় না। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে মেয়ের নাচে তাল দেয়। তাকে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করে।

বন্ধুর সঙ্গে একটি অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়ের নাচ শেষ হতেই বন্ধু বলে, রেজা, চল আর ভালো লাগবে না। এই মেয়ের নাচই ছিল এই অনুষ্ঠানে আসার প্রধান আকর্ষণ।

আমি উঠে দাঁড়াই। সে বলে, একটু অপেক্ষা কর, ওদের দু'জনকে সাথে নেব। বাড়িতে পৌঁছে দেব। আপত্তি নেই তো?

সুন্দরী মেয়েদের ব্যাপারে এ ধরনের দায়িত্ব পালনে আপত্তি করার মতো অবিবেচক আমি নই।

বন্ধু বলে, তা আর জানি না! সেই জন্যই তোমাকে নিয়ে এসেছি।

সে কানে কানে বলে, দেখ খেলিয়ে গাঁথতে পার কিনা। সাংস্কৃতিক পরিবার। মা-মেয়ে দু'জনই নাচে পারদর্শী।

জিজ্ঞেস করি, নাচে না নাচাতে?

সে জবাব দেয়, দুটোতেই। ইচ্ছা থাকলে নিজেই পরখ করতে পার। শুনেছি। তুমি এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

www.pathagar.com

তা যা বলেছ।

মা মেয়ে এসে পড়ে। তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমার গাড়িতে উঠিয়ে খিলগাঁওয়ে তাদের বাসায় ছেড়ে দিতে যাই। মেয়েটি কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার দেহ-সৌষ্ঠব সর্ব অর্থেই নৃতশিল্পীর উপযোগী। হালকা-পাতলা গড়নের। মুখে তখনও একটি ছেলে মানুষি ভাব বিদ্যমান। সে ক্ষেত্রে মা অনেকটা এগিয়ে। তাকে দেখে বুঝা যায় না এত বড় মেয়ের সে জননী। তার শরীরের বাঁকগুলি খুবই স্পষ্ট এবং অনেকটা আসুন-বসুন টাইপ। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। বন্ধু পাশে বসা। মা মেয়ে পিছনের আসনে। বন্ধু ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে, কোন্‌টিতে উৎসাহী?

আমি বলি, আমার কোনটিতেই আপত্তি নেই। তবে অভিজ্ঞতা বলে পাকা ফল মিষ্টি হয়।

তাদের অজ্ঞাতে দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠি। বাসায় গেলে মিসেস ফরায়েজী আমাদেরকে ছাড়ে না, এক কাপ করে চা অন্তত খেয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানের মাঝপথে চলে এসেছেন। চায়ের সময় নিশ্চয়ই রয়েছে।

আপত্তি করি না। ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসি। দেয়ালে মা ও মেয়ের নৃত্যরতা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি টাঙ্গানো। মায়ের ছবিই বেশি। ফরায়েজী সাহেব বাসায় নেই। ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করে বন্ধুবর টিপ্পনী কাটে, জহুরীই জহর চিনে। তুমি ঠিকই বলেছ।

মা মেয়ে তখন ভিতরে। মেয়ে কাপড় পাল্টাবে, মা চায়ের ব্যবস্থাপনায়। চায়ের সঙ্গে অন্যান্য খাবার নিয়ে কাজের লোক সঙ্গে করে মা উপস্থিত।

বলি, রাত করে অন্য কিছু নেব না। শুধু চা দিন।

সে বলে, এই হালুয়াটা একটু নিন। আমি নিজে শখ করে প্রস্তুত করেছি।

হেসে বলি, আপনার কোন কিছুই অস্বীকার করব না। দিন হালুয়া।

সে হাফ প্লেট এগিয়ে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি উপহার দেয়। আমিও সে হাসির প্রতিদান দিতে ভুল করি না।

বলি, মিসেস ফরায়েজী, মেয়ের নাচ তো দেখলাম। আপনারটা দেখাবেন না?

আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর নাচি না!

কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করে বলি, বড়ই দুর্ভাগ্য আমার ! এই ছবিগুলির ভঙ্গিমায়

www.pathagar.com

আপনাকে দেখা হলো না।

আমার বন্ধু বলে, মিসেস ফরায়েজী, রেজা রায়হান একজন কেউকেটা, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। তাকে না হয় একদিন একান্তেই আপনার নাচ দেখান।

সে বলে, নাচ একান্তে হয় না। অনুষ্ঠান ছাড়া নাচা যায় না।

বন্ধু মাথা নাড়ে, যায় মিসেস ফরায়েজী, সবই পারা যায়। সেরকম গুণীর সন্ধান মিললে ব্যতিক্রমী আয়োজনে ত্রুটি হবার কথা না।

সে কোন মন্তব্য করে না। হাসিমুখ করে আমাদের দু'বন্ধুকে বুঝার চেষ্টা করে।

তাকে একটি কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলি, কখনও যদি প্রয়োজন মনে করেন স্মরণ করবেন। আর যদি নাচের প্রোগ্রাম করেন, জানালে অবশ্যই দেখতে যাব। ছবিগুলো দেখে আমার আগ্রহ দমন করতে পারছি না।

সে কার্ডটি খুশি হয়েই নেয়। কিন্তু বলে, নাচ আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বন্ধু আবারও বলে, না হয় শুধু রেজা রায়হানের জন্য একদিন নাচলেন। সে একজন বিদগ্ধ গুণী। সত্যিকারের গুণের কদর করতে জানে।

সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে আসি।

মিসেস ফরাজেয়ীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। একদিন হঠাৎ করেই ফোন পাই, চিনতে পারছেন?

কণ্ঠস্বর খুবই সুন্দর। কিন্তু ফোনে আমি সব সময় ধরতে পারি না। বলি, ক্ষমা করবেন। পরিচয় দিলে বাধিত হব।

আপনার কোন ত্রুটি নেই। একদিনই মাত্র সামান্য সময়ের জন্য কথা হয়েছে। ফোনে আজই প্রথম।

অনুগ্রহ করে পরিচয় দিন।

সে বলে, আমি মিসেস ফরায়েজী। একাদার নৃত্য শিল্পী।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারি, খুব খুশি হলাম, আপনি কল করেছেন। চিনতে না পারার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

সে সুন্দর করে বলে, বিনয় ভালো, তবে তার অতি প্রয়োগ ভালো নয়।

www.pathagar.com

আপনার কি ভালো লাগে?

আপনার মতো একজন সফল মানুষকে বন্ধুরূপে পেতে।

বটে বটে। ভাবি, মাছ তো মনে হয় বড়শি গিলেছে। এখন খেলিয়ে তুলতে হয়। বলি, মুখে বললেই হয় না। প্রমাণ দিতে হয়।

কি প্রমাণ চান? আমি ফ্রি আছি। আসবেন?

এক শর্তে আসতে পারি, নাচ দেখাতে হবে।

শুধুই নাচ?

না, মিসেস ফরায়েজী, আপনি আমাকে সেভাবে জানেন না। আমি অনেক কিছুই দেখতে ইচ্ছুক। শুধু ইচ্ছুক বললে কম বলা হবে। আরও অনেক কিছুতেই আগ্রহী। সে সব হয়ত ভাবতেও পারবেন না।

সে হাসে। বলে, তা হলে নাচ দেখতে চাওয়া একটা বাহানা?

না, তাও নয়। ছবিগুলোতে আপনার দেহ-ভঙ্গিমা যেভাবে ফুটে উঠেছে সে সব অবশ্যই দেখতে ইচ্ছা করছে। আমার চাহিদা আরও একটু বেশি। সেটা যথাসময়ে নিবেদন করব।

আসবেন?

আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। নাচ দেখাবেন কিনা বলেননি।

আমার বাসা ছোট। এখানে তেমন সুবিধা নেই।

তা হলে এক কাজ করুন, আমার বাসায় চলে আসুন। বাসাও বড়। উপরে আমি ছাড়া কেউ থাকে না।

আপনার পরিবার?

এখনও গড়ে ওঠেনি। আসবেন? গাড়ি পাঠাব?

গাড়ি পাঠাতে হবে না। কখন আসতে বলেন?

এখনই আসুন। অথবা যখন আপনার সুবিধা। আমার জন্য সব সময়ই সুসময়।

তা হলে বাসায় যান। এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। আপনাকে নাচই দেখাব।

www.pathagar.com

ইচ্ছা করলে নাচাতেও পারেন।

দেখি ইচ্ছা করে কিনা।

সে ফোন রেখে দেয়। আমি তড়িঘড়ি অফিসের কাজ সেরে বাসায় ফিরে আসি। ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় একটা স্কুটার নিয়ে মিসেস ফরায়েজী এসে উপস্থিত। তাকে উপরে পৌঁছে দেওয়া হয়। সবকিছু দেখে সে হক চকিয়ে যায়।

বেল টিপলে কাজের লোক এসে দু'গ্লাস শরবত রেখে যায়। এই শরবতের বিশেষত্ব এখন তুমিও জানো। কোন অ্যালকহল মিশ্রিত না করেও এতে যথেষ্ট সঞ্জিবনী রয়েছে। তুমি এর রেসিপি শিখে নিয়েছ।

শরবত খেয়ে মিসেস ফরায়েজী খুব খুশি। আমি দ্বিতীয়বার বেল টিপলে আর এক গ্লাস শরবত এসে উপস্থিত হয়। সেটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলে সে একটু অবাক হয়। বলে, আমি তো দ্বিতীয় গ্লাস চাইনি!

তা জানি। এটাও জানি এক গ্লাসে তৃপ্তি আসে না। খেয়ে নিন ভালো বোধ করবেন।

আমি প্রথম গ্লাসেই ভালো বোধ করছি। জিনিসটা কি?

শরবত। দ্বিতীয় গ্লাসে আরও ভালো বোধ করবেন।

সে এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করে। হাসিমুখে বলে, আমার নাচতে ইচ্ছা করছে।

নাচুন।

সে বলে, উপরে লোক চলে আসছে। কি করে সম্ভব?

বলি, আমি না ডাকলে একটি প্রাণীও আসবে না। আপনি যেভাবে খুশি নাচতে পারেন।

সে উঠে দাঁড়ায়। চারদিক দেখে নিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ তার পরিধেয় শাড়ি খুলে ফেলে। আমি তটস্থ হয়ে উঠবার পূর্বেই লক্ষ করি শাড়ি-ব্লাউজের অভ্যন্তরে তার একটি আটোসাটো পাজমা ও কাঁচুলি জাতীয় বস্ত্র পরা আছে। নাচের এই পোশাকের ছবি তার দেয়ালে দেখেছিলাম। আমি বিস্মিত কৌতূহলে তার কাণ্ড-কীর্তি অবলোকন করছি। কিন্তু দীর্ঘদিনের নৃত্যশিল্পীর খুব একটা ভাবান্তর আসে না। সে বলে, বাজনা বা ঝুমুর ছাড়া নাচ হয় না। তবুও আপনাকে কিছুটা দেখাচ্ছি।

www.pathagar.com

সে ধীর লয়ে নাচতে থাকে। মুখে এক প্রকারের শব্দও করে। শুধুই আমার জন্য নাচ পূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। মিসেস ফরায়েজী প্রায় দশ-পনের মিনিট সুন্দর ভঙ্গিমায় নাচ দেখিয়ে একটা চক্কর দিয়ে আমার পাশে সোফায় বসে পড়ে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। তার দেহ সুন্দর। সেই সুন্দর দেহের হিন্দোল আরও চিত্তাকর্ষক। আমি কি অবমূল্যায়ন করতে পারি!

সামান্য বিশ্রাম শেষ হলে তাকে আমি বেডরুমে নিয়ে যাই। এতক্ষণ নাচ দেখিয়েছে সে। এবার আমি তাকে আমার কাজ দেখাই। আমি যতটা খুশি হয়েছিলাম সে তার চাইতে অনেক বেশি খুশি হয়।

আপনি যে এতটা পারঙ্গম জানা ছিল না!

কি করে জানবেন, আজই প্রথম আপনার কাজে এলাম।

সে বারবার আমার সবকিছু চোখভরে দেখছিল। তার যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। আমার মনে হল প্রকৃত পুরুষ হয়ত সে তেমন করে প্রত্যক্ষ করেনি। স্বল্প বিরতিতে তাকে যখন দ্বিতীয়বার নিই, আনন্দে আবেগে তার চোখে পানি চলে আসে। বলে, আরও আগে আপনার সঙ্গে দেখা হল না কেন?

বলি, বেটার লেট দ্যান নেভার।

সেদিন তাকে ছাদেও নিয়ে যাই। সে বলে, আমি কেবল শুনেছি নিজে কখনও সুইমিং পুলে সাঁতার কাটিনি।

তাকে বলি, এখানেও বিশেষত্ব রয়েছে। ছাদের দরজা আটকে দিলে দুনিয়ার কেউ দেখতে পায় না। চাইলে এই সুইমিং পুলেও কাজ পেতে পারেন।

সে বলে, আমি চাই। অবশ্যই চাই। তবে আজ নয়। আজ আমার দেহ মন ভরে গেছে। আর একদিন।

তাই হয়! আর একদিন তাকে সুইমিং পুলে নিয়ে তার সাধ পূরণ করি। প্রতিবারই সে পূর্বের চাইতে অধিকতর আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। তার ধারণা প্রতিবারই আমি নাকি নবতর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখি। সে স্বীকার করে, নাচের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার দরুণ অনেকের সাথে মিশতে হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে বিয়ের আগে এবং পরে স্বামী ছাড়াও অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু এমনটি সে আর কোথাও দেখেনি।

মিসেস ফরায়েজীকে নিয়ে আমারও সময় মন্দ কাটছিল না। সে একজন আগ্রহী

www.pathagar.com

পার্টনার। তার মধ্যে কোন জড়তা বা শৈথিল্য ছিল না। যতদিন তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় ছিল, সময়টা ভালোই কেটেছে বলতে হবে। দু'জনই দু'জনের কাছ থেকে প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত অনেক আনন্দ আহরণ করেছি। আশাতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটেছে। বছর দু'য়েক এভাবে চলেছে। তারপর কিভাবে যেন একদিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শেষ দিকে কি হয়েছিল আর স্মরণে আসছে না। কিন্তু একদিন সব কিছুর অবসান হয়।

রুবা, তুমি কি শুনছ? নাকি তন্দ্রা এসছে। কম্বল দিয়ে দেব?

না সব শুনেছি। কম্বল নয়, তোমার একটি হাত আমার ঘাড়ের নিচে দাও। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করি।

তোমার রাগ হচ্ছে না? ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে না?

রুবা চোখ পাকিয়ে বলে, হ্যাঁ হচ্ছে। বললাম না হাতটা এখানে দাও। জানো না, তোমার বুকে না শুলে আমার ঘুম আসে না। এখানে সে সুযোগ নেই। হাতটাই দাও।

রায়হান বুকের অভ্যন্তরে অনেকটা হালকা অনুভব করে। তার অন্তর খুশিতে নেচে ওঠে। তার স্ত্রী, তার প্রিয়তমা নারী, তার অনাগত সন্তানের জননী, তার রুবা তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখছে। এত অপরাধ করেও তার মতো ভাগ্যবান লোক ক'টা আছে!

দৃশ্যতই রুবা কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছে। রায়হানও চোখ বন্ধ করে খানিকটা ঘুমাবার চেষ্টা করে। তার বাম হাতটিকে আশ্রয় করে রুবা ঘুমাচ্ছে। তার মাথার চুল এসে রায়নের চোখে মুখে পড়ছে। তার ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে স্ত্রীর নিবিড় সান্নিধ্যে সে শয্যায় অবস্থান করছে। সামান্য তন্দ্রার মতো হয়েছিল, রুবার অস্ফুট শব্দে সে চোখ মেলে তাকায়। রুবা ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছে। রায়হান আর একটু কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। রুবা 'বাবা বাবা' বলে ডাকছে। নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে সে তার মৃত পিতাকে স্বপ্নে দেখেছে। বার বার পিতাকে ডাকছে। রায়হানের এত মায়া হয়! শৈশবে মাতৃহারা মেয়েটি কৈশোরে এসে পিতাকেও হারায়। ভাই বোন, নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই। কি করে, কি করে সেই সুদূর খুলনার পল্লীগ্রামের সহজ সরল মেয়েটি রাজধানীতে এসে ঘটনাচক্রে তার আশ্রয়ে এসে ক্রমান্বয়ে তার জীবনে জড়িয়ে পড়ে। সে আজ তার

স্ত্রী, আজ তার ভাবী বংশধরের জননী। জীবনে মেয়ে সে কম ঘাঁটেনি। কিন্তু রুবার মতো সর্বগুণান্বিতা, এত নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী সে দ্বিতীয়টি দেখেনি। শুধু তাই নয়, অসামান্য রূপ যৌবনের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা তাকে যে অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন তা রায়হান আর কারো মধ্যে খুঁজে পায়নি। তার মতো একজন সংসার বন্ধনহীন 'খোদাই ষাঁড়কে' সে একান্তই পোষ মানিয়ে আজ তার স্নেহের নীড়ে আবদ্ধ করেছে। তার জীবনের সব অনাচার অপকর্মের অবসান ঘটিয়ে তাকে একজন সত্যিকারের মনুষ্য পদবাচ্যে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। রুবা ছাড়া তার জীবনে এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সাধিত হত না। স্ত্রীর জন্য তার হৃদয় মথিত আরও অনেক অব্যক্ত ভালোবাসা ও সহানুভূতিতে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে।

সে অন্য হাতে তার কপোল স্পর্শ করে ডাকে, রুবা! রুবা! তুমি কি স্বপ্ন দেখছ রুবা?

রুবা চোখ মেলে তাকায়, আমি কোথায়?

এই তো তুমি আমার কাছে। আমরা লন্ডনের পথে প্লেনে রয়েছি। স্বপ্ন দেখছিলে?

রুবা ধাতস্থ হয়ে রায়হানের হাতটিকে সামনে টেনে আনে।

তোমার হাত ব্যথা করছে না? কতক্ষণ এইভাবে রেখেছি!

না, কোন অসুবিধা হয়নি। তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে?

রুবা উঠে বসে, আসন সোজা করে নেয়। তার দেখাদেখি রায়হানও আসন সোজা করে। আর ঘুমাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। লন্ডনের আর বিশেষ বিলম্বও নেই।

কি স্বপ্ন দেখছিলে রুবা? মনে হল তুমি 'বাবা বাবা' বলে ডাকছিলে।

রুবা বলে, এখন রাত রয়েছে। এ সময় স্বপ্নের কথা বলা কি ঠিক হবে?

কেন নয়? স্বপ্ন স্বপ্নই। রাতের স্বপ্ন রাতে বলা যাবে না এটা একটা সংস্কার। কোন অসুবিধা নেই। বল, কি দেখছিলে?

রুবা রায়হানের হাতটি নিজের কোলের দিকে টেনে নিয়ে বলে, আজ অনেকদিন পর বাবাকে স্বপ্ন দেখলাম। তাকে খুব খুশি মনে হল। আমাকে বলছে, মা

www.pathagar.com

আমাকে কোলে নিবি? নে মা, আমাকে কোলে নে। তোর কোলে চড়তে বড় ইচ্ছা করছে! আমি বলছিলাম, সে কি বাবা! তুমি বুড়ো মানুষ কোলে চড়বে কি! বাবা বলছিল, মা, না হয় আবার ছোট হয়ে যাচ্ছি। তুই আমাকে একটু কোলে নে, বলতে বলতেই বাবা ধীরে ধীরে ছোট্ট শিশুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। আমি ভয় পেয়ে 'বাবা বাবা' বলে ডাকছিলাম। তখনই তোমার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। কেন এমন দেখলাম?

রায়হান তাকিয়ে দেখে কেবিনের কেউ জেগে নেই। যাত্রীরা যার যার আসনে কম্বল টেনে নিদ্রার কোলে ঢলে আছে। কেবিন-ক্রুরাও নিজেদের জায়গায় বিশ্রামে রয়েছে। সে রুবাকে তার দিকে আকর্ষণ করে যতটা সম্ভব বেষ্টন করে বলে, এখনই সকাল হবে। আমাদের দেশে বলে সুবেহ্ সাদেকের সময় দেখা স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। আমি অবশ্য তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার স্বপ্নও সত্য হবে।

কি সত্য হবে? বাবা ছোট হয়ে গেল এটা কি করে সত্য হয়!

তাই হবে রুবা। তুমি বুঝতে পারছ না, তোমারই জিত হল। তোমার কোলে ছোট্ট বাবা আসছে। আমাদের ছেলে হবে। তোমার বাবাই তোমার সন্তানরূপে এই পৃথিবীতে ফিরে আসছে।

সেই আলো-আঁধারীর মায়াময় পরিবেশে, স্বামীর বাহুলগ্ন হয়ে সেই মুহূর্তে রুবার সে কথাটি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। আশান্বিত হয়ে স্বামীর উজ্জ্বল মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিক বলছ? এমনটি হতে পারে?

সবই হতে পারে রুবা। অনেক সময় মানুষের কল্পনা স্বপ্নে রূপ লাভ করে। তুমি ছেলে কামনা করছ, বিধাতা হয়ত তা অনুমোদন করেছেন। স্বপ্ন তারই ইঙ্গিত বহন করে।

রুবা এখন বলে, কিন্তু আমি যে মত পরিবর্তন করেছি। আমিও এখন তোমার মতোই মেয়ে চাই।

কেন রুবা?

সে কোন কথা বলে না। মিটি মিটি হাসে।

রায়হান বলে, বুঝেছি। আমি চাই বলে তুমি নিজের ইচ্ছাটাকে বিসর্জন দিয়েছ। কিন্তু তোমার আমার চাওয়া বড় কথা নয়। সব কিছুই নির্ভর করছে পরম

www.pathagar.com

করুণাময় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার উপর। তিনি যা দেবেন তাই তার আশীর্বাদ মনে করে কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করব।

রুবা বলে, তা তো নিশ্চয়ই। আল্লাহ্ যা দেবেন আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। আল্লাহ্ যেন তোমার ইচ্ছা পূরণ করেন।

রায়হান বলে, স্বপ্নের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছি। বাবা আসছে। পুরানা বাবা নতুন করে আসছে।

রুবা কথা বলে না। ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের রেশ ধরে সে জেগে স্বপ্ন দেখতে থাকে।

প্লেনে ঘোষণা হয়, হিথরো আসতে আর বিলম্ব নেই। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা লন্ডনের বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। তারা ধীরে ধীরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

লন্ডনের আকাশে সূর্য ওঠা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনও ঘন কুয়াশা, কখনও বৃষ্টির কারণে আকাশ আচ্ছন্ন থাকে। আজ সে রকম না হলেও তখনও সূর্য উদিত হয়নি। তারা অতি প্রত্যুষে বিমান থেকে অবতরণ করে ইমিগ্রেশনের গণ্ডি পার হয়ে সর্বাগ্রে বর্হিগমন দ্বারে এসে উপনীত হয়। তাদের সঙ্গে কেবল তিনটি ব্যাগ। বাড়তি লাগেজ না থাকায় সুবিধা। আবুল একাই ব্যাগ তিনটি বহন করছে। রায়হানের হাতে তার এটাচি। রুবার সঙ্গে তার ভ্যানিটি ব্যাগ।

বাইরে এসেই দেখতে পায় তার ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মি. রবার্ট ডিলন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের ঘুম নষ্ট করেও মি. ডিলন তাদেরকে স্বাগত জানাতে চলে এসেছে। প্লেন অবতরণের বিদঘুটে সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে রায়হান মেসেজ দিয়েছিল এয়াপোর্টে কারো আসার প্রয়োজন নেই। রিজ হোটেলে বুকিং আছে। তারা সরাসরি ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে চলে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে. এই বৃটিশ জাত অতিশয় কর্তব্য সচেতন। এক রাতে ঘুমের সামান্য ব্যাঘাত হলে কি হয়! মি. রায়হান তার স্ত্রীকে প্রথমবারের মতো লন্ডনে নিয়ে আসছে। সঙ্গে তার ম্যানেজার রয়েছে। এয়ারপোর্টে অবশ্যই যাওয়া চাই।

ডিলন তাদেরকে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায়। রায়হান ও আবুলের সঙ্গে করমর্দন করে। রুবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে একটি ফুলের ব্যুকে তার হাতে দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে রুবা হাত না মিলিয়ে সহাস্যে অভিবাদন জানায়।

ডিলন মুসলিম ভদ্রমহিলাদের বিষয়ে কিছুটা অবগত। সে হাত গুটিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

হাসিমুখে প্রত্যাভিবাদন করে।

মি. রায়হান! তোমাদের ভ্রমণ কেমন ছিল?

রাতে ভ্রমণ মন্দ নয়। ঘুমিয়েই চলে আসা যায়।

পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো? তোমার স্ত্রীকে আমার শুভেচ্ছা দাও। বল, তাকে লন্ডনে স্বাগত জানাচ্ছি।

রায়হান জবাব দেয় না। রুবার দিকে তাকিয়ে হাসে। রুবা বিষয়টা বুঝতে পারে। ভদ্রলোক মনে করেছে মিসেস রায়হান হয়ত ইংরেজি জানে না।

সে ডিলনের কথার জবাব দেয়। সুন্দর সুললিত ইংরেজিতে সে তাকে ধন্যবাদ জানায়, কষ্ট করে রাতের ঘুম নষ্ট করে তাদেরকে নিতে আসায় অনেক কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করে এবং বলে, লন্ডনে এটা তার প্রথম আগমন হলেও স্বামীর কাছে এই ঐতিহাসিক শহরের এত বর্ণনা শুনেছে যে লন্ডন দেখার জন্য সে খুব উৎসুক ছিল। এতদিনের তার স্বপ্ন সফল হল। সে ডিলনকে এয়ারপোর্টে আসার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ দেয়।

ডিলন তার প্রাঞ্জল বাচনভঙ্গি ও সহজ উচ্চারণের ইংরেজি শুনে বিস্মিত। কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করে, মিসেস রায়হান, তুমি কি বিদেশে লেখাপড়া করেছ? অথবা তোমার জন্ম কি অন্যত্র?

কেন এ কথা জিজ্ঞেসা করছ?

তোমার ইংরেজি শুনে মনে হচ্ছে তুমি ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় বড় হয়েছে।

এটাই আমার ইংল্যান্ড, আমেরিকায় প্রথম সফর।

তা হলে বাংলাদেশে কি তুমি সাহেবদের কাছে পড়াশুনা করেছ?

রায়হান এবার কথা বলে, সেসব নয় মি. ডিলন। আমি স্ত্রী ভাগ্যে অতিশয় ভাগ্যবান। আমার স্ত্রী সাধারণ ভাবেই পড়াশুনা করেছে। এখনও করছে। তবে তার ভীত খুবই শক্তিশালী। সে অতীব মেধাবী ছাত্রী।

রুবা স্বামীকে থামিয়ে দেয়, এখন এসব আলোচনা ইতি কর। মি. ডিলন, চল যাওয়া যাক। এই ভদ্রলোককে তার স্ত্রীর উপর ভাষণ দিতে বললে সে অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে পারবে। তার এটা প্রিয় বিষয়। চল, আমরা বরং যাই।

www.pathagar.com

তাই চল. কিন্তু মি. রায়হান ঠিকই বলেছে। এমন সুন্দরী এবং গুণবতী স্ত্রী লাভ করে সে সত্যিই অতীব ভাগ্যবান।

তারা হাসিমুখে এগিয়ে যায়। তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে ডিলন গিয়ে গাড়ি নিয়ে আসে। পূবের আকাশে সূর্যের আভাস দেখা যায়। তাদের গাড়ি লন্ডনের পথে।

রুবার চোখে সবই সুন্দর লাগে। রাস্তাগুলো কত চওড়া। যানবাহন একদিক দিয়ে যাচ্ছে, আর একদিক দিয়ে আসছে। মাঝখানে বিভক্তি। রাস্তার দু'পাশেও রেলিং দেওয়া। অধিকাংশ বাড়িঘর এক ডিজাইনের। সকাল হচ্ছে। সে সময় খুব ভিড় হবার কথা নয়। কিন্তু লোকে বলে এ শহর কখনও থেমে থাকে না। বিরামহীম এর গতি। কত যে গাড়ি ছুটে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই।

রুবার অভিজ্ঞতা সীমিত। খুলনা শহরের পর বড় শহর সে দেখছে ঢাকা এবং তারপর সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর শহর লন্ডনের তুলনায় তেমন না হলেও শহরটি বেশ ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন। লন্ডনও পরিচ্ছন্ন শহর বলেই মনে হচ্ছে। দালান কোঠাগুলো অনেকটা বিবর্ণ। কেমন যেন একটা প্রাণহীন মনমরা ভাব। ঊষা লগ্নের শীতল আবহাওয়া জনিত কারণেই হয়ত এমন মনে হচ্ছে। রাস্তা এবং আশপাশের আলোগুলোও হলুদ বর্ণের। শহরটাকে রুবার জন্ডিসে আক্রান্ত বলে মনে হয়। ভাবতে ভাবতে সে হেসে ফেলে। রায়হান তাকে জিজ্ঞেস করে, হাসির কি হল?

তারা দু'জন গাড়ির পেছনে বসেছে। আবুল বসেছে ডিলনের পাশে। তারা কি নিয়ে বাক্যলাপ করছিল। রুবা স্বামীকে বলে, তুমি যা-ই বল বাপু, শহরটাকে যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। রাতভর ছুটোছুটি করে এখন ঝিমুচ্ছে।

সেকথা শুনে রায়হান হেসে ফেলে। সে মি. ডিলনকে স্ত্রীর মন্তব্য শোনায়।

ডিলন বলে, তোমার মিসেস ঠিকই বলেছে, এই শহর জেগে থাকতে থাকতে এখন কিছুটা শ্রান্ত। ভেব না মিসেস রায়হান, আর একটু এগুলেই আমরা মধ্য লন্ডনে পড়ব। ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং বেলা বাড়লে অফিসের সময় শুরু হলে যখন দোকানপাট খুলে যাবে এই প্রবীণা শহরটি তখন নবীনার মতো চঞ্চলা হয়ে উঠবে।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, তোমার স্ত্রীর খবর কি মি. ডিলন?

সে জবাব দেয়, সে কারণেই সে এয়ারপোর্টে আসতে পারেনি। সে সন্তানসম্ভবা। তাই আমাকে একাই তোমাদেরকে স্বাগত জানাতে হল।

www.pathagar.com

রায়হান কি বলতে উদ্যত হতেই রুবা তার হাত চেপে তাকে থামিয়ে দেয়। রুবা ডিলনকে উদ্দেশ্য করে বলে, তার আসার প্রশ্নই আসে না। তোমার আসাটাই আমাদের কাছে বেশি মনে হচ্ছে। যা অসময়ে প্লেনটা নামে!

ডিলন বলে, আমার স্ত্রীর অবশ্য তোমাদের সাথে স্বাক্ষাৎ করার খুবই আগ্রহ। বিশেষ করে মিসেস রায়হানের সঙ্গে।

রুবা হাসিমুখে জবাব দেয়, অবশ্যই আমাদের দেখা হবে।

সে স্বামীকে বলে, একটা জিনিস লক্ষ করেছ, রাস্তা ফাঁকা থাকলেও কেউ ট্রাফিক সিগন্যাল ভঙ্গ করছে না। হলুদ বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ওখানে হলুদের পর লালবাতি জ্বলে উঠলেও কারো ভ্রূক্ষেপ থাকে না। আইন ভঙ্গ করে বাহাদুরি পায়।

ঠিক বলেছ। এই আইন মেনে চলা এবং নীতি-নিষ্ঠা থাকার কারণেই এই বৃটিশ জাতি এত উন্নতি সাধন করেছে। কর্তব্য-নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম তাদেরকে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত করেছিল। এক সময় বলা হত, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। তাদেরই রাজধানী এই শহর। পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন আমার কাছে লন্ডনের আবেদন সব সময়ই পৃথক। যতই পুরনো হোক না কেন, লন্ডন ইজ লন্ডন।

রুবা একমনে স্বামীর কথা শুনছিল। ডিলন ঘোষণা করে, আমরা এসে গেছি।

রুবা তাকিয়ে দেখে চারদিকে বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা সমূহের মাঝে হোটেল রিজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার নামাঙ্কিত নিওন বাতি সগৌরবে জ্বলছে। মি. ডিলন গাড়ি গেটের সম্মুখে নিয়ে গেলে উর্দ্দীপরা দ্বাররক্ষী এসে অভিবাদন করে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। তারা নেমে পড়ে। ডিলনও গাড়ি সেখানে রেখে তাদের সঙ্গে নেমে পড়ে। হোটেলের কর্মী এসে সেটা যথাস্থানে সরিয়ে নেবে।

রায়হান লবীতে প্রবেশ করে বলে, মিসেস রায়হান, সিঙ্গাপুরের মতো দায়দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আমি ব্যবসায়ের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু দেখব না।

রুবা হাসিমুখে অভ্যর্থনার দিকে এগিয়ে যায়। বলে, তোমরা তিন জন পুরুষ বিশ্রাম কর। আমি দেখছি।

তাই হয়। তারা তিন জন দাঁড়িয়ে একথা সেকথা আলোচনা করে। রুবা অভ্যর্থনায় কার্যরত কর্মচারীকে গিয়ে বলে, গুড মর্নিং।

www.pathagar.com

গুড, মর্নিং ম্যাডাম, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

রুবা বলে, সবই পার। মি. রেজা রায়হানের নামে বুকিং রয়েছে ঢাকা থেকে। আমরা এসে পড়েছি।

এক মিনিট ম্যাডাম।

সে একটি চার্ট পরীক্ষা করে সসম্ভ্রমে বলে, তোমাদের জন্য একটি স্যুইট বুক করা আছে। আমাদের কাছে প্রেরিত বার্তা মতে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও তোমাদের সঙ্গে একজন সহকারী থাকবে। সে মতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হ্যাঁ, আমাদের ম্যানেজারও আমাদের সঙ্গে থাকবে। একত্রে ব্যবস্থা করে দেওয়া কি সম্ভব? তা হলে ভালো হয়।

হ্যাঁ ম্যাডাম। তাই করা হয়েছে। তোমাদের স্যুইটের বসার ঘরের সাথে একটি পৃথক ঘর আছে। বিভিন্ন সময় প্রয়োজনানুসারে সেটা ব্যবহার করা হয়। এবার সেটাকে শোবার ঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। শুধু একটাই অসুবিধা, তাকে বসার ঘরের বাথ ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোন সমস্যা নেই।

মাস্টার বেডরুমে পৃথক টয়লেট বা বাথ নিশ্চয়ই রয়েছে?

অবশ্যই ম্যাডাম। তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তোমরা স্যুইট দেখে সন্তুষ্ট হবে। এখানে দয়া করে স্বাক্ষর করে দাও। তোমাদের পাসপোর্টগুলোও নিয়ম রক্ষার জন্য দেখতে হবে।

পাসপোর্টগুলো তার ভ্যানিটি ব্যাগেই ছিল। সে বের করে দেখায়। দ্রুত সব কাজ সম্পন্ন করে তাকে তিনটি প্লাস্টিকের চাবি দেওয়া হয় এবং একজন বেয়ারা এসে তাদের ব্যাগগুলো তুলে নেয়।

ডিলন বলে, তোমাদের যদি ক্ষুধা লেগে থাকে তা হলে এখনই প্রাতরাশ সেরে ঘরে যেতে পার। এখানে রাত থাকতেই সব শুরু হয়ে যায়।

রায়হান স্ত্রীর দিকে তাকায়। সে বলে, না, আমরা এখন ক্ষুধার্ত নই। প্লেনে প্রচুর খাইয়েছে। আমরা হয়ত আজ আর প্রাতরাশ খাব না। এখন সোজা বিছানায় যাব।

ডিলন বলে, সেটাই এই মুহূর্তের প্রয়োজন। আমিও বাসায় ফিরে একটা ঘুম দেব। আজ তোমাদেরকে আমি ও আমার স্ত্রী এই হোটেলেই ওয়েলকাম লাঞ্চ

www.pathagar.com

দেব। মিসেস রায়হান, তুমি কি কিছু মনে করবে যদি আর একজন মানুষকে দ্বিপ্রহরের খানায় ডাকি? মি. এডওয়ার্ড আসতে চাচ্ছে রায়হান সাহেবের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশে।

রুবা উত্তর করে, মোটেই কিছু মনে করব না। তাকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে এসো। সে কি তোমাদের ব্যবসারই একজন?

হ্যাঁ। তা হলে আমরা একটার সময় এখানে চলে আসব। আমি, আমার স্ত্রী এবং মি. এডওয়ার্ড। আমি বলে যাচ্ছি ছ'জন আমরা লাঞ্চে আসব। এখন তোমরা অনুমতি দিলে বিদায় হই। দ্বিপ্রহরে দেখা হবে। তোমরা ততক্ষণে ঘুমিয়ে উঠে ঝরঝরে হবে বলে আশা রাখি।

তারা তাকে বিদায় জানিয়ে বেয়ারার সঙ্গে নিজেদের স্যুইটে চলে আসে। হোটেলের ত্রিতলে তাদের স্যুইট। বড় রাস্তা মুখ করে বেডরুম। খুব বিরাট না হলেও রুবার পছন্দ হয়। রায়হান বলেছিল, খুব নামী-দামী হোটেল। বিদেশ থেকে তারকা অভিনেতা অভিনেত্রী লন্ডনে এসে নাকি এই হোটেলেই থাকে। হোটেলটির অবস্থান মধ্য লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে বিধায় এখানে পূর্ব থেকে বুকিং না থাকলে স্থান পাওয়া কঠিন। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে এই হোটেলের ক্যাসিনো লন্ডন খ্যাত। তারা যখন হোটেলে এসে ওঠে তখনও হোটেলের ব্যস্ততা শুরু হয়নি। তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠে হয়ত ব্যস্ততম সময় প্রত্যক্ষ করবে। বেয়ারা টিপস্ নিয়ে বিদায় হতে রুবা সব ঘুরে ঘুরে দেখে। তাদের শোবার ঘর সংলগ্ন বাথরুমটিও চমৎকার। বেশ বড়। পরে সুসজ্জিত একটি বসার ঘর। সেখানে ডাইনিং টেবিলও সেট করা। তার একদিক একটি বাথরুম। অন্যদিকে আর একটি ছোট কক্ষ। সেটি শয়ন কক্ষে রূপান্তর করা হয়েছে।

রুবা বলে, ঘরটা ছোট। আবুল ভাই, তোমার অসুবিধা হবে না তো? অবশ্য এটাকে কেবল শোবার জন্য ব্যবহার করবে। পৃথক বসার ঘর তো রয়েছেই।

আবুল বলে, কি যে বলেন! কোনই অসুবিধা হবে না। এখানে সব রাজকীয় ব্যবস্থা। আমি এত বিলাস বহুল ব্যবস্থায় অভ্যস্ত নই। আমি স্যারকে বলেছিলাম, আমি বরং কাছাকাছি অন্য কোন সাধারণ হোটেলে উঠি।

রায়হান তাকে ধমক দেয়, এই আবুল, আর কক্ষনো এ ধরনের কথা আমার সম্মুখে উচ্চারণ করবি না। টাকা মানুষ কি জন্য উপার্জন করে? ব্যয় করার জন্য। এটা মনে রাখিস। তোর কি কিছু খাবারের প্রয়োজন? তা হলে রুম সার্ভিসকে

www.pathagar.com

ফোন করে আনিয়ে নিস। এখানে মেনু আছে। দেখে নিতে পারিস।

না স্যার, দুপুরের আগে আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। ক্ষুধা লাগলে এই এত এত ফল রয়েছে। কিছু খেয়ে নেব।

বস্তুত, তাদের স্যুইটের ডাইনিং টেবিলি হোটেলের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এক ঝুড়ি টাটকা ফল ও একটি বড় ফুলের তোড়া রেখে দেওয়া হয়েছে। ফ্রিজে বিভিন্ন পানীয়ও রক্ষিত আছে।

রুবা বলে, ইচ্ছা করলে এখান থেকে কোন ড্রিঙ্কও নিতে পার। কিন্তু খবরদার! কোন হার্ড ড্রিঙ্কস এর মধ্যে হাত দেওয়া চলবে না।

কথাটা বলাই বাহুল্য। রুবা পরিহাস করে বলেছে। সকলেই জানে আবুলের কোন দিনই এসবের অভ্যাস নেই। এসব কেন, সে পান সিগারেটেও অভ্যস্ত নয়।

রুবা বলে, আবুল ভাই, তা হলে শুয়ে পড়। ঘন্টা চার-পাঁচ আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। তারপর উঠে মি. ডিলনের লাঞ্চ।

তারা নিজেদের শোবার আয়োজনে চলে যায়। রায়হান রহস্য করে বলে, এই যে মিসেস রায়হান, লন্ডনের মাটিতে প্রথম রজনীর একটু উদ্বোধন হবে না? তা হলে ঘুমটাও ভালো হত।

রুবা হসিমুখেই উত্তর করে, বলেছ প্রথম রজনী। সেটা আসতে অনেক বিলম্ব রয়েছে। এখন মাত্র সকাল। গোলমাল না করে ঘুমোও। প্রথম রজনী অবশ্যই যথাসময়ে পালন করা হবে।

রায়হান আর কোন কথা না বলে পরিধেয় পাল্টে চুপচাপ বিছানায় ঢুকে পড়ে। রুবা এসে বিছানায় প্রবেশ করতেই রায়হান তাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে। বলে, বউ, ঘুমের ঔষুধ ছাড়া ঘুম আসবে না। সময়ের হেরফের বিবেচনা করে একটু সদয় হও।

রুবা হাসতে থাকে। রায়হান বুঝতে পারে বাতাস অনুকূলে। তার এক কথা, সকাল হোক বিকাল হোক কিছুটা প্রাতভ্রমণ চাই-ই চাই! থাকুক আর না থাকুক খাবার পর মিষ্টি কিছুটা চাই-ই চাই!

ঘন্টা কয়েক ঘুমিয়ে তারা গোছলাদি সেরে ফ্রেশ হতেই লবী থেকে ডিলন সাহেবের ফোন আসে, তোমরা কি প্রস্তুত? নিচে নামবে?

www.pathagar.com

আবুল জবাব দেয়, আমরা এক্ষুনি আসছি।

নিচে নামলে মিসেস ডিলন বা এলিজাবেথ রুজ এবং মি. এডওয়ার্ড পাসকিন-এর সঙ্গে তাদের আনুষ্ঠানিক পরিচয় হয়। রায়হান অবশ্য মি. এডওয়ার্ডকে পূর্ব থেকেই চেনে। মিসেস ডিলনকে দেখলে অবশ্য বুঝা যায় না সে অন্তঃস্বত্ত্বা। যদিও চেহারার মধ্যে একটা ফ্যাকাশে ভাব ফুটে আছে। ভদ্রমহিলা বোধহয় চেন স্মোকার। পরিচয়ের শুরুতেই সে নিবেদন করে, আমার সিগারেট খাওয়া মার্জনা করতে হবে। এটা ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলে না।

রুবা বলে, শুনলাম তুমি মা হতে যাচ্ছ। অতিরিক্ত ধূমপান কি সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না? আমার অবশ্য এ বিষয়ে তেমন কোন জ্ঞান নেই। জানার জন্য জিজ্ঞেস করলাম।

ডিলন বলে, অবশ্যই ক্ষতির কারণ হতে পারে। কিন্তু ধূমপান না করলে অধিকতর ক্ষতির কারণ হবে।

সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ডিলন চোখে-মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনয়ন করে বলে, সিগারেট ছেড়ে রুজ যদি এ্যালকহল শুরু করে তা হলে বাচ্চা এ্যালকহলিক হয়ে জন্মাবার আশঙ্কা। তার চাইতে ধূম্রাছন্ন বাচ্চাই ভালো।

তার স্ত্রী রাগ করতে গিয়েও সকলের সঙ্গে হেসে ফেলে। বলে, তোমরা এসব বিশ্বাস করো না। নিজে ধূমপান করে না বলে আমার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চায়। ডাক্তার অবশ্য সিগারেট কম খেতেই পরামর্শ দিয়েছে।

ডিলন স্বোচ্চারে বলে ওঠে, তবে!

তারা তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ছ'জনের টেবিলে গিয়ে আসন গ্রহণ করে। বাটলার এসে জানতে চায় কি ড্রিঙ্কস্ সার্ভ করবে।

রুবা বলে, তোমরা তিন জন নিজেদের মতো নিতে পার। আমাদের চলবে না।

এডওয়ার্ড সাহেব বলে, মি. রায়হানের তো এসব ভালোই চলত। এখন কি পরিত্যাগ করেছ?

রায়হান জবাব দেয়, বন্ধু, দুঃখের কথা আর স্মরণ করিয়ে দিয়ো না। ওয়ান্স আপন এ টাইম। সে একটা সময় ছিল যখন রেজা রায়হান স্বাধীন ছিল। এখন

এমন এক কড়া অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছি যে উঠে ভাত খুঁটে খেতে পারি না।

মানে?

মানে, এরকম খাণ্ডারণী স্ত্রী মজুত থাকলে বেচারা স্বামী প্রবরের আর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য থাকে না।

এডওয়ার্ড বুঝতে পারে। হাসতে হাসতে বলেন, তার মানে কি তুমি বিয়ের পর একটি স্ত্রৈণ বিশেষে পরিণত হয়েছে?

আমি বিয়ের পূর্ব থেকেই স্ত্রৈণ।

মানে?

মিসেস তার বহু পূর্ব থেকেই আমার উপর তার পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

তাই বল। সেই অতি পুরাতন কাহিনী!

রুবা বলে, কাহিনী পুরাতন বা নতুন নয়। বরং চিরন্তন। হার্ড ড্রিঙ্কস আমাদের দেশের গরম আবহাওয়ায় চলে না। ডাক্তারও নিষেধ করেছে। তাই সে সব বন্ধ।

ডিলন বলে, তুমি উপযুক্ত কাজ করেছ। কেউ যদি রুজকে ধূমপান বন্ধ করাতে পারত!

রায়হান বলে, তুমি নিশ্চয়ই স্ত্রৈণ নও। তাই পারছ না।

রুজ এবার উচ্চস্বরে বলে, ঠিক বলেছ।

তারা তিন জন ড্রিঙ্কসের অর্ডার দেয়। এদের জন্য কোমল পানীয় আসে।

মিসেস ডিলন তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটি ব্রাউন রঙয়ের চামড়া বাঁধানো নতুন ডায়েরি বের করে রুবার হস্তে অর্পণ করে বলে, এটা মূলত একটা ডায়েরি হলেও এর অর্ধেকটা জুড়ে লন্ডন মহানগরীর যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত আছে। আমি তোমার আসার কথা শুনেই এটি তোমার জন্য কিনে রেখেছি।

চমৎকার জিনিস। রঙটা খুবই সুন্দর। উপরে কিছুই লেখা নেই। উপহারের জন্য অনেক ধন্যবাদ।

তোমার পছন্দ হয়েছে দেখে খুশি হলাম। এটা লন্ডন সফরে যারা আসবে তাদের

www.pathagar.com

জন্য উপযোগী। শহরের সব বৃত্তান্ত এতে লেখা আছে। রেল, বাস, টিউব লাইনের সব খবরাখবর, দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের বর্ণনা, সিনেমা, থিয়েটার বা অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানসমূহের ফিরিস্তি, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি প্রভৃতির সংবাদ, কোথায় কি মার্কেটিং করবে তার গাইড এবং ভোজন রসিকদের জন্য সর্ববিধ খবরাদি এতে সংযোজিত আছে। তোমার কাজে লাগাতে পারে ভেবেই এই সামান্য জিনিসটা এনেছি।

রুবা বলে, মিসেস ডিলন, এটা খুবই বিবেচনাপ্রসূত কাজ হয়েছে। তোমাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খাবার চলে আসে। খেতে খেতে পুরুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অনেক বিষয়েই আলাপ করে। মহিলা দু'জন মূলত লন্ডনের অবশ্য দ্রষ্টব্য এবং কেনাকাটা বিষয়ে তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে।

রুবা এক সময় একান্তে তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কতদিন চলছে?

রুজ বুঝতে পারে না। পাল্টা প্রশ্ন করে, কিসের কতদিন?

তোমার গর্ভধারণের।

তাই বল। না, খুব বেশি দিন হয়নি। মাস তিনেক।

তোমাকে বাহ্যিকভাবে দেখে কিন্তু কিছুই বুঝা যায় না।

বল কি! সকলে যে বলে, আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে!

তারা তোমাকে পূর্ব থেকে দেখছে। আমার সে সুযোগ ছিল না।

তা অবশ্য ঠিক। মিসেস রায়হান, তোমরা কতদিন বিয়ে করেছ? সন্তানাদি যে হয়নি তা দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

রুবা সরাসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উত্তর করে, তা সময় কম পার হল না। সন্তান নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এল।

তোমরা কি সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা নিয়েছ?

রুবা সে কথারও প্রত্যক্ষ জবাব দেয় না। বলে, দেখা যাক।

রুজ বলে, তোমাদেরকে যদি একদিন আমাদের বাসায় ডাকি তোমরা লাঞ্চ বা ডিনারে আসতে পারবে না?

www.pathagar.com

রুবা বলে, এই তো একসঙ্গে লাঞ্চ করা গেল। তোমার এখন এসব ঝামেলায় যাওয়ার কোন মানে হয় না। তাছাড়া আমাদের পর্যাপ্ত সময়ের অভাব। যে ক'দিন থাকব একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই। সে ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষায় অহেতুক সময় ক্ষেপণ ঠিক হবে না। তুমি কিছু মনো করো না। আজই তো তোমাদের নিমন্ত্রণে একসঙ্গে খেলাম।

মিসেস ডিলন সে নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। সে নতুন করে সিগারেট ধরায়। খাওয়া শেষ হয়।

রায়হান বলে, রুবা তুমি উপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পার। আবুলের সঙ্গে আমার এটাচিটা পাঠিয়ে দিও। আমি লাউঞ্জে বসে এদের সঙ্গে আরও খানিকটা আলাপ সেরে নিই। বেশিক্ষণ নেব না।

রুবা জিজ্ঞেস করে, সে সময় কি মিসেস ডিলন উপরে এসে আমাদের স্যুইটে একটু অপেক্ষা করবে? অথবা তোমরা উপরেও বসতে পার।

রায়হান বলে, লাউঞ্জে কোন অসুবিধা নেই।

মিসেস ডিলন সম্মত হয় না। বলে, না, আমি একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব। আমার একটা এপয়েন্টমেন্ট আছে। গুডবাই মিসেস রায়হান। আশা করি আবার দেখা হবে। লন্ডনে যে কোন প্রয়োজনে আমাকে টেলিফোন করতে পার। আমি যখন-তখনই লন্ডন চষে বেড়াই।

গুড্‌বাই মিসেস ডিলন। কথাটা অবশ্যই মনে থাকবে। উপহারের জন্য আর একবার ধন্যবাদ।

বারবার বল না তো! সামান্যই জিনিস। শুধু লজ্জা দিচ্ছ।

সে সকলের থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীকে সংক্ষিপ্ত চুম্বন করে সেখান থেকে বিদায় নেয়। রুবা আবুলকে নিয়ে উপরে উঠে আসে। পরে আবার তার সাথেই নেমে আসে। নিজের থেকেই বলে, এখন বিশ্রাম ভালো লাগবে না। আমি হোটেলের মধ্যেই খানিকটা ঘোরাফিরা করি।

রায়হান আবুলকে ইশারা করে রুবার সাথে যেতে। তারা তিনজন লাউঞ্জের এক কোণায় বসে নিজেদের আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

ঘুরে ঘুরে এক সময় রুবা হোটেলের একটি দর্জি দোকানের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মডেলের গায়ে স্যুট পরানো। দেখে রুবার এত ভালো লাগে। কি সুন্দর

www.pathagar.com

পোশাক!

সে ভিতরে প্রবেশ করে। একজন প্রৌঢ় ইংরেজ এগিয়ে আসে, গুড় আফটারনুন ম্যাম, আমি কি করতে পারি তোমার জন্য?

গুড় আফটারনুন! আমি ভাবছিলাম, তোমরা কি আমার স্বামীর একটি স্যুট দেখে সেই মাপের কাপড় তৈরি করে দিতে পারবে?

নিশ্চয় পারব। স্যুট কি এনেছ?

না। আমি এই হোটেলেই পাঁচ নম্বর ঘরে থাকি। তুমি কি অনুগ্রহ করে একজন কাউকে সাথে দেবে, যে গিয়ে স্যুটের মাপ নিয়ে আসবে? আমি আমার স্বামীর অজ্ঞাতে তার জন্য কাপড় বানাতে চাই। তাকে সারপ্রাইজ দেব আর কি! পারবে?

কেন নয়! অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এ কাজ করব। তুমি কাপড় পছন্দ করে অর্ডার দিয়ে যাও। কিছু এ্যাডভান্স করতে হবে।

রুবা দুইটি স্যুটের অর্ডার দেয়। এ্যাডভান্সও দেয়। আবুলকে বলে, আবুল ভাই, তুমি তো আবার রামভক্ত হনুমান। তোমার স্যারকে বলে দিও না।

আবুল হাসে। বলে, রামভক্ত বলেই হনুমান সীতার জন্য জীবনপণ করেছিল। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি স্যারকে কিছুই বলব না।

রুবা খুশি মনে সুইটে এসে রায়হানের কাপড় মাপ দিয়ে দেয়। লোকটিকে আরও বলে, এই দুটি স্যুটের সঙ্গে ম্যাচ করে টাই এবং শার্ট সংগ্রহ করে দিতে পারবে? তোমাদের মডেলের গায়ে যেমন দেখেছি! আমি মূল্যাবান জিনিস চাই। পারবে না?

অবশ্যই পারব।

তাই করো। আমি তাকে ফুল সেট প্রেজেন্ট করব।

তাই হবে ম্যাডাম। তোমাদের সেবায় আসতে পেরে আমরা কৃতার্থ।

আবুল নিচে গিয়ে স্যারের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয়।

রুবা মিসেস ডিলনের দেওয়া ডায়েরি পড়ে দেখে তাতে বলা হয়েছে, লন্ডনে যারা প্রথমবার আসে তারা যেন টুরিস্ট বাসের ছাদে চড়ে পুরো শহরে একটা চক্কর লাগায়। তাতে শহরটা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে নেবে।

www.pathagar.com

সে সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ট্যুর এন্ড এক্সকারসন কাউন্টারে টেলিফোন করে। তারা জানায়, ইচ্ছা করলে তারা বৈকালিক বাসে লন্ডন ভ্রমণে বের হতে পারে চারটায় তাদেরকে হোটেল থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং রাত আটটায় হোটেলের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া হবে। ইচ্ছা করলে তারা পূর্বেও পছন্দমতো জায়গায় নেমে যেতে পারে।

রুবা বাসের ছাদে তিনটি সিট বুক করে। কাউন্টারের কর্মীটি খুবই সজ্জন। সে বলে, সঙ্গে ছাতা রেখো। লন্ডনের আবহাওয়া কিছুই বলা যায় না। যে কোন সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমে আসতে পারে।

আমাদের সঙ্গে ছাতা নেই। এখানে কি ক্রয় করার সুবিধা আছে?

তা নেই। তবে, তোমরা চাইলে আমি ছাতা ধার দিতে পারি। ব্যবস্থা করে রাখব। হোটেলের শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি খুবই উপকারী ব্যক্তি।

রায়হান ঘরে প্রত্যাবর্তন করে জিজ্ঞেস করে, রুবা লন্ডন কেমন লাগছে? তুমি কি আরও একটু বিশ্রাম নেবে না অন্য কোন প্রোগ্রাম করব?

সে হাসিমুখে বলে, আমি প্রোগ্রাম করে ফেলেছি। তুমি না আমাকে সব দায়িত্ব দিয়েছ!

অবশ্যই। তা কি প্রোগ্রাম করেছ জানতে পারি?

পার এবং বিনাবাক্যে সেটা অনুমোদন করতে পার। আমি মিসেস ডিলনের ডায়েরি তথ্য কাজে লাগিয়েছি।

চমৎকার, দেখতে পাচ্ছি তার উপহারটি কাজে আসছে। কি ঠিক করেছে?

রুবা দু'জনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, এখনও ঘণ্টা খানিক সময় আছে। একটু গড়িয়ে নিতে পার। বিকেল চারটায় ট্যুরিস্ট বাস আমাদের তুলে নেবে। বাসের ছাদে চেপে চার ঘন্টার জন্য লন্ডন ভ্রমণ।

রুবা, তুমি জানো না, এখানকার ওয়েদার খুবই অনিশ্চিত। ছাদে চড়া ঠিক হবে না। যখন তখন বৃষ্টি হতে পারে।

তার ব্যবস্থাও করেছি। হোটেল থেকে তিনটি ছাতা ধার দেবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

www.pathagar.com

রায়হান স্ত্রীর মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সবদিকে রুবার খেয়াল আছে। না, তাকে আর কোন বিষয়েই চিন্তা করতে হবে না। রুবা আর আবুল যেখানে সঙ্গে রয়েছে, সে পরমানন্দে দিন গুজরান করতে পারে।

তাদের ভাগ্য গুণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক সেদিন বৃষ্টি হয় না। রোদও ছিল না। বাসের ছাদে বসে শহর দেখার প্রকৃষ্ট পরিবেশ ছিল। আবুল ইচ্ছা করেই কিছুটা দূরত্বে পেছনের দিকে আসন নিয়েছে। রুবা ও রায়হান পাশাপাশি সামনের দিকে বসেছে।

গাইড ছেলেটি সুরসিক। বিভিন্ন জায়গায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে সে রসিকতাও করছে। হাইডপার্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলছে, এখানে তুমি যা খুশি বক্তৃতা করতে পার। নিজের জননী ও ইংল্যান্ডের রানীকে সম্মানজনক ব্যতিক্রম রেখে তুমি মুখে মুখে যাকে খুশি বিছানায় নিতে পার। কেউ কিছু বলবে না। কারো সঙ্গিনীর অভাব হলে এখন থেকে তাও সংগ্রহ করে নিতে পার।

একটা প্রাচীন প্যালেসের নিকট দিয়ে যাবার সময় বলে, ওখানে না যাওয়াই নিরাপদ। ওর অভ্যন্তরে রাজকীয় জুয়েলারী রক্ষিত আছে। পয়সা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে চোখে দেখতে পাবে। কিন্তু বেশি লোভ করলে বিপদ আছে। ওখানে ওদের থট রিডিং যন্ত্র আছে। লোভ করলেই ধরা পড়ে যাবে।

বাকিংহাম প্যালেসের সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় বারবারই বলে ফাকিংহাম প্যালেস।

কেউ একজন তাকে সংশোধন করে দিলে বলে, সরি, বাকিংহাম প্যালেসই বটে, তবে ওখানে যা কাজ হয় তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

রুবা হেসে বাঁচে না। সে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, এভাবে বলছে, তাকে অভিযুক্ত করবে না?

না, পরিহাস করে এখানে অনেক কিছু বলার অধিকার আছে। এরা সত্যিকার অর্থে বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। কিন্তু রাণীর সম্বন্ধে কিছু বললে ভিন্ন কথা। আজকাল অবশ্য তাকেও ওরা ছেড়ে কথা বলে না।

রুবা খুবই সন্তুষ্ট। গাইড ছেলেটি এক সময় বলে, তোমাদের কপাল ভালো। আজ ওয়েদার চমৎকার। এখানকার মহিলাদের মতোই লন্ডনের আবহাওয়াও অনিশ্চিত।

www.pathagar.com

তার মন্তব্য সকলেই হাসিমুখে নেয়। সেন্ট্রাল লন্ডনের একটা সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে এই বাসের সফরের ফলে। সবকিছুই সে গভীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। জিজ্ঞেস করে, এত বিরাট বিরাট সব অট্টালিকা! একটার পায়ে আর একটা। এর আর শেষ নেই। আচ্ছা এগুলোকে নতুন করে রঙ করে না কেন? মনে হচ্ছে, ধূঁয়া আর বৃষ্টির পানিতে সব রঙ মুছে গেছে।

রায়হান বলে, তা নয়। এটাই আদি রঙ। বৃটিশরা দারুণ রক্ষণশীল। আগের দিনের আমাদের দেশে জমিদার গিন্নীরা যেমন গায়ের স্বর্ণালঙ্কারে ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখত এরাও নিজেদের বিলাসবহুল সব অট্টালিকার বাইরের রূপ ছাইবর্ণ করে রাখে। প্রকৃতগত এই বর্ণটাই ওদের বেশি পছন্দ। প্রয়োজন হলে বরং প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সেভাবে বিবর্ণ করে তোলার প্রয়াস পায়।

রুবা অবাক হয়ে স্বামীর কথা শোনে। তা-ই হবে। তা না হলে প্রায় সব দালান-কোঠার এক রকম বিষণ্ন রঙ হত না। হালকা ধূসর বর্ণ বা সিমেন্টের প্রাকৃতিক রঙই বেশি পরিদৃষ্ট হয়। শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত টেমস্ নদী দেখে সে অবাক হয়। এত নাম ডাক শুনেছে যে নদীর সেটা তাদের দেশের বড় খালের মতো। তবে তার উপর কত কত ব্রিজ! ব্রিজ দু'দিকে উঠে গিয়ে জাহাজ চলার ব্যবস্থাও রয়েছে। রুবা যা দেখে তাতেই অবাক হয়। গাইড ছেলেটির অনর্গল কথকতার মাঝে সে রায়হানকে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জেনে নেয়।

রায়হান বলে, আজ কিছুটা ধারণা হল। আগামীকাল যদি চাও গাড়িতে আমরা সারাদিন ঘুরতে পারি। সকালে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য আমাকে ছুটি দিও। একটু কাজে যাব। তারপরই তোমার সেবায় বান্দা প্রস্তুত।

বাস সে সময় ট্রাফালগার স্কোয়ারের কাছে এসে গেছে। রায়হান এবার বলে, রুবা, আজকের মতো সময় প্রায় শেষ। চল আমরা এখানে নেমে পড়ি। এটাও ট্যুরিস্টদের একটা বড় আকর্ষণীয় স্থান। এখানে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে নৈশভোজ সেরে আমরা হোটেলে ফিরে যেতে পারি। কি বল রুবা?

ঠিক আছে। তাই চল। বিকেলে কিছু না খেয়ে ভালোই হয়েছে। ক্ষুধাটা জমবে।

স্কোয়ারে নেলসনের মূর্তির পাদদেশে সে সময় কিসের একটা সমাবেশ হচ্ছিল। নানা প্রকারের কিম্ভূত বেশধারী তরুণ তরুণীর সংখ্যাই বেশি। মাইক লাগিয়ে কেউ একজন খুব দ্রুতলয়ে কিসব বক্তৃতা করে। তারপরই একজন একটা ইলেকট্রিক গিটার নিয়ে বাজাতে থাকে। তার ছন্দে অনেক তরুণ-তরুণী জোড়ায়

www.pathagar.com

জোড়ায় নাচতে থাকে। তারা কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে সেটা উপভোগ করে। রায়হান রুবার পিঠে হাত রেখে বলে, চল। এদের এসব কাণ্ডকীর্তি দেখে লাভ নেই। কি জন্য কি করছে জানি না। শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

রুবা বলে, কিন্তু আমার মন্দ লাগছে না। আর কিছুক্ষণ দেখি।

বেশ।

তারা অনেকের দেখাদেখি রাস্তার পাশে সিমেন্টের উপরে বসে পড়ে। আবুল কোথা থেকে এক ঠোঙ্গা কাজু কিনে এনেছে।

তিন জন মহানন্দে তাই খায়।

রুবা বলে, এবার চল যাই। তোমাদের কাজু খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে ক্ষুধা ভালোই লেগেছে।

আবুল বলে, তা অবশ্য ঠিক। তবে আরও কিছুক্ষণ দেখা যায়।

রায়হান বলে, না, যায় না। তুই যে বাদাম এনেছিস তা শেষ। এখন খাবারের সন্ধানে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাতে কি খাবে রুবা?

রুবা আবুলকে জিজ্ঞেস করে, রাতে কি খাবে আবুল ভাই?

আবুল রায়হানকে জিজ্ঞেস করে, রাতে কি খাবেন স্যার?

তিন জনই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

রায়হান বলে, তোর মাথা খাব। যদ্দিন দেশে যদাচার। আজ ইংরেজদের খাবারই চলুক। দুপুরে এদের ট্রাডিশনাল লাঞ্চ খেয়েছি। রাতে হউক ইংলিশ ডিনার। কাল সকালে ব্রেক ফাস্ট হোটেলেই খাব। তারপর প্রয়োজনে খাদ্যে পরিবর্তন আনা যাবে। এ বিষয়ে কর্ত্রীর অভিমত কি?

আমার অমত নেই। কাল থেকে উইম্পী, ম্যাকডোনাল্ড, ক্যানটাকী এসব চালান যাবে। কিন্তু আজ তোমার পরামর্শই গ্রহণ করা যাক। খাবার পছন্দ না হলে তোমার উপর ঝাল মিটানো যাবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা গেল। ক্ষুধা থাকলে খাবার অবশ্যই পছন্দ হবে। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, লন্ডন ডাইনিং। আমি পূর্বে খেয়েছি। এদের খাবার ভালো। চল আজ সেখানেই যাওয়া যাক।

www.pathagar.com

রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখা গেল কিছুকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কোন টেবিল খালি নেই। অপেক্ষা করার পৃথক স্থান রয়েছে। ওয়েটিং লিস্টেও ক্রমিক আছে। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর তাদেরকে স্থান করে দেওয়া হয়।

রায়হান বলে, পরের রুচিতে পোশাক পরা, নিজের রুচিতে খানা খাওয়া। মেনু দেখে যার যার অর্ডার দাও।

রুবা বলে, না, তা হবে না। এখানে একমাত্র তোমারই অভিজ্ঞতা রয়েছে। অনুমতি দেওয়া গেল, তুমিই তিন জনের খাবারের অর্ডার দেবে এবং খাবার মন্দ হলে প্রচুর গঞ্জনা শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখবে।

ঠিক আছে। পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। অগত্যা আমিই অর্ডার দিচ্ছি। কারো কোন বিশেষ পছন্দ আছে?

রুবা বলে, আছে, আমি স্যুপ নেব এবং খাবারের শেষে ডেজার্টও খাব।

আবুল বলে, আমিও।

রায়হান মন্তব্য করে, আবুল, বাইরে বেরিয়ে তুই একটা ধামা ধরায় রূপান্তরিক হয়েছিস।

না স্যার। ওই দুটা জিনিস আমিও পছন্দ করি, তাই বললাম। ধামা ধরিনি।

ধরেছিস, ভালো করেই ধরছিস। তোর যেমন প্রথম বিদেশ ভ্রমণ, রুবারও তাই। এত সঙ্কোচের কি আছে!

না, আমার এটা দ্বিতীয়, সিঙ্গাপুর ঘুরে আসিনি? আবুল ভাইয়ের সে অভিজ্ঞতা নেই। সিঙ্গাপুরে পুরোদস্তুর ট্রেনিং পেয়েছি।

রায়হান মেনু ঘেঁটে ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দেয়, আমাদেরকে কোল্ড ড্রিং দেবে। কোক। স্যুপ দেবে মাশরুম এন্ড পীজ স্যুপ। তিন জনের মতো স্ক্যামপী ফ্রায়েড এবং রোস্টেড ভিল উইথ ভেজিটেবল।

রুবা বলে, একটা আলুসহ দিতে বল।

রায়হান ওয়েটারকে বলে, এক প্লেটে ভিলের সঙ্গে পটেটো দেবে। আমরা পরে ডেজার্ট নেব। ডিনারের জন্য এই অর্ডারই কি যথেষ্ট, না আরও কিছু বলতে হবে?

ওয়েটার বলে, স্যার নির্ভর করছে তোমরা কী পরিমাণ ক্ষুধার্ত। আমার মনে হয়

এসবেই যথেষ্ট হবে।

বেশ, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

রুবা ও আবুল চারদিকে তাকিয়ে দেখে। সব টেবিলেই সাদা চামড়ার নর-নারী বসে আছে। তারাই একমাত্র ব্যতিক্রম। কেউ অবশ্য তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছে না। সকলেই কম বেশি খাদ্যদ্রব্য এবং নিজেদের আলাপচারিতায় মগ্ন। এত বড় রেস্টুরেন্ট। ভর্তি লোকজন। কিন্তু কোনরকম চিৎকার চেঁচামেচি নেই। সামান্য হাস্যধ্বনি এবং কাঁটা চামচের টুংটাং ছাড়া তেমন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। বেয়ারাগণ নিঃশব্দে দ্রুত ছোটাছুটি করছে।

তাদের পানীয় এসে যায়। লম্বা গ্লাসে প্রচুর বরফ কণার মধ্যে শীতল কোক। মুখে দিয়ে রুবার ভালো লাগে। রায়হান তার মধ্যে সামান্য গোল মরিচ ও লবণ ছিটিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে দিয়ে বলে, এবার খেয়ে দেখ আরও ভালো লাগবে।

রুবা এক ঢোক খেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। সে আবুলকে সেই পরামর্শ দেয়। বলে, এটা আগে শিখাওনি কেন? কোকের স্বাদ এখন আরও বেড়ে গেছে।

খাবার এসে যায়। প্রতিটি জিনিসই অত্যন্ত সুস্বাদু। স্ক্যামপী ফ্রায়েড রুবার দারুণ লাগে। তারা নৈশভোজ উপভোগ করে। রুবা তার প্লেটের ছোট ছোট গোল গোল ভাজা আলু তাড়িয়ে খায়।

তোমরাও এখান থেকে শেয়ার কর। অনেকটাই রয়েছে। আমি না হয় তোমাদের ভেজিটেবল কিছুটা নিচ্ছি।

রায়হান এবং আবুল তার প্লেট থেকে আলু নেয়। রুবা রায়হানের ভেজিটেবলে ভাগ বসায়। দেখা যায় তিন জনের প্লেটেই কিছু পরে নেই।

রায়হান হাসিমুখে বলে, রুবা আবুল, আর কিছু দিতে বলব? খেতে বসে লজ্জা করার অর্থ হয় না। লাগবে আর কিছু?

রুবা বলে, আমার লাগবে। আমি একটা পুডিং খাব।

আবুলও বলে, আমি ধামা ধরছি না। কিন্তু ওটা আমারও লাগবে।

কফি? কারো কফি লাগবে না?

তারা দু'জনই অস্বীকার করে। রায়হান তিনটি প্লেন পুডিং ও নিজের জন্য কফির কথা বলে দেয়। আবুল একবার টয়লেটে যায়।

www.pathagar.com

রুবা স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে আমাদের হোটেল কত দূর?

কেন জানতে চাচ্ছ?

বেশি দূর না হলে হেঁটে হেঁটে ফিরতাম। খাওয়া চাপ হয়েছে। পরিশ্রম খাবার হজমে সহায়ক হবে।

আমারও খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়াই ভালো। চিন্তা নেই, হোটেলে পৌঁছে অন্যভাবে খাবার হজমের জন্য পরিশ্রম করা যাবে।

রুবা হাসতে হাসতে বলে, এখনও খাওয়া শেষ করিনি। এর মধ্যে মূল্য পরিশোধের কথা ভাবতে শুরু করেছ!

আবুল আসছে দেখে রায়হান আর কথা বাড়ায় না। বিল পেমেন্ট করে তারা বের হয়ে আসে।

রায়হান ট্যাক্সি ডাকে। বলে, লন্ডনের ট্যাক্সি আরামদায়ক। সম্ভব হলে আমি এ ধরনের একটা গাড়ি ঢাকায় নিয়ে যেতাম।

ট্যাক্সিতে চড়ে রুবা এবং আবুল তার কথা সঠিক উপলব্ধি করে। বেশ সুপরিসর গাড়ি। ভিতরে অনেক জায়গা, হাত-পা খেলিয়ে মুখোমুখি আরাম করে বসা যায়। রুবা খুশি হয়ে বলে, এরপর থেকে ট্যাক্সিই চড়ব।

কাল তোমাদেরকে টিউবে খানিকটা ঘোরাব। ভূগর্ভ রেলের সে এক ভিন্ন জগৎ। তোমাদের ভালো লাগবে।

রায়হান আরও বলে, আমরা যদিও একসঙ্গে চলাফেরা করব, তবুও হোটেলের একটা কার্ড এবং ঘরের একটা করে চাবি প্রত্যেকের সাথে রাখা ভালো। কোন ইমার্জেন্সি হলে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে আসা যাবে। প্রত্যেকের কাছেই প্রয়োজনীয় অর্থ রয়েছে। আছে না?

তারা জানায়, আছে। রুবা জিজ্ঞেস করে, একথা বলছ কেন?

কোন কারণ নেই। তবুও বলে রাখলাম। বিদেশ ভ্রমণের সময় এসব বিষয়গুলো সর্বদা খেয়ালে রাখতে হয়।

আবুল বলে, এখানে কোন অসুবিধা হবে না। সকলেই ইংরেজি বলে। এটা বড় সুবিধা। তাছাড়া আমাদের হোটেল একনামে সুপরিচিত। ট্যাক্সিকে বললে সোজা নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

রুবা মন্তব্য করে, তা যাই হোক, তোমাদের কারো হারিয়ে যাওয়া চলবে না।

রায়হান টিপ্পনী কাটে, শুধু আমাদের নয়, তোমারও চলবে না। লন্ডনে সুন্দরীদের দারুণ কদর। তুমি যদি মনে কর তোমার হারিয়ে যেতে নেই মানা. আমি সেটা কস্মিন কালেও বরদাস্ত করব না। লন্ডন লণ্ডভণ্ড করে লঙ্কাকাণ্ড করে ছাড়ব।

ত্রয়ীর সম্মিলিত হাসিতে ট্যাক্সিচালক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পরে রায়হান বলে, আমি ডিলন এবং এডওয়ার্ড সাহেবদের অফিসে যাচ্ছি। সব মিলিয়ে ঘণ্টা দু'য়েকের বেশি লাগবে না। আবুলকে সাথে নিলে তোমার কি অসুবিধা হবে রুবা? এ সময়টা তুমি টেলিভিশন দেখে কাটাতে পার, পত্রপত্রিকাও পড়তে পার। নাকি যাবে আমাদের সঙ্গে? একা একা হয়ত ভালো লাগবে না। বোর ফিল করবে।

রুবা হাসিমুখে উত্তর করে, কি যে বল! আমি অফিসে গিয়ে কি করব! এখানে কোন অসুবিধাই হবে না। তোমরা ঘুরে আস। দু'ঘন্টা সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

রায়হান তবুও নিশ্চিন্ত হয় না। বলে, না হয় আবুলকে রেখে যাই। এদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ওকে কিছুটা ধারণা দেবার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

আবুল নিবেদন করে, স্যার, আমার ওসব জেনে কি হবে! আমি আপনার অফিসে বসি না। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ কর্ম দেখে কি উপকারে আসবে!

আরে গর্দ্দভ! সব কিছু সম্বন্ধে একটা জ্ঞান থাকা ভালো। তোর চাইতে নিজস্ব লোক বা বিশ্বস্ত লোক আমার আর কে আছে! আমার ব্যবসার সমস্ত খবরাখবর তোর জানা থাকা প্রয়োজন।

রুবা বলে, আবুল ভাই, তুমি সাহেবের সঙ্গে যাও। তুমি সাথে থাকলে আমিও নিশ্চিন্ত। বিদেশ বিঁভূয়ে ওকে একা ছাড়তে মন সায় দেয় না।

ঠিক আছে স্যার, চলেন।

রায়হান বলে, রুবা, তুমি ঘরে চলে যাও। কোন অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে

www.pathagar.com

রিসেপশনে জানাবে। ঠিক আছে?

রুবা বলে, তুমি নিশ্চিন্তে যাও। কোন অসুবিধা হবে না। সভ্যতার লীলাকেন্দ্র লন্ডন শহরের একটি খ্যাতনামা হোটেলের স্যুইটে আছি। এত ভাবছ কেন? আমি নিজের দায়িত্ব নিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। শুধু নিজের নয়, তোমাদেরর দুই বয়স্ক বালকের সমস্যাও সামলাতে পারি। তোমরা যাও।

যাচিচ্ছ, তুমি রুমে চলে যাও। তারপর যাব।

না, তা হবে না। এত সতর্কতার কোন অর্থ হয় না। তোমরা যাও। আমি লবিতে আরও খানিকক্ষণ সময় কাটাব।

তারা বের হয়ে ট্যাক্সিতে আরোহণ করলে রুবা ঘুরতে ঘুরতে সেই টেইলারিং শপটায় এসে ঢোকে।

গুড্‌মর্নিং ম্যাম। তোমার জিনিস এক ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে যাবে। সব কাজ শেষ। এখন আয়রনিং করে প্যাকেটে ভরে ডেলিভারি দেওয়া হবে।

আমি কিন্তু তাগিদ দিতে আসিনি। এদিক দিয়ে হাঁটছিলাম, তোমাদের দোকান খোলা দেখে ঢুকে পড়লাম। বাই দি ওয়ে, আমি তোমার লোককে শার্ট এবং টাইয়ের কথা বলেছিলাম। সেগুলো কি সংগ্রহ করা হয়েছে?

অফকোর্স হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে তুমি কোন গাফিলতি পাবে না। লন্ডনের সেরা জিনিস আনা হয়েছে। তোমার অর্ডার করা স্যুটের সঙ্গে দারুণ মানাবে। আমরা একটা জিনিস যোগ করেছি। টাইয়ের সঙ্গে কোর্টের বুক পকেটের রোমাল এনেছি। দেখতে চাও?

না, এখন তার প্রয়োজন নেই। ডেলিভারীর পরই দেখব। রোমালের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার খেয়াল হয়নি। আমি চিন্তিত হচ্ছি, স্যুট থেকে মাপ নিয়ে তৈরি করেছ, আমার স্বামীকে ফিট করবে তো?

যে স্যুটটা দিয়েছিলে সেটা কি তার গায়ে ফিট করে?

অবশ্যই করে।

তা হলে আমাদেরটাও করবে। বরং সেটার চাইতে ভালো ফিট করবে। তুমি দেখে নিও। আমাদের মাস্টার টেইলার লন্ডনের মধ্যেও প্রখ্যাত। সে চোখ বুজে কাপড় সেলাই করতে পারে।

www.pathagar.com

রুবা রহস্য করে জিজ্ঞেস করে, আমার অর্ডার কি সে চোখ বুজে সেলাই করেছে?

প্রৌঢ় দোকানি রুবার রসিকতায় আনন্দ পায়। সে জিজ্ঞেস করে, ম্যাম তুমি কি ইন্ডিয়ান?

না।

পাকিস্তানি?

না।

তা হলে?

ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান ছাড়া আর কোন দেশের নাম তোমার জানা নেই?

প্রৌঢ়টি তার কথায় মজা পায়। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন না করে রুবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি বাংলাদেশী। এদেশটির নাম শুনেছ কি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি দুঃখিত। আমার ভ্রম হয়েছে। মাফ করো।

রুবা হাসতে হাসতে বলে, এটা মাফ করা গেল। কিন্তু স্যুটের ব্যাপারে কোন ভুল ক্ষমা করা হবে না। সেটা মনে রেখো।

সেও হাসতে হাসতে বলে, সে ক্ষেত্রে আমিও নিজেকে ক্ষমা করব না। আমি সব সইতে পারি, কেবল কেউ বিল কাটলে মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়।

রুবা বলে, আমি ঘরে যাচ্ছি, কাপড় পাঠিয়ে দিও। পছন্দ হলে তোমাকে মূর্চ্ছা যেতে হবে না কথা দিচ্ছি। বিলও পাঠিয়ে দিও।

সেটা আর বলতে হবে না। লন্ডনের দোকানীদের আর যত ত্রুটিই থাক না কেন, বিল প্রেরণে তাদের কোন আলস্য তুমি খুঁজে পাবে না।

হৃষ্ট চিত্তে রুবা ঘরে ফিরে আসে। তারা নিচে নামার সময় ঘর মেকআপের সাইন লটকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এসে দেখে সুন্দরভাবে সব কিছু নতুন করে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে। সে তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি আর একবার গুছিয়ে রাখে। তারা দেশ থেকে তেমন কিছু আনেনি।

www.pathagar.com

টেলিফোন বেজে ওঠে। রুবা হাসিমুখে গিয়ে সেটা ধরে।

পৌঁছেই টেলিফোন করতে হবে? তোমার বউ কি জলে পড়েছে? সে নাবালিকা নয়। নিজের যত্ন নিতে সক্ষম।

দ্বিতীয়বার শুনে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু স্বামী হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে না!

তোমার কর্তব্য হচ্ছে, অযথা সময় ক্ষেপণ না করে যথাশীঘ্র সম্ভব কাজ শেষ করে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসা। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা হল স্বামী প্রবর দূরে চলে গেছে। এই সুদীর্ঘ সময় একাকিনী বধূটি নিদারুণ বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পরেছে। কতক্ষণে স্বামীর দর্শন মিলবে সেই আশায় চাতকীয় মতো পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

রায়হান বলে, সাবাস,ভাবছি এবার দেশে ফিরে তোমাকে গ্রুপ থিয়েটারে ভর্তি করে দেব। ভালোই পারবে বলে মনে হচ্ছে।

ছি-ছি, তুমি বউকে নাট্যমঞ্চে তুলে দর্শকদের ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে রঙঢঙ করার জন্য উপস্থাপন করতে চাও! দেশ বিদেশ ঘুরে এই তোমার অভিরুচি! নাহ্ স্বামী হিসেবে তুমি মোটেই সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। তোমার নিত্যকার বরাদ্দ আজ বাতিল করা গেল।

না বউ না, ওটা করো না। তা হলে জলজ্যান্ত মরে যাবে।

এই চুপ কর। আজেবাজে বকবে না। কখন আসছ?

এই এলাম বলে। তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মধুর হেসে রুবা প্রতিউত্তর করে, স্বামী পাশে না থাকলে প্রতিপ্রাণা স্ত্রীর যেটুকু অসুবিধা হয়, তা অবশ্যই হচ্ছে। অন্য কিছু না।

রুবা টেলিফোন রেখে দিতে সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেটা বেজে ওঠে। সে সতর্ক হয়। এবার আর রায়হান নয়।

হ্যালো, হু ইজ কলিং?

হ্যালো, আমি মিসেস রুজ ডিলন। মিসেস রায়হান? তুমি কেমন আছ? তোমার খোঁজ নেবার জন্য ফোন করছি।

www.pathagar.com

অনেক ধন্যবাদ মিসেস ডিলন। আমরা ভালো আছি। তুমি কেমন? জানো, তোমার উপহারটি খুবই কাজে লেগেছে। গতকাল বিকেলে ট্যুরিস্ট বাসে করে লন্ডন পরিভ্রমণ করেছি। তোমার দেওয়া ডায়েরিতে সে রকমই উপদেশ ছিল।

সেটি তোমার কাজে লাগছে জেনে খুশি হলাম। মি. রায়হান ও মি. এ্যাবল কেমন আছে? তাদেরকে আমার শুভেচ্ছা দিও।

তারা তোমার স্বামীর অফিসে গিয়েছে। ওর নাম আবুল। এ্যাবল নয়। অবশ্য একই কথা। সামান্য ভিন্ন উচ্চারণে কিছু হয় না। এ্যাবল নামটা অবশ্য তার ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। তার মতো কর্মনিষ্ঠ লোক খুব কম মিলে। কাল তুমি একলা চলে গেলে! কোন অসুবিধা হয়নি তো?

রুজ শব্দ করে হাসে, আমরা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই একা একা। এটা তো আমার নিজস্ব শহর। তোমরা এশিয়ান মেয়েরা বড়ই ঘরকুনো।

এখন আর তা থাকছে না। এখন তারাও ঘরের আকর্ষণ ছিন্ন করে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ছে। মিসেস ডিলন, তুমি কি কখনও প্রাচ্যের ওদিকে গিয়েছ? উপমহাদেশের কোথাও ঘুরেছ?

না, সে সৌভাগ্য হয়নি।

রুবা বলে, আমি তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সুবিধামতো একসময় বাংলাদেশে এসো। ঢাকাতে তুমি আমাদের মেহমান।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়। এখন তো অনেকদিন বাধ্যতামূলক প্রায় গৃহবন্দী থাকতে হবে। আমার একদম অপছন্দ। এই জন্যই আমি বাচ্চা-কাচ্চা চাইনি। কিন্তু কি করে যে কি হয়ে গেল!

রুবা চুপ করে থাকে। মন-মানসিকতার কতই না প্রভেদ। রুজের চাইতে বয়স অনেক কম হওয়ার পরও মা হওয়ার জন্য তার আকুতির শেষ ছিল না। সন্তান সম্ভবা হওয়ার পর তার মনে হয়েছে তার নারী জন্ম স্বার্থক হল। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে চিরন্তর এই মত পার্থক্য কোনদিন ঘোচার নয়।

সময়োচিত শুভেচ্ছা বিনিময় করে তারা সৌজন্যালাপ শেষ করে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ঘরের বেল বেজে ওঠে। রুবা বসার ঘর অতিক্রম করে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দেয়।

www.pathagar.com

গুড্ মর্নিং ম্যাডাম। আজ সকালে তুমি কেমন আছ? তোমার কাপড় নিয়ে এসেছি।

গুড্ মর্নিং। তোমাকে ধন্যবাদ। আমি ভালোই আছি। দেখি সব খুলে দেখাও।

লোকটি হার্ডবোর্ডের দুইটি স্যুট বক্স সাথে নিয়ে এসেছে। তাতে রিজ হোটেলের দর্জী দোকানের নামাঙ্কিত। সে বাক্স দুটি খুলে রুবাকে দেখায়। স্যুটের কাপড় রুবারই পছন্দ করা। শার্ট, টাই এবং রোমাল তার পছন্দ হয়। এদের রুচিবোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না। সব দেখে সে খুবই সন্তুষ্ট। লোকটি তাকে বিল প্রদান করে।

রুবা খুঁটিয়ে বিলটি পর্যবেক্ষণ করে।

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে কি কিছু মনে করবে?

তুমি নির্ভাবনায় জিজ্ঞেস কর, কিছুই মনে করব না।

কাপড় এবং শার্ট, টাই প্রভৃতির মূল্য নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু তোমাদের মেকিং চার্জ কি অতিরিক্ত মনে হচ্ছে না! আমার কোন ধারণা নেই, এটাই কি লন্ডনের স্বাভাবিক চার্জ? আমার প্রশ্নে কিছু মনে করো না। আমি জানার জন্য প্রশ্ন করছি।

দর্জী দোকানের লোকটি মনে হয় এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল। হোটেল কাস্টমারদের কাছ থেকে এ ধরনের জিজ্ঞাসা অপ্রত্যাশিত নয়। সে বিব্রতবোধ করে না। জবাব দেয়, প্রায় স্টান্ডার্ড চার্জ বলতে পার। তবে জরুরিভাবে স্বল্প সময়ে পোশাক প্রস্তুতের জন্য কিছুটা বাড়তি মজুরি দিতে হয় বৈকি! আমাদের এই দোকান লন্ডনের অন্যতম বিশিষ্ট দর্জী প্রতিষ্ঠান। আমাদের চার্জ কি তোমার কাছে আকাশ ছোঁয়া মনে হচ্ছে?

না, তা নয়। আমি জানতে চাচ্ছিলাম। বুঝতেই পারছ স্বামীকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য তার অজ্ঞাতে এসব তৈরি করাচ্ছি। সে না পরে রাগ করে।

লোকটি বলে, রাগ নয়, তার অনুরাগের সীমা থাকবে না। স্বামীর কাছ থেকে তুমি আজ অনেক বেশি ভালোবাসা পাবে।

রুবা তার দিকে তাকায়। এদেশে বোধহয় এ ধরনের মন্তব্যে দোষের কিছু নেই। অবশ্য সে অসঙ্গত কিছুই বলেনি। রুবা বিল মিটিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

আরও বলে, যদি কিছু মনে না কর, আমি যদি তোমাকে কয়েকটি পাউন্ড অতিরিক্ত দিই তুমি কি তা গ্রহণ করবে? শার্ট-টাই ইত্যাদি ক্রয় করা এবং উপরে এসে বারবার সময় নষ্ট করার জন্য সামান্য ক্ষতিপূরণ করা কি অসমীচীন হবে?

লোকটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে প্রতিউত্তর করে, ম্যাডাম, আমরা ইংল্যান্ডবাসীরা বিনা পারিশ্রমিকে কোন সার্ভিস দিতে শিখিনি। বিলের মধ্যে সবকিছু ধরে দেওয়া হয়েছে। আর বাড়তি দেবার প্রয়োজন নেই। তুমিও কিছু মনে করো না, আমি তা নিতে অপারগ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

রুবা তার কথায় মুগ্ধ হয়। এটা নিজেদের দেশে কল্পনা করা যায় না। সে লোকটিকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় দেয়।

প্যাকেট দুটি দৃষ্টির বাইরে রেখে দিয়ে রুবা প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। অল্পক্ষণের ভিতর তারা প্রত্যাবর্তন করে।

রুবা, কাপড় পরে নাও। ঘরে বসে থেকে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। আজকের আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমণোপযোগী। চট করে তৈরি হয়ে নাও।

ঠিক আছে। তুমিও স্যুটটা পাল্টে নাও। এক কাপড় ক'বার পরবে?

কোন অসুবিধা নেই। স্যুট ঠিকই আছে। তুমি তৈরি হও।

রুবা আর নিজেকে দমন করে রাখতে পারে না। নতুন স্যুটের বাক্স দুটি এনে সে রায়হানের সম্মুখে রাখে। হাসিমুখে করজোড়ে নিবেদন করে, তোমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে সামান্য উপহার গ্রহণ করে এই সেবাদাসীকে কৃতার্থ কর।

রায়হান কিছু বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে রুবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বাক্স দুটি দেখে।

বিষয় কি রুবা? একটু খুলে বল তো!

খুলে বলার বিশেষ কিছু নেই। হোটেলের দর্জী দোকানে দেখে পছন্দ হওয়ায় তোমার জন্য প্রস্তুত করিয়েছি।

রায়হান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, বল কি? এসব কখন করলে? মাপ পেলে কোথায়? এ যে দেখছি অবাক কাণ্ড! এই আবুল! এদিকে আয়। দেখে যা এই মেয়ে তো সাংঘাতিক! কী কীর্তি করেছে দেখে যা। এ যে অকল্পনীয়! অবিশ্বাস্য!

রায়হানের বিস্ময়ের পরিধি থাকে না। নিগূঢ় আনন্দে তার সারা মন ভরে ওঠে।

www.pathagar.com

আবুল হাসিমুখে উপস্থিত হয়।

স্যার, আমার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল যেন কিছু প্রকাশ না করি।

রায়হান বলে, তা হলে এই পরিকল্পনায় তুইও জড়িত!

না স্যার, আমি কিছুই জানি না। কিছুই করিনি। কেবল নির্দেশিত হয়েছিলাম কিছু যেন না বলি।

এই গাধা, না জানলে বলার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে!

না স্যার, যেটুকু অগত্যা জেনেছিলাম সেটুকুও নিষেধের আওতায় ছিল।

তুই সত্যিই দিনকে দিন প্রকাণ্ড ধামাধরায় রূপান্তরিত হচ্ছিস।

রুবা বলে, তুমি অনর্থক আবুল ভাইকে বকছ! তোমার একটা সুট থেকে মাপ নিয়ে এসব আমিই করিয়েছি। মাত্র দুটা স্যুট নিয়ে এসেছ। এসব লাগবে না? আমার পছন্দ হয়েছে করেছি। তুমি কথা শোনাবার কে? এখন সুবোধ স্বামীটির মতো কাপড় পাল্টে স্ত্রীর উপহারকৃত নতুন পোশাক পরিধান করে যাত্রার উদ্যোগ কর।

রায়হান কাপড়গুলো পরীক্ষা করে দেখে। অত্যন্ত মূল্যবান সব জিনিস। রুবার পছন্দের তারিফ করতে হয়। ভিতরে ভিতরে এই মেয়ে তো ভীষণ কাজের! রায়হান এসব ভাবতেও পারত না। তার মন দারুণ উল্লাসিত। আবুল সামনে না থাকলে এখনই একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলত।

সে বলে, রুবা, তোমার উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করে পারছি না। সত্যিই তোমার কোন তুলনা হয় না। বুঝলি আবুল, স্ত্রী ভাগ্যে আমি বোধহয় দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে ভাগ্যবান। থ্যাঙ্ক ইউ রুবা, মাই ডিয়ার ওয়াইফ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ।

রুবার অন্তকরণ এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। সে বলে, এখন দয়া করে নতুন কাপড়গুলো পরে আমাকে একটু দেখাও। আমি কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি!

সে টেনে টুনে রায়হানেরর পরা স্যুটটা খোলার চেষ্টা করে। আবুল ঘরের দরজা ভেজিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ে। রায়হানের কোর্ট খুলে রুবা টাইয়ে হাত দিয়েছে। রায়হান তাকে দুই হাতে বন্দি করে ফেলে।

www.pathagar.com

রুবা, আমি যে কি পরিমাণ খুশি হয়েছি বলে প্রকাশ করতে পারব না। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে সুগভীর মমতায় স্ত্রীর অধর চুম্বন করে। একবার, দু'বার। বলে দুটি স্যুটের জন্য দু'বার।

রুবার মুখ ফসকে বের হয়ে পরে, আর শার্ট, টাই, রোমাল সেসবের কি হবে!

তাই তো! আরও অনেক চুমো তোমার পাওনা। রুবা শুধু চুমো খেয়ে এর প্রতিদান দেওয়া যাবে না। আরও কিছু বেশি তোমার প্রাপ্য।

অগণিত চুম্বনের ফাঁকে রায়হান সঙ্কল্প আটে।

রুবা অস্থির হয়ে ওঠে, এই এখন এসব নয়। লক্ষ্মীটি এখন আমরা বাইরে চলেছি। এসব তোলা থাক। সময়ে পরিশোধ করলেই চলবে। এখন ওঠ, কাপড় বদলাও। প্লিজ।

অনেক কষ্টে সে স্বামীর হাত থেকে ছাড়া পায়। নিজ হাতে তার সব কাপড় পরিবর্তন করে দেয়। নতুন করে টাই বেঁধে দেয়। কোর্টে রোমালে গুঁজে দেয়। সব শেষে তাকে বিছানায় উপর বসিয়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে আঁচলে সযত্নে তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে এবার নিজেই আলতো করে একটি চুমু খেয়ে দূর সরে যায়। বিভিন্ন দিক থেকে রায়হানকে অবলোকন করে খুশি হয়ে ওঠে।

চল এবার যাওয়া যাক।

তুমি কাপড় পাল্টাবে না? আমাকে যেভাবে সব পরালে আমিও তোমাকে তাই করব।

না-সাহেব। সে সব করতে হবে না। সকালেই আমি একপ্রস্থ কাপড় বদলেছি। এখন আর প্রয়োজন নেই। চল।

তারা নিচে নেমে আসে। আবুল আগে আগে যাচ্ছে। পশ্চাতে স্বামী-স্ত্রী। রায়হান জিজ্ঞেস করে, কোন দোকান থেকে এসব বানিয়েছ?

কেন?

স্যুট দারুণ কেটেছে। একবার কমপ্লিমেন্টস দেব। লন্ডনে সব সময় আমি তৈরি পোশাক ক্রয় করি। কখনও টেইলর করাইনি। মনে হচ্ছে, এত ভালো পোশাক আর কোনদিন পরিধান করিনি। ওরা ধন্যবাদ ডিজার্ভ করে।

www.pathagar.com

আর আমি?

তোমারটা তোলা রয়েছে। তুমিই তা বলেছ।

রুবা বলে, চল, দোকানটা দেখেও আসবে। ভালো মনে করলে আরও গোটা দুই বানিয়ে নেওয়া যায়। আবুল ভাই, এদিকে এস। একবার সেই দোকানে যাব।

দোকানে ঢুকে রায়হান বেশ ভারিক্কী চালে প্রশ্ন করে, এই দোকানের মালিক কে?

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে অভিবাদন করে জানায়, আমি স্যার। কেন?

আমার স্ত্রীর অর্ডারে এই স্যুট তোমরা বানিয়েছ?

হ্যাঁ স্যার, কোন অসুবিধা হয়েছে কি?

তোমার দর্জীকে ডাক। যে এই স্যুট তৈরি করেছে তাকে একবার এখানে ডাক।

দোকানি দৃশ্যত বিব্রত বোধ করে। এ ধরনের সমস্যা তার এখানে হয় না বললেই চলে। সে প্রধান দর্জীকে ভিতর থেকে ডাকিয়ে আনে, স্মিথ, আমাদের এই কাস্টমার তোমাকে চাচ্ছে। তুমি তার স্যুট প্রস্তুত করেছ।

রায়হান প্রশ্ন করে, মি. স্মিথ, তুমিই কি এই স্যুট বানিয়েছ?

হ্যাঁ স্যার, আমিই বানিয়েছি। কোন সমস্যা স্যার?

রায়হান দুই হাতে স্মিথের ডান হাতটি টেনে নিয়ে উৎসাহে করমর্দন করে বলে, তোমাকে কমপ্লিমেন্টস দিতে এসেছি। জীবনে এত সুন্দর ছাটের স্যুট আর পরিনি। আমার অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

রায়হান দোকান মালিকের সঙ্গেও বিপুল উৎসাহে করমর্দন করে। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। সকলেই আনন্দে হাসতে থাকে।

প্রৌঢ় দোকান মালিক রুবাকে বলে, তোমার স্বামী কেবল একজন সুপুরুষই নয়, সে একজন সুরসিকও বটে। কেমন নাটক করে আমাদেরকে ভড়কে দিয়েছিল। তোমাদের জুড়ি মেড ফর ইচ আদার।

সে তার ড্রয়ার থেকে একটি ক্যামেরা বের করে নিবেদন করে, তোমাদের একটি ছবি তুলে রাখতে চাই। তোমরা কি সম্মতি দেবে?

রুবা বলে, কেন নয়! স্বচ্ছন্দে তুলতে পার। আমার স্বামী তোমাদের তৈরি স্যুট

www.pathagar.com

পরেছে। ক্যাপশন দিতে পার, আমরা এ ধরনের পোশাক বানিয়ে থাকি।

রায়হান বলে, সেক্ষেত্রে পোজ দেবার জন্য কিছু পারিশ্রমিক দেবে নিশ্চয়ই?

দোকানি জিজ্ঞেস করে, স্যার, দেশে তুমি কি কাজ কর?

ব্যবসা করি।

ঠিক, মনে মনে এটাই ভেবেছিলাম। ব্যবসায়ী ছাড়া এ চিন্তা কারো মাথায় আসতে পারে না।

সকলের হাসির মাঝে সে স্ন্যাপ নিয়ে নেয়।

রুবা বলে, পারিশ্রমিক না হয় না দিলে। ছবি ভালো হলে এক কপি আমাদেরকে প্রেজেন্ট করলে বাধিত হব।

বৃদ্ধ বলে, তোমার পার্স থেকে অনেক পাউন্ড খসিয়েছি। এক কপি ছবি পাঠাব বৈকি!

রুবা দোকানের বিশাল আয়নটির সামনে রায়হানকে নিয়ে দাঁড় করায়। তার পূর্ণ অবয়ব সেখানে প্রতিবিম্বিত। সে তার নতুন স্যুটটি দেখছে। অন্যরা স্যুট পরিহিত সুঠাম দেহের অধিকারী মানুষটিকেও দেখেছে। মানুষটির কারণে পোশাকটি ভালো দেখাচ্ছে, না পোশাকটির কারণে মানুষটিকে সুন্দর দেখাচ্ছে তারা বুঝে উঠতে পারে না।

স্মিত হেসে সকলকে আর একদফা ধন্যবাদ দিয়ে রুবা স্বামীর হাত ধরে গর্বিত পদক্ষেপে সেখান থেকে বের হয়ে আসে।

সে জিজ্ঞেস করে, আজ আমরা কোথায় যাব?

রায়হান পাল্টা প্রশ্ন করে, তুমি কোথায় যেতে চাও? আমাদের সুখ্যাত ধামাধরার অভিমত শোনা যেতে পারে।

তুমি তখন থেকে আবুল ভাইকে কেবল খুঁচিয়ে যাচ্ছ। যার জন্য করে চুরি, সেই বলে চোর!

সেকি, আবুলকে কি এরই মধ্যে চুরি করাও শিখিয়ে ফেলেছ!

আবুল কোন কথার জবাব দেয় না। স্বামী-স্ত্রীর খুনসুটি সে উপভোগই করে। তাকে নিয়ে যত কথাই বলুক ত্রিসংসারে স্যারের চাইতে বড় শুভাকাঙ্খী তার

www.pathagar.com

দ্বিতীয় জন নেই।

ট্যাক্সিতে চেপে সে বলে, আমার মনে হয় মাদাম তুশো রুবা আপার ভালো লাগবে। আর্ট গ্যালারী, জু, মিউজিয়াম এসবও ভালো লাগতে পারে। লন্ডনের নাটকও নামকরা। ইচ্ছা হলে সন্ধ্যায় নাটকও দেখা যায়।

রায়হান মন্তব্য করে, খোঁজখবর তো ভালো করেই নেওয়া হয়েছে দেখছি। এ সবের গুরু কে?

স্যার কেবল আমার গুরু খুঁজছেন! আসার আগে বৃটিশ দূতাবাসে যেতে হয়েছিল! তাদের কাছ থেকেই তথ্যাদি পেয়েছি। তারা কিছু বুকলেটও দিয়েছে।

তাই বল। রুবা, বল এখন কোথায় যেতে চাও। নাকি প্রথমে আর্লি লাঞ্চ করে নেবে? তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।

রুবা বলে, না আমার ক্ষুধা পেতে অনেক দেরি। তোমাদের ক্ষুধা লাগলে ভিন্ন কথা। প্রথমেই আমরা মাদাম তুশো দেখে আসতে পারি।

বেশ, তাই চল।

সে ড্রাইভারকে মাদাম তুশোতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

মাদাম তুশোতে সাধারণত যতক্ষণ লাগা উচিত, রুবার তার চাইতে বেশি সময় লেগে যায়। মোমের তৈরি বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবর্গের অবিকল মূর্তিগুলোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তাকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যেতে রায়হান এবং আবুলকে বেশ বেগ পেতে হয়। রায়হান বলে, রুবা, আজ কি খাওয়া দাওয়া বন্ধ? দুপুর খেতে হবে না! এরপর তুমি কোথাও ভালো লাঞ্চ খেতে পাবে না।

রুবার সেদিকে খেয়াল নেই। সে একমনে মূর্তিগুলো দেখে। বলে, প্রতিদিনই প্রতিবেলা খাচ্ছি। এসব তো আর রোজ দেখতে আসছি না! দাঁড়াও বাপু! আমাকে ভালো করে দেখতে দাও।

রায়হান একসময় হলে ছেড়ে দেয়, দেখুক, শখ মিটিয়ে দেখুক।

যখন তারা সেই ওয়াক্স মিউজিয়ামে থেকে বের হয়ে আসে তখন প্রায় তিনটা বাজে। রায়হান আবুল দু'জনই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। তাদের মুখ দেখেই রুবা তা বুঝতে পারে।

www.pathagar.com

আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। চল কোথায় গিয়ে খেয়ে নেই।

এটা বৈকালিক চায়ের সময়। এখন তোমাকে কেউ লাঞ্চ সার্ভ করবে না। এদেশের হোটেল রেস্তোরাঁয় কতকগুলো নিয়ম চালু আছে।

সুযোগ পেয়ে তুমি আমাকে খামাখা কথা শুনাচ্ছ। আজ না হয় একটু দেরি করেই খেলে।

একটু দেরি!

স্যরি, এখন চল। আজ ম্যাকডোনাল্ড বা এদের উইম্পি খেলে কেমন হয়!

রায়হান বলে, অগত্যা সেটাই খেতে হবে। চল যে কোন একটা খুঁজে বের করি।

বেশি খুঁজতে হয় না। এই এলাকায় বেশ কয়েকটা ম্যাকডোনাল্ডের দোকান রয়েছে। রুবাই প্রথম একটি দেখতে পেয়ে তাদেরকে সেখানে নিয়ে যায়। আবুল খাবার আনতে যায়, কে কি খাবেন বলুন।

রায়হান বিরস বদনে উত্তর করে, যায় ইচ্ছায় এখানে এসেছি তার রুচিতেই খাব। আমার কোন চয়েস নেই।

রুবা হাসি মুখে উঠে দাড়ায় আবুল ভাই, তুমিও বসো। আমিই দেখছি।

কাউন্টারে ভিড় ছিল না। রুবা তিনটা বিগম্যাক, চিকেন নুগেটস্, তিনটি এ্যাপল্‌পাই, বড় এক ঠোঙ্গা ভাজা আলু ও তিন গ্লাস কোক ট্রেতে করে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়।

আমার কফি কোথায়?

আগে এসব খেয়ে নাও, পরে কফি দেব।

তারা আর বাক্যব্যায় না করে, খেতে শুরু করে। রায়হান মন্তব্য করে, হাঙ্গার ইজ দি বেষ্ট সস্। ক্ষুধার পেটে সব সুস্বাদু লাগছে। এতে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই।

রুবা হাসে, আমি কি সেটা দাবী করেছি? তোমাদের আর কিছু চাই?

হ্যাঁ, চাই। আমার কফি লাগবে।

সেটা জানি সাহেব। বারবার বলতে হবে না।

www.pathagar.com

সে উঠে গিয়ে কফি নিয়ে আসে। পুরুষ দুই জন বসে আরামে তাদের বিলম্বিত লাঞ্চ উপভোগ করে। খাওয়া শেষ হলে রায়হান প্রস্তাব করে, চল একটা সিনেমা দেখা যাক। গডফাদার বইটা খুব নাম করেছে। এখানকার হলগুলো ভালো। কি বল রুবা?

ঘণ্টা তিনেক হলের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তার চাইতে ঘুরে বেড়ানো অনেক আনন্দদায়ক।

অদূরে একটা জুতার দোকান তার চোখে পড়ে। নতুন পোশাকের সাথে রায়হানের অন্তত এক জোড়া নতুন জুতা চাই। সে উঠে দাঁড়ায়, আমি ওই দোকানটায় যাব।

তারা তাকে অনুসরণ করে। দোকানে ঢুকে রুবা সেলসম্যানকে বলে, এই ভদ্রলোকের জন্য এক জোড়া ভালো জুতা দেখান। আমি সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস চাই।

রায়হান বলে, সেকি! আমার জুতার প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু বোঝা বৃদ্ধি করে লাভ নেই। জুতা স্যান্ডেল সবই ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছি।

রুবা বলে না, অন্তত এক জোড়া নতুন জুতা তোমার প্রয়োজন। নতুন স্যুটের সাথে নতুন জুতা।

দেখ রুবা, এমনিতেই তুমি আমাকে ফুল বাবুটি সাজিয়েছ। লোকজন তাকিয়ে দেখে হাসছে। এদেশে বিনা অনুষ্ঠানে আজকাল কেউ এত সাজগোজের ঘটা করে না। দেখছ না কেতাদুরস্ত স্যুট প্রায় কেউ পরছে না। এরা এখন পোশাক সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন।

ওরা অনেক কিছুতেই উদাসীন। কিন্তু আমরা নই। আমি এক জোড়া জুতা অবশ্যই কিনব। তুমি গণ্ডগোল করো না।

রায়হান আর কথা বলে না। অনেক দেখে শুনে ব্রাউন রঙের এক জোড়া জুতা রুবার পছন্দ হয়। চামড়া অতি মোলায়েম। সে জুতার সঙ্গে মিলিয়ে মোজাও কিনে ফেলে। সেগুলে রায়হানকে পরিয়ে পুরাণটা প্যাকেটে নিয়ে নেয়।

রুবা তৃপ্তির হাসি দেয়, এবার সবকিছু কমপ্লিট হল।

রায়হান তার কানে কানে বলে, তোমার কাজ সমাধা হয়েছে। আমার কাজ কেবলই চক্রবৃদ্ধি হরে বেড়ে চলছে। সকলের অলক্ষে রুবা তাকে ভ্রুভঙ্গী করে শাসায়।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতে লন্ডনে তাদের এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যায়।

প্রতিদিনই ব্রেকফাস্টের পরপরই তারা বেরিয়ে পড়ে। একেক দিন একেক দিকে যায়। মাঝে রায়হান আবুলকে নিয়ে আরও একদিন তার ব্যবসার প্রয়োজনে গিয়েছিল। জনা তিনেক সাহেব এসে তার হোটেলে একদিন দেখা করে আলোচনা করে গেছে। লন্ডনে রায়হানের পরিচিত মহল মন্দ নয়। বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে। কিন্তু এবার সে কারো খোঁজ করে না। কাউকে সংবাদও দেয় না। এবার সমস্ত সময়টা স্ত্রীর উদ্দেশেই নিবেদিত। রুবা খুবই খুশি। রায়হান তাকে লিংকন ইন্ দেখিয়ে আনে। বলে শীঘ্রই তোমাকে এখানে এসে ভর্তি হতে হবে। এখানেই ব্যারিস্টারি পড়ানো হয়।

রুবা কোন মন্তব্য করে না। এই মুহূর্তে ঘুরে বেড়াবার মনটি বিনষ্ট করে লাভ নেই। প্রতিদিনই তাদের আনন্দ ভ্রমণ। কখনও টিউবে, কখনও খোলা বাসে। বেশির ভাগ সময় অবশ্য তারা লন্ডনের ট্যাক্সিতে চাপে। রুবার ইচ্ছায় একবার তারা মিনি ক্যাবেও আরোহণ করে। কখনও ব্যস্ত রাজপথে তারা হেঁটে বেড়ায়। আবুলের বাদাম খাবার ঝোঁক আছে। সে কি করে কি করে সেটা যোগাড় করে ফেলে। সময়টা দারুণ আনন্দে কাটে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যখন যেখানে যা ইচ্ছা হয় খেয়ে নেয়। লন্ডন শহরে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের খাবার পাওয়া যায়। তারা মাঝে পূর্ব লন্ডনের এক রেস্টুরেন্টে একদিন বাংলাদেশী খাবারও খেয়েছে। চিংড়ি শাক, ডাল আর সরু বাসমতি চালের সাদা ধবধবে ভাত রুবার বেশি পছন্দ হয়। লন্ডনের চীনা দোকানেও তারা ডিনার করেছে। ফাস্ট ফুডের তো কথাই নেই! রুবার সেটাই বেশি পছন্দ। শখ করে সে ইংরেজদের বহুল প্রচলিত খাদ্য ফিস এন্ড চিপসও খেয়ে দেখেছে। লন্ডনের আইসক্রীম তার ভালো লেগেছে। রুবার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য, তার ছেলেমানুষি কর্মকাণ্ড এবং সব কিছুর মধ্যে বিস্ময় ও আনন্দ লাভের সুন্দর মনটিকে দেখে পুরুষ দু'জন খুবই পরিতৃপ্ত। রুবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তারা একটা সিনেমাও দেখেছে। রুবার তেমন পছন্দ হয়নি। কিন্তু 'নো সেক্স, উই আর বৃটিশ' নামীয় কমেডি নাটক রুবা খুব উপভোগ করেছে। একদিন অনেক সময় নিয়ে তারা মার্কেটিং করে। তিন জনের তিনটি মানানাসই সুটকেস কেনা হয়। মার্কস এন্ড স্পেন্সারে ঢুকে তারা অনেক কিছুই কিনে ফেলে। রায়হান রুবাকে একটি ভারতীয় শাড়ির দোকানে নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের অর্ধ ডজন মূল্যবান শাড়ি কিনে দেয়। অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদিও ক্রয় করে। রুবা সায়েমা, রিয়া এবং আসলামের জন্যও উপহার ক্রয় করতে ভোলে না। ভারতীয় শাড়ির দোকানে আকস্মিকভাবেই রায়হানের এক

www.pathagar.com

সময়ের বিহার সঙ্গিনী শিরিন চৌধুরীর সাথে দেখা হয়ে যায়। কেনা-কাটা শেষ করে তারা তখন বের হতে যাচ্ছে। কেউ খেয়াল করেনি। শিরিনই প্রথম রায়হানকে আবিষ্কার করে, আরে, এটা আমাদের রেজা রায়হান নয়! হাই নটি বয়!

সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে। তার সঙ্গে গাট্টা-গোট্টা ধরনের একজন মধ্য বয়সী ইংরেজ।

রায়হান তাকে চিনতে পেরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। রুবাকে বলে, আমার পূর্ব পরিচিতা এক বান্ধবী। অনেক দিন এর খবর জানি না।

রুবা ভাবালেশহীন কণ্ঠে প্রতিউত্তর করে, আমি তাকে চিনি। নামও জানি।

কি করে?

গুলশানের বাড়িতে একবার সে আসর জমিয়েছিল।

রায়হান চুপ করে যায়। ততক্ষণে শিরিন এসে পারে তো তাকে জড়িয়ে ধরে, মি. রেজা রায়হান! দি মোস্ট নটি বয়! তুমি কোথা থেকে? এখানে কি করছ? সঙ্গে কে? লন্ডন এসেও আমার খোঁজ করনি?

একসঙ্গে তার অনেক প্রশ্ন।

রায়হান বলে, ধীরে শিরিন, ধীরে! আমি তোমার খবর অনেকদিন ধরেই জানি না। তুমিও খোঁজ দাওনি। তুমি কি শোননি আমি অনেকদিন পূর্বেই বিয়ে করেছি! এটি আমার স্ত্রী রুবা।

শিরিন একদৃষ্টে রুবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি আপনাকে কি কখনও দেখেছি? চেনা চেনা লাগছে।

রুবা হাত তুলে অভিবাদন করে সামান্য হেসে উত্তর করে, হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেই দেখেছেন।

মনে পড়েছে। অনেকদিন পূর্বে সালোয়ার-কামিজ পরা একটি কিশোরীকে দেখতে পেয়েছিলাম। রায়হান বলেছিল, তার এক ছোট বোন। সেই বোনই কি মিসেসে পরিণত হয়েছে!

রায়হান বলে, ঠিক তাই। তা তোমার খবর কি? চৌধুরী সাহেব কেমন আছে? সন্তান কয়টি?

www.pathagar.com

শিরিন একটু বিব্রতবোধ করে। বলে, রায়হান, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, আমার হাজব্রান্ড মি. বোরম্যান। ডার্লিং, এটি আমার পুরনো বন্ধু মি. রেজা রায়হান। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ইনি তার স্ত্রী।

রুবা হাত তুলে অভিবাদন জানায়। রায়হান তার সঙ্গে করমর্দন করে। শিরিনকে বাংলায় জিজ্ঞেস করে, স্বামী বদলালে কবে?

সে অনেক কথা। বছর দু'য়েক হল।

সন্তানেরা কোথায়?

চৌধুরীর কাছে। আমি ঝাড়া হাত পায়ে এর কাছে চলে এসেছি। তুমি কি আমার কোন খবর পাওনি?

না।

চল, কোথাও বসে কথা বলি। দারুণ সুন্দরী বউ হয়েছে তোমার। তার জন্য শাড়ি কিনতে এসেছিলে?

হ্যাঁ, তুমি?

আমিও তাই। স্বামী বদল করলেও পোশাকটা আমি বদলাতে পারিনি। আমার হাজব্যান্ডও এই পোশাক পছন্দ করে।

রায়হান রুবার মুখের দিকে তাকায়। সেখানে কোন ভাবান্তর খুঁজে পায় না। সে বলে, না শিরিন, কোথাও গিয়ে বসার সময় হবে না। স্ত্রী ছাড়াও সঙ্গে আমার ম্যানেজার আবুল রয়েছে। তাকেও তুমি জান। লন্ডনে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। কালই আমাদেরকে প্যারিস ছুটতে হবে। সেখান থেকে আমেরিকা। হাতে সময় নেই।

কিছুক্ষণের জন্য আস কিছু পান করা যাক, অতীত স্মৃতির স্মরণে।

আমি অতীতকে ভুলেছি। দুঃখিত শিরিন, একদম সময় নেই।

কোথায় উঠেছ? না হয় তোমার ওখানে গিয়ে দেখা করে আসব।

দুঃখিত, এবার আর সময় হচ্ছে না। আসি শিরিন। বাই মি. বোরম্যান, গুড্ লাক।

শিরিনকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রায়হান রুবার হাত ধরে

www.pathagar.com

দোকান থেকে বের হয়ে আসে। একগাদা কেনাকাটাসহ আবুল পশ্চাতে তাদেরকে অনুসরণ করে।

রাস্তায় বেরিয়ে রুবা স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ।

ইউ আর ওয়েলকাম।

ঢাকা থেকে প্যারিসের লা রেনেসাঁ হোটেল বুক করা হয়েছিল। এখানে স্যুইট পাওয়া যায়নি। একটি ডাবল রুম এবং সেই ফ্লোরেই একটি সিঙ্গেল রুম পাওয়া গিয়েছে। ডাবল রুমটি বেশ প্রশস্ত এবং একদিকে বসার জন্য সোফাসেট দেওয়া আছে। বড় হোটেল। আয়োজনে কোথাও কোন ত্রুটি নেই। একটা নাম্বার ডায়াল করে রুম নাম্বার ডায়াল করলেই সে ঘরে সংযোগ মেলে। যখন তখন আবুলকে পেতে অসুবিধা হবে না।

লন্ডন থেকে ডিলন ফোন করে তার ব্যবসায়ের অংশীদার মি. বরিস লুব্যাঙ্ক নামে প্যারিসে বসবাসকারী এক ইংরেজকে বলে রেখেছিল রায়হানদেরকে বিমানবন্দর থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিতে। এই ভদ্রলোককে রায়হান চিনে না। কিন্তু কোন অসুবিধা হয় না। লাগেজ সংগ্রহ করে অভ্যর্থনাকারীদের এলাকায় পৌঁছে তারা দেখতে পায় এক সাহেব মি, ও মিসেস রায়হান লেখা একটি কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মি. লুব্রাঙ্কেরও তাদেরকে চিনেত অসুবিধা হয় না। একজন মহিলাসহ তিন জন প্রাচ্যদেশীয় যাত্রীকে একসঙ্গে আসতে দেখে সে বুঝতে পারে। কাছে এসে বলে, গুড্ মর্নিং, নিশ্চয়ই তোমরা মি. রায়হান এবং পার্টি।

গুড্ মর্নিং, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি রেজা রায়হান, আমার স্ত্রী মিসেস রুবা রায়হান। আমার ম্যানেজার মি. আবুল হোসেন। তুমি নিশ্চয়ই ডিলন সাহেবের বনন্ধু এবং পার্টনার মি. বরিস লুব্রাঙ্ক!

সে সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে বলে, এখন তোমারও পার্টনার হতে যাচ্ছি। অচিরেই হয়ত বন্ধু হয়ে যাব। কে জানে!

তা ঠিক বলেছ। কে জানে!

www.pathagar.com

রুবা বলে, আমাদের নিতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমার বন্ধু মি. ডিলন লন্ডনে ভোর রাতে বিমানবন্দরে গিয়ে আমাদেরকে এনেছিল। আজও বিদায় জানাতে সস্ত্রীক সেখানে এসে উপস্থিত। তোমরা খুবই উপকারী বন্ধু। কর্তব্য সচেতনও বটে।

মি. বরিস লুব্র্যাঙ্ক মনে হয় রসিক ব্যক্তি। বয়স মধ্য গগণে। সে মন্তব্য করে, ম্যাডাম, তোমার মতো, সুন্দরী যুবতীর অভ্যর্থনায় আসতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়। তোমাকে সৌন্দর্য ও শিল্পকলার লীলাভূমি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী প্যারিসে স্বাগত জানাচ্ছি। দুঃখিত। আমার স্ত্রী নেই। নিউ ক্যাসেলে যেমন কেউ কয়লা নিয়ে যায় না, প্যারিসেও কেউ স্ত্রী নিয়ে আসে না। ঠাট্টা করছি। মি. রায়হান রাগ করো না।

রায়হান রগড় করে, মি. লুব্র্যাঙ্ক, আসতে না আসতেই তুমি আমার স্ত্রীর সুন্দর মনটি নষ্ট করার তালে আছ। তাছাড়া এ যাত্রার আমরা আরও দু'জন রয়েছি। ঐশ্বর্য ও রূপের নগরীতে এ অভাজনদের কি ঠাঁই হবে না! সম্বর্ধনা নাইবা জুটল।

মি. লুব্র্যাঙ্ক রুবাকে উদ্দেশ্য করে বলে, ম্যাডাম, দেখ তোমার স্বামী ইতোমধ্যেই তোমাকে হিংসা করতে শুরু করেছে। মি. রেজা রায়হান, মি. আবুল হোসেন! কি আর করা? তোমাদেরকে এই প্রাচ্য দেশীয় রূপসীর খাতিরে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরাও এসো।

রুবাকে সে আরও বলে, মিসেস রায়হান, প্যারিস খুবই রোমন্টিক শহর। তোমার পতি যেরকম সুঠাম, দেহের অধিকারী এখানকার বিদগ্ধা সুন্দরীদের নিকট তার আবেদন অপ্রতিরোধ্য হবার প্রচুর সম্ভাবনা। একটু সাবধান থেকো। প্রয়োজনে এই সদ্যলব্ধ বন্ধুর সাহায্য নিতে পার।

সকলে হাসতে হাসতে তার গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। আবুল লাগেজের ট্রলি ঠেলে তাদের সঙ্গ নেয়। গাড়িতে সকলের স্বচ্ছন্দে জায়গা হয়ে গেলেও তিনটা ব্যাগ এবং তিনটি সুটকেস ঢুকাতে বেশ কষ্ট হয়। অনেক ঝামেলায় চাপাচাপি করে সেগুলো গাড়িতে ভরে তারা শহরের দিকে এগিয়ে চলে।

রায়হান কয়েকবার এখানে এলেও রুবা ও আবুলের জন্য নতুনতর অভিজ্ঞতা। তাদের দু'জনেরই মনে হয়, ঢাকা থেকে লন্ডনে নেমে তারা যে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল, লন্ডন থেকে প্যারিসে নেমে ততটা না হলেও পার্থক্য এখানেও লক্ষণীয়। প্যারিস যেন আরও এগিয়ে, আরও আধুনিক এবং

www.pathagar.com

অধিকতর ব্যস্ততাসম্পন্ন। শহরের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির বহর ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেতে যেতে মি. লুব্র্যাঙ্ক তাদেরকে প্যারিস সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে। বলে, সারা পৃথিবীর পর্যটকরা বৎসরের সব সময় প্যারিসে ভিড় করছে। বিশেষ করে এই সময়টা। এখনই ভিড় সর্বাধিক। অবশ্য পর্যটকদের ভিড় ছাড়া এই শহরকে মানায় না। এখন দিনের প্রথম ভাগে শহর কিছুটা মৃয়মান। বিকেলের পর থেকে শহর সে অর্থে জেগে ওঠে। প্যারিসের সত্যিকার রূপ দেখতে হয় রাতের আলোকে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, প্যারিস বাই নাইট?

সে বলে, তা যা বলেছ। রাতের প্যারিসের রূপই আলাদা। কেবল আনন্দলিপ্সু নর-নারীর উদ্দাম কর্মকাণ্ডের জন্যই নয়, রাতের রাণী এই শহরের রাত্রিকালীন এক বিশেষ রূপ আছে। তোমাদের ভালো লাগবে।

তুমি দেখছি প্যারিসের প্রেমে মুগ্ধ।

ঠিক বলেছ। কলেজ জীবনে একদিন এখানে আসি। তারপর আর প্যারিস ছাড়তে পারিনি। বাকী জীবনে পারব বলেও মনে হয় না।

রায়হান হঠাৎ রুবাকে জিজ্ঞেস করে, ফ্রান্সের রাজধানীর নাম বলতে পারিস?

রুবা তার দিকে অবাক হয়ে তাকায়, কি হল! হঠাৎ তুই-তোকারি শুরু করলে কেন?

আবুল হাসতে হাসতে গোমর ফাঁস করে দেয়, না রুবা আপা, স্যার তুই-তোকারি করছে না। আমরাও ছোটবেলায় এ ধরনের প্রশ্ন করতাম, ফ্রান্সের রাজধানীর নাম বলতে পারিস? প্যারিসকে পারিস বলে উচ্চারণ করা হচ্ছে।

তা-ই বল।

তারা তিন জন একসঙ্গে হেসে ফেলে।

মি. লুব্র্যাঙ্ক বলে, তোমাদের রসিকতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করছ কেন। বুঝিয়ে বল।

রায়হান বাংলায় বলে, আরে বেটা তোকে বুঝাবার বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই।

কি ভাষা বলছ?

বাংলা।

আমি বাংলা জানি না। দয়া করে ইংরেজিতে বুঝিয়ে বল।

রায়হান আবারও বাংলা বলে, তুই যে বেটা বাংলা জানিস না এটা কি কোন খবর হল! যত্তসব!

রুবা তাকে বুঝিয়ে বলে। রায়হান এবং আবুল চমৎকৃত হয়ে যায়। কত সহজ করে রুবা রসিকতাটি সাহেবকে বুঝাতে সক্ষম হল। মি. লুব্র্যাঙ্কের প্রচুর আনন্দ পেয়েছে। প্রাণ খুলে হাসছে।

তাদেরকে লা রেনেসাঁ হোটেলে পৌঁছে দিয়ে পরে খবর নেবে এই আশ্বাস দিয়ে কার্ড বিনিময় করে মি. লুব্র্যাঙ্ক একটু তাড়াতাড়িই বিদায় নেয়। পূর্ব থেকে তার একটা কাজ নির্ধারিত রয়েছে। সে আর বিলম্ব করতে পারে না।

যথারীতি রুবাই নেতৃত্ব দেয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা নিদৃষ্ট কক্ষে পৌঁছে যায়।

স্যার, ঝামেলা হবে। এখানে এরা ইংরেজি জানে না।

জানে। প্রায় সব বেটা বেটিই কিছুটা ইংরেজি জানে। কিন্তু এরা বড়ই জাত্যাভিমানী। সহজে অন্য ভাষা বলতে চায় না। প্রথমবার আমার ইংরেজি শুনে আমাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিল ওহ্, তুমি ইংলিশম্যান! আমি রাগ করে বলেছিলাম, ইংরেজি বললেই কেউ ইংলিশম্যান হয় না। তুমিও এইমাত্র বললে। ইংরেজি একটা আন্তর্জাতিক ভাষা। সে বেটা মুখ কালো করে ফরাসীতে গালাগাল করতে থাকে। আমিও বাংলায় গালি দিই। ঘাবড়াস না। অসুবিধা হবে না। আমি তো রয়েছি। যা, ঘরে যা। সময় মতো ডাকব।

তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যায়।

রায়হান টেবিলে বসে হোটেলের একটি কাগজ টেনে নিয়ে একমনে কি সব লিখে যাচ্ছে। বাইরের কাপড় না ছেড়েই সে লেখালেখিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রুবা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে টয়েলেট চলে যায়। ফিরে এসেও দেখে রায়হান লিখতে লিখতে ভাবছে। সে মনে মনে হাসে। সামান্য সাড়াশব্দ করে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু রায়হানের সে দিকে খেয়াল হয় না। রুবা এবার জোরে হেসে ওঠে। রায়হান মুখ তুলে তাকায়।

কি ব্যাপার! একা একাই হাসছ!

www.pathagar.com

তোমাকে দেখে।

আমার মধ্যে হাসির কি দেখতে পেলে?

না, কি সুন্দর চুপচাপ বসে ভাবছ, লিখছ। অন্য কোনদিকে আজ মন নেই। তোমার এ ধরনের নির্বিকার রূপ সহজে দেখা যায় না।

রায়হান রুবার রহস্যময় কণ্ঠ অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। সে উৎসাহের সঙ্গে বলে, একটা লিস্ট বানাচ্ছি। প্যারিসে এত কিছু দেখার আছে! তোমাকে কোথায় কোথায় নিয়ে যাব তা ভেবে লিখে রাখছি। গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য কিছু বাদ না পড়ে যায়!

সে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ আছে?

আছে।

এখনই বলে ফেল। লিখে নিই।

লেখ, মি. রেজা রায়হান। আমার আদি এবং অনন্ত আকর্ষণ।

রায়হান খানিকটা অন্যমনস্ক। সে হাসিমুখে উত্তর করে, সে কথা হচ্ছে না। প্যারিসে বিশেষ কোন কিছু দেখার ইচ্ছা তোমার আছে কিনা! তোমাকে তালিকাটা পড়ে শোনাচ্ছি। শোন, লুভ মিউজিয়াম, মোনালিসা, কাচের পিরামিড, পাইপ বিল্ডিং, আর্কডি ট্রুম্ব, ক্লিউপেট্রাস নিডল, সাঁজেলিজে, নোটরডাম গীর্জা, আর্টস কর্ণার, মলিনরুজ, লিডু, ভার্সাই দুর্গ, ইউরো ডিজনি। আরও আছে, এখনই সব মনে পড়ছে না।

তারপরই নিজেই হেসে বলে, দেখ, সবচাইতে বড় জিনিসটাই ভুলে গেছি। সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম, ফ্রান্সের গর্ব ও গৌরব আইফেল টাওয়ারের কথা মনেই ছিল না।

রুবা ততক্ষণে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এক হাতে সে রায়হানের মাথায় চুলগুলো বিন্যাস করে দেয়। সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

এত হাসির কি হল?

আইফেল টাওয়ারের কথায় হাসি পেল।

কেন? সেটাই প্যারিসের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

www.pathagar.com

রুবা এবার নিজের অভ্যন্তরের হাসি লুকিয়ে নিরীহ মুখ করে বলে, আইফেল টাওয়ার তো আমি প্রতিদিনই দেখছি। একাধিকবার, অনেকবার। এটাও কম আকর্ষণীয় নয়, কম আশ্চর্যজনক বস্তু নয়!

এতক্ষণে রায়হানের সম্বিত ফিরে আসে। আজ সে সবকিছুই তার স্বভাব বিরুদ্ধ করেছে। নতুন কোথায় পৌঁছেই সর্বাগ্রে সে ঘোষণা করে, প্রথম কাজ প্রথম।

শুধু বলাই নয় সেটা করেও দেখিয়ে দেয়। স্বামীর এই সব কাণ্ডকীর্তি প্রথম দিকে তার বিসদৃশ্য মনে হলেও এতদিনে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বরং স্বাভাবিক আচরণের অভাব হলেই তার এখন কিছুটা মন খারাপ হয়ে পড়ে। মনে হয়, রায়হানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য নেই। কোথায় যেন ছন্দ-পতন ঘটেছে। স্বামী যখন অনেক উচ্ছ্বাস-ভালোবাসায় আপ্লুত করে তাকে নিয়ে উপর্যুপরি ঝাপাঝাপি করে তার মন্দ লাগে না। সর্বাঙ্গীন প্রাপ্তিতে দেহ-মন ভরে ওঠে। আজ তার ব্যতিক্রম লক্ষ করে সে কিছুটা মৃয়মান হয়ে পড়েছিল।

রায়হান এবার স্বমূর্তি ধারণ করে, আরে তাই তো! আসল কাজই ভুলে বসে আছি! আচ্ছা তুমি কি রুবা! একবার মনে করিয়ে দিবে না! প্যারিসের হোটেলে প্রবেশ করেছি সেই কখন! এখনও হোটেল বন্দনা হল না। স্বাগতিক কাজটি সমাধা হল না! এটা একটা কথা হল! ফ্রান্স এবং প্যারিস শহরের প্রতি এতখানি অবহেলা কল্পনা করা যায় না!

বলতে বলতে সে জামা কাপড় টেনেটুনে খুলে এদিক সেদিক ছুড়ে ফেলে ইচ্ছাসুখে হাস্যরতা স্ত্রীকে টেনে সুবৃহৎ বিছানার এনে ফেলে। টান মেরে বেডকভার ফেলে দিয়ে সে দ্রুত আশু কর্তব্য সমাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

স্বামীর কণ্ঠলগ্না রুবা বলে, মনে করিয়ে না দিলেই ভালো ছিল। একদিন একটু ব্যতিক্রম হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

অতিশয় ব্যস্ত রায়হান উত্তর করে, শুদ্ধ অশুদ্ধ বুঝি না। বুঝি স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন স্বামী হিসেবে আমার অবশ্য কর্তব্য। এই নেক কাজে আমার কখনও ত্রুটি হয়েছে এটা তুমি বলতে পারবে না। আজই প্রথম মুখ ফুটে না বললেও তুমি ইশারা ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ।

রুবা সেই অবস্থাতেও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, এই বাজে বকো না। যা করছ কর, অজুহাত খাড়া করো না।

রায়হানের তখন আর প্রতিউত্তর করার অবস্থা নেই।

www.pathagar.com

তারা লন্ডনের হোটেল থেকেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছিল। এয়ারপোর্টে রুজ ও ডিলনের আগ্রহাতিশয্যে এক পিস্ করে কেক ও কফি খেতে হয়েছিল। দ্বিপ্রহরের পূর্বে তাদের কিছু খাবার প্রয়োজন নেই। রায়হান আবুলকে ডেকে এনে নির্দেশ দেয়, নিচে গিয়ে দেখ এখানে টাকা বদল করলে সুবিধা হবে কিনা। না হলে আমরা ব্যাংকে গিয়েই ভাঙাব। রিসেপশনের সঙ্গে কথা বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা কর। পারবি না? নিচে ওরা ইংরেজি বলে। তুই নিচে থেকে কল করলে আমরা নেমে আসব।

রুবা বলে, তা কেন? আবুল ভাই নিচে গিয়ে খোঁজখবর করুক। তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমরাও সেখানে যাই। লবীতে সময় কাটতে মন্দ লাগবে না।

ঠিক আছে। তুই যা। আমরা আসছি। হোটেলের কার্ড এবং চাবি কখনও ভুলবি না।

আবুল নিচে নেমে যায়।

রায়হান গিয়ে পেছন থেকে রুবাকে জড়িয়ে ধরে। রুবা মুখ হাসিতে ভরিয়ে বলে, আবার কি?

কিছু না। ছেলের মাকে একটু আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তোমার কি দৃঢ়বিশ্বাস ছেলেই হবে!

ছেলে নয়, বাবা।

রুবা স্বপ্নময় চোখে স্বামীর বুকে নিজের বিরাট খোঁপা সম্বলিত মাথাটি স্থাপন করে। মুহূর্তে সে সচকিত হয়ে ওঠে, এসব কি?

কিছু নয়। তখন ছিল স্বামীর দায়িত্ব। এবার সন্তানের মায়ের প্রতি কিঞ্চিত কর্তব্য করা সমীচীন বোধ করছি।

রুবা হাল ছেড়ে দেয়, তোমার কি কখনওই ক্ষ্যান্ত দিতে মন চায় না!

না, চায় না। স্ত্রীকে এক নিমিষের জন্য দূরে ঠেলতে পারি না।

এসব বাহানা রাখ। দূরে সরাবার কথা কে বলছে! কিন্তু এসব কি? এইমাত্র সব হল। আবার কেন?

বউ, বাধা দিয়ো না। তোমার স্বামী সর্বক্ষণই তোমাতে মজে আছে। তাকে

www.pathagar.com

নিষেধ করতে নেই। তাকে বাধা দিতে নেই। বউ, বউগো।

রুবা তাকে বাধা দিবে কি, তার অনুরাগ ভরা কণ্ঠস্বরে সে গলে যায়। প্রাণ খুলে হেসে ওঠে। প্রিয়ার নির্ঝর হাসি রায়হানের জেগে ওঠা কামনাকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। রুবার আর কিছু করার থাকে না।

ফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো! হু ইজ দেয়ার? আবুল? একটু পরে ফোন কর।

সে সেট রেখে দেয়। হাসতে হাসতে রুবা সে অবস্থায়ও বিষম খাওয়ার উপক্রম।

রায়হান গর্জয়, গাধাটার আক্কেল দেখেছ, টেলিফোন করার আর সময় পেল না!

তারা কেউ আর কথা বলার মুডে থাকে না।

নিচে নেমে রায়হান জিজ্ঞেস করে, কেন কল করেছিলি?

স্যার, সব ঠিক করে আপনাদেরকে খবর দিচ্ছিলাম। টাকা ভাঙ্গিয়েছি। ব্যাংকেও একই রেট। গাড়ি ঠিক করেছি। ইচ্ছা করলে এখন বের হওয়া যায়।

ড্রাইভার ভাষা বোঝে?

হ্যাঁ, সে কিছুটা ইংরেজি জানে।

রায়হান রুবাকে ডাকে, চল রুবা। গাড়ি নিয়ে কিছুটা ঘোরা-ফেরা করে লাঞ্চ সেরে ইচ্ছা হলে ফিরে আসা যাবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকালে না হয় আবার বের হওয়া যাবে। গাড়ি কি সারাদিনের জন্য ঠিক করেছিস?

হ্যাঁ স্যার।

খুব ভালো করেছিস। এই তো তুই আবার দেশের মতো চালু হয়েছিস। এবার যাওয়া যায়।

দেখা গেল ড্রাইভার আলজেরীয়ান মুসলমান। ফরাসী দেশে নাগরিকত্ব লাভ করেছে। নাম মোহাম্মদ আল্‌দিন।

রায়হান বলে, ভালোই হল, আমরাও মুসলিম। বাংলাদেশের নাম শুনেছ?

ড্রাইভার জানায় সে শুনেছে। রায়হান আবার বলে, বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয়

www.pathagar.com

বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। সে যাই হোক, তুমি আমাদেরকে প্যারিস এবং আশেপাশের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবে। আমি আগেও এখানে এসেছি। কিন্তু আমার স্ত্রী এবং মি. আবুল এবারই প্রথম এদেশে এসেছে। পর্যটকদের সাধারণত যেসব দ্রষ্টব্য দেখিয়ে থাক এদেরকে সেসব দেখাবে। আমরা একদিন ইউরো ডিজনিতে যাবার ইচ্ছা রাখি। ভার্সাই যেতে হবে। তাছাড়া লিডো এবং মলিন রুজের অনুষ্ঠানের টিকিটও সংগ্রহ করতে হবে।

আল্‌দিন তার ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে বলে, সব ব্যবস্থা করব। সব জায়গায় নিয়ে যাব। তোমরা মুসলমান। আমি খুব আনন্দিত।

রুবা তাকে বলে মি. আল্‌দিন, তুমি সর্বাগ্রে আমাকে আইফেল-টাওয়ার দেখাবে।

স্যাটের্নলি মাদাম।

রায়হান বলে, এখন দূর থেকে দেখা যেতে পারে, সন্ধ্যায় ইচ্ছা করলে তুমি টাওয়ারে চড়তে পার। সেটাই উত্তম সময়।

তুমি ওপরে ওঠনি?

একবার উঠেছিলাম। তারপর প্রতিবারই সেখানে গিয়েছি কিন্তু উপরে আর উঠিনি।

এবার উঠবে।

রায়হান তার কানে কানে কি বলে। সে চোখ-মুখ লাল করে তাকে ধমক দেয়, এই চুপ কর।

আবুল তখন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। আল্‌দিন লোকটিকে পেয়ে তারা খুশি। সে আগ্রহের সঙ্গে যেতে যেতে তাদেরকে প্যারিসের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোকপাত করে। সে একই সঙ্গে ড্রাইভার ও গাইডের কাজ করছে। জিজ্ঞেস করে, তোমরা প্যারিসে কত দিন থাকবে?

এক সপ্তাহ।

প্রত্যেক দিন এই গাড়ি চাই? অনেক খরচের ব্যাপার।

রায়হান বলে, তুমি সে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। সাত দিনের জন্য তোমাকে বুক করা গেল। অন্য কোথাও যাবে না। ম্যডাম প্যারিস ভ্রমণ করে সন্তুষ্ট হলে সে

www.pathagar.com

তোমাকেও খুশি করে দেবে।

আল্‌দিন মাথা ঝুঁকিয়ে নিবেদন করে, মাদামের সন্তুষ্টির জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

আবুল তাকে বুঝায়, এই মুহূর্তে তুমি আমাদেরকে শহরটা যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে দেখাবে। প্রথমে অবশ্যই আইফেল টাওয়ার। ম্যাডাম প্রথম সেটাই দেখতে চায়। লাঞ্চের সময় হলে আমাদেরকে একটি ভালো ভোজনালয়ে নিয়ে যাবে। লাঞ্চের পর ম্যাডাম ঠিক করবে কি করা যাবে। হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম, না পুনরায় শহর পরিভ্রমণ। বুঝেছ?

সে জানায় সে সব ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছে। সে সবকিছু সেভাবেই করবে।

আল্‌দিন তাদেরকে আইফেলের প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়। তখনও সেখানে প্রচুর লোক সমাগম। রুবাকে প্লেন থেকে রায়হান টাওয়ার দেখিয়েছিল। অতদূর থেকে এক ঝলকের জন্য দেখে তখন সে তেমন একটা ধারণা করতে পারেনি। এখন প্রধান প্রবেশ পথের চত্বরে দাঁড়িয়ে সে আইফেল টাওয়ারের কলেবর দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এটা যে মানুষের পরিকল্পনা প্রসূত চিন্তা করা কষ্টসাধ্য।

সে নিচে নামতে চাইলে রায়হান বলে, নিচে অবশ্যই যাবে এবং সেখান থেকে লাইন ধরে উপরে ওঠার ব্যবস্থা। তোমাকে দু'বার লিফ্‌টে উঠতে হবে। প্রথম কোনাকুনি লিফট, পরে সোজা। আজই বিকেলে বা সন্ধ্যায় আবার আসা যাবে। এখন বাহির থেকে যথটা সম্ভব দেখ নাও।

রুবা বলে, দেখ মানুষজন কত আনন্দ করছে। এখানেই সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। সকলে ছবি তুলছে। আমরা ক্যামেরা আনিনি।

আবুল বলে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।

সে দ্রুত গাড়িতে ফিরে ড্রাইভার আল্‌দিনকে বলে, মি. আল্‌দিন, ধারে কাছে কি ক্যামেরা কিনতে পাওয়া যাবে?

যাবে। পাশেই কয়েকটা গিফ্‌ট শপ রয়েছে। সেখানে অনেক ক্যামেরা পাবে। তবে ভালো জিনিস ক্রয় করতে হলে ক্যামেরার দোকানে যেতে হবে।

আবুল বলে, তুমি আস আমার সঙ্গে। চট করে কাজ চলার মতো একটা ক্যামেরা এখনই কিনতে চাই। স্যার এবং ম্যাডাম দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

আল্দিন সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে। এবং গিফট শপে গিয়ে দেখে-শুনে একটা ছোট ক্যামেরা কিনে দেয়। আবুল সেটা এনে রুবার হাতে দেয়, রুবা আপা, আপনিই প্রথম ছবিটি তুলুন।

বেশ, তোমার দু'জন টাওয়ার পশ্চাতে রেখে দাঁড়াও।

পরে আবুল তাদের স্বামী-স্ত্রীর বেশ কয়েকটি ছবি তোলে। আল্দিন এসে তাদের তিন জনের ছবি তুলে দেয়। রায়হান, রুবা এবং আবুল তার সঙ্গেও ছবি তোলে। সেখান থেকে বের হয়ে আল্দিন তাদেরকে শহরের প্রধান প্রধান এলাকা পরিদর্শন করায়। খাবার সময় হয়ে এলে সে নিবেদন করে, তোমরা কি ধরনের খাবার পছন্দ কর?

রুবা জবাব দেয়, খাবার ভালো হলেই হল। আমরা যে কোন একটা ভালো দোকানে খেতে চাই। তুমিও খাবে আমাদের সঙ্গে। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি।

অনেক ধন্যবাদ মাদাম। দ্বিপ্রহরে তোমরা ফরাসীদের লাঞ্চ খেয়ে দেখ। রাতে আমি তোমাদেরকে একটি আলজেরীয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব। সেখানকার কাবাব হয়ত তোমাদের ভালো লাগবে।

খাব। আমরা অনেক দেশের খানা খেয়েছি। কিন্তু তোমার দেশেরটা খাওয়া হয়নি। আজ সেটাই খেয়ে দেখা যাবে।

আল্দিন তাদেরকে একটি বড় রাস্তার পাশে অবস্থিত ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে ফ্রেঞ্চের সঙ্গে মেনুতে ছোট করে ইংরেজি লিপিবদ্ধ আছে। রাস্তার উপরে দু'জন, তিন জন বা চারজন করে বসে লোকজন গল্পগুজবের সঙ্গে পানাহার করছে। টেবিলগুলোর উপরে যদিও রঙিন ছাতা টাঙানো রয়েছে, কিন্তু মানুষের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সূর্যের রোদটাকেই বরং তারা বেশি উপভোগ করছে।

দু'জন দু'জন করে তারা দুটি টেবিলে আসন গ্রহণ করে।

মি. আল্দিন, আজ তুমিই সকলের হয়ে অর্ডার দেবে। তোমার অর্ডার নিষিদ্ধ কিছু থাকবে না এটা নিশ্চিত।

স্যার, আমার পছন্দ তোমাদের ভালো লাগবে?

আজ তোমার পছন্দেই খাব। দুশ্চিন্তা করো না। আমাদের মধ্যে তুমিই সবচাইতে বেশি অভিজ্ঞ। আমি তোমাকে স্যুপের ব্যাপারে সাহায্য করছি।

www.pathagar.com

আমাদের তিন জনের জন্য স্যুপ অব দি ডে অর্ডার দিও। তুমি কোনটা নিবে বলে দিও। মেইন কোর্স তুমিই ঠিক করবে। রুবা তোমার পছন্দ বল।

আমারও একই কথা। মি. আল্‌দিনের নির্বাচনই আজ আমাদের আহার্য।

আল্‌দিন একজন বেয়ারাকে ডেকে ফরাসী ভাষায় কতকক্ষণ ভোঁ ভোঁ করে। পরে সে দুটি অর্ডার দেয়। একটি ভাজা মাছ। অনেকটা কাটলেট জাতীয়। তেমন মশলাদি না থাকায় এদের কাছে খুব সুস্বাদু না হলেও আল্‌দিন বলে মাছটি উপাদেয়। সাদা একটা সস্‌ দিয়ে তারা সেটা খেয়ে নেয়। পরে ছোট ছোট টুকরা করা গ্রীল্ড বিফ্‌ আসে। সঙ্গে গরম রুটি। এটি সকলেরই ভালো লাগে। আবুল এবং রুবা ফলের আইসক্রিম খায়। আল্‌দিন এবং রায়হান কফি পান করে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করে।

রুবা প্রস্তাব করে, এখন হোটেলে গিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক গড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। তারপর বের হব। অধিক রাতে ডিনার খেয়ে হোটেলে ফিরব।

রায়হান একমত, কর্ত্রীর অভিমত শিরোধার্য।

রুবা একান্তে বলে রাখে, তাই বলে হোটেলে পৌঁছে জ্বালাতন করতে পারবে না।

কস্মিনকালেও না। আমি ও সবের মধ্যে নেই। প্রয়োজনে আওয়াজ দিয়ো, সেবক সদা প্রস্তুত।

তা আর জানি না!

রেস্টুরেন্টের বিল শোধ করে তারা উঠে পড়ে।

রুবা আল্‌দিনকে ধন্যবাদ দেয়, তোমার সুবাদে সুন্দর লাঞ্চ হল।

মাদাম, আমার ধারণা খাবার তোমাদের বিশেষ পছন্দ হয়নি। রাতে তোমাদের যেখানে নেব সেটা হয়ত পছন্দ হবে।

আশ্বস্ত হলাম।

বিকেলে হোটেল থেকে বেরুবার মুখে মি. বরিস লুব্র্যাঙ্ক টেলিফোন করে। সে আবুলের সঙ্গে কথা বলে রায়হানকে ধরে, তোমাদের দিন কেমন কাটল? হোটেলে সব সুব্যবস্থা আছে তো?

রায়হান সব সংবাদ দেয়। লুব্র্যাঙ্ক বলে, তোমাদের যদি রাতে কোথাও ডিনারের ডেট না থাকে তা হলে আমি তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করতে চাই। অসুবিধা হবে কি?

সেরকম অসুবিধা নেই। আমার ড্রাইভার বলছিল তাদের দেশি আলজেরিয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবে।

তোমার ড্রাইভার কোথা থেকে এল?

এখানকারই একটা গাড়ি নিয়েছি। ঠিক আছে, ড্রাইভারের দেশি খাবার অন্য সময়ও পরখ করে দেখা যাবে। তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা গেল। তোমার সাথে আমার কিছু আলোচনাও আছে। লন্ডনে মি. ডিলন কিছু প্রস্তাব রেখেছিল।

অতি উত্তম। তুমি নিশ্চয়ই ম্যাক্সিম চেন! না চিনলেও অসুবিধা হবে না। সকলেই চেনে। তোমার ড্রাইভার অবশ্যই চিনবে। রাত আটটায় ওখানে চলে এসো। ঠিক আছে? আমি মি. আবুলকে বলেছি। তোমার স্ত্রীকে কি পৃথক করে বলতে হবে?

না, তার প্রয়োজন হবে না তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আটটায় রেস্টুরেন্টে দেখা হবে।

রায়হান রুবাকে বলে, আলজেরীয়ার খাবার বন্ধ। আমি এমনিতেই তোমাকে ম্যাক্সিমে নিয়ে যেতাম। বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে, অন্তত দুর্মূল্যের জন্য। খাবার তেমন আহামরি নয়। তবুও বিশ্বের সব বড়লোকেরা কখনও না কখনও সেখানে খাবেই।

রুবা বলে, খাবার ভালো না হলে আমাদের ওখানে গিয়ে কাজ নেই। টাকা অপচয়ের জন্য নয়।

আজ মি. লুব্র্যাঙ্ক সেখানে দাওয়াত করেছে। আমাদের দ্বিমত করার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া আভিজাত্যের একটা মূল্য আছে না! ম্যাক্সিম হচ্ছে প্যারিসের অভিজাততম ভোজনালয়। রুবা, এ বেলা তোমার পরিকল্পনা কি?

আইফেল টাওয়ার।

রায়হান হাসে, বেশ তাই চল। নিচে নামতে আল্‌দিন এসে রুবাকে সম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে। সে রায়হানকে বলে, স্যার, তোমরা যখন বিশ্রাম করছিলে তখন আমি কিছু কাজ করেছি। মলিন রুজ এবং লিডোতে তোমাদের দু'জনের জন্য কাল এবং পরশুর সিট বুক করেছি। ওরা ডিনার দেবে।

www.pathagar.com

দু'জনের জন্য কেন? লোক আমরা তিন জন।

আবুল জানায় সে নিজেই সেরকম অনুরোধ করেছিল। এই শোতে যাওয়ার তার আগ্রহ নেই।

রায়হান হাসে, আরে বোকা, এটা এমন কোন ব্যাপার না। এখানে ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা সব একসঙ্গে দেখে। এদেশে এসে এই অনুষ্ঠান না দেখা কোন কাজের কথা না।

না স্যার! আমার ইচ্ছা করছে ন। আপনারা দু'জন মিলে দেখুন। আমি তখন আল্‌দিনকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব।

বেশ। যেমন তোর অভিরুচি। আল্‌দিন, তুমি খুবই কাজের লোক। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ওখানে টিকিট পাওয়া সহজ নয়। কিভাবে ম্যানেজ করলে?

আল্‌দিন একগাল হাসে। বলে, স্যার! দু'জায়গায়ই আমার পরিচয় আছে। যোগাযোগ রাখতে হয়। তা না হলে তোমাদের মতো অভ্যাগতদেরসেবায় বিঘ্ন ঘটে।

রুবা বলে, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু তোমাকে আজ রাতে নিরাশ করছি। তোমার দেশি রেস্টুরেন্ট খাওয়া হচ্ছে না। আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ হয়েছে।

ঠিক আছে মাদাম। অন্য এক সময় হবে। এখন কোথায় যাব?

আইফেল টাওয়ার।

আজ তারা প্রায় আটটা পর্যন্ত সেখানেই থাকে। রুবার আনন্দ ধরে না। সে চারদিকে প্রজাপতির মতো ছুটাছুটি করে। প্রচুর ছবি তোলে। বিরাট লাইনে দাঁড়িয়ে এক সময়ে তারা তিন জন টাওয়ারের ওঠার সুযোগ পায়। মাঝে একবার লিফ্‌ট পরিবর্তন করতে হয়। লিফ্‌টে চড়েই কিন্তু রুবার চাঞ্চল্য থেমে যায়। লিফট উপরে ওঠা শুরু করতেই সে বাচ্চা মেয়ের মতো রাযহানকে জড়িয়ে ধরে। রায়হান তাকে হাসিমুখে টেনে নিয়ে আশ্বাস দেয়, কোন ভয় নেই। প্রথম এমন লাগলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু রুবার তা হয় না। দ্বিতীয় লিফটেও সে একইভাবে স্বামীর বাহুলগ্ন থাকে। সে কোন সঙ্কোচ অনুভব করে না। লোকজনের অধিকাংশই যুগলে বা দল বেঁধে। সেখানেও জড়াজড়ির অভাব নেই। কিন্তু সেটা ভাব-ভালোবাসার কারণে। রুবার বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। লোকজনের সম্মুখে সে স্বামীর সঙ্গে কখনও এমনটা করে না।

www.pathagar.com

কিন্তু টাওয়ারের উচ্চতায় উঠে এক বিশেষ মানসিকতায় সে তার নিরাপদ আশ্রয়টি সার্বক্ষণিক আঁকড়ে ধরে থাকে। টাওয়ারের উপর থেকে প্রায় সমগ্র প্যারিস নগরী দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যরকম অনুভূতিতে মন ছেয়ে যায়। তার কিছুতেই নেমে আসতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু এক সময় অনিচ্ছায়ও নামতে হয়। সে ঘোষণা করে, আমি আবার আসব।

ভয় পাচ্ছ, তবুও আসবে?

না, ঠিক ভয় পাইনি। উপরে উঠে তোমাকে ধরে থাকতে ভালো লাগছিল।

রায়হান হাসে। রুবা হয়ত তার মনের কথাই বলেছে। কিন্তু মনের অভ্যন্তরে ভীতির কিছুটা সঞ্চার যে না ছিল তা নয়। নিচে নেমে সে পুনরায় এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে। বিকেলে বিশাল কামানের আকৃতির পানির ঝরনাগুলো খুলে দেওয়া হলে সে শিশুর মতো আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাকে ওখান থেকে নিয়ে আসতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। রুবা আইফেল টাওয়ারের বেডল্যাম্প ক্রয় করে। ডিনারে পৌঁছতে তাদের মিনিট দশেক বিলম্ব হয়ে যায়।

স্যরি, মি. লুব্র্যাঙ্ক। দেরি হল। আমার স্ত্রী আইফেল টাওয়ার ছেড়ে আসতেই চায় না।

মোটেই দেরি হয়নি। প্রথমবারের টাওয়ারের অনেকেরই এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। এসো, টেবিল রিজার্ভ করা আছে। অপেক্ষা করতে হবে না। মিসেস রায়হান, মিস্টার আবুল অনুগ্রহ করে ভিতরে এসো।

তারা ভিতরে প্রবেশ করে তাদের টেবিলে আসন গ্রহণ করে।

তোমরা পানীয় কি নেবে?

কোমল পানীয় থাকলে দিতে বল। নতুবা শুধু সাদা পানি। আমরা এ্যালকহল নেব না। একটি বিশেষ মাংস যে আমাদের নিষিদ্ধ তা নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছ?

অবশ্যই, তোমরা খুব সহজ অতিথি। অনেক অর্থ বাঁচিয়ে দিচ্ছ।

রায়হান এবং লুব্র্যাঙ্ক সাহেব নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। রুবা এবং আবুল বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্যতম অভিজাত রেস্টুরেন্টটির সবকিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়াস পায়। পানীয় দিয়ে গেছে। একই জিনিস, কিন্তু পাত্র এবং পরিবেশনের বৈচিত্রে কত ভিন্নতর অনুভূত হয়।

www.pathagar.com

রায়হান ঠিকই বলেছিল খাবার তেমন একটা কিছু নয়। কিন্তু সেসব যে প্রণালীতে প্রস্তুত হয় এবং যে কায়দায় পরিবেশন করা হয় সেটিতে নিখুঁত শিল্পকর্ম বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাদের টেবিলের সঙ্গে বড় একটি টেবিল সংযোগ করে আপাদমস্তক সাদা পোশাক ও লম্বা টুপি পরিধান করা জনা তিনেক সেফ এবং সহকারী মিলে সেখানে প্রায় একটা মিনি কিচেন বানিয়ে ফেলে। রুবার মনে হয় টেবিলটাকে ওরা একটা অপারেশন থিয়েটারে পরিণত করেছে। সবকিছুই সেই টেবিলেই তাদের চোখের সম্মুখে রান্না করা হয়। পূর্ব থেকে প্রায় প্রস্তুত জিনিসগুলো সেখানে এনে তারটানা বিদ্যুতের চুল্লিতে রান্না করে সে অবস্থাতেই তাদের প্লেটে সার্ভ করা হয়। এদিক থেকে রুবার কাছে এই হোটেলটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে হয়। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সেই অচেনা খাবারগুলো খুব মন্দ লাগে না। লুব্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের কি বিশেষ কোন খাবারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে?

রুবা জবাব দিয়েছিল, নেই। তুমি হোস্ট, তুমি যা দেবে আমরা আনন্দ করে তাই খাব।

লুব্র্যাঙ্ক দ্বিতীয়বার বলে, তোমরা খুবই সহজ অতিথি।

সে হেড্ বাটলারকে ডেকে পরামর্শ করে খাদ্য তালিকা তৈরি করে। এখানেও স্যুপ রুবার ভালো লাগে। খাবারের উপসংহারে সাদা ঠাণ্ডা ক্রিমের সঙ্গে যে স্ট্রবেরী আসে সেটাও তার ভালো লাগে।

রুবা সকলকে কমপ্লিমেন্টস দেয়। লুব্র্যাঙ্ক সাহেবকে জানায় অসংখ্য ধন্যবাদ। লুব্যাঙ্ক সহাস্যে নিবেদন করে, শোন প্রাচ্য সুন্দরী, এত সহজে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে পারবে না। আমার সঙ্গ আর কিছুক্ষণ সহ্য করতে হবে। চল তোমাদেরকে ক্লিওপ্লেট্রাস নিডলে নিয়ে যাচ্ছি। খুব দূরে নয়। আলোর এক মহাসমুদ্রে তোমাদেরকে এখন অবগাহন করব। এই অতি অভিজাত ঘরের অতি অনুপাদেয় ডিনার খেয়ে তোমরা যে পরিমাণ তিক্ত হয়েছ, এক্ষণে অভূতপূর্ব এক আলোর রাজ্যে নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করার সুযোগ দাও।

তা-ই চল। সেটা দেখার আমাদের খুবই আগ্রহ।

চারদিক আলো আর আলো। বিরাট খোলা জায়গার মাঝখানে একটি আশ্চর্য কোন বিশিষ্ট স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে গাড়ির ছোটাছুটির অন্ত নেই।

www.pathagar.com

দর্শনার্থীরও প্রচুর ভিড়। আলোর এত সমারোহ রুবা জীবনে দেখেনি। একটি ছোট পিনও যদি নিচে পড়ে যায় তুলে নিতে অসুবিধা হবে না। সূর্যের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেখানে আলোর বিন্যাস করা হয়েছে।

লুব্র্যাঙ্ক বলে, প্যারিসের অনেক বৃহৎ গণ অনুষ্ঠান এই চত্বরে আয়োজিত হয়। চতুর্দিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। তারা প্রায় ঘণ্টা ধরে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কারোই চলে আসতে মন চায় না। লুব্যাঙ্ক এক সময় বলে, মি. রায়হান, আমি এখন বিদায় নেব। টেলিফোন করে সময় নিয়ে একবার আমাদের অফিসে আসলে খুশি হব। বাকী কাজ সেখানেই সমাধা করা যাবে। তোমরা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সাঁজেলিজে ধরে হেঁটে হেঁটে আর্ক ডি ট্রুম্ব পর্যন্ত চলে যাও। সব পর্যটকরাই এটা করে থাকে। দুনিযার শ্রেষ্ঠতম পদযাত্রা। আমি পরে তোমাকে টেলিফোন করব। গুড্ নাইট মিসেস রায়হান, গুড্নাইট মি. আবুল।

সে বিদায় নিয়ে চলে গেলে তারা আরও খানিকটা সময় সেখানে কাটিয়ে একটি প্রশস্ত এবং অতি ব্যস্ত রাজপথে গিয়ে উপস্থিত হয়।

রায়হান বলে, এটাই সেই বিশ্ববিখ্যাত রাজপথ। কেউ কেউ এমনও বলে, সাঁজেলিজেতে জীবনে অন্তত একবার পদচারণা না করতে পারলে পৃথিবীতে আসাই বৃথা!

দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে প্যারিসের অভিজাততম বিপণী কেন্দ্রসমূহ। এলাহি কাণ্ড। একদিক দিয়ে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে ছয় লাইনে গাড়ি আসছে। অন্যদিকে পশ্চাতের লাল আলোর বিকিরণ ঘটিয়ে সমপরিমাণ গাড়ি ছুটছে। দেখার মতো দৃশ্য। হাজার হাজার নর-নারী রাস্তায় হাঁটা-চলা করছে। মনে হচ্ছে কোনদিন থামবে না এমনি এক অনন্ত আনন্দ মিছিল যাচ্ছে আসছে। অনেক স্থানে রেস্টুরেন্টে বা বারের সামনে পথের উপরেই টেবিল চেয়ার পেতে পানাহার চলছে। রাতের এই আনন্দ উজ্জ্বল মোহনীয় রাজপথের কোন তুলনা রুবা বা আবুল পূর্বে দেখেনি। তারা দু'জনই বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে সবকিছু অবলোকন করেছে। রুবা রায়হানকে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত রাখছে।

আবুল এক ঠোঙ্গা বাদাম জাতীয় জিনিস কিনে আনে। সেটা কি সে নিজেও জানে না। কিন্তু খেতে খুবই মজাদার। নোন্তা স্বাদযুক্ত। দুই আঙুলের চাপে ভেঙে খেতে হয়।

তুই এসব কোথা থেকে যোগাড় করিস আবুল! আমার তো চোখে পড়ে না।

www.pathagar.com

যা-ই বল বাপু খেতে কিন্তু ভালো লাগছে। তোমাদের অত দামী ডিনার খেয়ে আমার তৃপ্তি হয়নি।

তারা আল্‌দিনকে বলে দিয়েছে গাড়ি নিয়ে আর্ক ডি টুম্বের নিকটে অবস্থান করতে। তারা সারাটা পথ হেঁটে হেঁটে অতিক্রম করে। এত আনন্দ রুবা কখনও পায়নি। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। তার চুল উড়ছে। হাস্যোজ্জ্বল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রায়হানের মনে হচ্ছে, রুবার মতো স্ত্রী, আবুলের মতো বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর এবং আনন্দের নগরী প্যারিসের এই বৈভবপূর্ণ রাজপথ! আজকের রাত কেবল হেঁটেই কাটিয়ে দেওয়া যায়।

রুবাকে সে কথা বলতেই সে স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে মন্তব্য রাখে, সাহেবের যেন এটা খেয়াল থাকে। হোটেলে পৌঁছেই যেন আবার উৎপাত শুরু না হয়! যা-ই বল বাপু, আজকের রাত চিরদিন স্মরণে থাকবে।

রায়হান হাসতে হাসতে বলতে ছাড়ে না, সেই স্মরণীয় রাতকে আরও স্মৃতিময় করে রাখার মানসে আমাদের দু'জনকে আরও কাজ করতে হবে। রুবা তুমি এই মুহূর্তটির খাতিরে দ্বিমত করো না। প্লিজ!

রুবা হাসতে হাসতে স্বামীর দিকে খোসা না ছাড়িয়ে বাদাম ছুঁড়ে মারে।

বিজয় স্তম্ভ বা আর্ক ডি ট্রিয়াম্পকে এরা ডাকে আর্ক ডি টুম্ব। এর চারদিকে রাস্তা। মাঝখানে অপূর্ব নির্মাণশৈলীর বিজয় তোরণ। কাছে গিয়ে সেটিও ঘুরে ঘুরে দেখার পর রুবার খেয়াল হয় রাত বারটা বেজে গেছে। এখন কি হোটেলে ফেরা উচিত নয়!

সে বলে, বারোটা বেজে গেছে।

কার?

রুবা হাসিমুখে প্রতিউত্তর করে, তোমার। আবার কার? ফিরবে না?

রুবা, ফিরতে ইচচ্ছা করছে না। প্যারিসে কেবল সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিকে যৌবনের হাতছানি। সারারাত এই আনন্দ যাত্রা চলতে থাকবে।

সে কি! এরা ঘুমায় না?

ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার মতো বোকা এই পর্যটকরা নয়। শেষ রাতে আস্তানায় ফিরে দুপুর পর্যন্ত নিদ্রা। দিন পুনরায় সেভাবে শুরু হবে দ্বিপ্রহরের পর থেকে।

www.pathagar.com

বল কি? এরা কাজ কর্ম করে না!

প্যারিসবাসীরা নিশ্চয়ই করে। আমি ভ্রমণ বিলাসীদের কথা বলছি। এখানকার নাইট লাইফ বিখ্যাত। প্যারিসের আনন্দ রজনীর কোন তুলনা হয় না। যৌবনদীপ্ত নগরীতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

থাক, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাই না। তোমার কি পরিতাপ ইচ্ছে বউ নিয়ে প্যারিসে আসার জন্যে!

হচ্ছে, কেন আরও আগে বউকে নিয়ে আসিনি সেজন্য সত্যিই আফসোস হচ্ছে।

রুবা খুব হাসে, ঠিক আছে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা গেল। এ কথার পর অবশ্যই পুরস্কার প্রাপ্য।

তা হলে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চল, চল এক্ষুনি হোটেলের অভিমুখে যাত্রা করে যাক।

রায়হানের হঠাৎ ব্যস্ততার বিষয় আবুল বা আল্‌দিন কিছু বুঝতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবুল মনিবের অনুসরণ করে। তার আরও থাকার সাধ ছিল।

পরদিন প্রাতরাশের পর রায়হান কিছুক্ষণের জন্য আবুলসহ মি. লুব্র্যাঙ্কের অফিসে যায়।

রুবা, তুমি ধীরে সুস্থে তৈরি হয়ে নিও। নিচে এসে তোমাকে কল দিব। আমরা আজ ভার্সাই রাজপ্রসাদ দেখতে যাব। প্যারিসের বাইরে অবস্থিত। তোমার ভালো লাগবে।

সেদিনের সম্রাট সম্রাজ্ঞীদের বিরাসবহুল জীবনযাত্রা স্বাক্ষ্য বহন করছে এসব রাজপ্রসাদ। সেসব দেখে কি হবে?

বেশ তো, যদি দেখতে না চাও আমরা অন্য প্রোগ্রাম করতে পারি। ফরাসী দেশে যারা আসে প্রায় সকলেই ওখানে যায়। আমি একাধিক বার গিয়েছি। দেখার মতো ব্যাপার।

ঠিক আছে চল। তুমি এত করে বলছ দেখে আসা যাক। ফেরার পথে পথিমধ্যে আর একটা বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে।

মানে? কার বাড়ি খুঁজবে তুমি?

www.pathagar.com

রুবা রহস্য ভাঙে না। বলে তোমরা অফিসের কাজ সেরে আস। সময় মতো বলব।

ভার্সাই রাজপ্রাসাদ দেখার জন্য প্রচুর লোক সমবেত হয়েছে। প্যারিস থেকে ট্যুরিস্ট বাস আর কত যে যানবাহন এসেছে তার পরিসংখ্যান করা দুঃসাধ্য। রাজপ্রসাদ সবটা ঘুরে ঘুরে দেখলেও রুবার ততটা হৃদয়গ্রাহী মনে হয় না। বিপুল ঐশ্বর্যের অপচয় ঘটিয়ে, প্রজাকূলের রক্ত শোষণ করে যে বৈভব করায়ত্ব হয়েছে তা দিয়ে সেদিনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাগণ যে ভূ-স্বর্গ রচনা করেছিল, ভার্সাই রাজপ্রসাদ তার অন্যতম। প্রাসাদ সংলগ্ন পুষ্প উদ্যান ও সম্মুখের খননকৃত লেকটি রুবার খুব ভালো লাগে। রায়হানকে জোর করে সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখে।

আবুল ভাই, তোমার হাতে আজ ঠোঙ্গা নেই কেন? ওসব ছাড়া কি শুধু মুখে এই সব রাজা রানীদের পাষাণ চত্বরে ঘোরা যায়!

আবুল লজ্জা পায়। আজ বাদাম বা সে ধরনের কিছু কেনার সুযোগ হয়নি। তার জানা ছিল না স্যার এবং রুবা আপা দু'জনই তা এতটা পছন্দ করবে।

আমি একটু ঘুরে দেখব কিছু পাওয়া যায় কিনা?

না। সামনে চোখে পড়লে কিনতে ভূলো না।

ফেরার পথে রায়হান জানতে চায়, কার বাড়ি খুঁজতে চেয়েছিল?

বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবক্তা, মেঘনাধ বধ কাব্যের রচয়িতা মাইকেল মদুসূদন দত্তের।

তারা দু'জনই বিস্মিত। রুবা বলে কি? মাইকেল দত্তের বাড়ি এই পাণ্ডব বর্জিত লোকালয়ে! তার পরেই রায়হানের মনে পড়ে মধুসূদন দত্ত অনেকদিন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে কাটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর বাড়িও বোধহয় এদেশে ছিল। সে বিস্ময় কাটিয়ে রুবাকে প্রশ্ন করে, তার বাড়ি এখানে ছিল এ তথ্য তুমি কোথায় পেয়েছ?

আমি একটা সাময়িকীতে পড়েছিলাম। একটু খোঁজ করলে এখানকার লোকজন ঠিকই বলতে পারবে।

সে নিজেই ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলে। আল্দিন বলে, সমস্যা হবে না মাদাম। স্থানীয় পাবেতে সাধারণত এলাকার সব সংবাদই পাওয়া যায়। আমি সবক'টা পাবে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখব।

www.pathagar.com

কিন্তু বিশেষ যোগ জিজ্ঞেস করতে হয় না। প্রথম পাবের বৃদ্ধ বারম্যান আঙুল উঁচিয়ে রাস্তার পাশের একটি পরিত্যক্ত ছোট দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বলে, শুনেছি, ওখানে এক ভারতীয় লেখক কিছুদিন স্বপরিবারে বাস করে গেছে।

সেখানে গিয়ে তারা একটি নাম ফলকও দেখতে পায়।

মি. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খোদাই করা একটি পাথরের পুরনো ফলক সেখানে বিদ্যমান। রুবা নেমে সেই নামটির উপর সশ্রদ্ধ হাত বুলায়। সেটিকে পেপার ন্যাপকিনের সাহায্যে সামান্য পরিষ্কার করে গাড়িতে ফিরে আসে।

রায়হান মন্তব্য করে, আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য?

সব। মাইকেল মধুসূদন দত্তের এখানে অবস্থান, সে সম্বন্ধে তোমার সম্যক জ্ঞান, সে কথা সময়ে মনে পড়া, বাড়ি খুঁজে বার করা সবকিছুই আশ্চর্যজনক। সবচাইতে বড় আশ্চর্য তুমি!

রুবা কোন কথা না বলে স্বামীর হাতটি টেনে নিজের ক্রোড়ে নেয়।

বিকেলে আজও আইফেল টাওয়ার আরোহন এবং পরে প্যারিসের এক নাম্বার নাইটক্লাব লিডোতে অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়া। প্রচণ্ড ভীড়। গাদাগাদি করে লোকজন বসেছে। স্বল্পালোকিত সেই বিশেষ ধরনের হল ঘরের মধ্যে দর্শকদের সম্মুখে ছোট ছোট টেবিল দেওয়া হয়েছে। সাদা প্যান্ট ও লাল কোট পরা কর্মীরা ছোট টর্চের সাহায্যে লোকজন বসিয়ে দিচ্ছে, পানীয় এনে দিচ্ছে এবং সেট ডিনার সার্ভ করছে। তাদেরকেও আধ বোতল শ্যাম্পেন দেওয়া হয়। রুবা সেটা পাশের টেবিলের এক যুগলকে দিয়ে দিলে তারা দারুণ খুশি হয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়। তারা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছে। খাওয়া অতি সাধারণ। রুবার অবশ্য মন্দ লাগে না। রায়হান তাকে বুঝিয়ে বলে, শোর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তুমি মেয়েদেরকে টপ্‌লেস দেখবে। নাক সিট্‌কিয়ো না।

এসব দেখতেই বুঝি আসা!

ওরা দেখাতে পারে, আমরা দেখলেই দোষ! সে যা-ই হোক, অনুষ্ঠান সমূহের কোন তুলনা হয় না। তোমার খুব ভালো লাগবে।

সত্যিই তাই। শারীরিক কসরত, এ্যাক্রোবেটিক, নৃত্যের ছন্দে ছন্দে কত যে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। ব্যায়াম, যাদু

www.pathagar.com

স্ট্রিপটিস সব একসঙ্গে প্যাকেজ বানিয়ে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভিন্ন পশু পাখিরও সমাবেশ ঘটিয়েছে। স্টেজের মধ্যে পুল বানিয়ে মেয়েরা ডলফিন নিয়ে খেলা করছে। ডলফিনগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে মুখে করে তাদের বক্ষবন্ধনী খুলে ফেলছে দেখে সারা হল আনন্দ উল্লসিত হয়ে উঠলে রুবার নাক-কান লাল হয়ে ওঠে।

এসব না করলেও অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি ঘটত না।

মানুষ এসব পছন্দ করে। ফিগারগুলো দেখ! এত সুন্দর তাদের দেহ। প্রদর্শন না করাটাই বরং লোকজনকে বঞ্চিত করার শামিল।

রুবা রোষকষায়িত লোচনে স্বামীর দিকে তাকায়। রায়হানের সেদিকে দৃষ্টি নেই। স্টেজে তখন ফরাসী দেশের আনিন্দ্য সুন্দরী অপরূপ দেহধারিণী নবযৌবনাদের অতি স্বল্প বসনও নৃত্যের তালে তালে খুলে খুলে পড়ছে। নৃত্যের দোদুল্যমান ছন্দে স্বপ্নের নর্তকী উর্বসী মেনকা রম্ভার সেই সব সহচরী অপ্সরাদের দেহ সমুদ্রেও উত্তাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। রুবা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে রায়হান দু'চোখে অপলকে সেসব গিলছে। সে রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে। স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, আমি তোমার চোখ গেলে দেব।

রায়হান হা-হা, করে হেসে উঠতেই রুবা তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার মুখবন্ধ করে দেয়। কেউ কি শুনছে! কেউ কি দেখছে! ভাবে, তারই দেখতে ভালো লাগছে। আর রায়হান তো একজন পুরুষ। সত্যিই কি সুন্দর তাদের দেহ বল্লবী। মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে তাদের তৈরি করেছে। যেমন মসৃণ শুভ্র গাত্রবর্ণ তেমনি যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তাই অকৃপণ হস্তে প্রদান করে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না।

কেন যেন তার বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পরের রাতে প্যারিসের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নাইট ক্লাব মলিন রুজ বা ওদের ভাষায় মূলা রুসায় তারা নাইট শো দেখে। সেখানেও প্রায় একই ধরনের অনুষ্ঠান ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়। আনন্দ বিতরণের কত যে পদ্ধতি এদের সূচীতে রয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশালদেহী হাতি এবং উটও মঞ্চে এসে সুন্দরীদের সাথে নৃত্য প্রদর্শন করে যায়। স্টেজের উপরেই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটিয়ে এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। উত্তেজনায় রুবা রায়হানকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। পরে লজ্জা পেয়ে সরে আসতে গেলে রায়হান তাকে ছাড়ে

www.pathagar.com

না। ইশারায় অন্যান্য টেবিল দেখায়। সেখানে জোড়ায় জোড়ায় নিজেদের নিয়ে যা করছে সেটা হয়ত সে দেশের প্রেক্ষাপটেই সম্ভব। একের ব্যাপারে অন্যের মাথা ব্যথা নেই। ভালোবাসাই জীবন। এরা জীবনকে উপভোগ করতে দ্বিধা করে না। রুবা আর আপত্তি করে না। তার স্বামী তো কেবল তাকে আলিঙ্গন করে আছে। কিন্তু আর কেউ কেউ যা করছে! ছি, এদের কি লজ্জা শরমের বালাই নেই!

শিল্প-সাহিত্য ও ললিতকলা চর্চার মূল পাদপীঠ বিশ্ব সংস্কৃতির স্বীকৃত কেন্দ্রভূমি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহর ভর্তি রয়েছে অসংখ্য প্রদর্শনীর কেন্দ্র, আর্ট গ্যালারি আর মিউজিয়াম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে অগণিত শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সাহিত্যিকদের আসর বসে ফরাসী দেশের এই রাজধানীতে।

রুবা বইপত্র যোগাড় করে এ সম্বন্ধে কিছুটা পড়াশুনা করেছে। এইসব শিল্পী, সাহিত্যিকে ও গুণীজনরা তাদের সাধনা, সংগ্রাম ও কর্মবহুল জীবনে বহুধা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। সাফল্যের তোরণদ্বারে পৌছতে তাদেরকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সে পড়েছে, এই সব প্রতিভাবান কলা-কুশলীদের কেউ কেউ প্যারিসের রাজধানীতে হতদরিদ্র-অপাঙ্‌তেয় মানুষের মতো ঘুরে বেড়ায়। কেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়ে। সম্ভাবনাময় কত প্রতিভার জীবনাবসান ঘটে। রুবার খুব ইচ্ছা, যদি এমন কারো সাথে দেখা হত, যদি কিছু সাহায্য করা যেত! কিন্তু তার ইচ্ছার কথা সে প্রকাশ করে না। মনের বাসনা মনেই সঙ্গোপনে পুষে রাখে।

রায়হান তাকে প্যারিসের এক প্রান্তে পাহারের উপরে একটি প্রাচীন গীর্জা দেখাতে নিয়ে যায়। রুবার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রায়হান বলে, সেখানে অন্য আকর্ষণ আছে। চল।

পাহাড়ে ওঠার জন্য এক ধরনের লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে। রুবা বলে, ওসব প্রবীণদের জন্য। আমরা হেঁটেই উঠব।

রায়হান তাকে একান্তে জিজ্ঞেস করে, নবীনার অভ্যন্তরে যে কিশলয়টি অঙ্কুরিত হচ্ছে তার কথা ভেবে পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা করেছ কি?

রুবা সামান্য হাসে। স্বামীকে আশ্বস্ত করে, এখনও এসব নিয়ে ভাবনার সময় আসেনি।

www.pathagar.com

সে বেশ দ্রুত উপরে উঠে গীর্জার পাদদেশে চলে যায়। সে ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু বাহিরে অগণিত মানুষের ভিড়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, অদদ্ভুত ভাবে ছাটা অর্ধেক সবুজ রঙ করা খাড়া চুলের কিছু পাঙ্ক ও হিপ্পির সংমিশ্রিত মূর্তির প্রতি। কারো কারো কাঁধে, দড়িতে বাঁধা সাদা ইঁদুর। রুবা হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। লম্বা মতো একজন তার সামনে এসে চোখ টিপে অজানা ভাষায় কি বলে রুবা বুঝতে পারে না। সে ইংরেজিতে বলে, মাফ কর। তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলে সে পুনরায় চোখ টিপে। রায়হান সামান্য এগিয়ে ছিল। রুবা তাকে ডাকে। সে এসে তার পাশে দাঁড়াতেই ইঁদুর কাঁধে যুবকটি হেলতে দুলতে স্কন্ধস্থিত প্রাণীটিকে আদর করতে করতে সরে পড়ে।

কি হয়েছে রুবা?

কিছু না। ওই লোকটা কিছু একটা বলছিল। আমি বুঝতে পারিনি। সে ইতরের মতো চোখ টিপ ছিল।

রায়হান রাগান্বিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার উদ্যত হতেই রুবা তার হাত ধরে ফেলে, না তোমাকে যেতে হবে না। লোকটা চলে যাচ্ছে। ঝামেলা করে লাভ নেই।

ঝামেলার কি আছে! ওকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

রুবা জোর দিয়ে বলে, না, প্রয়োজন নেই। ভুলো না আমি সঙ্গে রয়েছি। মেয়েরা সাথে থাকলে অনেক চিন্তা করে চলতে হয়।

সে রায়হানকে শান্ত করে, চল আমরা ফিরে যাই। গীর্জা দেখার আমার কোন আগ্রহ নেই।

রায়হান বলে, আসল আকর্ষণ এখনও বাদ পড়ে আছে। তোমাকে একটু হাঁটতে হবে। এমন স্থানে নিয়ে যাব, তোমার ভালো লাগবে।

কথাটা খুবই খাঁটি। কিছুটা হেঁটে তারা একটা উঁচু নিচুঁ পাথুরে স্থানে পৌঁছে যায়। একটা বিরাট এলাকা জুড়ে শতশত শিল্পী রঙ তুলি, পেন্সিল, ক্যানভাস নিয়ে আস্তানা গড়েছে। তাদেরকে দেখতে, তাদের কাজ দেখতে, তাদের শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষ করতে, পোট্রেট আঁকাতে বা কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেখানে অসংখ্য লোক গিজ গিজ করছে। এইসব শিল্পীদের মধ্যে অনেক প্রতিভাধর গুণীও

www.pathagar.com

আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এসে শিল্পের অদম্য নেশায় শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এই সব শিল্পীরা এই পাথুরে কোনটিতে এসে স্থান করে নিয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে তাদেরকে শিল্পকর্মের পসরা সাজিয়ে বসতে হয়েছে। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাদের অসামান্য সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটে উঠছে তাদের তুলির আঁচড়ে।

রুবা একটা বিষয় লক্ষ করে। একজন শিল্পীও গ্রাহক ধরার জন্য হাক-ডাক করেছে না বা কোন উদ্যম আয়োজন করছে না। তারা প্রায় কথাই বলছে না। যার যার শিল্পকর্মের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে কেউ কাজ করছে, কেউ ধূমপান করছে। আবার কেউ সুরা পান করছে। তুলি বাঙময় হলেও তাদের মুখে ভাষা নেই। প্রতিটি শিল্পীকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি শিল্পকর্ম রক্ষিত আছে। দর্শকরা কেউ কেউ দু'একটি ক্রয় করছে। কেউ কেউ নিজেদের আঁকাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই কৌতূহল নিবৃত্ত করছে। ঘুরে ঘুরে দেখে রুবার শখ মিটে না। এক একটা ছবি এত জীবন্ত! এত সুন্দর পেইন্টিং!

শহরের এক প্রান্তে এই পাহাড়ের পাদদেশ এই সব প্রতিভাধর শিল্পীরা যে অঘোষিত আর্টস কর্ণার গড়ে তুলেছে তার কোন তুলনা অন্যত্র পাওয়া যাবে না।

রায়হান বলে, এটাই বিখ্যাত আর্টস কর্ণার না আর্টস সেন্টার। কেমন লাগছে রুবা?

রুবা কথা না বলে নীরবে স্বামীর একটি হাত নিজের হাতে ধারণ করে তার মনের ভালোলাগা নিবেদন করে। সেও সেই মুহূর্তে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

স্যার, রুবা আপা! আমার একটা আবদার রাখতে হবে। আপনারা দু'জনে একত্রে বসুন। একটা যুগ্ম প্রোর্ট্রেট আঁকার ব্যবস্থা করি। এমন সুযোগ সব সময় আসে না।

তারা অনুভব করে আবুলের মনেও বড় ধরনের দোলা লেগেছে। তাদের নীরব সম্মতি লাভ করে আবুল ছবি আঁকাবার তোড়জোড় করে। প্রায় দু'ঘন্টা ব্যয় করে একজন প্রবীণ শিল্পী তাদের যে যুগল প্রতিকৃতি এঁকে দেয় তারা মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় এ ছবির কোন তুলনা হবে না। শিল্পীর মজুরি দিতে গিয়ে আবুল দ্বিধায় পড়ে যায়। শিল্পী মুখ ফুটে কিছু বলছে না। হঠাৎ করে রুবা তার পার্স খুলে যা তাকে প্রদান করে সেটা দেখে সেও অবাক হয়ে যায়। আবুল সানন্দে বলে, দেশে গিয়ে এই ছবি আমি মনের মতো করে বাধাই করে গুলশানের বাড়িতে

www.pathagar.com

টানাব।

রুবা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পুণরায় স্বামীর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মন্তব্য করে, আজ পর্যন্ত যত জায়গায় নিয়েছ তার মধ্যে এটাই সর্বোকৃষ্ট। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ইউ আর ওয়েলকাম, ম্যাডাম।

তারা ইতোমধ্যে প্যারিসের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহও দেখে নিয়েছে। লুভ মিউজিয়ামে দীর্ঘ সময় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রুবাকে মোনালিসা দেখতে হয়। সে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও এ ছবিটির বিশেষ তাৎপর্য কি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। বেশিক্ষণ দাঁড়য়ে থাকা যায় না। পরবর্তী দর্শকরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

আচ্ছা, এই ছবিটার বিশ্বব্যাপী এত কদর কেন আমাকে একটু বুঝিয়ে বল।

এটা আমার কাজ নয় রুবা। এ বিষয়ে আমার চাইতে তুমি ভালো বুঝবে।

রুবা বলে, দেখ কত ভালো ভালো শিল্পকর্ম রয়েছে চারদিকে। মানুষজন সেসব দেখছে কি দেখছে না। কিন্তু মোনালিসার সম্মুখে ভিড়ের অন্ত নেই। তার হাসির মাধুর্য নিয়ে এত কথা বলা হয়েছে দেশে দেশে কিন্তু আমি কেন তার কার্যকারণ খুঁজে পাচ্ছি না! এটা কী আমার হৃদয়বৃত্তির অক্ষমতাই প্রমাণ করছে না?

রায়হান বলে, এত বড় বড় কথা আমি বুঝি না। আমার মতো আদার বেপারীকে তুমি জাহাজের খবর জিজ্ঞেস করছ।

আবুল নিজের থেকেই বলে, শিল্পকর্মটি অনবদ্য সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। সবচাইতে বড় কথা, এটা যার সৃষ্টি সেই অমর চিত্র শিল্পী লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ছিলেন বিশ্বের বরেণ্য চিত্র শিল্পীদের পথিকৃৎ। তাঁর হাতের যাদুস্পর্শে এই ছবি দেশজয়ী শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু কি কারণে?

তা আমি বলতে পারব না। স্যারের মতোই এ বিষয়ে আমার জানা শোনা কম। এসব আপনারই জানার কথা আপা।

রুবা হাসিমুখে মন্তব্য করে, ভালো, যেমন আমার স্বামী, তেমনই গুণধর তার সহচর। খুব জ্ঞান দান করলে আবুল ভাই!

সে রায়হানকে সঙ্গোপনে জিজ্ঞেস করে, কোন কোন শিল্প সমালোচক বলে

www.pathagar.com

মোনালিসা অন্তঃস্বত্ত্বা। বিষয়টা কি? তারা বুঝল কি করে?

তাও তো কথা বটে! তারা বুঝলে কি প্রকারে? তোমাকে জলজ্যান্ত সামনে দেখে সবকিছু হাতে নাতে প্রত্যক্ষ করেও যেখানে আমি কিছুই টের পাচ্ছি না, সেখানে কেবল একটি চিত্রের মুখচ্ছবি এবং অব্যক্ত হাসি দেখে তারা যে কি করে এসব মন্তব্য করে তারাই জানে। তারা ভিঞ্চি সাহেবের চাচাত মামাত ভাই না হয়ে যায় না।

রুবা রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে, না তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। চল তোমাকে আর চিত্রশিল্পের সমালোচনায় সময় ক্ষেপণ করতে হবে না। যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।

ঠিক বলছ গিন্নী। চল, হোটেলে ফিরে আমার নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর প্রদান করে আর একবার প্রমাণ করি, স্বীয় ক্ষেত্রে এই শর্মাও কোন অংশে পিছিয়ে নেই।

রুবা তাকে হাত ধরে টেনে মিউজিয়াম থেকে বের করে আনে। পশ্চাতে তাদের বাহন আবুল হোসেন হাসি লুকাতে ব্যস্ত।

প্যারিস থেকে বেশ দূরে ইউরো ডিজনি নতুন গড়ে উঠেছে। রায়হান বলে, আমরা আমেরিকায় যাচ্ছি। ডিজনিল্যান্ড সেখানে গিয়ে দেখাই উত্তম। হলিউডের নিকটে প্রতিষ্ঠিত সেটিই আদি ওয়ান্ডারল্যান্ড। কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে অনেক দূরে। আমরা এক কাজ করতে পারি, টিকিট পরিবর্তন করে আমরা লসএঞ্জেলস, জাপান হয়ে দেশে ফিরতে পারি। রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড হয়ে যাবে। লসএঞ্জেলসে ডিজনিল্যান্ড বড় আকর্ষণ। হলিউড তো আছেই। কি বল রুবা?

সে বলে, একবারেই সব দেখা শেষ করতে চাও? আল্লাহ্ চাহে তো আরও কত সুযোগ পাওয়া যাবে। ডিজনিল্যান্ড এবার না হয় থাক।

না রুবা, সেক্ষেত্রে চল ইউরো ডিজনি দেখেই যাই। এরা বিষয়টা কি প্রকারের করেছে জানতে ইচ্ছা করছে। আমি আমেরিকারটা দেখেছি। এখন অবশ্য ফ্লোরিডাতে আরও ব্যাপক আকারের ডিজনি ওয়ার্ল্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এক সময় সেটাও দেখতে হবে।

গাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। তাদের আলোচনা বারবার ডিজনিল্যান্ড এবং ইউরো ডিজনি শুনে ড্রাইভার মন্তব্য করে, মাদাম, শুনেছি ইউরো ডিজনি খুব চিত্তাকর্ষক। আমি অবশ্য দেখিনি। তোমরা দেখে যাও। ভালো লাগবে।

www.pathagar.com

রায়হান বলে, রুবা, এরপর আর কথা চলে না। সুপারিশ এসেছে আর এক মুসলিম প্রধান দেশ আলজিরিয়া থেকে।

রুবা বলে, ঠিক আছে, মি. আল্দিন, তুমি আমাদেরকে কষ্ট করে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছ। আমি তোমাকে ডিজনিল্যান্ড দেখাব। কখন যেতে হবে?

যে কোন সময় মাদাম। আমাদের যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।

রায়হান রায় দেয়, শুভ কাজে বিলম্ব অনুচিত। চল এখনই সে উদ্দেশে যাত্রা করা যাক। পথিমধ্যে লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাবে।

রুবা বলে, ম্যাকডোনাল্ড!

তথামস্ত ম্যাডাম।

রুবা জিজ্ঞেস করে, আমরা কি পরশু আমেরিকা যাব?

হ্যাঁ, তুমি কি আরও কয়েকদিন এখানে থাকতে চাও? চাইলে সে ব্যবস্থা করা যাবে। চাও?

না, চল প্রোগ্রাম মতই যাওয়া যাক। সেখানে যাচ্ছি, তাদের একটা প্রস্তুতি আছে। তারিখ পাল্টালে অসুবিধা হতে পারে।

এটা আমি অবশ্য ভাবিনি। ঠিকই বলেছ, সায়েমা রিয়া ওরা নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তুমি ওদের সাথে কথা বলেছ?

গত কালই বলেছি। ওরা ভীষণ খুশি।

তা হলে প্যারিস অবস্থান আর বৃদ্ধি করছি না। এই সুন্দর দেশ, সুন্দর শহর, ততোধিক সুন্দরীদের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে আগামী পরশু ইয়াঙ্কিদের দেশে পাড়ি জমাতে হবে!

তারা যথারীতি পেছনের আসনে বসা। সামনে আবুল ও আল্দিন কথা বলছে। সেই সুযোগে রুবা খোঁটা দেয়, আহা বেচারার খুবই কষ্ট। বউকে নিয়ে এসে কোনই সুবিধা হচ্ছে না।

চাইলে হতে পারত। কিন্তু একটি পরম রূপবতী ও গুণবতী মেয়ে তার জীবনে এসে এককালের খ্যাতিমান প্লে-বয় রেজা রায়হানকে আমুল পাল্টে দিয়েছে। কেন, সেদিন নিজেই তো দেখলে!

www.pathagar.com

রুবা সে কথা মনে পরায় হেসে ওঠে। তারা মলিন রুজ থেকে বের হচ্ছে। মানুষজনের ভিড়ে রায়হান সামান্য পিছিয়ে পড়েছে। অসুবিধা নেই। রুবাকে খুঁজে নিতে কোন সমস্যা হবে না। শাড়ি পরিহিতা আর কাউকে চোখে পড়েনি।

সে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। বিপজ্জনক যুবতী দেহের একমেয়ে এসে তাকে আমন্ত্রণ জানায়, হ্যালো সুইট হার্ট, ওয়ান্ট কম্প্যানি?

শুধু মৌখিক আমন্ত্রনই নয়; সে এসে রায়হানের শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়। তার একটি হাত ধরে। মেয়েটি রায়হানকে উত্তপ্ত করার মানসে নিজের সুপুষ্ট বক্ষ তার দেহের সংস্পর্শে আনে। রায়হান টের পায় যুবতী ভিতরে অন্তর্বাস পড়েনি। রায়হান রুবাকে খোঁজ করা বাদ দিয়ে সামান্য পিছে সরে বলে, না আমার সঙ্গিনীর প্রয়োজন নেই। তুমি অন্য কাউকে ট্রাই কর।

মেয়েটি বিলোল কটাক্ষ হেনে বলে, কিন্তু তুমিই যে আমার পছন্দ। এ ধরনের ম্যানলি ইয়ংম্যান আর কাউকে দেখছিনা। চল ডিসকোতে যাই, অথবা যেখানে তুমি বল। তোমাকে বেশি চার্জ করব না। আমি তোমাকে পছন্দ করেছি।

রায়হান তাকে কড়া কিছু কথা বলতে উপক্রম করতেই পেছন থেকে রুবার হাসির আওয়াজ শুনতে পায়।

দুঃখিত মিস! ভদ্রলোক একা নয়। তার স্থায়ী সঙ্গিনী আছে।

ওহ্, আমি খুবই দুঃখিত। তুমি তার সাথে আছ? আমি মনে করেছিলাম সে একা আছে, সাথীর প্রয়োজন।

রায়হান মেয়েটিকে এক কথায় বিদায় করে দেয়, গেট লষ্ট। এক্ষুনি বিদায় হও। আমাকে আমার স্ত্রীর সান্নিধ্য ভোগ করতে দাও।

তোমার স্ত্রী? সি ইজ এ বিউটি। সে সত্যিকারের সুন্দরী।

ফরাসী দেশীয় মেয়ে যা-ই করুক না কেন ভদ্রতার অভাব নেই।

বাই মিস্টার, বাই মিসেস। হ্যাভ ফান, বলতে বলতে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে।

রায়হান রুবাকে শক্ত করে ধরে বলে, এই শহরে কোন সময় বিশেষ করে রাত্রিকালে, কখনও স্বামীকে একা ছাড়বে না। হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিশেষত স্বামীটি যদি যুবক ও অর্থবান হয়।

www.pathagar.com

রুবা সে কথায় মন্তব্য না করে প্রশ্ন করে, আমি সাথে না থাকলে কি করতে?

না রুবা, আর যাই করি না কেন বাজার থেকে মেয়ে মানুষের সওদা করতাম না। এক সময় আমি কি ছিলাম তুমি ভালো জানো। কিন্তু আমি একই সঙ্গে অর্থ এবং রক্ত দুটো দেবার পক্ষপাতী নই। তুমি ভালো করেই জান মেয়ে মানুষের অভাব আমার কখনওই হয়নি।

রুবা সেখানেই অন্য হাতে স্বামীর কোমর জড়িয়ে ধরেছিল, আজ আমি খুব খুশি। পেছন থেকে সব শুনেছি। স্বামী ভাগ্যে আমি অতিশয় ভাগ্যবতী।

রায়হান সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত পেশ করেছিল, তা হলে বউ শীঘ্র চল গাড়ি খুঁজে আমরা হোটেলে প্রত্যাবর্তন করি। স্বামী দেবতাকে অর্ঘ নিবেদনের লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে।

হাসতে হাসতে রুবা স্বামীর হাত ধরে গাড়ি খুঁজে বের করেছিল।

সেদিনের কথা মনে পরায় আজও রুবা হাসি চেপে রাখতে পারে না। বলে, তবুও তো ওরা কেবল তোমার বাহ্যিক অবয়ব দেখে প্রভাবিত হয়। ওরা যদি তোমার সুপার পাওয়ার সম্বন্ধে অবগত হত তা হলে আর কোনদিন পিছ ছাড়া হত না।

যেমন রুবা হয় না!

এই এসব কি! নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে কখনওই এ ধরনের মন্তব্য করবে না। রুবা চিরদিনের জন্য তোমার। সে দু'দিনের আনন্দ সঙ্গিনী নয়। সুখে-দুঃখে প্রতিটি পদক্ষেপে স্ত্রী হচ্ছে সহ-ধর্মিনী, চিরসঙ্গিনী, তথা জীবন সঙ্গিনী। বুঝলেন জনাব?

রায়হান মমতা ভরে বাম হাতে তাকে বেষ্টন করে নিজের দিকে টেনে আনে।

এই ওরা দেখতে পাবে!

থাক। আমি তো কোন অনাচার করছি না। ছায়া সঙ্গিনীকেই কায়া সঙ্গিনী করছি।

বিগলিত রুবা স্মিত বদনে স্বামীর বাহু বন্ধনে নীরব থাকে। কিছু বললেই তার স্বামী আরও কত কি বলে বসবে।

রায়হানের কাছে নতুন না হলেও রুবা, আবুল এবং আলাদিনের কাছে ইউরো ডিজনির প্রতিটি আইটেম অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। রুবা উচ্ছ্বসিত। সে বলে,

www.pathagar.com

মানুষের মস্তিষ্কে এত সব আসে কি করে! ভাবা যায় না। যা-ই বল বাপু, না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। আনন্দের যে এত বৈচিত্রময় শাখা-প্রশাখা থাকতে পারে পূর্বে কোনদিন কল্পনাও করিনি।

আবুল এবং আল্‌দিন অভিভূত। আল্‌দিন অধিকতর আনন্দিত। তার পক্ষে এত অর্থ ব্যয় করে এটা দেখা সম্ভব হত না। এদের কল্যাণে সেটা সম্ভব হল। এ কয়দিনে সে অনেকটাই আপন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা আল্‌দিনকে পছন্দ করে। ফেরার পথে সে নিবেদন করে, মাদাম, সবই করলে কিন্তু এই গরীবের নিমন্ত্রণ তোমরা রাখলে না। আমার দেশী রেস্টুরেন্টে তোমাদের আর নিয়ে যেতে পারলাম না।

রুবা বলে, আজই যাব। তুমি মনে কষ্ট নিয়ো না। তুমি তো দেখেছ কিভাবে কিভাবে আমরা এখানে সেখানে আহার সমাধা করেছি। এখন ফেরার পথে আমরা তোমার সেই দোকানে ডিনার করে যাব। ঠিক আছে?

সার্টেনলি মাদাম। আমি খুবই খুশি হয়েছি। শুধু একটি অনুরোধ, ওখানকার বিল আমাকে দিতে দিও। জানি, তোমরা বড় ধনী। আমাকে এই সামান্য সম্মানটুকু অর্জন করতে দিলে অত্যন্ত বাধিত হব।

রায়হান রুবাকে ইশারায় সম্মতি জানায়। চোখে চোখে তাদের কথা হয়ে যায়। বিদায়ের সময় তাকে খুশি করা যাবে।

রুবা বলে, ধনী গরীবের প্রশ্ন আনছ কেন আল্‌দিন! প্যারিসের মতো শহরে একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তুমি। মোটেই গরীব নও। সে জন্য নয়। আমরা বেড়াতে বের হয়েছি। আমাদেরই খরচ করার কথা। ঠিক আছে, আমরা আজ তোমারই মেহমান।

প্রফুল্লচিত্তে আল্‌দিন গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। তারা ইউরো ডিজনিতে দুই দফা খানাপিনা করেছে। বেশি ক্ষুধা ছিল না। কেবল আল্‌দিনের মুখ চেয়েই তারা খেতে বসে। পূর্বাহ্নেই আল্‌দিনকে বলে রাখে বেশি খাবার যেন না বলে। এই দোকানের খাবারের মধ্যে একটা মুসলিম ভাব খুঁজে পাওয়া যায়। নিজেদের দেশের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। একটা ঠাণ্ডা লাস্যি জাতীয় জিনিস দিয়ে খাবার শুরু হয়। দু'রকমের কাবাব ও বড় বড় মোটা এক প্রকারের রুটি এবং একটা লেবুর আচার সহযোগে তাদের খাবার উপভোগ্যই হয়। সবশেষে এক প্রকারের

www.pathagar.com

ময়দার মিষ্টি আসে। হালুয়া জাতীয়। খেতে ভালোই লাগে। রায়হান কফিও খায়। তিন জনই আল্দিনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়। বিল এলে রায়হান উঁকি মেরে দেখে নেয় অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানকার খাবারের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। সে খুশি হয়। বেচারাকে বেশি খরচান্ত হতে হয়নি।

আজ ঘুম থেকে জেগে রায়হানের মাঝে আলস্যের সঞ্চার হয়। সে বলে, রুবা,রুম সার্ভিসকে বলে ঘরে নাশ্তা আনাও। আমার কাপড় চোপড় পরে বের হতে ইচ্ছা করছে না।

রুবা উদ্বিগ্ন হয়, শরীর খারাপ করেনি তো? ক'দিন যা ঘুরাঘুরি হল!

না, শরীর ঠিক আছে। আলসেমি লাগছে।

রুবা হেসে ফেলে। গানের সুরে বলে, আলস্য বিষম ভূত স্কন্ধে যার চাপে, সুখের জীবন তার যায় পরিতাপে!

পরে আবার হেসে ফেলে।

হাসির কি হল?

এমনিই হাসি পেল। আমার ম্যাজিক জানা আছে। ইচ্ছা করলেই নিমেষে সাহেবের সব অলসতা বিদূরীত করে দারুন কর্মময় করে তোলা যায়।

রায়হান উঠে বসে, ঠিক বলেছ রুবা। সেই মহৌষধই একবার প্রয়োগ কর।

রুবা আরও জোরে হেসে ওঠে, বলতে বলতেই সাহেবের অলসতা ভেগে পালিয়েছে। ওঠ, তোমার এসব বুজরুকি চলবেনা। উঠে প্রস্তুত হয়ে চল বাইরে রাস্তার কোন ছোট রেস্টুরেন্টে প্রাতরাশ খাব। এই বড় হোটেলের নামী-দামী খাবার আমার ভালো লাগে না।

রায়হান একটা বালিশ টেনে মুখের উপর ফেলে নীরবে পড়ে থাকে।

এই উঠবে না! আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

নাহ, এই মেয়েটার জ্বালায় রাতে ঘুমাতে পারি না, সকালেও একটু ঘুমোতে দেবে না! আমাকে মিষ্টি মুখ না করালে উঠছি না।

রুবা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, শুধু মিষ্টি মুখে আপত্তি নেই। কিন্তু এই সাত সকালে তুমি আবার ওসব করবে না বল!

www.pathagar.com

রায়হান একটা বালিশ টেনে মুখের উপর ফেলে নীরবে পড়ে থাকে।

রায়হান জবাব দেয়, কথা দিয়ে যদি সেটা ভঙ্গই না করা হল তা হলে কথা দেয়ার স্বার্থকতা কোথায়!

আজ তোমার মিষ্টি মুখও বন্ধ। তোমার কেবলই এটা নয় সেটা। যাও, আমি ক্ষুধা নিয়েই বসে থাকব।

রায়হান উঠে আবুলকে ফোন করে, এই গাধা! এতক্ষণ পর্যন্ত কি করছিস? মানুষের কি ক্ষুধা তৃষা নেই? সকলেই কি তোর মতো বাদাম ভাজা খেয়ে জীবন ধারণ করে?

আবুল কি বলে শোনা যায় না। রায়হান টেলিফোন রেখে দেয়।

এটা কি হল? আবুল ভাইকে বকলে কেন?

তুমি আমাকে বকলে কেন?

আবুল ভাই কি করবে?

ড্রাইভারকে বকুনি দিবে।

ড্রাইভার কি করবে?

বাড়ি গিয়ে বউকে বকবে।

বউ কি করবে?

পোষা বিড়ালটাকে ঠেঙ্গাবে।

বিড়ালটা কি করবে?

দেয়ালে আচর কেটে গোস্বা ঝড়বে।

দু'জন একসঙ্গে হেসে ওঠে। রুবা তাকে ঠেলতে ঠেলতে বাথরুমে পাঠায়।

গাড়ি করে তারা একটা রাস্তার পাশের রেস্তোরাঁতে গিয়ে উপস্থিত হয়। অন্যদের মতো তারাও ভিতরে প্রবেশ করে না। রাস্তার উপরে রৌদ্রে বসে আহার করতে পছন্দ করে। রুবারই এটা বেশি পছন্দ। সে রায়হানের দৃষ্টি আকৃষণ করে, দেখ কি প্রকাণ্ড সাইজের রুটি। এরা এসব খায় কি করে!

www.pathagar.com

রায়হান বলে, এর চেয়েও বড় রুটি আছে। এক একটা কাঁধে ফেলে বহন করার মতো। ঠিক আছে, আজ এই রুটির দ্বারাই আমাদের প্রাতরাশ হোক।

সে একজন বেয়ারাকে ডেকে বুঝিয়ে দেয়। আল্‌দিনের পরামর্শে তারা বেছে বেছে সেসব দোকানেই ঢোকে যেখানে দু'একজন অন্তত ইংরেজিটা সামান্য হলেও বোঝে।

তাদের নাস্তা আসে। এক হাত সাইজের এক একটি রুটি। মাঝখানে চিরে তার মধ্যে বিফ্‌, পনির, সবজি প্রভৃতি ঠেসে দিয়ে স্যান্ডুউইচের মতো তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক প্লেটে আবার হাপ স্যান্ডুউইচ রয়েছে। জ্যাম ও মাখনের প্রলেপ দেওয়া। সাথে আলাদা করে মাখন ও জ্যামের ছোট ছোট প্যাকেটও দিয়েছে। পরে কফি।

রুবা বলে, আমি এত বড় রুটি খেতে পারব না। এটা মনে হচ্ছে বেশ শক্ত।

রায়হান জানায়, ট্রাই করে দেখ। খারাপ লাগবে না। প্রথম শক্ত লাগলেও পরে ভালোই লাগবে। খেয়ে দেখ। একটা নতুন জিনিস খেয়ে দেখবে না!

খেতে আরম্ভ করে তার মন্দ লাগে না। খাবে না খাবে না কারও সে সবটা খেয়ে ফেলে। রায়হান হাসিমুখে স্ত্রীকে কথা শোনায়, এখন কি হল! সবই যে সাবার করে ফেললে।

রুবা জবাব দেয়, বলেছিলাম না আমার ক্ষুধা পেয়েছে!

তা অবশ্য বলেছিলে। তাছাড়া গত রাতে একটু তাড়াতাড়ি ডিনার হয়েছিল। আলদিনের আতিথেয়তায় যে কাবাব খেয়েছিলাম সেটা রাতেই হজম হয়ে গেছে। রুবা, তুমি আর কিছু নেবে? আবুল?

তারা দু'জনই জানায় প্রাতরাশের জন্য তারা যথেষ্টই খেয়েছ। আজ তাদের হাতে তেমন কাজ নেই। ইচ্ছা করলে অলসভাবে ঘুরে বেড়ানো যায়।

রায়হান স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, প্যারিসে তার আর কোন অভিলাশ আছে? আবুল! তোর কোন পরিকল্পনা আছে?

আবুল জানায়, তার কোন পরিকল্পনা নেই?

রুবা বলে, আমি একবার শেষবারের মতো আইফেল টাওয়ারে যাব।

শেষবার বলছ কেন? আল্লাহ্‌ চাহে তো আরও অনেকবার আসবে। ঠিক আছে,

www.pathagar.com

নিয়ে যাব। আজও কি উপরে উঠবে?

না। আজ এমনিই কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে কয়েকটি ছবি তুলে ফিরে আসব। মনিরের জন্য আইফেল টাওয়ার কিনব।

রায়হান ঠাট্টা করে, আইফেল টাওয়ারই কিনে ফেলবে! ফরাসীরা ওটা বিক্রি করবে বলে মনে হচ্ছে না!

নাস্তা সাঙ্গ করে তারা উঠে পরে। টাওয়ারের আঙ্গিনায় পৌঁছে রুবা চঞ্চলা কিশোরী বনে যায়। এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে। রায়হানকে বিভিন্ন স্থানে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলে। কখনও ক্যামেরা আবুলের হাতে দিয়ে নিজে গিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়ায়। তার হৈচৈ ছেলে মানুষি রায়হান প্রসন্ন চিত্তে প্রশ্রয় দেয়।

রায়হান তাকে আজ তাগিদ দেয় না। থাকুক যতক্ষণ খুশি আনন্দে সময় কাটাক। তাদের প্যারিস ভ্রমণ সমাপ্ত হয়েছে, বরিস্ লুব্র্যাঙ্কের সাথে স্বার্থকভাবে ব্যবসায়ীক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রুবাকে নিয়ে একবার শপিং-এ যেতে হবে। এখানকার ফ্রেঞ্চ শিফন খুবই নামকরা। তার জন্য কয়েকটি শিফনের শাড়ি ক্রয় করতে হবে। প্যারিসে এসে ফরাসী সুগন্ধি না কেনার কোন অর্থ হয় না। লোকজনকে প্রেজেন্ট করতে সেটার তুলনা নেই। সেন্ট কিনতে হবে। আর কিছু তাদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র যদি মর্জি হয় রুবার পরীক্ষার পরপরই তাদের সন্তান আসবে। পরীক্ষায় রুবার ভালো ফল করারই কথা। হয়ত তারপর তাকে স্বপরিবারে লন্ডনে বেশিরভাগ সময় কাটতে হবে। রুবা পড়াশুনা করবে, সে ব্যবসা পরিচালনা করবে। কিন্তু মেয়েটা যা স্বামী ন্যাওটা। সে মাঝে মাঝে ঢাকায় গিয়ে থাকতে চাইলে সে বাধ সাধবে। দেখা যাক, ম্যানেজ করব।

এত কি ভাবছ গো!

আকাশ কুসুম।

রুবার হাতে তিনটে টাওয়ারের রেপ্লিকা। সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালে রুবা বলে, একটা মনিরকে দেব। একটা রিয়ার জন্য আর একটা তোমার বড় শ্যালকের জন্য। দাদার কথা ভুলে বসে আছ!

পুলিশের কথা কি ভোলা সম্ভব! আমি ভাবছিলাম ওকে বিষ দেব।

সেকি! বিষ দেবে মানে?

রায়হান হাসতে হাসতে বলে, পয়জন নামে একটা প্রসিদ্ধ সেন্ট আছে।

www.pathagar.com

ভেবেছিলাম মাজহারকে ওটাই প্রেজেন্ট করব।

তা-ই বল! আমি ভাবলাম এসব কি কথা!

প্যারিসের একটি নামকরা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে তারা উপস্থিত হয়। রুবা জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে সেন্ট কিনবে?

তা কিনব। তোমার জন্য ফ্রেঞ্চ শিফনও কিনব। এটা খুব নামকরা দোকান। শুনেছি ডিপ্লোম্যাটরা এখানে কেনাকাটা করে থাকে।

আমার শিফনের প্রয়োজন নেই। দেশে এত শাড়ি পরে রয়েছে। লন্ডনে আবার একগাদা কিনেছ। আর প্রয়োজন নেই।

রায়হান তাকে থামিয়ে দেয়, সেটা আমি বুঝব। বেশি কট্‌কট্‌ করবে না। কথা বেশি বলা বউ আমার পছন্দ নয়।

কট্‌কট্‌ মানে কি?

বেশি মানে জিজ্ঞেস করাও আমার পছন্দ নয়।

রুবা হেসে ফেলে, আমিও বোধহয় তোমার পছন্দ নই!

রায়হান কপট গাম্ভীর্যে মুখ ভরিয়ে বলে, তোমার কথা সেভাবে ভেবে দেখিনি।

পরক্ষণেই হাসিমুখে বলে, বউটা আমার খুবই পছন্দনীয়। তাকে কলাপাতা রঙয়ের শিফন শাড়িতে কেমন দেখাবে ভেবে রোমঞ্চিত হচ্ছি। তুমি সবকিছুর মধ্যে কথা বলবে না। নিজের বউকে আমি মনের মতো করে সাজাব। তাতে তোমার কি!

রুবা তার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে নীরব হয়ে যায়। স্বামীকে সে বিলক্ষণ চেনে। হাজার বাধা দিয়েও তাকে ঠেকানো যাবে না। সে এখন তার ইচ্ছা চরিতার্থ করবেই।

শুধু কলাপাতা রঙয়ের নয়, আরও কয়েকটি ডিজাইন ও রঙ দেখে সে এবং আবুল পছন্দ করে চারটা শাড়ি ক্রয় করে ফেলে। একটা শাড়ি রুবার পছন্দ হয়। সে বলে, এটা আমি সায়েমা আপার জন্য নেব।

রায়হান তার দুটার অর্ডার দেয়।

দুটা কেন?

www.pathagar.com

একটা বোনের জন্য। অন্যটা বউয়ের জন্য।

এবারও রুবা চুপ থাকাই সুবিবেচনা প্রসূত মনে করে। বেশকিছু সুগন্ধি ক্রয় করে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।

আল্‌দিন তার কার্ড বিনিময় করে বলে, স্যার মাদাম, তোমাদেরকে ভোলা যাবে না। আমি এখন এখানকারই নাগরিক। স্বপরিবারে প্যারিসে বসবাস করি। অন্য কোথাও স্থানান্তরের ইচ্ছা নেই। তোমরা যদি পুনরায় এখানে আস আমার খোঁজ করো। গাড়ি চালানো ছেড়ে দিলেও আমি তোমাদেরকে সঙ্গ দেব। তোমাদের মতো মানুষ হয় না।

রুবা বলে, প্যারিসে এলে আমরা অবশ্যই তোমার খোঁজ করব।

সে একটা খাম আল্‌দিনের হাতে দিয়ে বলে, গাড়ির ভাড়া মনে করে দিচ্ছি না। গাড়ি তোমার নিজের হলেও ফুয়েল কিনতে হয়েছে। তোমাকে যৎসামান্য ফ্রাঙ্ক দিয়ে গেলাম।

আল্‌দিন সেটি না খুলেই পকেটে রেখে দেয়।

তাদের সম্পর্কটা এর মধ্যেই লেদেনের বাইরে চলে গেছে। আবুল হোটেলে খোঁজখবর নিয়ে একটা অঙ্ক ঠিক করেছিল। রায়হন এবং রুবা তার সঙ্গে মুক্তহস্তে যোগ করে খামে ভরে দিয়েছে। আজ তাদেরকে ছাড়তে কেউ এয়ারপোর্টে আসেনি। লুব্র্যাঙ্ক বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। তার অতি জরুরি কাজ পড়েছে।

ড্রাইভার ও আবুল মিলে চেক ইন-এর সব ব্যবস্থা করে ফেলে। দুটো ফার্স্ট ক্লাস টিকেট থাকায় সেখানেই আবুলের চেক ইন হয়ে যায়।

আল্‌দিনের কাছে বিদায় নিয়ে তরা ইমিগ্রেশনে প্রবেশ করে।

প্লেনে জানালার পাশে বসে রুবা উদাস চোখে বাইরে দেখার চেষ্টা করে।

প্লেন উপরে উঠলে সে রায়হানকে জানালা দিয়ে তাকাতে বলে। আইফেল টাওয়ার দেখা যাচ্ছে।

রুবা একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে মনে মনে বলে, বিদায় প্যারিস। বিদায়

www.pathagar.com

আইফেল টাওয়ার।

তার মনে হয় অতি আপনজনদের পিছনে ফেলে দূরে চলে যাচ্ছে। মন বিষণ্নতায় ভরে ওঠে।

রায়হান বুঝতে পারে। সস্নেহে একটি হাতে স্ত্রীকে আলতো করে জড়িয়ে নিয়ে বলে, আল্লাহ চাহে তো, পরের বার আমরা আরও একজন নতুন সদস্য নিয়ে এদশে আসব। সে কথা মনে করে এখন খুশী হবার চেষ্টা কর।

রুবা স্বামীর দিকে মুখ ফিরায়। সে মুখে হরিষে বিষাদ।

আমরা আমেরিকায় অবতরণ করেও এই তারিখই পাব। মাঝখানে একটি দিন গেইন করছি!

বুঝলাম না।

অর্থাৎ আজ যে দিনে তুমি রওনা হচ্ছ মাঝে একটি রাত কাটিয়ে সকালে আমেরিকায় পৌঁছে তুমি সেদিনই পাচ্ছ। পূর্বে প্লেনে আটলান্টিক পার হলে ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন ক্রস করার সার্টিফিকেট দেয়া হত। এখন এসব ডাল ভাত। কেউ পোছে না।

রুবা সে কথায় না গিয়ে বলে, আমাদের পেয়ে রিয়ারা কত খুশি হবে এটা ভেবেই আমার মন পুলকে শিহরিত হচ্ছে।

রায়হান বলে, ম্যাডাম, পুলক শিহরণ এসব অমূল্য অনুভূতিগুলো এই অধম সেবকের জন্য সঞ্চিত রাখুন। এই প্লেন জার্নিগুলো এত বিশ্রী! সারারাত নয়তো সারাদিন নিরম্বু উপবাসে কাটাতে হয়!

রুবা তার দিকে রাগতদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, আচ্ছা তুমি কি! মানুষ কত কি নিয়ে ভাবে! আর তুমি তোমার সেই আদি চিন্তাতেই মশগুল রয়েছ!

হ্যাঁ, আমি একজন পারফেক্ট জেন্টেলম্যান এবং কর্তব্যপরায়ণ পতি। সহধর্মিনীর সঙ্গে নিত্যকার ধর্মাপালনের কথাই ভাবছি।

তুমি ভাবতে থাক। আমি এই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। নামার সময় হলে আমাকে ডেকে দিও।

www.pathagar.com

না, ডাকাডাকি করতে পারব না। তোমাকে ঘুমন্ত রেখেই আমরা সটকে পরব। বলেই রায়হান হেসে ওঠে।

রুবা জিজ্ঞেস না করে পারে না, হাসির কি হল?

তুমি সেই ছোট ছেলেটির মতো বলছ, মা, আমার পায়খানা পেলে জাগিয়ে দিও। মা জবাব দিয়েছিল, তোমাকে জাগাতে হবে না, তুমিই কত জনকে জাগিয়ে তুলবে!

রুবাও হেসে ফেলে, এই উপমা আমার বেলায় খাটে?

খাটালেই খাটে। বিরক্ত করো না, আমি এখন ঘুমাব এবং স্বপ্নে বউকে খুব ভালোবাসব।

রুবা হাসিমুখে স্বামীর একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের ঘাড়ের নিচে স্থাপন করে নিদ্রার আয়োজন করে। প্লেন তখন আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে তীব্র গতিতে পূর্ব দিগন্তে ছুটে চলেছে।

রায়হানের কথাই ঠিক হয়। রুবাই তাকে ডেকে তোলে। মৃদু ধাক্কা দিয়ে তার তন্দ্রা ছুটিয়ে বলে, অনেক ঘুমিয়েছ। এবার উঠে পড়। আর বিশেষ দেরি নেই।

আবুল এসে দাঁড়ায়, স্যার কি কিছুটা ঘুমাতে পেরেছিলেন?

তোর আপার জ্বালায় কি ঘুমাবার জো আছে! নিজের দু'খানা হাত ছেড়ে আমার হাতকে বালিশ না করলে তার ঘুম হয় না। যত্তসব!

রুবা তাকে অলক্ষে শাসন করে, এই এসব কি হচ্ছে! চুপ কর।

প্লেন থেকে অবতরণ করে আনুষ্ঠানিকতা সেরে লাগেজ সংগ্রহ করে তারা বর্হিদ্বারে এসে দেখতে পায় রিয়া, সায়েমা ও আসলাম অধীর আগ্রহে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সর্বাগ্রে রিয়া ছুটে এসে রুবাকে জড়িয়ে ধরে, ভাবী ভাবী।

রুবা তাকে সাদরে কোলে তুলে নিয়ে দুই গালে, কপালে অজস্র চুমো খেতে খেতে বলে, মামনি, তুমি কেমন আছ?

সায়মা এসে একহাতে ভাইয়াকে অন্যহাতে ভাবীকে জড়িয়ে ধরে। তোমরা এত দেরি করলে কেন? কত যাত্রী বের হয়ে গেল!

আসলাম এসে রায়হানকে সালাম করে। আবুলের সঙ্গে করমর্দন করে। আবুল

www.pathagar.com

জানায়, লাগেজ দেরিতে আসায় এই সামান্য বিলম্ব।

রিয়া বলে, ভাবী ইজ ভেরী বিউটিফুল!

রুবা মেয়ের কথায় লজ্জা পায়। সে রিয়াকে আরও চুমো খেয়ে বলে, তুমি নাকি বাংলা বলতে পার, তা হলে ইংরেজি কেন?

সেও ভাবীকে চুমো খেয়ে উত্তর করে, পারি। বলব?

বল।

ভাবী খুব সুন্দর হচ্ছে।

তার মা বলে, হচ্ছে না হয়েছে। রিয়া ঠিকই বলেছে ভাবী! তোমার রূপে যেন চারদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

আসলাম বলে, চল, চল, এরা দীর্ঘ জার্নি করে এসেছে। বাসায় গিয়ে বিশ্রামের পর সব ধীরে সুস্থে আলাপ করা যাবে। তবে কন্যা ও স্ত্রীর মতের সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলতেই হয়, ভাবী আপনি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের রূপ ধারণ করেছেন। ঢাকাতে যা দেখে এসেছিলাম, এখন তার চাইতে অনেক বেশি বিকশিত।

রুবা সলাজ কণ্ঠে বলে, এখন আমার রূপ বাখ্যান ছেড়ে চলুন যাওয়া যাক। আপনার ভাইয়া প্লেনে তেমন ঘুমোতে পারে না। তার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমি অবশ্য ভালই ঘুমিয়েছি।

রায়হান বলে, আমিও কিছুটা ঘুমিয়েছি। আসলাম, তুমি গাড়ি আননি?

এনেছি ভাইয়া। আপনারা একটু এইখানটায় অপেক্ষা করুন, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।

আসলামের গাড়ি বেশ বড়। সব মালামাল উঠিয়ে তারা জে, এফ কে এয়ারপোর্টে ছেড়ে বের হয়ে আসে। আসলামের পাশে আবুল। পেছনের আসনে তিন জন। রিয়া সেই থেকেই রুবার কোলে।

মামনি, তুমি আমার কোলে আসবে না? আমাকে এখনও একটি চুমো খাওনি! আমি কিন্তু রাগ করছি।

সে রুবার কোলে বসেই মামাকে দু'বার চুমো খায়।

www.pathagar.com

আমি পরে তোমার কাছে যাব। এখন ভাবী।

তার কথায় সকলে হেসে ওঠে। সায়েমা জানায়, জান ভাইয়া! তোমরা আসবে কথাটা টেলিফোনে শোনা অবধি রিয়ার সেকি আনন্দ! সবকিছু ভাবীর জন্য রেখে দেবে। ঘরে কিছু আনলেই বলে, তোমরা খাবে না। ভাবী খাবে।

রুবা রিয়াকে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আরও চুমো খায়। বলে, মামনি আপনাদের মতো নয়। সে আমাকে সত্যিই দারুণ ভালোবাসে।

রিয়া বলে, একজাক্টলি।

বাংলা বল মামনি।

রিয়া একটু ঝামেলায় পড়ে যায়, এটার বাংলা কি ড্যাডি?

আসলাম বলে, আমিও এ্যাকজাক্ট বাংলা বলতে পারব না। মনে হয় সঠিক শব্দটা চলতে পারে।

রায়হান হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, বাপ বেটি দু'জনই দেখছি বাংলায় মহাপণ্ডিত। তোর অবস্থা কি সায়েমা?

আমি একদম ইংরেজির ধার ধারি না। সাহেব মেমদের সঙ্গে সমানে বাংলা বলি।

রুবা বলে, সেকি!

হ্যাঁ, ওরা যদি ওদের ভাষা বলতে পারে, আমি কেন আমারটা বলব না! বুঝলে বুঝবে, না বুঝলে হাঁ করে থাকবে।

তার কথায় আর এক দফা হাসির উদ্রেক হয়। গাড়ি চালাতে চালাতে আসলাম আবুলকে নিউইয়র্ক সম্বন্ধে যথারীতি আলোকপাত করে। পেছনে বসে সায়েমা এবং রিয়া মা বেটি দু'জনই তাদের ভাবীকেও যথাসাধ্য জ্ঞান দানের চেষ্টা করছে।

মামনি, আমরা যে ক'দিন থাকব, তুমি একটিও ইংরেজি বলবে না। দেখবে তাড়াতাড়ি সুন্দর বাংলা শিখে ফেলেছ।

গুড্ আইডিয়া।

বাংলা বল।

www.pathagar.com

ড্যাডি, গুড্ আইডিয়ার বাংলা কি?

ভালো আইডিয়া।

মেয়ে জিজ্ঞেস করে, আইডিয়া কি বাংলা?

পিতা উত্তর করে, না, ওটা ইংরেজি। বাংলা হচ্ছে, ধারণা।

এত সকালেও যানবাহনের সংখ্যা দেখে রুবা অবাক। সে জিজ্ঞেস করে, এত গাড়ি কোথায় যাচ্ছে?

সায়েমা উত্তর করে, যাচ্ছে এবং আসছে। নিউইয়র্ক শহরে সময়ের কোন হেরফের পাবে না। রাত্রি দিন চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় একই রকমের যানস্রোত। এই শহর তেমন ঘুমায় না, এর বিশ্রাম বলতেও কিছু নেই। নিউইয়র্ক হচ্ছে গতির শহর। গতিই এর জীবন।

রায়হান জিজ্ঞেস করে, তোরা বাসা বদল করেছিস কেন? আগের বাসা তো ভালোই ছিল।

সায়েমা বলে, এটা আরও ভালো। ভাড়া সামান্য বেশি। কিন্তু বেডরুম পেয়েছি তিনটি, দুটি বাথ। এখানে জায়গা বেশি। এরিয়াটাও ভালো। কালো প্রায় নেই বললেই চলে।

রায়হান হাসে, নিজেদের বর্ণকে অপছন্দ করলে চলবে!

না, আমরা কালো নই। তাছাড়া গাত্রবর্ণের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, স্বভাব ও আচার আচরণের। সাদা কালোর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

আসলাম মন্তব্য করে, ভাইয়া, আপনার বোন এ বিষয়ে খুব তিক্ত অভিমত পোষণ করে। আমি অবশ্য মনে করি, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিকভাবে এদেরকে আরও বেশি সুযোগ দিলে এরা অধিকতর শ্রেয় বলে বিবেচিত হত। খেলাধুলা এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ওরা প্রায় একচেটিয়া পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে। তাছাড়া এটাও ধ্রুব সত্য যে, ব্ল্যাক আমেরিকানরা ইসলামের প্রতি অনেকটাই সহানুভূতি সম্পন্ন। সাদা আমেরিকানরা বোধ হয় ইহুদীদের পরই ইসলামের শত্রু।

সায়েমা মন্তব্য করে, সে দেশে ছুটে আসার জন্য, নাগরিকত্ব লাভের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ হন্যে হয়ে আছে।

www.pathagar.com

রায়হান বোনকে শান্ত করে, তার কারণ আমেরিকা হচেচ্ছ অফুরন্ত সুযোগের দেশ। তাছাড়া এক অর্থে রেড ইন্ডিয়ান ব্যতিরেকে এখানে সকলেই আগন্তুক। কেউ আগে এসেছে, কেউ পরে। এই দেশের উপরে ওদের যেমন অধিকার, অন্যদেরও অনেকটা তাই।

কুইন্‌সে তাদের ফ্লাটের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। রিয়া ঘোষণা করে, তিন তলা। হেঁটে হেঁটে। কি মজা!

সায়েমা বলে, রিয়া লিফট পছন্দ করে না। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা করতেই ভালোবাসে।

রিয়া প্রথমেই তার ভাবীকে টেনে নামিয়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে।

ভাবী এসো। তুমি পারছ না!

মামনি, আমি কি তোমার মতো কখনও পারি! তুমি হচ্ছ ছুটন্ত প্রজাপতি।

সেটা আবার কি?

রুবা তার চুল নেড়ে দিয়ে বলে, তুমি একটি ফ্লাইয়িং বাটারফ্লাই।

তারা সকলে উপরে চলে আসে। সায়েমা দরজা খুলে সাহাস্যে বলে, ভাবী ভিতরে প্রবেশ কর। তোমাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি।

রিয়া বলে, ভাবী, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

বাংলা বল মামনি।

রিয়া মাথা চুলকে হেসে ফেলে। বলে, পরে বলব। এখন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

হাসতে হাসতে সকলে গৃহে প্রবেশ করে।

রুবা ও রায়হান কে সবচাইতে বড় ঘরটি দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বাথ রয়েছে। সে ঘর থেকে বাইরে অনেকটা দৃষ্টিগোচর হয়। আবুলকে একটি পৃথক ঘর দেওয়া হয়েছে। রিয়ার ছোট খাটটি তার পিতা-মাতার ঘরে স্থান পেয়েছে। বসার ঘরটিও সুপরিসর। তারা সকলে একত্রে বসেই টিভি দেখতে পারে, গল্প গুজব করে সময় কাটাতে পারে। রান্না ঘরের সাথে ডাইনিং স্পেস রয়েছে। ইচ্ছা করলে চার জন

www.pathagar.com

একত্রে বসে আহার করতে পারে।

দেখে শুনে রায়হান বলে, নিউইয়র্কের পক্ষে এটা বেশ বড় বাসা। আসলাম, তোমাদের ভাড়া টেনে কুলাচ্ছে তো?

ভাইয়া, আপনার বোনও ভালো রোজগর করছে। শাপে বর হয়েছে। ঢাকা থেকে ফিরে এসে সে আরও বেশি বেতনের কাজ পেয়েছে। পরিশ্রমও কম। একটি ফার্মেসীতে ঔষুধ বেচার কাজ।

রায়হান বলে, দেখিস, তোর যেমন অস্থির মতি। এক ঔষুধের স্থলে অন্য ঔষুধ দিয়ে বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসিস না।

সায়েমা হাসে, ভাইয়া, আমাকে মনে করে আমি সেই আগের সায়েমাই আছি। তা নই ভাইয়া। এখন আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

তা তো দেখতেই পেয়েছি! হুট করে স্বামী-কন্যা ফেলে ঢাকা চলে গিয়ে তা ভালোই প্রমাণ করেছিলি!

সায়েমা গম্ভীর হয়ে যায়, সে কথা ভিন্ন। সে তুমি বুঝবে না।

আসলাম পরিস্থিতি সামাল দেয়, শুধু কথাই বলবে? এদেরকে ব্রেকফাস্ট দেবে না? খেয়ে দেয়ে এরা দুপুর পর্যন্ত ঘুম দিক। তারপর উঠে লাঞ্চ সেরে সব কথা হবে।

রান্নাঘর থেকে রিয়া ডাক দিয়ে ওঠে, মামী, এখানে আস। আমাকে সাহায্য কর। ব্রেকফাস্ট দেব।

তারা কেউ খেয়াল করেনি রিয়া উঠে কখন প্রাতরাশের আয়োজনে লেগে গেছে। সায়েমা এবং রুবা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সায়েমা বলে, জানো ভাবী, তোমরা আসবে বলে রিয়ার কত আয়োজন। কোথায় তোমাদের রাখবে, কি করবে, কি খাওয়াবে তার চিন্তার শেষ নেই।

রুবা সেখানেই রিয়াকে জড়িয়ে ধরে বলে, তা তো হবেই। এটা যে আমাদের মামনি। ছেলে মেয়ের জন্য সে ব্যস্ত হবে না তো কে হবে?

রিয়া চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, প্লিজ লেট মী প্রিপেয়ার ব্রেকফাস্ট।

বাংলায় মামনি।

www.pathagar.com

ওহ্ স্যরি।

বাংলা!

মা মেয়ে এবং তাদের ভাবী একসঙ্গে হেসে ওঠে। ঘরোয়া পরিবেশে আরাম করে বসে আজ তারা প্রাতরাশ খায়। রায়হান তার বন্ধু বান্ধব বা ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত কাউকে তার আসার সংবাদ জানায়নি। এটাকে একান্তভাবেই পারিবারিক পর্যায়ে আনন্দ ভ্রমণে পর্যবসিত করতে চায়। রুবা ও আবুল প্রথম বারের মতো আমেরিকায় এসেছে। তাদেরকে নিয়ে যথাসাধ্য ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করবে। ব্যবসায়ী মানুষ। ফাঁকে সেটাও দেখবে বৈকি!

লাঞ্চের পর রুবা তার পেটরা খুলে ওদের জন্য আনা উপহার সামগ্রী বের করে দেয়। ঢাকা, লন্ডন এবং প্যারিস থেকে আনা নানা রকম জিনিস দেখে তারা বিস্মিত, অভিভূত।

ভাবী, তুমি করেছ কি! এত কিছু আনতে হয়! এই নিউইয়র্ক শহরে কোন কিছুর অভাব আছে!

অভাবের জন্য উপহার আনা হয় না। প্রিয়জনকে মনে করে কিছু কেনার মধ্যে অনেক আনন্দ। যেখানেই গিয়েছি, আপনাদের কথা স্মরণ হয়েছে, কিছু নিয়ে এনেছি।

রায়হান বলে, তোর ভাবীর কথা আর বলিস না। কিছু দেখলেই বলে এটা রিয়ার জন্য নেব, এটা সায়েমা আপার জন্য নেব। তার সখের অন্ত নেই।

দেখা যায় সে ঢাকা থেকে রিয়ার জন্য জামা কাপড়, সায়েমার জন্য রাজশাহী সিল্ক ও টাঙ্গাইলের সুতীর জামদানি শাড়ি এবং আসলামের জন্য কাজ করা পাজামা পাঞ্জাবী ও লুঙ্গী এনেছে। লন্ডন থেকেও সকলের জন্য বস্ত্রাদি এবং রিয়ার জন্য চকোলেট এনেছে। প্যারিস থেকে চকোলেট এবং আইফেল টাওয়ারে এনেছে। সায়েমার জন্য সিফন এবং স্বামী স্ত্রীর জন্য দু'রকমের সুগন্ধিও এনেছে। এতকিছু একসঙ্গে উপহার পেয়ে পরিবারের সকলেই উৎফুল্ল।

রিয়া গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করে, ভাবী খুব সুন্দর এবং খুব ভালো।

www.pathagar.com

রুবা তাকে কোলে টেনে নিয়ে তার গাল দুটি টিপে দিয়ে আদর করে বলে, আমার মামনি আরও সুন্দর এবং আরও ভালো।

রায়হান তখন কথাটা ভাঙে। সে রিয়াকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ঘোষণা দেয়, মামনি, তুমি মুরব্বী হতে যাচ্ছ। তুমি আপা হবে।

রিয়া কিছু বুঝতে না পারলেও তার বাবা ও মা ঠিকই বুঝে ফেলে। সায়েমা উঠে এসে রুবাকে বসা অবস্থাতেই জড়িয়ে ধরে, ভাবী, তুমি আমার পয়মন্ত ভাবী। আমাদের বংশের নতুন প্রদীপ আসছে। ওহ্, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে!

আসলাম তাকে অভিনন্দন জানায়, ভাবী, আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সাধারণত এ সময় মেয়েদের কিছুটা কৃশ, কিছুটা মৃয়মান দেখায়। কিন্তু আপনাকে দেখে কিছু বুঝার উপায় নেই। বরং সর্বদিকে আপনার রূপ লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বিষয় কি ভাবী!

লজ্জারক্তা রুবা বলে, অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের চাইতে অভিজ্ঞতা আমাদের আরও কম। তবে পরিবর্তন আসার সময় হয়ত এখনও হয়নি। কেবলই টের পাওয়া গিয়েছে।

সায়েমা ঘোষণা করে, ভাইয়ার সন্তান আমেরিকাতে জন্ম নেবে। এখানে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। রিয়া হবার সময় আমি দেখেছি। এখন ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছে। আমি কালই একবার এখানকার ম্যাটারনিটি সেন্টারে ভাবীকে নিয়ে দেখিয়ে আনব। নাম এনলিস্ট করিয়ে আসব। প্রসবের সময় কোন ঝামেলা হবে না।

আসলাম বলে, তাতে আরও একটা সুবিধা হবে। রিয়ার ভাই বা বোন তার মতোই জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হবে।

রায়হান এতক্ষণে মুখ খোলে, আমাদের সন্তান কি বাংলাদেশের নাগরিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয়?

আবুল তার মত প্রকাশ করে বলে, বাংলাদেশের নাগরিক অবশ্যই হবে। তবে বাড়তি সুযোগ না ছাড়াই উত্তম। আমারও মনে হয়, সায়েমা আপার পরামর্শ গ্রহণ করাই ভালো।

রিয়া কি বুঝল সেই জানে। সে বলে ওঠে, আবুল মামা ইজ রাইট।

তার কথায় সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে। রুবা সকলের কথা শুনছিল। এতক্ষণে

www.pathagar.com

সলাজে কণ্ঠে বলে, এখনও সময় রয়েছে। এ সম্বন্ধে পরে সিদ্ধান্ত নিলেই হবে। আপার সঙ্গে কাল না হয় একবার গিয়ে সেন্টার থেকে ঘুরে এলাম। তারা কি বলে শোনা যায়।

বিষয়টা আর আলোচিত হয় না।

আসলাম ও সায়েমা তাদের কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়েছিল। রিয়ার নার্সারি বন্ধ। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তারা এদেরকে নিয়ে ম্যানহাটনে বেড়াতে যায়। দূর থেকে রুবা ও আবুল ম্যানহাটনের কিছুটা দেখেছে। কিন্তু স্বচক্ষে দেখে তারা হতবাক হয়ে যায়। এমনটি তারা আর কোথাও দেখেনি। ব্রিজের উপর থেকেই তারা ম্যানহাটনের আকাশচুম্বী অট্টালিকাসমূহ দেখে বিস্ময়াভিভূত। রুবা ভাবে এত উঁচু দালান কোঠা কি বিপজ্জনক নয়! ঝড়-তুফান বা ভূমিকম্পে ক্ষতি হয় না!

কথাটা বলতেই তার স্বামী তাকে বুঝিয়ে বলে, আটলান্টিক মহাসাগরের প্রান্তে অবস্থিত হওয়ার দরুণ কখনও সাগরের প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলেও নিউইয়র্ক শহরে তেমন একটা প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটে না। ভূমিকম্পও হয় না। সবই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত নিরাপত্তা।

রুবা মন্তব্য করে, অবশ্যই সব তাঁর ইচ্ছা। এত এত উঁচু দালান কি করে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ভাবতে অবাক লাগে।

আসলাম তাকে বলে, শুধু তা-ই নয় ভাবী, নিউইয়র্ক যেমন উপরে উঠে গিয়েছে, ঠিক তেমনি করে মাটির নিচেও বিস্তৃত হয়েছে। দেখতে পাবেন এই শহরের অন্যতম প্রধান যাতায়াতের ব্যবস্থা টিউব লাইন। ভূগর্ভে বেশ কয়েক স্তর রেল লাইন রয়েছে। রাস্তায় দৃষ্টি দিলে দেখতে পাবেন ভূ-গর্ভ থেকে ধোঁয়া উদ্গীরণ হচ্ছে। নিউইয়র্ক ইজ এ গ্রেট হলো সিটি।

তারা শহরের চারদিক ঘুরে দেখে। কোথাও গাড়ি থামিয়ে তাদের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থান দেখানো হয়। সমুদ্রের পারে গিয়ে তারা অনেকক্ষণ কাটায়। দূরের স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখে রুবা উৎফুল্ল, ওখানে যাব।

নিশ্চয়ই যাবে। উপরেও উঠবে। কিন্ত আজ নয়। আজ ম্যানহাটনেই ঘোরা যাক। এখানে দেখার এত কিছু আছে যে তুমি বহুদিন ধরে দেখেও সব শেষ করতে পারবে না।

সেন্ট্রাল পার্ক দেখে এসে তারা রকফেলার সেন্টারে কৃত্রিম বরফের উপরে স্কেটিং দেখে। পরে বিশ্ববিখ্যাত এ্যাম্পায়ার স্পেট বিল্ডিংয়ের শীর্ষে উঠে তারা উপর

www.pathagar.com

থেকে নগরীর রূপ পর্যবেক্ষণ করে। সায়েমা বলে, টুইন বিল্ডিং আরও উঁচু। একসময় তোমাদেরকে সেখানেও নিয়ে যাব। সেটাও অত্যাশ্চর্য্য এক অট্টালিকা। এমনটি কোথাও খুঁজে পাবে না।

টাইম স্কোয়ারের সন্নিকটে তারা এক রেস্তোরাঁতে ঢুকে কফি পান করে। সব সময় রিয়া হয় রুবার কোলে না হয় তার হাত ধরে আছে। সে কিছুতেই ভাবীর হাত ছাড়ছে না।

আসলাম বলে, ভাবী, আপনাদের আসা উপলক্ষে আজ স্বাগতিক ডিনার। কি খাবেন বলুন।

সায়েমা বলে, আমি বাসায় সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু সে কিছুতেই মানছে না। আজ সে হোটেলে ওয়েলকাম ডিনার দেবেই।

রিয়া ঘোষণা দেয়, অফকোর্স ডিনার হবে।

রুবা তাকে বলে, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তুমি এখনও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছ। তা হলে শীঘ্র শিখবে কি করে! মনে মনে ঠিক কর, একটিও ইংরেজি শব্দ বলবে না।

রায়হান মন্তব্য করে, কঠিন শর্ত দিচ্ছ রুবা। এটা আমাদের পক্ষেও সম্ভব হবে না।

চেষ্টা করলেই পারবে।

ইউএনও এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখে সেখানেই একটি বড় রেস্টুরেন্টের তারা নৈশভোজ খায়।

রুবা বলে, আজ মেনু ঠিক করবে আসলাম সাহেব। আমাদের কোন অভিমত নেই। মেজবানের রুচিতেই মেহমানরা খাবে।

কিন্তু আমার বক্তব্য আছে। আসলাম যদি পোর্ক এবং লিকারের অর্ডার দেয়, তুমি খাবে?

তুমি তর্কের জন্যই তর্ক করছ। আসলাম সাহেব কখনও এসব অর্ডার দেবে না। তাই না আসলাম সাহেব?

সায়েমা টিপ্পনী কাটে, আজ হয়ত দেবে না। কিন্তু সুযোগ পেলে এ সবের অসদ্ব্যবহার করার লোক সে নয়।

www.pathagar.com

আসলামের পছন্দ করা খাবার তাদের মন্দ লাগে না। ঘোরাঘুরি করে ক্ষুধা লেগেছিল। সকলেই তৃপ্তি করে আহার করে।

প্রায় রাত এগারটার দিকে তারা বাসায় ফিরে এসে যার যার ঘরে বিশ্রামে চলে যায়।

রুবা, অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই মহানগরীকে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। দিনের শুরুতে যে কার্যটি সমাধা হওয়া বিধেয় ছিল তা অহেতুক বিলম্ব করে করে রাতের গভীর পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে।

রুবা হাসতে থাকে। তার স্বামীর পক্ষে এটা কম ধৈর্যের বিষয় নয়! সেই সকালে তারা নিউইয়র্কে পদার্পণ করেছে। এখন মধ্যরাত্রি। এখন পর্যন্ত তার প্রথম কাজটি সম্পন্ন হয়নি। ভদ্রলোক খুবই ধৈর্য ধরেছে বলতে হবে! এখন আর তার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করা বাঞ্ছনীয় নয়। সে হাসতেই থাকে।

কুইনস সেন্ট্রাল হাসপাতালের একটি অংশ এই ম্যাটারনিটি সেন্টার। সায়েমার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকাতে সুবিধা হয়। প্রাথমিক রোগিনী হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে রুবা তার নাম ও ক্রমিক নম্বর প্রিন্ট করা একটি প্লাষ্টিকের কার্ড পায়।

এই কার্ডটা যত্ন করে রাখবে ভাবী। এটা দেখালে আমেরিকার যে কোন হাসপাতালে তোমার চিকিৎসার সুবিধা হবে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সব তথ্যাদি তাদের ফাইলে নিয়ে নেবে। এদেশের সবকিছুই অতি সুচারুভাবে শৃঙ্খলার সাথে সম্পাদিত হয়।

হাসপাতালে রুবাকে আর একদফা পরীক্ষা করা হয়। তার সব পরিধেয় খুলে তাকে হাসপাতালের একটি হালকা সবুজ গাউন পরিয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তার নার্স সকলেই অবশ্য মহিলা। সায়েমাও পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকে। অভিজ্ঞতার অভাবে রুবার সঙ্কোচ কাটে না। ডাক্তার তাকে জানায়, প্রেগন্যান্সীর মাত্র প্রাথমিক অবস্থা। তাদের হিসেবে প্রায় আট মাস পরে প্রসবের সম্ভাবনা। সম্ভব হলে প্রতি মাসে একবার এসে দেখিয়ে যেতে বলে। কোন জটিলতা না দেখা গেলে প্রতি মাসে না এলেও কোন ক্ষতি হবে না। ছ'মাস পরে অবশ্যই আবার চেকআপ করতে হবে।

www.pathagar.com

ডাক্তার, তোমরা কি নিরূপণ করতে পারছ ছেলে না মেয়ে হবে?

এই মুহূর্তে তা বলার সময় আসেনি। ছ'মাস পরে যখন আসবে আমরা সঠিক বলে দিতে পারব।

তারা একটা এ্যাডভাইস লিখে দেয়। হৃষ্টচিত্তে তারা বাসায় ফিরে আসে।

রায়হান আবুলকে নিয়ে কাজে বেরিয়েছে। রিয়া এবং আসলাম বাসায় তাদের প্রতীক্ষায়। লাঞ্চের সময় রায়হানরাও ফিরে আসে। হাসপাতালের খবর অবগত হয়ে সকলে নিশ্চিত হয়। তাদের আমেরিকা বাস আরও আনন্দময় হয়ে ওঠে।

দু'দিন ছুটির পর আসলাম ও সায়েমা তাদের কাজে যোগ দিয়েছে। রিয়ার নার্সারি বন্ধ বিধায় সে সর্বক্ষণের জন্য রুবার সাথী। আসলাম ও সায়েমা তাদের কর্মস্থলের সাথে এভাবে ব্যবস্থা করেছে যাতে তাদের একজন পর্যায়ক্রমে মেহমানদের সঙ্গ দিতে পারে। তারা একদিন ম্যানহাটনের চতুর্দিকে নৌ-বিহার করে এসেছে। রুবার এটা খুবই ভালো লেগেছে। নিউইয়র্ক শহরকে চতুর্দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করার এটা একটা সুন্দর ব্যবস্থা। সায়েমা তাদেরকে টুইন বিল্ডিং-এ চড়িয়েছে।

তারা স্ট্যাচু অব লিবার্টিও পরিভ্রমণ করে এসেছে। সায়েমা, আবুল আর রুবা মূর্তির সর্বোচ্চ প্রান্তে উঠেছে। রায়হান, আসলাম, রিয়া নিচ থেকেই দেখা সম্পন্ন করেছে। বসে বসে তারা আবুলের কেনা বাদাম চিবিয়েছে।

বাদাম মামা খুব ভালো।

আবুলকে বলে দেব। সে আর বাদাম আনবে না!

আসলাম বলে, সত্যিই ভাইয়া, আমরা এই শহরেই বাস করি। কিন্তু এত মজাদার বাদাম ভাজা যে পাওয়া যায় খবর ছিল না। আবুল ভাই এসব খুঁজে পায় কি করে?

রায়হান হাসিমুখে জবাব দেয়, সে রহস্য আমিও জানি না। দরকারও মনে করি না। ও বাদাম বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ বলতে পার। কোথাও এ জিনিসের অভাব দেখিনি। ও আমাকেও বাদামে আসক্ত করে তুলেছে।

রুবা ফিরে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, উপরে উঠলে না! কি সুন্দর যে সব দেখা যায়! তবে নিজেকে দারুণ অসহায় মনে হয়। ভয় হয় বুঝি পরে যাব।

www.pathagar.com

রায়হান বলে, তোমার ভালো লেগেছে সেটাই আনন্দের কথা। আমি পূর্বে উঠেছি। লাইন দিয়ে উপরে উঠতে প্রথমবার ভালো লাগলেও পরে আর লাগে না।

রুবা ও আবুলের সবকিছুতেই নতুনত্ব। নদীর নিচ দিয়ে সুরঙ্গ পথে পারাপার হতে, ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে, পাতাল রেলে ঘুরে বেড়াতে বা অতি ব্যস্ত ম্যানহাটনের রাস্তায় সকলকে নিয়ে ঘোরাফেরা করতে তাদের উৎসাহের অন্ত নেই।

তারা রুটিন তৈরি করে নিয়েছে। সকালে ব্রেকফাস্ট তারা বাসায় একসঙ্গে খায়। তারপর লাঞ্চ পর্যন্ত বাসাতেই থাকে। টুকটাক কাজ সারে। সকালে রায়হান কখনও একা বা আবুলকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেও লাঞ্চে ফিরে আসে। দ্বিপ্রহরের খাবার ঘরেই হয়। রুবা, সায়েমা বা আসলাম সেটা তদারক করে। রিয়া অবশ্য সকলেরই প্রধান উপদেষ্টা।

খাবার পরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে তারা বেরিয়ে পড়ে। বাকী দিন এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে বাইরে ডিনার করে রাত করে তারা বাড়িতে ফিরে আসে। ফেরার পথে প্রতিরাতেই রিয়া রুবার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভাবী, আপনার ভালো যন্ত্রণা হল দেখছি! রিয়া আপনাকে ছাড়ছে না। সর্বক্ষণই আপনার সঙ্গে। কোলেই ঘুমাচ্ছে।

রায়হান টিপ্পনী কাটে, ট্রেনিং হিসেবে মন্দ হচ্ছে না। রিয়াকে দিয়েই হাতেখড়ি হোক।

আসলাম তাদেরকে একদিন নিউজার্সি পার হয়ে বেশ দূরে এক অরণ্য শোভিত অঞ্চলে নিয়ে যায়। সদা ব্যস্ত শহরের আকাশচুম্বি দালান কোঠা আর দ্রুতগামী যানবাহন ও মানুষজনের কোলাহলের বাইরে এই বনাঞ্চলে এসে তাদের ভালোই লাগে।

এক ছুটির দিনে তারা আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্যাসিনো শহর আটলান্টিক সিটি ঘুরে আসে। রুবা বলেছিল, এখানকার কথা শুনেছি। সাহেব এক সময় এখানে এসে অনেক অর্থ খুইয়ে গেছে। যেতে পারি কেবল এক শর্তে, কোন প্রকার জুয়া খেলা চলবে না।

রায়হান বলে, বেশ আমার না চলুক, তুমি চেষ্টা করে দেখো। ওখানে মেয়েরাই বেশি খেলে। নতুনেরা নাকি ভাগ্যবান হয়।

www.pathagar.com

আমি এমনিতেই ভাগ্যবতী। জুয়ার ভাগ্যের আমার প্রয়োজন নেই। জুয়া চলবে না। তা না হলে যাব না।

বেশ তাই হবে।

তারা সব ঘুরে ঘুরে দেখে। বিভিন্ন ক্যাসিনোতে প্রবেশ করে রুবা আবুল অবাক হয়ে যায়। এত মানুষ একসঙ্গে খেলছে! এক একটা ক্যাসিনোর কি জাঁকজমক, কি আলোর বাহার! এত বিরাট স্যান্ডেলিয়ার তারা কোথাও দেখেনি। তাজ ট্রাম্পের বিলাসবহুল আয়োজন দেখে তারা বিমুগ্ধ হয়ে যায়। আটলান্টিক সমুদ্র ঘেঁষে কাটের তৈরি সুপ্রসস্থ ব্রডওয়াকে হাঁটার সময় রায়হানের এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

হাসিব নামের লোকটি সেখানে এক ক্যাসিনোতে সহকারী ম্যানেজারের কাজ করে। ভালো অর্থ উপার্জন করে। সে বলে, রেজা ভাই, শুনেছি আপনি বিয়ে করে গৃহী হয়েছেন। এটি নিশ্চয়ই ভাবী!

রায়হান সকলের পরিচয় দেয়।

হাসিব হেসে বলে, শুনেছিলাম ভাবী খুব সুন্দরী। সে যে এত সুন্দরী তা ভাবিনি।

হাসিব, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়!

পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে না। বন্ধুর স্ত্রীর অপরূপ সৌন্দর্যের কীর্তন করছি। সে যাই হোক, আপনাদের ছাড়ছি না। আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে হবে।

তার একান্ত আগ্রহে তারা পিরামিডের আনন্দ ঝলমল রেস্তোরাঁতে বসে দ্বিপ্রহরের আহার সমাধা করে।

রেজা ভাই কি এবার লাক্ ট্রাই করেছেন?

রুবা সহাস্যে জবাব দেয়, আপনার বন্ধু আর ওসব করবে না এই কড়ারে এখানে আসতে সম্মত হয়েছি।

ভাবী, খবর পেলে এই শহরের কর্তৃপক্ষ আপনাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবে। আপনি তাদের লোকসান ঘটাচ্ছেন।

রায়হান বলে, হাসিব, জানেন না স্ত্রী ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে জুয়ার ভাগ্যে মন্দ আসে। সে কারণেই আর ওসবে যাচ্ছি না।

www.pathagar.com

হাসিব বলে, ভাবী, আমি জুয়খানার মালিকদের কর্মচারী হয়েও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। রেজা ভাই কোনদিনই এখানে এসে সুবিধা করতে পারেনি।

রায়হান পিঠ চাপড়ে বলে, আরে সেই জন্যেই তো এমন রূপবতী, গুণবতী এবং সন্তানবতী স্ত্রী লাভ করেছি!

বলেন কি! ভাবীকে দেখলে কিছুই বুঝার উপায় নেই। আপনাদের সন্তান রয়েছে! আশ্চর্য!

রুবা স্বামীকে চাহনির দ্বারা ভর্ৎসনা করে। হাসিবের উদ্দেশ্যে স্বলজ্জ হাসিতে বলে, আপনার বন্ধুর সবকিছুই বাড়িয়ে বলার অভ্যাস।

কি বাড়িয়ে বলেছি? তুমি সন্তানবতী নও?

আসলাম তখন খুলে বলে, ভাবী মাত্র সন্তানসম্ভবা হয়েছে। খুশির চোটে ভাইয়া সে কথা শতমুখে বলতে ভালোবাসে।

হাসিব রুবাকে অভিন্দন জানায়। সে বলে, জুয়া ছেড়ে রেজা ভাইর ভাগ্যের সত্যিই পরিবর্তন এসেছে। ভাবী সেছে অপরূপা। এখন সন্তান আসছে। সবই লাভে লাভ।

আবুল তার বাদামের ঠোঙ্গা পকেট থেকে বের করে বলে, এ কথার উপর আপনাকে বাদাম না দিয়ে পারা যায় না।

তার কথায় হাসির খোড়াক হয়।

নিউইয়র্কে রুবা কয়েকটা সিনেমা ও দুটি নাটকও দেখে। রায়হান তাকে জানিয়েছে, সিনেমা এবং নাটকে এই শহর বিশ্বের মধ্যে সেরা। যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা এখানে সমাদৃত না হলে তার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কয়েকটি সিনেমা বিষয় নির্বাচন এবং অভিনয় গুণে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

রুবা বিস্ময়াভিত। সিনেমার তো কথাই নেই, মঞ্চ নাটকের যে এতটা বৈচিত্র আনা সম্ভব এগুলো না দেখলে তার উপলব্ধিতে আসত না।

রুবার অবশ্য সবচাইতে ভালো লাগে নিউইয়র্ক শহরে আগত এক সার্কাস প্রদর্শনী দেখে। সার্কাস সে জীবনে বেশি দেখেনি। এখানে যা দেখতে পেল তার ধ্যান-ধারণা সমূলে পাল্টে দেয়। শারীরিক কলাকৌশলের সঙ্গে জীবজন্তুর নানা খেলাধূলার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই সার্কাসের প্রতিটি অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় বিজ্ঞান

www.pathagar.com

ও শৈল্পিক পদ্ধতির যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে তা রুবার কাছে অভিনব মনে হয়েছে।

আবুলের ঠোঙ্গা থেকে বাদাম নিতে নিতে সে মন্তব্য করে, আবুল ভাই, শুধু বাদাম না খেয়ে একটু মন লাগিয়ে দেখ। কি যে এত বাদাম খাও!

সকলেই লক্ষ করেছে যতক্ষণ বাদাম থাকে রুবা সবচাইতে বেশি খেয়ে থাকে।

আবুলের মন প্রসন্নতার ভরে ওঠে। রিয়া তাকে কখনও বাদাম মামা বলে ডাকলেও তার কিছু মনে হয় না। স্যার এবং রুবা আপা দু'জনই এটা পছন্দ করে খায়। বাদাম খুঁজে আনার পরিশ্রম সার্থক।

এক শনিবার তারা আসলামের গাড়ি নিয়ে ওয়াশিংটন চলে যায়। সেখানে একদিন অবস্থান করে ফিরে আসে। ওয়াশিংটন শহরের সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক শোভা রুবার ভালো লাগে। সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা রাজধানীর কেন্দ্রে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের তিন স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, জর্জ ওয়াশিংটন ও টমাস জেফার্সনের স্মৃতিসৌধের পাশাপাশি একদিকে হোয়াইট হাউস ও অন্যদিকে সিনেটকে সামনে রেখে যে বিশাল পুষ্প উদ্যান ও লেকের সমারোহ তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। পন্টিয়াক নদীর অপর পারে ওয়াশিংটন সিমেট্রিতে জন এফ. কেনেডির সাদামাটা সমাধির অর্নিবাণ দ্বীপশিখার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এতদিন পরও আতাতয়ীল গুলিতে নিহত মার্কিনীদের এই মহান প্রেসিডেন্টের স্মৃতির স্মরণে রুবা আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে।

ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে অন্যদের তেমন ছিল না। রুবার ঐকান্তিক আগ্রহকে মর্যাদা দিতে গিয়েই তাদের সেখানে উপস্থিতি। গিয়ে অবশ্য ভালোই লাগে। সমাধিস্থানের ভাবগম্ভীর পরিবেশে দাঁড়ালে মানুষের মনের মধ্যে যে এই অনিত্য সংসারের বিপরীত চিন্তাধারা এসে উদয় হয় তার থেকে রিয়া ব্যতীত অন্য কেউই নিস্তার পায় না।

একসময় রুবাই বলে, চল, যাওয়া যাক।

কেনেডির সমাধির পাশে তাঁর শিশুপুত্রের ক্ষুদ্র কবরটিও একইভাবে রক্ষিত। সকলেরই মন বিষণ্নতায় ছেয়ে যায়।

নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন যাতায়াত তাদের বেশ উপভোগ্য হয়। রাস্তা এত উন্নত মানের চিন্তাই করা যায় না। দুই দিকে প্রচুর বৃক্ষরাজি ও বনাঞ্চলের মাঝ দিয়ে তৈরি করা এই হাইওয়েতে অনবরত এত গাড়ি ছুটে চলেছে দেখে অবাক হতে

www.pathagar.com

হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পথিমধ্যের সার্ভিস সেন্টার ঢুকে কফি ও স্ন্যাকস খাওয়ার মধ্যে তারা পিকনিকের আমেজ অনুভব করে। এই পথেই রুবা বার দু'য়েক বনের হরিণ দেখতে পায়।

রিয়া ঘুমিয়ে পড়লেও তাকে স্থানান্তর করা যায় না। ঘুমের ঘোরেও সে দুই হাতে তার ভাবীর কণ্ঠ বেষ্টন করে থাকে।

সায়েমা হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, ভাবী আসাতে আমার খুব মজা হয়েছে। অনেকদিন পর ঝাড়া হাত পায়ে চলতে পারছি। রিয়া ভাবীকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে আছে।

আসলাম পরিহাস করে, মা-মেয়ের একই ভাবী। চমৎকার ব্যবস্থা!

রুবা হাসিমুখে জবাব দেয়, আমি হচ্ছি আপনাদের পারিবারিক ভাবী। আমাকে হেলা করবেন না।

কি যে বলেন ভাবী! আপনাকে অবহেলা করলে আপনার ননদিনীর সংসারে আমার অস্থায়ী চাকরিটি চিরতরে নট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এখনও পার্মানেন্ট পজিশন পাননি?

ঠুনকো চাকরি ভাবী! মাঝে একটু নড়বড় হয়ে বেকায়দায় আছি। আপনাদের পাঁচ জনের দোয়ায় শীঘ্রই পাকা হব বলে আশা রাখছি।

সায়েমা তাকে মৃদু ধমক দেয়, থাম। ভাইয়ার সামনে কি আলোচনা হচ্ছে!

তারপর ভাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে, ভাইয়া, তুমি শীঘ্র ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছ কেন?

সেখানে কাজ কর্ম আছে না! আমার ব্যবসা দেখতে হয় না! সংসার আছে! তাছাড়া রুবার ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে আসছে।

না, সংসার তোমার সাথেই আছে। ব্যবসা দেখতে দেখতেই আসছ। এখানে থেকেও দেখছ। প্রায়ই তো টেলিফোনে খোঁজখবর নিচ্ছ। অসুবিধা কোথায়! ভাবী মেধাবীনি, পরীক্ষার জন্য চিন্তা নেই।

রুবা স্বামীর হয়ে উত্তর করে, অনেকদিন তো বেড়ালাম। লন্ডন ও প্যারিসে একপক্ষ কেটেছে। আপনার পরামর্শ গ্রহণ করা হলে আবার ক'মাস পরই আসতে হবে। এবার বরং ফেরা যাক।

www.pathagar.com

ভাবী তুমিও এই কথা বলছ! এখনও ফ্রি আছ। তারপর এত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার সুযোগ পাবে না। সময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে পরে পরিতাপ করতে হয়।

রিয়া ঘুমের ঘোরেই রুবার কণ্ঠ ভালো করে জড়িয়ে নেয়।

রায়হান সেটা লক্ষ করে মন্তব্য করে, এই তো স্বাধীনতার ধরণ। গাড়ির সকলে তার কথার মর্ম উপলব্ধি করে হেসে ফেলে। প্রত্যাবর্তনের কথা আপাতত স্থগিত হয়ে যায়।

রুবা, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। আমার দ্বারা যে এটা ঘটতে পারে কখনও চিন্তা করিনি।

রুবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ওয়াশিংটন থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা নিজেদের ঘরে চলে এসেছে। এতক্ষণ সে আধশোয়া অবস্থায় ছিল। স্বামীর কথা শুনে উঠে বসে।

কি ভুল হয়েছে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

তা বুঝবে কেন! একথা সেকথায় পটিয়ে নানা ভুজুং-ভাজং দিয়ে নিয়ে গেলে এক কবরস্থানে। সেখানে গিয়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তা না হলে এত বড় ভুল হয়!

ব্যকুল রুবা স্বামীর একটি হাত ধরে বলে, আমাকে খুলে বল না প্লিজ। আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। বড় ভুল তুমি কী করে এলে! কিছুই যে বুঝছি না।

রায়হানও উঠে বসে। গম্ভীরভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা আমেরিকায় এসেছি, এটা ঠিক?

অবশ্যই ঠিক।

ওয়াশিংটন ডিসি হচ্ছে সেই আমেরিকার রাজধানী, এটা ঠিক?

অবশ্যই।

রায়হান বলে, তা হলে?

কি তা হলে?

মহাশক্তিধর সেই স্বাগতিক দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী ওয়াশিংটনে

www.pathagar.com

বসে সেই শহরকে অমর্যাদা করার মতো ধৃষ্টতা কার আছে!

রুবা তখনও বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। সে জিজ্ঞেস করে, তার মানে?

তার মানে ওয়াশিংটনে পৌছে আমরা সেখানকার পাওনা গণ্ডা মিটাইনি। কোথাও পৌছে প্রথম কাজটি প্রথম করাই কর্তব্য। আমরা সে কর্তব্যে নিদারুণ অবহেলা প্রদর্শন করেছি। রাজধানীকে অবমাননা করেছি।

এতক্ষণে রুবার কাছে সব পানির মতো পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে। স্বামীকে নিয়ে সে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। সামনের বালিশটা উঠিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারে, এই কথা! আমি ভাবছি কিনা কি! ওহ্ তুমি মানুষকে এত ভাবিয়ে তুলতে পার। আশ্চর্য!

তারপর সে হাসিতে ভেঙে পড়ে, মাগো! এমন ঘাবড়ে দিতে পার!

হাসতে হাসতে রুবা ঘোষণা দেয়, রাজধানী অবমাননার দায়ে তোমার আজকের বরাদ্দ বাতিল করা গেল। এর বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না।

সে উঠে ঘরের বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। অপ্রস্তুত রায়হান ভাবে, এ যে হিতে বিপরীত হয়ে গেল! কি করতে কি হল! ভূমিকায় উপসংহার মার খেল।

বাসায় তারা তিন জন ও রিয়া রয়েছে। সায়েমা কাজে। আসলাম মার্কেটে গিয়েছে। রিয়া হঠাৎই আবদার করে, ভাবী, এ্যাপেল পাই খাব।

রিয়া বলে, ঠিক আছে। চল যাই।

সে রিয়াকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার উপক্রম করে। পাড়ায় একটি ম্যাকডোনাল্ডের দোকান আছে। রুবারও সুবিধা হয়েছে। এই জিনিসটি তারও প্রিয়। রায়হানকে বলতে সে সহাস্যে বলে, রিয়ার নাম করে তার ভাবীও যে সেটি আস্বাদন করতে আগ্রহী তা টের পাচ্ছি। চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

তুমি আবার কেন! বিশ্রাম করছিলে, তাই কর। আমরা এখনই ঘুরে আসব।

বিশ্রাম নেওয়ার মতো পরিশ্রম করাওনি। চল, তোমাদের সঙ্গে খানিকটা হেঁটে

www.pathagar.com

আসি। জড়তা কাটবে।

ফিরার পথে রায়হান রুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ওই মেয়েটার কাণ্ড দেখ!

রুবা তাকিয়ে দেখে একটি ছিপছিপে সুন্দরী কিশোরী বাঙালি মেয়ে তারচাইতে সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ একটি ছেলেকে প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছে। এটা আমেরিকা হলেও এই অঞ্চলে অনেক ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোক বসবাস করে। যেটা মার্কিন ছেলে মেয়েদের জন্য স্বাভাবিক, সেটাই উপমহাদেশের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকুটু। রায়হান বলে, ওদিকে বেশী তাকিয়ো না। শুধু মেয়েটাকে দেখে রাখ। পরে তোমাকে সব বলব। মেয়েকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পরছে। রুবা কিছু বলার পুর্ব্বেই মেয়েটি রায়হানকে দেখে চিনতে পারে। সে তার সঙ্গীকে ছেড়ে সামনে এগিয়ে এসে বলে, রেজা মামা, আপনি এখানে?

রায়হান বলে, তুমি শিমুল নও? বেনুর মেয়ে! তুমি কোথা থেকে?

আমরা তো এ পাড়াতেই থাকি। আমার ছোট ভাইও এখানে। মামার সঙ্গে এক বাসায় থাকি।

শুনেছিলাম তোমরা এদেশে পাড়ি জমিয়েছ। তোমার বাবা মা কোথায়? তারাও কি এখানে আছে?

না, তারা কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে গিয়োছে। মাস দু'য়েক পরে ফিরবে। আপনি কোথা থেকে এলেন মামা? সঙ্গে মামী? এটি আপনার মেয়ে?

মামী ঠিকই ধরেছ। এটি আমার ছোট বোনের মেয়ে। আমরা কিছুদিন হল এখানে বেড়াতে এসেছি। চলে যাওয়ার সময় হল।

রায়হান এবং রুবা উভয়েই লক্ষ করে মেয়েটি অনেকটা মার্কিনী হয়ে উঠেছে। পোশাক এই দেশীয়। কথাও বলে অনেকটা এদের ঢংয়ে। তার সঙ্গী ছেলেটি তখনও চলে যায়নি। অপেক্ষা করছিল। মেয়েটি বলে, আসি মামা, বাই।

সে দ্রুত হেঁটে গিয়ে বন্ধুর হাত ধরে তাকে নিয়ে হাঁটা দেয়। রায়হান অবাক। বেনুর মেয়ে কত বড় হয়েছে! তার মন খারাপ করে। মেয়েটি দেশের কোন আদব কায়দা শেখেনি। একবারও মুখে সালাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি।

রুবা জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি কে? বৃত্তান্ত কি?

www.pathagar.com

মেয়েটির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। যেটুকু দেখলে তাতে বুঝা গেল, বাবা মা মেয়েকে আমেরিকান করে গড়ে তুলছে আর কি! তার মায়ের ঘটনা আছে। অন্যতম উপাখ্যান। মনে করিয়ে দিও, বলব।

তোমার উপাখ্যান?

না, আমার নয়। আমার অতীতের প্রেতাত্মার। এক কালের স্বনামধন্য প্লেবয় মি. রেজা রায়হানের অন্যতম অভিযাত্রার সরস কাহিনী।

বাসায় ফিরে দেখে আসলাম ফিরে এসেছে। সায়েমাও চলে এসেছে। তিন জন মিলে পূর্ণোদ্যমে কি নিয়ে আলোচনা করছে।

কি রে সায়েমা, তুই কি করে চলে এলি? তোর না এখন ডিউটি আওয়ারস!

খুশি মনে সায়েমা জবাব দেয়, ফ্রেঞ্চ লিভ নিয়ে চলে এসেছি। ও বাসা থেকে ফোন করল, ভালো ইলিশ মাছ পেয়েছে। তাই ম্যানেজ করে চলে এলাম। আজ ইলিশ পোলাও করব। ভাইয়া তোমার পছন্দের খাবার।

শুধু আমার একার নয়। তোর ভাবীও পছন্দ করে।

আবুল যোগ করে, আমি বাদ থাকি কেন? ওটা আমারও পছন্দ।

সায়েমা বলে, তবেই বিবেচনা কর। এই বাড়ির সব সদস্যও ওটা ভালোবেসে খায়। এখানে টাটকা মাছ দুষ্প্রাপ্য। আজ যখন পেয়েছে, সবকিছু আজ ইলিশের করব। ভাবী, তুমি আমাকে সাহায্য কর।

রায়হান মন্তব্য করে, তা হলেই হয়েছে! একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। তোর রান্না নিয়েই দুশ্চিন্তায় আছি। তার মধ্যে আবার মিসেস রায়হান! তা হলেই খেয়েছে!

রুবা বলে, কি খেয়েছে? কে খেয়েছে? নিজেই আমাকে রান্না ঘরে যেতে দেও না। এখন আবার নিন্দা করছ। তবুও আমি জোরজার করে কিছু শিখেছি। চলেন আপা! আমরা দু'জন মিলে রেঁধে আজ আপনার ভাইয়ার মুখ বন্ধ করে দেব।

আমার মুখ বন্ধই আছে। ভরসা পাচ্ছি, আসলাম বাসায় আছে। আমেরিকায় এসে আমাদের দেশের ছেলেরা আর কোন বুৎপত্তি লাভ না করুক, ভালো রান্না করতে শিখে একথা মানতেই হবে।

আসলাম নিবেদন করে, ভাইয়া, এ গরীবকে ভদ্রমহিলাদের রোষানলে ফেলবেন

www.pathagar.com

না! আমি যা কিছু রান্না শিখেছি আপনাদের কাজে লাগাতে পারলাম না। আপনারা একজনও সেসব খেতে চান না।

কেন চাইব? বিরিয়ানি, রোস্ট, পোলাও-কোর্মা, কালিয়া এসব গুরুপাক খাবার দেশে নিমন্ত্রণ হলেই হরহামেশা খেতে হয়। তোমাদের এখানকার নানা টাটকা শাক-সবজি, আলু ভর্তা, ভাজী এবং মশুরির ডাল সহযোগে যে সুন্দর সরু চালের ভাত খাচ্ছি তার কোন তুলনা হয় না। আমার কাছে অমৃতের মতো মনে হয়।

রুবা বলে, আমারও।

আবুলও বলে, আমি ধামা ধরছি না। কিন্তু আমারও এসব খুব উপাদেয় মনে হয়।

রিয়া প্রশ্ন করে, আর বাদাম ভালো লাগেনা! তাই না বাদাম মামা?

সকলের উচ্চহাসির মধ্যে সায়েমা ঘোষণা করে, তোমাদেরকে বাসায় খাইয়ে আমি তৃপ্তি পাই না। তোমরা অন্য কিছুই খেতে চাও না। আজ আমি ইলিশ পোলাও এক্সপেরিমেন্ট করব।

রায়হান বলে, আল্লাহ ভরসা! আসলাম, তুমি কটুকাটব্য সহ্য করে হলেও কিচেনে যাও ভাই। তা না হলে ননদ ভাজে মিলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে।

রুবা বলে, আহা হা, খাবার সময় দেখা যাবে বড় জিব বের করে কে খায়।

আমিই খাব। কিন্তু কথা দিচ্ছি জিব বের করব না।

ভ্রাতুবধূ আর ননদ হাসতে হাসতে কিচেনে প্রবেশ করে। আসলাম যায় তাদের পিছু পিছু। সর্বাগ্রে প্রধান উপদেষ্টা রিয়া তো আছেই! কিন্তু খেতে আরম্ভ করে রায়হান মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না। ইলিশ পোলও চমৎকার হয়েছে। আজ সবকিছুই ইলিশের। ভাজা, পাতুরি, ভর্তা এবং ইলিশের ডিমের একটা চাটনিও করা হয়েছে।

তার খাওয়া দেখেই মহিলাদ্বয় খুশি। ভালো না লাগলে চুপচাপ খেয়ে যাওয়ার পাত্র রায়হান নয়।

রিয়াই প্রথম প্রশ্ন করে, মামা, এই নতুন আইটেমগুলো কেমন?

রুবা বলে, মামনি, এটা ইলিশ পোলাও। তোমাকে কি শিখালাম! সব নাম মনে রাখতে হবে। এটা ইলিশ মাছ ভাজা। এটা ইলিশ মাছের পাতুরি, এটা ইলিশ

www.pathagar.com

মাছের ভর্তা। আর এটা ইলিশ মাছের ডিমের চাটনি। আজ সবকিছু ইলিশের। চাটনিটা অবশ্য তোমার বাবা তৈরি করেছে।

রিয়া মন্তব্য করে, সব বাবা করেছে। তোমরা দু'জন কেবল হেসেছ আর গল্প করেছ।

রায়হান বলে, মামনি, হাটে হাড়ি ভেঙে দেয়ার জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করব। বল কি চাই?

এ প্যাকেট অব ক্যাড্‌বেরী।

তাই পাবে। কিন্তু বাংলা না বললে যে ভাবী রাগ করবে।

ওহ্ স্যরি।

ভাবী আর ননদ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। আসলাম অবশ্যই সবকিছুতেই হাত লাগিয়েছিল। কিন্তু পোলাওটা মূলত তারা দু'জন পরামর্শ করে রেঁধেছে। এখন সব কৃতিত্ব গিয়ে পৌছে যাচ্ছে আর একজনের হিসাবে। রিয়াই সব নষ্টের মূলে।

দাও, আর বেশি বেশি আদর দিয়ে ওর মাথা ঘুরিয়ে দাও!

সায়েমা বলে, আমাদের কিচেনে একজন পুরুষ সহকারী ছিল বৈকি! বাসন কোসন মাজা, মাছকোটা, চাল ধোয়া, এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে অবশ্যই করেছে। তাই বলে বাবার পক্ষে মেয়ে যে প্রশস্তি গেয়ে গেল সেটা সর্বৈব সত্য নয়।

রুবা মন্তব্য করে, নেপোয় মারে দৈ। আমরা গলদঘর্ম হয়ে সব রান্না করলাম, এখন সনদ পাচ্ছে বাড়ির কর্তা।

রিয়ার কি মনে হয়। সে খেতে খেতে আবার বলে, মামা, ভাবী এবং মামীও আজ কাজ করেছে।

বুঝেছি মামনি! তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সত্য ভাষণের জন্য তুমি কেবল পুরস্কারই পাবে না, প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তোমাকে সুরক্ষাও দেওয়া হবে।

অনেক হাসি আনন্দে সেদিন তাদের দ্বিপ্রাহরিক আহার বৈচিত্র্য লাভ করে। খাবার শেষে রুবার কিনে আনা এ্যাপলপাই সকলকে পরিবেশন করা হয়। এটা গরম খেতে এক স্বাদ। ফ্রিজে ঠাণ্ডা খেলেও স্বাদ মন্দ নয়।

www.pathagar.com

খাবার শেষে রায়হান কফি হাতে নিয়ে বসার ঘরে বসে কথাটা পুনরায় উত্থাপন করে। সকলেই সেখানে উপস্থিত।

সে বলে, আসলাম, সায়েমা, যদি ম্যানেজ করা সম্ভব হয় তা হলে দিন তিনেকের ছুটির ব্যবস্থা কর। ভাবছি, আমাদের টিকেট পরিবর্তন করে ইস্ট কোস্ট হয়ে দেশে ফিরব। পথিমধ্যে লস্‌এঞ্জেলস, হাওয়াই ও জাপানও ঘোরা হবে। ভাবছিলাম, ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে তোমাদের সকলকে নিয়ে ডিজনিল্যান্ড দেখব। রিয়া নিশ্চয়ই দেখেনি।

আমরা কেউ তা দেখিনি।

তা হলে দেখ ব্যবস্থা করতে পার কিনা। একসঙ্গে ঘোরার আনন্দ অপরিসীম।

তারা কিছু বলার পূর্বেই রুবা বলে, আমি বলছিলাম কি অন্য সময় সেখানে গেলে হয় না! আমার ইচ্ছা ছিল ফেরার পথে ওম্‌রাহ করে হুজুর পাকের রওজা যিয়ারত করে দেশে ফিরব।

রুবা এমন প্রশ্নের অবতারণা করে যেটা সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

আসলাম বলে, অবস্থার প্রেক্ষিতে ভাবীর আকাঙ্ক্ষা খুবই যৌক্তিক। তাছাড়া আমাদের দু'জনের একসঙ্গে আবার ছুটি পাওয়া অসম্ভব। আমেরিকায় যখন রয়েছি আর আপনারও যদি বৎসরে দু-এক বার এদিকে আসেন তা হলে নিশ্চয়ই কোন সময় একসঙ্গে সেখানে যাওয়া যাবে।

সায়েমা বলে, ঠিক।

রিয়া অহেতুকই মাথা ঝুকিয়ে তার ড্যাডি ও মামীকে সমর্থন করে।

আবুল তার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলে, সকলের মুরব্বী মামনি যখন সমর্থন দিয়েছে, তখন আমার মনে হয় রুবা আপার প্রস্তাব গ্রহণ করাই বিধেয়।

রায়হান স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, মুশকিল হচ্ছে কি এই ভদ্রমহিলা একবার যা মুখ ফুটে প্রকাশ করে এক সময় দেখা যায় সেটা অবশ্যই বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভাগ্য নিয়ে এসেছিলে বটে মিসেস রায়হান!

তারপর আবুলকে বলে তা হলে বাদাম মামা, আসলামকে সঙ্গে করে কাজে নেমে পড়। সেভাবে রি-সিডিউল করে টিকেট বদলে নিয়ে আয়। অন্যান্য

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করে ফেল। সৌদি ভিসায় না ঝামেলা হয়।

এত শীঘ্র কেন ভাইয়া?

শীঘ্র কোথায় দেখলি! এসব ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে না?

আসলাম জানায়, খুব বেশি সময় লাগবে না। টুরস এন্ড ট্রাভেলস্ নামে একটা বড় প্রতিষ্ঠানে আমার একজন বন্ধু আছে। সেখানে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল। তাকে দিয়ে সব ঠিক করে নেব।

তা'হলে মিসেস রায়হান, বাঁধা-ছাদা শুরু করুন। আপনার বাংলা প্রশিক্ষণও সমাপ্ত করুন। বন্দরের কাল শেষ হল। এবার নোঙ্গর তোলার পালা।

সকলেই চুপ করে যায়। রায়হানের বক্তব্যে আসন্ন বিদায়ের সুর বেজে ওঠে।

একমাত্র রিয়া কথা বলে ওঠে, আমি ভাবীর সঙ্গে যাব।

কেউ কোন কথা বলে না। রুবা উঠে রিয়াকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে তার ঘরে চলে যায়। তার যাওয়া দেখেই বুঝা যায় ভিতরের আবেগ চাপা দিয়ে হয়ত অশ্রু সংবরণের চেষ্টায় তার এই পলায়ন!

সায়েমা বলে, আসার সময় এত আনন্দ হয়। কিন্তু বিদায়ের যাতনা সহ্য করা খুবই কষ্টকর।

কিন্তু এই আসা-যাওয়া নিয়েই জগৎ সংসার। বিরামহীনভাবে এই স্রোত বহমান। একে মেনে নিয়েই চলতে হবে। উপায় নেই।

তার কথা সকলেই উপলব্ধি করে। কারো মুখে কথা যোগায় না।

তাদের ঘরে স্বামী স্ত্রীতে কথা হচ্ছিল।

সায়েমা বলে, পূর্বে শুনেছি বাড়ির বধূ অন্তঃসত্ত্বা হলে তাকে সাধ খাওয়ান হয়। নতুন কাপড় প্রদান করা হয়।

রিয়া যখন তোমার পেটে এল তখন এসব হয়নি।

হয়েছে। তুমি আমাকে অনেক খাইয়েছ। অনেক কিছুই প্রেজেন্ট করেছ। তখন

www.pathagar.com

তুমি খুবই ভালো ছিলে।

এখন বুঝি মন্দ হয়ে গিয়েছি?

সায়েমা স্বামীর বুকে হাত রেখে বলে, তা বলব না। তবে নিজেই সব বিবেচনা করে দেখ।

আসলাম স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, আমার সব অপরাধের যখন ক্ষমা পেয়েছি, তখন আর এসব কথা তুলে মন ছোট করে দাও কেন?

তারপর স্ত্রীকে অনেক আদরে বেপথু করে দিয়ে বলে, সায়েমা, রিয়ার একজন সঙ্গী প্রয়োজন। সে বড় হয়ে উঠছে। এই নিয়ে তুমি কি ভেবেছ? আমরা কি দ্বিতীয় সন্তান গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি নেব?

সায়েমা মৃদুকণ্ঠে বলে, আমি প্রস্তুতি নিয়েই আছি। তুমি কাজের না হলে আমি কি করব!

আসলাম তৎক্ষণাৎ তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে উঠে পড়ে লেগে যায়। সায়েমা একসময় আবার বলে, আমার কথাটা বিবেচনা করে দেখলে না! আমি তার একমাত্র ননদ। আমার একটা কর্তব্য আছে না!

বেশ তো, তুমি কি করতে চাচ্ছ বল।

সাধ খাবার কথা বললে হেসেই উড়িয়ে দেবে। বিশেষ করে ভাইয়া। তারপরও ভাবী যা খেতে চায় অবশ্যই ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমি ভাবছিলাম ভাবীকে এই উপলক্ষে কি উপহার দেওয়া যায়!

আসলাম কিছু সময় চিন্তা করে বলে, ভাবীরা এত বড়লোক যে তাদের কিছু দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবুও আমার মনে হয় বোন হিসেবে তুমি তাকে একটা স্বর্ণের নেকলেস ও ভালো শাড়ি প্রেজেন্ট করতে পার। এমনিতেও তাকে আমাদের কিছু দেওয়া হয়নি।

কি করে হবে! এতদিন সে কি ভাবী ছিল? এখন হয়েছে। নিশ্চয়ই এখন আমরা লৌকিকতা করব।

আসলাম স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়। প্রসন্ন মনে সায়েমা স্বামীর আকাঙ্ক্ষার কাছে দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয়বার ধরা দিতে দ্বিধা করে না। মনে মনে সেও একটি নতুন শিশুর মুখ কামনা করে। রিয়ার একটি ভাই হলে খুব ভালো হয়। আল্লাহ্, তাই

www.pathagar.com

যেন হয়। অদূরে তার ছোট খাটে রিয়া তখন গভীর নিদ্রামগ্ন।

নিজেদের ঘরে রুবা ও রায়হানও জেগে। এতক্ষন ব্যস্ত ছিল। রুবা বলে, সেই মেয়েটির মা'র কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছিলে। মনে করিয়ে দিচ্ছি। বল তার মায়ের কথা।

আজই স্মরণ করিয়ে দেবে এবং আজই বলতে হবে এমন কোন কথা ছিল না।

রুবা বলে, না তা ছিল না। কিন্তু আমি ভাবছি আর যে ক'দিন এখানে আছি, ঘোরাঘুরি না করে তোমার সব পর্ব শুনে শেষ করি। কারণ, আমার একটা পরিকল্পনা আছে মনে মনে।

ঝেড়ে কাশ বন্ধু! সেটা খুলে বল। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এখনও বহু কাহিনী অব্যক্ত রয়েছে। সেসব বলতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তত সময় আমরা এখানে থাকছি না। তাছাড়া বসে বসে ওসব না শুনে পর্যটনে সময় ক্ষেপণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এসব কথা ঢাকা বসেও শুনতে পারবে। এখানে প্রতিদিনই নতুন আনন্দ, নতুন অভিজ্ঞতা।

তোমার এসব চালাকি। সব বলতে চাচ্ছ না। তাই না?

রায়হান আহত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায়, তোমার কাছে কথা দিয়ে সত্যভঙ্গ করব! তুমি ভাবলে কি করে! গোটা চারেক বৃহৎ বিষয় আছে। সেওলোতে কিছুটা সময় নেবে। বাকী খুচরাগুলো কেবল দু'এক লাইনে সংক্ষিপ্ত করে বলে শেষ করব। কিন্তু এটাও ঠিক, সবকিছু বলে আমি তোমার কাছে ভারমুক্ত হব। তারপর সেসব চিরদিনের মতো ভুলে যাব। তুমি আমার কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার জন্য কষ্মিনকালেও সেসব তুলে খোঁটা দিয়ো না।

রুবা স্বামীর গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে বলে, না গো, না। আমিও তাই চাই। আর তা চাই বলেই পবিত্র কাবাঘরে প্রবেশের পূর্বে সব হিসাব নিকাশ শেষ করতে চাই। সেখান থেকে আমরা নবীজীর রওজায় যাব। পূত পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষচিত্তে অতীতের সমস্ত গোনাহর মাফের জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে আমরা মিনতি জানাব। সেই জন্যই মক্কা ও মদিনায় বিশেষ করে যেতে চেয়েছি।

রায়হান তার সব কথা মন দিয়ে শোনে। ভাবে, সব ভালো যার শেষ ভালো। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অনেক মেহেরবান। তাই তাকে এমন পূণ্যবতী স্ত্রী মিলিয়ে দিয়েছেন। তার মতো পাপীর পক্ষে এ রকম স্ত্রীরত্ন লাভ করা অকল্পনীয়।

www.pathagar.com

সে বলে, ঠিক আছে। এখানেই সব শেষ করে যাব। সংক্ষিপ্ত আকারে বলব।

না, সে হবে না। যে বড় চারটা ঘটনার কথা বলেছ সেগুলো সবিস্তারে শুনব। বাকিগুলো তোমার যেমন ইচ্ছা।

বেশ তা হলে আজ তোমাকে আমার এক সহকর্মীর কাহিনী শোনাই। আমি যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলাম সেই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করত মিসেস আমিরা হক। তিন তিনটি সন্তানের জননী। কিন্তু দেহটি অতীব লোভনীয়। ফুলে ফুলে যেন সর্বক্ষণ মধু ঝড়ছে। এক ছেলের মায়ের মতো সর্বদা আসুন-বসুন ভাব!

মিসেস আমিরা হকই কি তোমার শিমূল নাকি নাম বললে তার মা?

না। তার কথা পরে বলব। এখন এর কথাই শোন। কেন যেন এর বিষয়টাই তোমাকে আগে জানাতে ইচ্ছা হচ্ছে। বলব?

বেশ বল।

স্বামীকে নিয়েই একদিন সৌজন্য সাক্ষাৎকারে আসে। ভদ্রলোকের বয়স স্ত্রীর বয়সের দ্বিগুণ। ভদ্রলোক এক সময় ভালো চাকরি করত। এখন একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চালায়। আবদুল হক সাহেব নিজেই বলল, সন্তানহীনা প্রথম স্ত্রী গত হওয়ায় সে তিন সন্তানসহ আমিরাকে বিয়ে করে। আমিরার সন্তানেরা তাকেই পিতা বলে জানে। তারা যখন খুব ছোট তখন পিতার শারীরিক নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় আমিরা নিজের অধিকার খাটিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায়। এসব অবশ্য অনেক পরে তার মুখেই আমার শোনা।

কাকের মুখে কমলা বলে একটা কথা আছে। সেটা এক্ষেত্রে হয়ত প্রযোজ্য নয়। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাও বলা চলে না। তিন সন্তানের মাকে কেউ তরুণী বলবে না। কিন্তু হক সাহেব বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে। আর আমিরা যেন যৌবনের মধ্যে গগণে। শুধু পরুষের লুব্ধ দৃষ্টি নয়, অনেক মহিলাকেও দেখেছি মিসেস হকের ফেটে পড়া দেহের দিকে অপলকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তে।

ভদ্রমহিলার মধ্যে অন্য কিছু একটা ছিল যা আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তোমাকে তো বলেছি নারীদেহ সে সময় আমার কাছে দুর্লভ ছিল না। আমি বরং তখন অনেকটা কাকে ধরি, কাকে ছাড়ি এই অবস্থায় আছি। ভদ্রমহিলা বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে আমার কাছে আসে। তার একটি সহৃদয় মন আমার প্রতি নিবিষ্ট দেখতে পাই। প্রতিষ্ঠানের সভাসমূহের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা মিসেস হকের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। আমি আনন্দের সঙ্গে সবসময় লক্ষ

www.pathagar.com

করেছি কোন অবস্থাতেই সে আমাকে কোন বিতর্কের মধ্যে জড়াতে দিত না। কোন ঝুট ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা থাকলে প্রাণপণে তা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

দেখতাম আর ভালো লাগত।

সে বেশি বেশি আমার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। আমার বাসায় যখন তখনই চলে আসত। কিন্তু সর্বদাই হক সাহেব সাথে থাকত। বাসায় সে কখনওই একা আসত না। আমার কর্মকাণ্ডের সৌরভে চতুর্দিক তখন আমোদিত বলে আমার ধারণা। তা না হলে সব সময় স্বামীকে সঙ্গে করে আসে কেন! কিন্তু অফিসে যখন আসত কাজ কর্ম নিয়ে, একগাদা নথিপত্র নিয়ে সে একাই আসত। হয়ত ভাবত অফিসে একা আসার কারণে কোন প্রশ্নের উদয় হবে না। অফিস নিরাপদ।

রুবা হাসতে থাকে।

হাসছ কেন?

বেচারা আমিরা হকের কথা ভেবে। সে জানত না বাসার চাইতে জনাব রেজা রায়হানের অফিসই মোক্ষম কর্মশালা।

তা যা বলেছ। তারপর শোন, বাঙালিদের কোন প্রতিষ্ঠান থাকবে কিন্তু তাতে দলাদলি বা কোন্দল থাকবে না এটা হতে পার না। কাজেই সহজ স্বাভাবিকতায় আমাদের সংগঠনেরও তার প্রাদুর্ভাব শুরু হয়। কথায় বলে, দু'জন বাঙালি একত্র হলে আড়াইটা উপদলের সৃষ্টি হয়।

আমি লক্ষ্য করি মিসেস হক সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করে যাতে এসব কারণে আমার সুনাম সুযশের কোন ক্ষতি না ঘটে। আমার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। নিজের পদের দায়-দায়িত্ব ভুলে সে চেয়ারম্যানের পদ মর্যাদা বজায় রাখার জন্য অধিকতর ব্যস্ত।

ফলশ্রুতিতে যা হবার তাই হয়। অচিরেই তার আর আমার সম্পর্কের মধ্যে ভেজাল আবিষ্কৃত হয় এবং এই 'ডালমে কুছ কালা' নিয়ে আমাদের অসাক্ষাতে বিস্তর কানাঘুষা হতে থাকে। আমার প্রতি তার সহৃদয় পক্ষপাতিত্ব ব্যতিরেকেও প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মকর্তার লোভাতুর ঈর্ষার কারণে এ ধরনের অহেতুক দোষারোপ ও বদনাম রটতে থাকে।

অহেতুক?

www.pathagar.com

অবশ্যই। আমি তোমার কাছে একটি কথাও মিথ্যা বলব না, কোন সত্য গোপন করব না। যখন আমাদের নিয়ে কানাঘুষা চলছে এবং সর্বত্র এ সম্বন্ধে রসাত্মক আলোচনার কথা শুনছি তখন পর্যন্ত সে অর্থে তার সাথে আমার কোন প্রকারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আমি তাকে স্পর্শও করিনি। আমাদের মধ্যে খোলামেলা অনেক কিছুই আলোচনা হত। হাসি-ঠাট্টাও হত। পরিহাস করে অনেক সময় অনেক কিছুই বলে ফেলতাম। তার সমৃদ্ধ দেহ-সম্পদ নিয়েও কখনও কোন মন্তব্য করে থাকব। কিন্তু সে পর্যন্তই। সেও হাসিমুখি স্বাভাবিকভাবেই আমার মন্তব্যের জবাব দিত। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন অন্যায় আচরণ বা কদর্যতার ছোঁয়া লাগেনি।

একদিন লক্ষ করি, সংগঠনের কার্যালয়ের দেয়ালে লিখে রাখা হয়েছে, 'এসো কর স্নান, আমিরার যৌবন নদে তুমি রায়হান'।

কর্মচারীদেরকে বকাঝকা করে সঙ্গে সঙ্গে সে লেখা মুছে ফেলা হলেও সকলের মুখে মুখে লাইনটি চালু থাকে। দেয়াল মোছা হলেও লোকগুলোর কলুষিত অন্তর মুছব কি করে! দিন কয়েক পর আমিরা একটি হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইল করা লিফলেট নিয়ে চোখ মুখ লাল করে আমার কক্ষে প্রবেশ করে। কোন কথা না বলে সেটা টেবিলে রাখে।

প্রচলিত অর্থে আমিরা সুন্দরী ছিল না। তার গায়ের রঙ ছিল শ্যামলা। কিন্তু রূপের সব অসম্পূর্ণতা ঢেকে যেত তার অপরিসীম যৌবনবতী দেহের কারণে। তাকে প্রথম দর্শনেই সক্ষম পুরুষের মনে যে ভাবনায় উদয় হত সেটাকে কখনওই নিষ্কাম পবিত্র চিন্তা বলা যায় না। আমার মধ্যেও হয়ত সে ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু এটা শপথ করে বলছি, সেদিন পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক প্রকৃত অর্থেই নিষ্পাপ ছিল।

আমিরার মুখের দিকে তাকিয়ে এবং তার আনা নোংরা লিফলেটটা আদ্যপান্ত পাঠ করে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিছুই না করে এ ধরনের অমূলক রটনায় দু'জনই অতিশয় বিচলিতবোধ করি। রাগে গা জ্বলে যায়।

স্যার, আমি আর এখানে চাকরি করব না। সাহেবও এই লিফলেট দেখেছে। তারও অভিমত আমি কাজ ছেড়ে দিই। আপনি তো জানেন, ঠিক অভাবের কারণে আমাকে কাজ করতে হয় না। আমার স্বামীর কিছুটা সঙ্গতি আছে। সংগঠনকে ভালোবেসে এবং আপনার স্নেহধন্য হয়ে আমি এ কাজ করতাম। এবার আমাকে বিদায় দিন।

www.pathagar.com

তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করি, আপনার স্বামী কি এসব বিশ্বাস করে?

না, তার মন অনেক উদার। সে আমাকে ভালো করে চেনে। তবুও তার অভিমত, এ ধরনের নোংরামির মধ্যে কাজ করা অসম্মানজনক।

আমার জেদ চেপে যায়। বলি, তার অর্থ হচ্ছে লোকজন যে মিথ্যারোপ করছে তাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চান?

বুঝলাম না স্যার!

এই সব ঈর্ষাপরায়ণ তৃতীয় শ্রেণীর নিন্দুকের দল যত মিথ্যা বদনামই রটাক না কেন আপনি এবং আমি জানি এর চাইতে অসত্য অমূলক আর কিছু হতে পারে না। তোপের মুখে পরাজয় স্বীকার করে রণাঙ্গন পরিত্যাগ কাপুরুষতারই নামান্তর। আপনি এখন পদত্যাগ করলে প্রতিটি মিথ্যা সত্যে পরিণত হবে। ওদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

সে তার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি আমার দিকে মেলে ধরে বলে, আপনি কি করতে বলেন স্যার?

দৃঢ়তার সাথে বলি, ফাইট করতে বলি। এই সব কূপমণ্ডুকদের চোখের সামনে আরও স্বগৌরবে বিচরণ করতে হবে। ওদের মুখের উপরে এই সব হীন ইতরতার যথাযোগ্য প্রতি উত্তর ছুঁড়ে মারতে হবে। নিন্দুকের চোখে মুখে প্রজ্জ্বলিত ছাই নিক্ষেপ করে ওদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে হবে। পালিয়ে গেলে চলবে না।

আমার উদ্দীপ্ত বক্তব্য শুনে সে চোখ মুছে ফেলে। তার মধ্যে আস্থাব্যাঞ্জক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মুখে অমলিন হাসি ফুটে ওঠে।

যথার্থ বলেছেন স্যার। কুকুরে কামড়াতে এলে তাকে পাল্টা কামড় দেওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু অবশ্যই কষে লাথি মারতে হবে। ঠিকই বলেছেন, আমরা ফাইটই করব। সম্মিলিতভাবে।

আমি উঠে দাঁড়াই। তার সামনে এসে একটি হাত তার কাঁধে রাখি। বলি, সাবাস। এতদিনে একটা কথার মতো কথা বলেছেন। আমরা একসঙ্গে লড়ব।

সেই প্রথম আমি তাকে স্পর্শ করি। তার মধ্যে অন্যকিছু ছিল না। কিন্তু লক্ষ করি, তার সারা মুখাবয়র রক্তিম হয়ে উঠেছে। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কি খোঁজার চেষ্টা করে। বলে, আজ যাই স্যার।

www.pathagar.com

যান। পদত্যাগের চিন্তা আর মনে ঠাঁই দেবেন না। প্রয়োজন মনে করলে আমি গিয়ে আপনার সাহেবকে বুঝিয়ে বলব।

সে আগ্রহান্বিত হয়ে বলে, স্যার! আপনি দয়া করে আসবেন আমাদের বাসায়? সাহেব এবং আমার ছেলে মেয়েরা খুব খুশি হবে। আসবেন স্যার?

তার চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলি, তাদের খুশির জন্য নয়, আপনি যদি খুশি হন তা হলে অবশ্যই আসব।

স্যার, খুব খুশি হব।

এত সব রটনা আর গুজবের পরও?

হ্যাঁ, তারপরও। আপনিই না বললেন এসবের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং একত্রে লড়তে হবে। আমার বাসা থেকে তার সূচনা হোক।

ভেরি গুড্। আমি আসব। কিন্তু খবর দিয়ে আসব না। অতিরিক্ত মেহামানদারি আমার ভালো লাগে না। স্বাভাবিক পরিবেশে আপনাকে দেখার ইচ্ছা।

সে নীরবে আমার চোখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করে। এক সময় সেদিনের মত বিদায় নেয়।

হঠাৎ করেই এক সন্ধ্যায় তাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই। শহরের মধ্যবর্তী এক ব্যস্ত এলাকায় হক সাহেবের নিজস্ব একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ও পেছনে বেশ জায়গা আছে। সামনের খালি জায়গাটিতে ছোট ফুলের বাগান। পেছনের দুর্বা ঘাসে আচ্ছাদিত প্রাঙ্গনটি সাধারণত আমিরা এবং তা দুই মেয়ে ব্যবহার করে থাকে। তার ছেলে বলে ওটা লেডিস্ কর্ণার।

এক ছেলে ও দু'মেয়ের মধ্যে ছেলে মধ্যম। বড়মেয়েটি কৈশোরে পদার্পণ করেছে। তার চোখে মুখে নীরব হাসি ও প্রশ্ন। লোকটির সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক জড়িয়ে যেসব কথা উঠেছে সে সম্পর্কে সে অনবহিত নয়। মেয়েরা একটু তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলে। যৌবনের পথে পা রাখতে তার বিলম্ব থাকলেও মনের দিক থেকে হয়ত কিছুটা এগিয়ে।

মায়ের ডাকে তারা এসে আমাকে সালাম করে। আমি তিন জনকেই যথোচিত জড়িয়ে ধরে আদর করি। বড় মেয়েটি কেন যেন ফ্রি হতে পারে না। বাইরের পুরুষের অন্তরঙ্গতায় হয়ত অভ্যস্ত নয়। সে আমার দিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মুখে তখনও হাসি। এই বয়সেই মেয়েরা ভুল করতে শুরু করে। এক

www.pathagar.com

সময় বলি, ঠিক আছে। তোমরা যাও। কি করছিলে এতক্ষণ?

সে জবাব দেয়, গানের মাস্টার এসেছে। সেখানে হাজিরা দিচ্ছিলাম।

খুব ভালো। গান কবে শোনাবে?

আমি কিছুই শিখিনি। মা শেখে। আমাকেও ধরে বেঁধে বসায়। কিন্তু গান আমার হবে না।

আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমার মা গান করে? একদিন শুনতে হয়।

তাদের মা বলে, দুই মেয়ের জন্যই মাস্টার। কিন্তু ওদের তেমন গরজ নেই। উৎসাহ দেবার জন্য নিজেও গিয়ে বসি। শৈশবে আমার বাবাও চেষ্টা করেছিল। আপনাকে শোনাবার মতো কিছু নয়।

এক সময় নিশ্চয়ই হবে। তখন শোনাবেন।

সে জবাব না দিয়ে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয়। সঙ্গে আরও অনেক কিছু। মিসেস হক, আমি বাথরুমে যাব।

আসুন স্যার। আমাদের শোবার ঘরের টয়েলেটে আসুন। বাইরেরটা তেমন পরিষ্কার নয়।

সে আমাকে তাদের স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘরে নিয়ে যায়। পরিপাটি করে সুসজ্জিত তাদের ঘরটি দেখে মন্তব্য করি, শুতে ইচ্ছা করছে।

শুতে ইচ্ছা করলে একদিন এসে আমাদের এখানে রাত কাটান স্যার। আমরা আপনাকে এই ঘরে ছেড়ে দেব।

হাসতে হাসতে বলি, তা হলে আসব না।

বাথরুমে ঢুকে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। চারদিকের দেয়ালে বড় বড় সব পিন্‌আপ ছবি। নারীদেহের অসামান্য সমারোহ। বিদেশী মডেলদের নগ্নদেহের এইসব ছবি কেন তাদের বাথরুমে স্থান পেয়েছে এ প্রশ্নের জবাব সেদিন না পেলেও পরে জানতে পেরেছিলাম। হক সাহেব শারীরিকভাবে সক্ষম ছিল না। তার বয়সও হয়েছে। কিন্তু চোখের ক্ষুধা নিবৃত হয়নি। তারই দৃষ্টি সুখের জন্য এসব ছবি সেখানে রাখা হয়েছে।

বের হয়ে এসে মিসেস হকের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই। সে জবাব

www.pathagar.com

না দিয়ে আমাকে বসার ঘরে ফেরত নিয়ে আসে। সেখানে তার স্বামী বসে বসে চুরুট টানছে। অনেক কথাবার্তা হয়। তারা সনিবর্দ্ধ অনুরোধ করে রাতে তাদের সাথে খেতে। আমি অস্বীকার করি।

আসার সময় গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি বড় মেয়েটি সাগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাত নেড়ে বিদায় জানালে সে হেসে জানালা থেকে সরে যায়।

রুবা মন্তব্য করে, এ যে দেখছি মা মেয়ের যৌথ অভিষার। নাহ্, তুমি একটি কেষ্ট ঠাকুরই ছিলে!

রায়হান জবাব না দিয়ে স্ত্রীর একটি কান কামড়ে ধরে। রুবার কথাবার্তা অন্যখাতে প্রবাহিত করার এটা তার একটি পুরানো টেকনিক। রুবা নিজের কর্ণ ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে পূর্ব প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়।

তারপর বল। আর কান কামড়াবে না।

একশ' বার কামড়াব, আজীবন কামড়াব।

যা খুশি কর গে। এখন বল।

এর মধ্যে আমাকে একবার প্যারিস যেতে হয়। আসার সময় মিসেস হকের জন্য একটা হাত ঘড়ি এবং দুই শিশি সেন্ট কিনে আনি। ফিরে আসার পরদিন তাদের বাসায় গিয়ে জিনিসগুলো তাকে দিই। সেদিন হক সাহেব বাসায় ছিল না। আমিরা সেগুলো স্বাগ্রহে হাত পেতে নেয়।

বলে, স্যার যে আমাকে মনে করে এসব এনছেন এতেই আমি অভিভূত। স্যার, ঘড়িটা আপনি বেবিকে দিন। তার একটা সুন্দর হাত ঘড়ির খুব শখ। খুশি হবে।

কিন্তু আমি তো আর একজনের খুশি দেখতে ইচ্ছুক।

আমি খুবই খুশি। মেয়েকেই দিন স্যার। তাকে ডাকি?

বেশ ডাকুন।

বেবি ঘরে ঢুকলে তার মা বাইরে চলে যায়।

বেবি, তোমার জন্য আমি প্যারিস থেকে একটি রিস্টওয়াচ এনেছি। দেখ তো পছন্দ হয় কিনা!

মেয়েটি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সত্যিই?

www.pathagar.com

অবশ্যই সত্যি। এই নাও।

আমি ঘড়িটি তার হাতে তুলে দিই। তারপর নিজেই সেটি তাকে পরিয়ে দিই। তার জীবনের প্রথম হাতঘড়ি। তাও প্যারিসের উপহার। সে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আজ আর তার কোন সঙ্কোচের বালাই নেই। সে আমাকে দুই হাতে কণ্ঠ বেষ্টন করে আমার অধরে একটি চুম্বন এঁকে দেয়। এসব ক্ষেত্রে উপহার পেলে মেয়েরা সাধারণত আনন্দিত হয়ে বয়োজ্যেষ্ঠজনের গণ্ডদেশে চুম্বন দিয়ে থাকে। কিন্তু বেবির আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাইরে থেকে বুঝা না গেলেও আমার শরীরের সঙ্গে সংস্পর্শে আসায় বুঝতে পারি তার দেহেও যৌবন উঁকি ঝুঁকি মারছে। কিন্তু তোমাকে সত্য করে বলছি, তার মনের অবস্থা যা-ই হোক না কেন আমি তাকে নিয়ে মোটেই ভাবিনি। আমার চিন্তার জগতে বরং তার মায়ের আনাগোনা ছিল।

তোমার মা গেল কোথায়? তাকে ডাক।

আমিরা এসে উপস্থিত হয়, ডাকতে হবে না স্যার। আপনার চা আনতে গিয়েছিলাম। স্যার, আজ আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খেয়ে যাবেন। বলেন খাবেন?

না, আজ নয়, আর একদিন হবে।

লক্ষ করি মা এসে দাঁড়াতে মেয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেছে।

বাথরুমটা একবার ব্যবহার করতে চাই।

নিশ্চয়ই স্যার। আসুন।

যে জন্য গেলাম সে ছবিগুলো আর সেখানে শোভা পাচ্ছে না। কিছুটা হতাশ হয়ে জলত্যাগ করে চলে আসি।

ওখানে কতগুলো সুন্দর ছবি ছিল। সেগুলো দেখছি না যে!

সে কিছুটা লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর করে, ওটা বয়সের দোষ। আমি সরিয়ে ফেলেছি।

কাজটা ভালো করেননি। এরপর প্রয়োজন হলে বাইরের টয়লেটই ব্যবহার করব।

সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। সংগঠনের কাজে এর মাঝে একদিন আমাদেরকে মানিকগঞ্জের এক গ্রামে যেতে হয়। আমিরা হকও

www.pathagar.com

গিয়েছে আমাদের সঙ্গে। অনুষ্ঠান সন্ধ্যায় শেষ হয়। তারপর সেখানে এক মেম্বারের বাড়িতে নৈশভোজ সেরে রাত করে আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হই।

মিসেস হক অন্য গাড়িতে সেখানে গেলেও ফেরার পথে সকলের সম্মুখে আমি তাকে ডেকে আমার গাড়িতে তুলি। অন্যদের শুনিয়ে বলি, মিসেস হক, জনে জনে বদনামের ভাগী করে লাভ নেই! লোকজন আমাকে নিয়ে বলছে সেটাই চলুক। আপনি আসুন আমার গাড়িতে। আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেব।

সে বুঝতে পারে এটা আমার সম্মুখ সমরের এক পদ্ধতি। সে সকলকে দেখিয়ে হাসিমুখে গাড়িতে এসে আমার পাশে আসন গ্রহণ করে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। নিন্দুকেরা কেউ কেউ হতভম্ব হয়ে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে।

গাড়িতে পাশাপাশি বসে এটা সেটা আলাপ করতে করতে দু'জনের মনের মধ্যেই বোধ হয় খানিকটা রোমান্টিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। ড্রাইভার ইংরেজি জানে না। পক্ষান্তরে আমিরা কলেজে পড়াশুনা করেছে। ইংরেজিতে বলি, দোষ না করেও দোষী। সেক্ষেত্রে কি দোষ করাই বাঞ্চনীয় নয়?

সে অপাঙ্গে একবার আমার মুখ দেখার চেষ্টা করে। কথার জবাব মুখে না দিয়ে তার ডান হাতটি আমার বাম হাতের ভেতরে গলিয়ে দিয়ে হৃদয়ের সব ভাব প্রকাশ করে। আমার মন আনন্দে নেচে ওঠে। অস্বীকার করব না তাকে পাওয়ার একটা বাসনা কিছুদিন থেকেই আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি তাকে আমার দিকে আকর্ষণ করি। আরও কাছে এলে তার ডান হাতটি আমার কোলে স্থাপন করি। সেদিন পাজামা ও সিল্কের পাঞ্জাবী পড়ে গিয়েছিলাম। অনেকেই বলছিল আমাকে নাকি দারুণ মানিয়েছে। আমিরাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকবার তাকিয়েছে। এখন তার সুডোল হাতটি আমার ক্রোড়ে স্থাপিত। তুমি তো জানই, জেগে উঠতে আমার বিন্দুমাত্র সময়ের প্রয়োজন হয় না। সে সেটা অনুভব করে চমকে ওঠে। হাত সরিয়ে নিতে পারে না বরং অধিকতর উপলব্ধির প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে।

রুবা স্বামীর হাতটি ঠেলে দিয়ে কিছুটা সরে বসে।

কি হল, ঘৃণা হচ্ছে?

না, রাগ হচ্ছে। তুমি কখনও এসব বর্ণনার সময় আমাকে স্বাক্ষী মানবে না। আমি কি জানি আর কি জানি না সে কথা এইসব ঘটনার নায়িকাদের প্রসঙ্গে উত্থাপিত হোক এটা আমি চাই না।

হা-হা-হা।

www.pathagar.com

এই তুমি চুপ করবে, না বাথরুম থেকে ঠাণ্ডা পানি এনে তোমার মাথায় ঢালব!

রায়হান চুপ করে শুয়ে পড়ে। নিদ্রার ভান করে পড়ে থাকে।

কি হল, তারপর বল।

কোন সাড়া শব্দ নেই।

এসব চালাকি চলবে না। বল, বলতে বলতে থেমে গেলে ভারি বিশ্রী লাগে!

এবার সে কথা বলে, চুপ করে থাকব সেই সঙ্গে গল্প করব এটা আমি পারি না। সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ জানা নেই। চুপ করার নির্দেশ তুমিই দিয়েছ।

আহা রে! কত আমার বাধ্যগত অনুগত স্বামী ধন! এ রকম বিকট শব্দে হাসতে না করেছি। নাও, আবার শুরু কর।

অনেক পরে সে একদিন আমাকে বলেছিল সে রাত্রে গাড়ির মধ্যে আমাকে ন করে সে যুগপৎ চমৎকৃত এবং বিস্মিত হয়েছিল। তুমি তো ভালো করেই আমাকে প্রত্যক্ষ করে সকলের প্রায় একই অনুভূতির উদয় হয়। তোমারও হয়েছিল।

রায়হান একটু আগে রুবার সতর্ক বাণী ভুলে আবার তার প্রসঙ্গ টেনে আনে। রুবার এটা অত্যন্ত অপছন্দ। সে একটা বালিশ উঠিয়ে স্বামীকে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারে।

তুমি আবার এসব বলছ! যাও, তোমার কথা শুনতে চাই না। তুমি আমাকে ছোঁবে না। তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

সে দুপদাপ করে উঠে ঘরের সব বাতি নিভিয়ে শয্যার একধারে গিয়ে নিদ্রার আয়োজন করে। কিন্তু আয়োজন করা এক কথা আর ঘুম আসা অন্য কথা। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে স্বামীর বুকে মাথাটি গুঁজে না দিলে তার পরম নির্ভরতার সুখ নিদ্রাটি আসতে চায় না। সে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে। তারপর এক সময় সরে এসে স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ে।

রায়হান নিঃশব্দে হাসে। কিছু বললেই মানিনী আবার ফোঁস করে উঠবে। তার চাইতে ঘুমোক। সে গভীর ভালোবাসায় দুই হাত দিয়ে স্ত্রীকে বেষ্টন করে নেয়।

সকাল ঘুম ভেঙে উঠতে গেলে রুবা সহজে নিষ্কৃতি পায় না। রায়হান ঘাপটি মেরে পড়েছিল। সে উঠতে যাওয়ার উপক্রম করতেই বলে, কোথায় চললে? ট্যাক্স

www.pathagar.com

না দিয়ে শয্যা ত্যাগ করা চলবে না।

না, তোমার শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়নি।

বউ, এত কঠোর হয়ো না। বিবেচনা করে দেখ, সারারাত্রি তোমাকে উত্তাপ দিলাম। চমৎকার একটি ঘুম হল। আমার সামান্য প্রাপ্তিতে বাদ সাধছ কেন বউ। লক্ষ্মীটি!

আহা, এখন মুখে কত মধু ঝরছে! বলেছি না আমাকে দৃষ্টান্ত টেনে কথা বলবে না। আমি কি ওদের তুল্য?

না বউ। কক্ষণও না। তুমি আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। তুমি আমার কোহিনূর। তুমি ম্যাকডোনাল্ডের এ্যাপেল পাই। তোমার সাথে ওসব ক্ষণিকে অতিথিদের তুলনা হয়! তুমি আমার জীবন জীবনের সাধনার ধন।

রুবা হেসে ফেলে। স্বামীকে সে ভালো চেনে। এ জিনিস না হলে তার চলে ন অনেক দিনের অভ্যাসে তার নিজেরও চলতে চায় না। কিন্তু মুখে তা স্বীকা না। তার রাগ পড়ে গেলেও সে গো ছাড়তে চায় না। বারবার বউ বউ করে রায়হান তাকে প্রায় কাবু করে এনেছে। রুবা জানে, যতই নাটকীয়তা করুক কেন এসব প্রকারান্তরে তার প্রাণেরই অভিব্যক্তি।

বল, আর ওরকম বলবে না!

কষ্মিনকালেও না। এই তোমার একটি কান মুখে নিয়ে শপথ করছি।

আবার কানে কামড় দিয়েছ!

ঠিক আছে। এই এটার শপথ করছি।

কি?

না, না, এটা নয়, বরং এইটার শপথ করছি।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। তোমাকে কোন কিছুরই শপথ করতে হবে না। আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও। ওরা উঠে পড়ার আগে আমি উঠতে চাই।

অবশ্যই অবশ্যই।

রায়হান তার কর্মে একই সঙ্গে দ্রুততা ও একাগ্রতা নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

প্রাতরাশের পর রিয়া আজ টিভি খুলে কমিক সিরিজ দেখায় মনোনিবেশ করেছে। সপ্তাহের এই দিনটিতে সকালে দীর্ঘক্ষণ বাচ্চাদের জন্য কমিক দেখান হয়। কত রকমের যে কমিক! আজ ছুটির দিন। আসলাম আবুলকে নিয়ে বের হয়েছে। বাজার করে ফিরবে। সায়েমা ঘর গৃহস্থলির কাজে ব্যস্ত। রুবা রায়হানকে নিজেদের ঘরে টেনে নিয়ে বলে, বল, সে মাতারির কিচ্ছা শেষ কর।

রায়হান প্রতিবাদ করে, সে মাতারি নয় আর এটাও কিচ্ছা নয়।

ঠিক আছে। তুমি বল।

সামান্য ভুলচুক হয়ে গেল নিজগুনে মার্জ্জনীয়।

আমাকে নিয়ে কোন প্রসঙ্গ তুলবে না। আর সব মাজর্নীয়।

তো?

হলে অবধান কর। ঢাকার কাছাকাছি আসতে সে হাত টেনে নেয়। এতক্ষণ হয়ত নিজের অজান্তেই সে কিছু নিয়ে খেলছিল। আমি যেন কিছুই টের পাইনি এ রকম ভাব করেছিলাম। সে যে ভিতরে ভিতরে উজ্জিবীত হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠস্বরেই টের পাই।

স্যার, কাল অফিসে কি ফ্রি থাকবেন?

কেন?

ফ্রি থাকলে আসব।

আমি ফ্রি করে নেব। চলে আসবেন। একটা কথা আগাম বলতে চাই। আপনি খুশি হবেন। দারুণ খুশি হবেন।

সেটা বুঝতে পেরেছি।

কথাবার্তা অবশ্য সব ইংরেজিতেই হচ্ছিল। আমার হাতে একটি উষ্ণ চাপ দিয়ে সে তার বাসার সামনে নেমে পড়ে। আগামীকালের সম্ভাব্য প্রাপ্তির আশায় উজ্জিবীত আমি বাসায় এসে তাকে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি।

তারপর?

www.pathagar.com

তার আর পর নেই, নেই কোন ঠিকানা। ভুলেও আমার কাছে মিথ্যা ভাষণ পাবে না।

রুবা হাসিমুখে বলে, তা জানি। মিথ্যা নয়, সত্য ভাষণই সবটুকু জানতে চাচ্ছি। তারপর নিশ্চয়ই দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল। অনেকটা ভিনি ভিসি ভিডির মতো। সে এল, সে দেখল এবং সে মজল। ঠিক বলিনি?

শুধু তাই নয়, সুখপাঠ্য গল্পের উপসংহারের মতো এরপর থেকে তারা একত্রে আনন্দে কালাতিপাত করতে থাকল।

থাম! তোমার আনন্দে কালাতিপাত করা বার করছি! বল, তারপর কি হল?

রায়হান স্ত্রীর সুন্দর মুখটির দিকে অপলকে তাকিয়ে বলে, সত্যিই রুবা, ঃ অপরাধের শেষ নেই। সে আসল। আমি ঘরে দরজা বন্ধ করে তাকে নিলাম। তার সব কিছু দেখার আমার খুব আগ্রহ ছিল। সে কথা বল জন্মদিনের পোশাকে রূপান্তরিত হল। আমাকেও সে দেখতে চায় একতরফা হয় না। আমি তাকে দেখে খুশি, সে আমাকে দেখে। সে তাজ্জ যায়। যা দেখে সেটা তার সীমিত অভিজ্ঞতার বাইরে।

তারপর যখন তাকে গ্রহণ করি সে উত্তেজনা ও অবিমিশ্র আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। এক সময় অন্যদের মতো সেও মন্তব্য করে, এটা আমার ধারণার অতীত। এধরনের কখনও দেখিনি। কল্পনাও ছিল না। স্যার, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আজ আমি আত্মহারা। বহুদিনের উপোষের পর আজ আপনি পরিপূর্ণতা দিলেন বললে কম বলা হয়। স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তার এত উচ্ছ্বাসের কারণ পরে একদিন তার মুখেই শুনেছিলাম। সেও এক ঘটনা।

দেশে সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। চারদিকে কর্মসূচী। সরকারও বসে নেই। দমনমূলক নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে, বিধি-নিষেধ আরোপ করে, এক শত চুয়াল্লিশ ধারা জারি, এমন কি কখনও কারফিউ ঘোষণা করে আধা সামরিক বা সামরিক বাহিনী নামিয়ে দিচ্ছে। এসব পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ে যেমন মন্দা নেমে আসে, সেবা সংগঠনের কাজ-কর্মেও প্রায় স্থবিরতা আসে। অলস মস্তিষ্কে শয়তানের কারখানা। এ সময় নানা অভিযানের সুযোগ নিতাম। খোঁজ খবর না নিয়েই একদিন সন্ধ্যার পর হক সাহেবের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

www.pathagar.com

তারা অবাক। চারদিকে গণ্ডগোলের মাঝে নিজেই ড্রাইভ করে একাকী উপস্থিত হয়েছি। হক সাহেব বলে, অনুগ্রহ করে গাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিন।

তাই করি। সেদিন সকলেই বাসায় উপস্থিত। মিসেস হকের সাথে চোখে চোখে ‍থা হয়ে গেল। বেবি এসে হাসিভরা মুখে অভ্যর্থনা জানাল। তার হাতে আমার ওয়া ঘড়ি। তার চোখে মুখে অনেক না বলা কথা। আমি সেদিকে উৎসাহিত হ। হাসি-গল্পে, কথায় রাত হয়ে যায়।

স্যার, আজ আমাদের সাথে চারটা ভাত খেতে হবে। আজ আর কোন অজুহাত ছি না।

বসার ঘরে ঢুকে ঘোষণা করে, কেবল ভাত খাওয়া নয়। আজ রাতে ও হবে। কারফিউ জারি হয়েছে। আর বেরুতে পারছেন না। টিভিতে মাইকও বেড়িয়েছে।

ব্রিব্রত বোধকরি। বলি, না, থাকার প্রয়োজন হবে না। টেলিফোন করে রফিউ পাসের ব্যবস্থা করে ফেলব। খুব একটা অসুবিধা হবে না। পুলিশে আমার বন্ধু আছে। বললে পাস দিয়ে যাবে।

মিসেস হক নিবেদন করে, স্যার, টেলিফোন করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না। না হয় আজ রাতটা কষ্ট করে গরীবদের বাসায় থাকুন। আপনাকে আমাদের ঘরটা ছেড়ে দেব। খুব বেশি কষ্ট হবে না। আজ থাকুন স্যার।

তার কণ্ঠে অনুনয় ঝর পড়ে। হক সাহেবও স্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি করে।

বলি, অগত্যা যদি থাকতেই হয় আপনাদের গেস্ট রুমেই ব্যবস্থা করে দিন। আমার সব রকমই অভ্যাস আছে। অসুবিধা হবে না।

মিসেস হক এককথায় সে প্রস্তাব নাকচ করে দেয়, না আমাদের ঘরেই থাকবেন। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

তারা স্বামী স্ত্রী আয়োজনের উদ্দেশে বের হয়ে যায়। বেবি বলে, ইচ্ছা করলে আমাদের ঘরেও থাকতে পারেন। আমি নিজ হাতে সুন্দর করে বিছানা করে দেব। আমরা না হয় তিন ভাই বোন আজ একঘরে থাকলাম।

তাকে বিভ্রান্ত করার মানসে চাল মেরে বলি, থাকব। তবে আজ নয়, তুমি যখন রেডি হবে তখন এ প্রস্তাব বিবেচনা করব।

www.pathagar.com

আমি রেডি।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে পরক্ষণেই বলে, কিন্তু আমি জানি মায়ের ঘরই আপনার পছন্দ।

আমি জবাব দিবার পূর্বেই হক দম্পতি পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে। বেবির ক উত্তর দেওয়া হয় না।

এক ফাঁকে আমিরা বলে, স্যার, সাহেবের ফিল্ম দেখার বাতিক আছে। ঘরে সব ব্যবস্থা আছে। ছবি দেখবেন?

আমি বাস্তব কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। ছবি দেখে আমার মন ভরবে না। তা ব্যবস্থা?

সে ব্যবস্থাও হবে। তবুও সিনেমা প্রস্তুত রাখি। দারুন বই রয়েছে।

যেমন আপনার ইচ্ছা।

খাওয়ার পর হক সাহেবের একটা লুঙ্গি পরিধান করে সিগারেট ধরিয়ে তাদের বারান্দায় পাতা চেয়ারে গিয়ে উপবেশন করি। আলো নিভিয়ে দিই। ভিসিআরে সামান্য ত্রুটি ধরা পড়েছে। ভিতরে হক সাহেব তাই নিয়ে ব্যস্ত। তিন ছেলে মেয়ে শোবার আয়োজন করছে। তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কাজের লোকটি সব পাট উঠিয়ে নিচ্ছে। আমিরা এসে চট করে আমার কোলে বসে পড়ে। পূর্বেই বলেছি তার শরীর স্বাস্থ্যের তুলনা হয় না। মুহূর্তে আমার চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। দেখতে পাই সেও কিছুটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তখনই কি হতে পারত বলা যায় না।

মা, মা ডাকতে ডাকতে বেবি সেখানে এসে উপস্থিত। আওয়াজ শুনেই আমিরা উঠে দাঁড়িয়ে অসম্বৃত বেশবাস যথাসাধ্য গুছিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা বেবির বয়সী মেয়েদের চোখে ধূলা দেওয়া সহজ নয়।

আমিরা রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করে, কি চাস?

আঙ্কেলকে কফি দেব?

থাঙ্ক ইউ বেবি, এক কাপ কফি পেলে ভালো হয়।

এখনই আনছি।

www.pathagar.com

মা মেয়ে একসঙ্গে ভিতরে যায়। সেখানে তাদের কি কথা হয় বা আদৌ কোন কথা হয় কিনা জানি না। কফি নিয়ে মা ফিরে আসে। মেয়ের আর কণ্ঠস্বর শ্রুত হয় না।

হক সাহেব বের হয়ে আসে, মেসিন ঠিক হয়েছে।

কফি শেষ করে তিন জন তাদের শোবার ঘরে ফিরে আসি। নতুন চাদর, বালিশের কভার দিয়ে সুন্দর করে বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। খাবার পানির জগ ও গ্লাস রাখা হয়েছে। সবকিছু দেখে ভালো লাগে।

স্যার, একটা ছবি চালিয়ে দেব, না ঘুমুবেন?

আমার অনেক রাত করে ঘুমোবার অভ্যাস। সকালে দেরি করে উঠি। দিন একটা আনন্দের বই চালিয়ে দিন।

সে একটা ক্যাসেট বেছে নিয়ে রিইউন্ড করতে দেয়। বলে, আপনার যখন খুশি ঘুম থেকে উঠবেন। কেউ আপনাকে ডাকবে না। একদিন ভালে করে বিশ্রাম করুন।

তাই হবে। আপনাদেরকে কত ঝামেলায় ফেললাম!

হক সাহেব বলে, এটা আমাদের সৌভাগ্য। অসুবিধা আপনারই হচ্ছে। গরীবের বাড়িতে হাতির অবস্থান!

ভালোই বলছেন! ছিলাম মানুষ, আপনি জানোয়ার বানিয়ে দিলেন!

তিন জনের সম্মিলিত হাসির মধ্যে আমিরা তার স্বামীকে বলে, তুমি আর জেগে বসে থাকছ কেন? যাও, গিয়ে শুয়ে পড়। স্যার যতক্ষণ ছবি দেখবেন, আমি এখানে আছি। পরে এসে শোব। তুমি যাও।

সে উঠে ঘরের উজ্জ্বল বাতিটি নিভিয়ে দেয়। ঘরে একটা মায়াবী সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। সিনেমা চালু হয়।

হস সাহেব বলে, এই সিনেমাটা চমৎকার। আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। আপনি দেখুন। এখন আসি! কষ্ট করে থাকুন এখানে। সকালে দেখা হবে। কিছু প্রয়োজন হলে আপনার সহকারিণীকে নির্দ্বিধায় বলবেন। সংকোচ করবেন না।

সে চলে গেলে আমি উঠে বাইরেটা দেখে আসি। তারপর নিজেই সন্তর্পণে ঘরের দরজায় হুক লাগিয়ে দিয়ে আমিরাকে বলি, আপনার স্বামী বলেছে কিছু প্রয়োজন

www.pathagar.com

হলে যেন সংকোচ না করে আপনাকে বলি। এখন ছবির শব্দ একটু বাড়িয়ে দিয়ে এখানে উঠে আসুন। বারান্দায় বুড়িছোঁয়া হয়েছে। এখন সম্পূর্ণ করি।

ভিসিআরের শব্দ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে সে নীরবে শয্যায় উঠে আসে।

তারপরের কথা জিজ্ঞেস করো না। ঘরে একসঙ্গে দুটো ফিল্ম চলতে থাকে। একটা বন্বের নাম করা আনন্দঘন ছায়াছবি, অন্যটার বিবরণ আর দিতে চাই না। বর্ণনা করার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না। তার পক্ষ থেকে সবকিছু তুলে দেওয়ার যেমন অসীম আগ্রহ, এদিকেও এ বিদ্যায় অবিস্মরণীয় পারদর্শীতার অধিকারী রেজা রায়হানের সুনিপুণ কিন্তু দানবীয় লীলা নৈপুণ্য। না, না, কোন প্রশ্ন করো না। আমি ইচ্ছা করেই এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছি। সেখানকার বর্ণনা দেওয়া তো সম্ভব নয়! সব ভুলে বেপথু আমিরা অর্ধ জাগরণে পড়ে থাকে। তার উপর দিয়ে অভূতপূর্ব ঝড় বয়ে গেছে। একসময় তাকে ডাকি, মিসেস হক, আমার ক্ষুধা পেয়ে গেছে! কিছু খাওয়াতে পারেন?

সে উঠে বসে। অবিশ্বাস্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশবাস ঠিক করার কথা তার মনে আসে না। ভিসিআর কখন শেষ হয়েছে। বাসায় কোন দিকেই কোন সাড়া-শব্দ নেই। সে হঠাৎ করেই আমার দু'পায়ে পাগলের মত চুমো খেতে থাকে। আমি বাধা দিই না। একবার শুধু বলি, পায়ে কেন? ও কাজের জন্য অন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে।

সে কোন কথা বলে না। দুটি পা বুকে টেনে নিয়ে অজস্র চুম্বনে তা প্রায় সিক্ত করে দেয়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বস্ত্রাদি পরিধান করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মিনিট পনেরো পরে একটা ডাবল্ অমলেট ও কয়েক পিস টোস্ট এনে সামনে রাখে। সঙ্গে এক কাপ ধূমায়িত কফি। নিঃশব্দে সেগুলো খেয়ে নিয়ে আবার তাকে জড়িয়ে ধরি। তার তখন বিস্মিত হবার পালা শেষ হয়েছে। কথাটি না বলে আমার আগ্রাসনের কাছে নতি স্বীকার করে। এভাবে সকাল পর্যন্ত চলে। ঊষার আলো ফুটে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গেলে সে বিস্রস্ত বসন ঠিক করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমি ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিই।

প্রায় দুপুরে বেবি এসে ডেকে তোলে, আঙ্কেল, উঠবেন না? সারা রাত কি ঘুমাননি?

না, ছবি দেখেছি।

কেবল ছবিই দেখেছেন?

www.pathagar.com

না, কেবল ছবিই দেখিনি।

মি. এন্ড মিসেস হক এসে ঘরে ঢোকে। হক সাহেব বলে, মনে হয় সারা রাত সিনেমা দেখে সকালে ঘুমিয়েছেন। ঘুম পুরা হয়েছে?

তা হয়েছে। আমার এসব অভ্যাস আছে। অনেক ধন্যবাদ।

মিসেস হক বলে, আপনি কি এখন এক কাপ কফি নিবেন? না গোছল করে একবারে ব্রেকফাস্টে বসবেন!

বেবি মন্তব্য করে, ব্রেকফাস্ট নয়, লাঞ্চ। তার সময় হয়েছে।

বলি, বেবি, লক্ষ্মী মেয়ে, চট করে এক কাপ কফি খাওয়াও। তারপর গোছল এবং পরে ব্রাঞ্চ।

সেটা আবার কি?

ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের সংমিশ্রণ। সকলে হেসে ফেলে। আমিরা তার বড় বড় চোখ দুটিতে অনেক বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে আমি এত কিছু দেখে, এত কিছু করে এই তিন সন্তানের জননী ও দ্বিতীয়বার বিবাহিতা প্রায় অসুন্দরী এই মহিলার মধ্যে কি পেয়েছি তা হলে তাকে ডেকে এনে মিসেস হকের অতুলনীয় দেহটি দেখিয়ে দিতে হয়। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়! আমি দেখাতে চাইলেও সে কেন তার দেহ সম্ভার প্রদর্শন করবে। কিন্তু ভিতরের সমৃদ্ধি বাইরে যেভাবে ফুটে উঠে সেটা আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন পড়ে না। আপনা থেকেই তার উপর চোখ গিয়ে পড়বে এবং মনের মাঝে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

আমার অবশ্য কোন কিছুতেই অরুচি ছিল না। আমি হচ্ছি সে অর্থে প্রায় সর্বভুক। কি বুড়ি, কি ছুঁড়ি, স্কুল-কলেজের অনূঢ়া ছাত্রীই হোক বা কারো বিবাহিতা স্ত্রীই হোক, কেউ আমার কাছে আপাঙ্‌তেয় নয়। কুমারী বা বহু সন্তানের মায়ের মধ্যে তেমন প্রভেদ করি না। অভিজ্ঞতা আমার বিস্তৃত। মিসেস হকের বিষয়ে শুধু এটুকুই বলা চলে তার দেহটি বড়ই সুন্দর। এত তৈরি সুমধুর রসের ভাণ্ডার সহজে পাওয়া যায় না। যে গুণী এসব জিনিসের কদর জানে সে-ই কেবল এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম।

তার আরও গুণ ছিল। সুযোগ থাকলে যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে বারবার আমার আহবানে সাড়া দিতে সে সদা প্রস্তুত ছিল। কখনওই সে অসম্মতি প্রকাশ

www.pathagar.com

করত না। ক্ষুধার্ত এবং সর্বদা প্রস্তুত এমনি কুশলী রমনীই আমার মতো কামান্ধের জন্য প্রয়োজন ছিল।

রুবা ক্ষেপে যায়, এসব কি বলছ! তুমি মোটেই তা নও।

ম্যাডাম, আপনি তো আজকের পোষা পাখিটিকে দেখছেন এবং সেটি নিয়ে তুষ্ট আছেন। বনের বাজকে তো আপনি দেখেননি। তার সে রূপ কেবল রুদ্রই ছিল না, সেটা ছিল অভাবনীয় রূপে ভয়ঙ্কর।

রুবা স্বামীর একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের চোখে মুখে বুলিয়ে সস্নেহে বলে, সেদিন তুমি কি ছিলে সেটা বড় কথা নয়, আজ তুমি কি সেটাই ধর্তব্য। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে অনেক দুর্বলতার সমন্বয়ে। সেসব কাটিয়ে উঠে যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পুনঃদণ্ডায়মান হতে পারে সে-ই প্রকৃত মানুষ।

রায়হান তাকে দুই হাতে টেনে বক্ষে জড়িয়ে রাখে। কোন কথা বলার প্রয়োজন হয় না। একজনের বক্ষের স্পন্দন অন্যজন তার সহৃদয় অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে। রুবা নিজেই স্বামীকে অনেক আদরে তার মনের যাতনা নিবারণ করে দেয়।

তারপর বল।

তারপর আমি বেপরোয়া হয়ে পড়লাম। আমার চাইতে সেও কম যায় না। আমার বাসা, তাদের বাসা, আমার নিজের অফিস বা সেবা সংগঠনের অফিস সর্বত্রই অবাধে আমাদের দুর্বার গতি অব্যাহত রইল। এখন আর তেমন কথাবার্তা শুনি না। নিন্দা মন্দও বোধ হয় আমাদের দুদর্মনীয় ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করেছে। যখন কিছুই ছিল না তখন কান পাতা যেত না। আর যখন আমাদের উত্তাল স্রোতে সবকিছু ভাসমান তখন খড়কুটার মতো কটুকাটব্য কোথায় বিলীন হয়েছে। তাকে নিয়ে কখনও বিদেশে যাইনি। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠানের কাজের অজুহাতে সর্বত্র তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। হোটেল হোক, ডাক বাংলা বা সার্কিট হাউস হোক তার জন্য একটি পৃথক কক্ষ বরাদ্দ থাকলেও এক সময় সে ঠিকই চেয়ারম্যান সাহেবের শয্যাকে অলংকৃত করতে সেখানে চলে আসতে দ্বিধা করত না। তাকে ঠেকাবারও কেউ ছিল না। মিয়া বিবি রাজী থাকলে কাজী কি করবে!

আমি তার সব রকম ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করতাম। তার কোন অভাব ছিল না। অর্থ, অলঙ্কার বা উপহারের প্রতি লোভ ছিল না। হোটেল রেস্তোরাঁতেও

বিশেষ যেতে চাইত না। তার সবচাইতে বেশি উৎসাহ ছিল আমার দেহটি নিয়ে মনের সুখে ইচ্ছামতো খেলাধূলা করার। আমাকে নেড়ে চেড়ে, নানাভাবে পুনঃপুনঃ নিজের সেবায় নিয়ে তার সাধ মিটত না। সে আরও চাইত। বেশি বেশি চাইত। আমারও দিতে আপত্তি ছিল না। অকৃপণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠা ছিল না। দুয়ে দুয়ে চার না হয়ে চারে চারে আট হয়ে সব বিঘূর্ণনে ঘূর্ণায়মান হয়ে উঠল।

বেবি এখন আমাকে অন্য চোখে দেখা শুরু করেছে। তার মনের আকাশে যদি এক সময় কোন আকাঙ্ক্ষার দীপশিখা প্রজ্জলিত হয়েও থাকে অচিরেই তা নির্বাপিত হয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে একজন তরুণীতে পরিণত হতে চলেছে। মায়ের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যায় না। জানে, বিজয় লাভে সে সক্ষম হবে না। সে সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেয়। বুঝাতে পারে, রেজা রায়হানের কাছে কাঁচা ফলের চাইতে সুমিষ্ট পাকা ফল অনেক বেশি উপাদেয়। সে নাট্য জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। অভিনেত্রীরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়।

একদিন মায়ের সঙ্গে আমার বাসায় আসে। হাতে কার্ড।

আঙ্কেল, আমার অভিনয় দেখতে যেতে হবে।

অবশ্যই যাব। ভালো লাগলে পুরস্কার, না লাগলে তিরস্কার!

ঠিক আছে, তাই হবে। আপনি মা'র সঙ্গে চলে আসবেন।

তার মা জিজ্ঞেস কর, তোর সহকর্মীদের কাছে পরিচয় কি বলবি?

বলব, আমার বাবা এসেছে।

আমরা দু'জনই বাক্যহারা হয়ে যাই। বেবি গিয়ে দোলনায় চড়ে।

স্যার, দেখলেন মেয়ে কিভাবে ঠাস করে কথাটা বলে ফেলল।

হ্যাঁ সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। সব রাখ ঢাকই তার কাছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যাক, একদিকে ভালোই হল। সবকিছু পরিষ্কার হল। কোন ঝামেলা রইল না।

সে বুঝেও না বোঝার ভান করে নিরুত্তর থাকে। সে একদিন এমন কথাও বলে, স্যার, আমাদের বিষয়টা সাহেবও অনুমোদন করে।

সেকি, একি কোন পুরুষ মানুষ পারে?

www.pathagar.com

নিজে শারীরিকভাবে অক্ষম হলে পারে। আমাকে বিয়ে করেছিল তার ভাষায় আমার অতুলীয় দেহ লাবণ্য দেখে। কিন্তু দিন কয়েক পরই দেখা যায় তার সব ফুরিয়ে গেছে। ভয়ে আমাকে স্পর্শ করতে চাইত না। বলত, তোমার ক্ষুধা মিটাবার সাধ্য যখন নেই তখন তোমার শরীর জাগিয়ে তোলার অধিকারও আমার নেই। তোমার দেহটি খুবই সুন্দর। আমি তাকে নষ্ট করে দিলাম। তোমার ইচ্ছা হলে কারো সাথে বন্ধুত্ব করে দেহের দাবী মিটাতে পার। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। দু'চোখ ভরে তোমাকে বিভিন্নভাবে দেখতে চাই।

বলেন কি?

হ্যাঁ। সে আমাকে ভিজা গামছা পরিহিত অবস্থায় দেখতে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে। তার জন্য মাঝে মাঝে সে রকম করতে হয়। হাজার হোক, সে আমাকে একটা গৃহ দিয়েছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিচিতি দিয়েছে। আমার সন্তানদের সত্যিকার অর্থেই পিতা হয়েছে। একদিকে অপারগ হয়েছে বলে তাকে পরিত্যাগের প্রশ্নই আসে না। এক অর্থে তার মতো মানুষ হয় না। যেটার অভাব ছিল সেটা আপনার কল্যাণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাচ্ছি। এত সৌভাগ্য যে আবার আসবে কোন দিন ভাবিনি।

পরিহাস করে বলি, কই, ভিজা গামছার রূপ তো আমার ভাগ্যে জুটল না!

স্যার, কি যে বলেন! যখনই আদেশ করবেন আপনার প্রতিটি ইচ্ছা পূরণে আমি প্রস্তুত।

হক সাহেবের ব্যবহার দেখে আমারও যেন কেমন মনে হত। ইদানীং তার বাসায় গেলে প্রায়ই আমাদেরকে ছেড়ে সে বাইরে চলে যেত। পূর্বে তেমন কিছু মনে করিনি। এখন কার্যকারণ উপলব্ধিতে আসে। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেবিও আমাদেরকে সব রকম সুযোগ করে দিত। মায়ের প্রয়োজনীয়তার প্রতি হয়ত মেয়ের সহানুভূতি জন্ম নিয়েছিল। অন্য দুই সন্তান সব সময়ই দূরে দূরে থাকত। দীর্ঘদিন ধরে রেজা রায়হান আমিরার দেহ নদে স্নান করে সেদিনের দেয়াল লিখনের যথার্থতা প্রমাণ করে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তার জীবনের কাহিনীর কথা কি বলতে চেয়েছিলে?

রায়হান বলে, হ্যাঁ ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমার বাসায় দীর্ঘ অবসরে সে একদিন তার কথা খুলে বলে। তার পিতা ছিল একজন ব্যবসায়ী। ঢাকাতেই

ব্যবসা। সে একমাত্র সন্তান। স্কুলে জীবন শুরু হতেই মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা আর বিয়ে করতে চায় না। যদিও তার বিয়ের বয়স তখনও পার হয়ে যায়নি। কিন্তু কন্যাঅন্তপ্রাণ পিতা মেয়ের কথা চিন্তা করে সৎমা আনার কথা ভাবে না। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে? আমিরার জন্য একজন মাঝবয়সী গৃহশিক্ষিকা রেখে দেওয়া হয়। কিভাবে কি হয় এত কথা জানার প্রয়োজন ছিল না। দেখা গেল এক সময় গৃহশিক্ষিকাই গৃহকর্ত্রীর আসনে পাকা হয়েছে। আমিরার পিতা সেই মহিলাকে বিয়ে করে। শিক্ষিকা হিসেবে এতদিন সে ছাত্রীর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ মমতা অনুভব করলেও বিমাতা বনার পর থেকে কেন যেন তার প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। তার নিজের অবশ্য সন্তানাদি হয় না। কিন্তু তার পরও এই সপত্নিকন্যাকে সে সহ্য করতে পারে না। বিমাতার প্ররোচনায় পিতাও আর পূর্বের মতো মেয়ের দিকে দৃষ্টি দেয় না। দেখতে দেখতে সংসার তার কাছে বিষিয়ে ওঠে।

এর মধ্যে একটা হৃদয়ঘটিত ব্যাপারও ঘটে যায়। মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। কিন্তু তখনই সুন্দর স্বাস্থ্যবতী। বয়সে আরও বড় মনে হয়। পারার এক উঠতি ফুটবল খেলোয়াড়ের দৃষ্টি পরে তার উপর। যুবকটি কেবল ফুটবলই খেলত না, ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিল। এক একুশে ফেব্রুয়ারীতে পাড়া থেকে ভোররাতে নগ্নপদ মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে যাবার কর্মসূচী নেওয়া হয়। লুৎফর তাকে বলে, এই আমিরা তুই আমার সাথে যাবি।

তুই তোকারি করলে যাব না।

লুৎফর অবাক। সে আমিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে সকলে রাগী যুবক বলেই জানে। পাড়ার এই মেয়েটা কি করে তার মুখের উপর এভাবে প্রতিউত্তর করতে পারল! তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার দৃষ্টি নরম হয়ে আসে। মনের অভ্যন্তরে এক অজানা সুর ধ্বনিত হয়।

বেশ, তুমি বলে ডাকলে যাবে?

বাবার অনুমতি নিন।

আপনি আজ্ঞে করবে না।

সেও লুৎফরের চোখের দিকে তাকায়। চার চোখের মিলন হয়। সে ফিক করে হেসে ফেলে।

আমি কত ছোট। লোকে কি বলবে!

www.pathagar.com

লোকের সামনে আপনি আজ্ঞে করলেই হবে।

বেশ।

কি বেশ! এখন একবার তুমি বলে ডাক।

আমিরা এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, তুমি।

তারপরই সেখান থেকে দৌড়ে পালায়।

সেই শুরু। ধীরে ধীরে মন দেওয়া-নেওয়া সাঙ্গ হয়। কিন্তু পুরুষমানুষ কেবল হৃদয়ের কারবারী নয়। মনের বাইরেও তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে। বিশেষ করে আমিরার দেহে তখনই যৌবনের উন্মেষ ঘটেছে। প্রেমিকের লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে বয়সের চাইতে পরিপুষ্ট প্রেমিকার প্রায় যুবতী দেহটির প্রতি। কিন্তু এখানে আমিরা আপোস করতে প্রস্তুত নয়। কোন অবস্থাতেই সে বিবাহপূর্ব শারীরিক লেন-দেনে সম্মত হয় ন।

অসহিষ্ণু যুবকটি জোর খাটাতে গিয়ে দেখে এই মেয়েকে সহজে কাবু করা যাবে না। রাগে সে অন্ধ হয়ে পড়ে। খুব জোরে আমিরার গালে একটা চড় মারে। আমিরার মসৃণ গণ্ডদেশে আঙুলের ছাপ পড়ে যায়। সে লুৎফরের দিক থেকে মুখ ফিরায়। সেখানেই সে অধ্যায়ের যবনিকাপাত হয়।

তাদের প্রেমকাহিনী ঘটনার চাইতে অধিকতর রটনা হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করে। বিমাতা অহরহ তার পিতার কান ভারি করতে থাকে। তার পিতা তখনই মেয়ের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু স্ত্রীর পুনঃপুনঃ তাগিদ ঠেলেও ফেলতে পারছিল না।

বিমাতা সরাসরি বলে, মেয়েকে শীঘ্র বিয়ে দাও। তা না হলে কোন দিন কেলেঙ্কারী বাধিয়ে আসবে। তুমি বাবা হয়ে বুঝবে না। এই বয়সে মেয়ের এরকম দেহ হওয়া ভালো লক্ষণ নয়।

অসহায় পিতা মেয়েকে কিছু বলতে পারে না। আবার স্ত্রীর কথাও ফেলতে পারে না। সে উভয় সংকটে পতিত হয়। শেষ পর্যন্ত মেয়েকে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তার মনের ইচ্ছা মনেই থেকে যায়। বিধাতার ইচ্ছাই পূরণ হয়। মাত্র সাত দিনের অসুস্থতায় আদরণীয়া কন্যাকে ঈর্ষান্বিতা বিমাতার হাতে ফেলে চিরদিনের জন্য পরপারে চলে যায়। জীবনের প্রারম্ভেই পিতা মাতা দুজনকে হারিয়ে নির্দয়া বিমাতার হাতে পড়ে আমিরা তার সব আশা আকাঙ্ক্ষার করুণ

www.pathagar.com

পরিণতি চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিমাতা এখন একাই সিদ্ধান্ত নেবার মালিক। নাবালিকার একমাত্র অভিভাবিকা। সে আমিরার বিয়ে দিয়ে পথের কাঁটা দূর করতে উঠেপড়ে লাগে। চাই কি এই উপলক্ষে তার কিছু নগদপ্রাপ্তিও ঘটতে পারে। মেয়ের ডাগর শরীরটি পুরুষের জন্য নিঃসন্দেহে লোভনীয়। দেখা যাক কি হয়!

তার বিমাতাই বেবির বাবাকে জুটিয়ে আনে। ঢাকার আদিবাসীন্দা এই লোকটা আমিরাকে দেখে দারুণ পছন্দ করে। সে বিয়ে করার জন্য অতি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বিমাতার সাথে কোন লেনদেন হয়েছিল কিনা সে জানে না। সে তখনই বিয়েতে সম্মত ছিল না। বিমাতার কাছে কেঁদে-কেটে প্রার্থনা করেছিল, আমাকে পড়াশুনা করতে দাও, আমি পড়তে চাই। এখনই বিয়ে দিয়ো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

কাঠখোট্টা ধরনের লোকটিকে দেখে তার পছন্দও হচ্ছিল না। তার স্মৃতিতে সুন্দর সুগঠিত দেহের অধিকারী যুবক ফুটবলার লুৎফর অতিমাত্রায় ভাস্বর।

কিন্তু লালাট লিখন পরিবর্তি হয় না। লোকটার সাথে বিয়ে হয়ে যায়।

আদর সম্ভাষণ ছাড়া দুজনের জানাজানির পূর্বেই দেহমিলন ঘটে যায়। লোকটির সঙ্গে তার বোধহয় তখনও একটিও কথা হয়নি। প্রথম রাতে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে শয্যায় উঠে আসে এবং আমিরা কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই তাকে করায়ত্ব করে ফেলে। লোকটার যন্ত্রণায় সে ঘুমাতে পারে না। যখনই তার ইচ্ছা জাগে সে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর একজনের মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। এসবও সহ্য হয়ে আসছিল। কিন্তু যখন সে তাকে বিপরীত দিক থেকে ব্যবহার করতে চায় তখন আমিরা বেঁকে বসে। লোকটা শুধু কামুকই ছিল না, সে ছিল বিকৃত রুচির মানুষ। শৈশব থেকে কুসংসর্গে পরে সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়েছিল। ঘরে স্বাস্থ্যবতী একজন পার্টনার পেয়ে দুপথেই কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। লোকটার ঝাপাঝাপি ছিল স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু তার গায়ে শক্তি ছিল। সদ্য বিবাহিতা নতুন বউ চিৎকার করে এসব প্রকাশও করতে পারে না। লোকটা তাকে শাসায়, তুমি আমার বউ। আমি যে'ভাবে খুশি ব্যবহার করব। কোন ওজর আপত্তি শুনতে চাই না।

মার খেয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মসমর্পন করতে হয়। লোকটা একবার সামনে আগমন করলে দ্বিতীয়বার পশ্চাতে আগমন করে। আমিরার প্রথম অভিজ্ঞতা। সে ভাবে হয়ত এটাও একটা রীতি। অন্য লোকও হয়ত স্ত্রীকে একইভাবে নিয়ে

www.pathagar.com

থাকে।

এত উৎপীড়নের মধ্যেও লোকটার একটা গুণ ছিল। বিয়ের পূর্বে তার বিমাতার কাছে কথা দিয়েছিল বিয়ের পরও আমিরাকে পড়াবে। নিজে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল না। তাই শিক্ষিতা স্ত্রীর কল্পনায় উৎসাহী হয়ে সে আমিরাকে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেয়। এই একটি জিনিস ব্যতীত সেই বর্বর লোকটার আর কোন ভালো দিক ছিল না। আমিরা ভাগ্যের কাছে মাথা নত করে আর সব গ্রহণ করে নেয়। পড়াশুনায় মন দেয়। ক্রমে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়ে সহপাঠিনীদের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে ধীরে ধীরে তার চোখ খুলে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে এক এক তার তিনটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। একটিও ভালোবাসার সৃষ্টি নয়। লোকটার কামজ মিলনের ফসল।

কলেজে ঢোকার কিছুদিন পর থেকে আমিরা কামাতুর লোকটির বিকৃতির কাছে নতি স্বীকার করে না। মার ধরের মাত্রা বেড়ে যায়। তার মুখমণ্ডলে একদিন মারের আঘাত লক্ষ করে সহপাঠিনী বান্ধবীরা জেরা করে সব জেনে যায়। তারা তাকে প্রতিবিধানের পরামর্শ দেয়। সাহস যোগায়।

পরের রাতে লোকটা আবার এগিয়ে এলে সে স্বদর্পে ঘোষণা করে, স্বামী হিসেবে তুমি কেবল অপদার্থ ও অযোগ্যই নাও, তুমি মানুষ নামেরও কলঙ্ক। আর অগ্রসর হলে আমি সকলকে চিৎকার করে সব বলব। থানায় যাব। তোমার সব পাপাচার ও অত্যাচারের কথা তাদেরকে বলে তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করব।

লোকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। পাখি ডানা মেলে উড়তে শিখেছে! একে আর খাঁচায় বন্দি করে যা খুশি করা যাবে না। তারই নিজের ভুলে এমন হয়েছে। কলেজে না দিলে এখন হত না।

সে জিজ্ঞেস করে, তুই কি চাস?

আমাকে মুক্তি দাও, এই মুহূর্তে।

কি করে খাবি? পাড়ায় নাম লেখাবি?

সেও তোমার এই বদকর্ম আর মার খাওয়ার চাইতে ভালো। আমি আর তোমার ঘর করব না।

লোকটা বলে, ছেলেমেয়ের কি হবে?

সে জবাব দেয়, তাদের তুমি রেখে দাও। আমার পেটে হলেও তারা চাপিয়ে

www.pathagar.com

দেয়া সন্তান। কাউকে চাই না।

লোকটা বলে, না, তোকে যদি ছেড়ে দিই তবে এদেরকেও তুই নিয়ে যাবি। একা একা স্ফূর্তি করার সুযোগ তোকে দেব না। তোকে ছাড়লাম, ছেলে মেয়েকেও ছাড়লাম।

রাগের মাথায় সে আমিরাকে মুক্তি দিয়ে দেয়।

আমিরা তিনটি শিশু নিয়ে বিমাতার কাছে ঠাঁই নেয়। সেও তখন বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে। দেখার কেউ নেই। অবস্থাও মন্দ হয়ে পড়েছে। আমিরা তার ভার নেয়। পিতার কথা ভেবে বিমাতাকে ক্ষমা করে দেয়। কোনক্রমে কায়ক্লেশে সংসার চলছিল। এমনি সময়ে একদিন গুলিস্তানের বাসে উঠে হক সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয়। বাসের ভিড়ে তারা গা ঘেঁষে বসে ছিল। বিপত্নীক হক সাহেব একটি অনবদ্য যুবতী দেহের সংস্পের্শে এসে বিচলিত বোধ করে। ঘটনা গড়াতে গড়াতে একসময় সে মিসেস হক হিসেবে স্থিতি পায়।

হক সাহেব যে নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে নিজে তা জানত না। এমন তরতাজা একটি নারীদেহ পাশে শুয়ে থাকার পরও তার দেহ কথা বলে না। প্রথম প্রথম যা সামান্য হয়েছে, পরে একেবারে নিস্তেজ।

কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। হক সাহেব তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এই জিনিসটি যদি দিতে অক্ষম হয় কি করা! আরও অনেকে তাকে কামনা করেছে, বিয়ে করতে চেয়েছে। লোকটা তাকে ছেড়ে দেবার পর পাড়ার কমিশনার অনেক ঝুলাঝুলি করেছে। কিন্তু আমিরা কারো কাছে ধরা দেয়নি।

শেষ পর্যন্ত এই স্যারের কাছে এসে তার তরী ঘাটে ভিড়ে।

আমি একটা কথা লক্ষ করেছি, প্রথম স্বামীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমিরা কখনওই লোকটা ছাড়া অন্য শব্দ ব্যবহার করেনি। তাকে স্বামী হিসেবে ভাবতে তার দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠত। হক সাহেব স্ত্রীর শারীরিক দাবী মিটাতে অসামর্থ্য হলেও মনেপ্রাণে তাকেই সে স্বামীত্বে বরণ করেছিল। এই হক সাহেব একদিন কথাচ্ছলে আমাকে বলেছিল, স্যার, আমার বয়স হয়েছে। কোন দিন চলে যাব। সেদিন কিন্তু আপনি এই পরিবারে অভিভাবক রূপে দাঁড়াবেন। ছেলে মেয়ে তিনটির আমি জন্মদাতা পিতা নই। আমার অবর্তমানে এদের উপর অনেক আঘাত আসবে। আমার আত্মীয় স্বজন এদেরকে ভালো চোখে দেখে না। বঞ্চিত করতে চাইবে। স্যার, সে সময় আপনি একটু দেখবেন।

www.pathagar.com

তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, দেখার মালিক সৃষ্টিকর্তা। তবে পাশে এসে দাঁড়াব বৈকি! ভাববেন না, আপনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করবেন। এখনই যাওয়ার চিন্তা করছেন কেন?

মিসেস আমিরা হকের কাহিনী এখানেই শেষ।

রুবা রুখে ওঠে, না তা হবে না। তুমি মোটেই তা করতে পার না।

সেকি! কথা ফুরালে আমি তা বলতে পারব না!

তুমি মাঝপথে এসে কথা ফুরিয়ে দিলে। তারপর সে মহিলার কি হল, কোথায় গেল? তোমার সাথে সম্পর্কের দি দাঁড়াল এসব বলবে না?

তা বটে। আমি যে একটি প্রখর বুদ্ধিমতী তরুণীর মুখোমুখী তা ভুলেই বসেছিলাম। তারপর এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। দোষ কার সেটার বিশ্লেষণে এখন আর লাভ নেই। মোট কথা, সেই অটুট বন্ধুত্বেও চিড় দেখা দেয়। দলাদলির কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি। আমাদের প্রতিষ্ঠানেও একসময় তা প্রকট আকার ধারণ করে। একসময় দেখা গেল কিভাবে যেন মিসেস হক আমার বিরুদ্ধ ক্যাম্পে গিয়ে জোটবদ্ধ হয়েছে। ক্রমে ভুল বুঝাবুঝি বাড়তে থাকে। দেখা সাক্ষাৎ আর হয় না। কথাবার্তা বন্ধ। একসময় আমাদের সম্পর্কে ইতি এসে যায়।

সে এখনও ঢাকাতেই আছে। সেই প্রতিষ্ঠানে আর নেই। আমরা কেউ নেই। কিন্তু আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আমরা পরস্পরকে ভুলতে পেরেছি।

তোমার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কোন্‌টা?

তুমি ভুললেও সে তোমাকে ভুলতে পারেনি। মেয়েরা পারে না। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। এক তরফ ভুললেই চলবে।

রায়হান কথা বাড়ায় না।

এবার তোমার শিমুল বা পলাশ কি নাম যেন বললে তার মায়ের কথা বল।

www.pathagar.com

সব নাম মনে থাকে কেবল এই নামটাই বারবার ভুল হচ্ছে!

ঠিক আছে বাপু, আর ভুলব না। বল তার মায়ের কথাই বল।

তার আগে বল, মেয়েটিকে তুমি কেমন দেখলে? সে কি সুন্দরী?

নিশ্চয়ই সুন্দরী। সময়ে তার সৌন্দর্য আরও বাড়বে। মাত্র তো ফুটনোন্মুখ একটি ফুলকলি।

ঠিক বলেছ। তাকে দেখেছ, এখন তার মায়ের রূপ লাবণ্যের একটা আঁচ করতে পারবে। এক মাথা সুদীর্ঘ কালো কেশদাম। পাতলা একহারা গড়ন। ফরসা গায়ের রঙ। বুদ্ধিদীপ্ত একখানি হাস্যোজ্জ্বল মুখ। দু সন্তানের মা, কিন্তু দেখলে মনে হবে কুমারী। কলেজের চপলমতি ছাত্রী। নামটিও স্বভাবের মতো। বেনু। এটা অবশ্য ডাক নাম। ভালো নাম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই ছোট নামটিই আমার পছন্দ।

এক অনুষ্ঠানে দেখা। আমার এক আসন পরেই তার আসন পড়েছে। বক্তৃতার পর্ব শেষ হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অনুরোধে ঢেকি গিলার মতো আমাকে সে অনুষ্ঠানে থাকতে হচ্ছে। মেয়েটির পাশে তারই মতো সুশ্রী পাতলা গড়নের এক যুবক। মনে হয় দু জনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক। কুটকুট করে প্রায় সারাক্ষণই কথা বলছে আর হাসছে। তার মাথার চুল কপালে পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ফ্যানের বাতাসে সেগুলো অবিন্যস্ত হচ্ছে আর সে অনবরত এক হতে তা পুর্নবিন্যাস করছে। পরপরই সে দিকে চোখ যাচ্ছিল।

শুধু হাসি আর কথাই নয়, তারা দু'জন সেখানে বসে সর্বক্ষণ যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। কখনও চা, কখনও ঝালমুড়ি, বাদাম। একসময় দেখি ছেলেটি উঠে গিয়ে তার জন্য খিলি পান নিয়ে আসল। মেয়েটি তা তাড়িয়ে তাড়িয়ে চিবুচ্ছে। আমার হাসি পাচ্ছিল। পানের পিক ফেলার সময় এলে বিপত্তি দেখা দেয়। সেখানে সে কাজটি করা অসঙ্গত হবে। ভিড় ঠেলে বাইরে যাওয়াও চলে না।

ছেলেটি পরামর্শ দেয়, পিক গিলে ফেল।

আমি আর সামলাতে পারি না। জোরে হেসে ফেলি।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আমার পান খাওয়া দেখে হাসছেন?

না, পিক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ শুনে হাসছি। কি করলেন? গিলেই ফেললেন নাকি!

www.pathagar.com

প্রথম আলাপে এ ধরনের চটুলতা বেমানান হলেও সে পরিবেশে বেখাপ্পা মনে হয় না।

ছেলেটি বলে, আর বলবেন না, মেয়েরা মুখ বন্ধ রাখতে জানে না। হয় কথা, না হয় খাওয়া।

আমি বলি, আপনার সঙ্গিনী সম্মানজনক ব্যতিক্রম। অন্যসব ভদ্রমহিলারা কিন্তু অনুষ্ঠানেই মনোনিবেশ করে আছে।

মেয়েটি ফট করে বলে ফেলে, আপনি কি অভিযোগ করছেন?

করছি। সারাক্ষণ নিজেরা খাবেন, প্রতিবেশীদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, অভিযোগ থাকবে না? ভাগ না দিয়ে খাওয়ার জন্য আজ নিশ্চয়ই পেট খারাপ করবে।

ওমা, আপনি তো সাংঘাতিক লোক! শুধু অভিযোগ নয়, অভিশাপও দিচ্ছেন!

সামাল নিতে গিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলি।

বলি, না, না, অভিশাপ দিচ্ছি না। আর দিলেই কি। জানেন তো শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।

তার দু জন হেসে ফেলে। মেয়েটিকে কথায় হারান কঠিন।

সে বলে, আপনি মোটেই শকুন নন।

আপনিও বকনা নন।

আবার হাসি। অনুষ্ঠানের আমেজ সকলকেই খানিকটা প্রভাবিত করে থাকবে।

আমি ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিই। আমার নাম রেজা রায়হান। ব্যবসায়ী। আপনি?

আমি শাকুর। আবদুস শাকুর। ছোটখাটো ঠিকাদারি করি।

সে আর কিছু বলে না। আমার উদ্দেশ্যে বিফল হয়। ভেবেছিলাম সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। মন খারাপ করে বসে থাকি।

আমাকে পুরো অনুষ্ঠান দেখতে হয়। কখন এই তরুণ জুটি উঠে চলে গেছে খেয়াল করিনি। বাকি সময় আর কিছু ভালো লাগতে চায় না।

দিন কয়েক পর এক দ্বিপ্রহরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝে দিয়ে হেঁটে

www.pathagar.com

যাচ্ছিলাম। লক্ষ করি এক গাছের ছায়ায় বসে দুটি তরুণী নিজেদের মধ্যে আলাপে মগ্ন। সামনে দিয়ে হেঁটে যাই। তারা খেয়াল করে না। নিজেদের আলাপেই ব্যস্ত। ভালো করে লক্ষ করে দেখি সেই মেয়েটি। মাথার বিশাল চুলরাশি ঘন ঘন পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। এটা বোধহয় তার মুদ্রাদোষ। মাথায় ফান্দি আসে।

তাদের থেকে দূরে গিয়ে আসন গ্রহণ করি। উদ্যানে ফেরিওয়ালাদের উৎপাতের বিরাম নেই। পান-সিগারেটওয়ালাকে ডেকে বলি, তোমার থেকে পান নেব। বকশিসও পাবে। তুমি চা, ঝালমুড়ি ও বাদাম যোগাড় করে দাও দুজনের মতো।

সে আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। হাঁকডাক করে সহযাত্রী ফেরিওয়ালাদের ডেকে কাঙ্ক্ষিত খাবারগুলো যোগাড় করে ফেলে।

এগুলো নিয়ে ওই দুজন ভদ্রমহিলাকে দিয়ে আস। জিজ্ঞেস করলে আমাকে দেখিয়ে দিয়ো। আমি এখানে রইলাম।

বেশ দূরে বসে আছি। তবুও পেছনে ফিরে রইলাম। পানওয়ালা আমোদ পেয়ে যায়। তার বাক্স আমার জিম্মায় রেখে খাবারগুলো সেখানে নিয়ে যায়।

আমরা তো এসব চাইনি। কেন এনেছ?

আপা, ওই সাহেব এসব পাঠিয়েছে।

আমাদেরকে পাঠিয়েছে? তোমার ভুল হয়নি তো?

না আপা, ভুল হয়নি। আপনাদের দেখিয়ে দিয়ে বলল পৌঁছে দিতে। খান আপা।

আচ্ছা আমি দেখছি তুমি যাও।

পানওয়ালা ফিরে এলে তাকে পানের দাম ও বক্‌শিস দিয়ে বিদায় করি। চাওয়ালা এসে পরে কাপ উঠিয়ে নেবে। ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে।

সেই মেয়েটি একাই এগিয়ে আসে।

পেছন থেকে তার কথা শুনতে পাই, কে আপনি? ওসব কেন পাঠিয়েছেন?

তার দিকে ঘুরে হেসে জবাব দিই, আপনি পছন্দ করেন তাই।

সে আমাকে চিনতে পারে। সুন্দর ঝলমলে মুখে একরাশ হাসি ছড়িয়ে বলে, ওহ, আপনি! তাই তো বলি আমাকে চেনে এমন কেউ নিশ্চয়ই রগড় করছে!

www.pathagar.com

রগড় নয়, পার্কে ওসব ছাড়া চলে না। আজ চুপচাপ বান্ধবীসহ কি করে বসেছিলেন!

ওর দুখের কাহিনী শুনছিলাম। সে যা হোক, আপনি এখানে?

যদি বলি আপনাকে অনুসরণ করে!

সে আবার হেসে ওঠে, না ফাজলামি নয়। বলুন এখানে কি করছেন?

এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনার চুলের বিন্যাস চোখে পড়ায় দাঁড়িয়ে যাই। আপনারা খেয়াল করেননি। মাথায় তখন এই বুদ্ধি এল।

সে আবারও শব্দ করে হেসে ওঠে। চারিদিক ঝলমল করে ওঠে।

যাই, খাবারগুলো নষ্ট করে লাভ নাই। সদ্ব্যবহার করে আসছি। পালাবেন না।

সাহস করে বলি, আমি পালাতে জানি না। অভয় দিলে সারাক্ষণ বসে থাকতে পারি।

কিসের অভয়?

বন্ধুত্বের।

সে এক মুহূর্তে কি চিন্তা করে। পরে বলে, বসুন আসছি।

সে চলে যায়। এবার এভাবে ঘুরে বসি যাতে তাদেরকে দেখতে পাই।

সে গিয়ে সেসব খাওয়ায় মনোনিবেশ করে। লক্ষ করি সঙ্গের তরুণীটি কিছুই মুখে দেয় না। সে একাই যতটা সম্ভব খায়। একসময় বান্ধবীকে বিদায় করে দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে।

কাপ দুটো নিয়ে এলাম। আপনার মাথায় এত কিছু আসল কি করে!

দায়ে পড়ে।

কিসের দায়?

প্রাণের।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছু মনে করলেন? পরিচয় হবার পূর্বেই এমন কিছু ধৃষ্টতা করে ফেললাম যেটা

www.pathagar.com

স্বাভাবিক নয়।

চা ওয়ালা এসে কাপ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলে সে পুনরায় কথা বলে, আপনার মতো বিত্তবান, ক্ষমতাবান ও ধনবানের পক্ষে এভাবে কথা বলা বেমানান নয়। তাদের মুখে সবই শোভা পায়।

আমার সম্বন্ধে এ ধারণা আপনাকে কে দিল? প্রাণবান ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছুই নই।

আমি আপনাকে চিনি। পূর্বেও আপনার চা খেয়েছি।

সেকি, আমি তো কিছু মনে করতে পারছি না!

সে সুন্দর করে হাসে। বলে, বেশ কিছুদিন পূর্বে ইউনিভার্সিটি থেকে একদল ছেলেমেয়ের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক সপ্তাহের জন্য চাঁদা সংগ্রহে বেরিয়ে আপনার অফিসে গিয়েছিলাম। আপনি ভালো চাঁদা দিয়েছিলেন। আপনি চাও খাইয়েছিলেন মি. রেজা রায়হান।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। নামটি অবশ্য সেদিন অনুষ্ঠানে শুনে থাকবেন। আপনার বন্ধুকে বলেছিলাম। সে যাক, চাঁদা সংগ্রহে আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!

সে বলে, আমি এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের পেছনে ছিলাম বলে আপনার দৃষ্টিতে আসিনি।

খুবই দুঃখের কথা। আপনাকে সেদিন দেখলে ঘটনা অন্য খাতে প্রবাহিত হতে পারত।

না, পারত না।

বুঝলাম না।

সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, শাকুরকে নিজের থেকে পরিচয় দিয়েছিলেন কি মনে করে?

ভেবেছিলাম সেও সৌজন্যের খাতিরে তার এবং সেই সঙ্গে আপনার পরিচয় দেব। আপনার সাথে পরিচিত হবার লোভ হয়েছিল।

আমাকে এত কিছু বললেন, পরিচয় জিজ্ঞেস করলেই পারতেন।

www.pathagar.com

সময় এবং পরিবেশ মানুষকে অনেকটা প্রভাবিত করে। তখন যা বলেছিলাম, অন্য সময় অন্যত্র হয়ত তা সম্ভব হত না।

তা মনে হয় না। আপনি আরও বেশি পারবেন। মাঠের মধ্যে দুপুর বেলা অপরিচিতা মেয়েকে যে ফেরিওয়ালার খাবার পাঠাতে পারে তার অসাধ্য কিছু নেই।

তার কথায় মজা পাই। বলি, অভয় দিলে আরও অনেক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারি।

তা পারেন। আপনার আবার অভয়ের প্রয়োজন আছে নাকি?

আমি বলি, যা-ই বলুন, সেদিন আপনার বন্ধুটি কিন্তু সৌজন্য দেখায়নি। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল।

সে এ ধরনেরই বটে। সে যাই হোক। সে আমার বন্ধু নয়। অবশ্য একসময় বন্ধু ছিল বটে!

মানে?

সে এখন আমার স্বামী। আমার দু সন্তানের জনক।

আমি সাত হাত পানির তলে। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি, বলেন কি! দেখে কিছুই বুঝার উপায় নেই। আমি মনে করেছি কলেজে পড়েন।

পড়াই।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আমি একটি কলেজের অধ্যাপিকা। শাকুর এবং আমি ভার্সিটিতে সহপাঠি ছিলাম। ভালোবেসে বিয়ে করে সংসার পাতি।

এক ফুৎকারে নিভে যাই। মেয়েটি কি পরিহাস করছে? চেহারা দেখে তা মনে হয় না।

কি ভাবছেন?

ভাবছি, পরিহাস করছেন না তো! আপনার চেহারা, দেহাবয়বকিছুই বলে না আপনি দু সন্তানের জননী। আপনি যে বিবাহিতা এটাই বোধগম্য হয় না। সত্যিই ঠকাচ্ছেন না তো।

www.pathagar.com

না। এটাই আমার মূলধন। চেহারা দেখে কিছু বুঝা যায় না। এটা ভাঙিয়েই চলছি।

সেকি! বলছেন ভালোবেসে বিয়ে করে দু সন্তানের মা হয়েছেন। চেহারা ভাঙিয়ে চলার প্রশ্ন আসছে কেন!

সে আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, না, এমনিই বললাম। আমার নাম বেনু। অন্য পরিচয় পেয়েছেন।

হ্যাঁ পেয়েছি। যদি কিছু মনে না করেন, একটি কথা বলব?

কিছু জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত করার লোক আপনি নন। বলুন, কি বলতে চান।

স্বামী কি সবচেয়ে বড় বন্ধু নয়? বলছিলেন পূর্বে বন্ধু ছিল এখন স্বামী। আপনার কথায় কোথায় যেন ছন্দপতন লক্ষ্য করছি।

সে আবারও আমার মুখের প্রতি এক সুগভীর দৃষ্টিপাত করে বলে, আপনার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন মন আছে। অর্থসম্পদের আড়ালে চাপা পড়ে সেটি নষ্ট হয়ে যায়নি। আজ আর নয়। বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে একদিন সব বলব।

তার সম্ভাবনা আছে?

আছে।

বলি, বেনু, তুমি আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট। যদি তুমি করে বলি কিছু মনে করবে? তোমাকে আমার অধ্যাপিকা বলে মনেই হয় না। মনে হয় ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী।

ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীকেও সকলে আপনি করেই ডাকে। ঠিক আছে, আপনার ব্যাপারে বিশেষ রেয়াত দেওয়া গেল। তুমি করেই ডাকবেন।

বেনু, আমার খুবই আফসোস হচ্ছে চাঁদা দেওয়ার দিন তোমাকে কি করে মিস্ করলাম। সুন্দরী মেয়েদের বিষয়ে আমার তো এমনটা হয় না!

সত্য ভাষণের জন্য ধন্যবাদ। হয়ত আমার চেয়ে আরও সুন্দরী সেখানে ছিল।

না বেনু আমি হলপ কর বলতে পারি তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী আর নেই। কথা সেটা নয়, সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা। তিনি যেভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন সেভাবেই সব ঘটবে।

www.pathagar.com

তিনি কি আজ দুপুরে আমার জন্য অযাচিতভাবে চা, পান, বাদাম ও ঝালমুড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন! এসব কি কোন তরুণীর লাঞ্চ হতে পারে!

সবিনয়ে নিবেদন করি, সুন্দরী এবং তরুণী অধ্যাপিকা যদি সামান্যতম ইচ্ছা প্রকাশ করে, তা হলে ওই অদূরে শেরাটন হোটেলে তার দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থা করে এই অভাজন নিজেকে কৃতার্থ করতে পারে।

আমার কথায় সে হেসে ফেলে। বলে, লোভ হচ্ছে বটে। কিন্তু প্রথম দিনই হোটেলে যেতে সম্মত হলে পরে যে কোথায় গিয়ে পরিসমাপ্তি টানতে হবে তা কেউ বলতে পারে না।

একজন পারে।

কে?

আমি হাত উঠিয়ে উপরের দিকে দেখাই।

সে বলে, উপরে কি দেখাচ্ছেন! শুনেছি তিনি সর্বদিকে বিরাজমান!

ঠিকই শুনেছ। কাজেই তাঁর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে আমরা কি এখন শেরাটানের দিকে অগ্রসর হতে পারি?

আজ নয়, আপনার মনটি যদি এমনটিই প্রাণবন্ত থাকে সামনে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

ঠিক বলছ বেনু?

ঠিক।

সেদিন তাকে মতিঝিলে পৌঁছে দিয়ে দিগ্বিজয় করে ঘরে ফিরে আসি।

ঠিক তিন দিন পর সেনাকুঞ্জে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে তাদের সাথে পুনরায় দেখা, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই এসেছে। শাকুরের সাথে হাত মিলাই। সে আজ অনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী বেনু।

আমরা হেসে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। পূর্বে পরিচয়ের জের টানি না। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘটনাও দু জনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। চোখে চোখে কথা হয়।

বলি, বিয়ের মজলিসের খানা কেমন লাগল মিসেস শাকুর? এখানে পানের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা আছে। কিন্তু চা, ঝালমুড়ি বা বাদাম ভাজার মতো উপাদেয় সামগ্রীসমূহের একান্তই অভাব।

তারা দু জন শব্দ করে হেসে ওঠে।

বেনু বলে, সব মনে রেখেছেন!

সুন্দরীদের পছন্দ অপছন্দ মনে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ মিসেস শাকুর।

আপনি আমার নাম ধরেই ডাকতে পারেন। ছোট নাম। ডাকতে বা মনে রাখতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

খুব ভালো প্রতিউত্তর মনে এসেছিল। কিন্তু তার স্বামীর উপস্থিতিতে নিজেকে সংবরণ করি। অনুষ্ঠান প্রায় শেষ। অভ্যাগতরা বিদায় নিতে শুরু করেছে। জিজ্ঞেস করি, যাবার বাহন আছে তো?

স্ত্রী বলে, আছে। বড় রাস্তা পর্যন্ত পদযাত্রা। পরে স্কুটার।

স্বামী বলে, আমার গাড়িটা বিকল হয়ে আছে।

বেনু বলে, ওটার কথা আর উল্লেখ করো না। মন দরে বিক্রি করে দাও। ওটা তো বারো মাসই মেরামতে থাকে।

শাকুর বলে, ভাবছি এবার ওটা বিক্রি করে একটা রি-কন্ডিশান্ড গাড়ি কিনব।

দাম্পাত্যালাপে বিঘ্ন না ঘটিয়ে একসময় বলি, আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে। আপনাদের আপত্তি না থাকলে লিফট দিতে পারি।

তারা দু জনই খুশি হয়ে ওঠে। শাকুর তবুও বলে, আপনি তো যাবেন গুলশান, কিন্তু আমরা যাব মতিঝিল। আপনি আমাদেরকে পথিমধ্যে স্কুটার ধরিয়ে দিলেই হবে। এখানে সেটা খালি পাওয়া দুরূহ।

বেনু কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলে, না। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থেকে নেমে স্কুটারে চড়তে আমার ভালো লাগবে না। লিফ্ট দিলে অবশ্যই খুশি হব, কিন্তু কষ্ট করে বাসা পর্যন্ত দিতে হবে।

বলি, অবশ্যই। কি বলেছেন, আমি কি আপনাদেরকে অর্ধপথে ছেড়ে দিতে পারি? আসুন, আসুন, আমার গাড়ি ওই দাঁড়িয়ে আছে।

শাকুর স্ত্রীর দিকে যে চোখে তাকায় সেটাকে আর যা-ই বলা যাক পত্নীর প্রতি

www.pathagar.com

পতির প্রণয়ভরা দৃষ্টি কখনওই নয়। মুখে বলে, চলুন। অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।

আমার নতুন বিলাসবহুল পাজেরো। বেনু গাড়িতে চড়ে উল্লসিত। কিশোরীর চপলতায় সে এটা দেখে ওটা দেখে। একসময় মন্তব্য করে, এমন একটা গাড়ি যদি আমার থাকত!

তা হলে কি হত?

সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম।

স্বামী-সংসার ফেলে সারাদিন ঘুরে বেড়ালে সেসব দেখবে কে? পরিচয় যখন হয়েছে, যখনই ঘুড়ে বেড়াবার ইচ্ছা হবে জানাবেন। গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

ঠিক বলেছেন?

আমি বেঠিক বলি না।

এতক্ষণ পর শাকুর কথা বলে, বেনু, তুমি রেজা রায়হান সাহেবকে কিন্তু চিনতে পারনি। মনে আছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংস্কৃতিক সপ্তাহের জন্য আমরা ড্রাইভ দিয়েছিলাম? ইনি ভালো অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিলেন। আমাদের সকলকে চা এবং কেক খাইয়ে ছিলেন। তুমি ভুলে গেছ। সেদিনের অনুষ্ঠানেই আমার মনে পড়েছিল কিন্তু বলতে ভুলে যাই।

আমরা দৃষ্টি বিনিময় করি। সে বলে, কত জনের কাছে গিয়েছিলাম এখন আর মনে পড়ে না।

আমিও একই সুরে বলি, আমারও কিছু মনে নেই। এই শহরে চাঁদার উমেদারের কখনও কমতি হয় না।

আমি তাদেরকে মতিঝিলের কাছে এক রাস্তার পৌঁছে দিই।

শাকুর বলে, ঐ আমার বাসা। আমরা দোতলায় একটা ছোট্ট ফ্লাটে থাকি। আমাদের উচিত আপনাকে বাসায় ডেকে এক কাপ চা অফার করা। কিন্তু এত রাতে সেটা যুক্তিযুক্ত মনে করছি না। অন্য একদিন আসতে হবে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বেনু বলে, আজ ডাকার প্রশ্নই ওঠে না। ভদ্রতা অভদ্রতা যা-ই হোক, বাসার যা ছিরি! কিন্তু একদিন চায়ে ডাকলে আসবেন?

www.pathagar.com

ডেকেই দেখুন, ছুটে চলে আসব। কিন্তু একটি শর্ত, দোকানের জিনিস খাওয়ানো চলবে না। নিজ হাতে তৈরি কেরে কিছু খাওয়াতে হবে।

বেনু হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, খাওয়া দাওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন! আমি তো শুধু চা পানের নিমন্ত্রণ করেছি!

কিন্তু আমাকে এই মেয়ে কথায় ঠকাতে পারবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে বলি, সে ক্ষেত্রে সবিনয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছি। গুলশান থেকে পেট্রোল পুড়িয়ে এসে শুধু এক কাপ চা খেয়ে পোষাবে না। ব্যবসায়ী মানুষ, লাভ লোকসান না ভেবে কাজ করি না।

বেনু হাসিমুখে জবাব দেয়, ঠিক আছে, আমি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করব। আপনিও করুন।

তাদের থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার পথে ভাবি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একদিন যতই প্রেম থাকুক না কেন, এই মুহূর্তে দু জনের মন-মানসিকতায় দূরতিক্রম্য ব্যবধান। বেনুর হাসি, তার কিশোরীসুলভ দেহ এবং সর্বোপরি তার খোলামেলা কথাবার্তা ও আচার আচরণ আমাকে ক্রমাগত তার দিকে টানতে থাকে।

হ্যালো, আমি কি মিস্টার রেজা রায়হানের সাথে কথা বলতে পারি?

পার। তবে মিস্টার ফিস্টার চলবে না। রেজা ভাই বলে ডাকলে এখনই বলতে পার।

ফোনেও বেনু সুন্দর করে হাসে, কলেজ থেকে বলছি। আপনার অফিস তো আমাদেরই পাড়ায়। মতিঝিলে!

হ্যাঁ, আমি তোমাদেরই একজন প্রজা বলে ধরে নিতে পার। বল বেনু, তুমি কেমন আছ? পুত্র-কন্যা, স্বামী?

সব ভালো। আপনি কি অফিসে আছেন?

আছি। কেন জিজ্ঞেস করছ?

আমি বাসায় ফিরছি। পথেই আপনার অফিস পড়বে। কার্ডে দেখলাম। যদি চা খেতে আসি!

সেকি! চা খাবার নিমন্ত্রণ তো ছিল আমার! চলে এসো। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। চায়ের সাথে আর কি খাবে বল। আনিয়ে রাখি। কাছেই পূর্বানীর

www.pathagar.com

ভালো বেকারী রয়েছে।

না, আর কিছু না। ঝালমুড়ি, বাদাম, পান এসব ওখানে নিশ্চয়ই মিলবে না!

প্রয়োজন হলে তাও মিলবে। তুমি কথা না বাড়িয়ে চলে এসো। তোমার গলার আওয়াজ শুনেই তোমাকে দারুণ দেখতে ইচ্ছা করছে।

শুধুই তা-ই! অন্য কোন ইচ্ছা নেই তো!

চির ক্ষুধার্ত্তকে ওভাবে জিজ্ঞেস করতে নেই। সে অনেক কিছুই চেয়ে বসতে পারে। থাক সে কথা। চলে এসো। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

চির ক্ষুধার্ত্ত বলছেন কেন? আপনার কিসের অভাব।

একটি বেনুর অভাব।

সে আর কথা বলে না। আর একটি হাসি দিয়ে টেলিফোন রেখে দেয়।

আসছি।

রুবা মন্তব্য করে, এই মরেছে! সেধে সেধে নিজের থেকে রায়হান সাহেবের অস্ত্রোপচার কক্ষে প্রবেশ করছে। ভাই বেনু, অধ্যাপনা কর আর যা-ই কর, তোমার আর রক্ষা নেই। এখানে এসে কত কত অধ্যক্ষা সর্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে শূন্য হাতে ফিরে গেল!

এই মেয়ে, এসব কি হচ্ছে! কত কত অধ্যক্ষা তুমি কোথায় পেলে? তোমাকে তো শুধু একজনের কথাই বলেছি।

ঠিক তাই। অন্যদের কথা বলনি।

মানে?

মানে জানি না। যেটুকু বলেছ তারই উদাহরণ দিলাম। কিশোরী অধ্যাপিকা, তোমাকে আর কেউ বাঁচাতে পরবে না। তোমাকে বাঁচাতে পারত খুলনার অজ পাড়াগায়ের একটি মেয়ে। কিন্তু সে তখন কোথায়! সে তখনও অনেক ছোট। মঞ্চে অবতীর্ণ হতে অনেক বিলম্ব।

রুবা, এভাবে একতরফা ভাষণ দিতে থাকলে আমার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ঠিক আছে, এই মুখ বন্ধ করলাম। তুমি অগ্রসর হও। আহা! এদিকে নয়। এসব কি হচ্ছে! থামবে?

তুমিই না বললে, অগ্রসর হও!

রুবা তাকে অতি কষ্টে নিরস্ত করে বলে, এদিকে নয়। তোমার সেই লবঙ্গ লতিকা সুকেশিনী বাল অধ্যাপিকা বেনুবালার কাহিনীর দিকে অগ্রসর হও।

রায়হান হাসিমুখে বলে, না রুবা, তুমি যা ভাবছ তা হয় না। এই মেয়ে সাংঘাতিক রকমের ঘড়েল। কথাবার্তায় খুবই অগ্রণী কিন্তু কাজের বেলায় ঠন্ঠন্। তাকে পথে আনতে আমার দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে। ঝটপট কাজ সারার মানুষ আমি। জানি, ঠিকমতো ঠিক জায়গায় হস্ত প্রসারিত করতে পারলে বিফল হওয়ার প্রশ্ন আসে না। সেই সফল খেলোয়াড়কেই অনেকদিন পর্যন্ত সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। কিন্তু পথে তাকেও একদিন আসতে হয়। সে কথা পরে। তারপর শোন। সে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার অফিসে এসে উপস্থিত।

আমি নিচে লোক দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। তাকে সসম্ভ্রমে উপরে নিয়ে আসে। যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। সে আমার অফিস চিনত। আমি ঘরের ভিতরে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দরজা খুলে যেতেই উঠে গিয়ে তাকে হাত ধরে সোফায় এনে বসাই। সেটাই তাকে আমার প্রথম স্পর্শ।

এসো বেনু! তোমার পদার্পণে আমার নিরানন্দ অফিসটি হেসে উঠেছে। তুমি আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছি।

সে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলে, ভিতরে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। চেনাই যায় না। ব্যবসায়ে আরও উন্নতি করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

তা বলতে পার। সৃষ্টিকর্তা সবদিক থেকে বঞ্চিত করেন না।

বিষয় কি রেজা ভাই? আপনার মধ্যে একটা নাই নাই ভাব দেখছি। কিসের এত হা হুতাস!

সে কথা টেলিফোনেই নিবেদন করেছি।

বাজে কথা! আপনার মতো মানুষের সেসবের অভাব হবার কথা নয়। ভ্রমর ফুলে ফুলে মধু খেতে ভালোবাসে। এক ফুলে তার স্থিতি হবে কেন! সেই জন্যেই নাকি দারপরিগ্রহ করেননি। এ ধরনের কথা শোনা যায়।

www.pathagar.com

না বেনু, আমাকে যতটা মন্দ ভাবছ, আমি তা নই। অর্থ সম্পদ যথেষ্টই আছে বটে। কিন্তু মনের মানুষ এখনও জোটেনি। যাও দু একজনকে চোখে পড়ে সম্মুখে পৌঁছে বিভ্রান্ত হই। যাকে ছাত্রী মনে করে এগুতে চাই সে অধ্যাপিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে! তাও বিবাহিতা এবং দু সন্তানের জননী।

বেনু নকল সমবেদনা প্রকাশ করে বলে, আহা বেচারা, খুবই হৃদয়বিদারক ঘটনা! এদেশে তো আর মেয়ে নেই! ঐশ্বর্যের বরপুত্রের উপযুক্ত পাত্রী কোথায় পাওয়া যাবে! আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

হাসি ঠাট্টার মাঝখানেই বলি, সত্যিই যদি সামান্যতম সহমর্মিতা অনুভব কর তা হলে নিদেন পক্ষে বন্ধুত্বের হাতটি বাড়িয়ে দাও। তাতেই তুষ্ট থাকব।

সে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে বলে, সত্যিই বন্ধুত্ব চান? নাকি দু চার দিনের জন্য বড়লোকের শখ মিটাবার অভিলাষ!

আমি তার একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে বলি, নিজেই পরীক্ষা করে দেখ।

কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি বড় মূল্য দিতে হয়।

তা হবে না। মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস উঠিয়ে নিয়ো না।

না, তা বলছি না। তবে যার চুন খেয়ে মুখ পুড়েছে, সে দই দেখলে ভয় পাবে এটাই স্বাভাবিক।

আমি তার হাতটি তখনও ছেড়ে দিইনি। তাতে সামান্য চাপ দিয়ে বলি, আমাকে কি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারছ?

সেটা নির্ভর করছে ......

কিসের উপর?

বন্ধুত্বের দাবী কতটুকু তার উপর।

আমার দাবী সবটুকুর। বন্ধুত্বের মধ্যে কোন ফাঁক থাকবে এটা আমার কাম্য নয়। তবে সবটাই উভয়ত এবং স্বতস্ফূর্ত হতে হবে। এক তরফা খেলা আমি ভালোবাসি না।

আপনার খোলামেলা বক্তব্যে খুশি হলাম। মনে হচ্ছে আমাদের বন্ধুত্ব স্থায়িত্বে রূপ লাভ করবে।

www.pathagar.com

আমি তখন বলি, তা হলে আমাকে তোমার কথা খুলে বল। আমার কেবলই মনে হচ্ছে বাইরের হাসি আনন্দের মাঝে তোমার অভ্যন্তরে বেদনার একটা অন্তহীন স্রোত বয়ে চলছে। ঠিক বলেছি?

সে বলে, একথার জবাব আজ দেব না। যা জানতে চাচ্ছেন তাও আজ বলব না। যদি একান্তই তৃতীয় কাউকে বলতে হয় আপনাকে বলব। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের এই প্রীতির বাঁধন অটুট থাকবে। আমাদের সম্পর্ক অর্থবহ হবে।

থ্যাঙ্ক ইউ বেনু। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। এখন বল, কি খাবে? আমার অফিসে প্রথম এলে। কিছু অবশ্যই খেতে হবে।

এক কাপ চা।

না, শুধু চাতে হবে না। আরও কিছু নিতে হবে। তুমি তো কলেজ থেকে আসছ। চল না কেন আমরা এক সাথে লাঞ্চ করি! শেরাটনে বা কাছেই পূর্বাণী হোটেলে।

সে বলে, না আজ থাক। ছেলে মেয়ে নার্সারি ও স্কুল থেকে ফিরে আসবে। তাদের খাবার সময় থাকতে হবে। সেখানে সমস্যা আছে।

কি সমস্যা?

পরে বলব।

আমি চাপ দিই না। বেল বাজাই। পূর্বেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম। কেক, প্যাস্ট্রি, প্যাটিস প্রভৃতিসহ চা আসে। আমরা দু জনই একসঙ্গে চা পান করি। একথা সেকথা আলাপ করি। একটা জিনিস বুঝি, বেনু খুব সহজলভ্য হবে না। সাবধানে এগুতে হবে। কলেজে পড়ায়, তাকে অন্য দশ জনের মত ভাবলে ভুল হবে। দেখা যাক আমিও এ খেলায় সহজে বিমুখ হয়ে ফিরে আসার পাত্র নই। চা শেষ করে সে উঠে দাঁড়ায়।

একটা কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে। বলব?

না, লজ্জা হলে বলবে না। আচ্ছা বেনু, এই একটু আগে বললে আমাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছ। আর এখনই লজ্জা হচ্ছে! নাহ্ তোমার সাথে বন্ধুত্ব টিকবে না। খোদা হাফেজ!

বেনু আর একবার তার মধুঝরা হাসি উপহার দিয়ে বলে, হয়েছে, আর অভিমান

www.pathagar.com

করতে হবে না। আমাকে একশটি টাকা ধার দিন। ধার চাইতে আমার খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু উপায় নেই। শাকুরের কাছে চাইব না। আমারও ভীষণ প্রয়োজন।

আমি টাকা ধার দিই না।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে মুখ ফিরিয়ে নিই। বেচারা বেনু এ উত্তর আশা করেনি। সে হতাশ হয়ে পড়ে। তার চেহারায় অকৃত্রিম লজ্জা ফুটে ওঠে।

আজ তা হলে আসি। কিছু মনে করবেন না।

কেন মনে করব না? বন্ধু বলছ, তারপরও ধার চাইছ! তাও মাত্র একশটি টাকা! কেন দাবী নিয়ে নিয়ে বলতে পারলে না, আপনার মানি ব্যাগটা দেখি। একশ টাকা নিলাম। তাকেই বলে বন্ধুত্ব!

আমি ব্যাগ খুলে একশ টাকার পাঁচটা নোট বের করে সে কোন কথা বলার পূর্বেই তার ব্যাগে গুজে দিই।

না, কোন কথা নয়। কোন ওজর আপত্তি অচল। আর একটা কথা, এখন থেকে যখনই তোমার কিছু প্রয়োজন হবে আর কাউকে না বলে সরাসরি আমাকে বলবে। পারবে না?

পারব।

সে এবার আন্তরিক খুশি হয়ে ওঠে।

আমি আবার বেল বাজাই। পিয়নকে বলি, ড্রাইভারকে বল পাজেরো নিয়ে মেম সাহেবকে তার বাসায় পৌছে দিক। ও গুলো নিয়ে আয়।

সে তিনটা বড় বড় প্যাকেট নিয়ে আসে।

এগুলোতে কি? পূর্বানীর কনফেকশনারীর প্যাকেট দেখছি!

হ্যাঁ, তোমার জন্য আনা হয়েছিল। তুমি তো সামান্যই খেলে। বাকিটা বচ্চাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। না, না কোন আপত্তি নয়। বাসায় কি বলবে সেটা তোমার সমস্যা। অন্য কিছু না বলে সত্য বলাই ভালো। সত্য কথার অনেক শক্তি।

সে তার দৃষ্টিতে অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অফিস থেকে বের হয়ে যায়। তার পিঠে একটি হাত রেখে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

www.pathagar.com

ভাবি, আরও এক ধাপ অতিক্রম করা গেল।

অচিরেই বেনুর সাথে একটা সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে আমার কাছে আসে। বাসায় আসে। বেশ স্বাধীনচেতা মেয়ে। নিজে যেটা ভালো মনে করে সেটা করতে বা বলতে দ্বিধা করে না।

সেদিন একগাদা খাবার নিয়ে বাসায় পৌঁছলে স্বামীর সঙ্গে পুনরায় তার মনোমালিন্য হয়। শাকুর জিজ্ঞেস করেছিল, এসব কোথা থেকে এল?

রেজা ভাইর অফিসে গিয়েছিলাম। সে বাচ্চাদের জন্য দিয়েছে।

শাকুর বিস্ময়বোধ করে এবং স্ত্রীর উপর নাখোশ হয়। মন্তব্য করে, তুমি সেখানে কেন গিয়েছিলে?

ইচ্ছা হয়েছিল তাই গিয়েছিলাম? কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

তার কথার ধরনে শাকুর আরও বিরক্ত হয়। বেনু, তুমি জানো আমি এসব পছন্দ করি না।

আমি কোন অন্যায় কাজ করিনি। একসময় চাঁদার জন্য গিয়েছি। তার অফিসে যাওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। কিন্তু তুমি এমন অনেক কিছুই হরদম করছ যা আমার পছন্দ নয় যা অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, গর্হিত অপরাধ।

তুমি কি বলতে চাচ্ছ? একে চুরি তার উপর সিনাজুরি! তোমার এত স্পর্ধা, আমাকে কথা শোনাতে এতটুকু দ্বিধা কর না!

বেনুও কথা বলতে ছাড়ে না। সে বলে, তোমার ব্যবহারে মনে হয় আমি তোমার কেনা বাদী। কিন্তু আমি তা নই। বিয়ে একটা চুক্তি এবং দু জন সমান অংশীদারের মধ্যে মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তি। এটা ভুলে যেও না।

খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে শিখেছ। বড় খুটতে নৌকা বেধেছ বলে মনে হয়! রায়হান সাহেবের ওখানে কি হল শুনতে পাই না! কতটা হল বল!

বেনু তার কথার ধরনে স্তম্ভিত হয়ে যায়! তার স্বাভাবিক শালীনতা লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়, তুমি একটা ইতর তাই কুৎসিত ইঙ্গিত করছ। আমার শিক্ষা-দীক্ষা এইসব নোংরা প্রশ্নের উত্তর দিতে শিখায়নি।

শাকুর ক্ষেপে যায়, কি! আমি ইতর! এত বড় কথা!

www.pathagar.com

সে কষে বেনুর গালে চপেটাঘাত করে। এটা নতুন নয়। আঁতে ঘা লাগবে বা শাকুরের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলে ইদানীং প্রায়ই থাই থাপ্পর ভাগ্যে জোটে। এসকময় এই বেনুই হেঁটে গেলে তার বুকে বিঁধত। বেনুর পায়ে কাঁটা ফুটলে শাকুরের হৃদয় থেকে রক্ত ঝরত।

সেসব দিনকাল কোথায় গেল! বেনু রায়হানের অফিসে গিয়ে কোন অপরাধ করেনি। সে জন্য আজ তাকে মার খেতে হল! মর্মাহত বেনু চোখের পানি চাপতে চাপতে সেখান থেকে সরে যায়।

সে জানে দিনের আলোতে যত যা-ই করুক, রাত ঘনিয়ে এলে এই লোকই ভিজা বিড়ালের মতো তার আশেপাশে ঘুরঘুর করবে। একসময় বেনুর কাছে এসে একান্ত সান্নিধ্য কামনা করবে। দিনে যা-ই হোক, রাতের আসরে মেয়েমানুষ ছাড়া তার চলে না। সকালে আবার অন্য মূর্তি। শুধু তা-ই নয়, আরও অনেক কিছু। বেনু প্রতিবাদ করে, ঝগড়া করে। মার খায়, অনেক অত্যাচার সহ্য করে। তবুও তাকে ছাড়ে না। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। বেনুর বাড়ির কেউ এ বিয়েতে সম্মত ছিল না। ঢাকার ছেলে শাকুরের বংশ পরিচয় সন্তোষজনক নয়। তার বাপ তার মাকে পরিত্যাগ করে আর একটা বিয়ে করেছিল। বেনু সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা এবং সদ্বংশজাত। সব মিলিয়ে বেনুর পরিবার এই বিয়েতে ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু বেনু কোন কথা শোনেনি। বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে বিয়ে করেছিল। বেনুর আপনজনেরা সেদিন তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করছ। ভবিষ্যতে কোন বিপাকে পড়লে আমাদের কাছে তোমার ঠাঁই হবে না।

বেনু সে কথা ভোলেনি। দীর্ঘদিন সে নিজের পরিবার থেকে দূরত্বে অবস্থান করেছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। শাকুরকে স্থায়ীভাবে পরিত্যাগের কথা সে ভাবতে পারে না। তার যাবার স্থান নেই। তাছাড়া শিমুল আর খোকন? ওদের কথা চিন্তা করে অনেক বিষই তাকে হজম করতে হচ্ছে।

ঘটনার কয়েকদিন পর বেনু একদিন আমার বাসায় এসে এসব প্রকাশ করে বলেছিল। সব শুনে আমি বিচলিত বোধ করি।

বেনু, তুমি আমার কারণে মার খেলে! ছি-ছি, এ আমি ভাবতেও পারিনি। আমি খুবই দুঃখিত। কি করলে আমি তোমার দুঃখের ভাগী হতে পারি বেনু।

বেনু আমার একটি হাত টেনে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, আপনি যে বলেছেন এতেই

www.pathagar.com

অনেকটা সান্ত্বনা পেলাম। একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। তার পরিণতি যে এমন হবে কোন দিন ভাবিনি।

আমি আজ আবার জিজ্ঞেস করি, কিন্তু বিষয় কি বেনু, বাইরে থেকে দেখে শাকুরকে একজন মার্জিত রুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত এবং সুদর্শন যুবক বলেই মনে হয়। ভিতরে ঘটনা কি?

বেনু আমার হাতটি নিয়ে সেভাবেই নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, সবই আমার অদৃষ্ট। নালিশ করার স্থান নেই।

নালিশ নয়, আমি জানতে চাচ্ছি।

অন্য একসময় বলব। আজ আপনার পাশে বসে থাকতেই ভালো লাগছে।

খুশি হয়ে উঠি। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। বলি, কিন্তু আমার লাগছে না। আমার তোমাকে সামান্য আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কতটা সামান্য?

আমি প্রথমবারের মতো তাকে আলতো একটি চুমো খেয়ে বলি, এই রকম সামান্য।

সে চোখের দৃষ্টিতে অনেকটা বিদ্যুৎ ছড়িয়ে বলে, আপনি ওস্তাদ মানুষ! নিজেই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, নিজেই গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়িতও করলেন। দক্ষতা অতুলনীয়!

তুমি কি রাগ করলে? বন্ধু হিসেবে এটুকুও কি পেতে পারি না?

রাগ করলে কি করবেন?

রাগ ভাঙাবার জন্য আরও চুমো খাব।

সে হেসে সরে বসে, বাপ রে বাপ! আপনি সাংঘাতিক লোক! আপনার কাছে থেকে যত দূরত্বে থাকা যায় ততই নিরাপদ।

আমি উঠে গিয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলি, না তোমার সত্যিকারের নিরাপত্তা এই দুইটি হাতে অর্পণ করে দেখতে পার। তুমি আর একা নও, বন্ধুহীন নও। সব সময় মনে রেখো তোমার সুহৃদ আছে, সহায় আছে এবং প্রয়োজনে অনেক কিছুই তোমার ডাকের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকবে।

www.pathagar.com

সে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না। আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে, শুনে ভাল লাগল।

এটা শুধু মুখের কথা নয়। প্রয়োজনে একটু ইশারা করো, দেখবে তোমার এই বন্ধু অনেক কিছু পারে। তোমার জন্য সে অসাধ্য সাধন করার প্রয়াস পাবে।

থ্যাঙ্ক ইউ।

ইউ আর ওয়েলকাম মাই ডিয়ারেস্ট।

বেনু উঠে দাঁড়ায়। হাসিমুখে বলে, উঠতে হয়। বন্ধুর মতি গতির যে আভাস আজ পাচ্ছি, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে সবকিছু না খুইয়ে বসতে হয়।

আমি আহত চোখে তার পানে তাকাই। জিজ্ঞেস করি, আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না!

সে আবার বসে পড়ে, আমি তা মিন করতে চাইনি। ঠিক আছে আজ আরও অনেকটা সময় আপনার সঙ্গে কাটাব। দুপুরে এখানেই খাব। একবার রান্না ঘরে উঁকি মারতে পারি?

পার। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তুমি এই বাসায় অতি সম্মানিতা মেহমান। তোমর অনাদর হবে না।

সে কথাই বলছি। বন্ধু কখনও অতিথি হয় না। নিজ অধিকারেই সর্বত্র আমার বিচরণ প্রশ্নাতীত।

আমি বলি, সর্বত্র কথাটা যেন মনে থাকে।

সে হেসে উঠে দাঁড়ায়। হাতের ব্যাগ টেবিলে রেখে সে আঁচল কোমরে গুঁজে বাড়ির একজনের মতো কিচেনে প্রবেশ করে। আধ ঘণ্টা পর বের হয়ে এসে সাহাস্যে ঘোষণা দেয়, লাঞ্চ রেডি স্যার। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

আমার বাসায় আমাকে আপ্যায়ন করছ! তুমিও কম নও।

নিজের বাসা মনে করেই করছি। আপনিও নিজের বাড়ি মনে করে ক্রটি বিচ্যুতি মার্জনা করে খেতে আসুন।

খেতে বসে দেখা যায় তার প্রস্তুত করা একটা আইটেম সেখানে স্থান পেয়েছে। বাবুর্চি এসে বলে, স্যার, মেম সাহেবকে কত নিষেধ করলাম, শুনলেন না। এই

www.pathagar.com

ডিসটা নিজেই পাকালেন।

বিশেষ কিছু না। একটা বড় ওমলেট ঝুরা করে ভাজা। তাতে টমেটো, পনির এবং ছোট ছোট করে কাটা মাংসের টুকরা রয়েছে। খেতে চমৎকার।

বলি, আমার লোভ বাড়িয়ে দিলে। তুমি এত সুন্দর রান্না করতে পার!

খেতে খেতেই সে জবাব দেয়, সামান্য একটা ওমলেট। কলেজ জীবনে শিখেছিলাম। বিয়ের পর প্রথম প্রথম প্র্যাকটিস করতাম। এখন আর ভালো লাগে না। আপনি আনন্দ করে খাচ্ছেন দেখে ভালো লাগছে। কত অল্পে আপনি খুশি!

না বেনু, আমার প্রত্যাশা আরও ব্যাপক। সে যাই হোক আর কতক্ষণ থাকতে পারবে? গাড়িতে করে ঘুরতে যাবে? খাবার পর লং ড্রাইভ ভালে লাগবে।

আজ থাক। আজ অনেক সময় কাটল। আমার এত ভালো লাগছে!

ঠিক আছে। চল আমি তোমাকে পৌছে দিচ্ছি।

বেনু বলে, আপনি আবার কেন? বিশ্রাম নিন। ড্রাইভার পৌছে দিয়ে আসবে।

না, তোমাকে ড্রাই করার সম্মান আজ নিজেই নেব।

আমাকে ড্রাইভ করা নয় জনাব, গাড়ি ড্রাইভ করা।

হেসে জবাব দিই, একই কথা। আজ গাড়িই ড্রাইভ করি, আর একদিন অন্যটা।

সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বিদ্যুৎ বর্ষণ করে।

পাজেরোতে চড়তে সে ভালোবাসে। সেটাই বার করি। রাস্তায় বেরিয়ে বলি, এত দূরে বসে থাকলে নিজেকে ড্রাইভার মনে হয়।

এখন ওটাই আপনার কাজ। ড্রাইভিং-এর সাথে আর কিছু মিশলে নির্ঘাৎ দুর্ঘটনা।

না ভাই, বরং তুমি দূরে থাকলে মনোযোগ বিনষ্ট হয়ে দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

সে খানিকটা কাছে আসে, আপনার সাথে পারা যায় না।

এক শত ভাগ খাঁটি কথা বলেছ। দূরে থাকার বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। তাকে বাম হাতে জড়িয়ে ধরে এক হাতে গাড়ী চালাই।

www.pathagar.com

দুই হাত স্টিয়ারিংয়ে রাখা হোক।

কেন?

আমার ভয় করছে।

আমি হেসে হাত উঠিয়ে আনি। সেদিনের সফলতা মন্দ নয়।

রুবা রাগ করে, সে আমার কিচেনে ঢুকল কেন?

হা, হা, হা।

এই, এরকম করে হাসবে না! আমার কথার জবাব দাও। আমার কিচেনে সে গেল কেন?

রায়হানও সেভাবে জবাব দেয়, আমাকে এখন কেন জিজ্ঞেস করছ? তখন তাকে জিজ্ঞেস করতে পারনি?

বারে, আমি তখন কোথায় যে জিজ্ঞেস করব?

হা, হা, হা।

আবার এ রকম হাসি! তুমি কি সিদ্ধি খেয়েছে?

হ্যা, একটু আগেই তো খেলাম। তোমার মুখে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লেগে ছিল! না হলে এমন প্রশ্ন!

এমন করে হেসো না প্লিজ! ঠিক আছে, আমি আর বোকার মতো প্রশ্ন করব না। তুমি বল।

জানো রুবা, আমার সাধারণত এতটা সময় লাগে না। তুমি তো জানো যে কোন বিষয়ে দীর্ঘসূত্রিতা আমার বিশেষ অপছন্দনীয়। তেমন এগোয় না, আবার পিছায়ও না। আসা-যাওয়া, লেনদেন, খাওয়া-দাওয়া সবই চলছে। আমার সঙ্গে লং ড্রাইভেও যাচ্ছে। চুমু খেলে বা গায়ে হাত দিলে ভ্রূকুটি করছে ঠিকই, সে রকম জোর আপত্তি করছে না। তারপরও কার্য অসম্পন্ন রয়ে যায়। অর্ধপথে আকাঙ্ক্ষার বিসর্জনও আমার ধাতে নেই। কি করা যাবে, কিছু কিছু মাছ বড়শিতে গাঁথার পর দীর্ঘ সময় খেলিয়ে তুলতে হয়। বেনুও তেমনি একটি মেয়ে। তার যদি আপত্তি থাকত বা আমাকে সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হত তাহলে ভিন্ন কথা। বহু পূর্বেই সে পাততারি গুটিয়ে নিতে পারত। কিন্তু আমার কাছে আসা যাওয়ার বিরাম না

থাকলেও সে অর্থে তখন পর্যন্ত ধরা দেয়নি। অধৈর্য হয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে শাসন করি। সবকিছুতে ত্বরা চলে না। আমি কি চাই সেটা তার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হলেও সে আমাকে নিয়ে খেলছে। হয়ত এতেও তার ভিন্ন রকমের আনন্দ ছিল।

তুমি তো জান, ইস্কাটনে আমার একটি বাড়ি রয়েছে। এতদিন পুরনো ভাড়াটে ছিল। সে উঠে যেতে বাড়িটার কিছু সংস্কার করে নতুন করে ভাড়া দেবার পরিকল্পনা করি। কাজ শেষ হলে আবুল এসে বলে, স্যার, বাড়িটা গিয়ে একবার দেখে আসেন। যদি আপনার কোন অভিমত থাকে, ভাড়া দেবার পূর্বে সেটা করা যেতে পারে।

আমি বেনুকে টেলিফোন করি, তোমার কি কিছুটা সময় হবে আমার জন্য?

উদ্দেশ্য কি মহাশয়ের?

উদ্দেশ্য নেহায়েতই সরল। যা করতে চাই এবং যা তুমি ঠেকিয়ে রেখেছ। নিজে বঞ্চিত হচ্ছ, এই অভাজনকে লটকে রেখেছ।

সে এবার বলে, তা হলে স্যার আপনার মতলব ভালো নয়। দুঃখিত, এর জন্য সময় দিতে পারছি না।

বেশ তা হলে টেলিফোন ছাড়ছি।

কিন্তু দু জনের একজনও লাইন কাটি না। দু জনের মধ্যে কানামাছি খেলা চলে। একসময় আমিই প্রথম ফোন রেখে দিই। এক মিনিটের মধ্যে বেনুর কল এসে পড়ে, কি হল অমনি রাগ হয়ে গেল! একটু পরিহাসও করতে পারব না!

আপনি কত নম্বর চাচ্ছেন? রং নাম্বার হয়েছে।

পুনরায় সেট রেখে দিই। বেনুর দ্বিতীয় ফোন আসে, এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই রাগ হচ্ছে। মেয়েদের মতো এত অভিমান কেন আপনার?

তুমি পুরুষদের মতো নিষ্ঠুর কেন?

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন থেকে ঠিক আধ ঘণ্টার মাথায় আমি জোনাকির সামনে আসছি। এসে যেন আমার পাজেরো এবং নিজস্ব ড্রাইভার পাই।

খুশি হয়ে বলি, নিশ্চয়ই পাবে। আমি আধ ঘণ্টার পূর্বেই উড়ে চলে আসছি।

www.pathagar.com

দেখবেন উড়তে গিয়ে যেন গাড়িসহ চিৎপটাং না হন।

চিন্তা করো না, বেনু বনে মুক্তো না ছড়িয়ে আমার নিষ্কৃতি নেই।

বালাই ষাট। আসছি। আধ ঘন্টা।

ঠিক আধ ঘন্টার মাথায় তার রিকশা এসে আমার গাড়ির সম্মুখে দাঁড়ায়। ভাড়া মিটিয়ে বেনু সামনের সিটে উঠে আসে।

জনাবের আজ আসল উদ্দেশ্য কি? মেজাজ যে খুব চড়ে আছে!

উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। আজ বন্ধুর অভিষেক হবে। কি হবে তো?

সে কোন কথা বলে না। বুঝতে পারি না সে সম্মত কিনা। আমি পার্টনারের সম্মতি ব্যতিরেকে বেশি দূরে অগ্রসর হতে পারি না। ওটা আমার ধাতে নেই।

গাড়ি ড্রাইভ করে ইস্কাটনের খালি বাড়িতে চলে আসি।

এখানে কি?

বাড়িটা খালি আছে। আজ এটা উদঘাটন করব।

সে চিন্তিত হয়। জিজ্ঞেস করে, সত্যি করে বলুন তো কেন এখানে নিয়ে এলেন?

তাকে সব খুলে বলি। পরিশেষে যোগ করি, বাড়িটা এখন শূন্য পড়ে আছে। তুমি যদি সম্মত হও আমরা কিছুটা সময় আনন্দে অতিবাহিত করতে পারি।

সে ঘুরে ঘুরে সব দেখে। মন্তব্য করে, সবই ঠিকমতো করা হয়েছে। আর কিছু সংযোজনের প্রয়োজন হবে না।

উপরে খালি ঘরে তাকে জড়িয়ে ধরে দাবী জানাই। সে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে। তারপর বলে, আমি জানি এক সময় এ ধরনের পরিস্থিতি আসবে। আপনাকে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্যও আর আমার নেই। কিন্তু এখানে? কোন আয়োজন বা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে?

সে সবের কি প্রয়োজন আছে? আমরা দু জনই কি দুজনের জন্য যথেষ্ট নই?

না, এভাবে হয় না। আমার মন চায় না। আমি আপনাকে আমার ঘরেই নিয়ে যাব। সে যদি পারে, আমি পারব না কেন?

আমি আর তাকে ঘাঁটাই না। নিজের থেকেই সে প্রস্তাব করছে। আর একটু ধৈর্য

ধরেই দেখি। কিন্তু সময় বয়ে যায়। তার ডাক আসে না।

এর মাঝে একদিন তাকে নিয়ে গাড়ি করে দূরে চলে যাই। এ গাড়িতে কালো কাচ লাগান। বাইরে থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচার হয় না। এক নির্জন স্থানে নিয়ে সেদিন আবার দাবী উত্থাপন করি। সে সাড়। না দিলেও খুব একটা বাধা দেয় না। কিন্তু গাড়ির মাঝে অভ্যাস না থাকার দরুণ বিরক্ত হয়।

কাল দুপুরে আমার বাসায় খাবেন।

খাওয়ার ব্যাপারে আমি উৎসাহী নই।

আহ্ শুধু উল্টা-পাল্টা কথা বলবেন না। কাল দুপুরে আমার। বাসায় ঠিক আছে?

অবশ্যই ঠিক আছে। আজ কি তুমি রেগেছ?

না। একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়েছি। শাকুর খুব কামুক প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু বাস্তবে আপনার কাছে সে কিছুই নয়।

রহস্য করে বলি, আজ পর্যন্ত তোমার যে অভিজ্ঞতাই হয়ে থাক না কেন, কাল তুমি এমন কিছু পাবে যা অতীতে কখনও প্রত্যক্ষ করনি। কথা দিচ্ছি, তোমার ধ্যান-ধারণা পাল্টে দেব।

সে কথা না বলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুটা উদাস মনে হয়। জিজ্ঞেস করি, আমার ব্যবহারে মন খারাপ হয়েছে?

সে বলে, না। আপনি অনেকদিন জানতে চেয়েছিলেন বলেছি পরে বলব। আজ বলার সময় হয়েছে। শুনুন, এই শাকুরের জন্য আমার ভালোবাসার অন্ত ছিল না তা তো শুনেছেন। কলেজ জীবনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বেশ কয়েকবার আমার জীবনে প্রেমের ডাক এসেছে। আমি সাড়া দিইনি। কিন্তু শাকুরের একনিষ্ঠ প্রেম আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক প্রতিকূলতার মাঝে তাকে বিয়ে করি। কিছুদিন ভালোই কাটে। একটি বিষয়ে তার সময় অসময় ছিল না। মন্দ লাগত না। এটাকে পত্নি প্রেম মনে করে খুশিই হতাম। সব তাকে উজাড় করে দিতাম।

কিন্তু শিমুল গর্ভে এলে আমার ভুল ভাঙ্গতে শুরু করে। তখনও তার চাহিদার শেষ নেই। অসুবিধা হলেও তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতাম। কিন্তু প্রসবের দিন কয়েক পূর্বে থেকে শরীর এতটা বেঢপ হয়ে পরে যে তাকে আর খুশি করা যায় না। এর মধ্যে একদিন এমন একটা ঘটনা চোখে পড়ে যে গর্ভে সন্তান না থাকলে হয়ত আত্মহত্যা করে বসতাম।

www.pathagar.com

দুপর বেলা। খাবারের পরে বিছানার অলস শরীর নিয়ে পড়ে আছি। শাকুর একটু আগে সেখান থেকে উঠে গেছে। কাজের মেয়েটার হাড়ি পাতিল মাজা ঘসার শব্দ পাচ্ছিলাম। তারপরই সব চুপচাপ। আমার পানির তৃষ্ণা হয়। ডাক্তার বলেছে যতটা সম্ভব হাঁটাচলা করতে। নিজেই উঠে পানির জন্য রান্নাঘরে গিয়ে দেখি...।

এই পর্যন্ত বলে বেনু চুপ করে যায়। আমি কথা বলি না। বুঝি, তাকে আজ বলার নেশায় পেয়েছে। সে-ই সব বলবে।

দেখি কাজের মেয়েটার উপর চেপে আছে শাকুর। তাদের হুঁশ নেই। মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। দেয়াল ধরে ধরে ঘরে ফিরে আসি। নিজেকে আমি আহামরি সুন্দরী বলব না। কিন্তু লোকজন বলত আমার চেহারা নাকি সুন্দর। গায়ের রঙ, দেহলাবণ্য, চুল সবই নাকি অনবদ্য। রূপ বা যৌবনের কথা বাদ দিলাম। আমি শাকুরের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করেছি। সে যেভাবে চেয়েছে সেভাবেই নিজেকে তুলে ধরেছি। তার ব্লু-ফিল্ম দেখার শখ। শুধু তাই নয়, সিনেমা শুরু হতেই একবার ওসব করে নিত। সিনেমা চলাকালীনও ইচ্ছা হলেই তা চরিতার্থ করত। আমি তার হাতের মুঠোয় সর্বদাই হুজুরে হাজির। এত করেও যখন দেখলাম বাসার বদ সুরতের কাজের মেয়েটার সাথে সে কুকাজ করছে তখন আর সহ্য করতে পারলাম না।

সে ঘরে ফিরে এলে তার শার্ট খাঁমচে ধরে চিৎকার করে যখন আমি তার এই ব্যভিচারের কথা জিজ্ঞেস করি, সে প্রথমে খানিকটা মূহ্যমান হয়ে গেলেও পরে স্বরূপ ধারণ করে। তার ইচ্ছা সে করবে। পুরুষেরা এসব করেই থাকে। এত দেখলে চলে না।

অনেক হা হুতাশ করি। অনেক কান্নাকাটা ও ঝগড়া করি। হাতাহাতিও হয়। কিন্তু ফলাফল শূন্য। পরে বুঝতে পারি শাকুরের এই বিকৃতি স্বভাবজাত। আস্তাকুড় ঘাঁটার কু-অভ্যাস। তার স্বভাব পরিবর্তন করানো যায় না। কম বয়সের কাজের মেয়েমানুষ হলেই একসময় সে তার সাথে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কতজনকে বদলালাম। কিন্তু তার অভ্যাস বদলায় না। বাসায় আর মেয়ে রাখি না। সে ক্ষিপ্ত হয়ে কাজের ছেলে নিয়ে আমাকে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। মার-ধরের মাত্রা বেড়ে যায়। আরও শোনা যায়, মোহাম্মদপুরে ঘর ভাড়া নিয়ে একটা অল্পবয়স্কা মেয়েকে স্থায়ীভাবে রেখেছে। কেউ বলে বিয়ে করেছে। সত্যমিথ্যা নিরূপণ করা কঠিন। কিন্তু তার যা স্বভাব, অবিশ্বাস হয় না। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকলেও বিপদ।

www.pathagar.com

শারীরিক নির্যাতন বেড়ে যায়।

আমার কথা কাউকে বলার নয়। আজ শুধু আপনাকে বললাম। একসময় ভাবি সে যখন সংশোধিত হবে না তখন আমিই বা বসে থাকব কেন। প্রতিশোধে প্রতিবিধান খুজব। আপনার সংস্পের্শে আসার পর থেকে এ ইচ্ছা প্রবলতর হয়েছে। মনে হচ্ছে নিজেকে আর বঞ্চিত করব না। আপনি এত করে চাচ্ছেন, আপনাকেও আর ফিরিয়ে দেব না। সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগে গেল। আসুন কাল বাসায়। আমি নিজে রেঁধে আপনাকে খাওয়াব। জানি, খাওয়ার বিষয়ে আপনি আগ্রহী নন। আপনি যাতে আগ্রহী তাও পাবেন। গাড়ির মধ্যে এসব হয় না।

বেনু তারপর হেসে ফেলে, একদিক দিয়ে আজ ভালোই হল। যেটুকু দেখলাম তাতে আমি চমৎকৃত। কাল বারোটার দিকে চলে আসেন।

ছেলে মেয়ে, শাকুর এরা? কাজের লোক?

ছেলে মেয়ে স্কুলে থাকবে। শাকুর আড়াইটার পূর্বে বাসায় ফিরে না। কাজের মেয়েমানুষ ছাড়া শাকুরের বাসা অচল। সে নিজেও অচল। তাকে সময়মতো ছুটি দেব। চিন্তার কারণ নেই। চলে আসেন।

নিশ্চয়ই আসব। অনেকদিন থেকেই এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছি বেনু! তোমার কোন দুঃখ বোধ বা অবাঞ্ছিত পারিবারিক পরিস্থিতির আমি সুযোগ নিতে চাই না। খুশি মনে ডাকছ তো?

এত কথা বলতে পারি না। আমি কলেজে পড়াই। সবকিছু বিবেচনা করেই এতদিনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাকে ভাবতে হবে না।

আমাকে আর পায় কে!

কিন্তু তাদের ফ্লাটে পৌছে আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। বাহির থেকে তাদেরকে যতটা চাকচিক্যময় ও সুরুচিম্পন্ন মনে হয় ঘরে ঢুকে তা প্রতিপন্ন হয় না। ঠেকা কাজ চালাবার মতো সংসার করছে। ঘর সাজাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার মধ্যে অগোছাল একটা বোহিমিয়ান ভাব বিদ্যমান। খাবার ঘরে আর বসার ঘর পৃথক করে কিছু নেই। একটা প্রশস্ত বারান্দার মতো রয়েছে। সেখানেই একদিকে সোফা রাখা আছে। অন্যদিকে চার জনের একটা ডাইনিং টেবিল। সংলগ্ন রান্নাঘর ও গোসলখানা দৃষ্টিকটুভাবে বসার জায়গা থেকে দৃশ্যমান।

আমার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যায় যখন পৌছে দেখি একটি কাজের মেয়ে

www.pathagar.com

তখনও ঘোরাফিরা করছে। আমাকে দেখে অর্থপূর্ণ ভাবে হাসে। ইশারায় তাকে দেখালে বেনু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে, এই ময়না, তোকে না চলে যেতে বলেছি! অন্যদিন যাওয়ার জন্য এত অস্থির থাকিস। আজ আমি বলছি তুই গা করিস না। যা এক্ষুণি বিদায় হ।

যাইতাছি।

সে আবার হাসে। দেখে আমার পিত্তি জ্বলে ওঠে। হাসলে কোন কম বয়সী মেয়েকে এত কদাকার লাগে পূর্বে জানা ছিল না। ময়না নামের মেয়েটা ধীরে সুস্থে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাসা থেকে বের হয়। যাবার সময়ও আমাদের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতময় হাসি রেখে যায়।

বেনু, তোমার কাজের মেয়েটা ফাজিল। কেবল হাসছে। মনে হয় সবকিছু বুঝে ফেলেছে।

কি করব! সে শাকুরের নয়া প্রণয়িনী। আমি এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর প্রতিবাদ করে মার খেতে চাই না। কয়েকবার বলার পরেও সে আজ বাসা ছাড়তে চায় না। সময়ের পূর্বে ছুটি দেওয়ায় কিছু সন্দেহ করে থাকবে অথবা শাকুরের কোন গোপন নির্দেশ থাকতে পারে।

বল কি?

হ্যাঁ, এবার ভেবে দেখুন কি সুখ ও শান্তির মধ্যে আমি জীবন যাপন করছি। সন্তান দুটো না থাকলে সাহস করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতাম।

আমার মনটা নষ্ট হয়ে যায়। মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক।

সে বলে, খাবার রেডি। দেব?

কিছু মনে করো না বেনু, আমার খেতে ইচ্ছা করছে না।

সামান্য কিছু মুখে না দিলে আমি কষ্ট পাব। কিছু নিন।

আমি টেবিলে গিয়ে দেখি পোলাও, মুরগীর রোস্ট প্রভৃতি ভালো ভালো খাবার সজ্জিত আছে। বেনুর প্রস্তুত করা। তবুও আমার খেতে ইচ্ছা করে না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা সামি কাবাব তুলে নিয়ে মুখে দিই। কাবাবটি শেষ করে এক গ্লাস পানি খাই। বেনু যে সকাল থেকে অনেক কাজ করেছে তা তার চেহারাতেই ফুটে আছে।

www.pathagar.com

বেনু, তুমি আমাকে তোমার শয্যায় পেতে চেয়েছিলে। কিন্তু আমার মন বিগড়ে আছে। আজ থাক। যদি সম্ভব হয় কাল একসময় আমার বাসায় চলে এসো। সেখানেই সব হবে।

বেনু এসে আমাকে হাতে ধরে তাদের শোবার ঘরে নিয়ে যায়। বলে, আমি ডেকে আনার পরও যদি এভাবে চলে যান সেটা হবে আমাকে অবমাননা করার নামান্তর। এটা করবেন না। আসুন।

আমার মন চাচ্ছে না।

তবুও আসুন।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে মত পরিবর্তন করে প্রস্তুতি নিই। সে আমাকে শাকুরের ব্যবহৃত একটি লুঙ্গি প্রদান করে সেটি হাতে নিয়ে দেহ মন কুঁকড়ে যায়। সে কথা আর খুলে বলি না। বেনুর কথা রেখে যত শীঘ্র সম্ভব সেখান থেকে বের হবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়ি।

রেজা ভাই, আমি দুঃখিত। আপনাকে খুশি করতে পারলাম না।

না বেনু, আমি আরও বেশি দুঃখিত। তুমি আমার পরিচয় পেলে না। কাল আসছ তো?

অবশ্যই আসব। আমি আর পড়োয়া করি না।

কাল দেব এবং নেব। তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব।

সেদিনের মতো চলে আসি। আমি নিজের বিশ্লেষণ করি। কোন হেজিপেজি কারবারের মধ্যে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। মন্দ হলেও আমি মন্দের ভালো।

রুবা স্বামীকে বলে, না তুমি মন্দ নও। আমাকে এভাবে বলবে না। আমার কষ্ট হয়। তোমার মতো ভালো একজন দেখাও!

হা, হা, হা।

এই হাসিটা তোমার একমাত্র মন্দ অভ্যাস। যখন তখন এমন করে হাস আমি অস্বস্তিতে পড়ে যাই। থাম।

হা, হা, হা।

রুবা এগিয়ে এসে হাত দিয়ে স্বামীর মুখ বন্ধ করে দেয়। হাত কেন সখি, মুখটি

www.pathagar.com

এগিয়ে দাও। যেখানে যেটি মানায়।

রুবার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে রায়হান তার কথাকে কার্যে রূপদান করে।

তারপর বল।

তারপর ভি-ডে। পরদিন বেনু আমার বাসায় আসে। তাকে উপরে নিয়ে আসি। এসব সম্পর্কে তার এতদিনকার সমস্ত ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সাধিত হয়।

রেজা ভাই, আমি ভাবতে পারছি না এতে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি রয়েছে।

অসহ্য পুলক শিহরণে জর্জরিত বেনু আমাকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। দুই হাতে সে আমাকে আঁকাড়ে থেকে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ অনুভব করার প্রয়াস পায়।

সে বলতেই থাকে, বিয়ের অল্প কিছুদিন পর্যন্ত মন্দ লাগত না। কিন্তু তারপর থেকেই এসবকে মনে হয়েছে বিড়ম্বনা। এক ধরনের শারীরিক নির্যাতন। প্রতিদিনই শাকুরের এটা চাই। রাত দিনের বাছ বিচার নেই। মনে করতাম, এ ব্যাপারে সে খুবই পারঙ্গম। কিন্তু আজ দেখছি আপনার তুলনায় সে একটি শিশু। সত্যিকার অর্থে আজই প্রথম পুরুষমানুষ দেখলাম এবং প্রাণভরে গ্রহণ করলাম।

আমি তার মনের অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে পাল্লা না দিয়ে আমার যেখানে বুৎপত্তি সেটাই পুনরায় প্রদর্শনে তৎপর হই।

রেজা ভাই, একি! আবার?

আমি তার কথা বন্ধ করে দিই। ছোটখাটো সুন্দর কিশোরীসুলভ দেহের বেনুকে আমার ভালো লাগে। তার প্রথম ধারণা হয়েছিল আমাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণে সমর্থ হবে না। অচিরেই তার ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে তাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ আনন্দানুভূতিতে নিক্ষেপ করি। তার সুন্দর দেহটি আমার দেহের ছন্দে সাড়া দেয়। অনেক পরে সে মৃদুকণ্ঠে বলে ওঠে, আমি অহেতুক সময় নষ্ট করেছি। আমি জানতাম না।

কি জানতে না বেনু?

সে কোন কথা না বলে আমার দেহের আড়ালে মুখ লুকায়।

তার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সে জানে না। মনের মতো পার্টনা পেলে একাজে রেজা রায়হানের শ্রান্তি নেই। তার বিরতির প্রয়োজন পড়ে না

www.pathagar.com

পুনরায় উদ্যেগ নিতেই সে জোর করে উঠে বসার চেষ্টা করে। পারে না। শুধু অবাক চোখে সে আমাকে নিরীক্ষণ করে। তারপর এক সময় আনন্দের উন্মাদনায় সে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, আমাকে মেরে ফেলুন রেজা ভাই! আমাকে মেরে ফেলুন!

আমি তাকে আমার মতো করে মেরেই ফেলি।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে এক সুখী দম্পতিরূপেই প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা একত্রে হাসিমুখে যোগ দিয়ে থাকে। অন্যদের সম্মুখে তাদের পরাস্পরিক ব্যবহার দেখে, তাদের প্রেম ভালোবাসার প্রগাঢ়ত্ব প্রত্যক্ষ করে অন্যেরা সহজেই ঈর্ষাতুর হয়ে পড়ে। মনে হবে আদর্শ স্বামী-স্ত্রী। সারাক্ষণ পাখির কূজনে ব্যস্ত। কিন্তু তাদের অন্তর জুড়ে কত যে জ্বালা, কত যে বিষের প্রবাহ নিরন্তর বয়ে চলেছে তা আমার চাইতে আর কেউ বেশি জানত না। বেনুর জন্য আমার সমবেদনার অন্ত ছিল না। তার দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়ছিলাম। কখনও সে পুত্র-কন্যা এবং স্বামীসহও আসত।

একদিন শাকুরের সাথে আমার বাসায় এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাকুর তাড়া দেয়, চল চল, ওদের স্কুল থেকে আনতে হবে।

বলি, সেকি! এইমাত্র তো এলে!

আমি শাকুরকেও তার সম্মতি নিয়ে তুমি করে ডাকি। আরও বলি, আজ তোমরা আমার সাথে লাঞ্চ খাবে।

বেনু বলে, তা হবার নয়। পুত্র-কন্যা পথ চেয়ে থাকবে।

সমাধান দিই, শাকুর, তুমি আমার গাড়ি নিয়ে চলে যাও। ওদের নিয়ে ফিরে আস। আজ সকলে মিলে এক সাথে খাব।

বেনু উৎসাহিত কণ্ঠে বলে, তা অবশ্য করা যায়। আমিও না হয় সঙ্গে যাই।

শাকুরই বলে, দু জন যাবার প্রয়োজন নেই। তুমি বরং রেজা ভাইর দোলনা চড় বা তার সুইমিং পুল দেখে আস। আমি চট করে ওদের নিয়ে আসছি।

সে বের হয়ে যেতেই বেনু যথাস্থানে গিয়ে দোল খেতে থাকে। রায়হান সাহেব নিজেই দোলনার বিকল্পে ধরা দেয়।

আপনার মতো এক্সপার্ট লোক আমি আর দেখিনি। সময় নষ্ট করতে জানেন না।

www.pathagar.com

প্রতিটি মুহূর্ত সঠিক ব্যবহৃত।

শাকুর ব্যতীত আর কতজনকে দেখেছ?

সে এই প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, আমার মনে হয় মাঝে আরও কেউ আছে। শাকুরের তিক্ত ব্যবহার ও পাশবিক আচরণে তার মনের অবস্থা যেখানটায় পৌঁছেছিল সেখানে তার মতো মেয়ের পক্ষে বন্ধু জুটিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়। আমার আবির্ভবের পূবেই কেউ এসে থাকবে। সে বলে না। আমিও চাপ দিই না।

অন্য একদিন এই শিমুলকে নিয়ে সে উপরে উঠে আসে। তাকে বারান্দায় টেলিভিশনের সম্মুখে বসিয়ে একগাদা ছবির বই ও একটা চকোলেটের বাক্স গছিয়ে দিয়ে বেনুকে টেনে ভিতরে নিয়ে যাই। সে আপত্তি করে, শিমুল বাইরে!

তাতে কি হয়েছে! তুমি যখন তাকে নিয়ে এসেছ, এ সম্ভাবনার কথা ভেবেই এসেছ।

তার অনান্তরিক আপত্তি আমার তীব্র দাপটের সামনে খড়কুটার মতো ভেসে যায়। বাইরে এসে আমরা দুজনই আশ্বস্ত বোধ করি। শিমুলের কোন দিকে খেয়াল নেই। এক মনে ছবির বই দেখছে, চকোলেট চিবুচ্ছে।

তার মা তাকে জিজ্ঞেস করে, শিমুল আমাকে খুঁজছিলে?

না, তুমি তো মামার সঙ্গে গেলে।

আমরা দুই পরিতৃপ্ত নর-নারী সন্তুষ্টচিত্তে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি।

আমার ভারত ভ্রমণের প্রোগ্রাম হয়। দিল্লী, আগ্রা ও জয়পুর যাওয়ার কথা শুনে বেনু ক্ষেপে ওঠে, আমি সাথে যাব। আমাকে নিতে হবে।

তুমি কি পাগল হলে বেনু! যা-ই করি না কেন, আমার কোন সমস্যা না থাকলেও তোমার সংসার আছে। পুত্র-কন্যা ও স্বামী আছে। কি করে ম্যানেজ করবে।

সে আমি বুঝব। যে না সংসার আর স্বামী!

কিন্তু শিমুল ও খোকন? ওদেরকে কে দেখবে?

শাকুরের শয্যাসঙ্গিনী ওই কাজের মেয়েই দেখবে।

আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করি, তুমি কলেজের প্রফেসর। সমাজে অনেকেই তোমাকে জানে। হঠকারিতা করো না। কাজের মেয়ের হাতে সন্তানদের রেখে

www.pathagar.com

গেলে সে ওদেরকে মেরেও ফেলতে পারে। সেটা ভেবে দেখেছ?

সে কিছুটা বুঝে আসে, কিন্তু আমার যে আপনার সঙ্গে ওসব জায়গায় যেতে ইচ্ছা করছে।

ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাস্তবতাবর্জিত কোন সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তীতে অনুতাপ করতে হবে। নিজের জন্য ভাবি না। আমি তোমার দিকটাই দেখছি।

বুঝেছি, আপনি আমাকে সঙ্গে নিতে চান না।

সে রাগ করে উঠে দাঁড়ায়। আমি অনেক কষ্টে তাকে আয়ত্বে এনে নিজস্ব টেকনিক প্রয়োগ করে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হই। জয়পুর থেকে তার জন্য জেড্ পাথরের মালা, কাঠের রঙ্গিন বালা, এক ডজন মেয়েদের রুমাল ও একটি সেখানকার কারুকার্যখচিত শাড়ি কিনে আনি। উপহার সামগ্রী পেয়ে বাচ্চা মেয়েদের মতো আনন্দে মেতে ওঠে। আমার মন খুশিতে ভরে যায়।

তাকে ভারতে না নিয়ে গেলেও বিদেশে তার চাইকে বড় এক জায়গায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমেরিকায় এই নিউয়র্ক শহরে।

কয়েকটি বৎসর একভাবে তার সাথে ওঠা-বসা চলে। হঠাৎ করেই একদিন সে এসে আমাকে জানায় তারা আমেরিকা যাচ্ছে। স্থায়ীভাবে নয়, এখন ওখানে গিয়ে ছেলে মেয়েকে সেখানকার স্কুলে দেবে। বেনুর ছোট ভাই নিউইয়র্কে পরিবার নিয়ে বাস করে। তারা আসা যাওয়ার মধ্যে থাকবে।

বলি, বেনু, তোমাকে মিস্ করব।

তা কেন! আমরা স্থায়ীভাবে যাচ্ছি না। আমার ছোট ভাই সেখানে থাকায় সুবিধা হয়েছে। সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। শিমুল ও খোকনকে সেখানে স্কুলে পড়ান যাবে। দেশে যা পরিবেশ, ওদের লেখাপড়া হওয়া কঠিন। আমরা যাতায়াত থাকব।

ব্যাপার কি বেনু! লটারী পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে?

না, তা নয়। অন্য ব্যাপার আছে। শাকুর কিভাবে কিছু টাকা করেছে। আমি তার অর্থের তোয়াক্কা করি না। নিজেই উপার্জন করি। ছেলে মেয়ের জন্যই ভাবতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

তারপরই অন্য প্রসঙ্গে চলে আসে, রেজা ভাই পূর্বেও বলেছি, আপনি যদি চান এবং মত বদলান তা হলে আমি সব ছেড়ে ছুঁড়ে আপনার কাছে চিরতরে চলে আসতে পারি।

তুমি ভাবাবেগে কথা বলছ! সুস্থ মাথায় চিন্তা করলে দেখবে সেটা হবে ভুল সিদ্ধান্ত!

সে হতাশায় মূহ্যমান কণ্ঠে বলে, জানি আপনি এ ধরনের উত্তরই করবেন। আপনি অবশ্যই একজন পুরুষ বটে কিন্তু উত্তম পুরুষ নন।

হেসে ফেলি। তাকে খোঁচা দিয়ে বলি, এখন কি সেই উত্তম পুরুষের সন্ধানেই আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছ?

সে কোন প্রতি উত্তর করে না। বিমর্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এই শহরেরই ব্রুকলিনে সেবার জালালের বাসায় আছি। তাকে তুমি চিনবে না। আমার এক বন্ধু। এখন কানাডায় সেটল্ করেছে। সেদিন সকালের দিকে একা একা বাসায় বসে টিভি দেখছি। জালাল কাজে গেছে। টেলিফোন বেজে ওঠে, মে আই স্পিক টু মি. রেজা রায়হান?

পার বেনু। তোমার সেই দারুণ কিন্তু অধম পুরুষ রেজা রায়হানই কথা বলছি! ওহ্! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! কেমন আছেন রেজা ভাই? কবে এসেছেন? কতদিন থাকবেন?

বেনুর অনেক প্রশ্ন।

জিজ্ঞেস করি, আমার নাম্বার পেলে কার কাছে?

সে রহস্যের হাসি হেসে বলে, তা বলব না। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। কখন, কোথায় দেখা হতে পারে?

তাকে সব খুলে এবং এও বলি তার সময় থাকলে তখনই জালালের বাসায় চলে আসতে পারে। একা রয়েছি।

এক্ষুণি আসছি। ওহ্ আমার যা আনন্দ হচ্ছে!

সে আসে। সহজে বাড়ি চিনে বার করতে পারে না। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে জালালের বাসায় পাঁচ তলায় উঠে এলে দরজা খুলে দিয়ে তাকে বুকে করে ভিতরে নিয়ে আসি। সে অনেক সময় সেখানে লেগে থাকে। অজস্র পিপাসার্ত চুম্বনে সে

www.pathagar.com

আমাকে আপ্লুত করে দেয়।

কিছুটা বিশ্রামের পর তাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যেতে চাইলে সে বলে, আজ কিছু হবার উপায় নেই!

কেন, অমৃতে তোমার অরুচি কখনও দেখিনি!

সে বলে, বোঝেন না কেন? অসুবিধা না থাকলে একথা বলি? মেয়েদের কত অসুবিধা আছে!

আর কতদিন এ অবস্থা চলবে?

আরও দিন তিনেক।

কিন্তু আমি যে দু দিন পরে চলে যাচ্ছি!

কিছুদিন থেকে যেতে পারেন না? শাকুর দেশে গেছে। ইচ্ছা করলে আমরা অন্যত্রও বেড়াতে যেতে পারি। থাকুন না রেজা ভাই।

সেটা সম্ভব নয়। লন্ডন হয়ে যেতে হবে। সেখানে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কাজ আছে। সব পূর্ব থেকে ঠিক করা। এখন আর পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সে বোঝে। বলে, আমারই দুর্ভাগ্য রেজা ভাই। কতদিন আপনাকে দেখি না! আপনার কথা প্রতিমুহূর্তে মনে পড়ে।

তোমরা তো ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ। আধা মার্কিনী, আধা বাংলাদেশী। তোমাদের নাগাল পাওয়া সহজ নয়।

সেদিন সে অনেকক্ষণ থাকে। আমার সাথে বাইরে গিয়ে লাঞ্চ করে। পরদিনও সারাদিন আমার সঙ্গে থাকে। জালালের সেদিন ছুটি ছিল। তার গাড়িতে ত্রয়ী অনেক ঘুরে বেড়াই। লাঞ্চ, বিকেলে চা এবং রাতের ডিনারে একসঙ্গে করি। ব্যাস সেই পর্যন্তই।

তারপর তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা কখন ঢাকা আসে, কখন ফিরে যায় জানি না। ধীরে ধীরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। অন্যত্র আসর জমে ওঠে। বেনুরও বোধহয় একই ব্যাপার ঘটে। চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল। বেনুর চ্যাপ্টার শেষ।

রুবা হাততালি দিয়ে ওঠে, ভালো হয়েছে। তোমাদের শেষ দেখায় যে কিছু

www.pathagar.com

হয়নি তাতে আমি খুবই সন্তুষ্ট। হলে খুব রাগ হত।

রায়হান উঠে গিয়ে তাকে দুই হাতে বেঁধে ফেলে। বলে, সে ব্যর্থতা এখন স্বার্থকতায় পর্যবসিত করতে হবে।

রুবার আপত্তি হয় না। তার মন খুশিতে ভরে আছে। স্নেহসিক্ত রায়হোন ভাবে, আচ্ছা পাগল মেয়ে! কবে কোন্ কালে তার স্বামীর বহু অভিযানের একটি অসফল পরিসমাপ্তিতে আজ সে উল্লসিত। সেই সূত্র ধরে এত দিন পরে স্বামীর অসময়ের আহ্বানে সাড়া দিতে তার কিছুমাত্র অমত হয় না।

পাগলের গোবদানন্দ বলে একটা কথা আছে জানো?

জানি সাহেব খুব জানি। যখন তখন স্ত্রীকে নিয়ে মেতে ওঠার ওটা আরেক নাম।

নাগো বউ, না। বহু অপকর্মের নাটেরগুরু তার স্বামীটি যে শেষ মুহূর্তে একজনের সাথে ব্যর্থ হয় তাতেই স্ত্রী রত্নটি খুশিতে নেচে ওঠে।

রুবার তখন জবাব দেবার অবস্থা না।

এখন তোমাকে একজন আধা বাঙ্গালিনী, আধা পাঞ্জাবিনীর ঘটনা শোনাব। প্রেমট্রেম ওসব বোগাস কথাবার্তা। অন্তত আমার ক্ষেত্রে। নিছক দেহজ মোহকেই নানা আপ্তবাক্যে সুশোভিত করে বর্ণনা করা চলে। অন্য কেউ হলে তাই করতাম। কিন্তু আমার বউটা খাঁটি রত্ন। তাকে ভাড়ালে অধর্ম হবে।

রুবা তার বড় বড় চোখের প্রসন্নদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে, তুমি তা করবে না। আমি জানি। যেহেতু আমি কোন অসত্যের মধ্যে নেই, সেহেতু তুমিও নিজের অজান্তে অনেকটা বদলেছ। দেখে গর্বে আনন্দে আমার বুক ভরে ওঠে। এই, ওসব করো না। ভালো করেই জানি, এখনই বলবে দেখি, দেখি বুক কি করে ভরে উঠল! তোমাকে চিনতে আর বাকি নেই!

রায়হান তার স্বাভাবসুলভ উচ্চহাস্য করে ওঠার পূর্বেই রুবা তার মুখ চেপে ধরে। বলে, এটাও জানি। তাই পূর্বাহ্নেই সতর্ক।

কিছুই যদি করতে না দিবে বউ, তা হলে স্বামী বেচারা যে শুকিয়ে মরে যাবে।

www.pathagar.com

এই, তোমাকে না কতবার নিষেধ করেছি এসব অলক্ষুণে কথা কখনও বলবে না। তোমার কিছুই মনে থাকে না!

রায়হান দুষ্টামি করে, একটু মুখশুদ্ধি করে দাও। আর বলব না।

রুবা অকৃপণভাবে মুখশুদ্ধি করে দেয়।

রায়হান বলে, এই না একটা কাজের মতো কাজ করলে! এখন নিঃশংক চিত্তে সব বলা যাবে।

অনেক দিনের কথা, পাঞ্জাবের এক সিভিলিয়ন যুবক চট্টগ্রামে সরকারি পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। স্বপ্লদিনের মধ্যেই স্থানীয় এক সুন্দরীর বন্ধনে জড়িয়ে পরে তাকে বিয়ে করে পাকাপাকি ভাবে এ দেশেই থেকে যায়। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই অবশ্য তার জীবনাবসান ঘটে। চট্টগ্রামে তাকে সমাহিত করা হয়। তারই জ্যেষ্ঠা সন্তান সাবা চৌধুরী। পিতা মাতার বিশ্রুত প্রেমের ফসল ছিল এই সাবা। জনক জননী দু জনই ছিল দারুণ দর্শনাধারী। পিতা ছ ফুটের উপর লম্বা। পাঞ্জাবীদের স্বাভাবিক দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল বাদামী। বাঙ্গালি মা ছিল পরমা রূপবতী এবং লাবণ্যভরা কমনীয় দেহের অধিকারিণী। সাবা দু জনের কাছে থেকে তাদের যা কিছু উত্তম উপাচার তার সবটুকুর উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পিতার দীর্ঘ সুগঠিত দেহ সৌষ্ঠব ও মায়ের দুধে-আলতা দেহ বর্ণসহ তার সব রূপ লাবণ্যের স্বার্থক প্রতিমূর্তিরূপে সে গড়ে ওঠে। শৈশব থেকেই সে তার সমবয়সীদের মাথা ছাড়িয়ে যেত। যৌবনে পদার্পণ করার পর শহরে সে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে খ্যাতি লাভ করে। দীর্ঘ দেহের অধিকারিণী রূপবতী যুবতী সাবা যখন হেঁটে যেত মুনি ঋষিদের ধ্যান ভাঙ্গত কিনা জানা যায়নি, কিন্তু নারী পুরুষ নির্বিশেষ তার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুন্দরী মেয়েরা বেশি দিন অবিবাহিতা থাকে না। অচিরেই সেনাবাহিণীর এক তরুণ অফিসারের দৃষ্টি তার উপর পতিত হয়। এবং এক সময়ে যথারীতি তার সাথে সাবার বিয়ে হয়ে বহু প্রাণের হা হুতাশের অবসান ঘটে। সাবার স্বামী পরবর্তীকালে গোটা কয়েক প্রমোশন লাভ করে একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তারূপে প্রতিষ্ঠা পায়। সে দুই কন্যা সন্তানের জননী। তার কন্যারা যখন কৈশোরে পদার্পণ করছে তখন সাবার সাথে আমার সাক্ষাৎ। সে তখন স্বামীর পদবীর কারণে সাবা চৌধুরী। বয়স মধ্য গগণে। ত্রিশের কোঠায়। কিন্তু তার রূপ যৌবনের দিকে চোখ পড়লে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা যায় না। এতটাই দীর্ঘাঙ্গী এবং স্বাস্থ্যবতী যে অধিকাংশ মাঝারি দেহের বাঙালি

www.pathagar.com

সন্তান তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মনে মনে তার নিবিড় সম্পর্ক কামনা করলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করত না। এছাড়া যৌবনে পদার্পণ করেই সে সামরিক অফিসারের পত্নী। তার দিকে সেভাবে দৃষ্টি দেওয়ার তেমন সুযোগ ছিল না।

অনেকের মতো আমিও তাকে প্রথমবার দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। বাঙালি মেয়ে এরকম হয়! পরে যখন তার জীবনের সব তথ্য অবগত হই তখন সবকিছু সম্যক উপলব্ধি করি। সাবা তিন ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত। বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু। তার কথাবার্তায় কখনও পিতার ভাষা এবং শব্দচয়ন পরিলক্ষিত হত।

অফিসে ছিলাম। পিএ ইন্টারকমে জানায়, স্যার, কর্ণেল আসগর চৌধুরী এসেছেন। সঙ্গে তার স্ত্রী। তাদের অবশ্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। দেখা করতে চান।

এই নামে কাউকে চিনি না। এত্তেলা না দিয়ে আর্মি অফিসার সস্ত্রীক এসে উপস্থিত। কিছু বুঝতে পারি না।

পাঠিয়ে দাও।

সেই প্রথম সাবাকে দেখি। টকটকে গায়ের রঙ। স্বামীর মাথা ছাড়িয়ে তার দৈর্ঘ্য। কি স্বাস্থ্য! সব ফেটে পড়ছে। অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাই, আসুন, অনুগ্রহ করে বসুন। মাফ করবেন আমি কিন্তু আপনাদের চিনতে পারছি না।

আসন গ্রহণের পূর্বে কর্ণেল সাহেব হাত মিলায়। বিরল কেশের মাথা থেকে টুপিটি খুলে পরিচয় দেয়।

আমি কর্ণেল আসগর চৌধুরী। আমার স্ত্রী সাবা চৌধুরী।

পরিচিত হয়ে খুশী হলাম। বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি!

তার আগে যদি অনুমতি দেন একটু কফির কথা বলি?

সাবা চৌধুরী হাসিমুখে উত্তর দেয়, কিউ নেহি। নিশ্চয়ই কফি খাব।

তাকে দেখে এবং তার বাংলা শুনে বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়। কর্ণেল সাহেব স্ত্রীর চাইতে মাথায় ছোট, রঙ সে তুলনায় ময়লা এবং স্বাস্থ্যে খাটো। এমন স্ত্রীর এমন স্বামী ভাবা যায় না। যাক সে কথা। সে বলে, আপনাকে খবর না দিয়ে এসে বিরক্তি করছি বলে ক্ষমা করবেন। আমার একটা মিটিং আছে সেক্রেটারীয়েটে।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে চলে যেতে হবে। আমার স্ত্রীর একটি আবেদন আছে আপনার কাছে। যদি খুব অসম্ভব না হয় বিবেচনা করলে বাধিত হব।

সে সব পরে শোনা যাবে। কফি খেয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু কফি খেয়েই আমাকে উঠতে হবে। সাবা, আমি পৌঁছে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তুমি বাসায় পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি সেক্রেটারিয়েটে পাঠিয়ে দিও। মিটিং কতক্ষণ চলবে কিছুই বলার উপায় নেই। গাড়ি সময় মতো না এলে অসুবিধায় পড়ব।

আমি বলি, আমার কাছে যখন দাবী নিয়ে এসেছেন তখন আমিও দাবী করে একটি কথা বলতে চাই। আমার অফিসে একাধিক গাড়ি রয়েছে। যদি আপত্তি না থাকে তাতে করেই মিসেস চৌধুরী বাসায় ফিরতে পারেন।

সাবা চৌধুরী খুশি হয়ে বলে, বেশক। অসুবিধা কি আছে।

সে স্বামীর মতামতের খুব একটা তোয়াক্কা করে বলে মনে হল না।

কফি আসে। স্যান্ডুইচ আসে। কর্ণেল সাহেব শুধু কফি নিলেও তার স্ত্রী স্যান্ডইচও নেয় এবং আনন্দ করেই খায়।

মন্তব্য করে, গুড স্টাফ। আপনার স্যান্ডুইচ ভালো।

বলি, আমার নয়, পূর্বানীর। আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। সেক্ষেত্রে আর একটি নিন।

সে হাসিমুখে বলে, জরুর।

সে আর একটি তুলে নেয়।

কফি শেষ করে কর্ণেল সাহেব তার ক্যাপ এবং ব্যাটন তুল নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আমি তা হলে আসি। মি. রায়হান, আপনাকে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। দেখা করার সুযোগ দিলেন। কফি খাওয়ালেন এবং আমার স্ত্রীকে লিফটও দিচ্ছেন। অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

মনে মনে বলি, এমন জিনিস নিয়ে এসেছ, আরও কত কি দেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি তা যদি জানতে! বন্ধুত্ব অবশ্যই বৃদ্ধির চেষ্টা করব। তবে সেটা তোমার মতো ব্যাটনধারীর সঙ্গে নয়। যে রমণীরত্নটি সাথে নিয়ে এসেছ তার বন্ধুত্ব লাভে রেজা রায়হান স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তোলপাড় করতে প্রস্তুত।

www.pathagar.com

মুখে বলি, নিশ্চয়ই। আগামীতে হয়ত আমাদের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে। আপনি ভাববেন না। মিসেস চৌধুরীর বক্তব্য শুনব এবং যথাসাধ্য করার চেষ্টা করব। তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার দায়িত্বও সানন্দেও নিচ্ছি।

কর্ণেল সাহেব আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন করে বিদায় নেয়।

আমি মিসেস সাবা চৌধুরীর একক সান্নিধ্যে এসে আসন গ্রহণ করি।

বলুন, আপনার কি সেবা করতে পারি?

বলছি, একটা কথা স্বীকার করতে হয় মি. রায়হান! আপনার অফিস সুন্দর! শুধু অর্থে এটা হয় না, কালচার এন্ড ট্রেডিশন লাগে। বিউটিফুল ডেকোরেশন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস। খুবই সন্তুষ্ট হলাম।

অভয় দিলে একটা কথা বলতে পারি।

বেশক, বলুন, বলুন। আমি স্ট্রেট বাতচিত পছন্দ করি।

আমার অফিস যেমনই হোক, এখানে এর পূর্বে আপনার মতো সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী কেউ পদার্পণ করেনি। আজ আমার অফিস ধন্য হল। আমিও কৃতার্থ হলাম।

সে হেসে ফেলে, আপনি কি রাইটার বা শায়ের? ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য করেন! উমদা বলেছেন।

না, তা করি না। কাঠখোট্টা নিরেট ব্যবসায়ী মানুষ। কিন্তু আজ কাব্যচর্চা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। সাধ্য থাকলে আপনার রূপের বন্দনায় প্রশস্তি গেয়ে কবিতা লিখে ফেলতাম। আপনি কি কিছু মনে করলেন মিসেস চৌধুরী? আমি কি সীমা লঙ্গন করে ফেললাম?

ও নো, নো। প্রশংসা শুনতে মন্দ লাগে না। কাউকে ভালো লাগলে বলে ফেলাই উত্তম। এনি হয়ে। থ্যাঙ্কস ফর দি কমপ্লিমেন্টস। আপনি কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন এই আর কি। জরুরাত ছে জেয়াদা।

আমি চুপ করে তার দেহের দিকে তাকিয়ে তার রূপসুধা পান করি। কল্পনায় তার যৌবন নদীতে অবগাহন করি। ভাবি যদি একদিন এই অপূর্ব নারী দেহটিকে বেডরুমে নিয়ে ওঠাতে পারি! কোকরানো চুলের রাশির নিচে বালিশটি স্থাপন করে... আর ভাবতে পারি না।

www.pathagar.com

কি ভাবছেন মি. রায়হান?

সত্যি কথা বলব?

অফকোর্স। আমি সাচ্ বাত পছন্দ করি।

বলি, এখনই সবটা খুলে বলতে পারব না। কিন্তু আপনাকে নিয়েই ভাবছিলাম। এমন সব ভাবনা যা শুনলে আপনি আমার মাথা গুড়িয়ে দেবেন!

সে হেসে ওঠে, নেহি নেহি, আপনার মাথাটি সুন্দর এবং দামী। তাছাড়া মনে হচ্ছে বহুত শক্ত হবে। সহজে ভাঙ্গা যাবে না। আই ওন্ট ডু দ্যাট। হামছে নেহি হোগা।

থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস চৌধুরী। আশ্বস্ত হলাম। আপনার উপস্থিতির প্রভাবে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি। কিছু বেশি বলে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন। এবার বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি। সাধ্যে থাকলে আপনার জন্য সবকিছু করব।

বলুন না কেন জান কবুল!

দু জনেই একসঙ্গে হেসে উঠি। আমি আশান্বিত হয়ে উঠি। আমার ভাবনাগুলো একদিন ব্যাস্তবের মুখ দেখলেও দেখতে পারে!

সে যে জন্য এসেছে তা না বলে এটা সেটা নিয়ে কথা বলে। আমি প্রশয় পেয়ে যাই। তাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা অব্যাহত রাখি। তার কথার মধ্যে যে খানিকটা অবাঙালিসুলভ বৈশিষ্ট্য আছে তা উল্লেখ করতে মিসেস চৌধুরী বলে, দুঃখিত। আমি চেষ্টা করেও কথাবার্তায় সেন্টপার্সেন্ট বাঙালি হতে পারছি না। আমার পিতা ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। মা এই দেশের। সে কারণে কিছুটা গরবর হয়ে যায়। আমি মিক্সড কালচারের প্রোডাক্ট, মাফ করবেন।

না, না, মাফ চাইবার প্রশ্নই আসে না। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আপনার ভাষা শুনতে আমার খুবই ভালে লাগছে।

সাচ্ বলেছেন? নো কিডিং?

শপথ করে বলছি, বিশ্বাস করুন।

মনে মনে ভাবি আরও আগে কেন তোমার দেখা পেলাম না সাবা! তোমরা কথায় লুকিয়ে থাক! তারপর যখন দেখা দাও সঙ্গে থাকে কোথাকার হোতকা মুখের উর্দিওয়ালা। ইউনিফর্ম পরে, ক্যাপ লাগিয়ে ব্যাটন উচিয়ে তোমার অচল

www.pathagar.com

ধরে এসে উপস্থিত!

চিন্তায় বাধা পড়ে। মিসেস চৌধুরী এতক্ষণে তার আসল উদ্দেশ্য খুলে বলে, আমি নিজ উদ্যেগে কিছু বিজিনেস করি। আমার একটি ফার্ম আছে সাবা এন্টারপ্রাইজ। আপনি পাওয়ার টিলার আমদানি করছেন। আমার ফার্মকে কি এজেন্সী দেওয়া সম্ভব? তা হালে অত্যন্ত বাধিত হব।

আবার মনে মনে ভাবি, অবশ্যই সম্ভব। আরও কত কি সম্ভব! তুমি যদি এক হাত এগিয়ে আস আমি আসব দু হাত। তোমাতে আমাতে খুব জমবে। তার প্রস্তাবে খুশি হয়ে উঠি। সুযোগ আসন্ন। অভিজ্ঞতার মূল্য সমধিক। মন বলছে পাখি পোষ মানবে। তাই তো উড়ে এসেছে।

তাকে অবশ্য উত্তর করি, এই এজেন্সীর জন্য বিস্তর সুপারিশ আসছে। সমাজের রথি মহরথিরা ধরাধরি করছে। আপনি দরখাস্ত এনেছেন?

না, আপনার আশ্বাস পেলে নিয়ে আসব। সে কারণেই পার্সোনালী এলাম। যদি জান পয়চানে কাজ হয়। বলে সে হেসে ফেলে।

তার হাসি ও কথা শুনে আমি আশান্বিত হয়ে উঠি। সৌজন্য রক্ষা করে বলি, এসে ভালো করেছেন। আপনার ইমেজের একটা ভিন্ন আবেদন আছে।

ইউ মিন ইনফ্লেয়েন্স?

অফকোর্স। আপনি পুরুষ হলে বুঝতেন।

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি তালাশ করে। তারপর পুনরায় হেসে ফেলে বলে, অন্য কেউ হলে মাইন্ড করতে পারত। কিন্তু আমি ভিন্ন প্রকৃতির। আমি খোলামেলা বাতচিত পছন্দ করি।

আমি কিছু মিন করে বলিনি। কথায় বলে, পহেলে দর্শনধারী, বাদ মে গুণ বিচারী। কিছু মনে করবেনা, আপনি অভূতপূর্ব দর্শনধারী। মাথা ঘুরে যাবার মতো।

তা হলে বলছেন আমার গুণের অভাব?

না না, কখনও সেকথা বলিনি। ভাবিওনি। দুঃখিত, আপনি কি কিছু মনে করলেন?

সে এবার শব্দ করে হেসে ওঠে, মজাক করছিলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন।

www.pathagar.com

নিজের স্বম্বন্ধে আমি যতটা না ওয়াকেবহাল, আমার স্বামী তারচাইতে বেশি। ব্যবসা করলেও অফিসে বসেই সব করি। ঝুট-ঝামেলা বরদাস্ত করতে হয় না। লোক রেখেছি। কর্ণেল আমার বাহিরে যাতায়াত বিশেষ পছন্দ করে না। সে কিছুটা কনজারভেটিভ।

আমিও হাফ ছেড়ে বাঁচি। তার হাসিতে অংশ নিয়ে বলি, তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি হলেও তা-ই করতাম। হয়ত আরও বেশি করতাম।

আল্লাহ্ মেহেরবান। পুরুষ জাতটাই এক কিসিমের। মি. রায়হান, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি না তো? ইউ মাস্ট বি ভেরি বিজি!

না, না, কি যে বলেন! আমি আজ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। শুরুতেই নিবেদন করেছি, আমি কৃতার্থ।

তা হলে আর একদফা কফি খাওয়া যায়। শুধু কফি। আপনার কফি ভালো। বড়িয়া কফি।

আমার নয়, ন্যাসক্যাফের।

বেল বাজিয়ে পুনরায় কফি দিতে বলি, আমার আনন্দ ধরে না।

সে বলে, দরখাস্ত কি আজই পাঠাবার ব্যবস্থা করব? আভি?

তা হলে ভালো হয়। এই এজেন্সী পাওয়ার জন্য তদবিরের অভাব নেই।

সে বলে, তাহালে কি আমার কোন চান্স নেই? বদনসিব?

তা বলছি না। আপনি নিজে যখন এসেছেন এবং আপনাকে যখন আমার এতটা ভালো লেগেছে তখন আপনার দরখাস্ত অবশ্যই বিশেষ বিবেচনায় দেখতে হবে। শর্তাবলী পালিত হলে আপনাকে বিফল মনোরথ করব না।

থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ্। বহুত শুকরিয়া। আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব! এই এজেন্সীটা পেলে হয়ত আমার ফার্মটা দাঁড়িয়ে যাবে।

সে হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি নিয়ম ভুলে দুই হাতে তার অতি পেলব করপল্লব ধারণ করে গদগদ কণ্ঠে বলি, এই হাত যদি বন্ধুত্বের হয় তা হলে একে আমি আজ দৃঢ়ভাবে ধরলাম।

সে কোন কথা বলে না। আমার আবেগ কি কিছু বেশি হয়ে গেল! ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

তার হাত মুক্ত করে দিই।

আমি কি একটা টেলিফোন করতে পারি?

অবশ্যই পারেন। আপনি বসুন। আমার ব্যাগে মোবাইল সেট আছে। এনে দিচ্ছি।

তার প্রয়োজন নেই। আপনার টেবিলে গিয়েই করতে পারি।

সে উঠে টেলিফোন করতে যায়। আমি পেছন থেকে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের হিল্লোল প্রত্যক্ষ করে আরও আবিষ্ট হয়ে পড়ি।

হ্যালো রেহমান। জ্বী। ওয়ালইকুম সালাম। আপনি পাওয়ার ডিলারের এজেন্সির দরখাস্তটা রেডি করে ফেলুন। আমি এসে সিগনেচার করে আজই পাঠিয়ে দেব। জ্বী, জ্বী। কেয়া? নেহি নেহি। আশা করছি। খুবই আশা করছি। ঠিক হ্যায়। দোয়া কিজিয়েগা। আপনি ওটা রেডি করুন। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাসায় পৌঁছব। ইয়েস, ইয়েস। ওখানে নিয়ে আসবেন। ঠিখ হ্যায়। রাখছি। খোদা হাফেজ।

সে টেলিফোন রেখে আসে। আমি তার আসা যাওয়ার ছন্দিত লয় দু চোখ ভরে দেখি।

দরখাস্তটা রেডি করার নির্দেশ দিলাম। রেহমান আমার অফিসের নাম্বার ওয়ান স্টাফ। ভেরি এ্যাফিশিয়েন্ট।

আমার এমন একজন আছে। তার চাইতেও হয়ত বেশি। আমার বাড়ির ম্যানেজার আবুল।

কভি দেখা হয়ে যাবে। অবশ্য যদি কাজটা পাই।

কাজ না পেলেও ইচ্ছা থাকলে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হতে পারবে। বাই দি ওয়ে, ব্যবসা যখন করছেন তখন যদি যোগাযোগ রক্ষা করেন, আমি হয়ত আরও নানা বিষয়ে সহায়তা করতে পারি। খোদা চাহে তো ব্যবাসায়ে আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া খুব কঠিন হবে না।

সাবা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি বুঝার চেষ্টা করে। পরে চোখ মুখ উজ্জ্বল করে বলে, সাচ্ বলছেন?

অফকোর্স। সুযোগ দিয়ে দেখবেন।

কিসের সুযোগ?

আপনার সেবার।

সে পুনরায় মিনিটখানেক নীরব থাকে। তারপরও রহস্যময় হাসি উপহার দিয়ে বলে, সুযোগ করে নিতে জানতে হয় মি. রায়হান।

বাহ্বা, ভদ্রমহিলা বলে কি! নাচুনে বুড়ি, তাতে দিয়েছে ঢোলে বারি। ভালো করে আদার দিতে হয়, মাছ টোপ গিলল বলে।

দ্বিতীয় কাপ কফি পান করে সে উঠে দাঁড়ায়, এযাজত দিলে আজ বিদায় নিতে পারি।

এযাজত না দিলে?

তা হলে থেকে যাব। লাঞ্চ খাওয়াতে হবে।

হাতে আকাশ পাই। বলি, তা কি সম্ভব মিসেস চৌধুরী? সত্যিই কি লাঞ্চে আমাকে সঙ্গ দিয়ে ধন্য করবেন?

ওভাবে বলবেন না, দাওয়াত করে দেখবেন। অবশ্যই সম্ভব। বাট নট টুডে। আজ থাক। ফার্স্ট ডে অনেকটাই স্কোর করেছি।

আমিও উঠে দাঁড়াই। বলি, কে স্কোর করেছে সেটা পরে বিচার করা যাবে। আপাতত দু মিনিট টেবিলে এসে বসুন। আমি গাড়ীর কথা বলে দিই।

আমরা গিয়ে টেবিলে বসি। বেল বাজালে পিয়ন আসে। তাকে বলি, ড্রাইভার আমার গাড়ি নিয়ে মেম সাহেবার সঙ্গে তার বাসায় যাবে। সেখানে সে অপেক্ষা করবে। এই মেম সাহেব তাকে একটা দরখাস্ত দেবে। সেটা নিয়ে চলে আসবে।

পিয়ন আদেশ নিয়ে বের হয়ে যায়।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব মি. রায়হান! ইউ আর গ্রেট। বহুত বহুত শুকরিয়া। আমি আপনার সহৃদয়তার অভিভূত। ঠিক বাংলা বলছি তো।

ঠিকের চাইতেও বেশি সঠিক। যদি অভিভূতই হয়ে থাকেন তা হলে বন্ধুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সামান্য সুযোগ নিতে পারি কি?

সে আমার চেহারা পড়ার চেষ্টা করে। পরে বলে, ইউ আর অলসো ফাষ্ট মি. রায়হান। অবশ্য গ্রেট ম্যানরা ফাষ্টই হয়ে থাকে। বলুন কি সুযোগ নিতে চান?

www.pathagar.com

এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য রেজা রায়হান সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। তাকে মাথা খাটিয়ে এই লাইনে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আসতে হয়েছে। সময় ও সুযোগ নষ্ট করার পাত্র সে নয়। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটি সুদৃশ্য প্যাকেট বের করি। সুন্দর মোড়কে উপহার দেবার জন্য ওতে রয়েছে প্যারিসের সুপ্রসিদ্ধ সুগন্ধি স্যানেল। সেটি তার সামনে ধরি। বলি, যদি বন্ধু বলে স্বীকার করেন তা হলে এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করুন। আমি খুশি হব।

এবার সে সত্যিই অভিভূত হয়। উঠে দাঁড়িয়ে সেটি গ্রহণ করে খুলে দেখে বলে, স্যানেল! মাই ফেভারিট! আপনাকে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।

পরে বলে, ফুল এবং সুগন্ধি যেন কিসের লক্ষণ?

বলি, প্রীতির।

মিসেস সাবা চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেবার মতো করে বলে, তা হলে এতদ্বারা এলান করা যাচ্ছে যে, সাবা চৌধুরী ও মি. রেজা রায়হান আজ থেকে বন্ধুত্বের বাঁধনে, আই মিন বন্ধনে, আবদ্ধ হল। কনগ্রেচুলেশনস।

সে হাতে বাড়িয়ে দেয়। পূর্বেবৎ তার হাত ধরে আমি বলি, কনগ্রেচুলেশনস টু ইউ অলসো। আজ থেকে আমরা পরস্পরের সুহৃদ। অর্থাৎ হিতাকাঙ্ক্ষী এবং ভালাবাসার জন।

ঠিক বলেছেন। ঠিক সময়ে আমার ঠিক শব্দ আসে না। কিন্তু আমি এ্যাকসেপ্ট করছি। আই অ্যাম হ্যাপি। দোস্তি মোবারক!

আমিও খুশি। দারুণ খুশি মিসেস চৌধুরী।

নো, এখন থেকে সাবা, স্রেফ সাবা। নো মিসেস, নো চৌধুরী এবং আপনি নয়, তুমি। তুমি কেমন বোধ করছ রায়হান, মাই ফ্রেন্ড!

অপূর্ব। মনে হচ্ছে সশরীরে বেহেশতে প্রবেশ করছি সাবা।

আজ তা হলে আসি? আবার কবে দেখা হবে?

এসো। মনে হচ্ছে শীঘ্রই দেখা হবে এবং আরও অনেক কিছু হবে।

তার ডান হাতটি ধরাই ছিল। আলতো করে তাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে ছেড়ে দিই। সে সেখানটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একসময় বলে, এখন আসছি। বাই। ফের মিলঙ্গে।

www.pathagar.com

জরুর মিলেঙ্গে।

আমি তার ভাষায়ও প্রভাবিত হয়ে পড়ি। দু জন একসঙ্গে হেসে উঠি। সে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমার অফিসের সবগুলো আলো যেন একসঙ্গে নির্বাপিত হয়ে যায়।

রুবা মন্তব্য করে, কিসের তুমি চালু! তোমার চাইতে শতগুণ বেশি চালু এই ঢেমনি! তুমি দ্রুত হলে সে দ্রুততমা।

রুবা, তোমার মুখে এমন অশালীন শব্দ! এ যে ভাবাই যায় না!

না, তা যাবে কেন? সে বেটি রূপ যৌবন দেখাতে অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াবে, মানুষের মাথা চিবিয়ে খাবে, ব্যবসা আদায় করবে, কফি খাবে, গাড়ি দৌড়াবে, উপহার নিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে চুমো খেতে। তুমি করে ডেকে বন্ধু বানিয়ে লোক পটাবে। সবই একদিনে এবং প্রথম দিনে। তাকে ঢেমনি বলব না তো কাকে বলব!

ছি রুবা, সে হয়ত মন্দ। কিন্তু তুমি তো তা নও। তুমি কেন মুখ নষ্ট করবে! তোমাকে এটা মানায় না রুবা।

রুবা বুঝতে পারে সে তার স্বভাব বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ফেলেছে। কিন্তু সে কি করবে! তার এত রাগ হচ্ছিল মেয়ে মানুষটার উপর! প্রথম দিনেই কেউ এতটা পারে! মাগো! সে চিন্তাও করতে পারছে না। লজ্জা পেয়ে সে স্বামীকে সব খুলে বলে। স্বামীর কাছে তার কোন গোপনীয়তা নেই। মনের নিভৃততম কথাটিও সে তাকে খুলে বলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

আমাকে মাফ করে দাও। না হয় শাস্তি দাও।

কি শাস্তি প্রত্যাশা করছ!

রুবা বুঝতে পারে স্বামীর মতি অন্যদিকে গতি পাচ্ছে। তবুও বলে, যে শাস্তি দেবে সেটাই মাথা পেতে নেব। আমি আজ অন্যায় বলেছি।

রায়হান তাকে সামনে টেনে এনে মুখ চুম্বন করে বলে, খুব একটা অসত্যও বলনি। মাঝে মাঝে মুখ বদলের জন্য টক বা তিতা খেতে হয়। ক্রমাগত মিষ্টান্ন সেবন মুখরোচক নয়। সে যাই হোক, তোমার মুখ খারাপ করার কি প্রয়োজন? সে এসেছে। কিছুদিন থেকেছে। তারপর ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন। নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছে। রেজা রায়হান তার চিরদিনের সাথী রুবার জন্য বহাল

www.pathagar.com

তবিয়তে প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছে। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে যখন রুবা এসেছে সে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে পুনঃ মনুষ্যে পরিণত হয়েছে।

রুবা তার কণ্ঠ বেষ্টন করে আহ্লাদিত চিত্তে বলে, জানি গো জানি, আর হবে না। এই আমি কান মলছি। আর করব না। তুমি বল।

না, তুমি কান মলবে না। ওটার সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত! বাজে ব্যবহারে হাত লাগাবে না। সময়ে আমিই যা করার করব।

ঠিক আছে। এখন আবার শুরু কর।

তুমি ঠিকই বলেছ রুবা। একদিনেই এবং প্রথম দিনেই এতদূর যাওয়া দৃষ্টিকটু বৈকি! কিন্তু গরজ বড় বালাই। তাছাড়া শুধু তাকে দোষ দিচ্ছ কেন! তোমার স্বামীটির সেদিন কি ভূমিকা ছিল? যত নষ্টের নায়ক সে নিজে। যা কিছু ঘটেছে তার সিংহভাগ অবদান সেই আদি শিকারীর।

তাকে কেবল এজেন্সিই দিই না, তাকে অন্যান্য ব্যবসার আটঘাটও শিখাই। নিজেও উদ্যোগ নিয়ে তাকে ব্যবসা জুটিয়ে দিই। তার ভালো অর্থ উপার্জন হয়। নিজের ব্যবহারের জন্য ছোট একটি গাড়িও ক্রয় করে। আমাকে পাশে বসিয়ে সে ড্রাইভ করে।

তাকে একদিন জিজ্ঞেস করি, তোমার স্বামী ভালো পদে আছে। তোমার ব্যবসা করার প্রয়োজনীয়তা হল কেন?

সে তার উত্তরে অনেক কথাই জানায়। কলেজে ভর্তি হয়েই তার বিয়ে হয়ে যায়। নিজের মূল্য যাচাই করার সময় পায়নি। আর্মি অফিসার স্বামী পেয়েই খুশি। তাছাড়া সে সময় ছেলে ছোঁকরাদের উৎপাতও ভালো লাগছিল না। বিয়ের পর বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে থেকেছে। দেখেছে অন্য অফিসারদের স্ত্রীরাও ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায়। চৌধুরী সে সময় দেখতে এতটা অসুন্দর ছিল না। তখন মাথা ভর্তি চুল ছিল। লোকে অবশ্য বলত, চৌধুরীর পক্ষে সে নাকি অতিরিক্ত সুন্দরী। তার নিজের খুব একটা অভিযোগ ছিল না। এক অর্থে সে একজন পুরুষই দেখেছে। কাজেই শারীরিকভাবেও খুব একটা অতৃপ্ত ছিল না। অবশ্য মনে হত, চৌধুরী দৈহিকভাবেও আরও একটু সবল এবং দক্ষ হলে তার উপযুক্ত হত। সে যাই হোক, চৌধুরী এদিকে যাই হোক না কেন, অফিসার হিসেবে সে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ এবং সত্যিকার অর্থে সৎ। পরপর দুই মেয়ে জন্ম নেবার পর তার অধিক অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে কর্ণেল তা মিটাতে সক্ষম হয় না। বড় সরকারি কর্মকর্তা

পিতার কন্যা সে। বিলাসিতার মধ্যে পালিত হয়েছে। সৈনিক জীবনের নিয়ম নীতির কঠোরতা ও অর্থের অপ্রাচুর্যতা তাকে অনেকটাই মৃয়মান করে রাখত। সেই সময় তার বুদ্ধি আসে ব্যবসা করার। তার মা-ই তাকে এই পরামর্শ দেয়। সর্বক্ষণ ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ না থেকে কিছু একটা করে নিজেদের ঠাটবাট বৃদ্ধির আগ্রহও তার অনস্বীকার্য।

কর্ণেল সাহেব প্রথমে সম্মত হতে চায়নি। তাকে অনেক করে বুঝিয়ে পথে আনতে হয়। তার হয়ত ভয় ছিল অসামান্য রূপ যৌবনের অধিকারিণী তার স্ত্রী ব্যবসায় উপলক্ষে মানুষজনের সাথে মিশলে কিসে কি হয়ে যায়! সে শর্ত দেয়, সাবাকে যতটা সম্ভব অফিসে বসে লোক রেখে কাজ চালাতে হবে। খুব প্রয়োজন হলে সেও সাথে যাবে। কিন্তু কোন বিশেষ সুবিধা গ্রহণের সে বিরোধী।

এ পর্যায়েই তার সাথে রায়হানের সাথে সাক্ষাৎ। স্বামী যেটা নিয়ে চিন্তিত ছিল সেটাই ঘটে যায়। শুধু তাই নয়, অতি দ্রুততার সাথে ঘটে যায়। অন্য কেউ চিন্তাও করতে পারবে না কত স্বল্প সময়ে কি করে মিসেস সাবা চৌধুরী রেজা রায়হানের হাতের মুঠোয় চলে আসে।

তাকে একদিন বলি, আমরা বন্ধু। আমাদের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর কিছু ঘটুক এটা কাম্য নয়। কিন্তু প্রীতিকর কিছু ঘটতে আপত্তি কি?

এর মধ্যে একসাথে গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ানো, বড় হোটেলে লাঞ্চ ডিনার করা, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কিছুটা ন্যাগিং এবং তার ভাষায় থোরা বহুত কিস্‌মিস খেতে তার আগ্রহের অভাব ছিল না। আমার নিজের কথা বলাই অপ্রয়েজনীয়। ছক মতোই অগ্রসর হচ্ছিলাম। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় ছিল। তার মধ্যে কোন মানসিক দুর্বলতা বা আড়ষ্টতা ছিল না। যা করত বুঝে শুনেই করত। কোন ধানই পানাই বা হা হুতাশ ছিল না। কারো কারো মতো নিজের শরীরটিকে মন্দির বানিয়ে পূজা আচ্চায় নিমগ্ন থাকতে পছন্দ করত না। জীবন সম্বন্ধে তার ধ্যান ধারণা সবটাই ছিল আমার পরিকল্পনার অনুকূলে।

সে উত্তর করে প্রীতিজনক কী তোমার ইরাদা?

অনেক কিছুই। সেই প্রথমদিন জিজ্ঞেস করেছিলে, তোমাকে দেখে কি ভাবছিলাম। আজ বলি, সেদিন তোমাকে অঙ্কশায়িনী করার দুর্দমনীয় ভাবনাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তোমার দেহের দুর্বাব আকর্ষণ রোধ করা সম্ভব নয়।

সে দুম করে বলে ফেলে, ইউ ওয়ান্ট টু মেক লাভ?

www.pathagar.com

আমিও একইভাবে জবাব দিই, হোয়াই নট? আজকের বিশ্বের শ্লোগান হচ্ছে, মেক লাভ নট ওয়ার। আমরা দুজন যখন ফাইট করছি না তখন অন্যটা করব না কেন?

আমার অফিসে বসে কথা হচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়ায়, কোই বাত নেহি, কাম অন। এখানে এত আরামদায়ক ব্যবস্থা দেখে আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল এসব আয়োজন কিসের আলামত!

আমি হাসতে থাকি, তোমার মতো সম্মানিতা গেস্টকে অমর্যাদা করা যায় না। তাদের সুবিধার্থেই এসব ব্যবস্থা।

ঠিক হ্যায়। এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি! এসো আমরা যখন যুদ্ধরত নই, তখন ভালোবাসায় রত হই।

তাকে বলি, তুমি যেদিন প্রথম আসো, তোমাকে দেখে সেদিনই আমার মনের মাঝে আরও একটি সঙ্গত অভিলাষ সৃষ্টি হয়েছিল। আমার বেডরুমে, তোমার এই ফনার মতো কোঁকড়ান চুলগুলো বালিশে ছড়িয়ে দিয়ে তোমাকে যদি নিতে পারতাম! আজ যখন আমরা সে কাজে ব্রতী হতে যাচ্ছি তা হলে সেটাই করি না কেন! তোমার আপত্তি আছে?

নট এট দি লিস্ট। এক্ষুণি চল, আভি আভি তোমহারা ইরাদা পুরা হো যায়েগা।

এসব সময় তার ভাষায় বৈচিত্র এসে যেত।

তাকে বাসায় নিয়ে যাই। কল্পনা বাস্তবে রূপলাভ করে। আমার মতো মানুষও তার নিরাবরণ দেহসৌন্দর্য দেখে হকচকিয়ে যাই। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মনে হয় গ্রীক ভাস্কর্যের এক প্রতিমূর্ত্তী শ্বেত মর্মরে নির্মিত এক দেবীপ্রতিমা। আমার এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়।

তার দশাও প্রণিধানযোগ্য। সে এতদিন আমাকে বাইরে থেকে দেখেছে। এই বিশেষ একটি ক্ষেত্রে আমার দক্ষতা ও শৌর্য্যবীর্য তার অজানা। ইতিপূর্বে সে আমাকে কখনও অনুভব করেনি। আজ সবকিছু দেখে এবং গ্রহণ করে সে হতচকিত হয়ে পড়ে। অন্যদের মতো সে তেমন করে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারি সেই মুহূর্তে সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ লাভ করছে। তার নিঃশব্দ আচরণ ও স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা ব্যাটেবলে হয়ে উভয়ের পরম তৃপ্তি আসে।

www.pathagar.com

ইউ আর ফ্যানটাসটিক! তুমি অবিশ্বাস্য। আমি ভাবতেই পারিনি রায়হান! মাই ডিয়ার, তুমি আমাকে অজানা সুখ দিয়েছ। থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্। তুমসে কোই আচ্ছা নেহি!

অজানা বলছ কেন! তুমি বিবাহিতা। দুই সন্তানের জননী। এসব তো তোমার রোজকার ব্যাপার!

ও নো। তোমার কাছে হি ইজ জাস্ট এ চাইল্ড। এ ব্যাপারে তোমার সাথে তার তুলনা করলে বরং তোমাকে ইনসাল্ট করা হবে। ইউ আর সিম্পলি দি গ্রেটেস্ট! তুমসে কোই নেহি সোকেগা!

সে অবস্থায়ও পরিহাসের সুযোগ ছাড়ি না। বলি, স্বামী আর এই বন্ধুটি ব্যতীত যার অন্য অভিজ্ঞতা নেই, সে এতবড় সার্টিফিকেট দেয় কি করে!

সে কথার প্রতিউত্তর না করে সে আবার ফট করে জিজ্ঞেস করে, ডিড ইউ এনজয় ইট? তোমার কি ভালো লেগেছে?

আফকোর্স। সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়েও আমি বলতে পারি, তুমি অনবদ্য। তোমার রূপ যৌবনের তুল্য কিছু দেখিনি। আই হ্যাভ এনজায়েড এভরি বিট অফ ইট।

দ্যান লেট আস ডু ইট এগেইন।

এক্ষেত্রেও সে ব্যতিক্রম। আজ পর্যন্ত অন্য কেউ একই আসরে এ ধরনের প্রস্তাব করেনি। বলাই বাহুল্য আমি তার প্রস্তাব লুফে নিই।

দুপুরে সে আমার সাথে আহার করে। আহারের পর যখন তাকে পুনরায় উপরে নিয়ে আহ্বান জানাই সে অবিশ্বাস্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাউ কাম! এখন আবার! ওহ্ মাই গড! তুমি কি ইনসান না অন্য কিছু!

আই অ্যাম এ ম্যানিয়াক। সাবধান থেকো সাবা!

তাকে পূর্ণ দখলে নিলে সে বলে, জান রায়হান, উই আর মেড ফর ইচ্ আদার। তুমিই একমাত্র আমার কাবেল।

আমি তার সে কথার জবাব দিই না। আমার তখন অবকাশ ছিল না।

নিচে নামার পূর্বে জিজ্ঞেস করি, তোমার মত আধুনিকা মহিলার কোমরে তাবিজ

www.pathagar.com

কেন?

কি করব! ভয় পাই যে! মা শেষে এটা এনে দেয়। তারপর থেকে ভালো আছি। ঠিক হ্যায়। এরপর আর দেখবে না।

তাই হয়। এরপর থেকে কাজের সময় তার সঙ্গে একটি সূতাও থাকে না। এটাও তার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সঙ্গে এতটাই মজে যাই যে একসময় তাকে বুদ্ধি দেই, সাবা, অফিসের নাম করে নিরালা কোন এলাকায় একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া যায় না! আমি ভাড়া পরিশোধ করব।

সে বলে, তা করতে হবে না। তোমার সুবাদে এখন ভালোই উপার্জন হচ্ছে। তুমি আমার মনের কথাই বলেছ। একটা পৃথক বাড়ি। শুধু আমরা দু জন। যতক্ষণ খুশি থাকব। ব্যবসা পরিচালনার পয়-পরামর্শ করব!

সত্যি সত্যিই সে উত্তরাতে একটা বাসা ভাড়া করে ফেলে। দারোয়নকে সপরিবারে নিচে থাকতে দেয়। উপরে ঘন ঘন আমাদের আসর বসতে থাকে।

সে একদিন আমাকে একটি স্বর্ণের চেন পরিয়ে দিয়ে বলে, তুমি চাইলে আমি সব ছেড়ে-ছুঁড়ে চলে আসব। সমঝা?

আমি বলি, পথে অনেক বিলম্ব হয়েছে সাবা। তোমার মেয়েরা বিয়ের লায়েক হয়ে আসছে। এখন এসব চিন্তা বাদ দাও। এই তো আমরা দুজন মিলে এক ভিন্ন আনন্দের জগত তৈরি করেছি। নিষিদ্ধ হলেও আনন্দ আনন্দই। তার কোন বিকল্প নেই।

ঠিক বলেছ। তোমার সাথে আমার এত মিলঝুল। কেন সময়ে দেখা হল না রায়হান!

বলি, ললাট লিখন না যায় খণ্ডন। এখন যা পাচ্ছ তা নিয়েই পরিতৃপ্ত থাক।

বৎসর দুয়েক এভাবে কাটে। ভেবো না সে সময় আমি শুধু সাবাতেই মত্ত ছিলাম। একই সঙ্গে নানা প্রকারের আউটডোর, ইনডোর খেলা-ধুলার আমার অভ্যাস ছিল। বিরামহীন সে পরিক্রমায় সাবা অধ্যায়টিও কম চমকপ্রদ ছিল না।

রুবা জিজ্ঞেস করে, তারপর?

কিছু না।

কিছু না মানে কি?

www.pathagar.com

কিছু না মানে কিছু না।

ভেঙে বল।

ভেঙে বলারও কিছু নেই। একদিন সকালের দিকে তার ক্যান্টনমেন্টের বাসায় গিয়েছিলাম। সে ডেকেছিল। সেখান থেকে এয়ারপোর্টে যাব যশোরের উদ্দেশে। কাজ সেরে তড়িঘড়ি বের হবার সময় লোহার চৌকাঠে মাথায় আঘাত পাই। মাথায় আঘাত আমাকে বিচলিত করে। আমি কি সংশোধিত হব না! এত অপকর্ম কি আমার সাজে! মনে হয় কেউ আমাকে নিষেধ করছে, সতর্ক করে দিচ্ছে। সাবা অস্থির হয়ে ঔষধ, তুলা এসব এনে উপস্থিত করে। তার হাঁক-ডাকে বাসায় লোকজন এবং তার দুই অনূঢ়া কন্যা এসে উপস্থিত হয়। কন্যাদ্বয় আমাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। তাদের বোবা দৃষ্টি আমাকে আরও ভাবিয়ে তোলে। সেই প্রথম তাদেরকে দেখি। দুটি কম বয়স্কা সাবা। গায়ের রঙ মায়ের মতো নয়। জন্মদাতার প্রভাব পরেছে। অন্য সকল বিষয়ে সাবার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

তাদের সাথে দু চারটি মামুলি কথা বলে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে ফিরে আসি। যশোর যাওয়া হয় না। আমার মন বিকল হয়ে পড়ে। আর সাবামুখী হতে চায় না। সে একতরফা বেশ কিছুদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে এক সময় উত্তরায় বাড়ি ছেড়ে দেয়। অহেতুক ভাড়া টেনে লাভ কি! সময়ে আমাকেও ছেড়ে দেয়। সেখানেই সাবা অধ্যায়ের ইতি নেমে আসে। দোষ অবশ্য তার নয়, সবটাই আমার।

বেশ করেছ, বলে রুবা স্বামীর বহুদিন পূর্বে আঘাতের স্থানটি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে তার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ে।

সেদিন এক অলস বিকেলে বাসার নিচে অফিসে ঘরে বসে আছি। খাস বেয়ারা এসে নিবেন করে, স্যার একজন বৃদ্ধ ও দুটি মেয়ে এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাদেরকে বসিয়েছি।

তারা কারা?

জিজ্ঞেস করিনি স্যার। জিজ্ঞেস করে আসব?

না, এখন আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। পাঠিয়ে দে। এরপর থেকে পরিচয় জেনে তারপর আমাকে বলতে আসবি।

www.pathagar.com

জী স্যার!

একজন বয়স্ক লোক দুটি মেয়েকে সঙ্গে করে আমার ঘরে ঢোকে। লোকটির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এবং তার যে দৃষ্টিশক্তি নেই বুঝাই যাচ্ছে।

মেয়ে দুটি তাকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দয়।

আপনাদেরকে চিনতে পারলাম না। আমার কাছে কেন এসেছেন?

লোকটি হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। পিতার কান্নায় প্রভাবিত মেয়ে দুটিও নীরবে চোখ মোছে।

কাঁদছেন কেন? বলুন, আপনাদের পরিচয় কি এবং কেন আমার কাছে এসেছেন।

অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েটি এবার মুখ খোলে। বয়স ষোল-সতেরো হবে। সুশ্রী, চোখে চশমা। সালোয়ার কামিজ পরা বিধায় বয়স আরও কম মনে হচ্ছে। পরের মেয়েটি বছরখানেকের ছোট হবে।

সে বলে, স্যার, আপনাদের অফিসের হিশাম উদ্দীনের ইনি বাবা। আমরা তার বোন।

বুঝতে পারি হিশম উদ্দীন বলে একটি যুবক আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ছিল। হঠাৎ করেই তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। একদিন ফাইল-টাইল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিয়নকে জড়িয়ে ধরে এই কান্না, স্যার, আমাকে ক্ষমা করে দিন স্যার। পিয়নের অবস্থা শোচনীয়। অফিসে হৈচৈ পড়ে যায়। সকলেই একমত হয়, হিশামের মাথা গরম হয়েছে। অর্থাৎ পাগলামীর লক্ষণ। তার সহকর্মীরা তাকে বাসায় পৌছে দেয়। সংসারে সে-ই একমাত্র উপর্জনক্ষম। তার আকষ্মিক অসুস্থতায় বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং ছোট ভাই বোনরা অকুলপাথারে পড়ে। তাদের দেখার কেউ নেই।

হিশাম উদ্দিনকে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য প্রথমে এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়। পরে তা বৃদ্ধি করে তিন মাস করা হয়। মানবিক কারণে সে সময় পুরো বেতন দেবার ব্যবস্থা করি। কিন্তু শুনতে পাই, সে সুস্থ হয়নি। ইদানীং সে নাকি সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং কোন লোককে পছন্দ হলে তার পা জড়িয়ে ধরে কেবলই ক্ষমা ভিক্ষা করে। সে ঘোরতরভাবে অসুস্থ। স্বাভাবিকভাবেই তার চাকুরি চলে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ অন্ধ পিতা ব্যতীত সংসারে কোন পুরুষ নেই। তার চিকিৎসা এবং পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারে এমন কেউ নেই। তার পরের ভাইটি

বহু পূর্বেই গত হয়েছে। এরপর ছোট দুই বোন ছাড়াও একটি ছোট ভাই রয়েছে। সে নিতান্তই বালক। তাদের সংসরা অচল হয়ে পড়েছে।

আমার কাছে কি জন্য এসেছেন?

বাবা, আমার যে আর কোন পথ নেই! একমাত্র উপর্জনক্ষম সন্তান পাগল হয়ে গেল। তারও চিকিৎসা হচ্ছে না। কে এসব করে? এই মেয়ে দুটি পড়াশুনা করছিল, তাও বন্ধ হচ্ছে। একটি ছোট ছেলেও আছে। হিশামের মাও বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে। বাবা আমাদের কি হবে!

বৃদ্ধ আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মেয়ে দুটি পূর্ববৎ চোখ মুছতে থাকে। কি করি বুঝে উঠতে পারি না। সহানুভূতিতে মন ছেঁয়ে যায়। জিজ্ঞেস করি, হিশম উদ্দিন কি বাসায় থাকে? তাকে কি আমার কাছে আনা সম্ভব?

বড় মেয়েটি বলে, মাঝে মাঝে একটু সুস্থ হলে কখনো বাসায় আসে। কিন্তু আবার চলে যায়। ভাইজানের শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাকে দেখলে চেনা যায় না। সেও বাঁচবে না।

মেয়েটি কেঁদে ফেলে। তার পিতা এবং ছোট বোনটিও তাই করে। ভারি মুস্কিলে পড়া গেল! মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। বেল বাজাই। পিয়ন এলে বলি, আবুল।

অবিলম্বে আবুল এসে উপস্থিত হয়।

আমাদের অফিসের হিশাম উদ্দিনের কথা তুই শুনেছিস। ইনি তার পিতা এবং এ দু জন বোন। হিশাম উদ্দিন এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ে বেড়ায়। এভাবে থাকলে কোন দিনই ভালো হবে না এবং এক সময় যা হবার তাই হবে। আমাদের কর্মী ছিল, একটা দায়িত্ব আছে। তুই এক কাজ কর। এদের সঙ্গে যা। গাড়ি নিয়ে যা। পৌঁছে দিয়ে আসবি এবং সব ব্যবস্থা করে আসবি। সে বাসায় এলে তাকে আটকিয়ে এরা তোকে খবর দেবে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। পারবি না?

আবুল তার চিরাচরিত জবাব দেয়, কেন পারব না স্যার! আপনি ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা করব।

আচ্ছা তুই যা। এদেরকে চা-নাস্তা দিতে বল। বসার ঘরে নিয়ে যা। আবুল তাদেরকে বলে, আসুন।

আবুল বের হয়ে যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অনুমান করে টেবিলের উপর দিয়ে তার

www.pathagar.com

কম্পিত হাত দুটি বাড়িয়ে আমার একটি হাত ধরে ফেলে অন্ধ চোখে অনেক অশ্রু ঝরিয়ে আরও ঝোরে কেঁদে ওঠে, বাবা, আপনি মানুষ নন, আপনি ফেরেশতা। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করবেন। ওরে তোরা কি করছিস! তোরা তার পায়ের ধুলা নে। এমন মহাপুরষের দেখা আর পাবি না।

মহাপুরুষই বটে!

চোখ মুছে মেয়ে দুটি এসে আমাকে পায়ে ধরে কদমুছি করে। বাধা দিতে গিয়ে বড় মেয়েটির শরীরের স্পর্শ লাভ করি। মহাপুরুষের হাত বুঝতে পারে মেয়েটি যৌবনের দ্বারে ভালোভাবেই প্রবেশ করেছে। নিজের হীন মানসিকতায় নিজেকে ধিক্কার দিই।

তারা উঠে দাঁড়াতে বলি, এখন সংসার চলছে কিভাবে?

বৃদ্ধ বলে, চলছে না বাবা। ধার-কার্জ করে এবং যেটুকু খুঁদ কুড়ো সোনা-দানা ছিল তা বিক্রি করে এতদিন চলেছে। এখন কি হবে জানি না। আল্লাহ্ জানেন। বাবা, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। আজ আসি বাবা।

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে দোয়া করতেই থাকে।

দাঁড়ান।

আমি মানি ব্যাগ খুলে পাঁচ শত টাকার দশটি নোট বের করে বৃদ্ধের হাতে গুঁজে দিয়ে বড় মেয়েটিকে বলি, মাসখানেক পরে আবার এসো।

হিশাম উদ্দিন সুস্থ্ না হওয়া পর্যন্ত আমি যতটা পারি করব।

পিতা টাকাগুলো বড় মেয়েটির হাতে দিয়ে একই সঙ্গে কান্না ও আশীর্বাদের বন্যা বইয়ে দেয়।

মেয়ে দুটি এসে আবার আমাকে সালাম করে। বড় মেয়েটির সে সালাম আর শেষ হতে চায় না। তাকে হাতে ধরে তুলতে গিয়ে পুনরায় তার যৌবনের সমৃদ্ধি আমার অনুভবে আসে। মহাপুরুষের মহারোগ!

তিনটি কৃতজ্ঞ মানুষ অন্তরমথিত অনেক শুভাশীষ বর্ষণ করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

আবুলের তত্ত্বাবধানে ভালোভাবে চা-নাস্তা করে তারা বিদায় নেবার প্রাক্কালে আর একবার আমার অফিস ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তাদের

www.pathagar.com

আর শেষ হতে চায় না।

বলি, ওনাকে আর কষ্ট দিয়ে টেনে এনো না। মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞেস করি, তারা কি পড়ছে।

আমি ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম। ওর এবার ম্যাট্রিক দেবার কথা ছিল।

ছিলাম, কথা ছিল, এসব বেলছ কেন! পড়াশুনা চালিয়ে যাবে। নাম কাটা গিয়ে থাকলে আবার ব্যবস্থা করে নাও। তুমিও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আমি যখন কথা দিয়েছি আশা করি অসুবিধা হবে না।

বড় মেয়েটি অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। চশমা খুলে মুছে নেয়। তারপর দু বোনই এসে আবার সেদিন তৃতীয়বারের মতো আমার পা ছুঁয়ে সালাম করে। অসীম কৃতজ্ঞতায় বারবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। পরে অন্ধ পিতার হাত ধরে সেদিনের মতো বিদায় নেয়।

বিশ্বাস কর রুবা, সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে কোন আবিলতা ছিল না। হিশাম উদ্দিন আমার অফিসের কর্মী ছিল। কর্তব্যবোধই বল বা পরোপকারের অহংবোধ থেকেই বল, আমি তখন থেকে সেই পরিবারটির ত্রাণ পুরুষরূপে আবির্ভূত হই। চরম হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হিশাম উদ্দিনের পরিবারের কাছে আমি যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হই সেটা খুবই শ্লাঘার বিষয়। পরোপকার করারও একটা নেশা আছে। প্রশংসা শুনে মন ভরে ওঠে। পুণ্য লাভের আশায় না হলেও আত্ম-তৃপ্তির প্রত্যাশায় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এক ধরনের আনন্দই লাভ করি।

ঠিক এক মাস পর মেয়ে দুটি আবার আসে। তারা পুনরায় পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ করেছে জানায়। তারা এসেই সেদিনের মতো পা ছুঁয়ে সালাম করে।

বলি, দেখ, আমি এত ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নই। প্রথম দিন করেছ ভালো কথা। প্রতিদিন সালাম করতে হবে এর কোন মানে নেই।

হামিদা অর্থাৎ বড় মেয়েটি বলে, স্যার, আপনি কি সেটা আপনি জানেন না। আমি রোজ সালাম করব। আমাকে ঠেকাতে পারবেন না।

রোজ তুমি আমাকে পাচ্ছ কোথায়!

মানে যেদিন আসব।

www.pathagar.com

এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়াই না। রাসেদা অর্থাৎ ছোট মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, তোমার প্রস্তুতি কেমন চলছে?

স্যার, ভালো।

মেয়েটি কম কথা বলে।

তোমরা আমাকে স্যার ডাক কেন?

হামিদা জবাব দেয়, তা হলে কি বলে ডাকব? ভাইজান স্যার বলত। তাই আমাদের বাসায় সকলেই স্যার বলে।

তোমাদের বাসায়ও আমার আলোচনা হয় নাকি।

সব সময় আপনার নাম জপ হয়।

এটা ভালো কথা নয়। এটা করো না। বলো, আমি পছন্দ করি না। কি বলবে তো?

তারা কোন জবাব দেয় না। আজ তাদেরকে আমার সম্মুখেই চা ও খাবার দিতে বলি। সেসব আসলে হামিদা জিজ্ঞেস করে, স্যার, আপনি খাবেন না?

এটা আমার খাবার সময় না। তোমরা খাও। আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক কাপ কফি নিচ্ছি। তোমরা কেউ কফি পছন্দ কর?

কখনও খাইনি স্যার! আজ খেয়ে দেখতে পারি।

রাসেদা বলে, আমি চা খাব।

বেল বাজিয়ে পিয়ন ডাকি এবং চা ও দু কাপ কফির কথা বলি। চা কফি শেষ হলে আমি একটি এনভেলাপ হামিদার হাতে ধরিয়ে দিই। ওতে গতবারের মতোই টাকা দিয়েছি।

তারপর মানিব্যাগ বের করে দুজনকে আলাদা করে দু হাজার টাকা দিয়ে বলি, তোমরা এই টাকা দিয়ে নতুন কাপড় প্রস্তুত করে নেবে। গতবারও একই কাপড় পড়ে এসেছিলে।

স্যার, আপনি এটাও লক্ষ করে রেখেছেন! আশ্চর্য!

সে কথার প্রতিউত্তর না করে বলি, আমার বাড়িতে দোলনা আছে। চড়ার লোক

www.pathagar.com

নেই। তোমরা দুজনে ইচ্ছা করলে এবং সময় থাকলে খানিকটা দোলনায় চড়তে পার।

স্যার, শুনেছি আপনার বাসায় ছাদে সুইমিং পুলও আছে। ঠিক?

অবশ্যই ঠিক। সেটা তোমাদের ভালো লাগবে না। কি দোলনায় যাবে?

রাসেদা বলে, আমি যাব। হামিদা বলে, আমি যাব না স্যার! আমার মাথা ঘুরাবে।

আমি বলি, বেশ তো তুমি দোলনায় উঠো না। বোনকে দোলা দেবে।

স্যার, আমার এখানে বসতেই খুব ভালো লাগছে। রাসেদা যাক। বেল বাজাই। পিয়ন এলে বলি, এই আপাকে দোলনায় নিয়ে যা।

রাসেদা রহমানের সঙ্গে বের হয়ে যায়।

হামিদাকে জিজ্ঞেস করি, একা একা কি করবে?

একা কোথায় স্যার, আপনি তো রয়েছেন। আমি বসে বসে আপনাকে দেখব।

আমি কি তাজমহল যে আমাকে দেখবে?

আপনি তাজমহলের চাইতে বড়। সেটা শুধুই পাথরের সৌধ। আপনি প্রাণের, মাহাপ্রাণের জীবন্ত সৌধ।

বাহ্! তুমি তো চমৎকার কথা বল! এসব শিখলে কোথায়?

সে কোন কথা না বলে তার ওড়নার একটি প্রান্ত আঙুলে জড়াতে থাকে।

তাজমহলকে ছোট ভেব না। সেটা এক মহান সম্রাটের অবিনশ্বর প্রেমের স্বাক্ষর।

স্যার, ছোট ভাবছি না। প্রেম অনেক বড় কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু ভালোবাসার সঙ্গে যখন অন্তরের সমস্ত শুভেচ্ছা মিশে অসীম শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় সেটাও কম নয়।

আমি অবাক হয়ে এই ফার্স্ট ইয়ারের পড়া মেয়েটির লজ্জারক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। অন্য ইচ্ছা জেগে ওঠার পূবেই উঠে দাঁড়াই, চল, দেখি রাশেদা কেমন দোল খাচ্ছে।

সে অনিচ্ছায় আমার অনুসরণ করে। বাগান পেরিয়ে সেখানে পৌছে দেখি

www.pathagar.com

রাসেদা মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে এবং রহমান প্রাণপণে তাকে দোল দিচ্ছে।

দেখে হেসে ফেলি। আমাদের দেখে রহমান দোলনা থামিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাসেদা হাসিমুখে নেমে আসে।

আপা চড়লে না, খুব মজা।

আমাদের কলেজেও দোলনা আছে। আমার মাথা ঘোরে। চল বাড়ি যাবি না?

যাব আপা। আর একটু থাকি। স্যারের এত সুন্দর বাড়ি।

রাসেদা তার স্বভাবের বাইরে উচ্ছল হয়ে উঠছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এরা। জীবনের কতটুকই বা দেখেছে। এদের জন্য মনে খানিকটা স্নেহ বা সহানুভূতির সঞ্চার হয়।

বলি, চল, তোমাদের সুইমিংপুল দেখিয়ে আনি। সেটা বোধহয় পূর্বে দেখনি।

দু বোনই তা স্বীকার করে।

তাদেরকে নিয়ে ছাদে উঠে যাই। তারা অবাক হয়ে ছাদের বাগান ও সুইমিংপুল দেখে। হামিদার বেশি ভালো লাগে বাগানটি। সে ঘুরে ঘুরে সব ফুলগাছ দেখে এবং একটি বড় গোলাপ ফুল ছিঁড়ে এনে আমার হাতে দেয়।

স্যার, আমাদের এসব নেই। আপনার বাগানের ফুলেই আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

থ্যাঙ্ক ইউ হামিদা। ফুলের পরিচয় তার সৌরভে। কে দিল সেটা বড় কথা। কোথা থেকে এনে দিল তা বড় নয়।

হামিদা আমার দিকে ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে থাকে। রাসেদা তখন ঝুঁকে পড়ে পুলের পানি নিয়ে ছেলে মানুষের মতো খেলছে।

আবুল সংবাদ আনে, হিশাম উদ্দিনকে পেয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হেমায়েতপুরে চালান করে দিয়েছে। সেখানে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসাগণ আশা করছে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। এটা টেম্পোরারি ইনস্যানিটি। ভালো হয়ে যাবে। শুনে খুশি হই।

ভর্তি করতে ঝামেলা হয়নি তো? কি করে ম্যানেজ করলি?

করলাম স্যার। আপনার দোয়া।

www.pathagar.com

দারুণ কাজ করেছিস। আমি খুবই খুশি হয়েছি। তার চাইতেও বড় কথা একটা অসহায় পরিবারের একমাত্র অবলম্বনকে তুই সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছিস। অনেক পুণ্যের কাজ করেছিস।

স্যার, আমি আপনার হুকুম পালন করেছি। আপনি খুশি হয়েছেন দেখেই আমি পরিতৃপ্ত।

হেসে ফেলি। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বলি, যা ভাগ! তুই একটা যাচ্ছে তাই রকমের অপদার্থ।

সে জানে এটা তার স্যারে আন্তরিক স্নেহ ও প্রশ্রয়ের গালি। সে হাসিমুখে বের হয়ে যায়।

ঘরে ঢোকে আর একটি হাসিমাখা মুখ। হামিদা সোজা আমার কাছে এসে প্রথমেই পা ছুঁয়ে সালাম করে। খেয়াল করিনি তার পশ্চাতে একটি বছর দশেকের লাজুক ছেলেও রয়েছে।

আমার ছোট ভাই শিহাব। সকলের ছোট। এই স্যারকে সালাম কর।

ছেলেটি অনভ্যস্ত হাতে সালাম করতে এলে তাকে ধরে ফেলি, শিবাব কি? মোহাম্মদ শিহাব না শিহাব উদ্দিন?

মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন।

বেশ বেশ। কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস ফোরে।

বেশ বেশ।

তার আপা বলে, শিহাব, তুই বাইরে গিয়ে বস।

আমি তাকে ধরে রাখি। দাঁড়াও, আগে আমাদের মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন চা-টা খাক। তারপর রহমানের জিম্মায় দেওয়া যাবে।

হ্যাঁ স্যার, আসতে চায় না। দোলনার লোভ দেখিয়ে এনেছি।

আসতে চায়নি কেন?

আপনার এখানে সঙ্গী-সাথী পাবে না তাই। পাড়ায় তার বন্ধুর অভাব নেই।

www.pathagar.com

বাবা মা আদেশ করল, আপনার সঙ্গে দেখা করে যেন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাই। কিন্তু একা আসি কি করে! তাই ওকে সঙ্গে আনতে হল।

কিন্তু প্রয়োজন হলে কি একা চলা ফেরা কর না?

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এখনও করিনি। তবে আপনি বললে নিশ্চয়ই করব।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি, কি কারণে আবার নতুন করে কৃতজ্ঞতা? শুনি, সেখানে হরদমই আমার জপ হচ্ছে!

ঠিক শুনেছেন। অন্তত একজন একটি মুহূর্ত বাদ দেয় না। শয়নে, স্বপনে, আহারে, নিদ্রায় প্রতিটি ক্ষনে তাকে ভাবে। তাকে হৃদয়ের সর্বোত্তম আসনে সতত অধিষ্ঠান দেখে।

আমি কথা বলি না। তার আবেগআপ্লুত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কাজটি যে ভালো হচ্ছে না এটা উপলব্ধি করেও নিজের অভ্যন্তরে একটি আনন্দের ফল্গুধারার নিঃশব্দ বয়ে যাওয়া টের পাই।

কৃতজ্ঞতার কারণ বলবে না?

স্যার, ভাইজান হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। ডাক্তার সাহেবরা ভরসা দিয়েছে। বাবা-মা খুব আশাবাদী। তারা দুজনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজান্তে আপনাকে প্রাণভরে দোয়া করছে। স্যার, আপনি নিশ্চয়ই সব জানেন। আমরা জানি সবকিছু আপনিই করেছেন।

হ্যাঁ, একটু আগেই জেনেছি। আমি আদেশ দিয়েই খালাস। সব করেছে আবুল।

হ্যাঁ স্যার, সেও খুব ভালো মানুষ এবং অত্যন্ত কাজের। সে বলছিল, বন্দুকের গুলি ছুটে যাবে, কিন্তু স্যারের মুখের কথা ছুটবে না। সে নাকি আপনার কথায় প্রাণ বিসর্জন করতে পারে!

তা পারে। এমন ভক্ত আমার দুটি নেই।

সে চকিতে একবার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে চোখ নত করে নেয়। মৃদুকণ্ঠে বলে, আরও একজন আছে। আপনি অনুমান করতে পারবেন না।

অনুমান নয়, নিশ্চিত করেই বলতে পারি সে তুমি।

www.pathagar.com

তার মুখমণ্ডল কে যেন এক বালতি লাল রঙ ঢেলে দেয়। ইত্যবসের চা ও খাবার চলে আসে। হামিদা সে সুযোগে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

স্যার, আপনি কিছু নেবেন না?

কফি।

আমিও কফিই নেব। সেদিন ভালো লেগেছিল।

চায়ের সাথে কফিও দেওয়া হয়েছিল। সে ছোটভাইকে প্লেটে খাবার তুলে দেয়। নিজেও কিছু নেয়। আমাকে এক কাপ কফি তৈরি করে দেয়। দেখে মনে হয় যেন তার নিজেরই বাড়ি। আমার ভালোই লাগে। খাওয়া শেষ হলে শিহাবকে রহমানের হাওলা করে দিই।

হামিদা, তোমার আজকের পোশাক দেখেও মনে হচ্ছে এটাও পুরাতন। সেদিন নতুন কাপড় কিনতে বলেছিলাম। কেন নি?

সে লজ্জিত মুখে উত্তর করে, না স্যার, টাকা নিয়ে মাকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম স্যার আমাদের কাপড় কিনতে বলেছে। কিন্তু সংসারে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, ব্যয় হয়েছে।

বুঝতে পারি। আমি সামান্য যা দিই তাতে তাদের বৃহৎ সংসার চলা দায়। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। আমি আবার মানিব্যাগ বের করে তিন হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে বলি, সংসারে আরও প্রয়োজন থাকলে আমাকে জানাবে। এই টাকা দিয়ে তোমাদের তিন ভাই বোনের কাপড় চোপড় কিনবে। এতে হবে না?

সে টাকাটা তার ভ্যানিটি ব্যাগে না রেখে হাতে করে বসে থাকে। তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। আমি উঠে টাকাটা তার হাত থেকে নিয়ে তার ব্যাগের মধ্যে ভরে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে আসি।

স্যার, আপনি এত মহৎ! আপনার কাছে হাত পেতে নিতে নিজেকে ছোট মনে হয় না।

কি যে বল! হিশামের দিক দিয়ে আমিও তোমাদের আপনজন সেটা ভেবেই দিচ্ছি।

সে চুপ করে থাকে। তাকে সহজ করার জন্য লঘু পরিহাস করি। কি হল, কথা

www.pathagar.com

বলছ না যে! এবার কাপড় না কিনলে আমার হাতে মার খাবে।

সে তার আসন থেকে প্রায় দৌড়ে এসে অতর্কিতে আমার দুটি পা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সেখানে মাথা রেখে পাগলের মতো বলতে থাকে, আমাকে আপনি মেরে ফেলুন, আমাকে আপনি মেরে ফেলুন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কি করব বুঝে উঠতে পারি না। আমার পা দুটি তার বুকের মধ্যে ধরা। সবই উপলব্ধিতে আসছে। ভালো লাগছে। উপরন্তু ভিন্নতর এক নিষিদ্ধ অনুভূতিতে মন ছেয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে দুই হাত দিয়ে উঠিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করি। সে এবার উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমাকে একটু আদর করে দিন। আমি আর কিছু চাই না।

তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিই, এসব কি হচ্ছে হামিদা! তোমাকে আমি অন্য চোখে দেখি। হিশাম উদ্দিনের ছোট বোন তুমি। সেভাবেই তোমাকে দেখি। তোমার একি কাণ্ড!

সে দুই হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নীরবে রোদন করে। তারপর রুমালে চোখ মুছে প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে কথা বলে, স্যার, আপনি কি আমাকে খারাপ মনে করছেন? ঘৃণা করছেন?

ছি-ছি, তুমি এসব কি বলছ? আমি তোমাকে খুব স্নেহের চোখে দেখি। তুমি খুব ভালো মেয়ে। তোমাকে মন্দ ভাবার প্রশ্নই আসে না। তোমার বয়সী মেয়েদের পক্ষে এ ধরনের দুর্বলতা অস্বাভাবিক নয়। বয়সটাই যে এ রকম।

সে একাগ্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিখে তাকিয়ে থাকে। বলে, তা হলে এমন করছেন কেন?

কি করছি?

সে প্রতিউত্তর করে না। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

স্যার, কাউকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করে অহোরাত্রি তার মঙ্গল কামনায় নিমগ্ন থেকে যদি হৃদয়ের পরম ভালোবাসার স্থানে বসান হয় সেটা কি অন্যায়?

আমি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলি, ভালো-মন্দ. ন্যায়-অন্যায় সব ভালোভাবে বোঝার বয়স তোমার এখনও হয়নি। তুমি আমাকে কদিন চেন?

সে ব্যথিত দৃষ্টি মেলে বলে, কেন স্যার, অনেক দিন ধরে জানলে কি আপনি

www.pathagar.com

অন্যরূপে দেখা দিতেন!

হ্যাঁ, তা-ই। এই রেজা রায়হানকে তুমি চেন না। তার একটা বাহ্যিকরূপ দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছ। কিন্তু তার চরিত্রে একটি অতি মন্দ দিক আছে। তার সামনে ঘেঁষতে নেই। সে বিশ্বাসযোগ্য নয়, এত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উপযুক্ত নয়। এ সবের মর্যাদা সে দিতে পারবে না। তুমি জান না, তোমার সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবন ইতিমধ্যেই তার বাসনার অনলকে প্রজ্জ্বলিত করতে শুরু করেছে। সতর্ক হয়ে যাও হামিদা, কাছে এসো না। তোমার নিদারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

আমার ভাষণ মাঠে মারা যায়। সে উঠে দাঁড়ায়।

স্যার, আমাকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। সামান্য আদর করতে পারেন না! আমি কি এতই হেলা-ফেলা?

আমিও উঠে দাঁড়াই, কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যাও হামিদা। চোখে-মুখে পানি দাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

সে আর কোন কথা বলে না। মনে হয় তার মনে কিছুটা ভীতির উদ্রেক হয়েছে। আমার ওভাবে বলা সমীচীন হয়নি। মন দুর্বল হয়ে আসে।

মিনিট দশেক পরে সে ফিরে আসে। মুখ হাত ধুয়ে সে এখন অনেকটা স্বাভাবিক।

বসো, তোমাকে কয়েকটা কথা বলি।

নিজের সম্বন্ধে আজেবাজে কথা বলবেন না। আবুল ভাইজান আপনার সম্বন্ধে আমাদেরকে অনেক কিছুই বলেছে।

আমি শব্দ করে হেসে উঠি। আমার হাসি দেখে তার মুখেও হাসি ফিরে আসে।

ভালো স্বাক্ষী জুটেছে! চোরের স্বাক্ষী গাটকাটা। আবুলের চোখে আমাকে বিচার করলে ঠকবে। ও আমার মন্দ দেখতে পাবে না।

আমি ঠকতেই চাই। আমি চোর নই, আবুল ভাইজানও গাটকাটা নয়। আপনার বিচারও অভ্রান্ত নয়।

অবশ্যই তুমি চোর। আমার মনের অনেকখানিই এর মধ্যে চুরি করেছ।

এতক্ষণে তার চোখ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুশিতে কি করবে বুঝে

www.pathagar.com

উঠতে পারে না। কিন্তু আমি পরক্ষণেই বিষয় পরিবর্তন করি।

আচ্ছা হামিদা, একটা কথার জবাব দাও তো, তুমি মাত্র সেদিনের মেয়ে। প্রথম বর্ষে পড়। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির এতসব জটিল বিষয় তোমার মাঝে উদয় হয় কি প্রকারে?

সে হাসিমুখে জাবাব দেয়, সত্যি কথা বলব? রাগ করবেন না তো?

সত্যি কথাই পছন্দ করি। বল।

আপনাকে ভালোবেসে।

বলেই সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পরে, শিহাব কি করছে দেখি। ছেলেটা যা দুষ্টু! সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি হাসতে থাকি। নিয়তি। সবই নিয়তি। হামিদা, তোমাকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। রায়হানের রাহুগ্রাস থেকে তোমার আর নিস্তার নেই।

আমিও উঠে পড়ি। উপরে গিয়ে ঘর থেকে এক বাক্স চকোলেট নিয়ে আসি। সেটা বসার ঘরে রেখে দোলনার ওখানে চলে যাই। রহমান দাঁড়িয়ে। বোন ভাইকে পরমানন্দে দোল দিচ্ছে। হামিদার মনের আনন্দানুভূতি তার উচ্ছল আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে। আমাকে দেখেই রহমান সরে যায়।

আমিও না হয় শিহাব সাহেবের সঙ্গে বসি। এমন মিষ্টি হাতের দোল খেতে খুব ইচ্ছা করছে।

শিহাব নেমে পড়ে। আমাকে দেখেই ছেলেটা চুপসে যায়।

স্যার বসেন।

সত্যিই দোল খেতে বলছ? লোক যে হাসবে। বুড়ো মানুষ দোলনায়!

বুড়ো হোক আপনার দুষমন। বসুন স্যার। আর তো কিছু করতে পারছি না! একটু দুলিয়ে দিই।

দোলনায় বসতে বসতে বলি, অনেকটাই দুলিয়ে দিয়েছ হামিদা! তুমি বুঝতে পারনি।

সে জাবাব দেয় না। হাসিমুখে আমার দোলনা ঠেলে দেয়। ভাই বোনের সাথে আমিও ছেলেমানুষিতে মেতে উঠি। দোলনা থেকে নেমে তাদেরকে নিয়ে বসার

www.pathagar.com

ঘরে আসি।

তুমি শাড়ি পর?

আমার শাড়ি আছে।

পড় কিনা জিজ্ঞেস করছি!

শখ করে কখনও পড়ি। সালোয়ার কামিজই ভালে লাগে। কেন স্যার?

স্যার, স্যার করবে না তো!

কি বলে ডাকব?

তোমার মন যা চায়।

ঠিক আছে, কাল থেকে তাই হবে।

আজ থেকে নয় কেন?

অন্তরায় বিদ্যমান।

দু জন একসঙ্গে হেসে উঠি। সবকিছু বুঝা এবং শুনা সাঙ্গ হয়। তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসি।

সেও একই হাসি বিনিময় করে।

শিহাব সাহেব, তোমার জন্য এই বাক্স। এতে চকোলেট রয়েছে। তুমি চকোলেট পছন্দ কর?

পছন্দ কি বলছেন! চকোলেটের জন্য পাগল! তবে এত দামি বিদেশি চকোলেট কখনও পায়নি। সামান্য দেশি লজেন্সেই কত খুশি! এই শিহাব, একা খাবি না। রাশেদাকে দিবি। আমাকেও দিবি।

হ্যাঁ শিহাব সাহেব, সকলকে দিয়ে থুয়ে খেলে আরও পাবে। নতুবা আর পাবে না।

হামিদা রহস্যভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে শিহাব তার জিনিসের ভাগ দিলেও আমি আমারটার ভাগ কাউকে দেব না।

সেটা কি?

www.pathagar.com

আজ বলব না।

ঠিক আছে কালই শুনব। এই সময়, এখানে।

চার চোখের মিলন হয়। ড্রাইভারকে ডেকে তাদেরকে পৌঁছে দিতে বলি।

রুবা, বলে, তোমার প্রায় সব কাহিনীই শুনলাম। এটাও শুনছি। একটা কথা বলব, তিনটি মেয়ে এসেছিল তোমার জীবনে যারা সত্যিকার অর্থেই ভালো ছিল এবং তোমাকে ভালোবেসেই অগ্রসর হয়েছিল। অন্যদের সঙ্গে অন্যদের তুলনা হয় না। কামজ প্রবৃত্তির সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসার বিস্তর ব্যবধান।

রায়হান বলে সত্যিকারের ভালোবাসা আমি আমার চিরদিনের সঙ্গিনী আমার বউর কাছ থেকেই পেয়েছি এবং পাচ্ছি। তুমি কাদের কথা বলছ?

রুবা রেগে যায়, তোমাকে না বলছি এসবের মধ্যে কখনও আমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে না! আমি তোমার ক্ষণিকের কামনা বাসনার পাত্রী নই। আবার কেন আমার কথা উল্লেখ করছ?

ঠিক আছে। আর বলব না। কিন্তু তুমি কোন তিন জনের কথা বলছ?

নারায়ণগঞ্জের সুব্রত মজুমদারের বড় ভাগ্নী হেনা, এই দরিদ্র ঘরের মেয়েটি হামিদা এবং বিদেশিনী বেলিন্ডা।

রায়হান অবাক হয়। এই তিন মেয়েই ছিল অবিবাহিতা এবং আনকোড়া। রুবা কি করে এটা ধরল! প্রশ্ন করতে সেও একইভাবে জবাব দেয়, সাহেব, আপনি যদি বহু ঘাটের পানি পান করা বহুদর্শী রেজা রায়হান হন, ভুলবেন না আমিও তারই সুযোগ্য সহধর্মিণী রুবা রায়হান।

এ্যাঁ, বল কি? তোমারও তার মতো এত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা!

রুবা হাসে, এসব বোলচাল দিয়ে পার পাবে না। সেই কৈশোরেই আমি স্বামী গৃহে এসেছি। তার চাইতে ভালো করে কেউ আমাকে জানে না। আচ্ছা, তুমি বলছিলে, এটাই তোমার শেষ চারটি বৃহৎ উপাখ্যানের সর্বশেষ। এর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও ছোটখাটো অনেক ছিল। সেগুলো বলবে না? আমাকে সব শুনাতে হবে। তুমি কথা দিয়েছ।

তা দিয়েছি। তবে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। আসা আর যাওয়া, মাইন্কা বলে সাবাস!

www.pathagar.com

মানে?

মানে চলমান এবং ঘূর্ণায়মান। এসেছে এবং যা দেওয়ার দিয়ে, যা পাওয়ার পেয়ে যথাসময়ে যথাস্থানে প্রত্যাগমন। স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমন ময়লা জমতে পারে না রায়হানের মনের খাতায়ও তারা আঁচড় কাটতে সমর্থ হয়নি।

শিরিন চৌধুরীও না?

না। সেও না। সে এসছিল এক তদ্‌বিরে। আমার জালে জড়িয়ে পরে কিছুদিন সেবা নিয়েছে এবং দিয়েছে। তার সঙ্গে সময় ভালোই কেটেছিল। যশোরের এক মেয়ে সিফাত আরা এসে জুটেছিল স্বল্প সময়ের জন্য সেও বিবাহিতা ছিল এবং একাধিক সন্তানের জননী। সাংস্কৃতিকমনা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এই শ্যামলা মেয়েটিকে দেখলে মনেই হত না সে বড় বড় সন্তানের মা। তার সঙ্গে দেহ-মিলনের চাইতে গল্প করে সময় কাটাতেই বেশি ভালো লাগত। বগুড়ার মিলি খানকে একদিন মাত্র নিই। স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয়। কিন্তু তার বিপুলা দেহের ভারে রেজা রায়হান তেমন একটা সুখ পায় না। হাজার চেষ্টা করেও সে আমাকে দ্বিতীয়বার পায়নি। একবার চিত্র নায়িকা রুমানা, পার্শ্ব অভিনেত্রী ও নৃত্য শিল্পী শম্পাখান এবং আরেক এক সঙ্গীত শিল্পী সিলেটের শায়লা রহমানকেও একদিন করেই নিয়েছি। বহুপঠিত পুস্তকের মতো এরা কেউই আমাকে ততটা আনন্দ দান করতে পারেনি। সাময়িক মোহে এবং এতদ বিষয়ে অধিকতর সফলতা অর্জনের মানসিকতায় এদের সঙ্গে সম্পর্কে গড়ে ছিলাম। আসা যাওয়ার তেমন হিসাব রাখিনি। এক নিম পুরুষ নাট্যকারের অতৃপ্তা স্ত্রীকে কয়েকদিন সার্ভিস দিই। নাদিয়া আমাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠে। বহু কষ্ট তার কাছ থেকে ছাড়া পাই। সমাজ কর্মী রুবিনা এবং ফিলিস্তিনী গৃহবধূ মাহযাবিনকেও কিছুদিনের জন্য আনন্দ সঙ্গিনী করেছিলাম। একসময় তারাও বিদায় নিয়ে কোথায় হারিয়ে যায়। খুলনার গৃহবধূ জমিলা শেখ, বিহারের মেয়ে সুরিয়া, অ্যাডভোকেট হুসনা আবরার এরাও কখনও অঙ্কশায়িনী হয়েছে। এদের মধ্যে বিহারিনীকেই দেহগতভাবে বেশি ভালো লেগেছিল। যতদূরে মনে আছে তোমাকে সব খুলে বললাম। ঘৃণা কর আর যা-ই কর সব তোমার কাছে তুলে ধরতে পেরে আমি আজ মুক্ত। কি ভাবছ রুবা! আমাকে নিয়ে কী করবে?

রুবা জবাব দেয়, ভালোবাসব। সত্যিকারে ভালোবাসার অভাব তোমার জীবনে আমি লক্ষ করেছি। যা দু-একটি এসেছে, গড্ডালিকা প্রবাহে তুমি তাদেরকে অনাদরে বিদায় করেছ। কি করবে! তোমারও কিছু করার ছিল না। অদৃষ্টের

www.pathagar.com

অমোঘ নিয়ন্ত্রণ। রুবার জন্য তোমাকে অপেক্ষা করে থাকতেই হত। পুড়ে পুড়ে খাদ সব ঝরে পড়েছে। খাঁটি সোনা হয়ে তুমি রুবার হাতে এসে স্থিতি লাভ করেছ।

বাস্তব কিন্তু ভিন্ন। রুবা নামের মহামূল্যবান পরশমণির ছোঁয়ায় পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রেজা রায়হান নামের অমানুষটি মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

তোমার মাথা হয়েছে। শুধু এক কথা! আমার স্বামী, সে যা-ই হোক, আমার কাছেই ফিরে এসেছে।

রুবা আবার স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, তুমি শেষ কর। হামিদার অধ্যায়ের মাঝখানে অবস্থান করছিলে। পরদিন কি হল?

ঘোড়ার ডিম হল! তোমার আর তর সইছে না। তাই না? তারও সেদিন প্রায় একই অবস্থা। তার সইছিল না। আমার তো কোন সমস্যা ছিল না। নৌকার অভাব নেই। যে কোন একটায় উঠে পড়ে পাড়ি দিলেই হল। কিন্তু হামিদা অনন্যোপায়।

পরদিন সে নতুন কাপড় পরে বেশ সেজে গুঁজে আসে। সেদিনই প্রথম একা আসে। যথারীতি তাকে নিয়ে অফিসেই বসি। একটি চিঠি ব্যাগ থেকে বের করে আমাকে পড়তে দেয়। বলে, আমি একটু বাগান থেকে ঘুরে আসি। উদ্দেশ্য আমাকে চিঠিটি পড়ার সুযোগ দেয়া।

জান, আজ থেকে তোমাকে আমি এই নামে ডাকব। অনেক কিছু ভেবেছি, কিন্তু দুই অক্ষরের ছোট্ট এই শব্দটির চাইতে ভালো কিছু খুঁজে পাইনি। তুমি আমার জান্। জান্ বলেই ডাকব এবং আজ থেকেই তুমিও বলব। লোকজনের সম্মুখে ভিন্ন কথা। তখন তুমি পূর্বের মতো স্যার।

জান্, আজ আর বলতে আমার একবিন্দু লজ্জা বা দ্বিধা নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। সে ভালোবাসর কোন আদি নেই, অন্তও নেই। তুমি হেসো না। এত ভালোবাসা আমার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তা আমিও জানতাম না। সারা অন্তর জুড়ে কেবল তোমারই অবস্থান। জান্ তোমাকে আমি আমার নিজের অস্তিত্বের চাইতেও বেশি ভালোবাসি। বিশ্বাস হচ্ছে না? কি করলে তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারব বলে দাও।

ভয় পেয়ো না। এই ভালোবাসায় তোমার উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হবে না। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি জানি, তুমি কোথায় আর আমি কোথায়!

www.pathagar.com

আকাশ আর পাতাল। কাজেই দূর চিন্তায়ও তোমাকে কোন দিন বিয়ের কল্পনা করি না। কিন্তু তোমাকে সব দেব। শুধু তোমাকেই দেব। নেবে না? বিনিময়ে কিছু চাই না। অবশ্য খুবই সাধ হয় তোমার একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করি। কিন্তু এখনই তা হবার নয়। একদিন সময় এলে আমার সে সাধটি পূরলণ করো। করবে না?

কি করে কি হয়ে গেল বলতে পারব না। বাবার সাথে এসেছিলাম সংসারের জন্য তোমার করুণা ভিক্ষা করতে। না চাইতেই তুমি দু হাত ভরে দিলে। আমিও তখন তুমি না চাইতেই নিজেকে পুরোপুরি দিয়ে বসলাম।

তুমি আমাদের জন্য কত কি করছ! তার জন্য নয়। তোমার জন্যই তোমাকে ভালোবেসেছি। আমাকে গ্রহণ কর। একটু ভালোবাসার আমি কাঙ্গালিনী।

শুধু তোমারই হামিদা।

পুনশ্চঃ তোমার সামনে বসে অনেক সময়ই খেই হারিয়ে ফেলি। তাই সব লিখে বললাম। সুযোগ পেলে একইভাবে আরও বলব। আজ একটু আদর করে দিয়ো।

পত্রটি অপ্রত্যাশিত নয়। প্রথমদিন থেকেই তার মনের ভাব টের পাচ্ছিলাম। আমার পক্ষে সে একটি বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু মেয়েরা বোধহয় কোন দিনই বাচ্চা থাকে না। খুশি যে না হই তা নয়। কিন্তু কেন যেন একটি অপরাধবোধও আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। এসব ক্ষেত্রে আমি মোটেই সময় নষ্ট করার পাত্র নই। কিন্তু তাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে তখনও মন তৈরি ছিল না। বেল বাজিয়ে রহমানকে ডেকে বলি, হামিদা আপাকে ভিতরে আসতে বল।

হামিদা শঙ্কাকুল হৃদয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে। আমি এগিয়ে এসে দু হাত বাড়িয়ে দিই। সে ছুটে এসে প্রথমে রেজা রায়হানকে তার স্বরূপে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। সে কেঁপে ওঠে।

সে অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করি, এখনই যদি তোমাকে চাই। রাজী?

বেপথু হামিদা মাথা কাত করে সম্মতি জানায়। পরে এসেছে সালোয়ার-কামিজ। এটা সঠিক পরিচ্ছদ নয়। কিন্তু বাঘ তখন রক্তের গন্ধে মেতে উঠেছে। না ডাকলে কেউ ঘরে আসবে না। তবুও দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিই। মেঝেতে পুরু মোলায়েম কার্পেট পাতা। অসুবিধা নেই। তার কাছে এসব নতুন। সাধ আছে খুবই, কিন্তু সাধ্য নেই। আমাকে গ্রহণের আনাড়ি প্রচেষ্টা। ফলপ্রসু হয় না। সে ভাবতেও পারেনি বিষয়টা এতটাই বিঘ্নসঙ্কুল হতে পারে।

www.pathagar.com

একসময় বলি, আজ থাক হামিদা। প্রথমদিনই সব হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ধীরে সবই হবে। তোমার কষ্ট হবে।

কিন্তু আমার যে কষ্ট পেতেই ইচ্ছা করছে!

ইচ্ছাটা দোষের নয়। সময়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হয়। তোমার জীবনে এই প্রথম। শীঘ্রই সব স্বাভাবিক হবে। ভেবো না।

ঠিক বলছ জান্?

আমি এসব ক্ষেত্রে নির্ভুল।

তাকে বাথরুমে পাঠিয়ে দিই। সে ফিরে এলে আমিও ঘুরে আসি। পূর্ণ সফলতা না পেলেও সে দারুণ খুশি, জান্, আমি পারব?

অবশ্যই পারবে। একটু সময় লাগবে।

কত সময়?

অস্থির হবার কি আছে? মাত্র তো শুরু।

তা অবশ্য ঠিক।

সে তার ব্যাগ খোলে, জান্, একটু বেল বাজাবে?

কেন?

কফি খাব।

আমি দরজার হুক খুলে বেল বাজাই। রহমান এলে সে বলে, একটি হাফ প্লেট ও চামচ এনে দাও। আর দুজনের জন্য কফি।

ওসব দিয়ে কি হবে?

সে তার ব্যাগ থেকে একটি কৌটা বার করে বলে, তোমার জন্য সামান্য গাজরের হালুয়া ও ফলি মাছের কোফ্‌তা এনেছি।

আমি কৌটাটি টেনে সামনে নিয়ে খুশি হয়ে উঠি, তুমি কি হাত গুণতে জান?

কেন জান্?

এই দুটো জিনিসই আমার অত্যন্ত পছন্দের। তুমি বানিয়েছ?

www.pathagar.com

হালুয়াটা আমি করেছি। কোফ্‌তা মা তৈরি করেছে।

হালুয়াটা বেশি সুস্বাদু হয়েছে।

সে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে, মুখে না দিয়েই স্বাদ টের পাচ্ছ!

তা পাচ্ছি। তোমার মতোই তোমার তৈরি জিনিস সুস্বাদু হবে।

সে লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দেয়, তাও যদি সফল হতে পারতাম! তুমি কি সাংঘাতিক! আমার জীবন আজ সার্থক।

রহমান ফিরে এলে হামিদা প্রথমে আমাকে কোফ্‌তা তুলে দেয়। সেটা শেষ হলে হালুয়া। দুটি জিনিসই খেতে ভালো হয়েছে।

বলেছিলামা না, হালুয়াটা দারুণ হয়েছে ঠিক তোমার মতো।

সে হাসিমুখে প্রশ্ন করে, আমি কি খাবার জিনিস?

অতি উপাদেয় এবং সুস্বাদু জিনিস। আচ্ছা এসব আনার বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?

কেউ না। আমারই মনে হয়েছে, তোমার বাড়িতে মেয়ে মানুষ নেই। এসব কেউ করে দেয় না। তাই নিয়ে এসেছি। তোমার ভালো লেগেছে?

দারুণ। তুমি ঠিকই ভেবেছ, এইসব মেয়েলি খাবার ভাগ্যে জোটে না।

আমি মাঝে মাঝে আনলে রাগ করবে না তো?

আজ রাগ করেছি? বরং খুশি হব। আমার জন্য এসব করার লোক নেই।

এখন থেকে আমি করব।

না, এখন থেকে তোমার অন্য ডিউটি। একটু পূর্বে যা সূত্রপাত হয়েছে। তুমি সে কাজই করবে।

সেটা করব, এটাও করব।

দু জনে হেসে উঠি।

ড্রয়ার খুলে একটা প্যাকেট বের করে তার হাতে দিই, সুন্দর কোফ্‌তা ও হালুয়ার জন্য পুরস্কার।

কি আছে এতে?

www.pathagar.com

তোমার জন্য তিনটা শাড়ি।

সে খুশি হয়ে ওঠে, ওমা, একসঙ্গে তিনটা? আমার সালোয়ার-কামিজই ভালো লাগে।

কিন্তু তাতে কত অসুবিধা লক্ষ করেছ!

সে মুখ টিপে হাসে। বলে, সব অসুবিধা আমি দূর করে দেব। তোমার কিছু ভাবতে হবে না।

আমি তার দিকে তাকিয়ে কত কি ভাবি।

আচ্ছা জান্, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে, তোমার এত অর্থ-সম্পদ! নিজে এমন সুপুরুষ। বিয়ে করনি কেন?

সে অনেক কথা। বিয়ে করলে কি আজ তোমার মতো অনাঘ্রাতা ফুলটির সৌরভ ভাগ্যে জুটত!

শুনেছি বিবাহিত পুরুষই এসবে বেশি উৎসাহী।

তা হয়ত ভুল শোননি। আমার সম্বন্ধে কি শুনেছ?

সে চুপ করে মাথা নত করে ফেলে।

হাসিমুখে বলি, নির্ভয়ে বল। আমি কিছুই মনে করব না।

ওরা নিশ্চয়ই হিংসা করে বলে। তোমার মতো মানুষ হয় না।

আমি শব্দ করে হাসি, ঠিকই বলেছ। আমার মতো মানুষ হয় না। তোমার মতো একটা দুধের মেয়েকে নষ্ট করতেও দ্বিধা হয় না।

হামিদা আমার দিকে চোখ মেলে ধরে। বলে, তোমার ধারণা ভুল। আমি দুধের বাচ্চা নই। তাছাড়া তুমি আমাকে নষ্ট করনি। তোমার কোনই দোষ নেই। যা করার আমিই করেছি।

আমি সেই নিষ্পাপ সরল মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। কি সহজ বিশ্বাসে সে আমাকে নির্দোষ প্রমাণের সেষ্টা করছে। নিজেকে জানতে আমার বাকি নেই। হাতি ঘোড়া যেখানে তলিয়ে গেল সেখানে এই বাচ্চা মেয়েটা এসে জলের গভীরতা পরীক্ষার প্রয়াস পাচ্ছে! সবকিছুর জন্য সে নিজেকে দায়ী করছে। সে কোন দিনই জানবে না, রেজা রায়হান যে জাল বিস্তার করে

www.pathagar.com

রেখেছিল তাতে তাকে এসে ঢুকতেই হত। সযত্নে পাতা চাঁইয়ের মধ্যে ঢোকা সহজ, কিন্তু বের হওয়া কঠিন।

পুনরায় জিজ্ঞেস করি, বললে না আমার সম্বন্ধে কি শুনেছ?

সে প্রথমটায় ইতস্তত করে। পরে আমার পুনঃপুনঃ তাগিদে নিম্ন কণ্ঠে জানায়, ঈর্ষাকাতর লোকজন এমন কত কথাই বলে! তুমি নাকি দেশ-বিদেশে মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফুর্তি করে বেড়াও। সে কারণেই বিয়ে করছ না। বিয়ে করে বাঁধা পড়তে চাও না। বলে, তুমি নাকি প্লেবয়। আচ্ছা জান্, প্লেবয় অর্থ কি?

তার অর্থ তোমার জেনে কাজ নেই। ওই যারা দেশ-বিদেশে ওসব করে বেড়ায় তাদেরকে এই নামে ডাকা হয়।

তুমি কখনও তা নও। আমি এতদিনে একজন মেয়েলোকও দেখলাম না। মিথ্যামিথ্যি লোকে তোমার নামে বদনাম করে। শুধু পরশ্রীকাতারতা!

আমি নিজের অজান্তে বলে ফেলি, তুমি এসব বুঝবে না। তোমাকে যেন বুঝতেও না হয়। এমনি সুন্দর মনই যেন তোমার চিরকাল থাকে। হামিদা, আজ স্বীকার করতে হচ্ছে, তোমাকে আমি ভালোবেসেছি।

সে এসে পূর্বের মতো আমার পা ছুঁয়ে সালাম করে। আজ তাকে বুকে টেনে নিতে আমার বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ হয় না।

সেদিনের পর থেকে সময় সুযোগ পেলেই সে ছুটে চলে আসত। যেদিনই আসত একটি চিঠি ও একটি কৌটায় সামান্য খাবার নিয়ে আসত। দুটো জিনিসই আমার ভাল লাগত। প্রথমেই চিঠিটি পড়ে ফেলতাম। আমি চিঠি লেখালেখির মধ্যে নেই। প্রায় সময়ই তার চিঠির জবাব সেখানেই তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দিতাম। পরে তার আনা খাবার টেনে নিতাম।

তার এক খালার বাসায় টেলিফোন ছিল। সেখানে গিয়ে সে ফোন করত, জান্, আসব?

আমি তাকে স্থান ও সময় বলে দিতাম। আমার অফিসে বা বাসায় সে কাঁটায় কাঁটায় এসে উপস্থিত হত। সে এলেই তাকে নিয়ে আমি চিরন্তন খেলায় মেতে উঠতাম। এতদিনে সে সবকিছু ভালো করেই রপ্ত করেছে এবং তার ছোটখাটো দেহটি প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। দেখে অবাক হতাম। হামিদা এ জিনিস বেশি পছন্দ করে ফেলেছে এবং ঘন ঘন আমার সান্নিধ্য কামনা করছে। আমি দেশের বাইরে

www.pathagar.com

গেলে বা দেশের অভ্যন্তরে অন্যত্র গমন করলে সে মন খারাপ করে থাকত। তাকে দেখে কিছু বুঝা না গেলেও এক্ষেত্রে তার চাহিদা ছিল কিছু অতিরিক্ত। আমার জন্য সেটা ছিল বাড়তি আকর্ষণ।

সে সময় তাদের সংসার হয়ত আমার প্রদত্ত অর্থেই চলত। কিন্তু আমার অর্থ সম্পদের দিকে তার নিজের খুব একটা দৃষ্টি ছিল না। তার ভাষায় তার জানের অসামান্য দেহ-সৌষ্ঠব এবং এই কর্মে তার অকল্পনীয় পারদর্শিতা তাকে বিমুগ্ধ করেছিল। সে তাতেই পরিতৃপ্ত।

তাকে কখনও পৃথক করে কিছু অর্থ দিলে সে অজানা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করত, আমাকে টাকা দিচ্ছ কেন?

বলতাম, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ। খানিকটা বোকাও। টাকার মূল্য বোঝ না। টাকা ছাড়া দুনিয়া অচল! তাকে হেলাফেলা করতে নেই। নিজের কাছে সব সময় প্রয়োজনীয় অর্থ রাখবে। আমার কাছে থেকে নিতে তোমার আজও লজ্জা!

না– জান্, তা নয়, তোমার অর্থেই আমাদের পরিবারের ভারণপোষণ হচ্ছে। কিন্তু যেদিন থেকে তোমাকে পেয়েছি সেদিন থেকে তোমার টাকা হাত পেতে নিতে সঙ্কোচ হয়। কিন্তু কি করব, নিতে হচ্ছে।

বস্তুত, তাদের সংসারের যাবতীয় ব্যয় তখন আমিই বহন করি। হামিদা মুখ ফুটে তখনও কিছু বলতে চাইত না। প্রতি মাসে একটি খাম ছাড়াও তার ব্যাগে টাকা গুঁজে দিতাম।

আমি তার মুখ দেখে অনেক কিছুই বুঝতে পারতাম।

তার ছোট বোন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। সে আর এ মুখো হয়নি। হাসপাতাল সূত্রে সংবাদ এসেছে আর কিছু দিনের মধ্যেই হয়ত হিশাম উদ্দিন পুরো সুস্থ হয়ে উঠবে। সবদিকই সুখবর। সবচাইতে শুভদিন যাচ্ছিল আমাদের দু জনের।

জান রুবা, অন্যদের মতো আমি তাকে বেডরুমে কখনও নিয়ে যাইনি। সেই প্রথমদিকে একদিন ছাদে নিয়েছিলাম দু বোনকে পুল দেখাতে। তারপর সে আর কোন দিন দোতালায় ওঠেনি। অফিস ঘর বা বসার ঘরেই তার আসর পড়ত।

সে সবচাইতে পছন্দ করত কালো কাচের গাড়িতে আমার সঙ্গে ঢাকার বাইরে দূরে চলে যেতে। টেলিফোনে স্থান ঠিক করে আমি তাকে তুলে নিতাম। বাইরে চলে যেতাম। শহর থেকে বের হয়ে নিরিবিল স্থানে পৌছে কাচ উঠিয়ে গাড়ি লক

www.pathagar.com

করে সে আমার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করত। এ সময়ে তার আগ্রহ-ইচ্ছা এবং নানা ছেলেমানুষি ছিল দেখার মতো! আমি বেজায় উপভোগ করতাম। আমার যেমন চাহিদার অন্ত ছিল না, তারও নিজেকে তুলে ধরার বৈচিত্রের অভাব ঘটত না। সি ওয়াজ এ ক্যাট অন এ হট টিন রুফ।

জান্, আমার খালার বাসায় একদিন আসবে? খালু অনেক দিন গত হয়েছে। তার মাত্র এক ছেলে এখন সৌদি আরবে কাজ করছে। খালা আমাকে খুব ভালোবাসে বাড়ির নিচের তলা ভাড়া দিয়ে সে উপরে একা থাকে। একজন কাজের মেয়ে শুধু আছ। তোমার কোনই অসুবিধা হবে না। যাবে?

কেন, গাড়িতে আর ভালো লাগছে না?

তা নয়, খালা প্রায় সময়ই তসবিহ্ নিয়ে বসে থাকে। সে বাড়িতে আমার একচ্ছত্র প্রতাপ। মাঝে মাঝে গিয়ে থাকি। সেখানে আমার একটা পৃথক ঘর আছে। তুমি একদিন গেলে এত আনন্দ করতাম! যাবে জান্?

না, অন্যের বাড়িতে আমি স্বাচ্ছন্দবোধ করব না। তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করি হামিদা। এই যে এতসব হচ্ছে, তোমার কোন ভয় হয় না?

কিসের ভয়?

তুমি আর খুকিটি নও। বুঝতে পারছ না কিসের ভয়! যদি কিছু হয়ে যায়!

সে চোখে মুখে দুষ্টামীর হাসি ছড়িয়ে বলে, হলে ভালোই হয়। আমার খুবই শখ তোমার একটি সন্তানের মা হতে। প্রথম চিঠিতেই সে কথা জানিয়েছিলাম।

তা জানিয়েছিলে। লিখেছিলে, সময়মতো সেটা করবে। এখন যদি কিছু ঘটে যায়!।

সে এবার স্বাভাবিক হাসি হাসে। বলে, চিন্তা করো না। কলেজের বিবাহিতা বান্ধবীদের কাছ থেকে শুনে আমিও ব্যবস্থা নিয়েছি।

নিশ্চিন্ত মনে এতক্ষণে আমিও তার হাসিতে যোগ দিই।

বেশ কিছুদিন একটানা এভাবে কেটে যায়। হিশাম উদ্দিন পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। সঙ্গে তার পরিবারের অনান্যরাও আসে। তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আর আশীর্বাণী শেষ হতে চায় না। সেদিন হামিদা চুপটি করে বসে সারাক্ষণ কেবল আমার মুখের পানেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখে।

www.pathagar.com

হিশাম উদ্দিন, এখন কি করবে ভাবছ?

স্যার, চাকরিটা কি ফেরত পাওয়া যায় না?

মনে হয় না। এই কারণে চাকরি গেলে পূণনিয়োগ সম্ভব নয়। তুমি কদিন পর আস। দেখি অন্য কোথাও তোমার ব্যবস্থা করতে পারি কি না।

তারা প্রচুরতর ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা জানিয়ে সেদিনের মতো বিদায় নেয়।

হামিদা সকলের শেষে ঘর থেকে বের হয়। তার হাত থেকে ছোট একটি চিরকুট কার্পেটে পড়ে। তারা বের হয়ে গেলে সেটি উঠিয়ে দেখি লেখা আছে, দশটা, নতুন বাজার।

হাসি। বুঝতে পারি কাল সকাল দশটায় নিউমার্কেটে তাকে তুলতে হবে। মেয়ে দারুণ চালু হয়ে উঠেছে।

আমার এক বন্ধুর ফার্মে হিশাম উদ্দিনের জন্য কাজ যোগাড় করে দিই। সে কাজে কর্মে ভালো ছিল। শীঘ্র চাকরি না হলে পুনরায় মানসিক বিপর্যয় আসা অসম্ভব নয়। ভালো বেতনেই তার ব্যবস্থা হয়। আমাকে আর তাদের সংসার চালাতে হবে না।

কিন্তু হামিদাকে আরও কিছুদিন এভাবেই টেনে যাই। সে আমাকে টানে, না আমি তাকে টানি বলা দুরূহ। একরত্তি মেয়েটার মধ্যে আমি যে নিদারুণ স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছি তা প্রত্যক্ষ করে আমার মত ভূয়োদর্শী অভিজ্ঞ জনও তাজ্জব বনে যায়।

কিন্তু রেজা রায়হানকে দীর্ঘদিন বেঁধে রাখা যায় না। একদিন সে সূতা ছিঁড়ে বের হয়ে আসে। নতুন কোন পাখির কূজন তার কর্ণে প্রবেশ করে থাকবে। আজ আর মনে পড়ছে না কি করে আমি হামিদার সেদিনের আকর্ষণ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসি। কিন্তু একদিন তা সত্যিই ঘটে। হামিদা আমার জীবন থেকে ছিটকে দূরে পড়ে যায়। বৎসর দুয়েক দেখা সাক্ষাৎ নেই।

হঠাৎ একদিন বাসায় দুজন ভদ্রমহিলা একটি কোলের বাচ্চা নিয়ে এসে উপস্থিত।

বাচ্চাটিকে অন্য মহিলার কাছে গচ্ছিত করে অপেক্ষাকৃত মোটাসোটা বেটেখাটো মহিলাটি আমার ঘরে বিনানুমতিতে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করে, স্যার, চিনতে

www.pathagar.com

পারছেন? বলে সামনে এসে সভক্তি সালাম করে।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি সে আর কেউ নয়, হামিদা! চশমাটা না থাকলে আর স্যার বলে না ডাকলে চিনতে অসুবিধা হত বৈকি! মাত্র দু বৎসর। মানুষের এত পরিবর্তন হতে পারে! মানুষ কত দ্রুত মুটিয়ে যেতে পারে! হালকা গড়নের ছিমছাম তরুণীর স্থলে এ আজ কাকে দেখছি! ব্যাপার কি!

সে সব খুলে বলে, আপনি তো বেমালুম ভুলে গেলেন। কত চেষ্ট করেছি। কিন্তু আপনার হদিস পাই না। অভিমানে দুঃখে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সে সময় আরব থেকে আমার সেই খালাত ভাই ফিরে আসে। খালা আমাকে তার জন্য পূর্বে থেকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। ওজর আপত্তি করে লাভ নেই। আর কেনই বা তা করব! বিয়ে হয়ে গেল। পেটে বাচ্চা আসতেই শরীর ক্রমশ বাড়তে থাকে। খাওয়া কমিয়েছি, কিন্তু তেমন কাজ হচ্ছে না। এখন আমাকে দেখে চেনা কঠিন। স্যার, আমার মেয়েকে দেখবেন না?

সে আবার স্যার বলা শুরু করেছে। বলুক যা খুশি। আজ আর কিছু আসে যায় না। সেই সুন্দরী ছিপছিপে তরুণীর স্থলে এই বেটে এবং বেশ মোটা মহিলাকে দেখে আমার বিস্ময়ের সাথে কিছুটা বিরক্তিরও সঞ্চার হচ্ছিল।

অন্য ভদ্রমহিলা কে?

আমার এক বান্ধবী। মেয়ের বাবা আমাকে একা আসতে দেবে না। তাই এই বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বলে এসেছি তাদের বাসায় যাচ্ছি।

উঠে গিয়ে তার মেয়েকে দেখি। তাকে কোলে নিয়ে আদর করি। মেয়ের নাম করে কিছু টাকা দিয়ে বলি, আজ তো প্রস্তুত ছিলাম না। তুমি ওকে একটা চেন গড়িয়ে দিয়ো।

তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি।

সব শেষে হামিদা বলে, স্যার, একটু এ ঘরে আসবেন? কথা আছে।

তার সাথে বসার ঘরে যাই। এ ঘরে বহুবার তাকে নিয়ে সময় কাটিয়েছি। সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে, স্যার, আজ কি আমাকে আর একবার আদর করবেন!

হেসে ফেলি, তোমার মেয়েকে আদর করে এলাম। তাতে কি মায়ের চলবে না!

www.pathagar.com

সে বলে, আর হয়ত আসতে পারব না। বেশ কষ্ট করে আসতে হয়েছে। আমার খুবই ইচ্ছা করছে। আমার স্বামী আপনার কাছে কিছুই না স্যার।

তার কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পরে, প্রবৃত্তির অনুসারী রেজা রায়হান কোন মেয়ের মিনতি প্রত্যাখান করতে পারে না। সে দীর্ঘদিন একান্ত সেবা দিয়ে আমাকে খুশি করেছে। আজ তার খুশির জন্য আমাকে সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়!

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াই। বলি, হামিদা তোমার কথা মনে পড়ে। একসময় তোমাকে নিয়ে বড় আনন্দে দিন কেটেছে। তোমার সঙ্গে অনেক কিছুই করেছি। সেদিন আর আজকের দিন এক নয়। তুমি এখন আর একজনের স্ত্রী এবং তার সন্তানের মা। আমাদের এ ধরনের দেখা সাক্ষাৎ আর অভিপ্রেত নয়।

সেও উঠে দাঁড়ায়। বলে, স্যার, ঠিকই বলছেন! আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি আপানার সন্তান ধারণ করতে চেয়েছিলাম। সে সময় করলে বিপদ হত। কিন্তু এখন আর সমস্যা নেই। আজকের ফলে যদি কিছু হয় আমি সেটাকে সৌভাগ্য মানব। স্যার, আসি। আর দেখা নাও হতে পারে।

তাকে শেষবারের মতো বলি, হামিদা দেখা যদি আর নাও হয়, তোমার কথা মনে পড়বে। তুমি এত বদলেছ! তবুও তোমার শেষ অনুরোধ রক্ষা না করে পারলাম না। তোমার জন্য আমার দুর্বলতার হয়ত কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। আজ তা পরিশোধ হল। ভালো থেকো। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করো।

সে আমার প্রতি অচেনা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, স্যার, যদি কোন দিন আপনাকে না পেতাম স্বামী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু পোলাও কোরমা খাবার পর পান্তা ভাত ভালো লাগে না।

সে চলে যায়। আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকি। এই ঘরে তার অনেক স্মৃতি বিজড়িত। আজ এই ঘর থেকেই শেষবারে মতো সফল মনোরথ হয়েও হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসে তাকে বিদায় নিতে হল।

আনমনে ভাবি, রেজা রায়হান, আর কত! অনেক তো হল। এবার যবনিকা টানার পালা। মেঘে মেঘে বেলা কম হয়নি। যৌবনের উন্মাদনায় ভোগ লালসার চরম শিখরে উপনীত হয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। এবার ক্ষ্যান্ত দেবার ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। সময়ের আহ্বান অনুধাবন করে সাড়া দিবার চেষ্টা করাই বিধেয়।

রুবা, বিশেষ চেষ্টাও করতে হয়নি। স্বল্পদিনের ব্যবধানেই এই ঘোর পাপীকে তড়াবার মানসে পরম করুণাময় স্বমহিমায় এক অভিনব পন্থায় তোমাকে মিলিয়ে

www.pathagar.com

দেন। ধীরে ধীরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তোমার যাদুকরী মঙ্গলস্পর্শে অমানুষটি মানুষ হওয়ার প্রয়াস পায়।

রুবা, আমার অপরাধের সীমা নেই। আমি সব স্বীকার করছি। আই প্লিড্ গিল্টি, আই স্ট্যান্ড ফর ট্রায়াল। তোমার বিচারের কাছে নিজেকে সমর্পিত করে আজ আমি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, ক্লিন স্লেট। আমাকে শাস্তি দাও।

রুবা শোয়া থেকে উঠে অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীকে পা ছুঁয়ে সালাম করে।

একি রুব! শাস্তির পরিবর্তে ভক্তি! বুঝিয়ে বল।

বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। আমার ইচ্ছা হল তাই। তুমিই বললে ভারমুক্ত হয়েছ। আমার স্বামী আজ ভারমুক্ত হয়েছে, এটা কি কম কথা! সে আনন্দে আমার সবচাইতে প্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্রটিকে অন্তরের ভক্তি নিবেদন করলাম।

রুবা উঠে এসে নিজেকে স্বামীর বক্ষে স্থাপন করে তার মুখটি টেনে এনে নিজের থেকে পরপর উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেয়। বলে, এটাই তোমার শাস্তি।

এ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা হলে আমি জনম জনম অপরাধ জগতেই বিচরণ করতে পছন্দ করব।

না। তুমি তা পারবে না। সব মানুষের দুইটি স্বত্ত্বা থাকে। বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী। বাইরে একদিন যা-ই করে থাক না কেন অন্তরে তুমি চিরদিন নিষ্কলুষ। পবিত্র কোরআনে পড়েছি, ওয়া খুলিকাল ইনসানু দ্বায়ীফা, বস্তুত মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সব মানুষকেই কোন না কোন সময় কিছু দুর্বলতা স্পর্শ করে। স্বাভাবজাত ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কখনো বিপথে পতিত হয়। সময়ে তা কাটিয়ে উঠে অনুতপ্ত হৃদয়ে যে সৃষ্টিকর্তার কাছে অন্তর থেকে মার্জনা ভিক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। সে পুনরায় সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়। তোমাকে সেই জন্যেই আল্লাহ্র ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এত আগ্রহ। ক্ষমা প্রার্থনায় তার চাইতে বড় স্থান দুনিয়ার বুকে আর নেই। তুমি মন থেকে সব দুশ্চিন্তা ও অপরাধবোধ দূর করে ফেল। তুমি হাঁসের মতো। সে সারাদিন পুকুরে ডোবায় কাঁদা পানিতে যতই ডুবুক না কেন, সন্ধ্যায় গা ঝাড়া দিয়ে ময়লা পানি সরিয়ে ফেলে বাড়ি ফেরে।

রায়হান বিস্মিত চোখে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। এত চেনা রুবাকে আজ অচেনা লাগছে। প্রগাঢ় ভালোবাসার সাথে স্ত্রীর প্রতি এক অনন্য শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে।

www.pathagar.com

তার মনে পড়ে, সে শুনেছিল পবিত্র কোরানে একথাও এসেছে যে, বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানীর জন্য একজন মহাজ্ঞানী আছেন। রুবার প্রসঙ্গে হয়ত এই উদাহরণ প্রযোজ্য নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহ সে রায়হানের জন্য আল্লাহ তা আলার বিশেষ দান ও পরম আশীর্বাদ স্বরূপই কেবল নয়, সে তার কলুষিত আত্মার সকল অকথিত যাতনার স্থায়ী উপশমও বটে। স্ত্রীর জন্য অকাতর ভালবাসায় জারিত রায়হান রুবাকে আরও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে স্থির হয়ে থাকে।

বসার ঘরে রায়হানও আসলাম কথা বলছিল। মেয়েরা কিচেনে। তাদের কথা ও হাসির শব্দ কখনও এ ঘরেও ভেসে আসছিল।

আবুল এসে জানায়, স্যার, পরশু আমাদের ফ্লাইট। সব কনফার্ম করা হয়েছে।

প্রোগ্রাম ঠিক করেছিস?

সব করেছি স্যার! ভিসায় সময় লেগে গেল। ঢাকা থেকে কেন আনিনি সে নিয়ে নানা প্রশ্ন। যাক শেষ পর্যন্ত সব সমাধা হয়েছে। জেদ্দায় গাড়ি থাকবে। মক্কার মুয়াল্লিম আবদার রহমান নিজে এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। ঢাকা থেকে তাকে মক্কা ও মদিনায় হোটেল বুক করতে বলা হয়েছে। ওমরাহ শেষ করে মদিনায় যাব। সেখান থেকে জেদ্দায় ফিরে ঢাকা।

মক্কা থেকে মদিনায় যাবার কি ব্যবস্থ্য করেছিস?

প্লেনেই যাব স্যার। আমি সব টিকিট নিয়ে নিয়েছি। দেখবেন স্যার?

রায়হান বলে, টিকেট দেখে কি হবে! তুই যখন সব করেছিস সব ঠিকই আছে। তোর মতো যাচ্ছে-তাই হতচ্ছারা আর দুটি নেই!

শুনে আবুল খুশি। আসলাম হেসে ফেলে।

স্যার, এই কাগজগুলোতে রুবা আপার স্বাক্ষর লাগবে।

বেশ তো, সে কথা যথাস্থানে না বলে আমাকে বলা হচ্ছে কেন বুদ্ধিমান! আসলাম, ওরা কিচেনে এত কি গল্প করছে? রিয়াও সেখানে জুটেছে দেখছি!

জুটেছে কি ভাইয়া, সে-ই সব আলোচনার মধ্যমণি।

www.pathagar.com

রায়হান জোরে ডাক দেয়, রিয়া মামনি, তোমার ভাবীকে একটু পাঠিয়ে দাও।

শুধু রুবা নয়, তারা তিন জনই এসে উপস্থিত হয়।

ভাইয়া, আজ ভাবীর পছন্দের রান্না করছি। তোমরা আবার হুট করে বাইরে গিয়ে লাঞ্চের প্রোগাম করে বসো না।

আগে তোর মেনু শুনি, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

রিয়া সামনে এসে হাত মুখ নেড়ে সব বয়ান করে। মামা, ভাবী সব বাজে বাজে খাবারের অর্ডার করেছে। পুঁইশাক, কচুর লতা, সাজনের ডটো, শুটকি মাছের কি একটা করেছে। সব বাজে।

রায়হান তাকে টেনে কোলে বসিয়ে বলে, ভাবীর পছন্দ খুবই নিন্দনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু মামনি, তুমি ঠিক বলতে পারনি। সাজনের ডটো নয়, সজনে ডাটা, কচুর লতা নয়, লতি। তা সে এসব পরমাশ্চার্য বস্তু খেতে চাচ্ছে কেন?

সায়েমা জানায়, আজ ভাবীকে তার পছন্দের খাবার দেব একথা জানাতে সে এসবের কথা বলে। তাই ব্যবস্থ্যা করেছি। এখানে সবই পাওয়া যয়। ভাবী শুঁটকির ভর্তাও খাবে!

সে হাসতে থাকে।

রায়হান বলে, বুঝেছি। ননদিনী ভাবীকে সাধ খাওয়াচ্ছে। তা সে এ্যাপল পাইর কথা বলেনি!

ওটা তুমি বলে দাও, রুবা এতক্ষণে মুখ খোলে।

ওটা ফ্রিজে আছে ভাইয়া। রিয়া আর তার ভাবীর ওটা না হলে চলে না। আমি ওভেনে গরম করে দেব।

রায়হান বলে, সায়েমা, আমাকে এক কাপ কফি দে তো।

রিয়া লাফ দিয়ে উঠে পড়ে, আমি দিচ্ছি মামা!

রায়হান বলে, সায়েমা, রিয়া হাতটাত পুড়িয়ে ফেলবে না তো! দেখিস।

না ভাইয়া, সে শিখে ফেলেছে। তাকে করতে না দিলে বরং বাড়ি মাথায় তুলবে। অসুবিধা হবে না। একই প্যাকেটে কফি, ক্রিম ও চিনি মিশ্রিত করা আছে। শুধু গরম পানিতে ছেড়ে চামচ দিয়ে নেড়ে দিলেই কফি প্রস্তুত।

www.pathagar.com

রুবা বলে, তুমি ঘনঘন কফি খাচ্ছ সে জন্যই তোমার ক্ষুধাবোধ হয় না। সায়েমা আপা এত এত রান্না করে তুমি তেমন কিছুই খাও না।

মোটেই এত এত করি না। তোমরা কেউ কিছু খেতে চাও না। শুধু ডাল ভাত। আমার যা রাগ ধরে!

রুবা, আবুল কয়েকটা কাগজে তোমার স্বাক্ষর চায়। করে দাও।

কি জন্য সই প্রয়োজন আবুল ভাই?

আবুলের হয়ে রায়হান জবাব দেয়, তোমার নামে এখানে একটা একাউন্ট করে যেতে চাই। সামনে আসতে হলে তখন হয়ত লাগবে।

না আমি সই করব না। একাউন্টের কোন প্রয়োজন নেই। এসব তোমার চালাকি। আমাকে একা একা পাঠাবার মতলব!

রায়হান হাসতে হাসতে বলে, আরে না। এ তো দেখছি আচ্ছা পাগল! একটা একাউন্ট থাকা ভালো। কখন কি প্রয়োজন পড়ে।

বেশ তো, তোমার নামে কর।

আবুল ফট করে বলে বসে, স্যারের নামে সেই কবে থেকে একাউন্ট আছে!

তা হলে? তা হলে আমার নামে প্রয়োজন কি?

আছে, প্রয়োজন আছে। মেয়েমানুষের এত কথা কেন! যা বলছি কর। সই দিয়ে দাও। সময় বেশি নেই। মাত্র কালকের দিনটি আমরা আছি। পরশু রাতে ফ্লাইট।

সকলের মধ্যে একটা ভাবান্তর চলে আসে। রুবা আর তর্ক না করে আবুলের দেওয়া কাগজগুলোতে স্বাক্ষর করে দেয়। রিয়া কফি নিয়ে আসে। রায়হান কফিতে চুমুক দিয়ে উচ্চস্বরে বলে ওঠে, মামনি, তুমি চমৎকার কফি বানিয়েছ। এক্সেলেন্ট।

বাংলায় বল মামা। রিয়ার স্বর গম্ভীর।

বাংলাটা জানি কি হবে রুবা।

তার প্রশ্নে বিষণ্নতা কেটে গিয়ে হাসির উদ্রেক হয়।

আবুল নিবেদন করে, রুবা আপা, তিন দিন মক্কায় এবং তিন দিন মদিনায় রাখা

www.pathagar.com

হয়েছে। এতে হবে না? যদি বেশি দিন থাকতে চান এখন বললে ব্যবস্থা করা যাবে।

রুবা স্বামীর দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকায়।

রায়হান বলে, আমার কোন মতামত নেই। কর্ত্রীর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

আসলাম সহাস্যে মন্তব্য করে, ভাইয়া, আপনি দেখছি আমার চাইতেও বেশি বশংবদ!

কেউ কোন মন্তব্য করে না। হাসিমুখে নিশ্চুপ থাকে। একমাত্র রিয়া হঠাৎ করেই কথা বলে ওঠে, না ভাবী ভালো।

পিতা কন্যাকে বলে, তোমার ভাবীকে কেউ মন্দ বলেনি। তোমার সম্মুখে সে কথা বলে এত সাহস কার! কার ঘাড়ে কয়টা মাথা!

রুবা রিয়াকে কোলে টেনে নেয়, আপনারা যে যাই বলুন, আমার মামনিই আমাকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে।

ইউ আর রাইট!

বাংলায় মামনি।

ও সরি।

আবারও হাসির লহর ছোটে।

আবুল পুনরায় জিজ্ঞেস করে, তিন দিন করে ঠিক আছে রুবা আপা?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

পরদিন সায়েমা ও আসলাম রুবার জন্য একটি সোনার হার এবং একটি মূল্যবান কাতান শাড়ি কিনে এনে তাকে প্রেজেন্ট করে।

ভাবী, তুমি কাল এই শাড়ি পরে যাবে। এই হারও পরবে।

রুবা হাসতে হাসতে বলে, হার না হয় পরব। কিন্তু এই জবরজং শাড়ি পরে প্লেনে এত সময় কাটাব কী করে!

ঠিক আছে। তা হলে কাল বাসাতেই একবার পরে আমাদেরকে দেখিয়ো।

www.pathagar.com

তা না হয় হল। কিন্তু এত টাকা খরচ করে এই হার এবং শাড়ির কি প্রয়োজন ছিল! এগুলো নিতান্তই অপচয়। আপনার ভাইয়া আমাকে এত অলঙ্কার আর শাড়ি দিয়েছে সে সবই পরা হয় না।

না, মোটেই অপচয় নয়। ভাইয়া হাজার দিক, ভাবীকে আমাদেরও দিতে ইচ্ছা করে। তোমাকে তো ইতিপূর্বে কিছু দিইনি।

আসলাম নাটকীয়ভাবে বক্তব্য রাখে, সায়েমার পিতৃকুল রক্ষার যে গুরু দায়িত্ব আপনি স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন সে উপলক্ষে এই সামান্য উপহারের মাধ্যমে আপনাকে অভিষিক্ত করা হচ্ছে। আমার শ্বশুরের পৌত্র পৌত্রীর ভাবীমাতাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছি।

রায়হান সব দেখে শুনে মন্তব্য করে, যাকে দিয়ে হচ্ছে মা তাকেই তোমরা চিনলে না! মা হবার কৃতিত্ব এককভাবে ভাবীর প্রাপ্য নয়, তাতে ভাইয়ারও একটা অংশ আছে। আমার পুরস্কার কোথায়?

রুবা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। হাতে ধরা শাড়িটা স্বামীর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। সায়েমাও পালায়।

রায়হান শাড়িটা হাতে করে তাদের ঘরে প্রবেশ করে। রুবা কপট রোষে স্বামীকে আক্রমণ করে।

আচ্ছা তুমি কি! ছোট বোন ভগ্নিভতির সামনে এভাবে কথা বলতে হয়!

তুমি দিব্যি উপহার বগলদাবা করবে, আমার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না, হিংসা হবে না!

মুহূর্তে রুবা স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে বলে, রুবার হাতের এই কণ্ঠহার তোমার অক্ষয় অব্যয় হোক। এটাই তোমার বড় পুরস্কার।

সে স্বামীকে বলে, রিয়াকে আমার কিছু দিতে ইচ্ছা করছে।

বেশ তো, চল মার্কেটে গিয়ে কিছু কিনে আনবে। কি দিতে চাও?

একজোড়া বালা কিনে দেব। একসময় সে তার মেয়েকে দেবে।

আমেরিকান মেয়েরা বালা পরে না।

পরে। মেয়েরা পরে, ছেলেরাও পরে। তবে সেগুলো কম দামী। স্টিল বা অন্য

www.pathagar.com

মেটালের। আমি রিয়াকে সোনার বালা দেব।

রায়হান বলে, ঠিক আছে তোমর যদি আর কিছু কেনা কাটা থাকে, শেষ মুহূর্তে যদি কিছু মনে পড়ে তা হলে আজই সেরে নেওয়া ভালো।

কেন, ফ্লাইট তো সেই রাত্রে। কালকের সারাদিন পড়ে আছে।

কালকের জন্য কিছু রেখো না রুবা। গোছগাছ করে কাল রিলাক্স করো। এদের সাথে কথাবার্তা বলে কাটিয়ো।

আমার ভীষণ মন খারাপ করছে। বিশেষ করে রিয়ার জন্য।

রায়হান তা জানে। এ কদিনে তারও বোন, ভগ্নিপতি এবং ভাগ্নীর জন্য একটা আন্তরিক স্নেহ গড়ে উঠেছে। পারিবারিক জীবন সে বিশেষ উপভোগ করেনি। এ কয়টা দিন নিউইয়র্কে তার খুবই ভালো কেটেছে। প্রিয়তমা স্ত্রী সঙ্গে, বিশ্বস্ত অনুচর সর্বক্ষণ হাতের কাছে বিদ্যমান এবং সর্বোপরি এদের ঐকান্তিক সেবা যত্ন ও আপ্যায়নের নিরবধি প্রচেষ্টা। রায়হানের মন ভরে গেছে।

রুবা তাকে নিয়ে বাজারে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু কিনে ফেলে। বাড়ির প্রতিটি সদস্যের কথা মনে করে সে কিছু না কিছু ক্রয় করে। মাজহার দাদার জন্য এমনকি ডা, নার্গিস খানমের জন্যও উপহার নেয়।

রুবা, তুমি যে এত কিছু কিনছ তোমর সুটকেসে জায়গা হবে তো!

সে অবুঝের মতো বলে, জায়গা না হলে আর একটা সুটকেস নেব। কিন্তু বিদেশে থেকে আমি খালি হাতে যাব না। সকলেই আশা করে থাকবে।

রায়হান স্মিতমুখে আর কথা না বাড়ানোই যুক্তিসঙ্গত মনে করে। বিদায়ের মুহূর্তে রিয়া একটা সিন ক্রিয়েট করবে এটাই সকলে ভেবেছিল। কিন্তু রুবার সাথে একান্তে বেশ কিছুক্ষণ কাটাবার পর সে আশ্চর্যজনক ভাবে শান্ত হয়ে যায়।

রায়হান তাকে অনেক আদর করে, মামনি, তুমি বালাটা পরবে। তোমার ভাবী পছন্দ করে কিনেছে আর একদম মন খারাপ করবে না। সে আবার শীঘ্রই আসবে।

আমি জানি, ভাবী বলেছে।

তোমার কি কান্না পাচ্ছে?

www.pathagar.com

নো, নট এট অল।

বাংলা বল, মামনি।

সে আজ আর কোন উত্তর করে না। শান্তমনে মামার কোল থেকে নেমে ভাবীর কোলে গিয়ে বসে, হাউ সুন?

তুমি আবার ইংরেজি বলছ। তা হলে আমি শীঘ্র আসব না।

অলরাইট। বাংলাই বলছি, কত শীঘ্র আসবে?

তুমি ডাকলেই চলে আসব।

সিওর?

রুবা আর ইংরেজি বাংলা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সেও একই ভাবে জবাব দেয়, ডেফিনেটলি।

রিয়া নয়, তার মা বরং এয়ারপোর্টে ভাইয়া ও ভাবীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। আসলামও মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আবুল তাড়া দেয়, রুবা আপা, স্যার! আর দেরি করা ঠিক হবে না। চলুন।

তারা পেছনে ফিরে ফিরে দেখে। চোখের বাষ্প নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাঝে ইমিগ্রেশনের দিকে এগিয়ে যায়।

প্লেনে বসে রায়হান স্ত্রীকে বলে,এর আগে যেসব জায়গায় গিয়েছ আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু এবার যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমরা তিন জনই প্রথমবার যাচিচ্ছ। আরবী ভাষাও কেউ জানি না।

রুবা তাকে আশ্বাস দেয়, সেখানে সারা দুনিয়ার লোক যাচ্ছে। ক'জন আর আরবী জানে! আল্লাহর ঘরের মেহমান আমরা। তাঁর ইচ্ছায় কোনই অসুবিধা হবে না। দেখে নিও।

পরে সে স্বামীর ডান হাতটি নিজের দুহাতে ধারণ করে বলে, আজ আমাকে একটি কথা দিতে হবে।

www.pathagar.com

রায়হান মৃদুহাস্যে জিজ্ঞেস করে, কি কথা? তুমি তো জান তোমাকে অদেয় কিছুই থাকতে পারে না!

আমাকে দেবার কথা বলছি না, একটা বিষয়ে তোমাকে কথা দিতে হবে।

ঠিক আছে, বল কি কথা?

মক্কায় পৌছার পর তুমি যে নামাজ পড়বে তারপর আর তা ছাড়বে না। বল, এরপর থেকে নিয়মিত নামাজ পড়বে!

রায়হান কি চিন্তা করে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মন ঠিক করে নেয়। জিজ্ঞেস করে, তা হলে তুমি খুশি হবে?

আল্লাহ্ খুশি হবেন। আমার খুশির অন্ত থাকবে না।

বেশ তাই হবে।

রুবা সব ভুলে গভীর আবেগে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে। অবশ্য রাত্রিকালীন প্লেনে তাদেরকে লক্ষ্য করার কেউ ছিল না।

রুবার কথাই ঠিক হয়। তাদের কোন অসুবিধা হয় না। জেদ্দা বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে লাগেজ সংগ্রহ করে তারা বাইরে এসে দেখতে পায় লম্বা আলখেল্লা পরিহিত একজন স্থানীয় লোক ইংরেজিতে মি. রায়হান লেখা একটি কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আবুল গিয়ে তার সাথে কথা বলতেই সে ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে তাদেরকে স্বাগত জানায়। সে মক্কার মুয়াল্লিম আবদার রহমান। রায়হান এবং আবুলের সঙ্গে মোসাফা করে, আলিঙ্গন করে। রুবার উদ্দেশে হাত তুলে অভিবাদন জানায়। সে তাদেরকে গাড়িতে নিয়ে উঠায়। মালপত্র তুলে নেওয়া হয়। বিশাল আরামদায়ক গাড়ি। ড্রাইভার স্থানীয়। সেও দু'জনের সঙ্গে মোসাফা করে স্লামালাইকুম বলে।

তারা তিন জন গাড়ির পেছনে বসে। মুয়াল্লিম সাহেব ড্রাইভারের পাশে আসন গ্রহণ করে। তার ইংরেজি সুবিধাজনক নয়। কি বলে সহজে বুঝার উপায় নেই। কিন্তু জেদ্দা শহর ও মক্কার পথের দু'পাশের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা দিতে তার আগ্রহের অভাব নেই। আবুল তার সাথে বুঝে না বুঝে সায় দিয়ে যাচ্ছে। রুবা ও রায়হান সেদিকে মনযোগ না দিয়ে দু'চোখে যা দেখা যায় তাতেই সন্তুষ্ট হবার চেষ্টা করছে।

www.pathagar.com

আবুল বলে, রুবা আপা, স্যার! মুয়াল্লিম জানতে চাচ্ছে আমরা কি এখান থেকেই এহরাম করে যাব, না মক্কায় হোটেলে পৌঁছে বিশ্রাম ও গোছল সেরে পরে বের হয়ে এহরাম করব।

রায়হান তাকে বলে, বেশি বাদাম খেয়ে তোর মগজ ঠাসা হয়ে গেছে। ঘিলু আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। আমরা এহরামের কাপড় কোথায় পাব? সেটা কিনতে হবে না?

আবুল লজ্জা পায়। স্যার ঠিকই বলেছে। সে আবদার রহমানকে বুঝিয়ে বলতে সে আশ্বাস দেয়। কোন অসুবিধা নেই। মক্কায় পৌঁছেই সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। ইতিমধ্যে তারা খানিকটা বিশ্রাম করে গোছলাদি সেরে ইচ্ছা হলে কিছু খেয়েও নিতে পরবে। পরে মক্কার বাইরে এসে নির্দিষ্ট স্থান থেকে এহরাম বেঁধে গেলেই হব।

কাবা শরীফের পাশেই মক্কা হোটেলে তাদের জন্য রুম নেওয়া হয়েছে। একটা ডাবল রুম ও একটা সিঙ্গেল। তারা প্লেনে প্রাতরাশ করেছে। কিছু খাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। আবুল মুয়াল্লিমকে নিয়ে এহরামের যোগাড়ে যায়। নিজেদের রুমে ঢুকে তারা নীরবে কত কি ভাবে। আসার সময় বাহির থেকে হারেম শরীফের প্রতি দৃষ্টি পড়তে তাদের দু'জনের মনই এক ভিন্ন অনুভূতিতে ছেয়ে যায়।

রায়হান ধর্ম কর্মের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও একজন মুসলমানের সন্তান হিসেবে আজন্ম লালিত কতকগুলো বিশ্বাস তার মধ্যে দানা বেঁধে ছিল।

সারাবিশ্বের মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এবং আল্লাহ তা'আলার ঘর এই কাবা শরীফ তার মনের গোচরে সর্বোত্তম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আসনে অধিষ্ঠিত। আজ স্বচক্ষে সেটি অবলোকন করে তার মধ্যে এক ভিন্নতর ভাবের উদয় হয়। হৃদয়ে ঝড় বইতে থাকে।

রুবা অশৈশব ধর্মভীরু। তার নবীন বয়স। তদুপরি রায়হানের মতো মানুষ তার স্বামী। তারপরও সে প্রায় নিয়মিত নামাজ পড়ে। যখন সময় করতে পারে কোরান শরীফ তেলোয়াত করে। তার মনের মধ্যে কাবা শরীফ দেখার পর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। অন্তরের অভ্যন্তরে পরম করুণাময়ের উদ্দেশে সে কত কি দোয়া করে যাচ্ছিল। তার মন বারংবার সর্ব্ব শক্তিমানের উদ্দেশে সেজদায় রত হচ্ছিল। দু'চোখে ছেপে কৃতজ্ঞতার পানি চলে

www.pathagar.com

আসছিল। আল্লাহ্ কত মেহেরবান! তাদেরকে তাঁর ঘর দর্শন লাভের বিরল সুযোগ দান করেছেন।

রুবার অন্তর মথিত দোয়া অনবরত বর্ষিত হতে থাকে। একসময় তার খেয়াল হয়। রায়হান দীর্ঘক্ষণ তার স্বভাব বিরুদ্ধ গাম্ভীর্যে বসে বসে ভাবছে। কোথাও পৌঁছে তার ভাষায় প্রথম কাজ প্রথম সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহের অন্ত থাকে না। কিন্তু আজ সে চুপচাপ। রুবার কেন যেন ভালো লাগে না। স্বামীকে সে সেভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। এই বিশেষ কাজটিতে রায়হানের যে উদ্দীপনা সঞ্চার হয়, তা তার অবিদিত নয়। অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে রায়হানের সেসব উৎপাত তার মন্দ লাগে না। বরং স্বামীর এই মুহূর্তের নীরবতা এবং নিস্পৃহতা তাকে পীড়া দেয়। এক ধরনের দুশ্চিন্তা ও অজানা বেদনাবোধ তাকে বিমর্ষ করে তোলে। রায়হানের যে চেহারার সঙ্গে সে সুপরিচিত তার ব্যত্যয় ঘটলে অবশ্যই ভালো বোধ হবার কথা নয়।

সে এসে রায়হানের হাত ধরে, কি হল, আজ কি প্রথম করণীয়টি সম্পাদনের কথা সাহেব বিস্মৃত হয়েছে? অবাক কাণ্ড! আমার কর্তার এ ধরনের বৈরাগ্য কখনওই স্বাভাবিক নয়!

রায়হান তখনও অন্য চিন্তায় মগ্ন।

সে অন্যমনস্ক ভাবে স্ত্রীকে বলে, রুবা তুমি গোছল করবে? করলে করে নাও। পরে আমি যাব।

রুবা হৃদয়ঙ্গম করে রায়হানের এদিকে আজ মন নেই। সে আর উচ্চবাচ্য করে না। এই প্রথম সে স্বামীর মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে। নিঃশব্দে বাথরুমে চলে যায়।

মুয়াল্লিম আবদার রহমান কাজের লোক। সে বুঝেছে, বাংলাদেশের এক রইছ আদমি স্ত্রীকে নিয়ে ওমরাহ্ করতে এসেছে। সঙ্গে দেখাশোনার জন্য ম্যানেজারও রয়েছে! সোজা কথা নয়! সে তটস্থ হয়ে বিশেষ যত্ন নিয়ে তাদের সবকাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিজেই তাদেরকে এহরাম বাঁধার স্থানে নিয়ে যায় এবং ফিরে এসে ওমরাহ্‌র সমুদয় নিয়ম পদ্ধতি সঠিকভাবে পালন করে সব কার্যাদি সমাধা করে। সব শেষে মোকামে ইব্রাহীমে এসে তারা দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করে তাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

রুবা স্বামীকে বলে, মানুষমাত্রই ভুল করে, অপরাধ করে। আল্লাহ্ ক্ষমা করার

www.pathagar.com

মালিক। তার ঘরের সামনে আছ। কায়মনোবাক্যে এখন তার কাছে তুমি অতীতের সব ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর। মানুষের জন্য তার চাইতে বড় সাহায্যকারী আর নেই।

নিশ্চয়ই তা করব। রুবা, তুমিও আমার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ো। আমি বড়ই পাপী!

রুবা স্বামীর একটি হাত ধরে ফেলে। রায়হানের এই বিনম্র ভঙ্গিতে তার চোখে পানি এসে যায়। বলে, আমি নিরবধি সে প্রার্থনা করছি। আজও অবশ্যই করব। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তিনি সব ক্ষমা করবেন। তারা অনেকটা সময় নিয়ে সেখানে বসে দোয়া করে। পরে জোহরের সময় হলে নামাজান্তে হোটেলে ফিরে আসে।

আবদার রহমান আবুলের মাধ্যমে আরজ করে, এখন অফ-সিজন। তাই তেমন লোক সমাগম নেই। জনাব রায়হান চাইলেই গাড়ির ব্যবস্থা করা যাবে। সর্বক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। তাতে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে না।

রায়হানকে জিজ্ঞেস না করেই আবুল জবাব দেয়, গাড়ি সব সময়ের জন্যেই থাকবে। সাহেব এটাই পছন্দ করবেন। অর্থ ব্যয়ের জন্য চিন্তার প্রয়োজন নেই।

আবদার রহমান সেই ব্যবস্থাই করে। তার বাসস্থান মিস্ ফালাহতে। বেশি দূরে নয়। ইংরেজি ও আরবী লেখা কার্ড দিয়ে যায়। বলে যায়, আসরের নামাজ পড়ে সে আবার খোঁজ করবে। কোথাও যেতে চাইলে সে সানন্দে সাথে যাবে।

হোটেলে রুবার সঙ্গে এক বাংলাদেশীর আলাপ হয়ে যায়। রহিম উল্লাহ্ নামের এই হোটেল কর্মীটির বাড়ি নোয়াখালী। কয়েক বৎসর এদেশে আছে। তার আরবী শুনে এবং লেবাস দেখে বুঝার উপায় ছিল না সে বাংলাদেশী। সে নিজেই পরিচয় দিলে রুবা খুশি হয়ে ওঠে।

আপনি আমাদেরকে দেখা শোন করবেন। আমরা খেতে পারি এ ধরনের খাবার এনে দেবেন। ঠিক আছে?

ঠিক আছে বেগম সাহেবা। কিন্তু এই হোটেলে ইংলিশ আর আরবী খাবার ছাড়া অন্য কিছু পাবেন না। অদূরে একটা পাকিস্তানী হোটেল আছে। ভাত, মাংস, সবজি, ডাল এসবও পাওয়া যায়।

এখানে এনে দেওয়া যাবে?

www.pathagar.com

নিয়ম নেই বেগম সাহেব। তবে আপনারা চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দেব।

রায়হান তাদের কথা শুনছিল। সে এতক্ষণে বলে, যা নিয়ম নেই তা করার প্রয়োজন নেই। রুবা, তুমি চাইলে আজ দুপুরে আমরা আরবী খানা খেতে পারি। আবুলকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। যখন যে দেশে যাবে সে দেশের খাবার খাবে।

রুবা ফোনে আবুলকে জিজ্ঞেস করতে সে সকল সময়ের মতো জবাব দেয়, আপনারা যেটা ভালো মনে করেন।

রুবা তিন জনের জন্য আরবী লাঞ্চের অর্ডার দেয়।

খাবার পর ঘন্টা দুয়েক তারা বিশ্রাম করে। রায়হান তার স্বভাব বিরুদ্ধ এই বিশ্রামের সয়মটিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে না। রুবার মনে পড়ে না কবে এ ধরনের নিরবিচ্ছন্ন বিশ্রাম সে উপভোগ করেছে। তার ভালো লাগে না। স্বামীর উপদ্রপ, উৎপাতেই সে সমধিক অভ্যস্ত। চুপচাপ চিন্তামগ্ন রায়হনাকে দেখে তার বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। স্বামীর এ আচরণ তার কেমন যেন বৈসাদৃশ্য মনে হয়। সে কিছু বলতে চেয়েও পরে চুপ করে যায়। আছরের নামাজের সময় ঘনিয়ে এলে তারা প্রস্ততি নিয়ে হারেম শরীফের উদ্দেশে বের হয়। হোটেলের সম্মুখে তাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার তাদের দেখে দরজা খুলে দিলেও তারা সামান্য পথ হেঁটেই যায়। ড্রাইভার বুঝতে পারে না দিনভর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার কী অর্থ!

রায়হান এবং আবুল যেখানটায় স্থান করে নয়ে, তার অদূরে মেয়েদের সাথে রুবা নামাজের জন্য বসে। নামাজ শেষে তারা একত্রে অন্যান্যদের অনুসরণ করে পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ করে। হাতিমে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে মিজাবে রহমতের নিচে কাবা ঘরের দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে কত কি প্রার্থনা জানায়। রায়হান এবং আবুল চেষ্টা করে স্থান করে দিলে রুবা হাজরে আসওয়াদ চুম্মন করে। তারা দু জনও করে।

রুবা স্বামীকে একপ্রান্তে নিয়ে বলে, আমি পারব না। তুমি কষ্ট করে কাবা ঘরের দরজা মুলতাজিম দুই হাতে আঁকড়ে ধরে আমাদের সুস্থ ও নেক সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাও। আমি পড়েছি মুলতাজিম ধরে আল্লাহ্‌র কাছে কেঁদে কেঁদে একটি প্রার্থনা জানালে তিনি তা পূরণ করেন।

রায়হান আবুলকে নিয়ে বেশ কসরত করে মুলতাজিম ধরে তার প্রার্থনা জানায় আবুলও তাই করে।

www.pathagar.com

রুবার কাছে ফিরে এসে রায়হান প্রসন্ন মনে স্ত্রীকে জানায়, আমি তাঁর ঘরের দরজায় বাবার কামানায় প্রার্থনা করে এসেছি।

রুবা আবুলকে জিজ্ঞেস করে, আবুল ভাই, তুমি কি প্রার্থনা করেছ?

স্যারের প্রার্থনা যাতে কবুল হয় এই দোয়া করেছি।

রুবা এবং রায়হান দু'জনই মনে মনে স্বীকার করে, আবুলের মতো নিস্বার্থ অকৃত্রিম সুহৃদ তাদের আর হবে না।

রায়হান বলে, রুবা, এস তুমি আর আমি একসঙ্গে এই হতচ্ছারাটার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ প্রার্থনা করি।

তাদের দু'জনের চোখে আবুলের জন্য অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং নির্ভরতা ফুটে ওঠে। আল্লাহ্‌র ঘরে দাঁড়িয়ে সেটা হয় আবুলের সর্বোত্তম প্রাপ্তি।

তারা আকণ্ঠ জমজমের পানি পান করে পুনরায় তাদের স্থানে ফিরে আসে। নফল নামাজ এবং দোয় দরূদে তারা সময় কাটায়। মাগরেব এবং এশার নামাজ পড়ে তারা অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্তে হোটেলে ফিরে আসে।

ফেরার পথে রুবা আবুলকে বলে, আবুল ভাই, তুমি কি বাদাম ছাড়া আর কিছু চোখে দেখ না! এত সুন্দর মুরগী ভেজে রেখেছে এবং কি চমৎকার কাবাব কেটে কেটে দিচ্ছে, তুমি কিছুই দেখছ না।

আবুল বলে, আপনারা ঘরে যান। আমি আসছি।

সে কেবল মুরগী ভাজা বা দুম্বার কাবাবই আনে না, সঙ্গে চমৎকার মোঘলাই ধরনের এক প্রকারের পরোটাও নিয়ে আসে। ডিম, কিমা এবং বিভিন্ন শাক-সবজি সহযোগে প্রস্তুত সে পরাটা খেতে মুরগি ও কাবাবের চাইতেও উপাদেয় মনে হয়। তারা রাতে সেই সঙ্গে কফি পান করে নৈশভোজ সমাধা করে।

আবদার রহমান আবুলের সঙ্গে পরামর্শ করে যায়। আগামীকাল ফজরের নামাজের পর তারা বেরিয়ে পড়তে পারে। মক্কা শহরের আশেপাশে যত দ্রষ্টব্যস্থান আছে সব যোহরের নামাজের পূর্বেই দেখা সম্ভব।

সেভাবেই পরিকল্পনা করে তারা তাদের মক্কার প্রথম দিনের যবনিকা টানে।

বিছানায় স্বামীর দেহমগ্ন হয়ে রুবা ভাবে এই বুঝি রায়হান সক্রিয় হয়ে ওঠে! কিন্তু না, আজ রায়হানের সেদিকে মোটেই মন নেই। কি এক গভীর চিন্তা তাকে

www.pathagar.com

সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সবই করছে। কথা বলছে, খাচ্ছে এবং প্রায় স্বাভাবিক আচরণই করছে। কিন্তু তবুও রুবা বুঝতে পারে কোথায় যেন কি ঘটে গেছে। রায়হানের মনের নাগাল সে খুঁজে পায় না।

অন্য সময় স্ত্রী দেহলগ্ন হলেই রায়হানের সতত জাগ্রত ইচ্ছা বাঙময় হয়ে ওঠে। রুবা সহজেই রায়হানের জেগে ওঠা টের পায়। এভাবেই সে এতদিন দেখে এসেছে, পেয়ে এসেছে।

কিন্তু আজ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। রায়হানের বক্ষে সে ঠিকই আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু তার মাঝেও কোথায় যেন কি একটা জিনিসের অভাব অনুভব করে।

একসময় শরম ভেঙ্গে সে বলেই ফেলে, হজ্বের সময় কেবল এহরাম পরা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা যায় না। অন্য সময় নিষেধ নেই।

রায়হান শুনেও শোনে না। এক সময় রুবা তাকে এক ধাক্কা লাগায়, এই তোমার কি হয়েছে?

কই কিছু তো হয়নি। তুমি এমন ধাক্কা দিলে!

বেশ করেছি। আমার ঘুম আসছে না। আমাকে আদর কর।

রায়হান যে কিছু বুঝতে পারে না তা নয়। কিন্তু সে অন্য উদ্যোগ নেয় না। বরং দুই হাত দিয়ে সে রুবাকে আরও কাছে টেনে এনে সস্নেহে বলে, ঘুমাও রুবা। খুব ভোরে উঠতে হবে। জীবনে কোন দিন ফজরের নামাজ পড়িনি। কোন নামাজই পড়িনি। কালকের দিনটি পবিত্র কাবাঘরে ফজরের নামাজ দিয়ে শুরু করতে চাই। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার যে কত ক্ষমা চাইবার আছে রুবা তা অনুধাবন করতে পারবে না!

রুবা আর কথা বাড়ায় না। স্বামীর মনের অস্বাভাবিক অবস্থা সে উপলব্ধি করে। তার বুকে মাথা রেখে সেও নতুন দিনের প্রত্যাশায় ঘুমিয়ে পড়ার আয়োজন করে।

অন্যান্য দিন প্রতুষে কখনওই রায়হানের ঘুম ভাঙে না। সে সময় কোথাও যেতে হলে বা কোন কাজ থাকলে সে সাধারণত ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে। রুবা আসার প্রব থেকে তাকে এসব ঝঞ্ঝাট করতে হয় না। ঠিক সময় মতো রুবা তাকে জাগিয়ে দেয়। রুবার ঘুম অনেকটা ইচ্ছাধীন।

রায়হান আজ ভোর রাতের দিকে জেগে যায়। দেখে রুবা পাশে নেই। তাকিয়ে দেখে সে জায়নামাজে বসে একমনে মোনাজাত করছে। তার চোখ বেয়ে পানি

www.pathagar.com

গড়িয়ে পড়ছে। স্বামীর ঘুম ভেঙে না যায় সে জন্য নীরবে মোনাজাত করছে।

রায়হানের খুব ভালো লাগে। সে উঠে অজু করে এসে রুবার পাশে বসে। মোনাজাতে শরিক না হয়ে সে রুবাকে জড়িয়ে ধরে।

স্বামীর স্পর্শ পেয়ে রুবা চোখ মেলে তাকায়। কোন কথা না বলে নীরবে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তোলে। মোনাজাত শেষ করে।

তুমি উঠে এলে!

তুমি উঠেছ, বিছানা শূন্য লাগছিল। উঠে পড়লাম।

বেশ করেছ। আজানের সময় হয়ে এল। চল আমরা সেখানেই যাই।

চল। তুমি কি তাহাজ্জুদ পড়লে? কি দোয়া করছিলে রুবা?

তোমার জন্য এবং আমাদের বাবার জন্য! আবুল ভাইকে একটা রিং দাও।

রায়হান টেলিফোনে তাকে ডেকে তোলে, তুই চলে আয়। আমরা যাচ্ছি।

তারা যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করছে তখন সেখানে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজরের আজান ধ্বনিত হচ্ছে।

তারা পূর্বের স্থানে আসন নিয়ে সুন্নত আদায় করে। ফজরের পর তিন জন একত্র হয়ে আজও তাওয়াফ করে, হাজ্‌রে আসওয়াদ চুম্বন করে এবং জমজমের পানি পান করে তারা হোটেলে ফিরে আসে। প্রাতরাশের পর মুয়াল্লিম আবদার রহমান এসে তাদেরকে মক্কা শহর ভ্রমণে নিয়ে যায়।

মক্কা মুয়াজ্জমা নগরী হিসেবে বিশাল নয়। এখন অবশ্য চারদিকে এর বিস্তৃতি ছড়িয়ে পরছে। কাবা ঘর শহরের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। চারদিকে পাহাড়ের মধ্যভাগে গড়ে ওঠা এই শহরটির অবস্থান বিশ্বাসীদের মতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে।

সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে তার বিশ্বস্ত রাসূল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এখানে কাবাঘরের পত্তন করেন। এই শহরেই মহানবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শৈশব, যৌবন এবং জীবনের বৃহদাংশ কেটেছে। মুয়াল্লিম আবদার রহমান তাদেরকে সব ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ প্রদর্শন করায়। হুজুরের জন্মস্থান, মসজিদুল জিন এবং হেরা পর্বতের গুহা এবং অন্য স্থান সমূহ দেখে তারা আরাফাতের ময়দানে চলে যায়। যবলে রহমতে আরোহণ করে আরাফাতের সুবিশাল প্রান্তর অবলোকন করে। মুজদেলফা, মিনা হয়ে শয়তানের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপের জায়গা প্রদক্ষিণ করে তারা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই হোটেলে ফিরে আসে। সঙ্গে গাড়ি থাকায় তাদের ভ্রমণ আরামদায়ক হয়।

যবলে রহমতের সন্নিকটে অপেক্ষারত সুসজ্জিত উটের উপরে বসে রুবা রায়হানের ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। অন্য সময় হলে রায়হান উৎসাহিত হয়ে উঠত। আজ কেন জানি সে সম্মত হয় না। শান্ত সমাহিত মুখটি তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, উটে না হয় নাই উঠলাম রুবা।

রুবা আর কোন কথা বলে না। স্বামী তার কোন ইচ্ছাতেই দ্বিমত করে না। আজ কি মনে করে সে সম্মত হয় না। রুবা আর উচ্চবাচ্য করে না। উটওয়ালা ও ছবিওয়ালারা নিরাশ হয়।

হোটেলে ফিরে রায়হান জিজ্ঞাস করে, আজ কি তোমার দেশি খাবার খেতে ইচ্ছা করছে? আবুলকে পাঠিয়ে আনাব?

না, দেশে গিয়েই আল্লাহ চাহে তো তা খাওয়া যাবে। এখানে স্থানীয় খাবরই চলুক।

তখনও খাবারের সময় অনেকটা বাকী। তারা যোহর পড়ে এসে লাঞ্চ খাবে। আবুল এসে প্রবেশ করে। সে একগাদা ফল-ফলাড়ি কিনে নিয়ে এসেছে। মাল্টা, খেজুর, তেঁতুল এবং নানা প্রকার ফলের জুস।

রুবা খুশি হয়ে ওঠে, আবুল ভাই, তোমার বাদামের বদনাম এবার ঘুচল।

সে একটি খেজুরের প্যাকেট খুলে তখনি তা খেতে শুরু করে। অন্য হাতে তেঁতুলও উঠিয়ে নেয়। তার কাণ্ড-কীর্তি দেখে পুরুষ দু'জন হেসে ফেলে। বস্তুত রুবার বয়সইবা কত! এসব ছেলেমানুষির সময় হয়ত তার পার হয়নি!

এই তিন দিন তাদের এভাবেই কাটে। ফজরের নামাজের পর হোটেলে ফিরে এসে কিছুটা সময় আলস্যে কাটায়। প্রাতরাশ খেয়ে বাইরে ঘুরতে বের হয়। দুপুরের পূর্বেই হোটেলে ফিরে যোহরের নামাজের প্রস্তুতি। নামাজ পড়ে এসে দ্বিপ্রাহরিক আহার এবং বিশ্রাম। আছর থেকে এশা পর্যন্ত তারা একটানা কাবা ঘরেই অবস্থান করে। নফল এবাদতে সময় কাটায়।

রুবা মক্কার বাজার থেকে ফুফুর জন্য জায়নামজ এবং তসবিহ ক্রয় করে। রায়হান তাকে আল্লাহ্ ও মোহাম্মদ (সঃ) নামাঙ্কিত লকেটসহ স্বর্ণের চেন কিনে দেয়। তারা একবার জেদ্দাও ঘুরে আসে। সেখানে রায়হান তাকে একটি সুদৃশ্য

www.pathagar.com

হাত ব্যাগ ক্রয় করে দেয়। রুবা বেশকিছু খেজুরের প্যাকেট ক্রয় করে দেশে নেওয়ার জন্য।

মক্কা মুয়াজ্জমায় তিন দিন অবস্থানের পর তারা জেদ্দা থেকে বিমানযোগে মদিনা মনোয়ারায় এসে উপস্থিত হয়। এখানে মুয়াল্লিম আবদার রহমানের লোক এসে তাদেরকে সমাদরে হোটেলে নিয়ে যায়। এখানেও সার্বক্ষণিক গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্রামাদি সেরে তারা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। মহানবীর মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে জালি মোবারক স্পর্শ করে তাদের অন্তর অস্বাভাবিক আবেগতাড়িত হয়ে ওঠে। ঘুরে ঘুরে সব দেখে তারা বেহেস্তের টুকরায় প্রবেশ করে। নামাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে নফল নামাজ পড়ে। মুসলমানগণ বিশ্বাস করে, এই বেহেস্তের টুকরায় যারা নামাজ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করবে তারা এক সময় আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মসজিদে নববীর নির্মাণ শৈলী দেখে এবং এর ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ তারা অবাক। কি বিশাল আয়োজন। পরোক্ষভাবে সারাটা শহরই গড়ে উঠেছে হুজুরের নিজ মোবারক হস্তে প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদকে কেন্দ্র করে। মসজিদে নববীতে নিয়মিত নামাজ আদায় করা ছাড়াও তারা এই তিন দিনে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানসূহ পরিদর্শন করে। তারা ইসলামের প্রথম যুগের বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের স্থানসমূহ পরিদর্শন করে। সে যুগে মহানবীর নিজ তত্ত্বাবধানে যে ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল সেসব প্রত্যক্ষ করে। মসজিদুল কেবলাতাইনে প্রবেশ করে দু রাকাত নফল নামাজ আদায় করে।

রুবার মন ভরে গেছে। পালনকার্তা তাঁর অসীম রহমতে তাকে এই বয়সেই মহাপবিত্র কাবাঘর ও তাঁর প্রিয় রাসূলের রওজা এই মদিনা শরীফ যেয়ারতের সৌভাগ্য দান করেছেন। সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকে না। প্রতিটি নামাজে সে অকপটে তার মনের সব অভিব্যক্তি তুলে ধরে। তার এই সৌভাগ্যের পশ্চাতে তার স্বামীর অবদানের কথা স্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার অতীতের সব ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। স্বামীর আগামী জীবনকে সত্য ন্যায় ও ধর্মের পথে পরিচালিত করার জন্য সে করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা জানায়। অনাগত সন্তানের মঙ্গল কামনা করেও সে দোয়া করে।

রায়হান তার জীবনে আসার পর এমন দিন খুব কমই গিয়েছে যখন একাধিকবার তার সঙ্গ লাভ করেনি। শারীরিক অসুবিধা না থাকলে এর কোন ব্যতিক্রম ছিল

www.pathagar.com

না। এ কাজটিতে তার স্বামীর কখনও শৈথিল্য দেখা যায়নি। কিন্তু এই প্রথম প্রায় একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হয় যখন তাদের দেহ মিলন ঘটে না। মক্কায় প্রথম দিনের পর সে নিজ থেকে আর কোন উদ্যোগ নেয়নি। আরবে পদার্পণ করে স্বামীর মনের মাঝে যদি অন্য ভাবের উদয় হয়ে থাকে এবং সে কারণে যদি সে সাময়িক সংযম পালন করতে মনস্থ করে থাকে তা হলে রুবার অখুশি হবার কারণ নেই। তা সত্ত্বেও তার মনের কোথায় যেন একটা কাঁটা অহরহ বিঁধে চলেছে। রায়হানের এই ভাবান্তর তার ভালো লাগলেও কখনও মন চিন্তিত হয়ে পড়ে। ভাবে, দেশে ফিরলেই তার স্বামী পূর্ববৎ স্বভাবজাত প্রাণচাঞ্চল্যে ফিরে আসবে। সে দেশে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্ত গুনতে থাকে।

প্রায় দেড়টি মাস তারা বাইরে কাটায়। ইউরোপ, আমেরিকা ও সৌদিআরব ভ্রমণ করে তারা যথাসময়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে।

বাসায় ঢুকে সর্বাগ্রে ফুপুকে সালাম করে। মনিরের চুল নেড়ে দিয়ে তাকে আদর করে। সব পরিচিতি মুখের দেখা পেয়ে তার মন আনন্দে নেচে ওঠে।

ফুপু, আমরা ওমরাহ্ করে ফিরেছি। কি যে ভালো লেগেছে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

একটা বড় কাজ করে এসেছ মা। আল্লাহ্র ঘর ঘুরে এসেছ এবং নবীজীর রওজা যেয়ারত করে এসেছ এর চাইতে জীবনের আর কি স্বার্থকতা থাকতে পারে। আমি রাত দিন তোমাদের জন্য দোয়া করেছি মা।

তোমার দোয়া অবশ্যই কাজে লেগেছে ফুপু।

রায়হানও এসে ফুপুকে সালাম করে। কুশলাদি বিনিময়ের পর সে হঠাৎ করেই রুবাকে বলে, চট করে একবার ওপরে আস তো! একটা জরুরি কথা মনে পড়েছে।

রুবাও প্রথমে বুঝতে পারেনি। ভেবেছে, সত্যিই বোধহয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হঠাৎ করে তার মনে পড়েছে। সে সময় নষ্ট না করে স্বামীর পশ্চাতে উপরে উঠে আসে। শোবার ঘরে প্রবেশ করেই রায়হান তাকে জাপটে ধরে।

একি! আসতে না আসতেই!

হ্যাঁ, প্রায় এক সপ্তাহের কাজ বকেয়া পড়েছে। তৎপর না হলে চলছে না!

রুবার মন খুশিতে নেচে ওঠে। এই তো তার স্বামীর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট! কিন্তু

www.pathagar.com

মুখে তা প্রকাশ করে না। বরং বলে, এত অধৈর্য্য হলে চলে! সকলে কি মনে করছে বল তো!

রায়হান তার ব্যস্ততার মাঝেই বলে, কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি! তোমার কষ্ট দেখে আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল। তাই অহেতুক সময় ক্ষেপণ না করে তোমার দেহ মনের তুষ্টির জন্য ছুটে এসেছি।

রুবা প্রতিউত্তর করার সুযোগ পায় না।

পরে সে স্বামীকে বলে, জানো তোমার স্বভাব বিরুদ্ধ নিস্পৃহতা লক্ষ করে আমি ওখানে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

সে হাসতে থাকে।

রায়হান বলে, এখন নিশ্চিন্ত হয়েছ তো? তা হলে এসো আজ অধিকন্তে কোন দোষ বর্তাবে না।

রুবা বাহ্যিক ঘোর আপত্তি জানালেও স্বামীর বাহুপাশ থেকে বের হয়ে আসার তার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামের পর রুবা সকলের জন্য আনা উপহার সামগ্রী বের করে দেয়। বাড়ির প্রতিটি সাদস্য সদস্যা খুশি। ফুপু তার নতুন জায়নামাজে নামাজ পড়ে নতুন আনা তসবিহ্ পাঠ করে তাদেরকে প্রাণভরে দোয়া করে।

টেলিফোন পেয়ে মাজহারও এসে উপস্থিত। পুলিশের পোশাকেই এসেছে। ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে মন্তব্য করে, গুরু তমি যে বিশ্বভ্রমণে বের হবে তা তো বলে যাওনি!

বিশ্বভ্রমণ আর কোথায় হল! তোমার বোনটির কারণে রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড না করে ওমরাহ্ সেরে সরাসরি চলে এলাম।

একটা কাজের মতো কাজ করেছ ভাই! এখন থেকে সব রকম আউডোর বন্ধ। এটা যেন মনে থাকে।

পুলিশ কোন দিন বদলায় না। না হলে জানতে তোমার বোনটি আসার পর থেকে সব নৈব নৈব চ।

ভেরী গুড্। তা আমার বোনটি কোথায়? আমার চা কোথায়? ওমরাহ্ করে এসে সেকি পর্দানসীন হয়ে গেল? দাদার কাছে পর্দা বিধি বহির্ভূত।

www.pathagar.com

না দাদা, তা হইনি। তোমার জন্য সামান্য উপহার এনেছি সেটা বের করতে দেরি হল।

কি এনেছ বোনটি?

রুবা হাসিমুখে একটা ব্যাগ এগিয়ে ধরে। তার মধ্যে তার জন্য একটা পুলওভার, দুটা শার্ট, তিনটা টাই, প্যারিসের সেন্ট ও আইফেল টাওয়ার এবং এক প্যাকেট খেজুর রয়েছে। রায়হানও এতকিছুর খবর রাখে না। সব দেখে মাজহার খুশি হয়ে ওঠে, বোনটি ছিল বলেই এত কিছু পেলাম। তা না হলে এই কঞ্জুশের হাত দিয়ে কিছু গলত না। হয়ত একটা টাই ধরিয়েই দায়িত্ব সারত।

তিন জন একসঙ্গে হাসতে থাকে।

দাদা, আজ তাড়াতাড়ি ছাড়া পাচ্ছ না। অনেকদিন পর একসঙ্গে খাব।

আফকোর্স। তোমার হাতের খাবার না খেয়ে এই দেড় মাসে দেখ প্রায় দেড় ইঞ্চি কমেছি!

রায়হান ঠোঁট উল্টায়, বোগাস। এই দেড় মাসে বরং তুই দেড় দ্বিগুণে তিন ইঞ্চি ভুঁরি বাগিয়েছিস। সেটা বেশি খাবার দরুণ না অতিরিক্ত ঘুষের কারণে তা নির্ধারণ করা কঠিন।

রুবা দুই বন্ধুকে বাকযুদ্ধের সুযোগ দিয়ে একবার কিচেনে ঘুরে আসার জন্য উঠে পড়ে। দাদা খাবে, কি ব্যবস্থ আছে দেখা প্রয়োজন। তার প্রতিটি পদক্ষেপে আজ অনেক আনন্দ আর মাধুর্য ঝরে পড়ে।

শোন গুরু, আমার ধারণা মতে রুবার মাস তিনেক হবার কথা। তাই যদি হয় কিছুটা বাহ্যিক প্রকাশ স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। কালই একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাস।

রায়হান নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বলে, আরে না। অনেকের এ্যাডভান্স স্টেজেও কিছু বুঝা যায় না। রুবার শারীরিক গঠন ভালো।

মাজহার চোখ টিপে কটাক্ষ করে, আরে তাই তো, কাকে কি পরামর্শ দিচ্ছি! পাত্রীটির শরীরের হার হদ্দের কথা তোর চাইতে আর বেশি কে জানে!

রায়হান গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করে, তাও যদি মক্কা ও মদিনায় পাক্কা এক সপ্তাহ উপবাসে না কাটত! শেষে বাড়িতে ফিরে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণে লিপ্ত হই। সে

www.pathagar.com

ফুপুর সাথে কথা বলছিল। জরুরি কাজের জন্য তলব করে একান্ত জরুরি কাজটি সর্ব্বাগ্রে সম্পন্ন করি।

দুজনই হাসতে থাকে।

রুবা এসে বলে, তবুও ভালো! বাকযুদ্ধের পরিবর্তে অনেক দিন পর শান্তির বাতাবরণ দেখা গেল।

রায়হান বলে, কি নিয়ে হাসি শুনলে তোমার মুখের হাসি উবে যাবে।

রুবা স্বামীকে বিলক্ষণ চেনে। সে বলে, তা হলে আর শুনে কাজ নেই বাপু! দাদাকে চা দিচ্ছি। তুমি কি এক কাপ কফি খাবে?

নিশ্চয়ই। দুটি জিনিসে কোন দিন আমার অরুচি খুঁজে পাবে না! কফি তার অন্যতম। অন্যাটা বলতে চাই না।

দুই বন্ধু আবার হেসে ওঠে। রুবার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে।

শোবার ঘরে রায়হান স্ত্রীকে বলে, বেটা পুলিশ হলেও কথাটা মন্দ বলেনি।

কি বলেছে দাদা?

সে তোমাকে একবার ডাক্তার দেখাতে বলল।

কেন?

তোমার কিছু দেখা যাচ্ছে না তাই।

ওমা, সে কথা বলল! কি লজ্জার কথা! আমার কি হবে!

তোমার ছোট্ট একটি বাবা হবে। তা সে কথাটা মন্দ বলেনি। কাল তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

তোমাকে যেতে হবে না। ফুপুকে নিয়ে আমিই যাব। ফুপুকে গাড়ি চালানো দেখাতে হবে না!

বেশ, তাই দেখিয়ো। এখন একটু এদিকে সরে এসো। আমাকেও কিছু দেখাও। আরবে গিয়ে সবকিছু গুবলেট হয়ে গিয়েছিল।

রুবা উত্তর দিবার পূবেই রায়হান তার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাকে বকেয়া শোধ করতে হবে।

www.pathagar.com

রুবা ডাক্তারের জন্য এক শিশি সেন্ট ও একটি ছোট পার্স এনেছে। ডাক্তার সেসব পেয়ে খুব খুশি। বলে, মিসেস রায়হান, বাইরে গিয়ে আপনার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। নিশ্চয়ই খুব আনন্দে ছিলেন।

তা ছিলাম ডক্টর। লন্ডন প্যারিসে খুবই আনন্দে কেটেছে। আর আমেরিকাতে আমার ননদ রয়েছে। কি যে আনন্দ হয়েছে বলার না। খুব খেয়েছি এবং খুব ঘুরেছি। ফেরার পথে ওমরাহ্ করে এসেছি।

খুবই ভালো করেছেন। নিয়ম করে খাওয়া যেমন প্রয়োজন, চলা ফেরা, আনন্দও তেমনি প্রয়োজন।

সে রুবাকে পরীক্ষা করে বলে, গর্ভের সন্তান সুষ্ঠভাবেই সম্ভাবনার দিগে এগিয়ে আসছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। আনন্দে থাকবেন এবং শরীরটাকে চালু রাখবেন। আরও প্রায় ছ'মাস বাকি।

ফুপু বাইরে বসেছিল। রুবা ডাক্তারকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করে, এমতাবস্থায় কতদিন পর্যন্ত স্বামী সঙ্গ করা যায়? মানে করা উচিত!

ডাক্তার বলে, আমাদের দেশে কেউ নিয়ম কানুন মানে না। শরীরের উপর চাপ না ফেলে একটা সময় পর্যন্ত স্বামীকে সন্তুষ্ট করাটা দোষের নয়। তা না হলে অনেক স্বামী আবার অন্যত্র ঢুঁ মারে।

রুগিনী এবং ডাক্তার দু জনই হাসে।

রুবা বলে, আমার স্বামী আমাকে ছাড়া কিছু বোঝে না। কিন্তু তার চাহিদা আর দশ জনের চাইতে বেশি।

ডাক্তার বলে, এমন স্বামীই মহিলাদের কাম্য। তাছাড়া আপনার মতো সুন্দরী স্ত্রীর জন্য স্বামীর আকর্ষণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কতকগুলো আসন আছে যাতে শরীরের উপর প্রেসার পড়ে না। আমি আপনাকে একটা বুকলেট দিচ্ছি। তাতে সব পাবেন।

অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার। আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

রায়হান অফিসে। রুবা বাসায় ফিরে তাকে ফোনে সব জানিয়ে দেয়। আরও বলে, ডাক্তার একটা বুকলেট দিয়েছে। সেটা পড়বে এবং মেনে চলবে।

এখনই চলে আসব?

www.pathagar.com

আরে না না। সময়ে এলেই হবে।

রায়হান বলে, ভাবলাম এই উপলক্ষ্যে একটু আগাম চলে আসি। কত কাজ বাকি পড়ে আছে!

রুবা সব বুঝেও না বুঝরা ভান করে। বলে, দেড় মাস ছিলে না। কাজ তো কিছু বাকি পড়বেই। ধীরে সুস্থে সমাধা কর। চিন্তার কি আছে!

আরে দূর, অফিসের কাজের কথা কে বলছে। এরা সব ঠিক মতোই চালিয়েছে। আমি বলছিলাম বাড়ির কাজের কথা। সৌদি আরবজনিত জটিলতার কারণে সেখানে যে কাজ আটকা পড়েছিল তা সম্পূর্ণ করতে হবে না! একটু বেশি খেটে কাজ তুলতে হবে!

তোমার মাথা হবে।

রুবা হাসতে হাসতে টেলিফোন রেখে দেয়।

রাতে রুবা লিফলেটটি তাকে দিয়ে বলে, ভালো করে পড়। নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে।

রায়হান পুস্তিকাটি আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়ে। তারপর মুচকি হেসে স্ত্রীকে বলে, আমি এর চাইতে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি জানি।

কি পদ্ধতি?

রায়হান ইন সাউদিয়া।

না।

কি না?

না, তুমি যেমন আছ, তেমনই থাকবে। তুমি বদলে গেলে আমার একদম ভালো লাগবে না। লজ্জায় তখন তোমাকে বলতে পারিনি। কিন্তু ওখানে সে সাত দিন আমি খুব মনোকষ্টে ছিলাম। নিজের জন্য নয়, তোমার রূপান্তর ঘটছে এই দুশ্চিন্তায়। ওসব চলবে না। আমার স্বামী যেমন ছিল, তেমনই তাকে আমি কামনা করি।

রুবার বক্তব্য শুনে রায়হান হা-হা করে হেসে ওঠে। রুবা এটারই ভয় করছিল। সে এসে তার মুখ চেপে ধরে।

www.pathagar.com

রায়হান তাকে বাগে পেয়ে যায়। সুযোগ হাতছাড়া করে না। রায়হান স্ত্রীকে বলে, সব ভালো যার শেষ ভালো। কাজে কাজেই এখন সব চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি দুটো বিষয়ের মধ্যে নিজেকে সার্বক্ষণিক ভাবে নিয়োজিত রাখ। প্রথম তোমার ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয়ত বাবার আগমনের প্রতীক্ষা। অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করতে হবে না।

ঠিক আছে। এই দুই প্রস্তুতির মাঝে আমি তোমার জন্য অপ্রস্তুত থাকব।

রায়হান হাসে। চিমটি কাটতে ছাড়ে না, তোমার দৌড় আমার জানা আছে। এক সপ্তাহর বিরতি নিয়েছিলাম, শেষে কেঁদে কেটে একশা।

এই মিছে কথা বলবে না। আমি কখনওই সেরকম করিনি। তুমিই বাড়িতে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে বুভুক্ষুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। এখন মিছেমিছি আমাকে বদনাম দেওয়া হচ্ছে!

সেটাও তোমার প্রতি করুণার বশবর্তী হয়ে। জানি, মেয়েদের বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না।

রুবা তাকে থামিয়ে দেয়, ঠিক আছে বাপু। বেশি ফাটাফটির প্রয়োজন নেই। আমি দু বিষয়েই যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তুমি দোয়া কর। আর কিন্তু নামাজে গাফিলতি করা যাবে না।

তা করব না। তুমি নিশ্চিত থাক।

দিন কয়েক পর রায়হান স্ত্রীকে বলে, আবুল বলছিল তোমার বাগান বাড়ি প্রস্তুত। এখন যে কোন দিন তুমি পরিদর্শনে যেতে পার। আমি বলি কি, একদিন ছুটি নেওয়া যাক। সকলে মিলে সেখানে সারাদিন কাটিয়ে এলে কেমন হয়!

রুবা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, ওটা তৈরি হয়ে গেছে! আমি তো এতদিনে প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। চল, কালই যাওয়া যাক। আমার আর বিলম্ব সইছে না। এরপর পরীক্ষার প্রস্তুতির চাপে আর বের হতে পারব না।

তাই চল। আবুল ফুপু ও মনিরকেও নিয়ে চল।

ঠিক আছে। দু একজন কাজের লোক নেব না? সারাদিন থাকলে তাদের

www.pathagar.com

প্রয়োজন হবে।

কেন? পিকনিকে যাচ্ছ। নিজেরাই সব করব। কাল আমরা তোমার হাতের রান্না খাব।

রুবা আরও আনন্দিত হয়ে ওঠে, ঠিক আছে। খুব মজা হবে। দাদাকেও সাথে নিই না কেন!

তোমার অভিরুচি। সে যা ব্যস্ত। সময় করতে পারলে হয়। তুমি ফোন কর।

রুবা তৎক্ষণাৎ তাকে টেলিফোন ধরে, দাদা, কাল তোমার ছুটি।

কেন বোনটি? উপলক্ষটা কি?

আছে। কাল আমরা পিকনিক করব। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার কোন অজুহাত শুনতে চাই না। একদিন বিশ্রাম নিলে দুনিয়া রসাতলে যাবে না। কাল তোমার ছুটি।

ঠিক আছে, বোনটি। তুমি যখন ছুটি মঞ্জুর করেছ তখন আর বলার কি আছে! তা তোমর উনিটি কোথায়? সামনে আছে? দাও।

রায়হান টেলিফোন ধরলে সে জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ পিকনিক কেন গুরু, এতদিন বাইরে কাটিয়ে এসে আবার দেশেও বনভোজন! বিষয় কি?

বিষয় তেমন কিছু নয়। তোর বোনটি যে একটি বাগান বাড়ি কিনেছে তোকে তো পূর্বেই জানিয়েছি। আবুল এতদিনে জানাচ্ছে সেটি প্রস্তুত। বাড়ির মালকিন যাবে সেটা পরিদর্শনে। দাদাকে না নিয়ে গেল তার চলে!

তাই বল। বেশ বেশ ভালো। একটা বাগান বাড়ির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু গুরু, তুমি যে হারে বদলেছ এটার আর প্রয়োজন পড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

চুপ কর বেটা পুলিশ! এটা আমার বাড়ি নয়, তোর বোনটির। তোর মতো আমিও কাল একজন নিমন্ত্রিত অতিথি। রুবা নিজ হাতে রান্না করে আমাদেরকে খাওয়াবে।

খুব ভালো কথা। যথা সময়ে এসে যাব।

পরদিন তারা একসঙ্গে যাত্রা করে। রায়হান দুটো গাড়ি নেয়। রুবা আবুলকে ডেকে সব কিছু আয়োজন করতে বললে সে হাসিমুখে জানায়, আপনারকে কিছু

www.pathagar.com

ভাবতে হবে না।

যাত্রার সময় দেখা যায় সঙ্গে আবুল কিছুই নিচ্ছেনা। রুবা কিছুটা চিন্তিত হয়। এতগুলো লোককে সে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন আয়োজনই দেখছে না। আবুল ভাই অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে। সে অসাধ্য সাধন করে থাকে। দেখাই যাক। সে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করেছে। পাজেরোতে তারা তিন জন। পরের গাড়িতে আবুল, ফুপু ও মনির। দু'গাড়িতেই আজ ড্রাইভার রয়েছে। তারা হাসি-গল্প করতে করতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। কেনার পূর্বে রুবা একদিন এসেছিল। তার সে বাড়ির অবস্থান মনে নেই।

রায়হানের নির্দেশে একটি নতুন নির্মিত গেটের সামনে তাদের গাড়ি দাঁড়ায়। আশেপাশে কোন বাড়ীঘর নেই। গেটের দুপ্রান্ত থকে পাকা দেয়াল একটি বিরাট এলাকাকে ঘিরে রেখেছে। রুবা বুঝতে পারে না তারা কোথায় এসেছে।

রায়হান বলে, ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বে এখানে একবার নামা যাক।

রুবা জিজ্ঞেস করে, এটাই সে বাড়ি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তার চেহারা তো ভিন্ন রকম ছিল।

কেন, বলিনি খোল নৈচা পাল্টে দেব! এটাই তোমার সেই বাড়ি। নেমে এসো।

তাদেরকে দেখতে পেয়ে দু'জন দারোয়ান ছুটে এসে গেটের তালা খুলে দেয়। দু পাশের লোহার পাল্লা টেনে তারা সসম্ভ্রমে সালাম করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রায়হান রুবাকে বলে, ওখানে ওই কাগজটা কে সেঁটে রেখেছে? ওটা উঠিয়ে ফেল তো রুবা।

রুবা গেটের সম্মুখেই দাঁড়িয়েছিল। তোরণটির প্রথম স্তম্ভেই একটি কাগজ অহেতুক সাঁটা আছে। রুবা কাগজটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলতেই ভিতরের রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুন্দর শ্বেত পাথরে আরও সুন্দর করে কালো অক্ষরে খোঁদাই করে লেখা 'রুবালয়'। চারদিকে বর্ডার করে মাঝে কেবল এই কথাটিই লেখা।

রুবা সেটা ছিঁড়ে ফেলতেই আবুল হাততালি দিয়ে ওঠে। তার দেখা দেখি বাকি সকলে সোল্লাসে হাততালি দিয়ে ওঠে।

রুবা লজ্জায় আনন্দে দিশেহারা।

ওমা, বাড়ির তুমি এই নাম রেখেছ?

www.pathagar.com

আবুল কথা বলে, স্যার একা রাখেননি। আমরা সকলে এই নাম ঠিক করেছি।

রায়হান বলে, এর চাইতে সুন্দর নাম আর হতে পারে না। মালিকিনের অনুমতি হলে এবার আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারি।

রুবা ফুপুকে এগিয়ে দেয়, ফুপু, তুমি সকলের আগে ভিতরে পা রাখ। তারপর আমরা তোমাকে অনুসরণ করব।

তারা হেঁটে ভিতরে প্রবেশ করে। হেরিং বন্ড করা রাস্তা অদূরে একটি ছোট দালানে গিয়ে শেষ হয়েছে। রাস্তার দুই পাশেই বাগান। বাড়ির সম্মুখভাগে কেবলই ফুলের বাগান। দেশি-বিদেশি অজস্র ফুলের চারা রোপিত হয়েছে। সেগুলো সযত্নে বেড়ে উঠেছে। আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেই মন আনন্দে ভরে ওঠে। দু জন মালি রেখে সেখানে যে বাগান তৈরি হয়েছে তা দেখার মতো। গর্বে আনন্দে রুবার চোখে পানি চলে আসে। সে একটি সাধারণ বাগান বাড়ি চেয়েছিল। তার স্বামী তাকে একটি অপূর্ব বাড়ি উপহার দিয়েছে।

আবেগাপ্লুত রুবা এসে আজ সকলের সম্মুখেই রায়হানকে পা ছুঁয়ে সালাম করে। রায়হান স্মিতমুখে তার মাথায় হাত রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

আবুল সকলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবটা দেখায়। বাড়ির পশ্চিমাংশে রয়েছে পুষ্করিণী। সেটা স্বল্পকাল পূর্বে কাটা হয়েছে। ইতিমধ্যে মাছও ছাড়া হয়েছে। পুষ্করিণী থেকে একটি পাকা ঘাট উপরে উঠে এসেছে। ঘাটলার উপর দু পাশে সিমেন্টের আসন রয়েছে। সেগুলোও সাদা পাথরের। পুকুরে কয়েকটি হাঁস দেখা যাচ্ছে। সর্বত্রই প্রচুর যত্ন এবং নিরলস পরিশ্রমের চিহ্ন বিদ্যমান। উত্তর পাশে পুকুরের মাটি স্তুপ করে কৃত্রিম পাহাড় সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানেও ইতিমধ্যে বাঁশঝোপ এবং অন্যান্য গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বোঝাই যায় না ওটা প্রাকৃতিক নয়, সযত্ন প্রয়াসে সৃষ্ট। দালানটির পেছনে দুইটি বাগান। একটি নানারকম ফলের বাগান এবং অন্যটি কিচেন গার্ডেন। শাক সবজি তখনই খাওয়ার মতো হয়েছে। ফলের গাছগুলো সম্ভাবনায় ভরপুর।

বাড়ির চারদিকে উঁচু করে দেয়াল এবং দেয়ালের উপরে ঘন করে ভাঙ্গা কাঁচ গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে অননুমোদিত কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বেশ কয়কজন লোক রাখা হয়েছে। তারা বাড়ি, বাগান, পুকুর সব দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। রায়হান এখানে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। পরিকল্পনা সব তার হলেও খাটা খাটুনি প্রায় সবটাই আবুলের। সব দেখে রুবা আবুলকে বলে,

www.pathagar.com

আবুল ভাই, তোমার কোন তুলনা হয় না। দারুণ ব্যাপার করেছ!

মাজহারও স্বীকার করে, আমি ভেবেছিলাম নেহায়েতই একটি সাধারণ বাগান বাড়ি হবে। এখন দেখছি গুলশানের বাড়ির চাইতে কম নয়। বরং এর সৌন্দর্য এবং ব্যাপকতা আরও বৃহৎ।

কিন্তু থাকার জায়গাটা স্যার খুব ছোট করেছি। নিচে দুটো রুম। অবশ্য চারদিকে বারিন্দা আছে। উপরেও দুটো রুম। আসেন, এখন ঘর দেখবেন।

সে তাদেরকে বাংলো প্যার্টানের বাড়ির অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। চারদিকে লাল টাইলসের বারান্দার পর দুটি বড় বড় রুম ও একটি বাথরুম। উপরে দুটি প্রশস্ত রুম। একটি বসার। অন্যটি শোবার। শোবার ঘরসংলগ্ন বাথরুম রয়েছে। আবুল উপরে দুটি রুমই মনের মতো করে সাজিয়েছে। উপরেও রেলিং দেওয়া বারান্দা। সেখানেও লাল টাইলসের ঢাকনা।

সবটা দেখার পর মাজহার বলে, আবুল, তোমার রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রশংসা না করে পারছি না। শুধু টাকা থাকলেই হয় না। মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি ও পরিকল্পনা থাকতে হয়। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। একটা কাজের মতো কাজ করেছ।

সকলেই আবুলকে সাধুবাদ দেয়।

রায়হান শুধু বলে, বুদ্ধি শুদ্ধি ওর মন্দ ছিল না। বাদাম খেয়ে খেয়ে কিছুটা বিনষ্ট করেছে। তা না হলে ও আরও অনেক কিছু করতে পারত।

সকলে জানে সুযোগ পেলেই আবুলের বাদাম প্রীতি নিয়ে কটাক্ষ হবে। সেও সেটা উপভোগ করে।

ফুপু জিজ্ঞেস করে, মা রুবা, তোমার এতগুলো লোকের খাবার কি ব্যবস্থা হয়েছে দেখা দরকার।

ফুপু, ঠিক কথা মনে করেছ। বাড়ি ঘর দেখে আমি সবকিছু ভুলেছিলাম।

আবুল হাসিমুখে উত্তর করে, এবার আপনারা ধীরে সুস্থে নিচে নেমে আসুন। সেখানে সব ব্যবস্থা রয়েছে। এদের একজন রান্না-বান্না জানে। সে-ই সব করবে।আপনাদের কোন নির্দেশ থাকলে তাকে বললেই হবে।

মাজহার বলে, 'রুবালয়' পরিদর্শন করে চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে। তার ব্যবস্থা আছে তো আবুল?

www.pathagar.com

সব ব্যবস্থা আছে স্যার। এখানে দিতে বলব, না নিচে আসবেন?

অবশ্যই নিচে। আমি ঘাটে বসে চা খাব। ওখানে দিতে বল।

সে আবুলের সঙ্গে নিচে নেমে যায়। ফুপু এবং মনিরও নিচে নেমে যায়।

রুবা বলে, আমিও যাই। দেখি কি ব্যবস্থা হল।

রায়হান তাকে আটকায়, নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু তার পূর্বে আমি কি যৎসামান্য পুরস্কার পাই না!

রুবা চারদিকে দেখে খুশি মনে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলে নিশ্চয়ই পাবে। তুমি আজ আমাকে যে অনন্য সাধারণ উপহার ভূষিত করেছ তার জন্য তোমার অনেক পুরস্কার প্রাপ্য হয়েছে।

সে স্বামীকে পরপর চুম্বন উপহার দেয়।

রায়হান বলে, উঁহু, শুধু এতে হবে না ম্যাডাম, 'রুবালয়' উদ্বোধন করতে হবে। প্রথম কাজটি একটু বিলম্ব হলেও এখন তা সেরে নেওয়া যাক।

রুবা হাল ছেড়ে অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। রায়হান উপরে ওঠার দরজা বন্ধ করে এসে নির্বিঘ্নে তার কার্য সমাধার উদ্যোগ নেয়। রুবা জানে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। তার মনও খুশিতে ভরে আছে। স্বামীর আবদার মিটাতে দ্বিধা করে না। রুবা সারাটি দিন প্রজাপতির মতো চারদিকে ছুটে বেড়ায়। কখনও দৌড়ে সামনের ফুলের বাগানে যাচ্ছে। এদিক থেকে সেদিকে ছুটছে। সবগুলো চারা গাছের সামনে গিয়ে একবার করে দাঁড়াচ্ছে। সস্নেহে হাত বুলাচ্ছে। কখনও একটি ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজে দিচ্ছে। পরক্ষণেই ছুটে পেছনের বাগানে চলে যাচ্ছে। ফলের গাছগুলোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। শাক-সবজির বাগান গভীর আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে আসছে। ঘাটলায় তার স্বামী ও মাজহার দাদা বসে তখন থেকে আড্ডা দিচ্ছে। রুবা কিছুক্ষণ তাদেরকে সঙ্গ দিয়ে হাঁসগুলোকে অনর্থকই ঢিল ছুঁড়ে মনিরকে নিয়ে ছুটছে কৃত্রিম পাহাড়টিতে আরোহণ করতে হবে।' সে একবার মনিরকে নিয়ে বাইরে গিয়ে সারাটা এলাকা ঘুরে এসেছে। তার আনন্দ ধরে না। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

মাঝে একবার রায়হানকে বলে গেছে, আমি এখানে থাকব।

রায়হানের জবাব না শুনেই আবার নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

মাজহার বলে, বোনটির আনন্দ দেখে কেমন লাগছে গুরু?

আজ মনে হচ্ছে এ বাড়ি কেনা সার্থক হয়েছে। আরও অনেক কিছুই করেছি। কিন্তু আজকের মতো অর্থের সঠিক মূল্যায়ন আর কখনও উপলব্ধি করিনি। মানুষ এ জন্যই উপার্জন করে।

মাজহার বলে, একটা বিষয় আমার বিচারে ধরা পড়েছে। তোর ব্যবসা সব সময়ই ভালো ছিল। কিন্তু বোনটি আসার পর থেকে তোর যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সব জল্পনা কল্পনা ছাড়িয়ে গেছে।

তা যা বলেছিস। স্ত্রী ভাগ্যে আমি এতটাই ভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দু হাত ভরে দান করেছেন। রুবা আসার পর আমি ছাই স্পর্শ করলে সোনা হয়ে যায়।

বন্ধু, এই ভাগ্য লক্ষ্মীটি যোগাড় করার ব্যাপারে তোমার এই বহু নিন্দিত পুলিশটির সামান্য ভুমিকা ছিল সেটা অস্বীকার করো না।

রায়হান বলে, কোনদিন তা অস্বীকার করি না। ঘটনাচক্রে বন্ধু শ্যালকে পরিণত হয়েছে এটাও ভুলি না।

দুই বন্ধু একযোগে হাসতে থাকে।

রুবা এসে উপস্থিত, কি নিয়ে হাসি হচ্ছে?

রায়হান বলে, তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে। সেই কখন কি সব খাওয়ালে তারপর না চা, না কফি। এমন নিরস পিকনিক কখনও দেখেনি বলে মাজহার হাসছিল। আমি তাতে যোগ দেই।

দাদা, তুমি এই অভিযোগ করেছ?

কখনও না বোনটি! সব গুরুর বানানো কথা!

আমার সেটাই সন্দেহ হয়েছে। ফুপু তখন কত অনুরোধ করল, তোমরা আর কিছু নিলে না। আর এরই মধ্যে এমন নিন্দা শুনতে হচ্ছে!

আর বলো না, এই পুলিশ জাতটাই এমন।

রুবা স্বামীকে থামিয়ে দেয়, এই তুমি মিছেমিছি দাদাকে দোষারোপ করবে না। সে কিছুই বলেনি। এখন বল, কিছু লাগবে?

www.pathagar.com

লাগবে।

কি?

সেটা বড় শ্যালকের সামনে প্রকাশ করে বলি কি প্রকারে?

রুবা স্বামীকে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। শেষে মাথায় গোঁজা ফুলটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মুখে আঁচল গুঁজে সেখান থেকে পালায়।

মনির এসে বলে, দুলাভাই, আপনাদের দু জনকে আপা ডাকছে। ঘরে চা দেওয়া হয়েছে।

তারা উঠে ঘরে এলে রুবা আবার তার দাবী জানায়।

আমি কদিন এখানে থাকব।

রায়হান বলে, এখন নয়। এখন তোমার পড়া নষ্ট হবে। অন্য সময় থাকা যাবে। ততদিনে সবকিছু আরও সুন্দররূপে গড়ে উঠবে। সত্যিকারের সাজানো বাগান হবে।

রুবা তবুও বলে, না আমি থাকব।

মাজহার কথা বলে, রায়হান, একটা দিন না হয় থেকেই যাও। বোনটির এখানে ভালো লাগছে। ভালো লাগার মুহূর্ত সব সময় একভাবে আসে না। যখন আসে, তখন তাকে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তোমরা আজ থেকেই যাও।

সেভাবে তৈরি হয়ে আসিনি।

আবুল এসে হাসিমুখে জানায়, স্যার আমি তৈরি হয়েই এসেছি।

মানে?

আপনার ও রুবা আপার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একপ্রস্থ পূর্বেই এনে রেখেছি।

রায়হান অবাক হয় না। এই লোকটি কি করে যেন সবকিছুই আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখে। মুখে বলে, তা হনুমান, সে কথা পূর্বে খুলে বলতে হয়।

আবুল জানে স্যার প্রসন্ন হলেই এই ধরনের মন্তব্য করে থাকে। দ্বিপ্রহরে আজ সহজ খাবারের ব্যবস্থা। ফুপুর তত্ত্বাবধানে মোরগ পোলও রান্না করা হয়েছে। আবুল দই এনে রেখেছিল। সকলে একসঙ্গে বসে তারা আনন্দ করেই খাওয়া

www.pathagar.com

সারে। বাগান বাড়িতে পিকনিকের আমেজে মোরগ পোলাও, দই অতি উপাদেয় মনে হয়।

মাজহার মন্তব্য করে, আমি সহজে এসব খেতে চাই না। আজ এত ভালো লাগল! স্থান ভেদে সব জিনিসের তারতম্য ঘটে।

রুবা বলে, দাদা, তুমি বন্ধুকে নিয়ে উপরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পার। সব ব্যবস্থা আছে।

না বোনটি, এই চাকরিতে দুপুরে বিশ্রামের সুযোগ নেই। তা নিলে আলস্য নামের বিষম ভূতটি ঘাড়ে চাপবে। আমি বেশ আছি। তোমরা বিশ্রাম নিতে পার।

রায়হান রুবাকে চোখের ইশারায় উপরে যাওয়ার আহ্বান জানালেও সে তা না বোঝার ভান করে। শেষ পর্যন্ত কেউ বিশ্রামে যায় না। হাসি গল্পে বিকাল হয়ে আসে।

মাজহারও রায়হান পুনারায় এসে পুকুর পাড়ে বসে। জায়গাটি তাদের খুবই পছন্দ হয়েছে। রুবা সেখানে চা, কফি ও খাবার নিয়ে আসে।

সন্ধ্যার পূর্বে মাজহার বলে, আমি এবার বিদায় নেব। একটা গাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক।

ফুপু এবং মনির তার সঙ্গে যায়। তাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা নেই। রুবা, রায়হান এবং আবুল সে রাত্রের মতো বাগান বাড়িতে রাত কাটায়।

রাতের খাবার শেষ করে তারা স্বামী স্ত্রী উপরে উঠে আসে। উপরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নিচে আবুল এবং অন্য লোকজন থাকবে। পালা করে সারা রাত প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজেদের শোবার ঘরে রুবা স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রেখে শুয়ে গল্প করছিল।

আমার জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিন আছে। আজ তার একটি।

অন্যগুলো শুনতে পাই না!

যেদিন তুমি আমাকে উদ্ধার করে আন সেদিন, যে দিন তোমাকে চিরকালে মতো আপন করে পাবার প্রতিশ্রুতি পাই সেদিন, যেদিন প্রথম তুমি আমাকে গ্রহণ কর, আমাদের বিয়ের দিনটি এবং যেদিন জানতে পারলাম আমি মা হতে যাচ্ছি।

রায়হান প্রশ্ন করে, আর পরীক্ষার রেজাল্ট, সিঙ্গাপুর ভ্রমণ, ইউরোপ আমেরিকার

www.pathagar.com

ভ্রমণ এবং সর্বোপরি ওমরাহ্ করা এসব গুরুত্বপূর্ণ নয়?

অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। একদিক দিয়ে বিচার করলে ওমরাহর চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই কয়টি আমার জীবনের বিশেষ দিন। আমি যে আজ কতটা খুশি বলে বুঝাতে পারব না!

রায়হানা পরিহাস করে, যদি খুশিই হয়ে থাক তা হলে আমাকেও খুশি কর।

রুবা উঠে বসে। বলে, কি করলে তুমি খুশি হবে বল। আজ আমি সব করতে প্রস্তুত। আজ কিছুতেই অন্যথা করব না। বল।

রায়হান তাকে পূর্ববৎ শুইয়ে দিয়ে বলে, বউ, তুমি এমনি করে আমার কোলে শুয়ে থাকলেই হবে। আমার আর কিছু পেতে বাকি নেই। তোমার মতো আমারও মন আজ পূর্ণতা পেয়েছে। তুমি বলেছিলে, ওরা পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরবে। পুকুর পাড়ে বসে আমি সেই স্বপ্নই দেখিছিলাম। কবে সেদিন আসবে!

রুবা সন্তর্পণে স্বামীর কানে কানে বলে, আসছে, সেদিন শীঘ্রই ঘনিয়ে আসছে। আমি তার আসর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমাদের সে স্বপ্নও সফল হবে।

রুবার পরীক্ষা পর্যন্ত রায়হান নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখে। যখন তখন তার স্বভাবজাত উপদ্রপ করে না। সে রুবাকে অন্য কোন ভাবেও বিরক্ত করে না। বরং সে ঠিক সময়ে খেল কিনা, বিশ্রাম নিল কিনা, গোছল করল কিনা এসবের খোঁজখবর নেয়। কোন অনিয়ম লক্ষ করলে রুবার খাস আয়া জমিলাকে বকাঝকা করে। রুবা সবই টের পায়। তার পরীক্ষার জন্য তার নিজের চাইতে তার স্বামীর উৎকণ্ঠা বেশি। সে আরও তৎপর হয়ে ওঠে। কখনও নিজে স্বামীকে পাকড়াও করে, তোমার কি হল? আমাকে একটুও আদর করছ না! এসব না হলেই বরং আমার মনোযোগ নষ্ট হবে।

রায়হান তাকে শান্ত করে, সবকিছুর জন্যই সময় আছে রুবা। একে তো তোমার এত খাটুনি যাচ্ছে, তার উপর বাবার পদধ্বনি। এখন সাবধানে চলা প্রয়োজন।

না, তুমি আমাকে একদম আদর করছ না! আমার ভালো লাগে না!

রায়হান উঠে এসে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে যথাসম্ভব আদর সোহাগে তৃপ্ত করে পুনরায় পড়ার টেবিলে পাঠিয়ে দেয়। তার নিজের অভ্যন্তরেও একটা নীরব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সে পারতপক্ষে নামাজ ক্বাজা করে না। বাংলা অনুবাদ

www.pathagar.com

ও উচ্চারণ সম্বলিত পবিত্র কোরআন যোগাড় করে নিয়েছে। প্রায়ই গভীর মনোনিবেশ সহকারে সে কোরআন শরীফ পড়ার চেষ্টা করে। অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তাকাদিও পড়ে। রুবা দেখে খুবই খুশি। সে পড়াশুনায় আরও মনোযোগ দেয়।

যথা সময়ে তার পরীক্ষ সমাধা হয়। শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসে সে স্বামীকে বলে, ইনশাআল্লাহ্ রেজাল্ট ভালো হবে। তুমি দোয়া করো।

রায়হান খুশি মনে বলে, কেবল দোয়া নয়, দাওয়াও করেছি।

কি দাওয়া?

এতদিন টের পাওনি? রেজা রায়হানের পক্ষে এতটা সংযম অকল্পনীয়। তোমার জন্য তাও করেছি। এটা কি কম স্বার্থত্যাগ!

রুবা স্বামীর বুকে মাথা রেখে আহ্লাদিত কণ্ঠে বলে, আমার চাইতে স্বামী সোহাগিনী কেউ নেই!

রায়হান বলে, তা সোহাগিনী গরবিনী, এবার একটু তৎপর হয়ে আমেরিকা যাবার উদ্যোগ গ্রহণ কর।

এত তাড়াতাড়ি কেন? দেখ, আমাকে দেখে কিছু বুঝার উপায় আছে?

অন্যদের নেই। কিন্তু তোমার স্বামীর পক্ষে অবশ্যই আছে। তোমার শরীরের গঠন ভালো। তাই বেঢপ দেখায় না। এটাও আল্লাহ্ তালার বিশেষ কৃপা। আমি এরকমই পছন্দ করি।

রুবা হৃষ্টচিত্তে বলে, তোমার পছন্দ মতই আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। স্বামীর পাঁজরের হার দিয়েই স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয় শুনেছি।

রায়হান হাসতে থাকে, তুমি একথা বলছ! এটা সৃষ্টির আদিতে করা হয়েছিল। এখন না আছে স্ত্রীর ঠিক ঠিকনা, না আছে স্বামীর হারের সংযোজনা। সে যাক। এখন তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমি টিকিটের কথা বলে দিই।

কবে নাগাদ যেতে চাচ্ছ?

রুবা, তোমাকে এবার বোধহয় একা যেতে হবে। কোন সমস্যা হবে না। লন্ডনে প্লেন চেঞ্জ করে সোজা নিউইয়র্ক। সেখানে ওরা এয়ারপোর্টে থাকবে।

তারইবা প্রয়োজন কি! আমি কি বাকি রাস্তাটুকু একটা ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারব

www.pathagar.com

না! আচ্ছা তুমি কী? আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে একাকী আমেরিকো পাঠাতে চাও! ধন্য তোমার বিবেচনাবোধ!

না, তা নয় রুবা। কতগুলো বিষয় এত জরুরি হয়ে পড়েছে যে আমার থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

রুবা বলে, ঠিক আছে, তোমার এখানে থাকাটা যদি এতই দরকারি হয়, তা হলে এখানেই সব হবে। ছেলের জন্ম মুহূর্তে পিতা উপস্থিত থাকবে না এটা হতে পারে না। প্রসব ঢাকাতেই হবে।

রুবা উঠে ভিতরে চলে যায়। তার চোখ ফেটে কান্না আসে।

রায়হান অপরাধীর মতো উঠে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়, আমি কি বলেছি আমি যাব না! কয়েকটা দিন দেরি হবে। তুমি চলে যাও। সব ব্যবস্থা হয়ে থাক। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসব। প্রসবরের পূর্বেই আসা সম্ভব হবে।

রুবা কোন কথা বলে না। রায়হান তার একটি হাত ধরলে সে দুই হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা ঘসে। বলে, আমাকে হাতি দিয়ে টেনেও তুমি একা পাঠাতে পারবে না। হয় তুমি সাথে যাবে, না হয় ঢাকাতেই সব হবে। সকলেরই কি আমেরিকাতে প্রসব হয়! এখানে আজকাল ভালো ব্যবস্থা আছে।

রায়হান পূর্বেই বুঝেছিল রুবাকে সম্মত করানো যাবে না। সে তাকে বিচলিত করতে চায় না। এ সময় মানসিক প্রশান্তি খুবই প্রয়োজন।

বলে, আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে, যা হবার হবে আমি তোমার সাথেই যাব।

রুবা খুশি হয়ে স্বামীকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে।

তাদের আমেরিকা যেতে আরও এক সপ্তাহ বিলম্ব হয়ে পড়ে। রায়হান তার কাজগুলো যতটা সম্ভব বিলি ব্যবস্থা করে যাত্রা করে। এবার হয়ত দীর্ঘতর সময় সেখানে কাটাতে হবে।

নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে পূর্বের মতো রিয়া, সায়েমা ও আসলাম অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান। রুবাকে দেখেই রিয়া ছুটে তাকে জড়িয়ে ধরে। রুবা তাকে কষ্ট করেও কোলে তুলে নেয়। তারা বাবা বলে, রিয়া, তুমি এভাবে ঝাপঝাপি করো

www.pathagar.com

না। ভাবীর কষ্ট হবে।

সত্যিই ভাবী?

না মামনি, কোন কষ্ট হচ্ছে না। তুমি এমন না করলেই বরং কষ্ট হবে।

আসলাম আরও বলে, ভাবী, আপনি যে অবাক করছেন! আপনাকে দেখে তেমন বুঝার উপায় নেই। এ ব্যাপারে আপনার ননদিনী একটি দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হয়।

এই তুমি থামবে! সত্যিই ভাবী তোমাকে দেখে সহজে কিছু বুঝা যায় না। প্লেনে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

তোর ভাবীর হয়নি। আমার একটি হাতকে বালিশ বানিয়ে দিব্যি ঘুম দিয়েছে। আমি সজাগ থেকে দৃষ্টি রাখি যাতে তার ঘুম ভেঙে না যায়! মহারাণীর গর্ভে বংশধর রয়েছে তাকে ঘাটাতে সাহস হয়নি।

রুবা লজ্জিত কণ্ঠে বলে, সত্যিই আপনার ভাইয়া একদম ঘুমাতে পারেনি। এখন চলুন। বাসায় পৌঁছে প্রথমেই তার শোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাই চল ভাবী। এসো ভাইয়া।

তারা সকলে গিয়ে আসলামের গাড়িতে ওঠে। সায়েমা তাকে পরদিনই হাসপাতালে নিয়ে যায়। কুইনস্ সেন্ট্রালের মেটানিটি বিভাগ এবার স্বাচ্ছন্দে বলে দেয় রুবার গর্ভে পুত্র সন্তান রয়েছে। এবং তার স্বাভাবিক প্রসব তারা আশা করছে সপ্তাহ তিনেকের পর। তারা প্রফুল্লচিত্তে বাসায় ফিরে আসে। ফেরার পথে সায়েমা মিষ্টি কিনে আনে।

বাসায় এসে সে আজ দ্বিধা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে ভাইয়াকে জোর করে মিষ্টি খাইয়ে দেয়।

আজ আবার মিষ্টি খাবার কি হল বলবি তো?

ভাইয়া, তোমার ছেলে হবে। ওরা বলে দিয়েছে ভাবীর পুত্র সন্তান প্রসব হবে। ওহ্ ভাইয়া, আমার যা আনন্দ হচ্ছে না!

সে রুবাকে টেনে এনে ভাইয়ার পাশে বসায়। জোর করে তাকেও মিষ্টি খাওয়ার। রুবা তাকে খাইয়ে দেয়। আসলামের হাতেও মিষ্টি তুলে দেয়।

www.pathagar.com

রায়হান বলে, তোরা এবার জানলি। আমি প্রথম থেকেই জানি।

কি করে?

রুবা তাকে সব ভেঙে বলে। তার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় রায়হানের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছিল তা খুলে বলে।

রিয়া এসে জিজ্ঞেস করে, সকলে কেন মিষ্টি খাচ্ছে? হোয়াটস আপ?

রায়হান তাকে টেনে সামনে নিয়ে বলে, তোমার কথায় আবার ইংরেজি চলে আসছে মামনি! ভাবী রাগ করবে।

ও সরি!

সকলে হেসে ওঠে। তাকেও রুবা মিষ্টি তুলে দেয়। সে জানতে চায়, মিষ্টি কেন?

তার পিতা বলে তোমার একটা ভাই আসছে। সে আনন্দে মিষ্টি খাওয়া হচ্ছে।

রিয়া কি বুঝল সেই জানে। সে মন্তব্য করে, ভেরি গুড্। ঠিক আছে, তার জন্য মিষ্টি রেখে দেব।

রিয়ার প্রস্তাবে এবার ঘরে হাসির রোল পড়ে।

পূর্ব থেকে রেজিস্ট্রেশন থাকায় এবার হাসপাতালে কোন ঝামেলা হয় না। রায়হানকে সেখানে গিয়ে কয়েকটি কাগজে স্বাক্ষর করে আসতে হয়।

যথাসময়ে রুবা একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ফুটফুটে পুত্র সন্তান প্রসব করে। রায়হান, সায়েমা এবং আসলাম হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসে খবর পেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার অনেক শোকর আদায় করে।

রায়হান বলে, ওকে আমরা বাবা বলে ডাকব।

সায়েমা বলে, বাবা রায়হান।

সেই থেকে ছেলের নাম হয়ে যায় বাবা রায়হান। এ নামের আর কোন পরিবর্ধন বা পরিবর্তন হয় না। ছেলে এবং মা দুজনই সুস্থ রয়েছে। তিন দিন পরই তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গর্বিতা মাতা তার সন্তান কোলে নিয়ে স্বামীর পাশে বসে আসলাম ও সায়েমার সঙ্গে বাসায় ফিরে আসে। গাড়িতেই রায়হান ছেলেকে রুবার কোল থেকে নিজের

www.pathagar.com

কোলে নিয়ে সযত্নে মুখ চুম্বন করে বলে, বাবা রায়হান, তোমার পিতা মাতা বাংলাদেশী। কিন্তু তুমি জন্মসূত্রে আমেরিকান।

বাবাকে রায়হানের কোলে দেখে গর্বে আনন্দে রুবার চোখে পানি চলে আসে। সে মনে মনে পরম করুণাময়ের কাছে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

বাসায় রিয়া স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বাবার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়। সে যতক্ষণ জেগে থাকে সব সময়ই বাবার শয্যা পাশে। তার দুধের বোতল, টাওয়াল, ন্যাপকিন যাবতীয় কাপড় চোপড় সে গোছগাছ করে রাখে। বাবা সামান্য কেঁদে উঠলে তার মা সেখানে পৌঁছবার পূর্বে রিয়া দৌঁড়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। এখন সে আর ভাবীর কোলে বিশেষ যেতে চায় না। তার সব আকর্ষণ এই ক্ষুদে ভাইটির উপর নিবদ্ধ।

সব দেখে আসলাম সায়েমাকে বলে, কি দেখছ! রিয়াকে একটি ছোট্ট ভাই উপহার দেবার সময় কি বহু পূর্বেই গত হয় নাই!

সায়েমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, আমাকে বলছ কেন! তোমার যে মুরোদ নেই তা কেন স্বীকার করছ না!

আসলাম তাকে ডাকে, একটু এদিকে শুনে যাও।

কেন?

মুরোদ আছে কিনা তার পরীক্ষা দিতে চাই।

সায়েমা তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে যায়। পূর্বাভিজ্ঞতা সম্পন্না মা হিসেবে সে রুবাকে নানা বিষয়ে সহায়তা করে। পরামর্শ দেয়, একটি নবজাতকের আগমনে তাদের বাসা নতুন করে জেগে উঠেছে।

রায়হান বাবার জন্মের পরপরই ঢাকায় কথা বলেছে। আবুলকে সে সব খবরাখবর দিয়েছে। সকলকে জানাতে বলেছে।

আবুল জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, বাবা দেখতে কেমন হয়েছে?

রায়হান হাসিমুখে জবাব দিয়েছে, তুই গাধা। বিয়ে করলি না, সন্তানের খবর কি করে জানবি! এতটুকু বাচ্চা কার মতো হচ্ছে এখন বলা যায়! তবে সকলে বলছে, মায়ের রঙ আর আমার আদল পেয়েছে।

মাশাআল্লাহ। স্যার আজই মিলাদ পড়াব। সকলকে খবর দেব। পাড়ার

www.pathagar.com

মসজিদে, এতিমখানায় এবং আত্মীয় বন্ধুদের বাসায় মিষ্টি পাঠাব। স্যার, এতদিন আমার আশা পূর্ণ হল।

হ্যাঁ, তুই চাচা হলি। কোলে পিঠে নেওয়ার লোক হল। ফুপকে বলিস রুবা বাসায় এসে তার সাথে কথা বলবে। মাজহারকে খবর দিস।

নিশ্চয়ই স্যার। তাকে সকলের আগে খবর দেব। তার ভাগ্নে হয়েছে। তার কাছে আমাদের মিষ্টি পাওনা হয়েছে।

আবুলের কণ্ঠস্বরই বলে দিচ্ছে আজ তার আনন্দের সীমা নেই।

ছোট্ট বাবা রায়হান তার আমেরিকান পাসপোর্টে বাংলাদেশে আগমন করে। তারা গিয়েছিল দু জন। প্রত্যাবর্তন করে তিন জন। প্রায় দু মাস পরে তারা ঢাকা ফিরে আসে। আজ এয়ারফোর্টে সকলে এসেছে। রুবার ফুপু বৃদ্ধা মহিলা সেও ছুটে এসেছে। মনির এবং বাড়ির আরও কেউ কেউ এসেছে। আবুল আজ শাসনের বেড়াজাল আরোপ করেনি। মাজহার এসেছে। রাহয়ানের অফিসের অনেকে এসে উপস্থিত।

রায়হান বলে, বিষয় কি? এ ধরনের সম্বর্ধনা আমি কোন দিন পাইনি!

উল্লসিত মাজহার জবাব দেয়, তুমি কে বাছাধন, যে তোমার জন্য সবাই ছুটে আসবে! আমরা এসেছি রায়হান সম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীকে স্বাগত জানাতে!

বাবাকে নিয়ে বিমানবন্দরে কাড়াকাড়ি পড়ে। রুবা সকলের আগে তাকে ফুপুর কোলে তুলে দেয়। বৃদ্ধ চোখের পানিতে হাসি মিশিয়ে দোয়া পড়ে দৌহিত্রকে ফুকে দেয়। তার কাছ থেকে বাবাকে মাজহার নিজের কোলে তুলে নেয়। বন্ধুকে একান্তে বলে, এ যে দেখছি গুরু তোমাকে বদলে এসেছে! স্বভাব চরিত্র এখন বাবার না হলেই হয়!

রায়হান সেভাবেই জবাব দেয়, বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছ হো না তো থোরা থোরা বলে একটা কথা আছে না! তোর ভাগ্নে সেটা এড়াবে কি করে!

আবুল আজ কোন সঙ্কোচ করে না। সে এগিয়ে এসে বলে, স্যার, বাবাকে আমার কাছে দিন।

www.pathagar.com

সে মাজহারের কোল থেকে বাবাকে প্রায় ছিনিয়েই নেয়। মুনির তার পিছু পিছু ঘুরঘুর করে, বাবাকে একবার আমাকে দিন আবুল ভাই।

তুমি ছেলেমানুষ। পারবে না। বাসায় গিয়ে দেব।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে কি করে ছোট্ট বাবা এত সম্বর্ধনার মিষ্টি যন্ত্রণা সহ্য করেছিল তা বুঝা দুষ্কর। এখন সে প্রতিবাদ করে কেঁদে ওঠে। রুবা ফুপুর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়।

সকলের আনন্দ উল্লাসে অভিষিক্ত ছোট্ট বাবার স্বদেশে আগমন স্মরণীয় হয়ে থাকে। এ বাসায় পূর্বে কোন দিন শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি বা কলহাস্য শ্রুত হয়নি। মাঝে একবার দিন কয়েকের জন্য রিয়া এসেছিল। বাবার আগমনের সত্যিকার অর্থে রায়হান রুবার এতদিনের ঝিমিয়ে থাকা বাড়ি জেগে ওঠে। তাকে কেন্দ্র করেই এখন এই পরিবারের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড আবর্ত হয়। বাড়ির প্রতিটি সদস্যই যেন এই ক্ষুদে নবাগতের প্রতীক্ষায় ছিল।

রায়হান নিজে বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে এলিফ্যান্ট রোড থেকে একটি রেলিং দেওয়া ছোট কাঠের খাট কিনে এনেছে। গাড়ি থেকে নামিয়ে কারো হাতে না দিয়ে নিজেই বহন করে তাদের শোবার ঘরে এনে সেটি স্থাপন করেছে। কাউকে হাত লাগাতে দেয় না। বাবার বিছানাপত্র সব এনে নিজেই গুছিয়ে দিয়েছে।

রুবা দেখে আর আনন্দ ও গর্বে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

তোমার কাণ্ডকীর্তি দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়াতে একমাত্র তুমিই পিতা হয়েছ। আর যেন কারো ছেলে হয় না!

রায়হান তাকে চোখ পাকায়, সকলে বাবা হয়। আমি বাবার বাবা হয়েছি। কাজেই সাবধানে কথা বলবে।

রুবা হাসি আটকাতে মুখে আঁচল চাপা দেয়।

ঘুম থেকে উঠে রায়হান এসে ছেলের শয্যার পাশে দাঁড়ায়। ছেলে জেগে থাকলে কি করে যেন বুঝতে পারে। জন্মদাতাকে একটি হাসি উপহার দেয়। কখনও বিরক্ত হয়ে কেঁদে ফেলে। হাসুক বা কাঁদুক ছেলে যে পিতাকে দেখে চিনতে পেরেছে, অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে তাতেই তার আনন্দের সীমা থাকে না। চেয়ার টেনে এনে তার সামনে বসে তাকে দোলা দেয়, আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছেলে ঘুমিয়ে থাকলে তার ভালো লাগে না। নানা শব্দ করে সে

www.pathagar.com

তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ছেলের সাথে কত কি কথা বলে। দেখে রুবার তৃপ্তিতে মন ভরে যায়।

সে এসে স্বামীকে তাড়া দেয়, ঘুম থেকে উঠেই এই এক ডিউটি হয়েছে তোমার! বাথরুমে যাবার নাম নেই। কখন গোছল করবে, কখন নাস্তা করবে খবর নেই! ছেলেকে নিয়ে পরে থাকলেই চলবে?

হ্যাঁ চলবে। আমার আর কোন কাজ নেই। ভেসে যাক তরী ডুবে যাক প্রাণ আমি আমার বাবাকে নিয়েই পড়ে থাকব।

রুবা হাসতে হাসতে বলে, একথা কিন্তু তুমি পূর্বেও বলতে। বাবার মাকে নিয়ে।

তা বলতাম। এখন বাবার আগমনে তার মায়ের নির্গমন হয়েছে।

কি বললে? তার মায়ের নির্গমন হয়েছে?

না, ঠিক তা বলতে চাইনি। বলতে চেয়েছি, নতুনের আগমনে পুরাতনের বিদায় আসন্ন!

রুবা রাগ করে, এটা তোমার উদাহরন হল! ছেলের আগমনে মায়ের বিদায়।

তারপর কণ্ঠে অভিমান ফুটিয়ে বলে, তুমি আমাকে দিনকে দিন অবহেলা করছ। আমার দিকে এখন আর তেমন তাকাও না। ছেলে এসে তোমাকে গ্রাস করে নিয়েছে!

রায়হান রুবার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিত দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। উঠে গিয়ে রুবাকে কাছে টেনে নেয়, একি বলছ রুবা! সবকিছুই তোমার জন্য। তোমাকে দিয়েই বাবাকে পেয়েছি। তোমাকে অবহেলা করতে পারি?

নয় তো কি! কতদিন আমাকে আর সেভাবে আদর কর না! এখন আর আমার দিকে তোমার দৃষ্টি পড়ে না।

রায়হান হা-হা করে হেসে ওঠে।

ছেলে সচকিত হয়ে ওঠে। বাবা মার দিকে তাকিয়ে হাত পা ছোঁড়ে। রুবা বলে, দেখছ, বাবাও খুশি। তার মাকে আদর করছ দেখে সেও আনন্দিত।

তা হলে এসো আরও আদর করি। সে আরও খুশি হোক।

এই, না না, এখন এসব নয়। ছি, বাবা দেখতে পাবে না।!

www.pathagar.com

রায়হান হাসতে হাসতে তাকে ছেড়ে দেয়। ছেলেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি রে বেটা, দেখে সব বুঝে ফেলবি? তা বলাও যায় না। যে পিতার সন্তান!

রুবা এগিয়ে এসে স্বামীকে থামিয়ে দেয়, ছি, এসব বলো না। সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে আমাদের সংসারে আলোর বন্যা এসেছে। বাবার মঙ্গলস্পর্শে অতীতের সব গ্লানি নিঃশেষ হয়েছে।

স্বামীর একটি হাত ধরে রুবা আরও বলে, তুমি কি বুঝতে পারছ না, পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ স্বরূপই বাবা আমাদের ঘর আলো করে আবির্ভূত হয়েছে।

তা বুঝতে পেরেছি। মনে হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।

ঠিক তা-ই। এখন তুমি একটু তৈরি হয়ে নাও। নাস্তা খেতে হবে না! আমি ছেলেকে খেতে দিই।

আমি দেখব।

এই খবরদার, এসব হবে না। যাও টয়লেটে যাও।

সে স্বামীকে দু হাতে ঠেলে বাথরুমে পাঠিয়ে হাসতে হাসতে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়।

বাথরুম থেকে বের হয়ে আবার সে ছেলের সামনে দাঁড়ায়। উপরের খেলনাটায় চাবি দিয়ে ঘুরিয়ে দেয়। ছেলেকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একি! তুমি এখনও কাপড় পাল্টাওনি! নাহ্ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! আমি নাস্তা নিয়ে নিচে বসে আছি। আর তুমি আবার ছেলেকে নিয়ে মেতে রয়েছ!

রায়হান বলে, ছেলেকে একা রেখে যাব?

তাতে কি হয়েছে! ছেলে তোমার আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছে। সেখানকার বাতাস পেয়েছে। দেখছ না একেবারেই কান্নাকাটা করে না। কেবল ক্ষিধা পেলে জানান দেয়।

রায়হান রাগান্বিত কণ্ঠে জানতে চায়, ক্ষিধা পেলে জানান দেয় মানে? তুমি কি কর? তুমি খেয়াল রাখবে না কখন তার ক্ষিধা পায়? এতসব আয়োজন কি জন্য? কার জন্য?

www.pathagar.com

রুবা হাসতে থাকে, তোমার এত আয়োজনে ছেলের বিশেষ আগ্রহ নেই। তার আগ্রহ আল্লাহ্র দেওয়া মায়ের দেহের খাবারে।

রায়হান একইভাবে উত্তর করে, সেটারইবা কমতি পড়েছে কোথায়! বাবা খেয়ে তার বাবাও খেতে পারে। তবুও শেষ হবে না।

রুবা এসে স্বামীর মুখ চেপে ধরে, আবার শুরু করলে! চল চল নিচে চল। বুঝেছি তোমারও ক্ষিধা পেয়েছি। তাই আবোল-তাবোল বকছ।

অফিসে গিয়েও সে ভুলে থাকে না। বারবার ফোন করে, বাবা কি করছে?

সে ঘুমাচ্ছে। তুমি তোমার কাজ কর।

কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন, বাবা কোথায়?

এই তো আমার কোলে।

তাকে টেলিফোন দাও।

রুবা হাসতে হাসতে বাবার মুখের সামনে ফোন ধরে। সে অপরিচিত দ্রব্য দেখে মুখে এক রকমের শব্দ করে। শুনে রায়হানের আনন্দ ধরে না, দেখ রুবা, বেটা বুঝতে পেরেছ তার পিতা ফোন করেছে। আমি চলে আসছি।

সত্যি সত্যিই সে সব কাজ ফেলে বাসায় চলে আসে। আবার ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলে তাকে চিনতে পারে। তার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারে। সে হাত পা নেড়ে চোখে মুখে উৎসাহ ফুটিয়ে জন্মদাতাকে অভ্যর্থনা জানায়। রায়হানের উল্লাস ধরে না।

রুবা একদিন বলে, ফুপু, বলছিল সে উপরের একটা ঘরে বাবার সাথে থাকবে। সেটা মন্দ হয় না। বাবা মার সাথে এক ঘরে সন্তানের না থাকাই ভালো। আমেরিকায় সে নিয়মই পালন করা হয়।

এটা আমেরিকা নয়। বাবা আমাদের ঘরেই থাকবে।

রুবা বলে, আহা তুমি বুঝার চেষ্টা কর। ছোট সময় থেকেই তাদেরকে যেখাবে গড়ে তোলা যাবে সেভাবেই বড় হবে। অন্যঘরে রাখাই সমীচীন।

একজন বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে সে থাকবে? বাবার রাতে কি প্রয়োজন সে বুঝতে পারবে না।

www.pathagar.com

তুমি কি যে বল! ফুপু বাচ্চা মানুষ করেনি? সে খুব আগ্রহ করছে, আমি রাতে ঘুম ভাঙলেই গিয়ে দেখে আসব। ব্যবস্থা করি?

কর। কিন্তু আমার কি হবে? আমি ফুপুর ঘরে রাতে কি করে যাব?

তোমাকে রাতে আর যেতে হবে না। সারা দিনমান সে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। ব্যবস্থা করব?

রায়হান সম্মত হলেও খুব খুশি হয় না। অবশ্য রাত্রের কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র। বাকি সময় সে পারতপক্ষে ছেলেকে চোখের আড়াল করে না।

আবুলের অভিযোগ, বাসার আর সকলেরও একই অভিযোগ, রায়হানই যদি সব সময় তকে আগলে রাখে তা হলে তারা বাবাকে কি করে পাবে!

রুবা সে কথা জানাতেই রায়হান জবাব দেয়, ঠিক আছে। বাবা তো এখন ফুপুর ঘরেই থাকে। আমরা উঠে পড়ে লেগে যাই। একটু খাটুনি বাড়িয়ে বাবার আর একটি ভাই বা বোন শীঘ্র নিয়ে আসি। তখন সকলের শখ মিটবে।

রুবা চটতে গিয়েও হেসে ফেলে, কথাটা কিন্তু মন্দ বলনি। পিঠা পিঠি ভাই বোন থাকলে ছেলে মেয়ে স্বার্থপর হয় না। মিলেমিশে বড় হয়ে ওঠে।

ব্যাস্ রায়হানকে আর পায় কে! সে তখনই রুবাকে ধরে নিয়ে অভিসিদ্ধির লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠে।

কথায় বলে, আল্লাহ্ যাকে দেন ছাপ্পর ফুঁড়ে দেন। রুবার বেলায়ও তাই। তার বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। রুবার পরীক্ষার ফল বের হয়। সে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করেছে। প্রথম বিভাগে সম্মানের তালিকায় নাম রেখে উত্তীর্ণ হয়েছে। রায়হানের বাসায় নতুন করে আনন্দের বান ডেকে যায়। পরদিন থেকেই সে আবলকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগে। আবুল নানা কাগজপত্র যোগাড় করেছে। বৃটিশ দূতাবাস ও ইনফর্মেশন সার্ভিসে যাতায়াত করে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছে।

রুবা সব বুঝতে পারে।

সে বেঁকে বসে, তোমার এসব অভিপ্রায় ছাড়। আমি কোথাও যাব না।

সেকি! তুমি না আমাকে কথা দিয়েছ! আমার এতদিনের স্বপ্ন বিফল হবে! রুবা, প্লিজ। আমার কথা শোন। আমি নিজে পারিনি। সায়েমাকে দিয়ে হয়নি। তুমি যদি স্ত্রী হয়ে আমার স্বপ্ন নষ্ট করে দাও তা হলে আমি আর কোথায় আশা করব!

www.pathagar.com

বাবাকে ব্যারিস্টার করো। এখন থেকে সে আশায় থাক।

দেখ রুবা, আমার স্বপ্ন নষ্ট করে দিও না। বাবা মাত্র দুগ্ধ পোষ্য শিশু। আমি হয়ত এতদিন বাঁচব না। তাকে ব্যারিস্টার করতে চাইলে করো। কিন্তু আমাকে তুমি নিরাশ করো না। আমাকে দেখে যেতে দাও।

রুবা রেগে যায়, তুমি এসব অলক্ষুণে কথা আমার সামনে একদম বলবে না। কত বয়স হয়েছে তোমার? এখনই মৃত্যুর কথা ভাবছ! আরও অনেক ছেলে মেয়ের বাবা হবে তুমি। তাদেরকে মানুষ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার পূর্ণ সুযোগ পাবে। বুঝছ না, আল্লাহ্ আমাদের উপর খুবই মেহেরবান। তুমি আর কখনও এসব বলবে না।

ঠিক আছে বলব না। তুমিও কথা দাও আমাদের পূর্বের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে!

রুবা হাসতে থাকে।

হাসছ কেন? আমার কথার জবাব দাও।

না ভাবছিলাম, যদি তোমাকে জব্দ করা যেত!

কি করে?

বাবার ভাই বোন আসার উপক্রম হলেই তুমি জব্দ হতে। তখন আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে না।

রায়হান উৎসুক দৃষ্টি ফেলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। তার দৃষ্টি অনুধাবন করে রুবা জবাব দেয়, না সেসব লক্ষণ টের পাচ্ছি না। হলে আমি দারুণ খুশি হতাম।

মনে হচ্ছে তুমি ইদানীং নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নিচ্ছ না!

তাই।

সে কি!

হ্যাঁ, আমি আরও সন্তান চাই। ঘর ভরে ফেলতে চাই। এত যে উপার্জন করছ এসব কার ভোগে লাগবে?

রায়হান স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় তারও মন খুশিতে ভরে ওঠে। দু'জনের চিন্তা ধারা প্রায় একই স্রোতে ধাবমান। দেখা যাক, সবই তাঁর

www.pathagar.com

ইচ্ছা।

মাজহারকে শেষ পর্যন্ত উকিল ধরে রুবা। সে রায়হানের অফিসে এসে তাকে পাকড়াও করে, গুরু, বোনটির খুব ইচ্ছা এখানে অন্তত বিএটা পাস করে তারপর না হয় লন্ডনে যাবে। ততদিনে বাবাও অনেকটা বড় হয়ে উঠবে।

তুই জানিস না ভাই ও মেয়ে কি সাংঘাতিক! এই মতলব নিয়ে সে অন্য বুদ্ধি এটেছে। আর একটি বাচ্চা এলে তার যাওয়া যাতে বন্ধ হয়।

তবেই ভেবে দেখ! তার দেশে থাকার কি গভীর আগ্রহ! তোদের ছেড়ে সে একা বিদেশে থাকে কি করে!

তুই কিছুই জানিস না। আমি তার সঙ্গে থাকব এই কথা দিয়েছি তারপর সম্মত হয়েছে। এখন আবার নানা অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে। তোকে উকিল ধরেছে।

ভুলে যাসনে আমি তার আদি উকিল।

তা জানি। সে এখন নিরোধের কোন ব্যবস্থাও নেয় না।

তুই নিতে পারিস না?

তুই ভালো করেই জানিস ওসবে আমি স্বাচ্ছন্দ বোধ করি না। সে যাই হোক, তোকে এখন উল্টা ওকালতি করতে হবে। তুই তো জানিস, আমার এটা সবচাইতে বড় স্বপ্ন। মানুষ ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকে। এত ধন সম্পদে আমার কি হবে যদি নিজের একটি মাত্র স্বপ্ন সফল করতে না পারি! ভাই, তোর কথা শুনবে। তুই তাকে বুঝিয়ে বল। আমি ওর সাথে কোন দিনই রাগ করতে পারি না, জোর খাটাতেও পারি না। সবই তো জানিস।

মাজহার সব উপলব্ধি করে। বন্ধুর যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাতেই সে আনন্দিত।

ঠিক আছে গুরু, আমি বোনটিকে বুঝিয়ে বলব। কিন্তু এত ছোট বাচ্চা নিয়ে সে একদিকে পড়াশুনা এবং অন্যদিকে বিদেশের মাটিতে সংসার করবে কি করে?

রায়হান বলে, সেটাও ভেবেছি। লন্ডনে আমি একটা এ্যাপার্টমেন্ট কিনব বলে সাব্যস্ত করেছি। ফুপুকে সাথে নেব। সে বাবাকে দেখবে। আমি আসা যাওয়ার মধ্যে থাকব। লন্ডনে বসেও ব্যবসা দেখা সম্বব।

সবই দেখি ভেবে রেখেছিস। ঠিক আছে তাই কর। লন্ডনে একটা ঠিকানা

www.pathagar.com

থাকলে মন্দ হবে না। আমিও ছুটি ছাটায় ঘুরে আসতে পারব।

ঠিক তাই। তুই কেবল ছুটি নিবি। বাকি সব আমার উপরে ছেড়ে দিস।

ঘুষ?

সেটা কি নতুন খাচ্ছিস? যা বেটা, এখন তোর বোনটিকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বল।

মাজহার উঠে দাঁড়ায়, এ যে দেখছি বুমেরাং হল! বোনটির ওকালতি করতে এসে এখন বাবার বাবার উকিল হয়ে ফিরছি!

দুই বন্ধু একসঙ্গে হেসে ওঠে।

বাবা এক পা, দু পা করে যখন হাঁটতে শিখেছে আব্বা, আম্মা ও পুপু ডাকতে শিখেছে তখন তারা লন্ডনের পথে রওয়ানা হয়। রায়হান উইম্বলি পার্কে সুসংরক্ষিত একটি এ্যাপার্টমেন্ট রুবার নামে ক্রয় করে ফেলে। নিচে অভ্যর্থনায় বলা না থাকলে অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। এদিকটাতে সাদার বাইরে তেমন একটা কাউকে দেখা যায় না। রায়হানের পক্ষেও হয়ত সম্ভব হত না। তার ব্যবসায়ের পার্টনার মি. রবার্ট ডিলন কয়েক পুরুষ ধরে লন্ডনের বাসিন্দা। তার যোগাযোগেই 'অল হোয়াইট' এই এপার্টমেন্টে রায়হান বাড়ি পেয়েছে। ছোটর মধ্যে বেশ প্রশস্ত ফ্ল্যাট। তিনটি বেড রুম ছাড়াও একটি সুন্দর লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং স্পেস ও দুইটি বাথরুম রয়েছে। নিচে গাড়ি রাখারও স্থান রয়েছে। সেন্ট্রাল লন্ডনে ব্যস্ত এলাকার পার্শ্বে অবস্থিত এই স্থানটি সবদিক থেকেই তাদের কাছে আদর্শ বলে মনে হয়। অদূরেই টিউব স্টেশন। রায়হান লন্ডনে পৌছেই রুবার নামে একটি গাড়ি কিনেছে। ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে দু জনই লাইসেন্স সংগ্রহ করে নিয়েছে।

লন্ডন আসার পূর্বে রায়হানকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সামাল দিতে হয়েছে। অনেক বলে কয়ে শেষ অবধি আবুলকে অফিসে বসতে সম্মত করতে পেরেছে। রায়হানের অবর্তমানে সে-ই অঘোষিত প্রধান। রায়হান তাকে ব্যবসায়ের প্রায় সব দায় দায়িত্বই বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে। মুনির কোন ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেছিল। পড়াশুনার চাইতে অন্য সব বিষয়ে তার বুৎপত্তি অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। ফুপুই একদিন রুবার মারফত রায়হানকে অনুরোধ করেছিল, ওর আর পড়া

www.pathagar.com

হবে না। একটা কাজে ঢুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

রায়হান তাকেও নিজের অফিসের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। নিজস্ব মানুষের তার খুবই প্রয়োজন। মুনিরও অফিসে কাজ পেয়ে খুশি। সকলে জানে সে ম্যাডামের ছোট ভাই। অফিস এবং বাসা উভয় স্থানেই এর প্রতিপত্তি অপরিসীম। সে অবশ্য মন দিয়েই ব্যবসায়ের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

রুবার একান্ত আগ্রহে রায়হান দেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল। গ্রামে একটি মসজিদ এবং একটি স্কুল সে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকারি উদ্যোগে গ্রামে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রায় সম্পন্ন। সে একটি কলেজ এবং একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলাকার উৎসাহী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সে দুইটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে। সে-ই অবশ্য কমিটি দুটির চেয়ারম্যান। কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রুবার প্রয়াত পিতার নামে আবুল কাশেম বিদ্যানিকেতন নাম দিয়ে খুলনার দেবহাটায় তাদের পাড়াগাঁও গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নিয়েছে। দেলোয়ারকে এই প্রোজেক্টের দায়িত্ব দিয়েছে। বাড়িঘর, ব্যবসা এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব গোছগাছ করে সে স্ত্রীপুত্র এবং ফুপুকেসহ লন্ডনের পথে পাড়ি জমায়। নিজে পারেনি, কিন্তু স্ত্রীকে সে ব্যারিস্টার বানাবে এই তার সংকল্প।

ফুপু মুনিরকে ছেড়ে, দেশ ছেড়ে লন্ডন যেতে মোটেই সম্মত ছিল না। রুবা বলেছে, রায়হান বলেছে সে সম্মত হয়নি। রুবা শেষে বাবাকে নিয়ে তার কোলে গছিয়ে বলে, ফুপু, তুমি পারবে বাবাকে ছেড়ে থাকতে?

তোরা কত দিনের জন্য যাচ্ছিস মা?

আমি এক দিনের জন্যও যেতে চাই না ফুপু। কিন্তু তোমার জামাইর একান্ত ইচ্ছা আমি ব্যারিস্টারী পড়ি। বছর পাঁচেকের কম হবে না।

আমি কি অতদিন বাঁচব মা?

জীবন মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না ফুপু ওটা আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। মাশাআল্লাহ্ তোমার শরীর স্বাস্থ্য ভালোই আছে। মরার কথা ভাবছ কেন? আল্লাহ চাহে তো আমরা দেশে ফিরে মুনিরের বিয়ে দেব। নাতি নাতনি না দেখে তুমি কোথায় যাবে!

ফুপু তখন বাবাকে আদর করছে। ছোট্ট বাবা পিতা মাতার পরই সবচাইতে বেশি চেনে এই বৃদ্ধাকে। আব্বা আম্মার মুখে শুনে সে তাকে পুপু ডাকে। ফুপু

www.pathagar.com

বলতে পারে না। কিন্তু কচিকণ্ঠের সেই ডাক বৃদ্ধার কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করে।

বাবা তার ছোট ছোট হাতে বৃদ্ধার গলা বেষ্টন করে তাকে ডাকে, পুপু। এটা তার একটা খেলা। যখন তখনই ডেকে ওঠে, পুপু।

কি ভাই? সোনামানিক আমার! বল ভাই!

বাবা মজা পেয়ে কেবলই বলছে পুপু, পুপু।

রুবা আবার বলে, পারবে ফুপু তুমি বাবাকে ছেড়ে থাকতে?

না মা, পারব না। মুনির বড় হয়েছে। তাকে ছেড়ে হয়ত থাকতে পারব। কিন্তু তুই আমাকে যে মায়াজালে জড়িয়েছিস তা কাটাতে পারব না। আমার ভাইকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ফুপু আরও বলে, মা, শুনেছি বড়লোকের ছেলেরা বিলাত গিয়ে কি সব পাস দিয়ে আসে। এখন যে দেখছি মেয়েরাও যাচ্ছে। মেয়েরা কি ব্যারিস্টার হতে পারে?

রুবা হাসে। জবাব দেয়, লেখাপড়ায় ছেলেতে মেয়েতে কোন পার্থক্য নেই ফুপু। আমাদের দেশ পরাধীন ছিল বলে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রায় সমান সমান। আল্লাহ্ চাহে তো তুমি দেখবে ফুপু তোমার ভাইঝিও ব্যারিস্টার হয়ে আসবে। অবশ্য আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করব বল তোমার জামাইর এত আগ্রহ। তার কোন ইচ্ছার অমর্যাদা করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

ঠিক বলেছিস মা। জামাই আমার মানুষ না, ফেরেশতা। কোন দিন তার কোন কথার অবাধ্য হবি না।

বাবার কারণে কার্যসিদ্ধি করে উৎফুল্ল রুবা বিলাত পাড়ি দেবার আয়োজনে লেগেছিল।

লন্ডনে তার ছ'বছর লেগে যায়। এখানকার জীবন নিয়েও অনেক কথা, অনেক উপন্যাস রচিত হতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই ছবছরের মধ্যে আবুল দুবার লন্ডন এসেছে। মাজহার একবার এসেছে। এমনকি সিঙ্গাপুর থেকে সকন্যা জিমি এবং মারিয়া এসে ঘুরে গেছে। নিউইয়র্ক থেকে সায়েমা, আসলাম রিয়া এবং তার একটি ছোট ভাইও এসে লন্ডনে কদিন কাটিয়ে গেছে। রায়হান

www.pathagar.com

বেশিরভাগ সময়ই লন্ডনে থাকে। বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। বছরে দুবার ঢাকা যায়। অন্যান্য দেশেও যেতে হয়। ছবছরের এই লন্ডনবাসে রুবার কোন নতুন বন্ধু সংযোজিত হয়নি। মি. ডিলন এবং তদীয় পত্নী রুজ সর্বদা আসা যাওয়া করেছে। এই পরিবারটির সাথে তাদের সখ্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

লন্ডনে রুবার জীবন সীমাবদ্ধ। হাজার বলার পরও সে আর দশ জন প্রবাসীর সঙ্গে মিলে হৈ-হুল্লোর করে একটি দিনও অতিবাহিত করেনি। লন্ডন ছেড়ে কোথাও যায়নি। এখন সে প্রায় স্থানই চেনে এবং একা একা গাড়ি চালিয়ে প্রয়োজন হলে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে। কিন্তু তার জীবন তার স্বামী, সন্তান, সংসার ও পড়াশুনার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যখন ক্লাস করতে, ডিনারে এটেন্ড করতে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয়, সে সময়টুকু ছাড়া সে তাদের এপার্টমেন্টে থাকতেই পচ্ছন্দ করে। লন্ডনের আবহাওয়া তাকে মানিয়ে নিয়েছে। শরীর স্বাস্থ্য আরও ভালো হয়েছে। তার গায়ের রঙ সর্বদাই উজ্জ্বল ফর্সা। সেটা আরও খোলতাই হয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী এই যুবতী মহিলাটির প্রতি সহপাঠি ছাড়াও অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে। কেউ কেউ তার সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় ঘুর ঘুর করে। কিন্তু রুবার কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তাকিয়েও দেখে না।

এক ইংরেজ যুবক তাকে একদিন রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে বসে, এই যে ইয়ং লেডি, নিজের রূপ-যৌবনের কারণে তোমার এতই দেমাগ যে তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান কর। মানুষের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়ে না। তোমার এত অহঙ্কার কিসের?

রুবা প্রথমে ভেবেছিল জবাব দেবে না। কিন্তু সে শুনেছে এই ধনীর দুলাল মেয়ে পটানোয় অতিশয় পটু। সুশ্রী যুবকটি নাকি নাছোড়বান্দা। যে মেয়ের দিকে একবার তার রোখ চাপে তাকে অনেক দূর না নিয়ে ছাড়ে না। রুবা আজ তার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

তুমি যেটাকে অহঙ্কার ভাবছ সেটা তা নয়। আর তা-ই যদি হয়, নিশ্চয়ই আমি অহঙ্কার করতে পারি আমার স্বামীর জন্য, আমার পত্রের জন্য এবং আমার সংসারের জন্য, এমনকি আমার দেহের অভ্যন্তরে যে আর একটি সন্তান অঙ্কুরিত হচ্ছে তার জন্য। এসবের বাইরে আমার আর কোন অহঙ্কার নেই।

এ্যাঁ, বল কি? তুমি বিবাহিতা! স্বামী সন্তান রয়েছে এবং আবার অন্তসত্ত্বা! অবিশ্বাস্য!

www.pathagar.com

হ্যাঁ। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? নাও হতে পারে। যেমন তোমাকে দেখেও বাহির থেকে বুঝা যায় না, তোমার ভিতরে এত গলদ রয়েছে!

তোমাকে দেখে কিছুই বুঝার উপায় নেই। মাই গড্!

হ্যাঁ, তোমার গড্ এবং আমার আল্লাহ্ একই সত্ত্বা। তার দোহাই, আর কখনও এ মুখো হয়ো না। আমি একজন মুসলিম নারী। আমার স্বামীকে আমি জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসি। তোমাকে সতর্ক করে দেওয়াও প্রয়োজন মনে করি। আমার স্বামী একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। এই লন্ডনেও সে প্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজন মনে করলে তোমার মতো উটকো রোমিওকে শায়েস্তা করতে তার বিন্দুমাত্র কঠিন হবে না।

কি বললে?

তুমি শুনেছ।

ছোকরা তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রুবাও প্রায় একই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গটগট করে হেঁটে নিজের গাড়িতে এসে বসে। একবারও পেছনে না তাকিয়ে গাড়ি চালিয়ে বের হয়ে আসে।

কথাটা চারদিকে রাষ্ট্র হতে আর কেউ রুবাকে বিরুক্ত করতে কোন দিন সাহস পায়নি।

দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের বার্তা সর্বাগ্রে ফুপু টের পেয়েছিল। কদিন রুবার প্রায় না খাওয়া, শুকনো মুখমণ্ডল ও বমির ভাব লক্ষ করে সে বলে, মা রুবা, তোমার নিশ্চয়ই সুখবর আছে। আমার মনে হচ্ছে বাবার ভাই বোন কেউ আসছে। একবার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বল মা।

রুবাও বুঝতে পেরেছিল। আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তার স্বামী দুদিনের জন্য প্যারিস গেছে। এর মধ্যে এই খবর। সেদিনই সে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হয়। পরদিন সে কথাই সে প্রণয় প্রার্থী যুবকটিকে বলেছিল।

দুদিনের স্থলে চারদিন পর রায়হান ফিরে এলে রুবা হাসতে হাসতে দরজা আটকে বলে, একটা দারুণ সুখবর আছে। কিন্তু খালি হাতে সেটা পাবে না। বক্‌শিস দাও বলছি।

রায়হান এদিক সেদিক তাকিয়ে চট করে রুবাকে একটি চুমো দিয়ে বলে, বকশিস পেলে। এবার বল।

www.pathagar.com

বাবার খেলার সাথী আসছে।

রায়হান হাতের ব্যাগ ফেলে লাফ দিয়ে রুবাকে দুই হাতে শূন্যে তুলে নেয়।

সত্যি রুবা? খোদাকে হাজার শুকুর। কখন জানলে?

সব বলছি। আমাকে নামিয়ে দাও। ভিতরে ফুপু রয়েছে। কি করছ!

না, নামাব না। উহ্ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! এবার কিন্তু আমাকে মেয়ে দিতে হবে। এবার আর কোন কথা শুনছি না।

আচ্ছা, আচ্ছা। নামিয়ে দাও। ঘরে এসো। সব বলছি।

দ্বিতীয় সন্তানের আগমণের বার্তায় তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে না?

না, হবে না। তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আমি সব ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

মিসেস রায়হান, ইউ আর সিম্পলি ওয়ান্ডারফুল। আই লাভ ইউ।

আই লাভ ইউ মোর দ্যান ইউ ডু।

রায়হান এবং রুবা দুজনেরই একটি কন্যা সন্তানের জন্য তীব্র আকাঙ্খা থাকলেও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ভিন্ন। রুবার এবারও পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রায় বাবার মতো রিষ্টপুষ্ট। রুবার মনে হয় ছোটর চেহারায় রায়হানের সাদৃশ্য অধিকতর। ফুপুও তাই বলে। যেন একটি ছোট রায়হান। সকলে তাকে ছোট বলেই সম্বোধন করে থাকে।

ছোটকে পেয়ে বাবার অনেক কাজ বেড়ে গেছে। এখন অবসরে সে কেবল পিতার সাথে সময় কাটায় না। সে তার পুপু, আব্বা এবং আম্মার হাত থেকে রেহাই পেলেই ছোটর খবরদারিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে কাউকে কিছু বলে না। নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে সব করার চেষ্টা করে। ক-খনও বিপত্তি ঘটবার উপক্রম হয়।

একদিন সে অনুভব করে ছোটর বিছানা সিক্ত হয়েছে। সেটা পাল্টানো প্রয়োজন। কাউকে কিছু না বলে ভাইকে খাট থেকে উঠাতে গিয়ে ফ্লোরে ফেলে দেয়। ঘরে নরম কার্পেট থাকায় রক্ষা। ছোটার চিৎকারে তিনজন একসঙ্গে ছুটে এসে বাবার কাণ্ড দেখে হাসবে না তাকে শাসন করবে স্থির করতে পারে না। ফুপু

www.pathagar.com

তাকে আঁচল চাপা দিয়ে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়।

রুবা ও রায়হান একসঙ্গে মার্কেটে গিয়েছে। ফুপুর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সে শুয়ে ছিল। বাবা ছোটর পূর্ণ অভিভাবকত্ব পেয়ে যায়। দু বোতল তরল খাদ্য তৈরি করা ছিল। তারা বাসায় ফিরে দেখে দু বোতলই নিঃশেষ। বাবা ক্রমাগত ছোট ভাইকে খাইয়েছে। ছোটার পেট টইটুম্বর। ফেটে পড়ার মতো। ছোট্ট শিশু অতি ভোজনে হাস্‌ফাস্‌ করছে। কাণ্ড দেখে রুবা রাগ করতে যায়। কিন্তু বাবা অবাক। আম্মা এমন আচরণ করছে কেন! সে তো তাদের অনুপস্থিতিতে ছোটর ভালো যত্ন করেছে! নাহ্‌, বড়দের ব্যাপার বুঝাই দুষ্কর। সে পিতার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কি করেছ বাবা? আম্মা চটেছে কেন?

ছোটর ক্ষিধা পেয়েছিল।

রুবা এসে তাকে ধরে, তুই কি করে বুঝলি তার ক্ষিধা পেয়েছে? জানো ছোটকে খাওয়াতে খাওয়াতে দম আটকে আসার অবস্থা করেছে।

ছোটর ক্ষিধা পেয়েছিল।

রায়হান এবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি কি করে বুঝলে তার ক্ষিধা পেয়েছে?

সে প্রতিউত্তর করে, ছোট খাচ্ছিল।

পিতা মাতা দুজনই রাগ করতে গিয়েও পারে না। বাবার উপরে রাগ করা যায় না। এত ভালো ছেলে! রায়হান তাকে বুঝিয়ে বলে, বাবা, এরপর তুমি কখনও ছোটকে খাওয়াবে না। এটা বড়দের কাজ। ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

গম্ভীর ভাবে বাবা গিয়ে ছোটর শয্যা পার্শ্বে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে ছোট ভাইর বিছানা পরীক্ষা করে।

রুবা জিজ্ঞেস করে, এখন কি উদ্দেশ্য?

ছোটর বিছানা।

সেখানে কি হয়েছে?

www.pathagar.com

ভিজা।

না, ভিজেনি। তুই তার বিছানা কখনও ধরবি না। একবার ফেলে দিয়েছিলি মনে আছে?

আছে। আর ফেলব না।

আচ্ছা। ঠিক আছে। তুই এখন তোর আব্বার কাছে যা। আমি ছোটকে দেখছি।

আমি তাকে দেখব।

না বাবা, তোকে আর দেখতে হবে না। তোর দেখার চোটে আমরা সকলে অস্থির।

মনুক্ষুণ্ন বাবা পরিশেষে তার পুপুর কাছে গিয়ে সহানুভূতি খোঁজে।

বাবার স্কুলের বয়স না হলেও তাকে একটি নার্সারিতে প্লে গ্রুপে দেওয়া হয়েছে। সকালে নার্সারীর ভ্যান এসে হাউসের গেট থেকে তাকে নিয়ে যায়। অন্য বাচ্চারাও যায়। তারাই দ্বিপ্রহরে দিয়ে যায়। ঠিক সময়ে একজন গিয়ে নিচে থেকে তাকে নিয়ে আসে। প্লে গ্রুপ হলেও এরই মধ্যে বাবাকে খেলাধুলার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চার হাতে খড়ি দেওয়া হয়েছে।

বাসায় রুবা বা রায়হান কখনওই বাবার সাথে ইংরেজিতে কথা বলে না। ফুপু ইংরেজি জানে না। নার্সারিতে এবং অন্যত্র ইংরেজি। বাবা মোটামুটি দুই ভাষাতেই জ্ঞান লাভ করছে। সকলে বলে, কালে সে একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সে খুব শান্ত এবং ধীরস্থির প্রকৃতির বালক। বয়সোচিত চপলতা তার মধ্যে কমই পরিলক্ষিত হয়। পিতামাতা এবং ফুপু তো বটেই যে কেউ তাকে দেখে বা তার সংশ্রবে আসে সে-ই তাকে পছন্দ করে। মানুষের ভালোবাসা কেড়ে নেবার একটা সহজাত আচরণ তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

পাঁচ বৎসরের মাথায় রুবাবা যখন টার্ম শেষ হয়ে আসার পথে এবং ছোট যখন বছর দুয়েকের হয়েছে তখন রুবা একদিন হাসিমুখে ঘোষণা করে, বলেছিলাম না ঘর দুয়ার ভরে ফেলব! বাবা এবং ছোটর আর একজন সাথী আসছে।

বল কি রুবা! এ সময়? তোমার না কোর্স সমাপ্ত হবার কথা!

সমাপ্ত হবে। হয়ত পরের টার্মে হবে। তার চাইতেও অনেক বড় কাজ এখানে হচ্ছে। তুমি খুশি হওনি?

www.pathagar.com

রায়হান স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে, কি যে বল! আমি দারুণ খুশি। আমার চাইতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে আছে বল! এসেছি এক বাচ্চা নিয়ে। ইনশাআল্লাহ্ ফিরব তিন বাচ্চা নিয়ে। ব্যারিস্টার বউ তো ফাও।

কি, আমি ফাও!

না গো বউ, তুমি আমার স্বর্ণের খনি। আমার অমূল্য রত্নরাজি তোমাতেই রক্ষিত আছে। তুমি আমাকে সাত রাজার ধন বাবাকে দিয়েছে, ছোটকে দিয়েছ। এবার নিশ্চয়ই আমাকে আমার মা উপহার দেবে। শৈশবে মাতৃহারা আমি মায়ের জন্য অতিশয় কাতর। রুবা, তুমি একটু বিবেচনা কর, প্লিজ!

রুবা স্বামীর কথায় হাসতে থাকে। সে যেন ইচ্ছা করলেই তাকে কন্যা উপহার দিতে পারে! তার মাঝেও স্বপ্ন জেগে ওঠে বৈকি!

স্বামী স্ত্রী দুজনই নতুন সম্ভাবনার আশায় উদ্দীপ্ত। তাদের ঐকান্তিক মনোস্কামনা পূর্ণ করে বিধাতা তাদেরকে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান দান করেন। ফুপু নাম দেয় সোনা। সে নাকি সোনায় গড়া।

যথাসময়ে রুবা তার ডিগ্রী লাভ করে। মাঝে একটি টার্ম ছেড়ে দিলেও সে কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যারিস্টার হবার সৌভাগ্য লাভ করে। তার সনদ প্রাপ্তির অনুষ্ঠানে রায়হান উপস্থিত ছিল। সেখানে অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানায়। বলে, এত অল্প বয়সে এত নিয়মনিষ্ঠ মনোযোগী ছাত্রী তারা কমই দেখেছে। নিজের বলয়ের বাইরে তার একটি পদচারণের খবর তাদের জানা নেই। মি. রায়হান, আপনার স্ত্রী ভাগ্য ঈর্ষার বস্তু। আপনাকে পুনর্বার অভিনন্দন জানাই।

রায়হান রুবাকে একটি হিরকখঁচিত কণ্ঠহার উপহার দেয়। বলে, তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মনিহার। বাবা, ছোট এবং সোনা আমার অমূল্য মণিমুক্তা। বিশ্বের সকল রত্নাবলার চেয়ে মূল্যবান।

রুবা বলে, হিরার হার দিয়ে আমি কি করব! তুমি এত অর্থ কেন ব্যয় করলে?

রুবা, আমার ভালোবাসার দানকে অমর্যাদা করো না। অর্থের মানদণ্ডে হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে বিচার করো না। আজ খোদাতা' লার দরবারে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মনে হয় সারা ভূবন খুঁজে তুমি আমার মতো সুখী, সৌভাগ্যমান ব্যক্তি বের করতে পারবে না। তুমি এই হার পরে ঢাকায় অবতরণ করবে। আমার অবিনশ্বর প্রেমের চিহ্ন তোমার কণ্ঠে শোভা পাবে এই আমার আকাঙ্খা।

www.pathagar.com

রুবা স্বামীর দুটি হাত নিজের কণ্ঠে বেষ্টন করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলে, নিশ্চয়ই পরব। কিন্তু আমার চিরদিনের কাম্য তোমার দুই হাতের এই হারটিতেই আমি স্বর্গ সুখ লাভ করে থাকি।

রায়হান বিজয়ীর বেশে সপরিবারে দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এ্যাপার্টমেন্ট এবং গাড়ি সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়। মি. ডিলনকে সব দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যায়। গাড়ি ও বাসার একটি চাবি তাকে দিয়ে যায়।

ডিলন বলেছিল, বাসা বিক্রি করলে এখন দ্বিগুণ মূল্য ফেরত পাওয়া যাবে। রায়হান সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। রুবা তাকে থামায়, ভুলে যেয়ো না এই বাসায় তুমি ছোটকে পেয়েছো, সোনাকে পেয়েছ। এই বাসায় তোমার আজীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। তোমার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে এদেশে এসে এখানেই থাকতে পারবে। আমরাও নিশ্চয়ই কখনও আসব। বাসাটা এভাবেই থাক। ডিলন সাহেবকে অনুরোধ করে যাও সে এসে মাঝে মাঝে দেখে যাবে।

সেভাবেই সব ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা বিমান বন্দরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। রায়হানের এলাকার লোকজন, খুলনার দেবহাটারও জনাকয়েক, সমস্ত কর্মচারী ও পরিচিত মহল, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন একত্রিত হয়েছে। অনেকে সঙ্গে ফুল ও মালা নিয়ে এসেছে।

রুবাকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মাজহার সাহেব এখন আরও বড় অফিসার। সেও সদলবলে উপস্থিত।

সর্বাগ্রে ফুপু স্বগৌরবে সোনাকে কোলে নিয়ে বের হয়ে আসে। এই ছ বছরে তার বয়স বৃদ্ধি পেলেও শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। মনির ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। পরক্ষণেই সোনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়।

তার পশ্চাতে তিন বৎসর বয়েসী ছোট গুটগুট করে হেঁটে আসে। মাজহার তাকে কোলে তুলে নেয়, আরে এ যে দেখছি রায়হানেরই দ্বিতীয় সংস্করণ! গুরু, কি খেলাই না দেখালে ভাই!

ছোটর পশ্চাতে ধীরস্থিরে এগিয়ে আসে সপ্তম বর্ষীয় কান্তিদর্শন বাবা। সে কমপ্লিট স্যুট পড়ে এসেছে। তার মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি। আবুল ছুটে এসে তাকে

www.pathagar.com

কোলে নিতে যায়।

চাচা, আমি বড় হয়েছি।

ওরে বাবা রে! আমার বাবা কত বড় হয়ে গেছে! কিন্তু তা শুনছি না। আজ ছেলের কোলে উঠতেই হবে।

সে জোর করে বাবাকে কোলে তুলে নেয়।

পেছনে হাসিমুখে স্বার্থক দম্পতি মিস্টার রেজা রায়হান ও তদীয় পত্নী মিসেস রুবা রায়হান, বার এট ল।

সকলে তাদের ঘিরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। একজন আলোকচিত্রশিল্পী ঘুরে ঘুরে সকলের ছবি তোলে। অনেক ফুল, অনেক মালা এবং সম্মিলিত শুভার্থীদের উষ্ণ সংবর্ধনার মাঝে তারা দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করে।

পরদিন কয়েকটি কাগজে এই স্বার্থক দম্পতি ও তাদের তিন সন্তানের ছবি প্রকাশিত হয়। একটি কাগজ থেকে বিমানবন্দরে রুবার সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকার নিয়েছিল। সে বলেছে, ব্যারিস্টারি সে পড়েছে স্বামীর ইচ্ছাকে মার্যাদা দেওয়ার বাসনায়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তার স্বামীর অর্থ সম্পদের অভাব নেই। অর্থের প্রয়োজনে নয়, সমাজের প্রয়োজনেই সে নিজেকে নিয়োজিত করবে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে অবহেলিত নারী সমাজের উপর নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সে আইনী লড়াই করে যাবে।

তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, গেলেন এক সন্তান নিয়ে, ফিরলেন তিন সন্তান ও ডিগ্রী নিয়ে। কেমন বোধ করছেন?

অত্যন্ত ভালো বোধ করছি। আরও ভালো বোধ করতাম যদি এই ছ বছরে ছটি সন্তান ধারণ করতে পারতাম।

তার এই মন্তব্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একজন আধুনিকা রূপসী যুবতী এবং সদ্য পাস করা ব্যারিস্টারের এই অভিমতে সকলে বিস্মিত হন।

আপনি অবাক করলেন মিসেস রায়হান! এমন কথা কারো মুখে শুনিনি।

কিন্তু এটাই আমার মনের কথা। স্বামী এবং সন্তানদের বাইরে আমি অন্য কিছু ভাবতে শিখিনি। ওরাই আমার সাধনা এবং জীবন।

কাগজে তার উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়, স্বামী সন্তানই আমার স্বপ্ন, সাধনা ও জীবন।

www.pathagar.com

চারদিকে বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হয়। একজন আইন ব্যবসায়ী হিসেবে সে প্রারম্ভেই বহুল প্রচার লাভ করে।

রায়হানের নির্দেশ পেয়ে আবুল ইতিমধ্যেই মিসেস রুবা রায়হান, বার-এট-লর জন্য চেম্বার সাজিয়ে রেখেছে। বাড়ির গেটে পিতলের নেম প্লেট লাগিয়ে দিয়েছে। গেটের সম্মুখে খালি জায়গায় সে দুটি সুপ্রশস্ত কক্ষ নির্মাণ করেছে। বারান্দা ও বাথরুমসহ রুম দুটির একটিতে রুবার বসার ব্যবস্থা। অন্যটি সাক্ষাতপ্রার্থী ও সহকারীদের জন্য রাখা হয়েছে।

আবুল আর একবার অসাধ্য সাধন করেছে। অনেক ঘোরাঘুরি করে আইনবিদদের পরামর্শ নিয়ে প্রচুর বইপত্র যোগাড় করে ফেলেছে। সুদৃশ্য বাঁধাই করা সেসব বইয়ের মলাটে সোনালী অক্ষরে রুবা রায়হান বার-এট-ল খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। রুবা তার চেম্বার দেখে চমৎকৃত। তার বসার জন্য আবুল যে রিভলভিং চেয়ারের ব্যবস্থা করেছে সেটি দেখার মতো। ঘরের রঙ, পর্দা আসবাবপত্র এবং বিশেষ করে আইন বিষয়ক পুস্তকাদির সংগ্রহ এবং সেগুলোর সুশৃঙ্খল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দেখে সে চমৎকৃত। তার এয়ার কন্ডিশনের চেম্বারে নতুন টেলিফোনের লাইনও সংযোজিত করা হয়েছে। মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান শেষে রায়হান রুবাকে হাত ধরে এনে তার চেয়ারে বসাতে গিয়ে দেখে সেখানে বাবা পূর্ব থেকেই সমাসীন। মনোযোগসহকারে কী পড়ছে!

বাবা এটা তোমার আম্মার চেয়ার। আম্মাকে বসতে দাও।

বাবা উঠে দাঁড়ায়। মাকে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বলে, আম্মা, এটাতে তুমি এখন বস। পরে আমি বসব।

রুবা পুত্রের মুখ চুম্বন করে বলে, নিশ্চয়ই বসবে বাবা। এটা তোমাকে চিন্তা করেই করা হয়েছে। তুমি উদ্বোধন করে ভালোই করেছ।

স্বামী স্ত্রী দুজনই আগামী দিনের সুদূরপ্রসারী সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে।

আমাদের তিনটি সন্তানই ভিন দেশের নাগরিক। বাবা আমেরিকান পাসপোর্টধারী। ছোট এবং সোনা ইংল্যান্ডের। একজনও বাংলাদেশী নয়!

রুবার কণ্ঠে কপট অভিমান ও অভিযোগের সংমিশ্রণ।

www.pathagar.com

ওরা সকলেই বাংলাদেশী। পিতা মাতার সূত্রে ওরা এদেশের নাগরিক। জন্মসূত্রে ভিন্ন দেশের। দ্বৈত নাগরিকত্ব বলতে পার। কিন্তু চিন্তার কি আছে রুবা। আমরা এবার একটু মন লাগিয়ে চেষ্টা করলেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।

তারা নিজেদের শোবার ঘরে কথা বলছিল। সোনা ফুপুর হেফাজতে। বাবা এবং ছোট এক ঘরে। বাবাকে বিশেষ করে বারবার বলে দেওয়া হয়েছে ছোটার উপরে যেন বেশি বেশি বড়ত্ব না ফলায়। বেশ কয়েকবার তার উদ্যম জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। রুবা স্বামী গায়ের হেলা দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় গল্প করছিল। রায়হানের কথায় সে হঠাৎ করেই স্বামী ঠেলে দেয়, কে তোমাকে নিষেধ করেছে। শুধু শুধু একথা সেকথায় কালক্ষেপণ! কাজের নামে ঢু ঢু!

রায়হান সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে, কী এত বড় অপমান! রেজা রায়হানকে তার অতি বড় সমালোচকও এই পূন্য কর্মে পিছিয়ে থাকার বদনাম দিতে পারবে না! এক্ষুণি দেখাচ্ছি কত ধানে কত চাল!

তার যে কথা সে কাজ।

রুবার সুনাম সুযশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়শে শুরু করতেই সে অনুভব করে তার দেহে নবাগতের পদধ্বনি। শুধু তাই নয়, এবার বেশ পূর্ব থেকেই তার দেহে সব সুপ্রকাশ হয়ে পড়ছিল। যথাসময়ে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে জানায়, এবার আপনার জমজ সন্তান হবে।

রুবা বাসায় ফিরেই রায়হানকে টেলিফোন করে, নিজের কর্ম কুশলতার খবর তোমার নিজেরই জানা নেই। তুমি এক মোক্ষম পুরুষ! অব্যর্থ তীরন্দাজ!

বিষয় কি ব্যারিস্টার সাহেবা। কিসের প্যাঁচ কষছেন একবার ভেঙ্গে বলবেন কি? কি উদ্দেশে অসময়ে এই অধমের প্রশস্তি গাওয়া হচ্ছে।

তুমি জমজ সন্তানের পিতা হতে যাচ্ছ। আল্লাহর ইচ্ছায় এবার আর একটি নয়, একসঙ্গে দুটি। তাইতো এবার এতটা স্ফীতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রায়হান লাফিয়ে ওঠে। এর চাইতে সুখবর আর হয় না রুবা। আল্লাহ্ যদি প্রতিবারই এমন দিতেন তা হলে আমি একটা পুরো ফুটবল টিম গড়ে তুলতে পারতাম। কনগ্রাচুলেশনস্ রুবা। আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ রুবা।

থ্যাঙ্ক ইউ। টেলিফোনে এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ঠিক নয় মিস্টার। আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রতিটি দানই সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত। তুমি তাতে কোন তারতম্য ধরতে পারবে না। বাবা বল, ছোট বল বা সোনার কথাই বল, আমাদের কাছে অমূল্য মনি মাণিক্যেরও শ্রেয়। ওদের একজনের অভাবও চিন্তায় আনা যায় না।

আরে পাগলী, আমি কি সে কথা বলেছি! বলেছি তুমি যদি এমনি করে প্রতিবারই ডাবল স্কোর করতে পারতে তা হলে আমার জনশক্তি আরও কত বেড়ে যেত!

যার শেষ ভালো তার সব ভালো। এবার তো পারছি!

রায়হান এক মিনিট নীরব থেকে জিজ্ঞেস করে, শেষ বলছ কেন? তোমার মোক্ষম পুরুষ বা সক্ষম তীরন্দাজের উপর আর ভরসা করতে পারছ না?

রুবা সেভাবেই জবাব দেয়, তা বলছি না! আর কত! কেন যেন আমার মন বলছে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে উপসংহারে একসঙ্গে দুটি সন্তান দান করছেন। এখানেই হয়তোবা যবনিকা টানা হবে।

রায়হান বলে, তুমি আমি নিমিত্তের ভাগী। আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে রুবা রায়হান একটা স্বকীয়তার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। অর্থ উপার্জনের দিকে তার বিন্দুমাত্র মোহ নেই। মক্কেলের সামর্থ্যানুযায়ী যা দিয়ে যায়, ক্লার্ককে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া আছে। এই চেম্বারে টাকা-কড়ি নিয়ে দর কষাকষি শুনা যায় না। তার কাছে বেশির ভাগ পারিবারিক সমস্যা বা নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলা এসে থাকে। এ বিষয়ে সে অনেকটা বিশেষজ্ঞে পরিণত হতে চলছে বলে লোকে বলাবলি করে। কোন দরিদ্র নারী অর্থের কারণে বিচার পাচ্ছে না শুনলে মিসেস রুবা রায়হান স্থির থাকে না। সে সেই মহিলার মামলা লড়ার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের থেকে আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার পর্যন্ত বহন করে। এসব কথা ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয় না। রাজধানীর বাহিরে বিভিন্ন জেলা থেকেও তার আহবান আসে। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করলে সে যে কোন স্থানে যেতে পরান্মুখ হয় না। রায়হানের নির্দেশে সেক্ষেত্রে হয় আবুল না হয় মুনির তার সঙ্গে যায়। তার ক্লার্ক এবং জমিলা তো অবশ্যই থাকে। সন্তানাদি না হওয়াতে জমিলা তার সার্বক্ষণিক সেবিকা।

আদালত পাড়ায় রুবার সম্বন্ধে নানা ইতিবাচক রটনা ছড়িয়েছে। অসামান্য সুন্দরী, দেশের একজন বড় ধনীর স্ত্রী, যুবতী ব্যারিস্টার বেশ কয়েকটি সন্তানের মা হলেও তাকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। শুধু তাই নয় মুখে মুখে

www.pathagar.com

ছড়িয়েছে সে জীবনে মিথ্যা বলেনি। কোন অবস্থাতেই কোন ছলচাতুরি বা অন্যায়ের আশ্রয় নেয় না। ফলশ্রুতিতে তার সুনাম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বত্র প্রকাশ পেতে বিলম্ব হয় না। বিচারকগণ তার প্রতিটি বক্তব্যকে মার্যাদা দিয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়নের প্রয়াস পায়। রুবার নাম উত্তরোত্তর ছড়াতে থাকে।

তাকে সন্তান প্রসবের জন্য কিছু দিন সব কাজ বন্ধ রাখতে হয়। একটি কাগজে টিপ্পনী কাটে, বহু সন্তান প্রসবের আকাঙ্খিনী ব্যারিস্টারের জমজ সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা। শীঘ্রই সে তার চতুর্থ এবং পঞ্চম সন্তানের জন্ম দেবে। গর্বিতা জননীর আনন্দের অন্ত নেই। ইতিপূর্বেও দেশের বাইরে তার দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং প্রখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব রেজা রায়হানের তিনি সহধর্মিনী।

ব্যারিস্টার সাহেবা ঢাকার একটি নামকরা ক্লিনিকে জমজ কন্যা সন্তান প্রসব করে। বাবা তার এই ক্ষুদে বোন দুটির নামকরণ করে লিটা ও রিটা। এই নাম কেন তার সদুত্তর সে দিতে পারে না। লন্ডনে হয়ত এই নাম দুটির সঙ্গে সে পরিচিত ছিল। আর ইচ্ছার অমর্যাদা করা হয় না। কিন্তু কোনটা লিটা আর কোনটা রিটা এটা একমাত্র রুবা ব্যতীত আর কেউ নির্ণয় করতে পারে না। রায়হানও না। তারা সকল অর্থেই জমজ। অতিশয় সুন্দুরী দুটি পুতুল। দেখতে অবিকল একরকম।

তুমি মা মা করছিলে। এখন তোমার তিনটা মা হল।

উল্লসিত রায়হান জবাব দেয়, তা হল বৈকি! কিন্তু এদের দু'জনকে পৃথক করে চিনবো কি করে?

চেষ্টা কর। তা হলেই পারবে। জন্ম দিতে পেরেছ, চিনতে পারবে না!

রায়হান একদৃষ্টিতে নবজাতিকাদের দিকে চেয়ে থাকে। এক সময় বলে ওঠে, না রুবা পারছি না। তুমি একটা বিহিত কর।

রুবা হাসে, এ্রত অস্থির হবার কি আছে। সামান্য ধৈর্য ধর। বড় হোক। দেখবে চেহারায় না হলেও হয়ত আচার আচরণে, স্বভাবে কোন বৈলক্ষণ অবশ্যই ধরা পড়বে।

রায়হান কন্যাদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে তাকে। এক সময় হেসে ওঠে।

হাসির কি হল?

www.pathagar.com

না, ভাবছিলাম। রুবা তুমি কি আর একবার কষ্ট করবে! আমাকে কি আর এক জোড়া এমনি পুত্র উপহার দেবে।

রুবা হাসিতে ফেটে পড়ে।

মাজহার এসে নক করে ভিতরে প্রবেশ করে। সে বলে, আমার দুটি নতুন মা এসেছে খবর পেলাম। তাই দেখতে ছুটে এসেছি।

দাদা, তোমার বন্ধু কি বলে শোন। সে আর এক জোড়া ছেলে চায়।

বেটাকে পুলিশে দেওয়া দরকার।

দাদা, তুমিই তো পুলিশের বড় কর্তা। বন্ধুকে সামলাও।

এই যে গুরু, তুমি জানো না দেশের বর্তমান শ্লোগানটি কি? একটি ভালো, দুটি যথেষ্ট, তিনটি অপরাধ। তুই তিন বার অপরাধ করে ফেলেছিস। পুলিশ লেলিয়ে দেব?

রায়হান নাটকীয় ভাষায় জবাব দেয়, মাজহার শ্যালক মম, স্ত্রী ব্যারিস্টার। আমি কি ডরাই সখা ভিখিরি পুলিশে!

তারপর চটেমটে উত্তর করে, নিকুচি করি তোমাদের শ্লোগানের। বেটাদের মুরোদ নেই তাই যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে আর যারা খেতে পড়তে দিতে পারে না তারা অসংখ্য সন্তানে বাড়িঘর ভরে ফেলছে, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছি। ছিন্নমূল মানুষে দেশ সয়লাব। সরকারের উচিত একটা নিয়ন্ত্রণ দফতর খুলে সেখান থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেরিট বিবেচনা করে অনুমতির ব্যবস্থা করা।

মাজহার বিষয়টা উপলব্ধি করে। বলে, তা যা বলেছিস। তোর কি আরও চালিয়ে যাবার ইচ্ছা?

আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সেটাই হবে যা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হবে। আমরা দুজনই তা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।

ভেরি গুড। দেখি আমার ক্ষুদে মা দুটিকে দেখাও তো বোনটি। মাজহার হোসেন ভাগ্নীদ্বয়কে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ে।

www.pathagar.com

লোকে বলে, স্ত্রী ভাগ্য। অন্যত্র একথার যথার্থতা কতটুকু সেটা বিবেচ্য নয়। রেজা রায়হানের ক্ষেত্রে সেটা একশত ভাগ সত্য। অর্থ তার চিরদিনই যথেষ্ট ছিল। অর্থের আনুষঙ্গিক যেসব বিচ্যুতি থাকে তাও ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্তই ছিল। সুশ্রী যুবক, অঢেল অর্থ ও দৈহিক পারদর্শিতার কারণে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিচরণ ছিল কিংবদন্তীস্বরূপ।

সেই রেজা রায়হানের পরিবর্তন দেখার মতো। রুবার মতো সত্যাশ্রয়ী মেয়েটি যেদিন থেকে তার জীবনে জড়ায় সেদিন থেকেই তার রূপান্তর শুরু হয়। বিয়ের পর হতে তার চরিত্রে দ্রুত স্ত্রীর প্রভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। তার সমস্ত অবিমৃশ্যকারীতা স্তব্ধ হয়ে যায়। সে স্ত্রীর কাছে অতীতের সমস্ত কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি প্রদান করে। স্ত্রীর পরামর্শে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার পুণ্যময়ী স্ত্রীও স্বামীর জন্য আল্লাহর দরবারে অহোরাত্র কান্নাকাটি করে। রায়হানের ধর্মে মতি আসে। স্ত্রীর ভাগ্যে তার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বি সফলতা আসে তা থেকে সে দেশের অভ্যন্তরে অনেক সমাজ হিতৈষীমূলক প্রকল্পে হাত দেয়। তার সুযোগ্যা স্ত্রীই তাকে এ সমস্ত সৎ কাজে উৎসাহ যোগায়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তা, পুল, প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে তার সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তার মুখে নেউ নেতিবাচক কথা শোনে না। অর্থের অভাবে কোন দরিদ্র ঘরের বিবাহযোগ্যা মেয়ে পাত্রস্থ হচ্ছে না, অর্থের কারণে একটি মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী পড়া চালিয়ে যেতে পারছে না, কোন বেকার ছেলের কর্মসংস্থান হচ্ছে না, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সঙ্গতির অভাবে ভেঙে পড়ছে এমনি বিষয়সমূহ নিয়ে একবার তার কাছে গিয়ে আর্জ্জি পেশ করতে পারলে হয়। সে সব মন দিয়ে শুনবে এবং অচিরেই নিজের ভ্রাতৃপ্রতিম বিশ্বস্ত ম্যানেজার আবুলকে সব খোঁজখবর নেবার জন্য পাঠাবে। সরেজমিনে তদন্ত শেষে আবুলের রিপোর্ট পৌছলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব করে না।

এই অনুচরটিকে সে নিজের মতোই বিশ্বাস করে। তার সুপারিশের অন্যথা হয় না। সর্বত্র তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষজন আগামী সংসদ নির্বাচনে তাকে এলাকা থেকে দাঁড় করবার কথা ভাবছে। কিন্তু তার কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস নেই। অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলেও মনে হয় না। কয়েকটি রাজনৈতিক পার্টি তাকে দলে ভিড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। চাঁদা দিতে সে কার্পণ্য করে না। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতি কখনও নয়।

www.pathagar.com

স্বামী স্ত্রী দুজনই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনায় জনসেবাকে নিজেদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাজনীতির অঙ্গন থেকে দুজনের প্রতি যেসব লোভনীয় প্রস্তাব আসে তা পর্যালোচনা করে মাজহার একদিন বলে, ক্ষতি কি? জনসেবা যখন করছ, তখন এতে শরীক হতে আপত্তি কিসের? রাজনীতির কারণে সামান্য ঘরের মানুষজন আঙুল ফুলে কলা গাছ বনে গেল।

রায়হান বলে, সেটাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যাদের কিছু ছিল না, তাদের অনেক হল। আঘাটা ঘাট হল। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের তেমন সুযোগ নেবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তুই সুস্থ্য রাজনীতিটা দেখছিস কোথায়?

রুবা বলে, দাদা, তোমার বন্ধু মনের কথা বলছে না। ভিতরের কথা হচ্ছে দেশের দুই বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নারী নেতৃত্ব তার একান্ত অপছন্দের। বিধায়, রাজনীতির প্রতি অনীহা।

রায়হান স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এদের কর্মকাণ্ড সমর্থন কর?

না, তা করি না। ব্যক্তিগত ভাবে আমিও মনে করি একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে নারী নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। ইসলামে নারীর কর্ম পরিধি নির্দিষ্ট করা আছে। পবিত্র কোরআনে এ সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা রয়েছে।

রায়হান স্ত্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উৎসাহিত কণ্ঠে বলে, তা সে নারী যদি নিজ যোগ্যতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার বলে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত হত বলার কিছু ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু আমাদের দেশে কি হচ্ছে। রাজনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে বিলি বণ্টন হচ্ছে। এক নেতা সারাজীবন এক কথা বলে ক্ষমতায় আরোহণ করে গণতন্ত্র ও বহুদলীয় রাজনীতির কথা বেমালুম ভুলে এক দলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করল। দেশ পরিচালনার চরম ব্যর্থতার কারণে সর্বত্র ঘুষ, দুর্নীতি, অরাজকতা ও সীমাহীন অব্যবস্থায় সমাজ ভেঙে পড়ার উপক্রম। দুর্ভিক্ষে কত মানুষ প্রাণ দিল! তার দলবল সম্পদের পাহাড় গড়ল। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাকে হত্যা করল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে এই নেতা মুখে মুখে হাতি ঘোরা মেরে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হলে সর্বাগ্রে শত্রু বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে পাইপ টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার পরিবারও যুদ্ধের নয় মাস শত্রু বাহিনীর খোরপোষে জীবন যাপন করে। মেয়ে মনের আনন্দে সন্তান উৎপাদনে ব্যস্ত। নেতার সেই মেয়েই আজ এতদিন পরে রাজনীতির ক্ষেত্রে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। লালসালুর অবশ্যম্ভাবী

www.pathagar.com

প্রতিফলের আশায় দলের তথাকথিত বিগলিত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা বাপের স্থলে বেটিকে বসিয়ে দিল। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বা জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে তার আধা পয়সার অবদান না থাকলেও যায় আসে না। যোগ্যতা কি? সেটা প্রশ্ন না করাই শ্রেয়। বাবার বেটি এটাই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। তেমনি একটি দলে আমাকে যেতে বলিস? সে মাজহারকে প্রশ্ন করে।

রুবা এবং মাজহার নীরবে রায়হানের বক্তব্য শুনছিল। স্বামীর মতই রুবার মত। মাজহার সকল বিষয়ে একমত না হলেও রায়হানের মনের অকৃত্রিম অভিব্যক্তিকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। সে তারপরও বলে, আচ্ছা এই দলটি না হয় বাদ দেওয়া গেল, দেশে তো আরও পার্টি রয়েছে।

রায়হানকে আজ কথা বলার মুডে পেয়েছে। সে সেভাবেই বলে, হ্যাঁ, আছে। আর একটি বৃহৎ দলের অবস্থা একবার বিবেচনা করে দেখ। সেনা ছাউনি থেকে বের হয়ে এসে বন্দুকের নলের মুখে ক্ষমতা দখল করে নেয় এক সেনাপতি। গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মাঙ্কি ক্যাপ পরিধান করে খাল কাটায় লেগে গেল। বলিহারি চিন্তাচেতনা! নদ-নদীতে পানি নেই। লোক দেখান খাল কাটা চলছে। কেউ কোন দিন মুখে হাসি দেখেনি। সেই লোকটির শাসনামলে কত মানুষ প্রাণ দিল। সেনাবিহিনীর কত জোয়ানকে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের অভিযোগে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হল। জেলখানার কয়েদিরাও তার নিষ্ঠুরতা থেকে বাদ পড়ল না। কিন্তু বিচিত্র এই দেশ। তাকে নিয়েই চারদিকে সোরগোল। উৎসাহিত সেনাপতি বিভিন্ন পার্টির লোক ভাগিয়ে নিজেই একটি রাজনৈতিক দল খুলে বসল। কি চমৎকার খেলা। তাকেও একদিন সেনা সদস্যদের হাতে প্রাণ দিতে হল। এক সময় দেখা গেল তার রূপসী বিধবা ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। একজন পারলে সে পারবে না কেন! পদি পিসির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষ্যান্ত মাসিও মাঠে নেমে পড়ল। স্বামীর আসনটিতে জাঁকিয়ে বসল। পূর্ব্বে এই দেশের কোন আন্দোলন সংগ্রামে জনগণের কাতারে কোনদিন দাঁড়াবার তার প্রশ্নই আসে না। মূলত গৃহবধূ এই মহিলা আজ এই দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের সর্বেসর্বা। তার অঙ্গুলি হেলনে পুরুষ ভেড়ার মতো মাঠে ঘাস চিবুচ্ছে। স্বামীর মসনদে উত্তরাধিকার সূত্রে তারও দাবী অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেওয়া হয়। একজন পিতার গদীতে বসবে, অন্যজন স্বামীর। অন্য লোকদের সুযোগ কোথায়? সব তার কৃপার উপর নির্ভর। আমাকে সে সব দলে যেতে বলিস?

মাজহার রায়হানের ভাষণের সামনে কিছুটা দমে যায়। সে বলে, গুরুর বক্তৃতা শুনে আমার তেষ্টা পেয়ে গেছে। আজ কফিই পান করা যাক। বোনটি কফি

www.pathagar.com

আনতে বল।

রুবা কফির কথা বলে, দাদা, আর কিছু দিতে বলব?

না এখন শুধুই কফি। গুরুর ভাষণ শুনেই পেট ভরেছে।

মাজহার তারপরও প্রশ্ন করে, কেন দেশে আর কোন দল নেই? কোন পুরুষ নেতৃত্বাধীন পার্টি দেখছিস না?

রায়হান সেভাবেই নিবেদন করে, দল অনেকই আছে। কট্টর বাম বা ডানপন্থী কোন দলে যাবার প্রশ্নই আসে না। পুরুষ নেতৃত্বে আর একটি দল অবশ্য আছে। তারা ক্ষমতায় থাকার সময় অনেক ভালো কাজও করেছে। ব্যক্তিশাসন হলেও সেই আমলেই এদেশের মানুষ প্রকৃত অর্থে সর্বত্র একটা উন্নয়নের স্পর্শ পেয়েছে। রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণ করে দেশে যোগাযোগে ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এনেছে। উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু হলে কি হবে! সে দলটিরও জন্ম সেনা সদরের একই কক্ষে। একই প্রণালীতে বিভিন্ন পার্টি থেকে লোক ভাগিয়ে ক্ষমতার লোভ লালসা দেখিয়ে দল ভারী করা হয়। তাও গ্রহণ করা যেত। কিন্তু গোড়ায় গলদ। মূল নেতৃত্বে আসীন লোকটির নানা ব্যক্তিগত কিচ্ছা কাহিনী বের হয়ে পড়ে। তার কিছুটা সত্য হলেও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্য নিতান্তই অসমীচীন। সব দল মিলে তাকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলে তার দলের ধস নামে। সে মুক্তি পাবার পর অনভিজ্ঞ ও ভ্রান্ত রাজনীতির কারণে ভাঙ্গন আরও ব্যাপকতা লাভ করে। সে দলটির উপরেও আস্থা আনা যায় না।

রুবা হেসে ফেলে। বলে, তুমি তার চাইতে বল না কেন রাজনীতিতেই তোমার আস্থা নেই। ওটা তোমার ক্ষেত্র নয়।

রাজনীতি কি তোমার ক্ষেত্রে?

না, আমারও না। আমার বিচরণ ক্ষেত্র আল্লাহ্ তা'আলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তোমার আমার চলার পথ ভিন্ন হতে পারে না।

রায়হান সোচ্চারে বলে, তা হলে?

মাজহার কফি পান করতে করতে হাসে। সে জিজ্ঞেস করে, তা হলে মানেটা কি? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, বিভিন্ন দল থেকে যে সমস্ত অফার আসছে বলে শুনছি তাতে তোর পার্লামেন্টে যাওয়া এবং পরবর্তীতে কেবিনেটে স্থান লাভ খুব

www.pathagar.com

কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে হয় না।

রায়হান জানায়, আমার তো তবুও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তোর বোনটি একটু আগ্রহ প্রকাশ করলেই মহিলাদের সংরক্ষিত আসন থেকে সদস্য হতে পারে এবং তার মন্ত্রিত্বের সম্ভাবনাও সহজতর! বৈদেশিক পদলাভও দুঃসাধ্য হবে না। নিদেনপক্ষে হাইকোর্টের কোন পদ সে ইচ্ছা করলেই পেতে পারে।

বিচারপতির পদ? সে তো খুবই ভালো প্রস্তাব।

প্রথমেই হয়ত বিচারপতি নয়। এটর্নির অফিসে কোন বড় পদ। তারপর ক্রমান্বয়ে বিচারপতির পদও পাওয়া দুষ্কর হবে না।

মাজহার রুবার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বোনটি কি বলে?

রুবা সুস্পষ্ট কণ্ঠে জানায়, না দাদা, তোমার বন্ধু আমাকে যা বানাতে চেয়েছিল, যে স্বপ্ন সে সারাজীবন দেখেছে, আমি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। তাকে নিয়ে, সন্তানদের নিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমার চাইতে সুখী আর কেউ নয়। এই সংসারের বাইরে যেটুকু সময় পাই মানুষের কল্যাণে যেন ব্যয় করতে পারি এই দোয়া করো।

দুই বন্ধু সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাদের অতি সুপরিচিতা এই আশ্চর্য মহিলার উদ্ভাসিত মুখের দিকের নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'কল্যাণ' থেকে প্রতিনিধি এসেছে। সঙ্গে আলোকচিত্রশিল্পী। রায়হান দম্পত্তির সাক্ষাৎকার নেবে। তারা আবুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সময় নির্দিষ্ট করে এসেছে। বাড়ির ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপ্যায়ণের পর নিচের বসার ঘরে কথা হচ্ছিল।

কল্যাণের প্রতিনিধি প্রথমে রুবাকে প্রশ্ন করে, এই পেশায় আপনি অসামান্য সফলতা অর্জন করেছেন। রহস্যটা বলবেন কি?

রুবা জবাব দেয়, সফলতা অসামান্য এটা আপনি বলছেন। আমি সেভাবে বলতে পারি না। তবে সফলতা কিছুটা নিশ্চয়ই এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা,

www.pathagar.com

আমার স্বামীর পরিপূর্ণ সহযোগিতা এবং আপনাদের সকলের দোয়া আমার পাথেয়। কোন রহস্য নেই।

কল্যাণ ঃ অধ্যয়নাবস্থায় এবং সম্ভবত মেট্রিক পাশের পর আপনার বিয়ে হয়েছে। তারপর প্রবেশিকা, মাধ্যমিক এবং সর্বোপরি ব্যারিস্টারি পাস করেছেন। সকল ক্ষেত্রেই ভালো ফল লাভ করেছেন। একই সঙ্গে বিদেশের মাটিতে তিনটি সন্তানের জননী হয়েছেন। সমস্যা সৃষ্টি হয়নি?

রুবা ঃ না। আমার স্বামীকে আপনারা তেমন জানেন না। সে কারণেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। সমস্যা হওয়া তো দূরের কথা সেটা ছিল আমার সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দঘন সময়। স্বামী, সন্তান ও সংসার আমার প্রথম আনন্দ। আর স্বামীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলেই আমার দ্বিতীয় আনন্দ বা অধ্যয়ন। দুই আনন্দ ছিল পরিপূরক। সমস্যার প্রশ্নই আসে না।

কল্যাণ ঃ আপনি অবাক করছেন মিসেস রায়হান। একটি সন্তান আসলেই যেখানে এদেশে বিদ্যার্জনে বিঘ্ন ঘটে, সেখানে বিদেশের মাটিতে তিন তিনটি সন্তান নিয়ে আপনাকে হিমসিম খেতে হয়নি?

রুবা ঃ না, হয়নি। পূর্বেই বলেছি, এর চাইতে আনন্দঘন কাল আমার আর কোনদিন কাটেনি। আমার স্বামী সর্বদা পাশে ছিলেন। তদৃপরি আমার ফুপু সঙ্গে ছিলেন। আমার বাচ্চারা তার চোখের মণি। তাছাড়া, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কৃপায় আমাদের সবক'টি বাচ্চা অতিশয় শান্ত। না কাঁদালে তারা কাঁদতে শিখেনি। এ ধরনের সুবোধ সন্তান মানুষ করা মোটেই কষ্টকর নয়।

কল্যাণ ঃ শুনেছি এখন আপনাদের পাঁচটি সন্তান। যদি কিছু মনে না করেন তা হলে জিজ্ঞেস করতে চাই পাঁচটি সন্তান কি এ যুগে অতিরিক্ত নয়? আপনাদের মতো পরিবারে এটা কি অবিশ্বাস্য নয়?

রায়হান এ কথায় বলে ওঠে, আমি কি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি? রুবা, আমি বলব?

নিশ্চয়ই কেন নয়? যদি এদের আপত্তি না থাকে।

না, না, আমাদের কোন আপত্তির প্রশ্নই আসে না। আমরা দু'জনেরই সাক্ষাৎকার চাই। বলুন মি. রায়হান।

www.pathagar.com

রায়হান বলে, আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করি না এবং প্র্যাকটিসও করি না। এটা আমাদের ধর্মেও নিষেধ আছে। দ্বিতীয়ত, এই ধ্যান ধারণাটাই আমাদের কাছে ভ্রান্ত মনে হয়। আমাদেরকে আল্লাহ্ সামর্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ যদি অনুগ্রহ করতেন এবং আমরা আরও সন্তান লাভ করতাম তা হলে তাদের প্রত্যেককে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করার সঙ্গতি তিনি আমাদের দিয়েছেন। আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের সন্তানদেরকে প্রতিদিন ডিম, দুধ, কলা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারি। তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ আমাদের রয়েছে। আমরা যদি বাচ্চা না নিতাম এসব সুযোগের অসদ্ব্যবহার হত। হয়ত কোন প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হত। পক্ষান্তরে দেখুন যারা সন্তানকে খেতে পড়তে দিতে পারে না, শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষার প্রশ্নই আসছে না, তারা অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করছে। আপনাকে একটি দৃষ্টান্ত দিই, এই গুলশানের বাড়িগুলো বিশিষ্ট নাগরিকদের বাসস্থান। এখানে একটি বা দুটির বেশি সন্তান দেখতে পাবেন না। পক্ষান্তরে লেকের ওপারেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকা। সেখানে প্রতি ঘরে অনেক সন্তান। যে যত গরীব তার তত অধিক সন্তান। তারা দল বেঁধে এপারে এসে কত কি সমস্যার সৃষ্টি করছে! বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্যহীন সেই সব আদম সন্তানদের মুখের অকথ্য বচন শুনলে আঁতকে উঠবেন। অন্যত্রও একই অবস্থা। গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে? পথে প্রান্তরে কেবল মানব সন্তানদের বেসুমার বংশই বৃদ্ধি পাচ্ছে না, কর্ম সংস্থানের অভাবে বেকার যুবক যুবতীর সংখ্যাও দিনকে দিন বাড়ছে। অনিবার্যভাবেই অপরাধ জগতে অনেকের আনাগোনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পকেটমার, ছিনতাইকারী, চোর, ডাকাত এবং অন্যান্য অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। সে কারণেই এই স্লোগান সর্বস্ব নিয়ন্ত্রন বিধি অকার্যকর। বরং নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করে একটি দফতর থেকে লিখিত অনুমতি সংগ্রহ করে সন্তান গ্রহণ করার বিধান করা যুক্তিসঙ্গত। সরকারের কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ক্ষেত্রে সামর্থ্য ও যোগ্যতা যাচাই করে অনুমতি দেবে। আইন করলেই হবে না, সে আইনের প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

কল্যাণের প্রতিনিধি রায়হানের কথামন দিয়ে শোনে। তার সঙ্গে রেকর্ডার রয়েছে। সব কথাই সে ধরে নিচ্ছে।

সে বলে, আপনার বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও এক প্রকারের নিযন্ত্রণ নয় কি? ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে বিরোধ বাধছে না?

বাধছে বৈকি! আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে দেশ চলছে না। অনেক প্রশ্নেই

www.pathagar.com

আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। এখানেও সে রকম সমঝোতা থাকবে।

কল্যাণ ঃ মি. রায়হান, আমি আপনার কাছে একটু পরেই আসছি। ম্যাডাম, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, ধর্ম এবং ইসলামের অনুশাসনের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা লক্ষ্য করছি। আপনি যে পেশায় নিযুক্ত আছেন সেটা কি ইসলাম অনুমোদন করে?

রুবা ঃ অন্তত অননুমোদন করেছে বলে জানি না। বিশ্বের মুসলমানদের জননী বলে আখ্যায়িতা উম্মুল মোমেনিন নবী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যুগে যুগে অনেক মুসলিম নারী তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে বিভিন্ন পেশায় কাজ করেছে। ধর্মের বিধান লঙ্ঘন না করে মহিলাদের কোন জীবিকা গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তাই আইন ব্যবসায়ে নেমে আমি ইসলামের অনুশাসনের পরিপন্থী কিছু করছি বলে মনে করি না। স্বামীর ইচ্ছায়ই আমার এই পেশা। নতুবা কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বামীর ইচ্ছা বাস্তাবায়ন করাকেও আমি ধর্মের অনুশাসন বলেই মানি।

কল্যাণ ঃ শুনেছি আপনার কাছে অনেক পদপদবীর প্রস্তাব আসছে। এও শুনেছি চাইলে আপনাকে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হতে পারে। আপনি কি এসবে উৎসাহী? রাজনীতিতে কি উৎসাহী?

রুবা ঃ না। মোটেই উৎসাহী নই।

কল্যাণ ঃ কেন?

রুবা ঃ আমি আমার বর্তমান অবস্থান নিয়েই যথেষ্ট সন্তুষ্ট। মোর দ্যান হ্যাপি! ব্যারিস্টার না হয়ে শুধুমাত্র মিসেস রায়হান হিসাবে স্বামী, সন্তান ও সংসার নিয়ে আমার সুখ কম ছিল না। স্বামীর কারণেই আজ আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

কল্যাণ ঃ শুনতে পাই, জীবনে আপনি একটিও মিথ্যা কথা বলেননি। কথাটা কি সঠিক? তাই যদি হয়, এ পেশা চালাচ্ছেন কি করে?

রুবা ঃ কথাটা অবশ্যই সঠিক, আমাকে কোন দিনই কোন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয়নি। সত্য মিথ্যার সঙ্গে পেশার সংঘাত বাধে না। মক্কেলের বক্তব্য আইনের যুক্তিতে বিশ্লেষণ করি। এতে আইনজীবী হিসাবে দায় দায়িত্ব বর্তায় না। ব্যক্তিগতভাবে কখনও মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করিনি।

কল্যাণ ঃ আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো প্রতিপ্রাণা পত্নি, মমতাময়ী মাতা,

www.pathagar.com

সুদক্ষ গৃহিনী এবং একইসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে এতটা সফলকাম কাউকে আজ পর্যন্ত দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। আমাদের পক্ষ থেকে এবং কল্যাণের পাঠক পাঠিকাদের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অভিন্দন জানাচ্ছি।

রুবা ঃ আপনাকে ধন্যবাদ। সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের পাঠক পাঠিকাদের জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা। তাদের দোয়া কামনা করি।

কল্যাণ ঃ মি. রায়হান, আনপাকে প্রশ্ন করার যোগ্যতা আমার নেই। আপনি সমাজের একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি, প্রভৃত শ্রদ্ধাভাজন। কর্তব্যের খাতিরে দু'একটি প্রশ্ন করছি।

রায়হান হাসিমুখে বলে, এমন বাঘা ব্যারিস্টারকে প্রশ্ন করতে পারলেন, আর আমার মত একজন নিরীহ ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করতে ইতস্তত করছেন!

কল্যাণ ঃ মি. রায়হান, আপনার স্ত্রী কি বাঘা না বাঘিনী?

রায়হান ঃ বস্তুত কোনটাই নয়। এটা একটা কথার কথা। তার মতো স্নেহাশীলা, কোমল অন্তকরণা এবং মমতাময়ী নারী হয় না।

রুবা বলে, আমি একটু হস্তক্ষেপ করতে চাই। অবশ্য অফ দি রেকর্ড। বিষয় পরিবর্তন করুণ। তা না হলে বন্ধুমহল স্ত্রৈন বলে খ্যাত এই ভদ্রলোকের কথার খেই পাবেন না। স্ত্রীর প্রশংসা করতে পারলে সে আর কিছু চায় না।

সকলে হেসে ওঠে।

কল্যাণ ঃ মি. রায়হান, এত সুযোগ থাকার পরও রাজনীতিতে নামছেন না কেন? শুনেছি, আপনার এলাকার লোকজন আপনাকে সংসদে প্রেরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

রায়হান ঃ ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু রাজনীতি আমার জন্য নয়। আমি ব্যবসাদার মানুষ। ইট ইজ নট মাই কাপ অফ টি।

কল্যাণ ঃ অনেক ব্যবসায়ীই পরবর্তীতে সফল রাজনীতিকে রূপান্তরিত হয়েছে। আপনি হবেন না কেন?

রায়হান ঃ রাজনীতি আমার পছন্দের বিষয় নয়। নিজের বর্তমান কর্ম প্রবাহেই আমি পরিতৃপ্ত।

www.pathagar.com

কল্যাণ ঃ রাজনীতি করলে অচিরেই মন্ত্রী হতে পারতেন!

রায়হান ঃ মন্ত্রী হয়ে কি আমার নতুন হাত গজাবে? বরং ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে। আমি এখন মানুষদের জন্য যা করার চেষ্টা করছি সে কাজ ব্যাহত হব।

কল্যাণ ঃ শুনেছি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি সম্পৃক্ত। অনেক কাজ করছেন এবং নিজের প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন।

রায়হান ঃ আমি কিছু কাজের সঙ্গে জড়িত আছি বটে। এর কৃতিত্ব কেবল আমার নয়, আমার স্ত্রীর উৎসাহ এবং তার পরামর্শে এসব কাজে আত্মনিয়োগ করি।

কল্যাণ ঃ মূলত আপনার উদ্দেশ্য কি?

রায়হান ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ।

কল্যাণ ঃ মি. রায়হান, কিছু মনে করবেন না। ইদানিং আপনার ধর্মে প্রবল মতি এসেছে। কিন্তু শুনা যায় এক সময় এরকম ছিলেন না। সংশ্লিষ্ট মহল আপনার এক সময়ের অনেক কথাই বলে।

এ পর্যায়ে রুবা পুনরায় হস্তক্ষেপ করে। স্বামীকে বলে, তুমি কিছু জবাব দিও না। আমাকে বলতে দাও। আমি উত্তর দিতে পারি?

কল্যাণ ঃ নিশ্চয়ই। বলুন ম্যাডাম। আমার বাহুল্য প্রশ্নে কিছু মনে করবেন না।

রুবা ঃ মোটেই কিছু মনে করছি না। আমার স্বামীর প্রথম বয়সে কিছু ঘটনা ছিল। কিন্তু কার না থাকে? মানুষই ভুল করে, কম অথবা বেশি। নিজেকে দিয়েই বিচার করুণ। আপনার নিজেরও কি তেমন কোন কথা নেই? আজ সে দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাই তার কথাটা বেশি আলোচনায় আসে। মানুষ বদলায়। সে কি ছিল সেটা বড় কথা নয়, সে আজ কি হয়েছে সেটাই বিবেচ্য।

কল্যাণ ঃ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছে সত্য গোপনে নাকি ধর্মেও নিষেধ নেই। রায়হান সাহেবের অনেক কথাই হয়ত আপনার জানা নেই। তেমন কি হতে পারে না ম্যাডাম?

রুবা ঃ না, পারে না। আমি কোন ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না। দেবার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমার স্বামীর জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমি জানি। উপরে আল্লাহ্‌ জানেন এবং এই মাটির পৃথিবীতে একমাত্র আমিই পুরোটা জানি। সব অবগত হবার পরই আমি এই সিদ্ধান্তে

www.pathagar.com

উপনীত হয়েছি আমার স্বামীর মতো মহৎপ্রাণ মানুষ আর হতে পারে না। প্রথম দিনেই এটা উপলব্ধি করেছিলাম এবং তাকে মনপ্রাণ সঁপে ছিলাম। দিনে দিনে আমার সে ধারণা ভালোবাসা ও আস্থায় বৃদ্ধি পেয়ে গগনচুম্বি হয়েছে।

রায়হান হাসতে হাসতে বলে, এবার আমি তাকে থামাতে চাই। স্বামীর প্রশস্তি গাইবার সুযোগ দিলে আমার স্ত্রী লতামুঙ্গেশকর, নূরজাহানকেও হার মানাবে। এ উপাখ্যান বন্ধ করুন।

কল্যাণ ঃ আমিও বন্ধ করতেই চাই। আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ হয়েছে। শুধু ম্যাডামকে একটি প্রশ্ন। ইচ্ছা না হলে উত্তর দেবেন না।

রুবা ঃ বলুন।

কল্যাণ ঃ আপনাদের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটা পেতে পারি কি?

রুবা ঃ পারেন। তবে সংক্ষিপ্ত আকারে সারাংশের সার সংক্ষেপ বলছি। কৈশোরে পদার্পণ করে একটি পল্লীবালা অসহায় শিক্ষক পিতার হাত ধরে গ্রামের বখাটে ছোঁকরাদের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য রাজধানীতে এসে দুর্বৃত্তদের কবলে পতিত হওয়ার মুখে পরম করুণাময় আল্লাহ্ মানুষরূপী এক দেবদূত প্রেরণ করে তাকে উদ্ধার করেন। সেই কিশোরটিই আজকের মিসেস রুবা রায়হান। সবটাই পরম করুনাময়ের অশেষ রহমতের কারণে সেই মানবরূপী ফেরেশতার কৃতিত্বের অমরগাথা।

রায়হান বলে ওঠে, আমার স্ত্রীর উল্লেখিত সেই মানবররূপী ফেরেশতাটি কে নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন? সেটি হচ্ছে এই অভাজন, এই নিতান্ত পাপী তাপী মানুষটি। যদিও মিসেস রুবা রায়হানের কাছে দেবতুল্য পুরুষ এই রেজা রায়হান।

সকলের সম্মিলিত হাসিতে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কল্যাণের প্রতিনিধির অনুরোধে তাদের পুরো পরিবারের একটি ছবি তোলা হয়। রুবা বাচ্চাদের আনায়।

লিটা ও রিটা বাবা মা'র কোলে। পেছনে তিন ভাই বোন দাঁড়িয়ে একটি সুখী পরিবারের সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল ছবি তোলা হয়। রুবা অনুরোধ করে তাকে যেন এক কপি ছবি দেওয়া হয়। তারা সানন্দে সম্মতি জানায়।

ম্যাডাম, আমার শেষ প্রশ্ন। আপনার স্বামী, ছেলে এবং মেয়েরা সকলে এখানে

www.pathagar.com

রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আপনি সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন? প্রশ্নটা বোকার মতোই করছি। ইচ্ছা না হলে জবাব দেবেন না।

রুবা কিছু বলার পূর্বেই বাবা হাত তোলে, আমি বলব?

বল, বল বেটা, তুমিই বল।

আম্মা সবচাইতে বেশি ভালোবাসে আব্বাকে।

সকলের হাসির মধ্যেও স্বামী স্ত্রীর মুখ দেখেই প্রতীয়মান হয় বাবার বিচার নির্ভুল।

মি. রায়হান প্রশ্নটি আপনাকেও করতে চাই।

এবার আর অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন মনে না করেই বাবা উত্তর করে, আব্বা সবচাইতে বেশি ভালোবাসে আম্মাকে।

আবারও হাসি। কল্যাণের সাংবাদিক মন্তব্য মরে, সত্যিকারের ফেরেশতা যদি কেউ এখানে থেকে থাকে তা হচ্ছে এই নিষ্পাপ শিশুরা। তাদের প্রতিনিধির রায় অভ্রান্ত না হয়ে পারে না।

পৃথিবী গোলাকার। চলমান ও ঘূর্ণয়মানও বটে।

রুবার সাথে তার প্রথম স্বামী আরফানের দেখা হয়ে যায় অযাচিতভাবে। মাজহার দাদার অনুরোধে সে খুলনার একটি চাঞ্চল্যকর এসিড নিক্ষেপের মামালা হাতে নিয়েছিল। ঢাকা থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে সড়ক পথে খুলনায় এসে পৌঁছেছে। তার মন কানায় কানায় ভরা। গতকালই সব ছেলে মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে বাগান বাড়িতে দু'দিন কাটিয়ে ফিরে এসছে। লিটা, রিটা এখন হাটতে, দৌড়াতে শিখেছে। সেখানে গিয়ে তাদের আনন্দ ধরে না। দুটি রঙিন প্রজাপতি এদকি সেদিক ছুটাছুটি করে সেখানে এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা করে। রুবার কত দিনের শখ তার ছেলেরা ছিপ ফেলে মাছ ধরবে। আবুল সব ব্যবস্থা করে এনেছে। বাবা এবং ছোট গম্ভীর মুখে ছিপ ফেলে মাছ ধরার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু কাজটিতে দু'জনই প্রচুর মজা পাচ্ছে। আবুল চাচা সব বুঝিয়ে দিয়েছে। ফাতনা একটু নড়ে উঠলেই বাবা, বিশেষ করে ছোট, ছিপ টেনে নিচ্ছে মাছ ধরা পরছে না। কিন্তু তার মধ্যেই বাবা একটি তেলাপিয়া বড়শিতে গেথে ওঠাতে সক্ষম হয়। স্বভাব গামম্ভীর্য বিস্মৃত হয়ে তার সে কি উদ্বাহ

www.pathagar.com

নৃত্য। সাথে ছোট এবং সোনা। তাদের আনন্দ, চিৎকারে সকলে ঘাঁটে এসে উপস্থিত। ছেলে-মেয়েদের হুল্লোরে বড়রাও শরীক হয়। সোনা তখনও খাবার খায়নি। জমিলা তার কথা মতো একটা ট্রেতে করে ঘাটেই খাবার এনে দেয়। সোনা খেতে খেতে ভাইদের মাছ ধরা দেখে। অনেকক্ষণ ফাতনা নড়ছে না।

বাবা বলে, মাছদের খাবার দিতে হবে।

ছোট উঠে গিয়ে সোনার খাবারের ট্রে কেড়ে আনার চেষ্টা করে, মাছদের দিতে হবে। সোনা প্রবলভাবে বাধা দেয়। টানা হেঁচড়ায় ট্রে সিমেন্টে পড়ে গ্লাস, প্লেট সব ভেঙ্গে চুরমার। রায়হান ধমক দিতেই রুবা তাকে থামিয়ে দেয়, বাচ্চারা এমন ভেঙেই থাকে। দেখ, বাড়ি আজ জেগে উঠেছে। তোমার আনন্দ হচ্ছে না? এতদিনে বাগান বাড়ি কেনা স্বার্থক হল।

সে জমিলাকে নির্দেশ দেয়, সব পরিষ্কার করে ফেল।

রায়হান রুবাকে ডাকে, একটু উপরে চল।

কেন?

বাগান বাড়ির ট্যাক্স দিতে হবে না! সেই কখন এসেছি!

রুবা প্রতিউত্তর করার পূর্বেই বাবা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করে, ঠিক। ট্যাক্স ফেলে রাখতে নেই।

রায়হান হাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম। সে কোনক্রমে বলে, বাবার কথার উপর আর কথা চলে না। এসো রুবা।

রুবা হাসবে, না কাঁদবে, না কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত স্বামীকে অনুসরণ করাই বিবেচনা প্রসূত মনে করে। খুলনা সার্কিট হাউসে বসে সে কথা মনে পড়ে একা একাই হাসছিল। প্রসন্ন মনে ভাবে, পাঁচ পাঁচটি সন্তানের জনক হয়েছে। তবুও তার স্বামী এখনও যুবসুলভ অমিত তেজ ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী। তার চাহিদার কোন ক্ষান্তি নেই। স্বামী গর্বে তার বুক ভরে ওঠে। লজ্জার সঙ্গে মনে মনে স্বীকার না করে পারে না, দীর্ঘদিনের অভ্যাসে স্বামীর এসব মধুর উৎপীড়নে মনের গভীরে সর্বদাই প্রত্যাশা নিহিত থাকে। স্বামীর আহ্বানের অপেক্ষায় দেহ মন উন্মুখ হয়ে থাকে। স্বামীকে এভাবে যে না পেল নারী জন্মই তার অস্বার্থক।

ভাবনায় বাধা পড়ে।

www.pathagar.com

একটি মধ্য বয়সী মহিলা এসে কেঁদে তার পা চেপে ধরে। সে নিবেদন করে, আপনাকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছে। সকলে বলছে আপনার হাতে পায়ে ধরে কোর্টে নিতে পারলে আমার খোরপোষ আদায় অবধারিত।

রুবা সব শুনে বুঝতে পারে স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলার খোরপোষের মামলা। মহিলাটি কিছুতেই তার পা ছাড়েনা। শেষ অবধি তাকে সম্মতি দিতে হয়।

কোর্টে কাঠগড়ায় আরফানকে সে দেখতে পায়। দেখে প্রথমটায় চিনতে পারেনি। কাগজপত্র পড়ে সে নিশ্চিত হয়। আরফান বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে। সেও চিনতে পারেনি। ঢাকার এক নামজাদা ব্যারিস্টারকে হাতে পায়ে ধরে তার স্ত্রী নিয়ে এসেছে এটা শুনেছে। কিন্তু সে যে তারই প্রাক্তন স্ত্রী রুবা তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। রুবা এই প্রথম বৃদ্ধ, ভগ্ন স্বাস্থ্য ও চোখে মুখে লাম্পট্যের ছাপ সম্বলিত লোকটির দিকে ঘৃণাভরে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তিনটি সন্তানসহ স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছে। আর একটি বিয়েও করেছে। পূর্ব বা সন্তানদের খোঁজখবর করে না, খোরপোষ দেয় না। তাই এ মামলা॥

রুবা দাঁড়িয়ে বিচারককে বলে, ইউর অনার, আমি এসেছিলাম এই স্বামী পরিত্যক্তা, অবহেলিতা, সহায় সম্বলহীনা মহিলার পক্ষে দাঁড়াতে। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে আমি বিব্রত বোধ করছি বিধায় এই মামলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই মহিলার প্রতি সুবিচার করবেন।

কিন্তু কেন মিসেস রুবা রায়হান? আপনার কথা এত শুনেছি! আপনার মূল্যবান পরামর্শ থেকে এই কোর্টকে বঞ্চিত করছেন কেন? আপনার মতো স্বনামধন্য বিজ্ঞ ব্যারিস্টারের কথা সকলেই শুনতে চায়।

ইউর অনার, আপনি চাইলে আপনার খাস কামরায় গিয়ে সে কারণ বলতে পারি। প্রকাশ্য আদালতে অস্বস্তি বোধ করছি।

বিচারক তাকে সসম্ভ্রমে তার নিজস্ব কামরায় নিয়ে যায়। সেখানে সে তার জীবনের অকথিত কাহিনীটি খুলে বলে। সে এও বলে, আমার ব্যক্তিগত ঘৃণা এবং ক্রোধ এই মামলাকে প্রভাবিত করুক এটা আমি চাই না। তাই আমি সরে যাচ্ছি। সব শেষে বলে, এক দিক থেকে আমি লোকটির উপর খানিকটা কৃতজ্ঞও বটে। কেননা সে যদি আমার পিতার কাছ থেকে সে সময় টাকা নিয়ে বিদেশে পাড়ি না দিত তা হলে হয়ত আমার জীবন অন্য খাতে প্রবাহিত হত না। সে ক্ষেত্রে আজ ওই বাদিনী মহিলার স্থলে হয়ত আমাকেই দাঁড়িয়ে আপনার সুবিচার প্রার্থনা

www.pathagar.com

করতে হত। সে জায়গায় আজ আমি ব্যারিস্টার রুবা রায়হান! অবশ্য সব কিছুর মূলে পরম করুণাময়ের পূর্ব নিদ্ধান্তই কাজ করেছে। মানুষের কতটুকুই করবার আছে! সবই তাঁর লীলা খেলা।

বিচারক অবক হয়ে সব শোনে, আপনি ঠিকই বলেছেন মিসেস রায়হান। সবই বিধির নির্ঘণ্ট। বিশ্বপতির এই সংসারে কত অত্যাশ্চর্য ঘটনাই না প্রতিনিয়ত ঘটছে।

রুবা বিচারকের খাস কামরা থেকে বের হয়ে আসে। কাঠগাড়ায় দণ্ডায়মান অকাল বৃদ্ধ আরফান নাম শুনে এতক্ষণে তাকে চিনতে পেরেছে।

সে আকুলকণ্ঠে ডেকে ওঠে, রুবা।

রুবা সব ভুলে প্রচণ্ড এক ধমক দেয়, শাট আপ! ইউ স্কাউন্ড্রেল।

তার সেই অস্বাভাবিক তীব্র কণ্ঠ আদালতের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। প্রতিটি মানুষ স্তব্ধ বিস্ময়ে তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। রুবা কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে কোর্ট রুম থেকে বের হয়ে আসে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com